কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের সমাজচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রধানরূপে গণ্য ছিল। কেননা এই গ্রাম মহামহিম বুধগণের আবাসভূমি ও এ গ্রামের লোকদিগের আচার ও রীতিনীতি যথাশাস্ত্র, এবং ন্যায়ানুযায়ী ছিল, হীনজাতিরাও যথাবিহিত দেবার্চনা ও পিতামাতার ভক্তি করিত। গ্রামস্থ লোকেরা ধর্ম্ম ও মানকে অমূল্য রত্ন জ্ঞান করিতেন। ধনলোভী বা অসূয়াপরতন্ত্র হইয়া ধর্ম্ম ও মানকে কখন জলাঞ্জলি দিতেন না। নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ায়, শাস্ত্রালোচনায় এবং কাব্য ও সঙ্গীত রসাস্বাদনে কালাতিপাত করিতেন। অবস্থা কাহারও উন্নত ছিল না, তথাপি সকলেই স্ব স্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

জাতি বা ভূম্যাদি সংক্রান্ত বিরোধ উপস্থিত হইলে, গ্রামবাসী বৃদ্ধ, পারদর্শী ও বিজ্ঞ জনগণ কর্ত্তৃক ঐ সকল বিষয়ের মিমাংসা হইত, প্রায়শঃপক্ষে রাজদ্বারে অভিযোগ হইত না। কিন্তু কালসহকারে তৎসমুদয়ই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে যে ভয়ানক মারীভয় উপস্থিত হয়, সেই মারীভয়ে এই গ্রাম একবারে প্রায় জনশূন্য হইয়াছে। কত সহস্র বালক, যুব, পিতা, মাতা, এক কালে শমনসদনে প্রেরিত হইয়াছে। অনেকানেক পল্লী শ্মশান ভূমির ন্যায় হইয়াছে। গ্রামের আর পূর্ব্বশোভা নাই, গ্রামবাসিদিগের আর পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহ নাই। সকলেই কেহ বা মাতা, কেহ বা পিতা, কেহ বা স্বামী, কেহ বা পুত্র, কেহ বা কলত্র, কেহ বা আত্মীয়, বিয়োগ যন্ত্রণায় ব্যথিত হইয়া, দুঃখে মনস্তাপে ও বিমর্শে কালক্ষেপ করিতেছেন। গ্রামের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই শমনের নিদারুণ কার্য্য সকল দৃষ্ট হয়। গ্রামবাসিরা আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্ল মনে সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। সকলেই আপনাপন দুঃখে কাতর। দেশের এমন কোন কার্য্যই নাই, যাহাতে সকলে একত্রে প্রণয়পাশে বদ্ধ থাকিয়া তৎকার্য্য সম্পাদন করে। দেশের ইদানীন্তন অবস্থা দেখিয়া সকলের মন দুঃখে আর্দ্র হয়।

হালিসহরের যে প্রকার শোচনীয় অবস্থা বর্ণিত হইল, বোধ হয়, অনেক পল্লী গ্রামের এই প্রকার অবস্থা হইয়াছে। যে সকল গ্রাম পূর্ব্বে অনেকানেক কবি, গ্রন্থকার, পণ্ডিত, পরহিতৈষী ও পরদুঃখকাতর ব্যক্তিদিগের জন্মভূমি বলিয়া, দেশ বিদেশে চিরপরিচিত ছিল, এক্ষণে উহা সামান্য গ্রাম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

পল্লীগ্রামস্থ লোকদিগকে সদুপদেশ প্রদানার্থে নানা প্রকার নীতিগর্ভ ও

চিত্তানন্দপ্রদ প্রবন্ধ সকল এই অভিনব পত্রিকায় প্রকটন করিবার সঙ্কল্প করা গিয়াছে, সংবাদ প্রদান করিয়া পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন করা এই পত্রিকার উদ্দেশ্য নহে।

অধুনা বহুতর সংবাদ পত্র প্রচারিত হইতেছে, এমন কি প্রতিদিবসেই এক এক খানি সংবাদ পত্র জন্ম গ্রহণ করিতেছে। সল্প ব্যয় ও পরিশ্রমে পাঠকবর্গ ভূরি ভূরি নূতন নতন সংবাদ অবগত হইতে পারেন। ইংরাজি ভাষানভিজ্ঞ পত্রিকা-পাঠাভিলাষী জনগণের সাধ্যানুসারে অভিলাষ পূর্ণ করা, ইহার একটী মুখ্য উদ্দেশ্য।

সুললিত ছন্দ সম্বলিত গদ্য পদ্য ও মনোহর রচনাদ্বারা মাতৃভাষার উন্নতি সাধন ইহার অপর উদ্দেশ্য। ইহাতে নানা প্রকার ইংরাজি ও সংস্কৃত গ্রন্থ এবং নাটকের অনুবাদ ও কৌতুক বর্দ্ধক রচনা সকল প্রকাশিত হইবে। অবিকল রচনা অতি কঠিন কার্য্য, তদ্দ্বারা ভাষার লালিত্য ও মধুরতা ভঙ্গ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, তজ্জন্য অবিকল অনুবাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া, ভাষার লালিত্য সম্পাদনে যত্ন করা যাইবে।

আমরা যে সময়ে পত্রিকা প্রকাশে কৃতসংকল্প হইলাম, সে সময় অতি-দুরূহ; দেশের হিতসাধনে ও পাঠকমনোরঞ্জনে কতদূর কৃতকার্য্য হইব বলিতে পারি না। অতএব পল্লীগ্রামস্থ বন্ধুদিগের ও সহৃদয় পাঠকগ্রাহক গণের নিকট সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহাদের উৎসাহ ব্যতিরেকে এ মহৎ সংকল্প সাধন মাদৃশ জনগণের সাধ্য নহে। তাঁহারা উৎসাহ বারি সেচন করিলে, আমাদের আশা-লতা ক্রমে বর্দ্ধমানা হইয়া, কালে ফলবতী হইতে পারে। আমরা এক্ষণে হালি-সহরস্থ কতিপয় বন্ধু একত্র হইয়া এ পত্রিকায় রচনা সকল প্রকটন করিতেছি, বিদেশস্থ কোন ব্যক্তি অনুগ্রহ পূর্ব্বক কোন রচনা প্রেরণ করিলে আহ্লাদ ও কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা গ্রহণ করিব ও প্রকাশযোগ্য বিবেচনা হইলে তাহা প্রকাশ করিব। ইহাতে নূতন গ্রন্থের সমালোচনাও থাকিবে কিমধিক মিতি।

## ইয়ুরোপের যুদ্ধ ও তাহার বিষময় ফল।

---

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পৃথিবী যত বৃদ্ধা হইতেছেন সেই পরিমাণে তাঁহার দুর্দ্দশার এক শেষ হইতেছে। তাঁহার কুসন্তানেরা ততই তাঁহাকে অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে ও ততই তাঁহাকে পীড়ন করিতেছে। মনুষ্যগণ যেন কোন ভাবী দুর্ঘটনার অপেক্ষায় সতত সতর্ক হইয়া চলিতেছে। লোকের আর সে শান্ত স্বভাব নাই যে, পরস্পর প্রণয়পাশে বদ্ধ থাকিয়া সুখে কালাতিপাত করে। বসুন্ধরাকে ক্রমাগত ছিন্ন ভিন্ন, শোভাহীন, পরি-তাপিত ও শোণিতাক্ত করিবার আশয়েই যেন তাহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যেন তাঁহার কোন না কোন অঙ্গের ক্ষত যন্ত্রণা সহ্য করিবার জন্যই, মধ্যে মধ্যে কোন না কোন দেশে নৈসর্গিক বা মানুষিক বিপৎপাত উপস্থিত হইতেছে। সেই সময় অবধিই জননীর সুখ-সূর্য্য অস্ত হইয়াছে ও তাঁহার দুঃখের দশা আরম্ভ হইয়াছে। ১৮০০ সালের কিছু দিন পরে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া ১৮১৫ সালে ইউরোপ-খণ্ডকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। মহাবীর প্রবলপ্রতাপ প্রথম নেপোলিয়ান রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া, যে সমর তরঙ্গ উত্থিত করেন, তাহার বেগে কত শত গ্রামইন [illegible] ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে ও অদ্যাপি হইতেছে। তিনি সামান্য অবস্থার লোক হইয়া স্বীয় বাহুবলে ও অসাধারণ ধীশক্তিগুণে ফ্রান্সদে-শের রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া, ইউরোপের প্রায় অধিকাংশ দেশ জয় করেন। অদ্য এদেশ কল্য অন্য দেশ জয় করিয়া সহস্র সহস্র নির্দ্দোষী নির্ব্বিবাদী লোকের শোণিতে [illegible] তল পরিপ্লুত করিয়া, আপনার রাজ্য সংস্থাপন করেন। সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক ভয় করিত, সকল রাজাই তাঁহার নিকট পরা-জয় স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। নেপোলি-য়ান ও ক্রমে [illegible] হইয়া পড়িলেন এবং ওয়াটারলুর সমরক্ষেত্রে জগৎ-বিখ্যাত ডিউক অব ওয়েলিংটনের নিকট পরাজিত হইয়া বন্দিস্বরূপে সাগরগর্ভস্থ সেণ্টহেলেনা দ্বীপে প্রাণত্যাগ করিলেন। ফরাসি জাতিরা ও তৎ-

সঙ্গে অন্যান্য দেশবাসীরাও কিছু কাল নিশ্চিন্ত রহিলেন এবং বহুকষ্টে ও অর্থ ব্যয়ে সংগ্রামের চিহ্ন সকল অপনয়ন করিয়া আপনাদের দেশের অবস্থার উন্নতি করিলেন। কয়েক বৎসর মাত্র সমস্ত নিস্তব্ধ রহিল। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়, কিছু দিন পরে ক্রমে ফরাসিসরা গৃহবিবাদে লিপ্ত হইলেন। রাজার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিলেন এবং তাঁহার প্রাণনাশে কৃতসংকল্প হইলেন। এই সংগ্রামে কত লোক শমন-সদনে গমন করিলেন ও কত নগর উচ্ছিন্ন হইল। মাতা বসুন্ধরা পুনর্ব্বার কিছুকাল সুখে সুষুপ্তা রহিলেন। বিধবা রমণীদিগের ও পিতা মাতা বিহীন সন্তানদিগের রোদনধ্বনি নিবারণ না হইতে হইতেই, পুনর্ব্বার সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইল, রুসিয়ার সম্রাট্ তুর্কদেশের বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। ইংরাজ ফরাসি ও অপরাপর জাতিরা রুসিয়াধিপের অন্যায় দেখিয়া ও তুর্কাধিপকে অসহায় ও হীনবল বিবেচনা করিয়া তাঁহার পক্ষ হইলেন। ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল; প্রত্যেক দিবসের যুদ্ধে শত শত লোক রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিল, শত শত রমণী বিধবা হইল ও শত শত পুত্র বিয়োগ যন্ত্রণায় ব্যথিত হইল। পৃথিবীর সমুদয় অর্থ নিঃশেষিত হইল; বাণিজ্যের অনিষ্ট ও শত শত গ্রাম নগর ও পল্লী মনুষ্যবিহীন হইল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের বিবরণ পাঠ করিলে পাষাণ হৃদয়ও দুঃখে আর্দ্র হয়। ক্রমে সন্ধি সংস্থাপিত হইল ও সমরানল নির্ব্বাণোন্মুখ হইল। ৫ বৎসর পরেই ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব সমরানল প্রদীপ্ত হইল। যাঁহাদের কৃপায় জীবন ধারণ করিতেছিল, যাহাদের অনুগ্রহে সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহিত করিতেছিল, যাঁহাদের গৌরবে গর্ব্বিত ও জনসমাজে মান্য ও গণ্য হইয়াছিল; নির্ব্বোধ কৃতঘ্ন সিপাহিরা তাঁহারদেরই বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিল এবং এক কালে কুমারী অন্তরীপ হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত সমস্ত সেনা দলই বিদ্রোহী হইল ও নির্দ্দয়চিত্তে পিশাচের ন্যায় অসহায় শিশু ও সরল হৃদয় রমণীগণের রক্ত শোষিত করিতে লাগিল। কাণপুরের ভয়ানক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিষয় পাঠ করিলে কাহার হৃদয়ই না শোকভরে ও ঘৃণায় এককালে অভিভূত হয়। সিপাহিরা এই রূপে কত দেশ উচ্ছিন্ন করিল। কত লোকের প্রাণ নষ্ট

করিল। কত কত ইংরাজ ধনাশয়ে সমুদ্র পার হইয়া এদেশে আসিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। কালে মহানুভব লর্ড কেনিং বহুকষ্টে সুবিখ্যাত জগৎজেতা ইংলণ্ডের ভূষণচয় হেভেলক, নীল, পীল, লরেন্স প্রভৃতি যোদ্ধাদিগকে বলি প্রদান করিয়া পিশাচদিগকে শান্ত করিলেন ও ভারত ভূমিকে সে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। তৎকালাবধি ভারত-ভূমির এপ্রকার হীনাবস্থা হইয়াছে; অদ্যাপিও আমরা সে যুদ্ধের ফল ভোগ করিতেছি। বিদ্রোহের সময় হইতে রাজকোষ শূন্য হইয়াছে এবং রাজ পুরুষেরা প্রতি বৎসরেই নূতন নূতন শুল্ক গ্রহণ দ্বারা ভাণ্ডার পূরণে চেষ্টা করিতেছেন; কিছুতেই তাহাদের চেষ্টা ফলপ্রদ হইতেছে না। ভারতবর্ষের বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ হইল। পৃথিবী পুনরায় নিশ্বাস ত্যাগ করিবার সময় পাইলেন। কিন্তু বিপদ কখন একাকী উপস্থিত হয় না, সর্ব্বদাই দলবদ্ধ হইয়া আসে। কয়েক বৎসর পরে চীন দেশে সমর উত্থাপিত হয় এবং পরেই আমেরিকা খণ্ডে গৃহবিবাদ জনিত ভয়ানক সংগ্রাম উপস্থিত হইল। প্রায় তিন বৎসর সমরানল প্রজ্বলিত থাকিয়া আমেরিকানদিগকে জর্জ্জরীভূত করিল। আমেরিকায় যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ভারতবর্ষের ও অনেক অনিষ্ট হইল। কার্পাশ ব্যবসায়ী শত শত ধনাঢ্য বণিক একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন, সহস্র সহস্র তন্তুবায় অন্নাভাবে হাহাকার করিতে লাগিল এবং অনেকে দুঃখে মনস্তাপে ও অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিল। আমেরিকার সংগ্রাম শেষ না হইতেই ইটলীদেশে পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এ যুদ্ধেতে ও অনেক ক্ষতি হইল ও অনেক লোক প্রাণত্যাগ করিল। কিছুকাল পরে প্রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়া রাজ্যে ভয়ঙ্কর বিবাদ উপস্থিত হইল। অনেক লোক সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিল। তত্রত্য নদী সকল রক্তস্রোতে বেগবতী হইল ও শত শত নগর ধ্বংস হইল। পরিশেষে সেডোয়ার যুদ্ধে পরাভূত হইয়া অষ্ট্রিয়া সন্ধিস্থাপন করিলেন।

বিগত বর্ষের মধ্যভাগে পুনর্ব্বার-সমরানল প্রজ্বলিত হইল। স্পেনদেশ ভূপতিবিহীন হইল। প্রুসিয়ার রাজা উইলিয়ম আপনার আত্মীয় হোহেনজেলার্নের যুবরাজকে স্পেনদেশে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে মানস করিলেন। ফ্রান্স দেশের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান এ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া একেবারে চিন্তা-

সাগরে মগ্ন হইলেন। দেখিলেন বিষম বিপদ উপস্থিত; জর্ম্মাণ রাজযুবকেরা ক্রমে ক্রমে সকল রাজ্য অধিকার করিতে লাগিলেন, সুতরাং যুবরাজকে নানা প্রকার বিভীষিকা দর্শাইয়া স্পেন রাজ্যের আশা ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়া, একখানি পত্র লিখিলেন। রাজকুমার তাহাঁর পত্র প্রাপ্তে স্পেন রাজ্যের আশা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ান তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না, প্রুসিয়ার রাজাকে এই মর্ম্মে এক খানি পত্র লিখিলেন যে তিনি অঙ্গীকার পত্র দ্বারা ভবিষ্যতে আর কখন স্পেন দেশের রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না এমন স্বীকার করুন। পত্র পাঠে প্রুসিয়ার রাজা এক বারে ক্রোধসাগরে প্রক্ষিপ্ত হইলেন এবং পত্র খানিকে অবজ্ঞা করিলেন। ইহাই বিবাদের সূত্র হইল। নেপোলিয়ান যদি যুবরাজের পত্রে সন্তুষ্ট হইতেন, তাহা হইলে আর এ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইতনা এবং তাঁহার দুর্দ্দশার এক শেষ হইত না।

উভয় দলে ক্রমে যুদ্ধের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন; প্রুসিয়ারা প্রায় ৬ লক্ষ সেনা একত্র করিলেন। ফরাসিসরাও প্রায় ২।৩ লক্ষ সেনা একত্র করিলেন। তাড়িতবার্ত্তাবহ দ্বারা এই সংবাদ পৃথিবীর সমস্ত দেশে প্রেরিত হইল। ফ্রান্সের পূর্ব্ব বীরত্বের উপর নির্ভর করিয়া প্রুসিয়ার ভাবী বিপৎপাতেরই লোকে কতই আশঙ্কা ও সে জন্য দুঃখ করিতে লাগিল। কত দেশই মনে করিয়াছিল যে নেপোলিয়ান বুঝি প্রুসিয়া দেশকে ক্রোধভরে একেবারে বসুধাপৃষ্ঠ হইতে উত্থিত করিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরে নিক্ষেপ করিবেন। কিন্তু কত লোকেই বা সময়ের বক্রগতিকে নিশ্চয় করিয়া আগ্রহাতিশয়ের সহিত যুদ্ধের সংবাদ শ্রবণে উৎসুক হইলেন। নেপোলিয়ান ইউরোপ খণ্ডেও সমস্ত দেশের প্রধান যোদ্ধা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় পরিণামদর্শী রাজকার্য্যদক্ষ অসাধারণ ব্যক্তি প্রায় দৃষ্টিগোচর হইত না। তিনি একাদিক্রমে প্রায় ৩০ বৎসর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছিলেন, সকলেই তাঁহার বাহুবলে পরাজিত হইত, সকলেই তাঁহাকে প্রথম নেপোলিয়ানের উপযুক্ত ভ্রাতষ্পুত্র বলিত। নেপোলিয়ান যুদ্ধ সজ্জা করিলেন, সহস্র সহস্র পদাতিক ও অশ্বারোহী একত্রিক

হইল। মেট্রালিসর প্রভৃতি ভয়ানক আগ্নেয় অস্ত্রসকল সংগৃহীত হইল। নেপোলিয়ান বংশের রাজ পতাকা উড্ডীন হইল। নেপোলিয়ান অহঙ্কারে ও গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন; সৈন্যদলের পদভরে পৃথিবী কম্পিতা হইল। ক্রমে মেট্জ গ্রামে উভয়দলের সৈন্যের সমাবেশ হইল। ফরাসি সেনাগণ অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইল। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘোরতর সংগ্রামে উভয়-দলের সহস্র সহস্র লোক শমনসদনে নীত হইল, রক্তপ্রপাতে ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত হইল। মেট্জ যুদ্ধে নেপোলিয়ান পরাভূত হইলেন। কিছুকাল পরেই, উযাথনামক স্থানে আর একটী ভয়ানক যুদ্ধ হয়, সে যুদ্ধেও প্রুসিয়ারা জয়লাভ করিলেন। নেপোলিয়ান ক্রমে হীনবল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সৈন্যদল প্রুসিয়াদের অসাধারণ যুদ্ধ নৈপুণ্য দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত ও ভীত হইল। সকলের মনে অবিশ্বাস জন্মিল। কোন কোন প্রধান সৈন্যা-ধ্যক্ষ আপনাপন বাহুবলের ক্ষীণতা দৃষ্টে জয়লাভের আশা ত্যাগ করিলেন। কিছুকাল পরে সিডান গ্রামে শেষ যুদ্ধ হইল। ইহাতে যে কত লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহা গণনা করা অতি দুঃসাধ্য। বোধ হয় এই যুদ্ধের তুলনা করিতে হইলে, পৃথিবীতে কি ওটারলুর যুদ্ধ, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, পাণিপাতের যুদ্ধ, আলিওয়ালের যুদ্ধ এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, আমরা সমরের গতিকে যতই কেন পুনরন্বেষণ করি না, এই প্রাণনাশক রাজ্যছিন্নকারী শোকোদ্দীপক কোন সমরই পাইনা, যাহাকে ইহার সহিত তাহারা বাল্য-ক্রীড়া বলিয়াও গণ্য হইতে পারে। কি আশ্চর্য্য অভূত অশ্রুতরূপে নেপোলিয়ানের গর্ব্ব-খর্ব্বকারী ও ফ্রান্সের সর্ব্বস্বাপহারী এবং জেতা উইলিয়াম ও তাহার প্রধানামাত্য বিসমার্কের পরম পরিতোষকারী এই যুদ্ধ সময়ের গর্ব্ভে বর্দ্ধিত হইতেছিল। নেপোলিয়ান একেবারে যেন কাপুরুষের ন্যায় এই সিডানের যুদ্ধে ব্যবহার করিলেন। তাঁহার এমন কোন বুদ্ধি কৌশলই উপস্থিত হইল না, যাহাতে তিনি শত্রু অগ্রে তাঁহার পথ বিমুক্ত করেন; প্রুসিয়ারা তাঁহার ও তাঁহার সেনাদিগের গতিরোধ করিলে, দেড় লক্ষ সেনা লইয়া তিনি যেন মায়াজালে বদ্ধ হইয়া কারারুদ্ধ

হইলেন। কোনদিকেই পলায়নের উপায় ছিল না, লজ্জা, ভয় ও হতাশ তাঁহার অন্তরকে আচ্ছন্ন করিল। চতুর্দ্দশ লুইর শেষদশা মনে করিয়া স্বদেশগমনাশা বিসর্জ্জন দিলেন, এবং পর দিবসে স্বসৈন্যে রাজভ্রাতষ্পুত্র ফ্রেডরিক চারলসের পদানত হইলেন। ফ্রেডরিক তাহাকে উইলিয়ামসোর দুর্গে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

আহা! তিনি যে রাজপুত্র, রাজা, ও রাজ্য করকবলিত করিবার আশয়ে পারিস রাজধানী হইতে এমন উৎসাহের সহিত বিনির্গত হইয়াছিলেন; ফ্রান্স রাজ্য বহির্গত হইতে না হইতেই, সেই উদ্যম একবারে ভগ্ন হইল। তাঁহার সেই পুরুষানুক্রম বীর্য্য, বুদ্ধিমত্তা, রাজ্য-শাসন-কৌশল একবারে অস্তমিত হইল। তাঁহার বুদ্ধিমূল কি এতই গুরুভারগ্রস্থ হইয়াছিল যে, এই যুদ্ধস্রোতে উন্মূলিত হইয়া সমরের ভীষণ শক্তিসাগরে নিমগ্ন হইল। যে ভূপতির মুখাবলোকনে ইউরোপ খণ্ডের সমস্ত ক্ষীণবল নৃপতি সুখে কালযাপন করিত, সেই ভূপতি যার পর নাই, দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়া দুর্দ্দান্ত, নিষ্ঠুর, প্রুসিয়াদেশস্থ দস্যুদলের হস্তে কারাবদ্ধ হইলেন। যে নগর হইতে বার্লিন রাজধানী ছিন্ন ভিন্ন করিবার আশয়ে সদর্পে স্বগণসহকারে আসিয়াছিলেন, আহা! তিনি কি ঐশ্বরিক অকৃপায় শার্দ্দুল হইয়া মেষের স্বভাব প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার সেই নগর শত্রুহস্তে সম্প্রদানের উপায় করিয়া দিলেন। যে উইলিয়ম সিংহের ন্যায় ঔদার্য্যশালী ছিলেন, তিনি কি শোণিতলালসায় একবারে আপনার মহৎ গুণগ্রাম বিসর্জ্জন দিয়া ব্যাঘ্ররূপে পরিণত হইলেন? অনুচরবর্গও কি তাঁহার উদাসিত সংগ্রামে সহকারী হইল? নেপোলিয়নের বৃদ্ধদশা; তাঁহারই যেন যুদ্ধের নিমিত্ত বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল। প্রজারাও কি শত্রুহস্তে পতিত হইবার জন্য এত নিদ্রিতপ্রায় ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কি কেহই ছিলেন না যে, যুদ্ধবিষয়ে কিঞ্চন্মাত্র সদুপদেশ প্রদান করেন? অহঙ্কারের কি প্রভাপ! সৈন্যগণনা বিষয়ে তাঁহাদের কি সমস্তই ভ্রম হইয়াছিল? ট্রসু, গেম্বেটা, থিয়র্শ, ফেবর, যাঁহারা এক্ষণে আপনাদের প্রতাপধ্বনি ফ্রান্স রাজ্যের এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছেন, তাঁহাদের কি যুদ্ধ-প্রবৃত্তিকালে বালকের

অর্দ্ধস্ফুট বাণীও বিনির্গত হয় নাই? তাঁহারা কি একবারে মূক হইয়া গিয়াছিলেন? আহা! সকলই দৈববিড়ম্বনা। যে নরপতির অর্দ্ধাঙ্গীর পদতলাশ্রয়লাভাশয়ে কত শত রাজবংশীয়া কামিনীগণেরা সতত প্রার্থিতা থাকিত, সেই ইজিনী এক্ষণে সমস্ত ভারাভ্রষ্ট হইয়া ক্রমে দুর্ভাগ্য অমাকলাতে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। জগৎ কি পুনর্ব্বার তাঁহার পূর্ণজ্যোতি সন্দর্শন করিবে। আবার কি তাঁহার চতুস্পার্শে রমনীয়া রমণীরা আবির্ভূতা হইবে। যে অবধি নেপোলিয়ান অস্তাচলচূড়াবলম্বী থাকিয়া প্রাচীদিকে পুনরুত্থান না করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত ইউরোপ তামসময় থাকিবে ও ততদিন দস্যুরা আসিয়া চিরাক্রমণ করিবে। কবে ফ্রান্সের এই ঘোর দুরাবস্থা রজনীর সুখ সুকতারা উদিত হইবে? কত দিন পর্য্যন্ত প্রজাদের ইহার ফল ভোগ করিতে হইবে?

যুদ্ধের কি বিষাদজনক বিষময় ফল। মনুষ্য দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়। ব্যাঘ্র ভল্লূক না হইয়া, সে ভ্রাতার শোণিতলোলুপ হইয়া কি ভীষণ বেশেই তাহাকে বিমর্দ্দন করিতে প্রধাবিত হয়। যে ভ্রাতা ভগ্নীর কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক পীড়া উপস্থিত হইলে, সকল কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া অগ্রে তন্নিবারণে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহাদিগকে মুহূর্ত্তের মধ্যে নিঃশেষ করিবার তৃষ্ণা কি বিষম এবং ভয়াবহ। ভ্রাতার শোণিতে উৎসাহ বৃদ্ধি, ভ্রাতাদিগের আর্ত্তনাদে আনন্দ ও উল্লাস, ইহা কি অস্বাভাবিক এবং বিকৃতাবস্থা। মনুষ্য এত সভ্য হইলেন, তথাচ তাঁহার আত্মার অসভ্যতা সহজে দূর হইতে চায় না। কত লোকে এই বলিয়া সকল কথা শেষ করিয়া দিতেছেন যে, ফরাসি জাতি অকারণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন না আপনাদের জাতীয় অগ্নি নির্ব্বাণ করিলেন। আবার কত লোক জর্ম্মান জাতি কি আশ্চর্য্যরূপে রণদক্ষ হইয়াছেন বলিয়া, ভিতরে ভিতরে তাঁহাদের পক্ষপাতি হইতেছেন। এপ্রকার ভাবে এক জাতির দোষ কি অপর জাতির গুণ কীর্ত্তন করিলে, এই অনর্থক সংগ্রামের জন্য উভয় জাতির দায়িত্ব কোন রূপে দূর হইতেছে না। এই বর্ত্তমান সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া উভয় জাতিই আপনাদিগের মনকে কত দূর বিকৃত করিয়া ফেলিলেন, তাহা

মনুষ্যে কি অবধারণ করিবে? পরে এই ঘটনা হইতে শুভ ফল উৎপন্ন হইলে একথা বলিলেও এই সংগ্রামের অপরাধ ও বিষময় ফল অপনীত হইতেছে না। ঈশ্বর সকল ঘটনা হইতে মঙ্গল উৎপন্ন করিতে পারেন তাহা তোমাদিগের কি? তোমরা কেন ভ্রাতার অঙ্গে অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে? তোমরা কেন সহস্র সহস্র ভ্রাতার শরীর আগ্নেয় অস্ত্রে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া আকাশ মার্গ উৎক্ষেপিত করিলে? তোমরা কেন শত সহস্র আশাপূর্ণ বুদ্ধিমান, কর্ম্মঠশরীর, রূপগুণধারী, পুরুষদিগকে ভূতলশায়ী করিয়া রমণীগণের চিরদিন অশ্রুবর্ষণ সার করিয়া দিলে? বৃদ্ধ পিতামাতার ভগ্ন দেহকে শোক-বাণে বিদ্ধ করিলে? সতত হাস্যশীল নৃত্যমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুর মুখারবিন্দ হইতে হাস্য এবং উল্লাস হরণ করিলে? ফলতঃ যুদ্ধসম্বন্ধে এক জন সহৃদয় ব্যক্তি এরূপে মনের ভাব ব্যক্তকরিয়াছেন যে, পৃথিবীর শান্তি-কালে লোকে বৃদ্ধ পিতামাতার শরীরের সৎকার ও সমাধি করে, কিন্তু যুদ্ধ সময়ে পিতামাতা আপনাপন সন্তানের সৎকার ও সমাধি করেন। জর্ম্মণ এবং ফরাসি পিতা মাতার মন শোকে বিদীর্ণ হইল, বিধবা মাতাদিগের স্বামী ও পুত্রের বিরহে অন্তর বিদগ্ধ হইতে লাগিল, মন প্রবোধ মানে না, তাঁহারা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, ইহা অপেক্ষা আর যুদ্ধের বিষময় ফল কি হইতে পারে? সহস্র সহস্র ভ্রাতৃগণ শোণিতে প্লাবিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পতিত রহি-য়াছে, তাহাদের আর্ত্তনাদে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বচ্ছন্দে তাহাদিগকে পদদ্বারা দলিত করিতেছি, তাহাদিগের উপর দিয়া অশ্ব সঞ্চালন করিয়া লইয়া যাই-তেছি, পিপাসায় বারি প্রার্থনা করিলে পুনর্ব্বার অস্ত্রাঘাত দ্বারা জীবন সংহার করিয়াছি। পৈশাচিক আনন্দে উন্মত্ত হইতেছি। আশ্চর্য্য! যে জাতির মন এত দূর অমনুষ্যত্ব প্রকাশ করিতে পারে, সে জাতিও আবার গৌরবে স্ফীত হয়। এখনকার সভ্য জাতিদের যুদ্ধে এপ্রকার হয় বটে যে, আহত সৈন্য-গণকে সংগ্রহ করিয়া সেবা শুশ্রূষাদ্বারা তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিতে চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সে চেষ্টা কি যথাবিধানে হইয়া থাকে? আহত ব্যক্তিদিগের প্রতি এপ্রকার মনোযোগে অনেক সময়ে তাহাদের যন্ত্রণা কেবল বৃদ্ধি করাই হয়। কতকগুলি ভাল মন্দ শকটে রাশি রাশি যন্ত্রণা

ও দাহযুক্ত শরীর একত্রে সন্নিবেশিত করিয়া বন্ধুর পথে দোদুল্যমান অবস্থায় লইয়া গিয়া যৎসামান্য আশ্রয়ে কোন রূপে রক্ষা করিয়া আরোগ্য করিবার চেষ্টাতে যন্ত্রণা যে সহস্রগুণে বৃদ্ধি হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আহা! তখন তাহাদের বন্ধুবর্গের করুণ কণ্ঠস্বর কোথায়? মাতা, ভগ্নী ও প্রাণসমা প্রিয়তমার মধুর কোমল সুস্নিগ্ধ করকমলস্পর্শই বা কোথায়? যন্ত্রণায় অধীর, তৃষ্ণায় কাতর, দয়া করিয়া কেহ কিঞ্চিৎ শীতল বারি প্রদান করে তো যথেষ্ট। হয় ত কিয়ৎক্ষণ পরেই সকল দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে ইহজীবনলীলা সম্বরণ করিতে হইল। আহা! এই ঘোর যন্ত্রণাকালে যে সমস্ত উদার হৃদয়সম্পন্না দয়াবতী, রমণীগণ একমাত্র পরদুঃখে কাতর হইয়া মাতা ভগ্নী এবং স্ত্রীর স্থান গ্রহণ করিয়া, আহত ব্যক্তিদিগের সেবা করেন, তাঁহারা ধন্য। তাঁহারা যথার্থ রমণীকুলের অলঙ্কারস্বরূপ।

এই বিষম সমরানলে লক্ষ লক্ষ লোক জীবন বিসর্জ্জন করিল। দুই জাতির কত অর্থই নিঃশেষ হইয়া গেল। মেদিনী তাঁহাদের জন্য কোথা হইতে নানা ফল, মূল, ও শস্য প্রসব করিবেন? তিনি যাহা কিছু বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, অযুত অগণ্য সৈন্যের পদতলে তাহা দলিত হইয়া গেল। এক জাতির সকল পরিশ্রম শত্রুসংহারে নিঃশেষিত হইল, অপর জাতি আপনাকে রক্ষা করিতে গিয়া দেশের ইন্দুরটী, কুক্কুরটী, বিড়ালটী পর্য্যন্ত উদরসাৎ করিতে বাধ্য হইলেন। এখন অন্যান্য জাতি আপনাদের অন্ন বস্ত্র তাহাদিগকে বিভাগ করিয়া দিন। কোন্ জাতি এখন এমন নির্দ্দয় হইয়া বলিতে পারেন যে, আমরা কেন আমাদের ফল শস্য এই দুই জাতিকে প্রদান করিয়া দুঃখ কষ্টে পতিত হইব? তাঁহারা কদাচার করিয়াছেন বলিয়া যদি এখন তাঁহাদের প্রতি নিষ্ঠুর হন, তবে তাঁহারাও আবার সেই দোষে দোষী হইবেন। ফলতঃ এক্ষণে সকল জাতির কর্ত্তব্য যে সাধ্যানুসারে এই দুই জাতির অভাব দূরীকরণ করেন। কিন্তু যুদ্ধ দ্বারা এই দুই জাতির যে কত দূর পর্য্যন্ত দুর্দ্দশা হইল তাহা কি আমাদের বোধগম্য হইতে পারে? জর্ম্মণেরা হয়ত বলিবেন, তাঁহাদের এখনত অনেক অর্থ আছে, তাহাঁদের ভাবনা কি; কিন্তু তাহাঁরা যে এত অর্থ অপব্যয় করিলেন, একবারে যে

নানা দেশ নগর উচ্ছিন্ন করিলেন, অঙ্কুরিত বৃক্ষ সকল নষ্ট করিলেন, এবং নূতন বৃক্ষ রোপণের অবকাশ প্রদান করিলেন না, তাঁহারা যে অন্য দেশের ফল শস্য লইতে ইচ্ছা করেন, এজন্য কি তাঁহারা জগদীশ্বরের নিকট ও পৃথিবীস্থ লোকের নিকট অপরাধী নন? যুদ্ধে দেশের কত অপচয় ও ধন সম্পত্তি ক্ষয় হয়, তাহা কে গণনা করিতে পারে? ইহা দেশের ধন অপহরণ করে, অন্য জাতির অর্থ অপহরণ করে; দেশীয় ও ভিন্নদেশীয় একবারে উভয়প্রকার বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ করে। এখন আবার মৃত দেহের পূতিগন্ধে ও উপযুক্ত আহার ও পরিশ্রম অভাবে যে ভয়ানক মারীভয় উপস্থিত হইতে পারে, তাহা কে বলিতে সমর্থ হইবে? যেন একটী প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়া গৃহ, ঘর, দ্বার, বৃক্ষ, শস্য, জীব, জন্তু এবং মনুষ্যকে নিপাতিত ও বিনষ্ট করিয়া দেশ ছারখার করত চলিয়া গেল। এখন রোদন করিলে কি হইবে, পুনর্ব্বার সকল সুব্যবস্থিত কর। কিন্তু কত দিনে ফ্রান্স ও প্রুসিয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিবে, তাহার কিছুই এখন নির্ণয় করা যায় না। সামান্য অভিমান এবং গৌরবাকাঙ্ক্ষায় মনুষ্য এ প্রকার পৈশাচিক ব্যবহারে ও প্রবৃত্ত হয়।

---

## যুদ্ধ বিষয়ে সঙ্গীত।

---

নেড়ার সুর। তাল একতালা।

বিলাতে ফরাসিগণের বিপদ ভারী।
বোল রে (আহা মরে যাই) তাদের জারি জুরি ॥
শুনে কান্না পায়, কি হবে উপায়,
জার্ম্মাণ্ রাজা যায় অস্ত্রধারী।

তবে যে শুনি তার ক্রোধ, নাহি উপরোধ,
মালটাকি গইবির (তাহে হয়েছে আবার) কারিকুরি ॥
নেপোলিয়ান সম্রাট, বাঁধালে বিভ্রাট,
মুখে মালসাট (কাজে) ফক্কিকারি ॥
পরে সিডান যুদ্ধে এলে, অস্ত্র শস্ত্র ফেলে,
স্বদলে হলেন গে (জার্ম্মাণ্ রাজার কাছে) আজ্ঞাকারী।
হায়! তোমার মহিষী, ইজিন রূপসী,
সিংহাসনে বসে এই দেখলেন হারি ॥
পরে পুত্র লয়ে সাতে, ফেরেন পথে পথে,
ঠিক যেন (হয়ে এখন) ভিকারীর নারী ॥
ক্রিমিয়া যুদ্ধেতে, জিতে কোন মতে,
ম্যাক্‌মোহন চিত্তে হয়ে ছিল জারি।
পরে তোপ গোলা শেলে, পড়্‌লেন ভূমণ্ডলে,
ফ্রেড্রীক্‌ হলেন তার দর্পহারী ॥ (রাজার ভাইপো)
বেজিন মহামতি, যুদ্ধে সেনাপতি,
মেজে যে দুর্গতি হয়ে ছিল তাঁরি।
লয়ে লক্ষ লক্ষ সেনা, হলেন গিয়া কেনা,
*প্রিন্স পদে ফেলে তরবারি ॥ (ক্রাউন প্রিন্স)
এলেন ইটালির চূড়, বয়েসেতে বুড়,
গেরিবল্‌ডি খুড়, হয়ে অহঙ্কারী।
†খেয়ে চেসিপটের হুড়ো, মোবাইল হল গুঁড়ো,
আপনি বাঁচিলেন করে শ্রীহরি ॥ (বুড়ো)
ফ্রান্সবাসীগণ, করিতে নিধন,
বিসমার্ক সৃজন কল্লেন হরি।
তার বুদ্ধি কাছে যায়, না দেখি ধরায়,
আবাল বৃদ্ধ মুখে নাম যাহারি ॥ (সংবাদ কাগজে পোরা)

---

* রাজপুত্র। † একপ্রকার আগ্নের অস্ত্র।

ক্রমে হল যে সঙ্কট, পেরিস নিকট,
শুনে ছটফট্ মন সবারি।
চলে* বোম্বার্ড করিতে, অগ্নি শেল যুতে,
যুতে যুতে সেনা সহর ঘেরি॥ (রইল)
এই খবর দিতে পরে, ফরাসি না পারে,
বসে যুক্তি করে সারি সারি।
বেলুন পায়রা কত ছাড়ে, শূন্যে যায় উড়ে,
বেলুন বাজে করে মারামারি॥ (ঐ জার্ম্মাণ রাজার)
দুঃখের শেষ নাহি হল, ক্রমশঃ বাড়িল,
অন্নাভাবে মল যত নাগরী।
খেলে বিড়াল ইঁদুর ঘোড়া, সরস চামড়া,
শুনে নয়নে মোদের আসে বারি॥
ভন্ট্রসু, গেম্বেটা, বড়ই যে ঠেঁটা,
কর্ণ দ্বয় কাটা, করে গিছে জারি।
এখন আছে কি আর বল, গিয়াছে সম্বল,
কম্বল নিয়ে হও টুকনিধারী।
এখন সদ্‌যুক্তি শোন, উমারি চরণ,
করিয়া যতন রাখ হৃদিপরি।
তবে পিস† হবে কেনা, ঘুচিবে যন্ত্রণা,
নতুবা বিকাবে পণ্ডিচারি॥

---

* বোম্বার্ড—চর্তুর্দ্দিকে বেষ্টন করা।
† পিস—সন্ধি।

## হিত-মালা।

---

বিহিত বচন শুন, মন মহাশয়।
বিফলে সময় ব্যয়, উচিত না হয়॥
হয়েছ মানুষ, কর মানুষের কাজ।
পরহ মনের সাধে, মানুষের সাজ॥
নম্রতা, শীলতা, আর সরল ব্যভার।
তোমার অঙ্গেতে যেন, শোভে অনিবার॥
জ্ঞান আর ধর্ম্মে হয়ে, সদা সুশোভিত।
সাধ্য মতে সিদ্ধ কর অপরের হিত॥
শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে, তুমি এসেছ ধরায়।
পশু সম ব্যবহার সাজে না তোমায়॥
হিতাহিত বিবেচনা, রয়েছে তোমার।
জঘন্য ব্যভার তব, শোভে না কো আর॥
ধর ধর ধর মন, উপদেশ ধর।
কর কর জীবনের সার্থকতা কর॥
পর পর মন সুখে বিবেক বসন।
কর কর জ্ঞান তাজ মাথায় ধারণ॥
দেও দেও গলদেশে, সাধুতায় হার।
দেখুক মানবগণ, তোমার বাহার॥
গুরু ভার রহিয়াছে, তোমার মাথায়।
কর মন, বহিবার, সহজ উপায়॥
অলীক চিন্তায় আছ, সদাই মগন।
বৃথায় আমোদে, কাল করিছ যাপন॥
কাল রূপ জোর বায়ু, বহে সর্ব্বদাই।
কবে নিবে আয়ু-দীপ, নিশ্চয় ত নাই॥

সকলি অস্থির ভব, সকলি অস্থির।
বল মন, কি প্রকারে আছ তুমি স্থির?
কেমনে করিছ খেলা, বালকের প্রায়?
বুড়ো হয়ে, ছেলে খেলা, দেখে হাসি পায়॥
ঊর্দ্ধ সংখ্যা পরমায়ু, শত বর্ষ হয়।
তাহার অর্দ্ধেক হয়, নিদ্রাবশে ক্ষয়॥
কিয়দংশ গত হয়, শৈশব খেলায়।
হাস্য আর কৌতুকেতে, কিয়দংশ যায়॥
কত কাল গত হয়, বিষয় চিন্তায়।
অর্থ উপার্জ্জনে তাই কত হয় সায়॥
জরা ব্যাধি করে তার কিয়দংশ গ্রাস।
সকল সময় প্রায় এই রূপে নাশ॥
সামান্য তাহার পর, থাকে যাহা বাকি।
তাহাতেও মূঢ় মন, দেবে কি হে ফাকি?
ইহাতে ও ভেবে দেখ, মানস আমার।
নাহিক কিঞ্চিৎ মাত্র তব অধিকার॥
কালের কবল মধ্যে, আছ তুমি মন!
এখনি করিতে পারে, তোমারে চর্ব্বণ॥
কিছুই নিশ্চয় নাই, কখন কি হয়।
দেখে শুনে, নাহি হয় কিছুমাত্র ভয়?
জাগ জাগ জাগ মন, জাগ এই বার।
এখনি আলস্য শয্যা, কর পরিহার॥
অই দেখ, জ্ঞান-জ্যোতি প্রাচীতে উদয়।
অই দেখ, ঘোর তম যেতেছে বিলয়॥
অই দেখ, বোধ রূপ কমল ফুটিল।
অই দেখ, বিদ্যা রূপ সৌরভ ছুটিল॥
অই দেখ, বিস্তারিয়া উজ্জ্বল কিরণ।
অংশুমালী, উঠিতেছে ভেদিয়া গগণ॥

কতই কর্ত্তব্য আছে, সাধিতে তোমার।
এই বেলা কর মন, বিহিত তাহার॥
দেবের দেবের নাম, করি উচ্চারণ।
মন সুখে, কার্য্যভূমে কর পদার্পণ॥

---

ভেবে দেখ, ওরে মুঢ় মানস আমার।
শৈশব সময় ছিল কিরূপ তোমার॥
শূন্য হাত ছিল ভাই, তোমার তখন।
দিগম্বর ভাব ছিল, কোথায় বসন॥
মন-ভাব জানাবার ছিল না উপায়।
কেবল রোদন মাত্র ছিল হে সহায়॥
কিছুমাত্র ছিলনা কো সামর্থ তখন।
খেলিতে খেলিতে কত হইতে পতন॥
আচরণ ছিল তব, পশুর সমান।
ছিল না কিঞ্চিৎ মাত্র, হিতাহিত জ্ঞান॥
কখন হাসিতে, আর কখন কাঁদিতে।
কেহই না বুঝিতেন, কি ভাব ভাবিতে॥
দেখিয়া তোমার হাসি, হাসিত সকলে।
একবারে, স্নেহরসে, যেতো সবে গলে॥
সবাকার হাস্য মুখ, করি দরশন।
তুমিও হইতে ভাই, আহ্লাদে মগন॥
কি ভাবে আনন্দ তব উপজিত মনে।
বুঝিতে সক্ষম নাহি হোতো কোন জনে॥
আবার যখন তুমি, করিতে রোদন।
অতিশয় বিষাদিত, হোতো সর্ব্বজন॥
শান্ত্বনা করিতে কত পাইত উপায়।
খেলনা আনিয়া, কত দিত হে তোমায়॥

অমনি তাহাতে তুমি, যেতে সব ভুলে।
তখনি হাসিতে ভাই, মুখখানি তুলে॥
এক দিকে, চক্ষুহতে, পড়ে অশ্রুজল।
এক দিকে, মুখ হতে, হাসি খল খল॥
মরি কিবা, প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টি।
এক দিক রৌদ্র হয়, আর দিকে বৃষ্টি॥
এক দিক অন্ধকার, কাদম্বিনী ঘটা।
আর দিক আলোময়, তপনের ছটা॥
জনকের ছিলে তুমি, আনন্দজনক।
পেতেন তোমায় পেয়ে, কতই পুলক॥
হেরিলে তোমার হাসি, হাসিতেন সুখে।
দেখিলে বিষন্ন মুখ, কাঁদিতেন দুঃখে॥
প্রণয়ের ফল রূপ পাইয়া তোমায়।
কত যে হতেন সুখী কহা নাহি যায়॥
মনের আনন্দ তাঁর জানাবার তরে।
করেছেন কত ব্যয় উৎসুক অন্তরেঃ—
বেজে ছিল জন্ম দিনে কতই বাজন।
আনন্দে মাতিয়াছিল প্রতিবাসীগণ॥
হয়েছিল মিষ্ট অন্ন কত বিতরণ।
পেয়ে ছিল কত অর্থ দীন দ্বিজগণ॥
সেই দিন হতে, তব কল্যাণের তরে।
হয়ে ছিল কত যত্ন, নির্ণয় কে করে॥
হইতে লাগিলে ক্রমে যেমন বর্দ্ধন।
জনকের হলে কত আনন্দ বর্দ্ধন॥
শুনি তব আধ আধ সরসভাষণ।
হইতে লাগিল কিবা, মুগ্ধ তাঁর মন॥
দেখি তব, মৃদু মৃদু মরাল চলন।
কতই তাঁহার তৃপ্তি হইল সাধন॥

কিন্তু ভাই হলে তব পীড়ার সঞ্চার।
বিষণ্ণ হইত মন, তোমার পিতার॥
কায় ক্লেশ, একবারে অবহেলা করে।
ব্যস্ত হয়ে ভ্রমিতেন ভেষজের তরে॥
করিবারে ব্যামোহের আশু প্রতিকার।
কিছুই যত্নের ক্রটী হইত না তাঁর॥
করিবারে, ভালরূপে চিকিৎসা তোমার।
লুটাতেন একবারে ধনের ভাণ্ডার॥
এত করে, তব পীড়া হলে বিদূরিত।
হইত তাঁহার কত, আনন্দিত চিত॥
ধরিত না হাসি আর, তাঁহার অধরে।
কার সাধ্য, সে আনন্দ অনুভব করে॥
হয়নি যখন ভাই, তোমার জনন।
তোমার পিতার ছিল, উদাসীন মন॥
কিছুই না করিতেন, ধনের যতন।
অকাতরে, করিতেন কত বিতরণ॥
সংসারী হলেন পরে, পাইয়া তোমায়।
অমনি সকল ভার পড়িল মাথায়॥
স্বদেশ বিদেশ আর, রহিল না জ্ঞান।
ধন হেতু করিলেন দূরেতে প্রয়াণ॥
ভীষণ পর্ব্বত, আর দুর্গম গহন।
কিছুই না দিল বাধা তাহাঁরে তখন॥
আপনার স্বাধীনতা, দিয়ে বিসর্জ্জন।
দিলেন পরের হস্তে, দেহ আর মন॥
পরিলেন গল দেশে, দাসত্বের হার।
তখন তাহাই হোলো, ভূষণের সার॥
প্রভুর তর্জ্জন, আর পরুষ বচন।
করিল তাহাঁর কর্ণে সুধা বরিষণ॥

অপমান, হোলো তাঁর, চারু অলঙ্কার।
কিছু মাত্র রহিল না মনের বিকার॥

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

---

## কালমাহাত্ম্য।

কালের অনির্ব্বচনীয় গতি। কালের ধ্বংস নাই, কিন্তু কাল সকল পদার্থ-কেই নাশ করেন। ইনি কখনও কাহার বশবর্ত্তী হন নাই এবং কখন কাহার আজ্ঞাধীন হইবেন না। মহীমণ্ডলে যে সকল অদৃষ্টপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব, অসম্ভব ও অত্যাদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতেছে, কালই তাহার মূলীভূত। অসৎ সৎ, সাধারণ, অসাধারণ, মহৎ ও সামান্য, যে যে ঘটনা আমাদিগের দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচর হইতেছে, সে সকলই কালের মহিমাপ্রকাশমাত্র। কালের মহিমা অচিন্তনীয় এবং ইহার মন্দগতি কেহ অনুধাবন করিতে পারেন না। এমন কি, পরম জ্ঞানী ব্যক্তিরাও আজন্মকালাবধি কালের উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া ও কালের কুটিল গতি নিরাকরণ করিয়া, ইহার সুক্ষ্ম ও নিগূঢ় তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

কালে কি হইবে নির্দ্ধারণ করা মনুষ্যের অসাধ্য ও মানববুদ্ধির অগম্য। দেখ, ক্রমে ক্রমে সৃষ্টির কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শত বর্ষ অগ্রে আমাদিগের জন্মভূমি ভারতরাজ্যের কি অবস্থা ছিল এবং অধুনা ইনি কি অবস্থায় পতিতা হইয়াছেন। তখন তাহার ক্রোড়স্থিত মানববর্গ কি প্রণালীতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াগিয়াছেন, এক্ষণে বা ভারতবাসীরা কিরূপে দিন যাপন করিতেছেন। সেই সময়ে তাহাদিগের কিরূপ রীতি, নীতি, আচরণ ও প্রকৃতি ছিল, এক্ষণেই বা তাহাদিগের রীতি, নীতি, আচরণ ও প্রকৃতির কত ভেদাভেদ হইয়াছে। ভারত তখন কিরূপ শ্রী ধারণ করিতেন ও কিরূপ ভূষণ তাঁহার মনোনীত ছিল; এক্ষণেই বা কিরূপ শ্রী ধারণ করিয়াছেন ও কিরূপ সৌন্দর্য্যই বা তাঁহার সুন্দর বোধ হইতেছে। পুরাকালে কিরূপ আমোদে মানবব্যূহ আমোদিত হইতেন, এক্ষণেই বা সেই আমোদের

কত তারতম্য হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী ব্যক্তিরা তখন কি রূপ ছিলেন, এক্ষণেই বা কি অবস্থাপন্ন হইয়াছেন ; দেশাচার ও কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের কত উন্নতি বা অবনতি হইয়াছে এবং লোক সমূহের মনোবৃত্তি কি রূপ ভাবাপন্ন হইয়াছে ; এই সকল স্থিরান্তঃকরণে প্রনিধান করিলে, কালসহকারে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা ব্যক্তিমাত্রের স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইবে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্তস্থলে উপরি উল্লিখিত কয়েকটী পরিবর্ত্তন প্রকটন করিতেছি।

অস্মদ্দেশীয় ইতিবৃত্তে কহে যে, পুরাকালে ভারতবাসী ব্যক্তিসমূহে চারি বর্ণে ভুক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ, ক্ষত্রীয় অর্থাৎ সংগ্রাম কুশল, বৈশ্য অর্থাৎ কৃষি ও বাণিজ্য উপজীবী এবং শূদ্র অর্থাৎ ভৃত্যশ্রেণী নির্দ্দিষ্ট ছিল। বর্ণচতুষ্টয়ের ভ্রষ্ট যে সকল ব্যক্তি ছিলেন, তাহারা বর্ণসঙ্কর বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এই শ্রেণী বিভাগ অনুসারে যিনি যে পদবী ধারণ ও যিনি যাহাতে উদ্ভব হইয়াছেন, তিনি তত্তৎ বিহিত কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া স্বীয় স্বীয় গৌরব অদ্যাবধি করিয়া আসিতেছেন।

ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্ম অনুষ্ঠায়ী বর্ণ। ইহাঁদিগের উপজীবিকা যজন, যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ হইতেই নির্ব্বাহ হইত। হিন্দুশাস্ত্রে ব্রাহ্মণগণের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল, সুতরাং শাস্ত্রাবলম্বী হিন্দুগণের নিকট তাঁহাদিগের আদর ও সম্মানের সীমা ছিল না। শাস্ত্র মতে আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ও প্রকৃতি বদ্ধ ছিল বলিয়া তাঁহারা সকলের নিকট পূজ্য ছিলেন। আচারভ্রষ্ট হইলে ধর্ম্মভ্রষ্ট জ্ঞান করিতেন, ব্যবহার মন্দ হইলে মহাপাতক হইত এবং গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত তাহার দণ্ড নির্দ্দিষ্ট ছিল। রীতি নীতি ও প্রকৃতি তৎপদবীর উপযুক্ত শাস্ত্রসম্মত না হইলে তাহাদিগকে পতিত জ্ঞান করিয়া, সকলে অশ্রদ্ধা করিতেন এবং সকলের নিকট তাঁহারা হতাদৃত হইতেন। একারণ ব্রাহ্মণদিগের, শাস্ত্রঅনুষ্ঠানই এক মাত্র কর্ম্ম, শাস্ত্রালোচনা এক মাত্র আবৃত্তি ও বিশুদ্ধাচরণই জীবনের একমাত্র নিয়ম নিরূপিত ছিল এবং সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা চিরকালাবধি পরম সুখে, উল্লাস ও মনের তৃপ্তিতে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। উল্লিখিত অনুষ্ঠান ও আচরণই তাঁহাদের মনোনীত ছিল,

লোক সমাজে হতাদৃত হইবার আশঙ্কায় এই নিয়ম অবলম্বন করিতেন না। শাস্ত্র-নিপুণতা তাঁহারা গৌরবশ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতেন, শাস্ত্র-কার্য্যানু-লোচনা আমোদশ্রেষ্ঠ জানিতেন, এবং শাস্ত্রানুষ্ঠানই উৎসবসার জ্ঞান করিতেন। আহা! তাঁহাদিগের আকৃতি কেমন মনোহর, এবং শান্তি ও ভক্তির আশ্রয় ছিল। আকার অতি শান্ত, অন্তঃকরণ সরল, কুটিলতা কাহারে বলে তাহাও জানিতেন না। মুখ হইতে অনবরত স্নেহের প্রবাহ নিঃসৃত হইত। উপদেশ ভিন্ন অন্য বাক্য প্রয়োগ করিতেন না, সকলের প্রতি বাৎসল্য ও দয়া প্রকাশ করিতেন এবং স্বার্থশূন্য, হিংসা প্রভৃতি দুষ্টরিপুবিদ্বেষী ও সদানুরাগী ছিলেন। পরিচ্ছদ অতি সামান্য কিন্তু অতি পরিপাটী ও তাঁহাদিগের অঙ্গে শোভনোপযোগী ছিল। পরিধেয় এক খানি ধুতি ও উত্তরীয় বস্ত্র, ভূষণের মধ্যে চন্দনবিলেপন এবং কাহারও গলদেশে রুদ্রাক্ষ মালা ও মস্তকে বদ্ধশিখা। অষ্টধা দিবসের পঞ্চম ভাগ আহারের সময় নিরূপিত ছিল। আহার হবিষ্যান্ন মাত্র। উপবাসে কাতর ছিলেন না, কিন্তু কঠোর পরিশ্রমে ও কখন পরাঙ্মুখ হইতেন না। শীত গ্রীষ্ম ইত্যাদি কাল প্রতীক্ষা না করিয়া, অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করত শৌচ কার্য্য সমাধা করিয়া প্রাতঃস্নান ও প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিতেন। তৎপরে কিঞ্চিৎকাল সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, মধ্যাহ্ন কার্য্য (পূজা বন্দনা ও হোমাদি) অনুষ্ঠান করিয়া, নিয়মিত অপরাহ্ণ সময়ে আহার করিতেন। আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইয়া প্রতিবাসীমণ্ডলীর তত্ত্বাবধারণ করিতেন এবং দিবা অবসান হইলে পুনরায় স্নাত হইয়া সায়ং সন্ধ্যা ও বন্দনাদি সম্পন্ন করিয়া নিশাযোগে নিদ্রা দেবীর স্মরণ লইতেন। এইমতই তাঁহাদিগের নিত্য ও কর্ত্তব্য কার্য্যপ্রণালী নিরূপিত ছিল এবং এতদ্ব্যতীত অপরের প্রতিনিধি হইয়া ও প্রায় সদা সর্ব্বদা পূজা হোম ইত্যাদি মাঙ্গলিক ক্রিয়ায় ব্রতী হইতেন। দিন অতীব সুখে ও স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইত, চিন্তার লেশমাত্র ও তাহাদের মনে আশ্রয় পাইত না এবং এবম্বিধ জীবিকা নির্ব্বাহ করাই তাঁহারা অহিক ও পারত্রিক মঙ্গল-সাধক বলিয়া মানিতেন। পরিমিতাহারী, পরিমিতশ্রমী, কদাচরণশূন্য ও চিন্তাহীন ছিলেন বলিয়া, তাঁহারা বহুকালাবধি জীবিত থাকিতেন। শত বর্ষের

মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইত না, রোগ শোক অতি বিরল ছিল এবং অকাল-মৃত্যু ছিল না।

পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও সর্ব্বগুণসম্পন্না ছিলেন। তৎকালে স্ত্রীলোকদিগের পতিসেবা মোক্ষ কর্ম্ম ও পাতিব্রত্যই সার ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান ছিল? যাহাঁকে স্নেহ করা উচিৎ, তাঁহাকে উচিৎ স্নেহ, যাহাঁকে ভক্তি তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও যাহাঁকে বাৎসল্য তাঁহার প্রতি সেই সেই ভাব প্রকাশ করিতেন। কলহ ও বিবাদ জানিতেন না, পরহিংসা করিতেন না। প্রতি-বাসীর সুখে অপার সুখ ও আনন্দ অনুভব এবং দুঃখে সমূহ দুঃখিত হই-তেন। উত্তম বসন ও ভূষণের লালসিত ছিলেন না। তৎকালে প্রচলিত সাটী তাহাদিগের পরিধেয় এবং সধবা লক্ষণ রক্ষণার্থ মস্তকে সিন্দুররেখা, করপুটে দুই গাছি কঙ্কণ ও লোহা নিরূপিত ও মনোনীত ছিল এবং ইহা পাইলেই পরম সন্তুষ্টা থাকিতেন ও অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিতেন। অবস্থা উন্নত হইলে রজত-নির্ম্মিত তাবিজ, মল এবং কাঞ্চন-নির্ম্মিত এক একটী নথ ব্যবহার করিতেন। ক্ষুধিতকে অশন ও বস্ত্রহীনকে বসন দান, তাঁহাদিগের উৎসবশ্রেষ্ঠ ছিল। স্বার্থ কাহাকে বলে তাহাও জানিতেন না এবং সন্তান সন্ততির যথাযোগ্য স্নেহ মমতা এবং গুরুশ্রেষ্ঠ জনকজননী ও পতির সেবা শুশ্রূষা করিয়া পরম সুখস্বচ্ছন্দে ও মনের তৃপ্তিতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। পরিশ্রমে কাতর ছিলেন না এবং রন্ধনাদি গৃহকর্ম্মে বিলক্ষণ নিপুণ ছিলেন ও তত্তৎ কার্য্যেই নিয়ত লিপ্ত থাকিতেন। পতিভক্তি এমত প্রবল ছিল যে, স্বামীর মৃত্যু হইলে সতী তাঁহার মৃত পতির সহমৃতা হইতেন, ফলতঃ স্বামীকে জীবন অপেক্ষা অধিক প্রিয় মানিতেন। পুরুষের ন্যায় ইহারাও সতত শাস্ত্রবিহিত কার্য্যানুষ্ঠানে পরম প্রীতিলাভ করিতেন।

বালক বালিকারা জনক জননীর একান্ত বশম্বদ ছিলেন, এমন কি তাঁহারা পিতামাতার ছায়ানুবর্ত্তী হইয়া থাকিতেন। শৈশবাবধি জনক জননীর সেবা ও শুশ্রূষা তাঁহাদের কার্য্যশ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান থাকিত এবং মাতা পিতার আদেশ না হইলে আহার ও শয়ন করিতেন না। বালকেরা পিতামাতার আজ্ঞাধীন থাকিয়া বাল্যাবস্থা হইতেই বিদ্যা লাভ করত

শাস্ত্রনিপুণ হইতে যত্নবান থাকিতেন, বালিকারা গৃহকর্ম্ম শিক্ষা করিতেই লিপ্ত হইতেন। পিতা মাতার উপদেশ ইষ্টমন্ত্র-তুল্য জ্ঞান করিতেন এবং তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতেন। মাতাপিতা কষ্ট পাইলে, যার পর নাই, মনঃপীড়া হইত এবং যত দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা সুস্থ না হইতেন তত দিন সন্তানগণেরও অসুখের সীমা থাকিত না। গুরুশ্রেষ্ঠ জনক-জননীর মধ্যে কেহ মানবলীলা সম্বরণ করিলে, তাঁহারা একবারে মনভঙ্গ ও হতাশ হইয়া স্বীয় স্বীয় জীবনকে অমূলক ভার জ্ঞান করিতেন এবং যত দিন জীবিত থাকিতেন, তাঁহাদের ভক্তি ও প্রীতি অন্তরে জাগরূক রাখিতেন। মৃত জনক জননীর বিরহ-জনিত অসহ্য ক্লেশের কিঞ্চিৎ উপশম পাইবার আশয়ে বর্ষে বর্ষে মৃত্যু-তিথি উপলক্ষে শ্রাদ্ধীয় কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া পিতা-মাতার ঋণের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সুদ পরিশোধ এবং তদুপলক্ষে আত্মীয় স্বজনকে আবাহন ও যথোচিত সৎকার করিয়া, বিপুল আনন্দানুভব করত সেই অনুপমহিতৈষী ও ভক্তিভাজন পরমগুরু মাতাপিতার নাম চিরস্মরণীয় করিতেন।

ক্ষত্রীয়েরা শান্তি রক্ষা ও সংগ্রাম কার্য্যে দক্ষ হইতেই বিশেষ যত্নবান থাকিতেন। তাঁহাদের অপরিমিত সাহস ও অসাধারণ বলবিক্রম ছিল। শৈশবাবধি শস্ত্র বিদ্যায় অনুরক্ত থাকিয়া উত্তরোত্তর সেই বিদ্যায় নিপুণতা প্রকাশ করিতেন। আহার ব্যবহার ও প্রবৃত্তির বিলক্ষণ শাসন ছিল এবং যদিও এরূপ সাহস ধারণ করিতেন যে, মরণজীবন লক্ষ্য করিতেন না, সামাজিক কার্য্যে হীনসাহসের ন্যায় আচরণ করিতেন ; সমাজবিরুদ্ধ কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না ; সংগ্রাম উপস্থিত হইলে যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকিত রণে পরাঙ্মুখ হইতেন না ; সমরে পতন, ধর্ম্ম অর্জ্জন বলিয়া মানিতেন। ফলতঃ তাঁহাদিগের অনুষ্ঠান অতিশয় কষ্টসাধ্য ও সঙ্কটাসিক্ত হইলে ও তাঁহারা ক্ষণমাত্রের জন্য বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না ; বরঞ্চ তাহাতেই আনুরক্তি প্রকাশ করিয়া, প্রীতি আনন্দ ও সুখ অনুভব করিতেন। ইহাঁরা শাস্ত্রের যথেষ্ট আদর করিতেন।

বাণিজ্য ও কৃষি কর্ম্মের উন্নতি সাধন করাই বৈশ্যদিগের কার্য্য নির্দ্দিষ্ট

ছিল। বাণিজ্য ও কৃষি কর্ম্ম হইতে তাহাঁরা বিপুল অর্থ উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিতেন। ইহাঁরাই সে কালে ধনাঢ্য ছিলেন। দীনদরিদ্রকে যথোচিত প্রতিপালন করা এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপকগণের সমাদর করা বৈশ্য-দিগের কর্ত্তব্যানুষ্ঠান ছিল। সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকার ছিল না। কিন্তু শাস্ত্র-অসম্মত কোন কার্য্য করিতেন না। সমুদায় কার্য্যে শাস্ত্র-নিপুণ ব্রাহ্মণগণের পরামর্শ লইতেন। পূজা, হোম, যাগ, যজ্ঞ ও অন্যান্য মাঙ্গলিক কার্য্যে বিশেষ আনুরক্তি ছিল এবং কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয়েই উল্লিখিত কার্য্যানুষ্ঠানে পরম প্রীত হইতেন। ব্রাহ্মণমণ্ডলীর যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান করিতেন ও তাঁহা-দের অনভিমতে কোন কার্য্য করিতেন না বলিয়া, তাঁহাদের রীতি নীতি আচার ব্যবহার ও প্রবৃত্তি সৎ ভিন্ন অসৎ হইত না। পরহিংসা করিতেন না ও পরের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হইতেন। সাধ্যমত পরোপকার করিতে ক্রুটী করিতেন না। বস্তুতঃ এইরূপ সদাচরণ করিয়া তাঁহারা পরম সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন। বাণিজ্য সমাধান হেতু তত্তৎকালে ও দেশ বিদেশে যাত্রা করিতে হইত, তাহাতেও তাঁহারা পরাঙ্মুখ হইতেন না।

বৈদ্য নামে এক জাতি পূর্ব্বকালাবধি বাস করিয়া আসিতেছেন। এই বংশটী ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের মধ্যবর্ত্তী এক শ্রেণী, ইহারা বর্ণ-শঙ্কর অর্থাৎ বর্ণ-ভ্রষ্ট স্বরূপ পরিগণিত হইয়া থাকেন। ইহাদিগের ব্যবসায় রোগ চিকিৎসা ও আলোচনা নিদান অর্থাৎ হিন্দু শাস্ত্রসম্মত চিকিৎসাসার। ইহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন বটে, কিন্তু শূদ্রের নমস্য নহেন। শূদ্র অপেক্ষা জাত্যভিমানে উচ্চ ও স্বাভাবিক কিঞ্চিৎ গর্ব্বিত। শাস্ত্রের যথো-চিত সম্মান করিয়া বৈদ্যেরা শাস্ত্রসম্মত আচার ব্যবহার ও অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। ইহাদিগের দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণেরও অনেক পরিচয় পাওয়া যায়?

শূদ্রবর্ণ ব্রাহ্মণবর্ণের ভৃত্যসম আচরণ করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণের বাক্য গুরুবাক্য স্বরূপ জ্ঞানে তৎ প্রতিপালন করিতে ও সর্ব্বমতে ব্রাহ্মণের প্রীতি ও স্নেহ ভাজন হইতেই তাঁহারা বিশেষ যত্নবান থাকিতেন। ব্রাহ্ম-ণেরা তাহাদের এক প্রকার হর্ত্তা কর্ত্তা ও বিধাতা ছিলেন। তাঁহাদের অনভি-

মতে দূরে থাকুক, তাঁহারা আদেশ না করিলে ইঁহারা কোন কার্য্যে লিপ্ত হইতেন না। ইহাঁরাও অতি শান্তস্বভাব-সম্পন্ন ও সরলান্তর ছিলেন। কুটিলতা কখন জানিতেন না এবং ব্রাহ্মণবাক্য শাস্ত্রজ্ঞান করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিলেই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল, এরূপ হৃদয়ঙ্গম ছিল। ক্লেশ কি তাঁহারা জানিতেন না, চিন্তা হৃদয়মন্দিরে স্থান পাইত না। মনে মনে বিলক্ষণ তৃপ্তি ও প্রীতি অনুভব করিতেন, ব্রাহ্মণকে অপরিমিত ভক্তি শ্রদ্ধা সম্মান প্রীতি ও পূজা করিতেন। ব্রাহ্মণেরাও যথেষ্ট স্নেহ মমতা ও যত্ন করিতেন ও তাঁহাদিগের মঙ্গল নিয়তই প্রার্থনা করিতেন।

শূদ্রবংশাবতংস কায়স্থ নামক এক জাতি মানব বহুকালাবধি এই ভারতরাজ্যে বাস করিয়া আসিতেছেন, এমত প্রমাণ পাওয়া যায়। ইঁহারা সভ্যতা ভব্যতা বিনীত ও সদাচার গুণে শূদ্রমধ্যে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট দর্শাইয়া উচ্চপদবী ধারণ করিয়া আসিতেছেন। যে কালে বল্লাল নৃপতির সভায় পঞ্চ ব্রাহ্মণ আহুত হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে পঞ্চ জন শূদ্র ভৃত্য ছিলেন, সেই পঞ্চ জনই শূদ্রবংশাবতংস কায়স্থ জাতিভুক্ত এমত কথিত আছে এবং ইহা দ্বারা কায়স্থরা যে ব্রাহ্মণের অতিশয় অনুরক্ত ও প্রধান ভক্ত, সহজেই প্রতীয়মান হয়। রাজকার্য্যালোচনায় কায়স্থেরা বিলক্ষণ পারগ, সাহিত্যশিক্ষা-কুশল ; একারণ পুরাকালাবধি বৈষয়িক কার্য্যভারাক্রান্ত আছেন এবং অপরাপর জাতির অপেক্ষা ইঁহাদিগের অবস্থা চিরকাল উন্নত আছে, শুনা যায়।

কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, তৈলকার, কুম্ভকার, মালাকার, প্রভৃতি নানা প্রকার নীচ ব্যবসায়োপজীবী নানা প্রকার জাতি ও পুরাকাল হইতে বাস করিতেছে। তাহারা সামান্য জাতি মধ্যে পরিগণিত আছে। ইহারা সকলে স্ব স্ব ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া আপনাপন পরিবার প্রতিপালন করিত। যাহার সহিত যেরূপ ব্যাবহার করা উচিত, তাহার বিপরীত কখন করিত না। ব্রাহ্মণ-বাক্যের যথেষ্ট সমাদর এবং তাঁহাদের যথোচিত সম্মান ও পূজা করিত এবং কাহার হানিকারক ছিল না।

এতদ্ভিন্ন কৃষিকর্ম্ম-নিপুণ আর এক সম্প্রদায় লোক এই ভারত মধ্যে বাস

করে, যাহারা কৃষক বলিয়া পরিচিত আছে। ইহারা ধান্য ইত্যাদি বিবিধ প্রকার শস্য উৎপাদন করিতেই জন্মাবধি লিপ্ত থাকে। জমির কর্ষণ, তৃণো-ন্মোচন, ও খনন কার্য্য বিলক্ষণ অবগত এবং কখন বীজরোপণ, কখন শস্যছেদন, ও কিরূপ শস্য উৎপাদন করিতে হয়, এই বিষয়েই সুশিক্ষিত হইতে যত্নবান থাকে। কৃষি ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিত না। অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ইহারা সরল, অতিধীরস্বভাবসম্পন্ন, একান্ত বশম্বদ, কুটিলতাবর্জ্জিত, উচ্চাশাহীন, কৃষিকার্য্যানুরক্ত, ব্রাহ্মণ-ভক্ত, হানি-বিরত ও স্ব স্ব কার্য্যে সন্তুষ্ট। ইহারা পরিশ্রমে কাতর ছিল না। কি আতপের দুরন্ত তাপ, কি বরিষার মুসলধারে বারিবর্ষণ, কি হেমন্তের ভীষণ হিম ও শিশির, ইহারা কিছুই লক্ষ্য করিত না এবং এমত কঠোর পরিশ্রমে ও যত্নে নানাবিধ শস্যো-উৎপাদন করিয়া আমাদিগের মাতৃভূমির অভাব দূর করিয়া আসিতেছে।

তৎকালে শস্য ও অজস্র জন্মিত। অল্প যত্নে বিপুল শস্য উৎপাদিত হইয়া ক্ষেত্রকর্ম্মানুরক্ত ব্যক্তিদিগের আনন্দ ও সুখ বর্দ্ধন এবং জীবমাত্রের অভাব দূর করিত। ভারতবর্ষের নাম রত্নগর্ব্বা বলিয়া খ্যাত আছে, তাহা সুদ্ধই জমির উর্ব্বরতাগুণ জন্য। তখন আবশ্যকের অধিক শস্যাদি বর্ষে বর্ষে উপৎন্ন হইত, সুতরাং মন্বন্তর ছিল না এবং কাহার ও অভাব থাকিত না। ঝটিকা ইত্যাদি শস্যবিপ্লব ছিল না বলিয়া, শস্য সহজেই অজস্র হইত। দ্রব্যাদির মূল্য ও অতি সুলভ ছিল। তৎকালে ভারতজাত দ্রব্যাদি দিগ-দিগান্ত প্রেরিত না হইয়া, এতদ্দেশেই বর্ত্তমান থাকিত বলিয়া দ্রব্যের অল্প-মূল্য ছিল। এমন কি তৎকালিক মূল্যাদির কথা শ্রবণ করিলে আমাদিগের উপন্যাসের মত বোধ হয়; ফলতঃ তাহা সকলই সত্য।

স্থানে স্থানে তখন এক এক জন ভুম্যধিকারী ছিলেন, যাহাঁরা রাজা বলিয়া খ্যাত আছেন। এই সকল রাজপুরুষেরা সর্ব্বগুণে ভূষিত ও প্রায় দোষ-বর্জ্জিত ছিলেন। প্রজাবর্গ হইতে যে রাজস্ব আদায় হইত, তাহা হইতেই তাঁহাদিগের রাজশ্রীর উন্নতি ও পদবী উচিত ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। প্রজাপীড়ন কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। প্রজাগণকে নিজ ঔরসজাত সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন, প্রজারঞ্জনে ও প্রজার দুঃখ বিমোচনে সততঃ

তৎপর ছিলেন এবং তাহাই তাঁহাদিগের রাজদণ্ডের সঙ্কল্প ছিল। তাঁহাদের কি বেশে, কি ভূষণে, কি প্রকৃতিতে গরিমার লেষমাত্রও অনুভব হইত না। অন্তঃকরণ স্নেহ ও দয়ার আধার, নয়ন বাৎসল্যের ঘোষণা পত্র, হস্ত পদ বাৎসল্য ও দয়া প্রকাশক ও দুঃখ নাশক এবং আকার সাক্ষাৎ কৃপাময় ছিল। নিরন্তর শাস্ত্রালোচনা তাঁহাদিগের মনোনীত কার্য্য এবং শাস্ত্র আশক্তি, শাস্ত্র মতি, শাস্ত্র বুদ্ধি ও শাস্ত্রই তাঁহাদিগের বল ছিল। তাঁহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রীতি প্রদর্শন করিতেন। রাজসভা নানাবিধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, অধ্যাপক এবং সদ্বক্তায় শুশোভিত হইত। তাঁহাদের সহিত শাস্ত্রালোচনা ও বাক্যকৌতুকে বিশেষ আমোদিত হইতেন। শাস্ত্রোপজীবী ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপকগণের তাঁহারা সমুহ উৎসাহী ও পোষক ছিলেন। এবং তাঁহাদিগকে যথোচিত সমাদর ও শ্রদ্ধা করিতেন। বিদ্যালোচনায় যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান এবং কুপ্রবৃত্তির উচিৎ দণ্ড বিধান করিতেন। দীন দরিদ্রের দুঃখে কাতর হইতেন এবং মুক্তহস্তে তাহাদের দুঃখ মোচন করিতেন। যে কেহ অভিনব উপন্যাস, কাব্য বা শ্লোক শ্রবণ করাইতেন, তাঁহাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিতেন এবং অদ্যাবধি সেই রাজপুরুষদিগের পুরস্কার স্বরূপ ব্রহ্মোত্তর ভূমি ভোগ দখল করিয়া কত কত ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপকরা স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। ফলতঃ তৎকালিক রাজপুরুষেরা অতিশয় বদান্য ও অমায়িক স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন। আহা! তাঁহাদিগের মহৌদার্য্য গুণ ও প্রজাবৎসল ও সদানুরাগী মতি ও তাঁহাদিগের মহা মহা কীর্ত্তির কথা শুনিলে আমরা চমৎকৃত হই এবং একাধারে এত গুণ সম্ভাবিত ছিল ভাবিয়া, তাঁহাদিগকে অসাধারণ ও দেবসদৃশ মানব বলিয়া মানিতে হয়। অবস্থা উন্নত হইলে যে স্বভাব ও প্রকৃতি বিনীত ও শান্ত হয়, মৃত রাজপুরুষেরা তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল।

তখন ষড় ঋতু পর্য্যায়ক্রমে ও যথা নিয়মে জগতে পরিভ্রমণ করিত। গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষান্তে শরৎ,শরদন্তে হেমন্ত, তার পরে শীত,শীত গতে বসন্ত, ও বসন্ত পরে পুনরায় গ্রীষ্ম নিজ নিজ মহিমা প্রকাশ করিয়া লোক সমূহের অন্তঃকরণ স্নিগ্ধ ও পৃথিবীর শস্যোৎপাদনী শক্তি বর্দ্ধন করিত। সময়ে

সময়ে নানাবিধ সুখাদ্য ও মনোহর ফল মুলাদি উৎপন্ন এবং তদাস্বাদনে মানবগণ পরম প্রীত হইতেন। অতি বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি হইত না। অকাল ঝটিকা ও বজ্র প্রপাৎ ছিল না। বসুন্ধরা নানাবিধ শস্য ফল মুল ইত্যাদি অজস্র উৎপাদন করিতেন। স্রোতঃস্বতী সকল নির্ম্মল ও সুস্নিগ্ধ সলিলে পরিপূর্ণ থাকিত, জোয়ার ভাঁটার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। নানাজাতি বিহঙ্গম ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া আহার অন্বেষণ করিত এবং সময়ে সময়ে তাহাদিগের সুশ্রাব্য ও মনোহর ধ্বনি শুনিয়া লোক মাত্রে পুলকিত হইত; তাহারা কত রকম ছিল, কেহ সংখ্যা করিতে পারেন নাই। বৃথা জীব-হিংসা ছিল না, সুতরাং ঝাঁকে ঝাঁকে গাভী ইত্যাদি নানাবিধ জন্তুগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিত এবং তাহাদের আকার দেখিলে বোধ হইত যে, তাহারা সর্ব্বদাই প্রফুল্ল থাকিত।

রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল না, সুতরাং সকলেই পুষ্টিবান ও প্রফুল্ল থাকিতেন। স্বাস্থ্যনাশক রোগ ও চিন্তা দুয়ের কাহারও প্রতিপত্তি না থাকায় মানবমাত্রে তখন অতীব স্বচ্ছন্দে ও উল্লাসে কাল যাপন করিতেন। কখন কাহার পীড়া উপস্থিত হইলে নিদানব্যবসায়ী ভেষজ দ্বারা পীড়ার শান্তি হইত। রোগী স্নাত হইলে চিকিৎসকের দক্ষিণা একটী সিকি নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাতেই বৈদ্যরাজ পরিতুষ্ট হইতেন। অবস্থা ভেদে যিনি যে পুরস্কার দিতেন তাহা ধর্ত্তব্য নহে।

কুপ্রবৃত্তির যথোচিত শাসন ছিল, সুতরাং কুকর্ম্মের ও অধিক প্রাদুর্ভাব ছিল না এবং লোকহিংসা প্রভৃতির পরতন্ত্র কেহই হইতেন না।

চাউল, ডাইল, লবণ, তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি ও চিনি এবং তৎকাল-প্রচলিত বস্ত্র সাধারণের জীবিকা নির্ব্বাহের আবশ্যক দ্রব্য। এ সকলি অল্প-ব্যয়সাধ্য ছিল, সুতরাং অর্থের কিঞ্চিন্মাত্রও গৌরব ছিল না। লোভ ইত্যাদির প্রতিপত্তি ছিল না এবং সকলেই উচ্চাশাহীন ছিলেন। টাকায় ৩ মোন চাউল, ১৩ সের তৈল, ১ মোন ডাইল, ৫।৬ সের ঘৃত, ৩০।৪০ সের দুগ্ধ, ও ৩ খানী বস্ত্র পাওয়া যাইত। সুতরাং যত বড় পরিবার হউক না কেন, ৮।১০ টাকা মাসিক ব্যয়ে অনায়াসে ও স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত

হইত। আত্মীয় স্বজনের ও প্রতিবাসীবর্গের সংকার করা তখন আমোদ-শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহা ও অনায়াসে করিতে পারিতেন। অন্ন ও ব্যঞ্জন আদর-নীয় খাদ্য ছিল, শেষে দধি ও পায়েস হইলেই সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট হইত এবং নিমন্ত্রিত বর্গ পরিতোষ লাভ করিতেন। বাস্তবিক তৎকালে লোকে দুঃখ কি, জানিতেন না এবং জীবনাবধি সুখ ও স্বচ্ছন্দ ভোগ করিয়া পারত্রিক মঙ্গল সাধন করিতে বিশেষ যত্নবান থাকিতেন।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় বা জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় নিরূ-পিত থাকায়, প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় কার্য্যে লিপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকিতেন এবং তদ্দ্বারাই নিজ নিজ পরিবারের অভাব দূর করিয়া পারত্রিক সুখ পাই-বার আশয়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। ব্রাহ্মণগণ দেবার্চ্চনা, তপ, জপ, যাগ, যজ্ঞ, হোম, ব্রহ্মনিষ্ঠা, হিন্দু শাস্ত্রালোচনা, শাস্ত্রঘোষণা, মাঙ্গলিক ও দৈব-কার্য্য সমাধা, এবং আচার ব্যবহার ও ইতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান নিরূপণ করিতেন। বৈদ্যগণ রোগশান্তির উপযোগী নানা প্রকার নিদানে উল্লিখিত ঔষধ, মুষ্টি-যোগ ও পাঁচন তৈয়ার ও রোগ নিরূপণ ইত্যাদি শিক্ষা করিতেন। কায়স্থ-গণ রাজ কার্য্য নিপুণতা শিক্ষা করিয়া, নানা মত বৈষয়িক কার্য্য পরিচালনের ভার লইতেন। বৈশ্যগণ কৃষি ও বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিয়া তত্তৎ উন্নতি সাধন করিতেন। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ ও শান্তিরক্ষা কার্য্যেই নিরত থাকিতেন। শূদ্রেরা কতকগুলি ব্রাহ্মণের সেবায় নিযুক্ত থাকিত এবং অপরাপর সামান্য জাতিরা স্ব স্ব ব্যবসায় নিয়োজিত ছিল। যথা,—কৃষক কৃষিকর্ম্ম, কুম্ভকার কুম্ভ ইত্যাদি মৃত্তিকা পাত্র গঠন, স্বর্ণকার স্বর্ণ ও রজত অলঙ্কার নির্ম্মাণ, কর্ম্মকার লৌহের অস্ত্র শস্ত্র ও গৃহকর্ম্ম ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যনির্ম্মাণ, কাংস্যকার তৈজসাদি গঠন, তন্তুবায় বস্ত্র তৈয়ার, সূত্রধার গৃহব্যবহার্য্য কাষ্ঠের দ্রব্য-সমূহ গঠন, মালাকার পুষ্পহার ও পুষ্প সরবরাহ করণ, পরামাণিক ক্ষৌর-কার্য্য সমাধা, গোপ দুগ্ধ দধি ক্ষীর ঘৃত ইত্যাদি তৈয়ার, তৈলকার তৈল তৈয়ার, রজক বস্ত্র ধৌত করণ, এতদ্ব্যতীত কেহ ঘরামি, কেহ মিস্ত্রী ইত্যাদি কার্য্য সাধন করিত। সামান্য ও হীন জাতিরা ইহা অপেক্ষা হীন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। কেহ কাহার ও জাতি-ব্যবসায় দ্বেষী হইত না এবং এক উপায়

অন্য অবলম্বন করিত না; সুতরাং স্ব স্ব অনুষ্ঠান হইতেই সচ্ছন্দানুভব করিত ও সকলেরই অভাব দূর হইত।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)।

---

## কুমার সম্ভব।

ভারতবর্ষের উত্তরাংশে হিমালয় নামা, দেবতাত্মা, প্রসিদ্ধ পর্ব্বতাধিরাজ পূর্ব্বাপর সাগর মধ্যদেশ হইতে উদয় হইয়া, অবনীর অপিরিচ্ছেদক মানদণ্ডের ন্যায় অধিবাস করেন। পূর্ব্বকালে শৈল সকল মহাগিরি সুমেরুকে দোগ্ধা করিয়া, যাঁহাকে বৎস কল্পনা করত, পৃথুরাজের উপদেশানুসারে গোরূপধারিণী ধরণীর উজ্জ্বল রত্নরাজি এবং সঞ্জীবনী প্রভৃতি মহৌষধি সকল দোহন করিয়াছিলেন, বৎস জননীর স্নেহাস্পদ হেতু রত্ন সকলের সারগ্রাহী হইয়া, হিমালয় স্বর্ণময় সুমেরুর সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব এবং সমস্ত পর্ব্বতগৌরবের উচ্চাসন গ্রহণ করত গিররাজ শব্দে বিখ্যাত হইলেন। যেমন সুধাংশুর অঙ্কদোষ তাঁহার কিরণ-সিন্ধুতে লীন হইয়া অপ্রকাশিত হয়, তদ্রূপ অনন্তরত্নাকর হিমধরের হিমদোষ তাঁহার সৌভাগ্যবিঘাতক হয় নাই; প্রত্যুত তাঁহার পবিত্রতা এবং তদুপহিত আশ্চর্য্য কার্য্যের রমণীয়তা সর্ব্বত্র বিখ্যাত রহিয়াছে। হিমাচলের কোন স্থানে শিখরগত মেঘমণ্ডল অল্প অল্প খণ্ডশ হইলে, মার্ত্তণ্ডের মন্দীভূত ময়ুখপাতে তত্রস্থ সিন্দুর গৈরিকাদি ধাতু সকল সমুজ্জ্বল এবং দিক সকল তন্নিভ হইয়া সন্ধ্যার ন্যায় সময় করিলে কিন্নরীগণ, যামিনী আগতাপ্রায় জানিয়া সুরতোপযোগিনী বেশ ভূষা ধারণ করিতেছে; কোন স্থানে ধরাধরের নিতম্ব সঙ্গত সঞ্চারি বলাহকদলের ছায়ায় বিশ্রান্ত দেবযোনিগণ বৃষ্টির জলপ্রপাতে উদ্বেজিত হইয়া, কখন তদীয় আতপশালী, উর্দ্ধসানু আশ্রয় করিতেছে; কদাচিৎ আতপকলান্ত হইয়া পুনরায় মেঘাবৃত অধঃসানুর আশ্রিত হইতেছে; কোন স্থানে করিসংহারী পারিন্দ্রগণের পদপ্রক্ষেপস্থান তুষার নিস্যন্দন দ্বারা শোণিত স্খালিত হইলেও কিরাতগণ তাহা-

দিগের নখরন্ধ্র নির্গত ভ্রষ্ট মুক্তাদাম দর্শনে, পথ বিজ্ঞপ্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে; কোন স্থানে, বারণকপোলজাত পদ্মকের ন্যায়, শোণবর্ণ বিন্দুজালবিশিষ্ট ভূর্জপত্র সমূহ ইতস্ততঃ বিন্যস্ত থাকায় বোধ হইতেছে যেন, বিদ্যাধর-সুন্দরীগণ সিন্দূরাদি দ্রব্যদ্বারা কুসুমশর-চেষ্টাভিব্যঞ্জক অক্ষর সকল পত্রস্থ করিয়া আপনাপন প্রিয়জনের নিকট প্রেরণ করিয়াছে; কোন স্থানে কন্দরোত্থিত বায়ু, সম্মুখবর্ত্তী বংশরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া সুমধুর স্বর সম্ভূত করায় বোধ হইতেছে যেন, পর্ব্বতপতি সমীর সম্পূর্ণ দরীমুখ ফুৎকার দ্বারা বেণু বাদন করিয়া, অত্যুচ্চ গান্ধার স্বরে গীয়মান কিন্নরগণের গীতি বিষয়ে বংশিবাদ্যমসাধ্য তান* সংযোজিত করিতেছেন; কোন স্থানে মত্ত মাতঙ্গ-যূথ, গণ্ডকণ্ডু অপনয়ন জন্য, সরল শাখি সমূহকে বিঘটিত করায়, তদীয় ক্ষরিত ক্ষীরসৌগন্ধে তৎস্থান সুরভীকৃত হইয়াছে, কোন স্থানে শ্যামল শাখি সকল এরূপ সমুন্নত যে, তাহাদিগকে নেত্রগোচর করিলে বোধ হয়, যেন উহারা বাহুবিস্তার পূর্ব্বক, গগণের উচ্চতা সন্দর্শন জন্য লম্ফ প্রদান করিতেছে; অথবা বিধাতা বুঝি স্বর্গারোহণ জন্য তদুপযুক্ত সোপান সকল স্থাপন করিয়াছেন। কোন কোন নিভৃত স্থান এরূপ তমসাচ্ছাদিত যে, তথায় গমন করিলে সূর্য্যের রশ্মিমাত্র ও দর্শন হয় না। দিবাবসানে দিঙ্মণ্ডল ক্রমে ক্রমে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে, আকাশমণ্ডল যেমন, অসংখ্য প্রদীপ্ত হীরক খণ্ডের ন্যায় নক্ষত্র দ্বারা ভূষিত হইয়া সুশোভিত হয়, তদ্রূপ যামিনী সমাগমে পর্ব্বতজাত নানা জাতীয় রত্নরাজি বিমল কিরণ ধারণ করিলে অচলের বহুস্থল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে; তাহাদিগের জ্যোতি দৃষ্টে বোধ হয়, যেন দিনমণি, অস্তাচলচূড়াবলম্বনকালীন আপনার রশ্মি সমূহ সংযত, এবং খণ্ডশঃ করিয়া পর্ব্বতের নিভৃত স্থানে সংরক্ষিত করতঃ অন্তর্হিত হয়েন। সহসা অনপেক্ষিত তৈলনেক ঐ সকল দীপ দর্শন করিলে বোধ হয়, যেন কিন্নর-দম্পতীগণ আপন আপন নিকেতনে সহস্র সহস্র সুরত প্রদীপ জ্বালিয়া আলোকিত করিল। কোন স্থানে চমরীগণ ইতস্ততঃ শুভ্রবর্ণ বালধি বিক্ষেপণ দ্বারা দর্শকদিগের অন্তঃকরণ হরণ করিতেছে; তাহারা যেন পুচ্ছ বিস্তার-

*স্বরান্তর প্রবর্ত্তক রাগী।

ছলে বালব্যজন সঞ্চালন করিয়া, গিরিরাজের, রাজ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। প্রশস্ত রত্ন সকল, শিলীভূত, তুষারাবৃত থাকায়, যুবতীগণ, যাহারা যৌবনদত্ত, বিশাল নিতম্ব, এবং পয়োধরভারভরে সহজেই মন্থরা, তাহে পদবীর হিমস্পর্শে কথঞ্চিৎ গমন করিতেছে, কোন স্থানে সরসীর নির্ম্মল সলিলে ফুল্লদল কমল সকল বিরাজিত থাকায়, মধুব্রতগণ, গুণ গুণ স্বরে গান করতঃ মধুপান করিতেছে; মরালবৃন্দ জল ক্রীড়া করতঃ উচ্চৈঃস্বরে কল বিরাব করায় বোধ হয়, যেন সরসীবর করুণাস্বরে তৃষাতুর পথিকদিগকে আহ্বান করিতেছে; কোন স্থানে ব্যাধব্যূহ, মৃগান্বেষণে কাতর হইয়া লতাবিতানকৃত নিকুঞ্জতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে: ভাগীরথীর সলিল সংস্পর্শে সুশীতল এবং নানাবিধ সুন্দর কুসুমগন্ধবাহী, গন্ধবহ, মৃদু মন্দ গমনে শিখণ্ডিবর্হ বিভিন্ন করতঃ শ্রান্তদিগকে সুশীতল করিতেছে; কোন স্থানে কিন্নরগণ কন্দর-নিকেতনে মদনবাণে ব্যথিত হইয়া, সুরূপা রমণীদিগের অঙ্গ হইতে বসন বিমোচন করতঃ আলিঙ্গন করিলে, ঐ সকল যুবতী কামিনীগণের, লজ্জা নিবারণ জন্য যেন দৈবেচ্ছায় লম্বিত মণ্ডল জলদ সকল জবনিকার ন্যায় দরীগৃহদ্বার আবরণ করিতেছে।

হিমালয়ের কোন কোন প্রদেশ এরূপ উন্নত যে সপ্তর্ষিগণ, তত্রস্থ সরোবরের বিকসিত কমল সকল চয়ন করিলে, অবশিষ্ট মুকুল সকল, অধঃ পরিবর্ত্তমান মার্ত্তণ্ডের ঊর্দ্ধমুখ ময়ূখ দ্বারা প্রফুল্ল হয়। সোমলতাদি যজ্ঞ-সাধন বস্তুচয়ের উদ্ভব স্থান এবং ভূভার বহনযোগ্য বলবান দেখিয়া প্রজাপতি স্বয়ং যজ্ঞ ফলের কিয়দংশ প্রদান করিয়া যাঁহার একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন, সেই চেতনব্যবহারযোগ্য রূপবান্ হিমবান্, আপনার অনুরূপ কুলশীলসৌন্দর্য্যসম্পন্না মেনকা নাম্নী দেবতাগণের মানসোদ্ভবা কন্যাকে বিধিবৎ পরিণয় করিলেন। মেনকা প্রথমতঃ মৈনাক নামে বিখ্যাত পুত্র প্রসূত হয়েন। মৈনাক নাগ কন্যার পাণি পীড়ন করেন। তিনি অতি বলবীর্য্যশালী। যৎকালীন বৃত্রশত্রু ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত পর্ব্বতের পক্ষচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎকালীন মৈনাক স্বীয় বাহুবলে বাসবহস্ত হইতে পরিত্রাত হইয়া, জলনিধির সহিত অভেদ্য বন্ধুত্ব করতঃ তাঁহার গভীর সলিলে

প্রবিষ্ট হইলেন। পর্ব্বতদম্পতী পুত্রের অদর্শনে কাতর হইয়া কথঞ্চিৎ কাল যাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে পর্ব্বতপত্নী অন্তর্ব্বত্নী হইলেন। প্রধানা অন্তঃপুরচারিণী আসিয়া রাজাকে তৎ সম্বাদ পরিজ্ঞাত করিলে, অদ্রিনাথ অপরিচিত, অব্যক্ত, সুখানুভব করতঃ মহিষীর শয়নাগার গমন করিলেন, দেখিলেন, তিনি আপন্নসত্ত্বোচিত নির্ম্মল কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, এবং গর্ব্ভভারে অঙ্গাবসাদ হওয়ায় বহু ভূষণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পরিমিত ভূষণ ধারণ করায়, এবং তাহাঁর মুখমণ্ডল কেতক পুষ্পের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ হওয়ায় বোধ হয়, যেন হিমালয়মহিলা অনতি তারকাভরণ ভূষিতা পূর্ণেন্দুসমন্বিতা প্রভাতকল্পা বিভাবরীর ন্যায় সুষমা ধারণ করিয়াছেন। নিকেতন মণিময় আলোক মালার সুধাবৎ কিরণে আলোকিত, মাঙ্গলিক চিহ্ন সকল দ্বারা বিরাজিত, এবং গর্ব্বোচিত সুগন্ধিবস্তুচয়ের সৌগন্ধে গৃহ আমোদিত হইয়াছে। পরিচারিকারা কেহ রাজ্ঞীর অঙ্গ সেবা, কেহ ব্যজন সঞ্চালন, কেহবা আদিষ্ট কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। রাজমহিষী সহসা রাজার আগমন অবলোকন করিয়া সম্ভাষণ জন্য গাত্রোত্থান করিবেন, এমত সময়ে হিমবান্ অমনি রমণীর হস্তধারণ পূর্ব্বক কহিলেন প্রিয়ে! এরূপ কষ্ট স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। তোমার লজ্জাবশতঃ ঈষদ্ধাস্য বদন, এবং বিশাল নয়নদ্বয়ের নিমেষশূন্য অর্দ্ধ প্রকাশ দ্বারাই, আমি সমাদৃত হইয়াছি। মহিষী তচ্ছ্রবণে অস্ফুরিত বচনে কহিলেন, নাথ! অদ্য আপনাকে পরমানন্দিত দেখিয়া আমি চরিতার্থ হইলাম। প্রভো! হর্ষের কারণ জানিতে ইচ্ছা করি। রাজা সহাস্য আস্যে ব্যক্ত করিলেন, জীবিতেশ্বরি! হর্ষোদয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তোমার অবয়ব সন্দর্শন মাত্রই আমার অন্তঃকরণ এক অব্যক্ত সুখাসনে উপবেশন করিয়াছে। রাজ্ঞী তাহা শ্রবণ করিয়া নিরুত্তরা হইলে, রাজা স্বীয় হস্তদ্বারা তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন, এবং তদবধি মহিষীর সহিত অধিক সময় অতিপাত করিতে লাগিলেন।

দক্ষরাজকন্যা ভবপূর্ব্বপত্নী, পতিপ্রাণা, সতীনাম্নী দেবী, যিনি স্বপতি পশুপতির অবমাননা অসহমানা হইয়া যোগাগ্নিতে শরীর পরিত্যাগ করতঃ

সম্প্রতি পুনর্জ্জনন জন্য, সমাধিমতী মেনকার পবিত্র গর্ব্ভে আত্ম তেজো-রাশি সমর্পণ করায়, পর্ব্বতরাজরমণীর শরীর হইতে যেন শত শত ক্ষণ প্রভার প্রভা প্রকাশ হইতে লাগিল। যেমন বসন্ত সমাগমে, বনস্থলী, পুরাতন পত্রাদির বিনিময়ে নবীন কিশলয় এবং কুসুমস্তোমসমাকীর্ণ হইয়া নয়নের আনন্দদায়িনী হয়; এবং নির্ম্মল মণিতে অথবা স্বচ্ছনীর-পূর্ণ-সরোবরে কিম্বা দর্পণগর্ব্ভে বাল প্রভাকরের গভস্তি ধারা সকল প্রতিভাত হইলে, উহাদিগের অভ্যন্তর হইতে যাদৃশী মনোরমা শোভা প্রকাশ হইয়া থাকে, এবং যদ্রূপ ছিন্ন মেঘমণ্ডল পূর্ণেন্দুকে আচ্ছন্ন করতঃ তদীয় মন্দীভূত কিরণ দ্বারা শোভিত হয়; তদ্রূপ মেনা অপূর্ব্ব গর্ব্ভসমাগমে অতীব শোভমানা হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার গর্ব্ভ সমুচ্চয় হইতে লাগিল এবং অলিপরিলীন নলিন শোভাকে তুচ্ছ করতঃ পয়োধরদ্বয়, নিতান্ত নীল মুখ এবং পীবর হইয়া উঠিল। তৎকালে তিনি দোহদবতী হইলে অদ্রিনাথ তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতেন। ক্রমশঃ সূতিমাস পরিপূর্ণ হইলে, অচলমহিলা, শুভক্ষণে এক অসাধারণ রূপ লাবণ্য সম্পন্ন কন্যারত্ন প্রসূত হইলেন। অন্তঃপুরে আনন্দ নিনাদ হইতে লাগিল। প্রধানা অন্তর্ব্বাস-বাসিনী আসিয়া রাজাকে তৎসম্বাদ পরিজ্ঞাত করিলে, গিরিরাজ তাহাকে যথোচিত গ্রৈবেয়ক পারিতোষিক প্রদান করিয়া পরিতোষচিত্তে অরিষ্টাভি-মুখে গমন করিলেন। দেখিলেন স্থানে স্থানে মঙ্গল চিহ্ন সকল বিন্যস্ত রহিয়াছে; দ্বারদেশের উভয় পার্শ্বে রসাল শাখায় সুশোভিত সলিল-সম্পূর্ণ ভৃঙ্গারদ্বয়, বিরাজ করিতেছে। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণ মাঙ্গলিক কর্ম্ম আরব্ধ করিয়াছেন। হিমবান্ যথাবিধানে সূতিকাগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন; যেমন বিদুরভূমি নবীন কাদম্বিনীর ঘোরগভীর গর্জ্জনে, উদ্ভিন্ন বৈদূর্য্যমণিকে ধারণ করিয়া শোভিত হয়, তদ্রূপ মহিষী কন্যারত্ন ক্রোড়ে করিয়া ভূয়সী শোভা প্রকাশ করিয়াছেন। দিবাকর, স্বীয় কর প্রসারণ করিলে, রজনীয় ভাস্বর বস্তু সকল যেমন হতপ্রভ হয়, তদ্রূপ কন্যার অসাধারণ অঙ্গপ্রভা সর্ব্বতঃ বিস্তারিত হইয়া, দিবার শোভার প্রতি ন্যক্কার করিলে, সূতিসদনের সহস্র সহস্র মণিময় দীপ এরূপ প্রভা শূন্য

হইল, যে ঐ সকল দীপ চিত্রিত ব্যতীত কাহার প্রাকৃত বোধ হয় নাই। অতি দীন ব্যক্তি প্রচুর ধন পাইলে, এবং কল্য যাহার প্রাণ দণ্ড হইবে, সে অদ্য নিষ্কৃতি পাইলে, যেমন অপূর্ব্ব আনন্দ পরিলাভ করে, হিমবান্ তনযার মুখাবলোকনে তদ্রূপ আনন্দিত হইয়া আপনাকে সম্পদশালী এবং পবিত্র বোধ করিলেন। যেমন রত্নাকর পূর্ণ শশধর সন্দর্শনে পরিস্ফীত হইয়া স্বীয় জলপ্রবাহ দ্বারা আপনার সীমা উল্লঙ্ঘন করে; তদ্রূপ শৈলপাল যত তনয়ার চন্দ্রবদন অবলোকন করেন, ততই তাঁহার নব নব সুখোদয় এরূপ পরিবর্দ্ধন হয় যে, তাঁহার অন্তঃকরণে স্থল প্রাপ্ত না হইয়া উচ্ছলিত হইয়া পড়ে। গিরিরাজ যদিও তৎকালীন নন্দিনীকে হরহৃদয় বিলাসিনী বলিয়া জানিতে পারেন নাই, তথাপি শরীরাকৃতির অলৌকিক সৌন্দর্য্য এবং জ্বলদগ্নির ন্যায় জ্যোতি রাশি দর্শন করিয়া, কন্যাকে অসামান্যা জ্ঞান করিলেন। অনন্তর গিরিবর বহিঃপ্রকোষ্ঠে আসিয়া ভৌরিক এবং নৈষ্কিককে আদেশ করিলেন সমাগত সাধারণ ব্যক্তি ব্যূহকে অভিলাসাতীত ধন বিতরণ দ্বারা পরিতুষ্ট কর। আজ্ঞা মাত্র তাহারা কোষদ্বার মুক্ত করিয়া বহুধন বিতরণ করিতে লাগিল। ভৃত্যেরা রাজনিকেতন এরূপ সুসজ্জীভূত করিল যে, তাহা দর্শন করিলে মানস মোহিত হয়; অত্যুচ্চ সৌধশিখরে শ্বেত পতাকা সকল উড্ডীন হইয়া বায়ুভরে কম্পিত হওয়ায় বোধ হইল, যেন বিয়দ্বাহিনী স্বীয় তরঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক, নগনন্দিনীর দর্শন লালসায় বেগবতী হইয়া আগমন করিতেছেন। নানা প্রকার কুসুমমালার রচনা সকল, নানা স্থানে বিন্যস্ত থাকায় বোধ হইল যেন ঋতুরাজ, হিমাচলে আসিয়া বিরাজ করিতেছেন। যামিনী সমাগমে অসংখ্য বীথিবদ্ধ দীপমালা প্রজ্বালিত হইলে, এবং অগণ্য রত্ন খণ্ড বিমল কিরণ ধারণ করিলে, প্রাসাদ এরূপ আলোকিত হইল যেন রাজসদন শত শত দিবার প্রভা একত্র করিয়া দর্শকদিগের দর্শন করাইতে লাগিল। নগরবাসী আবাল বৃদ্ধ অচলবালার মধুরাকৃতি দেখিয়া পরমানন্দিত হইলেন। সুরলোক হইতে অমরগণ শঙ্খ শব্দানন্তর পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, কন্যার জন্ম দিবসে স্বভাব ও রমণীয়তা ধারণ করিলেন। দিক সকল, সুপ্রসন্ন

হওয়ায় বোধ হইল যেন ধরিত্রী অদ্রিপুত্রীর নিরুপম রূপ লাবণ্য অবলোকন করিয়া আনন্দ চিত্তে হাস্য করিয়া উঠিলেন। মন্দ মন্দ প্রবাহিত নির্ম্মল মলয়মারুতসংস্পর্শে শাখি সকল আন্দোলিত হওয়ায় কত প্রকার সুমধুর শব্দ সকল সম্ভূত হইতে লাগিল। তাহাতে এরূপ তর্ক বিতর্ক হইতে পারে, যেন তরু সকল রাজকন্যার জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আহ্লাদ চিত্তে বারবিলাসিনীর ন্যায় মদনচেতনা অঙ্গ চালনা করতঃ নৃত্য এবং সুধাস্বরে গান করিতেছে। ফলতঃ তাঁহার জন্মদিবস স্থাবর জঙ্গম শরীরী দ্বয়েরি সন্তোষের নিমিত্ত হইয়াছিল। যেমন বাল কলানিধি আপনার বৃদ্ধি সহকারে প্রতি দিন চন্দ্রমার প্রসন্নতা বিস্তার করিয়া জগৎকে পরিতৃপ্ত করেন, তদ্রূপ শৈলসুতা স্বীয় অঙ্গোপচয়ের সহিত প্রতিদিন রূপ লাবণ্যের সমীচীনতা ধারণ করিয়া সকলের নয়নের আনন্দদায়িনী হইতে লাগিলেন। পর্ব্বতরাজ-দুহিতা বলিয়া অভিজনগণ তাঁহার নাম পার্ব্বতী রাখিলেন। ভবিষ্যতে মেনকা তাঁহার আর একটী নাম প্রদান করেন অর্থাৎ পার্ব্বতী যৎকালীন অতীব দুঃসাধ্য তপঃ কার্য্যে প্রবৃত্তা হয়েন, তখন জননী মেনা কর্ত্তৃক নিষিদ্ধা হইয়া, উমা নাম পাইলেন। বসন্ত সময় বিপুল, প্রফুল্ল কুসুম সমাকীর্ণ হইলে ও যেমন তদীয় দ্বিরেফমালা চূতবল্লীতে বিশেষ আসক্ত হয়, তদ্রূপ অনেক বালক বালিকা সত্বে ও দম্পতীগণের নয়ন সমুদয় পার্ব্বতীর অসামান্য সৌন্দর্য্য সাগরে পতিত হইয়া তৃপ্তিতট অপ্রাপ্ত বশতঃ তাহাতেই নিমগ্ন থাকিত। যেমন মহতী প্রভা শিখা দ্বারা দীপ সকল পবিত্র ও ভূষিত হয়, ত্রিপথগামিনী মন্দাকিনী দ্বারা যেমন স্বর্গমার্গ পবিত্র এবং শোভিত হয় এবং সংস্কারবতী ভারতী দ্বারা পণ্ডিতগণ যেমন পবিত্র এবং ভূষিত হয়েন, তদ্রূপ হিমবান্, অসামান্যা কন্যা প্রাপ্ত হইয়া পূত এবং ভূষিত হইলেন। যেমন বসন্ত সমাগমের অব্যবহিত পূর্ব্বে কোকিল কাকলী অব্যক্ত রূপে ধ্বনিত হইয়া পরে সুমধুর কুহূস্বরে পরিণত হয়, তদ্রূপ শৈশবকালীন পার্ব্বতীর কণ্ঠনিঃসৃত অমৃতাক্ত অপরিস্ফুট বাক্য সকল ক্রমে স্ফুটতা প্রাপ্ত হইলে যখন তিনি পিতা মাতা অথবা অন্যান্য স্বজনদিগকে আহ্বান করিতেন, তৎকালীন তাঁহারা স্নেহ-মুগ্ধ হইয়া অঙ্কে তাহার স্পর্শ সুখ অনুভব

করতঃ স্বর্গসুখ বৃথা জ্ঞান করিতেন। এই রূপে নন্দিনী সকলের আনন্দ-বর্দ্ধিনী হইতে লাগিলেন। তিনি সমবয়স্কা সখী সহ প্রমদবনে সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেন। যাহার স্থানে স্থানে নানা জাতীয় শাখী সকল বীথিবদ্ধ রহিয়াছে তন্মধ্যে কোন কোন জাতীয় তরু বালারুণ কিশলয়, কোন কোন শাখী সুরম্য বল্লী, এবং কেহবা নয়নপ্রফুল্লকর কুসুমস্তোম ধারণ পূর্ব্বক দর্শক-দিগের অন্তঃকরণ হরণ করিতেছে। কোন কোন তরুগণ অগণ্য ফলভার গ্রহণ করিয়া, পরিণত শাখায় ভূমিস্পর্শ করিতেছে, এবং কেবল দলশোভী বিটপী সকল নানা বর্ণোত্তীর্ণ সুবিস্তার বিস্তার ধারণ করায়, বোধ হইল যেন প্রমদ বনের স্থানে স্থানে নানারাগরঞ্জিত পতাকা সকল উড্ডীন হই-তেছে; কোন স্থানে মনোহর সরোবরে অরবিন্দ বৃন্দ বিরাজ করিতেছে; কোন স্থানে লতা বিতান দ্বারা মনোহর নিকুঞ্জনিকেতন হইয়াছে, কোন স্থানে কৃত্রিম পর্ব্বত, কোন স্থানে প্রস্তরময়ী বেদিকা শোভিত রহিয়াছে। নানা জাতীয় পক্ষিসকল ইতস্ততঃ প্রোড্ডীন হইয়া কলরব, শিখণ্ডিগণ বহু বিস্তার পূর্ব্বক নৃত্য এবং নানাবিধ হরিণগণ শঙ্কিতচিত্তে ধাবমান হইয়া চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতেছে।

একদা পার্ব্বতী সখী সমভিব্যাহারে প্রমদবনের নিকুঞ্জতলে ক্রীড়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করতঃ কন্দুক পাঞ্চালিকাদি লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন এমন সময়ে অলিকুল, ব্যাকুল হইয়া মধু প্রত্যাশায় তাঁহার মুখমণ্ডলের ইতস্ততঃ গুণ গুণ স্বরে ভ্রমণ করিতে লাগিল; সখীরা অনেক বার তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেম তথাপি তাহাদিগের প্রবোধ হইল না, পুনরায় ঝঙ্কার করিয়া তাঁহার কপোল দেশে উপবিষ্ট প্রায় হইল। পার্ব্বতী সে স্থানে উত্ত্যক্তা হইয়া জননীর নিকট আগমন করতঃ কহিলেন মাতঃ দেখ দুর্ব্বৃত্ত পতঙ্গাধমেরা এই রূপে আমাদিগের ক্রীড়াব ব্যাঘাত করিল রাজ্ঞী মনে করিলেন বৎসে তাহাদিগের অপরাধ কি তোমার মুখমণ্ডল অব-লোকন করিয়া পূর্ণ চন্দ্র এবং অরবিন্দকে আমাদিগের ও পরতন্ত্র বোধ হয় না, প্রত্যুতঃ তোমার প্রসন্ন বদন তদপেক্ষা প্রশংসা ভাজনই বোধ হয় অতএব পতঙ্গ যোনি ভ্রমরাবলির তাদৃশ ভ্রান্তি হইবার বিচিত্র কি,

ইহা মনে মনে করিয়া সহাস্যাস্যে কহিলেন বৎসে অদ্য বারণ করিয়া দিব ষট্‌পদেরা আর তোমার ক্রীড়ার ব্যাঘাত করিবেন না। ইহা বলিয়া নন্দিনীকে ক্রোড়ে করিয়া তাঁহার কপোল দেশ পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। মেনার আনন্দাশ্রু পতন হইতে লাগিল, পরিশেষে কহিলেন; বৎসে তোমার শৈশব কাল বৃথাতিপাত না হয়, তজ্জন্য গিরিবর দেশ দেশান্তর হইতে বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ আনয়ন করিয়াছেন, অবশ্য আমার মানস তুমি আপনার ইচ্ছামত তাঁহাদিগের নিকট কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞানাভ্যাস কর। পার্ব্বতী জননীর বাক্য শ্রবণ করতঃ তদ্বিষয়ে স্পৃহাবতী হইয়া শিক্ষক সকলের নিকট গমন এবং তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন; তাঁহার ধীষণার এরূপ ধারণাশক্তি ছিল যে একবার যাহা শ্রবণ করিতেন, তাহা কদাপি বিস্মৃত হইতেন না। অল্প কালের মধ্যে তিনি এরূপ বিদ্যাবতী হইলেন যে, শিক্ষকেরা কোন দুর্ব্বিগাহ্য বিষয় প্রস্তাব করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সদুত্তর প্রদান করিতেন, যেমন শরদাগমে রাজহংসগণ গঙ্গার নির্ম্মল জলে আপনি ভাসমান হয়, এবং যামিনী সমাগমে রত্ন সকল যেমন আত্মভাস প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ উপদেশ কালে তিনি স্বীয় ধীষণার চালনা করতঃ যত আলোচনা করিতে লাগিলেন, তত তাঁহার বুদ্ধি বৃত্তিতে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বিদ্যা সকল উদয় হইতে লাগিল। পর্ব্বতপতি সন্ততিকে অসাধারণ গুণবতী দেখিয়া পরমানন্দিত হইলেন ক্রমে ক্রমে পার্ব্বতী বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়া শরীরাবয়বের অলঙ্কার স্বরূপ এবং রতিপতির প্রসূন ব্যতিরিক্ত শরস্বরূপ সুশোভন যৌবন কাল প্রাপ্ত হইলেন। যেমন সূর্য্যের রশ্মিপাতে পদ্মবন প্রফুল্ল হইতে থাকে তদ্রূপ কেবল যৌবন তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করায় জঘন দেশ-পীন-কুচদ্বয় উন্নত ইত্যাদি শরীরাবয়ব সকল সুপ্রসন্ন হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন যৌবন চিত্রকর তুলিকা দ্বারা পার্ব্বতীর অঙ্গ সকল উদ্ভাসিত করিতে লাগিল, তৎকালীন তাঁহার মোহিনী মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া তাঁহাকে লাবণ্যময়ী প্রতিমার ন্যায় বোধ হইত। যৎকালীন্ তিনি মন্দ মন্দ গতিদ্বারা পাদবিন্যাস করিতেন তখন তাঁহার চরণদ্বয় যেন শোণিত বমন করিত এবং তদুপরি শুভ্র নখশ্রেণী থাকায়

বোধ হইত, যেন দিবাকর এবং শশধর রাহুর কবলিতে ক্লেশ দূরীকরণ জন্য পাদপদ্মের আরাধনা করিতেছেন; এবং ঘন ঘন মধুর নূপুর শব্দ ধ্বনিত হওয়ায় বোধ হইত, যেন প্রত্যুপবেশলুব্ধ রাজহংসগণ তাঁহার গতিসাদৃশ্য পাইবার জন্য চরণারবিন্দের স্তব করিতেছে। উরুদ্বয় এরূপ লাবণ্যসম্পন্ন এবং মনোহর, যে তাহার উপমা স্থল প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর, করিকর একান্ত কর্কশ, এবং রাম-রম্ভা-তরু নিতান্ত শৈত্য, তন্নিমিত্ত তাহারা উপমার বহির্ভূত হইয়াছে। জঘন দেশের গঠন এবং বিশালতা দৃষ্টে বোধ হইত, যেন বিধাতা দেবদেব মহাদেবের পরাজয় জন্য কন্দর্প দেবের অপূর্ব্ব রথযান নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন। নবীন লোমাবলী গভীর নাভিরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া অপরূপ কান্তি প্রকাশ করিতেছে; তাহার এরূপ বর্ণ যে তদীয় নিতম্ববিন্যস্ত মণিময় মেখলার, মধ্যনিবদ্ধ নীলকান্ত মণিকেও তিরস্কার করিতেছে। কটী-দেশের এরূপ সূক্ষ্মতা, যে বিধাতাও তাহার শোভা দর্শনে বিমোহিত এবং কৌতুকাবিষ্ট হইয়া মুষ্টি বদ্ধ করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত তদীয় অঙ্গুষ্ঠচাপ দ্বারা কটীর পশ্চাদ্ভাগ অল্পাবনত এবং অপর করশাখাচতুষ্টয় সম্মুখ ভাগে থাকায়, তদীয় অন্তরত্রয় হইতে বলিত্রয় উদয় হইয়াছে এবং কটীদেশ মুষ্টির আয়ত্ব পরিমিত হইয়া সুশোভিত রহিয়াছে। পয়োধর-দ্বয় পরস্পর উৎপীড়ন করতঃ এরূপ পীনোন্নত হইয়াছে, যে তন্মধ্যে একটি মৃণাল সূত্র ও স্থান প্রাপ্ত হয় না। বোধ হইত, যেন নবীন যৌবন এবং কন্দর্পদেব পার্ব্বতীর অঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া তদীয় কান্তি-সাগরে নিমগ্ন হওয়ায়, বিধাতা তাহাদিগের সন্তরনোপযুক্ত কুম্ভদ্বয় প্রদান করিয়াছেন। শিরীষপুষ্পাধিক সুকুমার বাহুদ্বয় দৃষ্টে বোধ হইত যেন, রতিপতি পশুপতির নিকট পরাজিত হইয়া বৈরনির্যাতন জন্য মনোমত কণ্ঠপাশ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন। সমুচ্চয় কুচদ্বয় দ্বারা সমুন্নত, তাহে মুক্তাহার আন্দোলিত হওয়ায়, কণ্ঠ দেশ অতীব রমণীয় হইয়াছে; এবং তদীয় রূপপ্রভায় মৌক্তিক মালা স্থিরপ্রভা চপলার সুপ্রভা ধারণ করায়, বোধ হয় পার্ব্বতীর অঙ্গ স্পর্শে ভূষণ ও ভূষাভাব গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার সুপ্রসন্ন বদন অবলোকন করিলে ত্রিভুবনে আর কোন বস্তু উৎকৃষ্ট বোধ হয় না,

যেন লোকত্রয়ের সৌন্দর্য্য একত্রিত হইয়া মুখমণ্ডলের আশ্রয় লইয়াছে; অথবা তাহাতে সংশয় কি! ত্রিভুবনলক্ষ্মী যৎকালীন চন্দ্রমার অন্তঃপ্রবেশ করেন, তৎকালীন কমলের সৌগন্ধাদি বিরহে কাতরা এবং যখন পদ্মোপরে প্রবিষ্ট হয়েন, তখন সুধাবৎ আনন্দদায়িনী কৌমুদী বিচ্ছেদ অসহমানা হয়েন। তজ্জন্য কার্য্যতই উভয়কে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পার্ব্বতীর আস্যদেশে আগমন করতঃ সমুদয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া চঞ্চলা হইয়াও গমন করিতে পারেন নাই। যদি বালপল্লবোপরি পুণ্ডরীকাদি পুষ্প উপহিত হয় এবং নির্ম্মল প্রবালোপরি যদি মুক্তাফল স্থাপিত হয়, তবে সুদতী পার্ব্বতীর তাদৃশ আস্যধামের হাস্যধনের উপমাস্থল হইতে পারে। যৎকালীন মধুর ভাষিণী নগনন্দিনীর সুধাস্রাবি বাক্য সকল কণ্ঠোত্থিত হইত, তৎকালীন বিষম-তন্ত্রবদ্ধা বীণার ন্যায় কোকিলের কুহুস্বরও শ্রবণের পীড়াকর বোধ হইত। তাঁহার নয়নের বিশালতা এবং প্রভূত বাতস্পর্শে চঞ্চল নীলোৎপলের ন্যায় তারকার অধীরতা অবলোকন করিয়া, হরিণীগণ যেন লজ্জিত হইয়া গহনে গমন করিয়াছে। তাঁহার ভ্রূদ্বয়ের ভঙ্গী দর্শনে কন্দর্প আপনার চাপসৌন্দর্য্যের অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন। নাসিকার মোহিনী মূর্ত্তি নিরীক্ষণে বোধ হয়, যেন মীনকেতন আপনার সম্মোহন শরে তূণ পরিপূরণ করিয়া, ত্রিলোচনের সম্মোহকারণ পার্ব্বতীর অসামান্য আস্য দেশে অর্পণ করিয়া রাখিয়াছেন। যদি তির্য্যগ্‌জাতির মনেতে লজ্জা থাকিত, তবে চমরীগণ তাঁহার কুন্তল কলাপ দর্শন করিয়া আপনাদিগের পুচ্ছ বিস্তার করিত না। সেই শৈলসুতার রূপমাধুরী দেখিয়া সৌদামিনী যেন লজ্জাবমানিনী হইয়া কাদম্বিনীর অন্তর্গামিনী হয়েন।

একদা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পার্ব্বতী স্বজন-বেষ্টিত জনকের নিকট বসিয়া রহিয়াছেন, ইতি মধ্যে কামচর, ঋষিবর, ব্রহ্মপুত্র নারদ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মস্তকে জটাজাল, শ্মশ্রু সকল আজানু-লম্বিত, কটীদেশে এনাজিন্, গলদেশে ব্রহ্মসূত্র, পৃষ্টদেশে বিচিত্র চারু চমরু-চর্ম্ম, কণ্ঠদেশে স্ফাটিকাক্ষমালা এবং হস্তে মহতী বীণা ধারণ করিয়া মুখে হরি গুণ গান করতঃ বীণার তন্ত্র সকল তাড্যমান করিতেছে। তাঁহার শরীর

হইতে যেন জ্যোতি রাশি ক্ষরিতেছে। অদ্রিনাথ হটাৎ নারদের আগমনে ত্রস্ত হইয়া যথোচিত অভ্যর্থনা পূর্ব্বক, তাঁহার পদে বন্দনা করতঃ অপূর্ব্ব পবিত্রাসনে বসাইলেন। দেবর্ষি তাঁহার শ্রদ্ধাতিশয় দর্শনে বহু প্রশংসা করিলেন। যেমন নূতন পবিত্র-ভাব-পরিপূর্ণা কবিতা দর্শনে পণ্ডিতগণ তাহার নিগূঢ় মর্ম্মের প্রতি মনোনিবেশ করেন, তদ্রূপ নারদের অক্ষিদ্বয় পার্ব্বতীর প্রতি সহসা পতিত হইলে, তিনি ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া জানিতে পারিলেন ইনি ত্রিলোকজননী মহাদেবের পূর্ব্বরমণী। অনন্তর কহিলেন, গিরিবর ! তোমার পরম সৌভাগ্য ; তোমার এই নন্দিনী প্রমথনাথ পশুপতির এক প্রণয়িনী হইয়া, তাঁহার শরীরার্দ্ধহারিণী হইবেন। ইহা ব্যক্ত করিয়া মহামুনি অন্তর্হিত হইলেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

---

## ধনেশনন্দিনী।

### প্রথম অধ্যায়।

পান্থ নিকেতনে।

রাজ্ঞী রিজিয়া বেগমের রাজ্যকালে দিল্লী নগরের অনতি দূরে হস্তীনাপুর পল্লিতে একটী পান্থনিকেতন ছিল। তথায় প্রতি রাত্রে তৎপল্লিস্থ অনেকেই আসিয়া আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করিত। হোসেন খাঁ নামক এক ব্যক্তি পান্থ নিকেতনের অধিকারী ছিল। হোসেন খাঁর ন্যায় লোক তৎকালে অতি বিরল ছিল। হোসেন খাঁ দেখিতে খর্ব্বাকৃতি, গণেশের ন্যায় উদর, রংটী উত্তপ্ত তাম্রের ন্যায়, চুল গুলি কিছু খাট, এবং দাঁত গুলি কিছু বড় বড়। বাক্পটুতায় অত্যন্ত পারগ। বাক্পটুতা ও রসিকতার জন্য সকলেই তাহাকে সম্মান ও সমাদর করিত। হস্তীনাপুর পান্থ নিকেতন এত প্রসিদ্ধ ছিল যে, হস্তীনাপুরে আসিয়া কোন ব্যক্তিই পান্থ-নিকেতনে পদার্পণ না করিয়া প্রত্যাগমন করিতেন না।

এক দিবস সন্ধ্যার প্রাক্ কালে, এক জন অশ্বারোহী পুরুষ আসিয়া

পান্থ-নিকেতনের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন এবং অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভৃত্যের হস্তে বল্গা প্রদান করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কতকগুলি লোক আহার করিতেছে। পথিক ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর ছিলেন। সম্মুখে আহার প্রস্তুত দেখিয়া তাঁহার ক্ষুধা দ্বিগুণিত হইল; সুতরাং শীঘ্র আহার প্রস্তুত করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। আহারান্তে গৃহস্থ সকলেই সুরাপান করিতে লাগিল। আমাদের পথিকের সুরায় দ্বেষ ছিল না, গৃহস্বামী দুই এক বার অনুরোধ করাতেই সল্পমাত্র পান করিলেন। সুরার এপ্রকার আশ্চর্য্য মহিমা ও এতাদৃশ অসাধারণ শক্তি যে, বিন্দুমাত্র উদরে প্রবিষ্ট হইলে কি মুনি ঋষি, কি সাধু কি শান্তপ্রকৃতি, কি উদ্ধত স্বভাব, সকলেই একবারে তাহার পরবশ হইয়া পড়ে। অজ্ঞানদিগের ও কথাই নাই। গৃহস্থ সকলেই ক্রমে বিলক্ষণ পান করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে এক জন একটী গীত আরম্ভ করিল। গীতটী বড় ভাল হয় নাই, তত্রাচ পাঠকদিগের উৎসুক্য নিবারণের জন্য তাহা অবিকল উদ্ধৃত করাগেল।

"এগো তব মহিমা কে জানে-অসীম মহিমে!
কে তোমারে সুরা বলে সুধা তব নাম;
স্বরূপে যে ডাকে তার পুরাও মনস্কাম।
শ্বেত রক্ত পীত ওগো অচিন্তরূপিণী;
ভারতআরাধ্য তুমি বিকারনাশিনী।
শুনি শাস্ত্রে যুক্তি, তুমি শক্তি মুক্তি;
ভক্ত জনে হর আশু দুঃখ তার।
তব সমান কে আর তুমি সারাৎসার।
কর সগুণে নিস্তার সুরে এগুণহীনে॥
বোতল চৌপল তুমি কলসবাসিনী;
নানা রূপে নানা স্থানে বিরাজকারিণী,
নিরানন্দ ক্ষুন্নমনে আনন্দদায়নী॥

বিন্দুবারি দানে নানা ফলপ্রদায়ণী।
শক্তি সঙ্গে তব প্রীতি অসম্ভব ;
অসাধ্য সাধনা তোমাহতে উদ্ভব ;
এভব সংসার, যাতনা অপার,
পাই গো নিস্তার যদি চাও সুনয়নে।
ধান্যেশ্বরী সেরি ব্রাণ্ডি সেম্পেন ;
জিন ওলড্‌টম রম পোর্টওয়াইন ;
হুইস্কি বিয়ার এই দশ অবতার।
দশ রূপে হয়েছো গো জগতে প্রচার ॥
এসে ভারতে এখন কর দুখ হরণ ;
তব ভক্ত সবে সদা পূজে ও চরণ।
ভকতির কি গুণ, খেলে জ্ঞানহীন,
সবে বলে পায় জ্ঞান তব করুণাগুণে ॥

গীত শেষ হইলে পথিক হোসেন খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় আপনার নাম কি?

হোসেন বলিল—

আমার নাম হোসেন খাঁ এবং এই নিকেতন রক্ষক। হোসেন খাঁ অধিক কথা কহিতে ভাল বাসিত, পথিককে দেখিয়া অবধি তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল, সুযোগ না পাওয়াতে অনেক কষ্টে বাচালতা সম্বরণ করিয়াছিল, এক্ষণে সময় পাইয়া একবারে মনের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ফেলিল এবং জিজ্ঞাসা করিল—

মহাশয়! আপনার পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, আপনি এক জন পরিব্রাজক, বোধ হয় কোন দূর দেশ হইতে আগমন করিয়াছেন, আপনার ভ্রমণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিতেছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার আশা পূর্ণ করুন।

পথিক বলিলেন—

আমি বহু দিবস বঙ্গদেশে ছিলাম, সম্প্রতি গত কল্য দিল্লীতে আসিয়াছি।

হোসেন খাঁ বলিল,

আমাকে কেহ যদি এককালে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করে, তাহা হইলে আমি কখন বঙ্গদেশে যাইতে ইচ্ছা করি না।

কেন?

অর্থের জন্য বিদেশে যাওয়া নিতান্ত অর্থ লোভীর কর্ম্ম।

আপনি এটী অত্যন্ত অন্যায় কথা বলিলেন, এদেশের অনেকেই যাঁহারা পূর্ব্বে অতি সামান্য ব্যক্তি ছিলেন, এক্ষণে বঙ্গদেশে যাইয়া বিলক্ষণ ধনোপার্জ্জন করিয়াছেন, এবং জনসমাজে মান্য ও গণ্য হইয়াছেন। তখন শুদ্ধ বিদেশ যাইতে হইবে বলিয়া গৃহে অবস্থান করিয়া চিরকাল দুর্দ্দশা ও দরিদ্রতার ভীষণ মূর্ত্তী দর্শন করা নিতান্ত কাপুরুষ ও নির্ব্বোধের কার্য্য। সে যাহা হউক, এদেশের অনেকই এক্ষণে বঙ্গদেশে আছেন, তাঁহাদের মধ্যে আপনার কি কোন আত্মীয় নাই?

ক্ষমা করুন, আমার আত্মীয়ের প্রয়োজন নাই। যে একটী আত্মীয় ছিল, সে ত বহুদিবস হইতে অনুদ্দেশ হইয়াছে।

তাহার নাম কি?

সে নরাধমের নাম করিতে বলিবেন না।

কেন?

এতদিন এদেশে থাকিলে সে কত দুষ্ক্রিয়া করিত তাহা বলিতে পারিনা।

যাহাহউক, তাহার নামটাই বলুন না?

একান্তই বলিতে হইবে।

একান্তই—

আবদুল গাফর।

তাহার সহিত আপনার কি সম্পর্ক?

আমার ভাগিনেয়।

আপনার ভাগিনেয়?

কেন?

অগ্রে জানিতে পারিলে তাঁহার কথা উল্লেখ করিতাম না।

কেন ?

আর মহাশয় সে কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না, আবদুল গাফর আমার একজন পরম আত্মীয় ছিলেন—

বহুকালাবধি একত্রে বাস, একত্রে আহার, একত্রে শয়ন জন্য আমাদের পরস্পরে অন্যন্ত প্রণয় জন্মিয়াছিল, এমন কি কোন সামান্য কার্য্য করিতে হইলেই পরস্পরের মত গ্রহণ করিতাম,

পথিক এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন।

হোসেন বলিল—

তারপর।

আমি আর অধিক বলিতে পারি না।

কেন ?

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি আবদুল গাফর আমার একজন পরম আত্মীয় ছিলেন।

ছিলেন !!! সে পাপাত্মার কি মৃত্যু হইয়াছে।

হাঁ মহাশয় আমরা এক দিবস দুই জনে মৃগয়ায় গমন করিয়াছিলাম, বরাহ অন্বেষণে নিবীড় অরণ্যে প্রবেশ করি, দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ একটা ভয়ানক ব্যাঘ্র আসিয়া বন্ধুর প্রাণ নাশ করিল।

আ! এতদিনের পর নিশ্চিন্ত হইলাম হত্যাপরাধে দুরাত্মার যে, ঘাতকের হস্তে প্রাণদণ্ড হয় নাই এই পরম ভাগ্য।

বলেন কি মহাশয় গাফর কি এতই অপকৃষ্ট লোক ছিলেন ?

সে বিষয়ে কিঞ্চিৎমাত্র সন্দেহ নাই।

ভাল এক্ষণে আবদুল গাফর যদি পুনর্জ্জীবিত হইয়া এক শত স্বর্ণ মুদ্রা আনিয়া আপনাকে প্রদান করে, তাহা হইলে আপনি কি করেন ?

স্বর্ণমুদ্রা লওয়া দূরে থাকুক, আমি কখনই তাহার মুখ দর্শন করিনা।

পাঠক অনায়াসে বিবেচনা করিতে পারেন যে, আমাদের পথিকই আব-

ছুল গাফর, মাতুলের মুখে এপ্রকার অমানুষিক বাক্য শ্রবণ করিয়া আর আত্ম-গোপন করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন—

মাতুল! আমি আপনার সেই গাফর।

কোন পথিক পথিমধ্যে সম্মুখে ভয়ানক অজগর দেখিলে যে প্রকার ভয়ে ও বিস্ময়ে চকিত হয়, হোসেন খাঁ পূর্ব্বেই যে ভাগিনেয়র এত নিন্দা করিতে ছিলেন এবং জগদীশ্বরের নিকট কায়মনবাক্যে যাহার মৃত্যু কামনা করিতে ছিলেন, তাহাকে জীবিত ও সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া একবারে বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; কিন্তু অনতিবিলম্বে মনের ভাব গোপন করত স্বাভাবিক শান্তস্বভাব অবলম্বন করিয়া ভাগিনেয়কে সম্বোধন করিয়া বলি-লেন—

গাফর! আমি তোমাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়াছি, তোমাকে যে সকল কথা বলিতেছিলাম, তাহা সমুদয় রহস্যমাত্র, কিছুই আন্তরিক বলি নাই।

আমি আপনার স্বভাব ও প্রকৃতি ভাল রূপে জানি, অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে দেশের সমাচার কি? আত্মীয় স্বজনের কুশল সংবাদ বলুন। ভাল কথা, করিম বক্স এখন কোথায় কি করে, সে কি অদ্যাপি পূর্ব্বের ন্যায় দুষ্ক্রিয়া দ্বারা কাল যাপন করিতেছে?

করিমবক্স আর এখন সে করিমবক্স নাই, তাহার অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অবয়ব পরিবর্ত্তন হইয়াছে, পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ঐশ্বর্য্য হইয়াছে এবং এক জন সম্ভ্রান্ত লোকের প্রিয়পাত্র হইয়া গাজিয়াবাদ দুর্গের কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত আছেন।

করিমবক্সের না বিবাহ হইয়াছিল?

বিবাহ হইয়াছিল ও দুইটী পুত্র একটী কন্যা হইয়াছিল।

তাহারা এখন কোথায়?

যে স্থানে সকলেরই এক দিবস যাইতে হইবে এবং যে স্থল হইতে কেহ কখন অদ্যাপি প্রত্যাগত হয় নাই।

PRINTED BY S. B, CHATTERJEE, FO THE PROPRIETOR.

# হালিসহর পত্রিকা।

(মাসিক পত্রিকা।)

১ম খণ্ড। সন ১২৭৮, ১লা জ্যৈষ্ঠ, রবিবার। ২ সংখ্যা।

## তন্নষ্টং যন্নদীয়তে।

এই শ্লোকের পাদপূরণার্থ নিম্নলিখিত গল্পটি উদ্ধৃত হইল।

উজ্জয়িনী নগরে এক দীন দ্বিজ বাস করিতেন; তিনি অতিশয় লজ্জাশীল ছিলেন। রাজসভায় বা কোন প্রকাশ্য স্থানে গমনে সঙ্কুচিত হইতেন। কিন্তু তাঁহার সংসারের সমূহ অপ্রতুল ছিল এবং ঐ অপ্রতুল কুলানের কোন উপায় ছিল না, সুতরাং ব্রাহ্মণ মনোদুঃখে দিনপাত করিতেন।

একদা আপন স্ত্রী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় উপস্থিত হইলেন এবং "অসাধ্যসাধনমস্তু" এই কথা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন; কিন্তু এ প্রকার আশীর্ব্বাদ কখন পণ্ডিতের মুখ হইতে নিঃসৃত হয় না, রাজা ইহা জানিয়া বিপ্রকে অবজ্ঞা করিয়া কোন কথা কহিলেন না। বিপ্র কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে রহিলেন এবং বাটী প্রত্যাগমন কালে নৃপতি তাঁহাকে একটি মুদ্রা দান করিলেন। ব্রাহ্মণ টাকা অতি

যত্নে লইয়া গিয়া আপন ভার্য্যার হস্তে অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণী যথেষ্ট সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া ভোজনান্তে কহিলেন, ঠাকুর! তুমি প্রত্যহ এই প্রকারে রাজভবনে গমন কর, তাহা হইলে দুঃখ মোচন হইবে। ব্রাহ্মণ পত্নীর বাক্যানুসারে তদ্রূপ রাজভবনে গতায়াত করিতে লাগিলেন এবং প্রতি দিবস এক একটী মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়াতে সংসারের অপ্রতুল দূর হইল। কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রতি রাজার এরূপ কৃপা দেখিয়া সভাসদ পণ্ডিতগণের অন্তরে হিংসা উপস্থিত হইল এবং যাহাতে ঐ দ্বিজের প্রতি রাজার দৈনিক দান রহিত হয়, এই মানসে তাঁহারা রাজাকে বলিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণ যে আপনাকে এই কথা উল্লেখ করিয়া প্রত্যহ আশীর্ব্বাদ করেন যে "অসাধ্য সাধনমস্তু" সে আশীর্ব্বাদের ফল কই। যখন ফল নাই তখন সে আশীর্ব্বাদ বৃথা। যদি আপনি সে আশীর্ব্বাদের বলে লঙ্কেশ্বর বিভীষণের নিকট হইতে কর প্রাপ্ত হয়েন তাহা হইলে ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ সত্য। পরদিবস যথাকালে ব্রাহ্মণ সভাস্থ হইবামাত্র রাজা সভাপণ্ডিতদিগের কথা তাঁহাকে ব্যক্ত করিয়া কহিলেন যে, আপনি যদি বিভীষণের নিকট হইতে আমাকে কর দেওয়াইতে পারেন, তবেই জানিব, আপনার আশীর্ব্বাদ সফল এবং আপনার বৃত্তিও চিরস্থায়ী হইবেক।

এতচ্ছ্রবণে ব্রাহ্মণ বিষণ্ণ বদনে গমনানন্তর, আপনার সহধর্ম্মিণীকে আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত করিলেন। বিপ্রজায়া উত্তরচ্ছলে কহিলেন "ঠাকুর! চিন্তা কি?" আপনি কখন অপদস্থ হইবেন না। রাজবাটী যাইয়া রাজার নিকট পাথেয় কারণ দুই সহস্র মুদ্রা প্রার্থনা করিয়া কহিবেন যে পাথেয় নিমিত্ত এই টাকা পাইলেই লঙ্কাধীশ্বরের নিকট হইতে কর অবশ্য আনিয়া দিব। রাজা সভাস্থগণের পরামর্শানুসারে লোক দ্বারা প্রার্থিত টাকা ব্রাহ্মণালয়ে প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণের অতি সাধ্বী ও পতিব্রতা স্ত্রী টাকা পাইয়া স্বামীকে কহিলেন, আমি ইষ্টদেব আরাধনায় নিযুক্তা হইলাম, আপনি দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া, সেতুবন্ধ রামেশ্বর যথায় দেখিবেন, সেই স্থানে বসিয়া অঞ্জলিপ্রমাণে জলসেচন করিতে থাকিবেন; যদি ঈশ্বরের কৃপায় কেহ জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি উদ্দেশে এরূপ

করিতেছেন, তাহাকে উত্তর করিবেন, আমি জলসেচন করিয়া লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হইয়া রাজা বিভীষণকে আশীর্ব্বাদ করিব। ব্রাহ্মণ স্ত্রীর বাক্যের প্রতি নির্ভর করিয়া যাত্রা করিলেন এবং নির্ব্বিঘ্নে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে উপনীত হইয়া অঞ্জলিপ্রমাণে জলসেচন করিতে নিযুক্ত হইলেন। দুই তিন দিবস পরে রাজা বিভীষণের জনৈক চর ব্রাহ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর! কি করিতেছেন? তাহাতে ব্রাহ্মণ স্বীয় অভিপ্রায় তাহাকে জ্ঞাত করাইলেন। চর ব্রাহ্মণকে বাতুল জ্ঞান করিয়া রহস্য ক্রমে এই কৌতুক কথা আপনার রাজার সমক্ষে ব্যক্ত করিল।

রাজা চমৎকার জ্ঞানে ফলতঃ ব্রাহ্মণের স্ত্রীর ইষ্টদেবারাধনার ফলে চরকে আদেশ করিলেন যে, বিপ্রকে স্কন্ধে করিয়া রাজপুরীতে আনয়ন কর। আদেশমাত্রে ক্ষণকালের মধ্যে চর ব্রাহ্মণকে রাজসন্নিধানে উপস্থিত করিল। তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর! কি মানসে এত দূর আগমন করিয়াছেন"? বিপ্র উত্তর করিলেন মহারাজ! আমার বৃত্তি রক্ষাহেতু আপনার সম্মুখে আসিয়াছি, আমি অতি দীন দ্বিজ, জীবনযাপনের কোন উপায় নাই, রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট "অসাধ্যসাধনমস্তু" এই আশীর্ব্বাদ বাক্য বলাতে রাজা সদয় হইয়া আমাকে প্রতিদিন এক মুদ্রা দান করিতেন, তদ্দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতাম। তদনন্তর রাজপণ্ডিতগণ ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া রাজাকে আমার প্রতিকূলে পরামর্শ প্রদান করিলেন অর্থাৎ কহিলেন মহারাজ! ব্রাহ্মণ যে আশীর্ব্বাদ করেন তাহার ফল দৃষ্ট হয় না; আপনার প্রত্যহ এক মুদ্রা বৃথা ব্যয় হইতেছে, বিপ্রের আশীর্ব্বাদে যদি রাজা বিভীষণের নিকট হইতে কর প্রাপ্ত হয়েন তবে আশীর্ব্বাদ ও দান সফল জ্ঞান করিব। রাজা ঐ বাক্যে কর্ণপাত করিয়া, আমাকে কর আনয়ন জন্য আদেশ করিলেন এবং কহিলেন ইহার অন্যথা হইলে আপনার বৃত্তিচ্ছেদ হইবে। তন্নিমিত্ত আমি মহারাজের সমীপস্থ হইয়াছি। রাজা বিভীষণ কহিলেন আপনি সামান্য বৃত্তি লোপের ভয় কেন করেন? আমি আপনাকে লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দিতেছি, গ্রহণ করিয়া সচ্ছন্দে দেশে গমন করুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, নৃপবর! আমি লক্ষ মুদ্রা প্রার্থনা করিনা, আমার এক মুদ্রা বৃত্তি

যাহাতে বজায় থাকে এই প্রার্থনা। ব্রাহ্মণের সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত আগমন এবং চর কর্ত্তৃক রাজসন্নিধানে উপস্থিত হওন নিতান্ত অসম্ভব বটে কিন্তু এ ঘটনার মূল কেবল ব্রাহ্মণের ভার্য্যার পতিভক্তি ও দেবারাধনা, এই বিবেচনা করিয়া বিভীষণ প্রসন্নবদনে কহিলেন, ঠাকুর! দেশে গমন করুন, আমি আগামী বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে রজনী ৯ ঘটিকার সময় রাজা বিক্রমাদিত্যের ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে যে পুষ্করিণী আছে তাহার মধ্যস্থিত কাষ্ঠখণ্ডে অর্থাৎ রই কাষ্ঠোপরি পক্ষিরূপ ধারণ পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া কোন সমস্যা উল্লেখ করিব, তাহা যদি রাজা কিম্বা তাঁহার সভাসদ পণ্ডিত বা গুরু পুরোহিত পূরণ করিতে পারেন, তাহা হইলেআমি উজ্জয়িনীশ্বরকে কর প্রদান করিয়া স্বরাজ্য প্রত্যাগমন করিব। যদি পূরণ করিতে অসমর্থ হয়েন তাহা হইলে রাজা সভাসদপণ্ডিত ও অমাত্যগণকে উদরসাৎ করিব। আপনি রাজাকে এতৎ সমুদায় বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিবেন। ইহা বলিয়া চরকে অনুমতি করিলেন, ব্রাহ্মণকে স্কন্ধে লইয়া তাঁহার আলয়ে রাখিয়া আইস। ইনি সামান্য ব্রাহ্মণ নহেন, বোধ হয়, প্রভু রামচন্দ্র দ্বিজরূপ ধারণ করিয়া অধীনকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছেন।

পরে দূত আদেশমতে তৎকার্য্য সম্পন্ন করিল। যখন ব্রাহ্মণ বাটীমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার সাধ্বী ভার্য্যা পূজার আসন হইতে উঠিয়া পতিকে জিজ্ঞাসা করাতে ব্রাহ্মণ সমুদায় বিবরণ জ্ঞাত করিলেন। পর দিবস প্রত্যূষে দ্বিজ রাজসভায় উপস্থিত হইবামাত্র সভাসদগণ বিস্ময়াপন্ন হইলেন, যেহেতু তাঁহারা নিশ্চয় বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণ দুর্গম পথ গমনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। পরে যখন তিনি বিভীষণের আগমন ও তাঁহার সমস্যা পূরণের বিষয় রাজগোচরে প্রকাশ করিলেন, তখন রাজা ও তদীয় অমাত্যগণ সাতিশয় ভীত ও চিন্তাকুল হইলেন।

অনন্তর নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজা বিভীষণ পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া পুষ্করিণী স্থিত কাষ্ঠোপরি আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। লঙ্কেশ্বরের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, রাজা বিক্রমাদিত্য অমাত্য ও পণ্ডিতগণ সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়া বিভীষণকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করিলেন। লঙ্কেশ্বর

"তন্নষ্টং যন্নদীয়তে" এই সমস্যা পূরণ করিতে কহিলেন। জিজ্ঞাসামাত্রেই ঐ সমস্যা পূরণ করা সুকঠিন বিবেচনা করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য ও তদীয় অমাত্যগণ অতি বিনীতভাবে স্তব করিয়া কহিলেন, হে লঙ্কাধিপতে! আপনার সমস্যা পূরণার্থ অনুকম্পা পুরঃসর অস্মদগণকে এক সপ্তাহ কাল প্রদান করুন। বিভীষণ তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া স্বদেশে গমন করিলেন। এদিকে ক্রমে পাঁচ দিবস গত হইল কিন্তু সমস্যা পূরণের কোন সদুপায় না হওয়ায় সভাসদ পণ্ডিত ও প্রজাগণ প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নপরায়ণ হইল। ষষ্ঠ দিবসে প্রধান রত্ন কবিতিলক কালিদাসও তাহাদিগের অনুকরণ করিলেন। রাজধানী ত্যাগ করিয়া এক দিবসের পথে উত্তীর্ণ হইলে সম্মুখে উত্তপ্ত বালুকাময় ও কুশ-কন্টকাবৃত এক স্থান তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। ঐ স্থান অতিক্রম না করিয়া অন্য স্থানে যাইবার সুযোগ ছিল না, কিন্তু কবিরত্ন বহুকষ্টে ও বিবিধ কৌশলে ঐ স্থান অতিক্রম করিয়া পদ চালনা করিলে, পশ্চাদ্ভাগে ঐ দুর্গম স্থলের অপর দিকে এক স্থবির ব্রাহ্মণকে সেই পন্থা দিয়া আসিতে উৎসুক দেখিলেন, কিন্তু দ্বিজের পদদ্বয়ে চর্ম্মপাদুকা বা অন্য কোন আবরণ না থাকায় গমনাশক্ত হইলেন। কালিদাস ব্রাহ্মণকে এরূপ বিপদাপন্ন দেখিয়া করুণারসে আর্দ্র হইয়া আপন পদস্থ বিনামা তাঁহাকে প্রদান করিলেন এবং কহিলেন "ঠাকুর! এই বিনামা পদদ্বয়ে লগ্ন করিয়া উত্তীর্ণ হইয়া আসুন, ব্রাহ্মণ সেই রূপ করিলেন। পরে ঐ দুর্গম স্থান উত্তীর্ণ হইয়া কালিদাসকে আশীর্ব্বাদ করতঃ আপন উদ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন।

এই ঘটনার পর কালিদাস দক্ষিণাভিমুখে ভ্রমণ করিতে করিতে এক নিবিড় অরণ্যের নিকটবর্ত্তী হইলেন ও তথায় দেখিলেন দুই জন তস্কর রাজা বিক্রমাদিত্যের অশ্বশালা হইতে তিনটি অশ্ব অপহরণ করিয়া বিভাগ করিতে তুমুল বিবাদ করিতেছে। তন্মধ্যে যে ব্যক্তি অশ্বশালা হইতে অশ্ব আনিয়াছিল সে কহিল "আমি দুইটি লইব, কেননা আমি বাহির করিয়াছি" অপর ব্যক্তি কহিল "আমি প্রহরীর কার্য্য করিয়াছি আমি কেন ন্যূনাংশ গ্রহণ করিব, ধৃত হইলে উভয়েরই তুল্য দণ্ড হইত"। দুর্জ্জনেরা

যখন এইরূপ বিতণ্ডা করিতেছিল, তখন তাহারা দূর হইতে কালিদাসকে দেখিয়া কহিল, মহাশয় ! পদব্রজে গমনে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছেন, আপনাকে আমরা উভয়ের সম্মতিতে এই ঘোটকটি দান করিলাম, আপনি ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পথদুঃখ মোচন করুন। কালিদাস এই অভাবনীয় দান প্রাপ্ত হইয়া সীমাশূন্য পুলক প্রাপ্ত হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে বিপদকালে এরূপ সৌভাগ্যের চিহ্ন কেবল ভগবানের অনুকম্পা এবং এই অনুকম্পা বলে বিভীষণের সমস্যা পূরণ করিতে সক্ষম হইব।

এবম্প্রকারে সাহস প্রাপ্ত হইয়া তুরগারোহণে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাজভবনে গমন করিয়া দেখিলেন, নৃপতি অতি ক্ষুণ্নমনে ও বিষণ্নবদনে সিংহাসনচ্যুত হইয়া সভা মন্দিরের এক পার্শ্বে সামান্য নরের ন্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। "মহারাজ" এই বাণী কবিরত্নের মুখ হইতে নিঃসৃত হইবামাত্র রাজা গাত্রোত্থান করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন, কবিশ্রেষ্ঠ ! আমাকে ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করা কি আপনার উচিত হইয়াছিল ? কবি উত্তর করিলেন, অধিরাজ ! আমি সমস্যা পূরণের উপায়ান্বেষণে কিয়দ্দিবস রাজধানী ত্যাগ করিয়াছিলাম, জগদীশ্বরের কৃপায় তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছি, আপনি আর চিন্তাকুল হইবেন না। অদ্য বিভীষণের আগমনের দিন, অতএব রজনীযোগে পুষ্করিণীর নিকট যথা কর্ত্তব্য সভা করিয়া লঙ্কেশ্বরের আগমন প্রতীক্ষা করুন। কবিবাক্যে বিশ্বাস করিয়া রাজা সভা করিলেন। পরে যামিনী দুই প্রহরের সময়ে বিভীষণ পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া, পূর্ব্ববৎ রুই কাষ্ঠোপরি উপবেশন করিলে বিক্রমাদিত্য দণ্ডায়মান হইয়া যথোচিত সম্ভাষণ করতঃ তাঁহাকে আপন ভবনে লইয়া যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। লঙ্কাধিপতি তাহাতে সম্মত হইলেন না, কেবল আপন প্রস্তাবিত সমস্যা শীঘ্র পূরণের নিমিত্ত উপরোধ করিলেন, তাহাতে কালিদাস পশ্চাল্লিখিত শ্লোক পূরণ করিলেন,—

দ্বিজায় দত্তা পাদুশ্চ শত বর্ষীয় জর্জ্জরা।
তৎফলাদশ্বলাভোমে তন্নষ্টং যন্নদীয়তে॥

এই শ্লোক শ্রবণমাত্রে বিভীষণ যথোচিত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, কেননা ইহাতে সমস্যা পূরণ হইল। তদনন্তর লঙ্কেশ্বর কর স্বরূপ এক মুদ্রা চঞ্চুগ্রে ধারণ করিয়া বিক্রমাদিত্যের হস্তে প্রদান করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। উজ্জয়িনীশ্বর ইহাতে অনির্ব্বচনীয় পুলকপ্রাপ্ত হইলেন এবং ব্রাহ্মণের বৃত্তি বজায় রাখিয়া তাঁহাকে যথোচিত পুরস্কার করিলেন।

---

## হিত-মালা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এত যে দারুণ দুঃখ, হইত তাঁহার।
ভুলিতেন, দেখে চারু বদন তোমার॥
করিতেন সযতনে, লালন পালন।
তোমার সুখের তরে, ব্যস্ত অনুক্ষণ॥
ক্রমেতে হইল যবে, বয়স তোমার।
বাড়িল কতই চিন্তা, তোমার পিতার॥
কিসে তুমি, বিদ্যা ধন করিয়া অর্জ্জন।
হইবে সবার কাছে, সুখ্যাতিভাজন॥
কেমনে হইবে, তব চরিত্র শোধন।
কেমনে হইবে, তব জ্ঞান উপার্জ্জন॥
কেমনে হইবে, তুমি ধর্ম্মে সুশোভিত।
কেমনে, বিভুর প্রেমে, হবে বিগলিত॥
এই চিন্তা সততই জাগিত অন্তরে।
বিরাম না হোতো তাঁর, মুহূর্ত্তের তরে॥
এত পরিশ্রম পরে, ফলিলে সুফল।
প্রফুল্ল হইত, তাঁর মুখ শতদল॥

বিশুদ্ধ আনন্দ ভোগ হইত অন্তরে।
ধরিত না হাসি আর, তাঁহার অধরে॥
শ্রবণ করিলে তব, সুখ্যাতির ধ্বনী।
নাচিয়া উঠিত মন, তাঁহার তখনি॥
যে দিবস হোতো তাঁর, শ্রবণগোচর।
বিদ্যালয় রণক্ষেত্রে, করিয়া সমর।
তুলিয়া উপাধী রূপ জয়ের নিশান।
আসিতেছ তুমি ভাই, পাইয়া সম্মান॥
তাঁহার সে দিন হোতো, যে ভাব উদয়।
বলিবার নয় তাহা, বলিবার নয়॥
আপনারে, ধন্য জ্ঞান করিয়া অমনি।
দিতেন হে সাধুবাদ, তোমারে তখনি॥
হয়ে থাকে হেন ভাব, প্রায় সুগোচর।
সহযোগী মধ্যে, কেহ হলে শ্রেষ্ঠতর॥
হিংসার অনলে হয়, অন্তর দহন।
কিছুতেই শান্তভাব, নাহি ধরে মন॥
কিন্তু, স্বভাবের ভাব, বিচিত্র এমন।
পিতার এরূপ ভাব না হয় কখন॥
তনয় তাঁহার চেয়ে হলে গুণবান।
পাইলো তাঁহার চেয়ে, সমধিক মান॥
হইলে তাঁহার চেয়ে, সুখ্যাতিভাজন।
পিতার তাহাতে হয়, আনন্দবর্দ্ধন॥
ঘোরতর অত্যাচারী যাহার তনয়।
অতিশয় হতভাগ্য সেই জন হয়॥
অসহ্য যাতনা তার, ফুটিবার নয়।
ভিতরে ভিতরে হৃদি থাক সার হয়॥

অতীব অসুখে যায়, তাহার সময়।
কোন মতে, আনন্দের না হয় উদয়॥
মৌখিক তাহার হাসি, মৌখিক আমোদ।
কিছুতে না দৃশ্য হয়, বিমল প্রমোদ॥

---

মন দিয়ে শুন মন, আমার বচন।
তোমার মঙ্গল হেতু, করি প্রাণ পণ॥
যিনি করিলেন তব এত উপকার,
কি উপায় করিতেছ, শুধিতেসেধার ?
কর মন, তাঁর আজ্ঞা সতত পালন।
কোন মতে, অবজ্ঞা করোনা তাঁরে মন॥
মানিলাম, তাঁর চেয়ে, তুমি জ্ঞানবান।
মানিলাম, ধর্ম্মজ্ঞানে, তুমি বলীয়ান্॥
মানিলাম, তব বুদ্ধি অতীব মার্জ্জিত।
মানিলাম, নানা গুণে তুমি বিভূষিত॥
তথাপি ভাবিয়া দেখ, মানস আমার !
এক টুকু অংশ মাত্র, তুমিহে তাঁহার॥
তাঁহার তেজেতে তুমি, হলে তেজীয়ান।
তাঁহার বলেতে তুমি, হলে বলবান॥
তাঁহার বুদ্ধিতে তব, বুদ্ধি সুমার্জ্জিত।
তাঁর ধর্ম্ম প্রভাবেতে, তুমি প্রভান্বিত॥
যেমন সূর্য্যের তাপে বালুকণা চয়।
এত তাতে, পাদ তাতে, স্থির নাহি হয়॥
বরঞ্চ রবির তাপ, সহনীয় হয়।
বালুকার তাপ কিন্তু, সহনীয় নয়॥
তা বলে কি বালুকণা, হয় প্রশংসিত।
রবিরপ্রভাব মাত্র, হয় প্রকাশিত॥

সেই রূপ, পিতৃ তেজে, হয়ে তেজীয়ান।
জ্ঞান আর ধর্ম্ম বলে, হলে বলীয়ান॥
ইহাতে সামান্য মাত্র গৌরব তোমার।
তব গুণে, পিতৃকীর্ত্তি হয় সুপ্রচার॥
যে ঋণে, আবদ্ধ তুমি আছ তাঁর কাছে।
সে ধার শুধিতে তব কি ক্ষমতা আছে?
লক্ষ লক্ষ মুদ্রা কর চরণে অর্পণ।
প্রাণপণে তাঁর আজ্ঞা করহ পালন॥
তথাপি শুধিতে নাহি পারিবে সে ঋণ।
ঋণী হয়ে, রহিতে হইবে চির দিন॥
কৃতজ্ঞতা মাত্র এক, আছে উপহার।
তাহাই অর্পণ কর, চরণে পিতার॥
হলে পরে, ওরে মন, দেহযাত্রা ভঙ্গ।
ধরণীর কিছুই না লয় তব সঙ্গ॥
কৃতজ্ঞতা হবে তব, চির অনুচর।
প্রভান্বিত করিবেক, তোমার অন্তর॥
তখন মনের আশা, কিছুই না রবে।
যা কিছু অভাব আছে, পরিপূর্ণ হবে॥
কৃতজ্ঞতা রবে মাত্র, দিতে উপহার।
বিভুপদে দিয়ে তাহা, হয়ে রবে তাঁর॥
একেবারে খোলো মন স্মৃতির দর্পণ।
বিচিত্র ব্যাপার সব, কর বিলোকন॥
গর্ভ-বাসে, তুমি ভাই, ছিলেহে যখন।
দিয়াছিলে, জননীরে, কতই বেদন॥
পাছে কোন বিঘ্ন হয়, এই আশঙ্কায়।
থাকিতে হইত কত সাবধানে তাঁয়॥

সুখসেব্য সামগ্রীতে বঞ্চিতা হইয়া।
থাকিতে হইত তাঁরে, প্রবোধ বাঁধিয়া॥
সুচারু প্রসূনচয়, যাহার শোভায়।
সমুদায় বামাজাতি মুগ্ধা হয়ে যায়॥
খোপায় ধরিয়া যাহা, অতি কুতূহলে।
একেবারে সোহাগেতে যায় সবে গলে॥
করিবারে যে ফুলের মহিমা ঘোষণ।
গোলাপ, মল্লিকা নাম ধরে নারীগণ॥
হেন ফুলে, অনিষ্টের পাইয়া লক্ষণ।
কোন মতে, সে সময়ে, করে না স্পর্শন॥
আপনার সন্তানের মঙ্গলের তরে।
অনায়াসে ফুলচয়ে হতাদর করে॥
গর্ব্ভের সময়ে, হয় অরুচি উদয়।
কোন মতে, কিছুতেই রুচি নাহি হয়॥
অম্ল আস্বাদনে হয়, অরুচির নাশ।
তাহাই ভক্ষণে হয়, তাহার প্রয়াস॥
কিন্তু তাহে অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া।
অনায়াসে দেয় তাহা, দূরেতে ফেলিয়া॥
পাইয়া এরূপ ক্লেশ, জননী তোমার।
হিত চেষ্টা করেছেন তিনি অনিবার॥
তথাপি সে দুঃখ রূপ মেঘের ভিতর।
সুখ রূপ সৌদামিনী, হোতো সুগোচর॥
দিন দিন হোতো তাঁর আনন্দ বর্দ্ধন।
দিন দিন হোতো তাঁর, প্রফুল্ল বদন॥
তোমায় ধরিয়া গর্ব্ভে, প্রমোদ পাইয়া।
উঠিত তাঁহার মন, আনন্দে নাচিয়া॥

সেই আনন্দের চিহ্ন হইয়া প্রকাশ।
দেহের লাবণ্য তাঁর, করিত বিকাশ ॥
উপস্থিত হলে ক্রমে, প্রসব যাতনা।
জননীর কত ক্লেশ, কে করে গণনা ॥
আই ঢাই করে প্রাণ, সদাই তাঁহার।
প্রাণ যায় প্রাণ যায়, শব্দ অনিবার ॥
এত যাতনার পর, দেখে তব মুখ।
একেবারে ভুলে যান, সমুদায় দুখ ॥
তোমায় করিয়া কোলে, জননী তোমার।
আপনারে ধন্যা বলে, করেন স্বীকার ॥
হইতে লাগিলে তুমি, যেমন বর্দ্ধন।
হইল পুলকে তাঁর, প্রফুল্ল আনন ॥
হাঁটি হাঁটি পা পা বলি, মুখে অনিবার।
শিখাতেন হাত ধরি, রীতি চলিবার ॥
এত দিন খেলিতেন, পুতুল লইয়া।
ভুলেছেন ছেলে খেলা, তোমায় পাইয়া ॥
তুমিই তাঁহার কাছে, মনের পুতুল।
তুমিই তাঁহার কাছে সামগ্রী অতুল ॥
তুমিই তাঁহার অতি, আনন্দ বর্দ্ধন।
তুমিই তাঁহার সব, দুঃখ নিবারণ ॥
সংসারের যাতনায়, পাইলে বেদন।
ভুলিতেন, হেরে তব সহাস্য বদন ॥
ফুটিতে লাগিল যত, সুমধুর ভাষ ॥
বিধুমুখে দেখা দিল, মধুময় হাস ॥
সুখ পারাবার তাঁর উথলি উঠিল।
মুখ শতদল তাহে, প্রফুল্ল হইল ॥

মনেতে কি নাহি ভাই, সে দিন তোমার।
বসিয়া রহিতে যবে, ক্রোড়েতে মাতার॥
আধ আধ ভাষে, মন ভুলাতে তাঁহার।
করিতে তাঁহার কাছে, কত আবদার॥
পুরাতে তোমার সব, মনের বাসনা।
হইয়া জননী তব, সচঞ্চল মনা॥
মন মত দ্রব্য সব, না থাকিলে ঘরে।
বাড়ী বাড়ী ফিরিতেন, সংগ্রহের তরে॥
ইহাতে না হোতো তাঁর, অপমান জ্ঞান।
তোমারে তুষিলে, তাঁর তৃপ্ত হোতো প্রাণ॥
কোন গৃহে, নিমন্ত্রণে করিলে গমন।
পাইলে উত্তম দ্রব্য, আহার কারণ॥
কিছুতেই তাহা আর, না করি ভক্ষণ।
অঞ্চলেতে লইতেন, করিয়া বন্ধন॥
বাটী গিয়ে, তব মুখে করিয়া প্রদান।
আপনারে করিতেন অতি ধন্য জ্ঞান॥
ব্যামোহ হইলে তব, মানস আমার।
কত ক্লেশ পেয়েছেন, জননী তোমার॥
তোমায় করিয়া কোলে, কেঁদেছেন কত।
সয়েছেন কত ক্লেশ, তিনি অবিরত॥
পরিয়া মলিন বাস, হয়ে ভূষা হীনা।
ছট্ ফট্ করেছেন, যেন অতি দীনা॥
স্বামী তাঁর, সে সময়ে, না থাকিলে ঘরে।
মনের উদ্বেগ তাঁর, নির্ণয় কে করে॥
কবিরাজ আনিবারে, অতীব সত্বর।
কত জনে অনুনয় করেন বিস্তর।

কেহ যদি, নাহি শুনে তাঁহার বচন।
লাজ তেজে, আপনিই করেন গমন॥
সে সময়ে, কোন দিকে নাহি থাকে মন।
সুতের আরোগ্য হেতু, সদা আকিঞ্চন॥
অগ্রাহ্য তাহাঁর হয়, বসন ভূষণ।
অগ্রাহ্য তাহাঁর হয়, শয়ন ভোজন॥
গৃহ কার্য্য, কিছু মাত্র নাহি থাকে মন।
করেন না কারো সনে, কোন আলাপন॥
দেবতা অর্চ্চনা হেতু বসিয়া আসনে।
তনয়ের ভাব তাঁর, উপজয়ে মনে॥
করেন সুতের তরে, কতই কামনা।
সুতের মঙ্গল হেতু তাঁর উপাসনা॥
পড়েছেন এখনিই মায়ার বন্ধনে।
আপনার ইষ্ট তাঁর, নাহি থাকে মনে॥
আক্রান্ত হইলে সুত, বসন্ত পীড়ায়।
ভেবেদেখ, জননীর কত ক্লেশ তায়॥
গাত্রময় ব্যাপিয়াছে, ফোটক ভীষণ।
ক্লেদ ময় সর্ব্ব অঙ্গ, ভীম দরশন॥
তাহা হতে উঠিতেছে দুর্গন্ধ এমন।
ঘরেতে তিষ্ঠিতে পারে কোথা হেন জন?
দেখিলেই, জ্ঞান হয় কুষ্ঠরোগী প্রায়।
ভয়ে কেহ, তার আর নিকটে না যায়॥
সংক্রামক রোগ বলে, প্রতিবাসীগন।
গৃহ মধ্যে, কেহ নাহি করে আগমন॥
ছটফট্ করে সুত, পীড়ার জ্বালায়।
আহার করিতে তায়, ঘটে ঘোর দায়॥

সুস্থির হইয়া আর না পারে বসিতে।
ঘোর ক্লেশ হয় তার, শয়ন করিতে ॥
করিতে না পারে আর এ পাশ ও পাশ।
অতীব কষ্টের সহ ত্যাগ করে শ্বাস ॥
বল দেখি, ওরে মূঢ় মানস আমার !
কে করে শুশ্রূষা, সেই ঘোর দুর্ভগার ?
বল কেবা, সেই জনে, কোলেতে লইয়া,
গন্ধময় ক্লেদ সব, দেয় মুছাইয়া ?
কোন জন, মল মূত্র উঠাইয়া লয় ?
কোন জন, দিবা নিশি নিকটেতে রয় ?
দারুণ গাত্রের জ্বালা নিবারণ তরে,
বল দেখি, তাল বৃন্ত ব্যজন কে করে ?
জননী ব্যতীত বল, কে আছে সংসারে,
স্নেহ রূপ চক্ষে দেখে, সেই দুর্ভগারে ?
বল দেখি, তার দুঃখে, কার মন দহে ?
তার তরে বল কেবা, এত ক্লেশ সহে ?
বল কেবা, নিজ প্রাণে, করে তুচ্ছ জ্ঞান,
সুহৃদ কে আছে বল, মাতার সমান ?

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

---

## কালমাহাত্ম্য।

পুরাকাল হইতে যে প্রথা চলিয়া আসিতেছে, সে প্রথার আর অধুনা আদর নাই। এই প্রথায় আচার ব্যবহার রীতি নীতি ও কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের মূল যে শাস্ত্র তাহার এক্ষণে যে দশা হইয়াছে দেখিলে তাৎকালিক লোকে একেবারে বিস্ময়াপন্ন হন।

সর্ব্বপ্রকার রীতি নীতি আচার ব্যবহার ও জীবনের নিয়মাবলি বিধায়ক শাস্ত্র আজন্ম কালাবধি সম আদরে ও গৌরবে দিন যাপন করিয়া এক্ষণে জরা গ্রস্ত হইয়াছেন। অধুনা কালপ্রভাবে তাঁহার বচন সমুহ অতিশয় কর্ক্শ ও অসঙ্গত বোধ হওয়ায় তাঁহাকে দুর্মুখ ও মতিচ্ছন্ন দশা প্রাপ্ত বলিয়া সকলের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। একারণ অনাদর ও অশ্রদ্ধার ধন না হইয়া ও তিনি একেবারে প্রায় সকলের নিকট হতাদর হইয়া উঠিয়াছেন। কেহ আর তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করেন না, এবং কেহ তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর হন না। অত্যন্ত প্রাচীন ও দুর্মুখ বলিয়া তাঁহার অল্পবয়স্ক নবানুরাগী সন্তানেরা নিয়তই তাঁহার মৃত্যু কামনা করিতেছেন। শাস্ত্রের ঈদৃশ দুর-বস্থা অবলোকন করিয়া শাস্ত্র পরায়ণ বৃদ্ধেরা যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ও মনভোঙ্গ হইলেন ; এবং চির আদরণীয় ও অনুপম ভক্তি ভাজন শাস্ত্রের এরূপ হীনা-বস্থা চক্ষে দেখিতে হইল বলিয়া মনে মনে স্ব স্ব জীবনকে অপরিমিত তিরস্কার ও অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। পুত্র পৌত্র গণকে, শাস্ত্র অনাদর করিতে দেখিয়াও বৃদ্ধেরা কিছু বলিতে পারেন না, যে হেতু অশক্ত বিধায়ে এক্ষণে তাহাদিগের অধীনস্থ হইয়াছেন, সুতরাং মনোভাব প্রকাশ করিতে সাহস হইল না। শাস্ত্র সকলের নিকট অশ্রদ্ধান্বিত হইয়া বিবেচনা করিলেন যে, ভারতবাসী সকলেইতো আমার প্রিয় বটেন এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়াবলম্বী ব্যক্তি গণের নিকট যাইয়া দেখি কাহারা আমাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন। যাহার নিকট যথাযোগ্য আদর ও শ্রদ্ধা পাইব তাহার আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিব নচেৎ অপত্য স্নেহ বিসর্জ্জন দিয়া অরণ্যবাসী হইব, এই ভাবিয়া প্রথমতঃ বিষয় কার্য্য-লিপ্ত বৃদ্ধদিগের নিকট সজল নয়নে উপনীত হইলেন, এবং অতি কাতর স্বরে কহিলেন, বৎসগণ ! আমার এই অনন্য গতি সময়ে তোমরা আমাকে অযত্ন করিওনা, তোমরা রক্ষা না করিলে আমি কাহার আশ্রয় লইব, এবং কেইবা আমাকে আশ্রয় দিবে। শাস্ত্রের ঈদৃশ কাতরোক্তি শুনিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে ও ভক্তিপূর্ণ বচনে বৃদ্ধেরা কহিলেন, আপনার যে এরূপ অবস্থা দেখিব তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। আপনাকে কাতর দেখিয়া আমাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে ও মন একে-

বারে হতাশ সাগরে নিমগ্ন হইতেছে, কিন্তু কি করি উপায়ান্তর দেখি না। আমরা আপনার অশক্ত ও অক্ষম সন্তান এক্ষণে কোন প্রকারে পুত্র পৌত্র-গণের বৃত্তিভোগী স্বরূপ থাকিয়া প্রাণধারণ করিয়া আছি, আমাদিগের কিছু মাত্র শক্তি নাই, এবং কেহ আমাদের বাক্যের ও গৌরব করে না। আমাদিগকে সকলে বাতুলের ন্যায় জ্ঞান করে; অতএব আমাদিগের দ্বারা আপনার কি উপায় হইতে পারে। কৃপা করিয়া আমাদিগকে ক্ষমা করুন, এবং আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই মুহূর্ত্তেই এ পাপদেহ পরিত্যাগ করিতে পারি। হায়! আমরা কি নরাধম, শাস্ত্রের ঈদৃশ অবস্থায় তাঁহার কোন উপকার করিতে পারিলাম না। বৃদ্ধগণ এপ্রকার কাতরোক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন, দেখিয়া শাস্ত্র তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্গত হইলেন। হতাশায় বিহ্বল হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! আমার কি হতভাগ্য, যাহাদের উপর আমার এই দুঃখের সময়ে সমূহ ভরসা ছিল যাহারা আমাকে লালন পালনে পরাঙ্মুখ হইত না, যাহারা ক্ষণকালের নিমিত্ত ও কখন আমার প্রতি বৈরক্তি বা অভক্তি প্রকাশ করে নাই, তাহারা ও কি আমার ভক্ত বলিয়া দুঃখের ভাগী হইল? হা বিধাতঃ! তুমি ধন্য, হে সর্ব্বজয়ী কাল! তোমার প্রভাব অচিন্তনীয়, তোমার সমদ্বন্দ্বী ত্রিভুবনে কাহাকেও দেখি না। এবম্বিধ আক্ষেপ করিতে করিতে ভাবিলেন এক্ষণে কি করি কাহার আশ্রয় লই। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মনন করিলেন যে, শিখাধারী বিশুদ্ধাচারী শাস্ত্রমাত্র উপজীবী ধর্ম্মানুরক্ত সদ্বক্তা গুরুব্যবসায়ী ভট্টাচার্য্যগণের নিকট যাই, তাঁহারা যখন আমার গৌরবে গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকেন, তখন আমাকে অনাদর করিবেন না। এই স্থির করিয়া তর্কপঞ্চানন শিরোমণি চূড়ামণি প্রভৃতি ভট্টাচার্য্যদিগের নিকট উপনীত হইয়া মৃদু মৃদু স্বরে, করুণ-বচনে এবং সতৃষ্ণ ও সজল নয়নে কহিলেন, অনন্য-উপায় হইয়া তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছি, এবং তোমাদিগের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি, বৎসগণ! আমার এই দুরবস্থা সময়ে রক্ষা কর। শাস্ত্রের মুখনিঃসৃত বাক্য অপেক্ষা না করিয়া তাঁহাকে দেখিবা মাত্রেই, তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া অতিমাত্র ব্যগ্রতাসহকারে নানাবিধ ভক্তিপূর্ণ

বচনে আশ্বাস প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন যে, আপনি আমাদিগের একমাত্র আদরনীয় ও অমূল্যধন ; আমাদিগের সম্মান যশঃ বল ও বুদ্ধি সকলি আপনি। আপনি আমাদিগের আশ্রয়ে থাকিবেন, এ অপেক্ষা আমাদিগের কি সৌভাগ্য হইতে পারে। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া ত্বদীয় উপযুক্ত স্থান, এই চতুষ্পাঠীতে অবস্থান করুন্। কিন্তু আপনাকে অতি গুপ্তভাবে থাকিতে হইবে যেন তরুণ অধ্যাপক বেদান্তবাগীশ তর্কনিধি প্রভৃতি আপনার অনুসন্ধান না পান ; যেহেতু তাঁহারা স্ব স্ব মতে পাপপুণ্য গণ্য করেন না। সুতরাং আপনার অবমাননা হইবার সম্ভাবনা। এই বলিয়া অতিযত্নে চতুষ্পাঠীতে বাসস্থান দিলেন। তাঁহাদের ভক্তি শ্রদ্ধা ও শুশ্রূষায় তখন তাঁহার দুঃখের অনেক উপশম বোধ হইল, এবং ভাবিলেন যে, ইহারা আমার যথার্থ ভক্ত ও গৌরবাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু কিছু দিন পরে তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার ও মনোবৃত্তি সমূহ অবগত হইলেন। দেখিলেন বাহ্যে বিশুদ্ধ ও অন্তরে স্বেচ্ছামত ব্যবহার, স্বার্থজ্ঞান অতিশয় প্রবল। কালপ্রচলিত পরিচ্ছদ, আহার ব্যবহার এবং নিয়ম সমস্ত প্রতিপালনে প্রীত হয়েন, কিন্তু জনসমাজে বা শিষ্যালয়ে ভিন্নভাব দেখাইয়া থাকেন। ঈদৃশ অবিহিত আচরণ দর্শনে শাস্ত্র হতাশ হইলেন, এবং ভট্টাচার্য্যগণের কপটাচরণে অতীব অসন্তুষ্ট হইয়া অভিমানে তথাহইতে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু কি করিবেন কোথায় যাইবেন, এই চিন্তাই অন্তরে সর্ব্বদা জাগরূক থাকায় এক প্রকার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন।

কি করিব কোথায় যাইব, এই চিন্তা করিতে করিতে পথ ভ্রমণ করিতেছেন, এমত সময়ে মনে উদয় হইল যে, বৈষয়িক বৃদ্ধেরা আমার এ সময়ে কোন উপায় করিতে পারিলেন না। কেননা তাঁহারা এক্ষণে অক্ষম হইয়াছেন, আর গুরুবেশধারী ভট্টাচার্য্যেরা যদিও আমাকে অনেক সেবা শুশ্রূষা করিলেন, তাঁহাদের মনোভাব আমার অভিমত হইল না ও তাঁহাদের ব্যবহার মনোনীত নহে বলিয়া তাঁহাদিগের আশ্রয়ে থাকিতে পারিলাম না। এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে স্থির করিলেন যে, যাজন-কার্য্য-নিপুণ পুরোহিতদিগের নিকট যাওয়াই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ বোধ হইতেছে। যে হেতু তাঁহারা

আমার অভিমতে না চলিলে কখনই বৈষয়িক লোকেরা তাঁহাদিগকে আদর করে না। শুনিতে পাই অধুনা সকলে কথায় কথায় বলেন যে, কপট ব্যক্তি-দিগের মুখ দেখিতে নাই। অতএব যখন বৈষয়িক লোকের সহিত ইহাদের সর্ব্বদাই লিপ্ত থাকিতে হয়, এবং তাঁহাদের মাঙ্গলিক ও দৈবকার্য্য যাহা কিছু আছে সকলই ইহাঁরা সমাধা করেন, তখন কপটাচারী না হইলেও হইতে পারেন, মনে মনে এই মীমাংসা করিয়া দশকর্ম্মকুশল পুরোহিত-দিগের আবাসে উত্তীর্ণ হইয়া মৌনভাবে আত্মপরিচয় প্রদান ও দুঃখ জানাইলেন। পুরোহিত তাঁহার বাক্য শ্রবণমাত্র পরম যত্নে ও সমাদরে গৃহ-মধ্যে অতি পবিত্র স্থানে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। শাস্ত্র পুরোহিতের যত্নে ও শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রবোধ বচনে অতিশয় প্রীত ও প্রফুল্লিত হইয়া সে সময়ে তাঁহার নিকেতনে দিন যাপন করিবেন এরূপ সংকল্প করিলেন। আকার ও কথায় লোকের প্রকৃতি এবং সংস্কার জানা যায় না, কিছুকাল সহবাস করিলেই ঐ সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়। প্রথমে পুরোহিতবাক্য শ্রবণে শাস্ত্র অতীব সন্তুষ্ট হইয়া ছিলেন বটে, কিন্তু কিছু দিন তাঁহার ভবনে থাকিয়া তাঁহার মনোভাব অবগত হইলেন। দেখিলেন স্বার্থজ্ঞান ইহাদিগের অন্তরে অতিশয় প্রবল এবং তৎপ্রভাবেই সর্ব্বকার্য্যে আনুরক্তি ও প্রীতি দর্শাইয়া থাকেন। পুরোহিত ব্রাহ্মণের এইরূপ আচরণ দেখিয়া শাস্ত্র অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন তাঁহার প্রাণের উপর এত ঘৃণা জন্মিল যে, তৎপ্রভাবে কি ভাবিতেছেন কি করিতেছেন বা কোথায় যাইতেছেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এই অবস্থায় এক নগরে উপনীত হইলেন, এবং এক গৃহস্থের বাটীতে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার বেশ অতি মলিন ও জীর্ণ এবং অঙ্গ শোভনোপযোগী চীরবাস দেখিয়া সেই গৃহস্থের পূর্ণযৌবনা নানালঙ্কারে ভূষিতা দিব্য বস্ত্রপরিধানা বিচিত্র-হাব-ভাব-সম্পন্না একটী কন্যা তাঁহাকে ভিক্ষুক জ্ঞান করিয়া যথোচিত তিরস্কার করিলেন, এবং বাটীর অভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইতে আদেশ করিলেন। শাস্ত্র তাঁহার মুখ-নিঃসৃত বাক্য-প্রবাহ শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। এই সময়ে সেই বাটীর গৃহিণী

গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন, কন্যার স্বর শুনিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে, এক বৃদ্ধ প্রাঙ্গণে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান আ-ছেন এবং তাঁহার কন্যা তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছেন; তদ্দৃষ্টে গৃহি-ণীর মনে এককালীন দয়া ও ভক্তির উদয় হওয়াতে কন্যাকে সমুচিত ভর্ৎসনা করিয়া বৃদ্ধকে মধুর ও বিনীত সম্ভাষণে আসন পরিগ্রহ করিতে অনুনয় করিলেন। বৃদ্ধ তাঁহার ভক্তিপূরিত সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া স্নেহ ও প্রীতিরসে বিগলিত হইয়া সেই আসনে উপবিষ্ট হইলেন। গৃহিণী তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া, কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসি-লেন; আপনার পরিচয় ও কি অভিপ্রায়ে আমার ভবনে আগমন করিয়া-ছেন বলিয়া আমার উৎকণ্ঠিত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন। বৃদ্ধ কহিলেন, বৎসে! আমি আমার সন্তানসন্ততিগণের অনুপেক্ষিত আচরণে হতাশ হইয়া আশ্রম ত্যাগ করিয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছি; মনোনীত বাসস্থান পাইতেছি না বলিয়া কি করিব কোথায় যাইব ভাবিতে ভাবিতে তোমার বাটীতে আগমন করিয়াছি এবং তোমার সম্ভাষণে ও সেবায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, এই বলিয়া নীরব হইলেন। গৃহিণী তদুত্তরে কহিলেন, আপনি আমার ভবনে থাকুন আমি আপনার কন্যা এবং সাধ্যমত আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকিব। শাস্ত্র তাহাই হউক বলিয়া উত্তর করিলেন; এবং তথায় কিছু দিন সুখে বাস করিতে লাগিলেন। গৃহিণী স্বামীর নিকট শাস্ত্রের সমস্ত বিবরণ ব্যক্ত করায় তিনিও যথোচিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ গৃহিণীর আচরণে অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। ক্রমে গৃহস্থের পুত্র ও কন্যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। পুত্রেরা কৃতবিদ্য হইয়া কার্য্যক্ষম হইলেন এবং বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সম্ভ্রান্ত হইলেন। তখন তাঁহা-দের মাতৃ পিতৃ ভক্তির অনেক লাঘব হইল, মাতাপিতার বাক্য আর আদর করেন না; এবং স্বেচ্ছামত আহার ও ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কন্যাগণ নিয়তই স্ব স্ব বেশ ভূষা মনোনীত করিয়া পতি-সোহাগিনী হইতে যত্নবান হইলেন। রন্ধনাদি গৃহকার্য্যে একেবারে

বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মাতাপিতার সহিত কোন কথার তর্ক বিতর্ক ও করেন না এবং তাঁহাদের আদেশ ও প্রতিপালন করেন না। গৃহস্থ ও গৃহিণী সন্তান সন্ততির আচরণে অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন ও আপনাদিগকে হতভাগ্য জ্ঞান করিয়া পরিতাপ করিতে লাগিলেন। শাস্ত্র গৃহস্থের ঈদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া অতিশয় বিষাদিত হইলেন, এবং গৃহস্থ ও গৃহিণীকে আহ্বান করিয়া অতি মৃদু বচনে কহিলেন ; বৎসগণ ! তোমাদিগের সদভিপ্রায় ও সরলান্তঃকরণ দেখিয়া এরূপ স্থির করিয়াছিলাম যে, তোমরা সন্তান সন্ততি হইতে সুখী হইবে, কিন্তু এক্ষণে তোমাদিগের পুত্র কন্যার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইতেছে তোমরাও আমার মত হতভাগ্য। তাহা না হইলে, যে পুত্র কন্যাকে প্রাণের অধিক প্রিয় জ্ঞানে লালন পালন করিয়াছ, তোমাদের যত্নে ও সেবায় যাহারা এক্ষণে মনুষ্য হইয়াছে, যাহাদিগকে স্বচ্ছন্দে রাখিতে আপনাদের স্বচ্ছন্দ নাশ করিয়াছিলে, যাহাদিগকে বিদ্যালাভ করাইতে পরিশ্রম যত্ন ও ব্যয় কুণ্ঠিত হও নাই, এবং যাহাদিগকে মন প্রাণ ধন সকলই সমর্পণ করিয়াছ ; সেই পুত্র কন্যারা তোমাদের প্রতি এরূপ অন্যায় আচরণ কেন করিবে। পরম গুরু মাতা পিতা জ্ঞানে তোমাদের ছায়ানুবর্ত্তী হওয়া দূরে থাকুক তাহারা তোমাদের একটী কথাও আদর করে না, এবং যখন মাতা পিতা হইয়া তোমাদের এমন দশা হইল তখন আমার এস্থলে থাকা আর শ্রেয়ঃকল্প বোধ হয় না। অতএব আমাকে বিদায় দেও, আমি অন্যত্র গমন করি বলিয়া তথাহইতে অন্তর্হিত হইলেন।

নগরের রাজপথে স্বাভাবিক মন্থর গতি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দ্রুত পদে ভ্রমণ করিতে করিতে ভাবিলেন শাস্ত্রভক্ত ও শাস্ত্রানুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণদিগের একে একে সকলের মনোবৃত্তি অবগত হইলাম, এক্ষণে দেখি শূদ্রেরা আমাকে কিরূপ যত্ন করে, এই মানসে ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন একটী বৃদ্ধ শান্তমূর্ত্তি পুরুষ একখানি বিপণিতে বসিয়া নিজ ব্যবসায় কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। তাঁহার আকার সুন্দর, পরিধান এক খানি পট্টবস্ত্র, গলদেশে তুলসী মালা, গাত্রে হরিপদ বিলেপিত, নাসাগ্রে তিলক

ও হস্তে জপমালা শোভা পাইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে হরি গুণ গান করিতে-ছেন। তাঁহাকে দেখিয়া শাস্ত্র আহ্লাদিত হইলেন, এবং ভাব ভঙ্গী জানি-বার ইচ্ছায় সেই বিপণির নিকট উপনীত হইয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করি-লেন। বণিক ভক্তি সহকারে তাঁহার পদসেবা ও প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে বিনয় ও শ্রদ্ধার সহিত সম্ভাষণ করিলেন। শাস্ত্র তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তথায় কিঞ্চিৎকাল থাকিয়া দেখিলেন এক ব্যক্তি কিঞ্চিৎ স্বর্ণ ক্রয়ার্থী হইয়া সেই বিপণিতে আগমন করিলেন, বৃদ্ধ ও ধর্ম্মভীত বণিক তাঁহাকে স্বর্ণরূপী অন্য ধাতু দিয়া স্বর্ণের মূল্য গ্রহণ করিলেন। ক্ষণ-কাল পরে সেই ব্যক্তি ঐ স্বর্ণ পরীক্ষা করাইয়া জানিলেন যে, তাহা স্বর্ণ নহে। সুতরাং প্রতারিত ও অর্থ নাশহেতু কাতর হইয়া পুনরায় বণিকের সমীপে আসিয়া কহিলেন, দেখ তুমি আমাকে স্বর্ণ ভ্রমে কি দ্রব্য দিয়াছ।

আমি জানিয়াছি ইহা স্বর্ণ নহে। বৃদ্ধ কহিল এদ্রব্য তুমি কোথায় পাইলে, আমি তোমাকে যথার্থ স্বর্ণ দিয়াছি, এটী আমার দোকানের দ্রব্য নহে। বণিকের কথা যেন তাঁহার বজ্রাঘাত সম বোধ হইল, এবং কলহ বিফল জানিয়া সেই দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং শাস্ত্রও ইহা দেখিয়া বণিকের বাহ্যিক ভক্তি ও ধর্ম্মভয় প্রবঞ্চনামূলক লক্ষ্য করিয়া তথাহইতে প্রস্থান করিলেন। যাইতে যাইতে মনে ভাবিলেন যে ভারতে আর আমার আদর নাই, একে একে সকলের মন জানিয়াছি; অতএব জনসমাজে বাস করা আমার পক্ষে বিধেয় নহে, এক্ষণে "পঞ্চাশ ঊর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ" আমার যে, উক্তি আছে তদনুরূপ কর্ম্ম করাই বিধি। আমার ত একশতের ঊর্দ্ধ বয়ঃক্রম হইয়াছে অতএব আর সন্তান সন্ততির ভীষণ মায়ার বশবর্ত্তী থাকায় কি ফল, আমি এক্ষণে বনে গমন করি এবং যে ক দিন জীবিত থাকি নির্জ্জন ও নিভৃত স্থানে নিশ্চিন্ত হইয়া কাল যাপন করি, এই ভাবিয়া ধর্ম্মনাম্নী অনূঢ়া কন্যাকে স্মরণ করিয়া কহিলেন, বৎসে! তুমি এক্ষণে ভারতে থাক ও আমার গৌরব রক্ষা কর, আমি নির্জ্জনে বাস করিতে অভিলাষ করিয়াছি, আর এ জনসমাজে থাকিতে প্রবৃত্তি হয় না, এই বলিয়া এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন কাননটী

নিভৃত বটে কিন্তু তাঁহার মনোনীত হইল না ; কারণ তথায় নানা প্রকার হিংস্র জন্তুর বাস। অতএব হিংস্র জন্তুর সহিত বাস করিলে অপমৃত্যুর সম্ভাবনা, এই বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে জাহ্নবীর উৎপত্তি স্থল হিমালয় অচলের এক শৃঙ্গের একটী গুহা অন্বেষণ করিয়া তথায় বাস করিবেন, এই ভাবিয়া দেবলীলাস্থল, যোগীজন বাঞ্ছিত ও মনোরম স্বর্গ সদৃশ হিমালয় অচলে আরোহণ করিলেন, এবং গঙ্গার উৎপত্তি স্থান দর্শন করিয়া ও পর্ব্বতের রমণীয়তা অনুভব করিয়া পূর্ব্ব কষ্ট সমুদয় বিস্মৃত হইলেন। সাধুদিগের সমাগম ও ঋষিদিগের তপ অনুষ্ঠান দর্শনে অপার আনন্দ সাগরে ভাসমান হইলেন, এবং তথায় বাস করিতে ইচ্ছা হইল। সন্তান সন্ততির স্নেহ মন হইতে একেবারে অপসৃত করিলেন।

শাস্ত্র বনপ্রবেশ করিলে তাঁহার ধর্ম্মনাম্নী কন্যাকে অধুনা বৃদ্ধ ও ভক্তি পরায়ণ ব্যক্তি সকলে শাস্ত্রবিরহ জনিত অসহ্য ক্লেশের উপশম পাইবার আশায় যথোচিত যত্ন ও শুশ্রূষা করিতেছেন। কিন্তু পিতৃহীনা কন্যা সর্ব্বদাই য়োরুদ্যমানা থাকেন। সুতরাং যতই যত্ন করুণ না কেন কিছুতেই তাঁহার মনের স্থিরতা জন্মেনা, অতএব ঐ সদাশয় মহোদয়গণের আশালতা ফলবতী না হইয়া সমুদয় শ্রম বিফল হইতেছে।

---

## কুমারসম্ভব।

### (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

হিমবান্, পূর্ব্বাবধি কন্যার তরুণ তারুণ্য দেখিয়া তাঁহার পরিণয় জন্য চিন্তাবান ছিলেন, নারদবচনে নিশ্চয় জ্ঞান করিলেন ; যেমন মন্ত্র সংস্কৃত বহ্নিভিন্ন অন্য তেজঃ পদার্থ কখনই হব্য যোগ্য নহেন, তদ্রূপ তাদৃশ মহেশ্বর ব্যতীত মদীয় এতাদৃশী পুত্রীর পাণিপীড়নে অপরে কদাপি সক্ষম নহে ; ইহা ভাবিয়া যদিও চিন্তা পরিত্যাগ করিলেন, তথাপি পার্ব্বতীকে প্রগাঢ় যৌবনবতী দেখিয়া এক এক বার মানস করিতেন সেই আদিদেব মহাদেব তিনিত, নিকটেই আছেন, অতএব তাঁহাকে আহ্বান করিয়া যথোচিত সং-

কার দ্বারা কন্যা সম্প্রদান করি ; আবার ভাবিতেন তিনি আমার নিকটেত প্রার্থনা করেন নাই, অতএব কি জানি আমার যাচঞা বিফল করিলেওত করিতে পারেন, ইত্যাদি ভাবিয়া তদ্বিষয়ে নিরুৎসাহী হইতেন। এক দিবস সখীসমবেতা দুহিতাকে সঙ্গে লইয়া আপনার প্রদেশবর্ত্তী শূলপাণির অর্চনা জন্য গমন করিলেন। পূর্ব্বজন্মে পার্ব্বতী দক্ষরাজভবনে স্বদেহ বিসর্জ্জন করিলে, তদবধি যিনি অপত্নীক হইয়া যথা-তথা ভ্রমণ করতঃ, পরে তপো নিমিত্ত হিমালয়ের কদাচিৎ প্রদেশে বাস করিতেছেন। হিমবান্ তাঁহার তপঃস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেই স্থান, অতি রমণীয়, তাহার অদূর হইতে গঙ্গা প্রবাহ সকল ঝর ঝর শব্দে পতিত, তদীয় বারিকণা সংস্পর্শে আশ্রমস্থ দেবদারু তরু সকল সিক্ত, এবং মৃগবিশেষের নাভি-সৌগন্ধে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আমোদিত হইতেছে ; দূরবর্ত্তী গীয়মান্ কিন্নর-গণের, সুধাস্বর, শ্রবণ বিবরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া মানস মোহিত করিতেছে, প্রমথগণ, কটিদেশে সুকোমল ভূর্জ্জবল্কল ধারণ, অঙ্গে সুগন্ধি মনঃশিলাধাতু লেপন, এবং সুরপুন্নাগ কুসুম দ্বারা শিরোভূষণ করিয়া, শিলাজতু ব্যাপ্ত শিলাতলে উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন ; অতি দূরবর্ত্তী সিংহধ্বনি শ্রবণে ককুদ্মান্, রাগান্বিত হইয়া মস্তক অবনত করতঃ গভীর স্বরে গর্জ্জন, এবং অগ্রপাদদ্বয়ের খুরাগ্র দ্বারা তৎস্থান বিদারণ করিতেছে ; হরিণগণ, তাহার প্রতি নেত্রপাত করায়, ভীতচিত্ত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে ; সকলের মধ্যস্থানে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভূতভাবন ভগবান্ দেবাদিদেব মহাদেব যিনি ইন্দ্রত্বাদি ফলপ্রদাতা এবং যাঁহার অষ্টমূর্ত্তি তিনি কোন অনির্ব্বচনীয় কামনায় আপনার মূর্ত্ত্যন্তর অগ্নিকে সমিদ্দীপিত করতঃ সংযতমানসে তপ আরব্ধ করিয়াছেন ; তাঁহার শরীর হইতে যেন রাশি রাশি স্ফুলিঙ্গ বিচ্যুত হইতেছে। অদ্রিনাথ অমূল্য অর্ঘ্য দ্বারা দেবগণেরও পূজ্যমান সেই ভগ-বানের অর্চনা করিয়া পবিত্রা পার্ব্বতীকে কহিলেন, বৎসে! তুমি অদ্যাবধি প্রতিদিন এই চন্দ্রশেখরের আরাধনা কর, পার্ব্বতী পিতার আদেশানুসারে তাঁহার পূজা এবং পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। জয়া এবং বিজয়া তাঁহার সহচরী থাকিলেন। তাঁহাকেই ধীর বলা যায়, বিকারের হেতু সত্ত্বে যাঁহার

মনে বিক্রিয়া নাহয়, স্ত্রীজাতি সমাধির বিঘ্নদায়িনী হইলে ও বামদেব, শুশ্রূষমাণা পার্ব্বতীর পরিচর্য্যা, অস্বীকার করিলেন না, অচলবালা, প্রতিদিন তাঁহার কুসুম-চয়ন, বেদী সম্মার্জ্জন, নিত্য কর্ম্মোপযুক্তজল, এবং কুশানয়ন ইত্যাদি কর্ম্ম করিতেন ; হরচূড়ামণিকৃত চন্দ্রপাদদ্বারা তাঁহার পরিশ্রম দূরীকৃত হইত।

এইরূপে পার্ব্বতী শিবশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তৎ সময়ে বজ্রনখ-পুত্র, তারকনামা মহাসুর, কমলাসনের উপাসনা করতঃ আপনার অভি-লষিতসিদ্ধ করিয়া সুরলোকে মহোৎপাত করিতে লাগিল ; অমরগণ তৎকর্ত্তৃক উত্ত্যক্ত হইয়া সুরপতিকে অগ্রবর্ত্তী করতঃ চরাচর-কর্ত্তা, প্রজা-পতির নিকট উপস্থিত হইলেন ; যেমন মুকুলিত-কমল-কানন, প্রভাকরের প্রাতঃকিরণ অবলোকন করিয়া বিকশিত হয়, তদ্রূপ চতুরাননের সন্দর্শনে দেবগণের বদনের পরিম্লানতা দূরীকৃতপ্রায় হইল ; তাঁহারা সর্ব্বতোমুখ, ভগবানের চরণে প্রণত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। হে সচ্চিদানন্দময়! ভগবন্! সৃষ্টির পূর্ব্বে তুমি অদ্বিতীয় ছিলে, সৃষ্টি-প্রবৃত্তি কালে সত্ত্বাদি গুণত্রয় বিভাগের নিমিত্ত উপাধিত্রয় ধারণ করিয়াছ, অতএব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্ররূপী, তোমাকে প্রণাম করি ; প্রভো! গভীর জলরাশির মধ্যে নিক্ষিপ্ত তোমার অমোঘ বীর্য্য হইতে এই দৃশ্যমান চরাচর সমুৎপন্ন হইয়া তোমারি অনন্তমহিমার নিমিত্তভূত হইয়াছে, তুমি উপাধিবিশেষে স্বীয়শক্তি প্রকাশ করতঃ সৃজন, পালন, হরণের, একই কারণ হইয়াছ ; নাথ! তোমার স্বপ্নাববোধে, ভূতগণের প্রলয়োদয় হইতেছে, হে জগদীশ্বর! তোমার জনক নাই তুমি সকলের জনক, তোমার পালক নাই তুমি সকলের পালক, তোমার হারক নাই তুমি সকলের হারক, তোমার আদি নাই তুমি সকলের আদি, এবং তোমার রাজা নাই তুমি সকলের রাজা হইয়াছ। হে দয়াময়! তুমি আত্মদ্বারা আপনাকে সৃজন করিয়া, আত্মদ্বারাই তাহাকে জানিতেছ, এবং আপনিই আপনাতে লীন হইতেছ, নাথ! রসাত্মকসরিৎসমুদ্রাদি, নিবিড়সংযোগ কঠিন-মহীধরাদি, ইন্দ্রিয়গ্রহণ-যোগ্যঘটাদি, অতীন্দ্রিয় পরমাণ্বাদি, উৎপতন-যোগ্যস্থূলাদি, গুরুহেমপর্ব্বতাদি, ইত্যাদি কার্য্য-

রূপে, এবং স্বয়ং কারণ রূপে, যেমন প্রতীত হইতেছ, তদ্রূপ অনিমাদি, বিভূতিরূপে প্রতীত হও যে তুমি, সে তোমারি মহিমা; হে নিরাধার নির্ব্বিকার নির্ব্বিশেষ সনাতন! যে বাণী সকলের, উপক্রম প্রণব, উদাত্তানুদাত্ত স্বর-সংঘাত দ্বারা উচ্চারণ, কর্ম্ম যজ্ঞ, ফল স্বর্গ, সেই সকল বাক্যের তুমিই প্রভব; হে সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বর! যেমন চঞ্চল জলেতে এক চন্দ্রও অনেক রূপে প্রতিভাত হন, তদ্রূপ নানাপ্রাণির নানা বুদ্ধিতে নানা রূপে প্রতীত হইয়া তুমি আপনার অনন্ত শক্তি প্রকাশ করিতেছ। অমরগণের, বদন-বিনির্গত সঙ্গত-শব্দাবলী, শ্রবণে পরিতুষ্ট চতুর্ম্মুখের, মুখপরম্পরা হইতে চতুষ্টয়ী শব্দ-প্রবৃত্তি, সমীরিতা হইতে লাগিল; তিনি কহিলেন, হে প্রভূত পরাক্রমশালি দেবগণ! তোমরা ত, সুখে আগমন করিতেছ? তোমাদিগের অধিকারে কোন অমঙ্গল ত, উপস্থিত হয় নাই। নীহারাচ্ছন্ন নক্ষত্রের ন্যায় তোমাদিগের মুখমণ্ডল কিজন্য ম্লান হইয়াছে; সুরপতির অমোঘ বজ্রজ্যোতি, নির্ব্বাসিত, অরিদুর্ব্বারণবরুণের পাশাস্ত্র, গারুড়মন্ত্রে হতবীর্য্য ফণির ন্যায় দৈন্যভাবাপন্ন, কুবেরের হস্তে গদা না থাকায়, ভগ্ন শাখা বৃক্ষ সম, এবং দণ্ডধরের অমোঘদণ্ড প্রভাশূন্য হইয়া, ভূলেখন শলাকার ন্যায় লাঘব হইয়াছে। প্রতাপক্ষয়ে সুশীতল আদিত্য সকল, চিত্র ন্যস্তের ন্যায় নয়নের প্রিয়দর্শন হইয়াছেন। মহাবল বায়ুসকলের, আর তাদৃশগতি নাই, অধুনা হীনবল দেখিতেছি। রুদ্রগণের জটাজূট, পরি-ভব দুঃখে অবনম্র এবং তজ্জাত শশি-কলা-বিলম্বিনী হইয়াছে, সম্প্রতি ইহাঁ-দিগের কণ্ঠ হইতে আর তাদৃশ হুঙ্কারধ্বনি ধ্বনিত হয়না। বৎসগণ তোমাদিগের কি কোন অমঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে; কি কোন প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছ; আমি এই চরাচর সৃজন করি সত্য, কিন্তু তোম-রা সর্ব্বথা ইহার পালন করিতেছ, অতএব তোমাদিগের অমঙ্গলে মৎসৃষ্ট চরাচর সকলি বিফল হইবে; শাবকসকল, ত্বরায় ব্যক্ত কর, তোমরা কিনিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিয়াছ। যেমন মন্দ মন্দ মারুত-হি-ল্লোলে নীলোৎপল সকল, চঞ্চল হইয়া উঠে, তদ্রূপ পরমেষ্ঠির অনুকূল বাক্যে শচীপতির সহস্র নয়ন অধীরতা প্রকাশ পূর্ব্বক একদা বৃহস্পতির

প্রতি পতিত হইল, সুরগুরু বাসবের মানস বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিতে লাগিলেন; ভগবন্! তুমি সকলের অন্তরাত্মা, তোমার অজ্ঞানিত কিছুই নাই, আপনার নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া তারকনামা মহাবল-বীর্য্যশালি-দানব, বিবুধগণের বিসম উৎপাতের নিমিত্ত ধূমকেতুর ন্যায় সুর লোকে উদয় হইয়াছে; বিভো! ব্যক্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, দিবানাথ, সেই দানবের নগরীতে, ক্রীড়াবাপীর কমল-বিকাসো পযোগি-দীধিতি ব্যতীত কখন প্রখর কিরণ ধারণ করিতে পারেননা; কলানাথ, দিবা-যামিনী পূর্ণরূপে সেই দুর্ধর্ষদানবের সেবা করিতেছেন; পাপাত্মা তারক কেবল হরচূড়া-মণী-কৃত লেখাকে গ্রহণ করে নাই। সমীরণ তাহার সদনে ব্যজন সঞ্চার পবনাধিক বহন হইতে ভীত হন, এবং তাহার কেলি-কাননে প্রবিষ্ট হইয়া কুসুম-সুরভি-হরণ সাধ্বসাপন্ন হইয়া অন্যত্র প্রত্যাগমন করিতে সাহসী হন না। বসন্তাদি ঋতুগণ ক্রমঃসেবা পরিত্যাগ করতঃ তাহার উদ্যান পালক, স্ব স্ব পুষ্পভার সংগ্রহ করিয়া, তাহার চরণে সমর্পণ করিতেছেন; জলনিধি, গভীরনীর-মধ্যে সেই দুর্দম দানবের উপায়ন যোগ্য রত্ন সকল, ধারণ করিয়া তাহার, পরিপোষণপর্য্যন্ত সযত্ন ভীত হইয়া রহেন; কারণ তাহার একটি নষ্ট হইলে তাঁহার অপমানের আর সীমা থাকে না। উজ্জ্বল শিরোরত্ন শোভমান বাসুকি-প্রধান সর্পগণ, নিশাগমে তাহার সদনে অনির্ব্বাণ দীপের ন্যায় বীথিবদ্ধ হইয়া অবস্থান করেন; পুরন্দর তাহার অনুগ্রহ-প্রার্থী হইয়া মন্দার কুসুম-সম্পন্ন মনোহর হার সকল অর্পণ করিতেছেন; তথাপি সেই দুর্দান্ত শান্ত হইতেছে না; যেহেতু উপযুক্ত দণ্ড ব্যতীত দুর্জনেরা সৎকারদ্বারা কখনই শাম্য হয় না। ভগবন্! যাহার একটি পত্র প্রয়োজন হইলে তচ্ছেদে সুর কামিনীগণের সুকুমার কর-পদ্মও সাবধান হইত, সম্প্রতি সেই সকল নন্দন দ্রুম, দুরন্ত কুঠারের কঠোর বেদনায় ব্যথিত হইয়া ভূমিশয্যা-বলম্বন করিতেছেন; সুরসুন্দরীগণ, স্ব স্ব বাষ্পশীকরসিক্ত চামর দ্বারা সেই দুর্দান্ত দানবের শরীরে মন্দ মন্দ বীজন করিতেছেন; সেই বলীয়ান্ স্বীয় বাহুবলে সুমেরুর অত্যুচ্চ শৃঙ্গ সকল উন্মূলিত

করিয়া, আপনার উপবনে ক্রীড়া-পর্ব্বত করিয়া রাখিয়াছে। সম্প্রতি মন্দাকিনী, দিগ্বারণগণের মদাবিল-জল দ্বারা মলিনী হইয়া রহিয়াছেন; তাঁহার অলঙ্কার স্বরূপ রমণীয় অম্ভোরুহ সকল তারকের বাপীতে বিরাজ করিতেছে; লোকনাথ! ইদানীং আমাদিগের ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইল, যজ্ঞ-সকল, অধ্বরে হব্য প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ মায়ী দানব আসিয়া বহ্নিমুখ হইতে আচ্ছেদন পূর্ব্বক তৎসমুদয় আপনার উদরসাৎ করিয়া যজ্ঞ সকল বিফল করে; সে শচীপতির চিরোপার্জ্জিত যশঃ-স্বরূপ উচ্চৈঃশ্রবা নামে সমুন্নত হয়রত্ন হরণ করিয়াও শান্ত হয় নাই; ভগবন্! যেমন সান্নিপাতিক জ্বরে অতি বীর্য্যবন্ত ঔষধ সকলের প্রয়োগও বিফল হয়, তদ্রূপ আমাদিগের সমুদয় উপায় তদ্দমনে বিফল হইয়াছে; হরি-চক্রের প্রতি আমাদিগের সম্পূর্ণ জয়াশা ছিল, নারায়ণ, তাহার শিরশ্ছেদন জন্য ক্ষেপণ করিলে সুদর্শন তাহার গ্রীবাঘর্ষণ ক্লেশ অসহ্য করিয়া দানবের গলদেশে গ্রৈবেয়কবৎ আন্দোলিত হইতে লাগিল; সম্প্রতি তাহার প্রমত্ত হস্তিগণ, ঐরাবতকে পরাজিত করিয়া পুষ্কর এবং আবর্ত্তকাদি মেঘে করাঘাত করতঃ ক্রীড়া করিতেছে; স্বামিন্! যেমন মুমুক্ষু সকলের জনন মরণাদি ভব যাতনা নিবারণ জন্য আত্মজ্ঞানের উদয় হয়, তদ্রূপ তাহার সংহার জন্য আমরা এক অসামান্য বলবীর্য্যশালী সেনানী সৃজনের মানস করিয়াছি; যাহাকে অগ্রসর করিয়া আখণ্ডল, শত্রুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করতঃ তদনন্তর হইতে কারারুদ্ধা কামিনীর ন্যায় জয়শ্রীকে প্রত্যাহরণ করিতে পারেন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

---

## ধনেশ নন্দিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

"কোথায় শমন ভবনে"।

"না রাজ নিকেতনে"।

"করিম বক্স এখন তবে বড় লোক"

"কাজেই"

" আপনি বলিতে পারেন করিম বক্স এখন কোন প্রভুর দাস ?"

" না ; বোধ হয় সেখ মির্জ্জা এবিষয় বিশেষ অবগত আছেন"

সেখ মির্জ্জা এক জন পাঁচ পাঁচি রকমের লোক বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর দেখিতে রথের সংয়ের ন্যায় যেখানে ভাঙ্গা সেই খানেই তালি, চুল গুলি সব সাদা, কিন্তু বয়ঃক্রম অল্প দেখাইবার জন্য কলপ্ দেওয়া, দাঁত গুলি প্রায়ই সমস্ত পড়িয়া গিয়াছে, চক্ষু দুটীতে প্রায় দেখিতে পান না তত্রাচ পাছে লোকে বৃদ্ধ চলে এই জন্য চস্‌মা লন্ না, কথায় সকলেই তাঁহার নিকট পরাস্ত হইত যে কোন বিষয়ের কথা হউক না কেন মির্জ্জা তাহাতে আপনার মতামত দিতেন। মাদক দ্রব্য সেবনে বিলক্ষণ নিপুণ। দেশের সমস্ত সংবাদ তাঁহার কণ্ঠস্থ এবং এই অসাধারণ ক্ষমতার জন্য লোকে তাঁহাকে "গাজিয়াবাদ বার্ত্তাবহ" উপাধি প্রদান করিয়া ছিল। হোসেন খাঁর মুখে আপনার যশঃকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া একেবারে আত্মাভি-মানে গর্ব্বিত হইয়া গাফরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হোসেন জিজ্ঞাসা করিল।

" গাজিয়াবাদ দুর্গের কোন সংবাদ বলিতে পার" ?

"বিলক্ষণ পারি,"

" কি প্রকার" ?

" এমন কি দুর্গের কটী দ্বার ; কটী গৃহ ; সমস্ত বলিতে পারি,"

গাফর বলিলেন,

" তুমি করিমবক্সকে চেন" ?

" কে সেই ঘরপোড়া করিমবক্স" ?

" কি বলিলে ঘরপোড়া করিমবক্স ; তুমি তার এনামটী কোথায় পাইলে ?"

" শুনুন, সে বৎসর গাজিয়াবাদে যে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হয়, করিমবক্সই তাহার কারণ তদবধি আমি তাহার ঘরপোড়া নাম রাখিয়াছি"।

উত্তম নাম করণ হইয়াছে। করিমবক্স গাজিয়াবাদ দুর্গে কি করে ?

" সুবিখ্যাত রাজ মন্ত্রী জামালের ভোজনা বশিষ্ট আহার করে, এবং একটী অবিবাহিতা অবলা রমণীর দাসত্ব করে ও রক্ষণাবেক্ষণ করে,"

"সে কন্যাটী কার ?"

" বলিতে পারিনা,"

" করিমবক্স কি বিবাহ করিবার মানসে কন্যাটীকে দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে"।

" না, প্রভুর আজ্ঞা পালনার্থ,"

" তুমি কন্যাটীকে দেখিয়াছ" ?

" হা, হা, হা, দেখিয়াছি বইকি,"

" কোথায় ? কি প্রকারে" ?

শ্রোতাদের মধ্যে আবদুল কাদের নামা এক ব্যক্তি অতিশয় মনোনিবেশ করিয়া একাগ্রচিত্তে উপরোক্ত কথোপকথন শ্রবণ করিতে ছিলেন, সেখ মির্জ্জার প্রমুখাৎ কন্যাটীকে দেখিয়াছি, এই কথা শ্রবণ করিয়া সেখ মির্জ্জা-কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।

মহাশয় কন্যাটীর বিষয় আর অধিক অবগত আছেন ? তাঁহাকে কোথায় কি প্রকারে এবং কিদৃশ অবস্থায় দেখিয়াছেন বলুন শুনিতে অত্যন্ত ঔৎসুক্য হইতেছে।

" গতকল্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি গাজিয়াবাদ দুর্গের পশ্চিমদিকের পথ দিয়া বাটী যাইতে ছিলাম হঠাৎ দুর্গের নিকট যাইতে ইচ্ছা হইল।

গাফর বলিলেন,

দুর্গস্থিত লোক দিগকে তোমার অসামান্য রূপ লাবন্য দেখাইবার জন্য ?

" না সেজন্য নহে মনে মনে বিবেচনা করিলাম, দুর্ভগা কন্যাটী দুর্গে বন্দিনী স্বরূপা আছেন দিনান্তে করিমবক্স ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখ-দর্শন করিতে পান না, সুতরাং আমাকে দেখিলে কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হইবেন"।

" বোধ হয় তাঁহার পাণি গ্রহণ অভিলাষে দুর্গের নিকট যাইয়াছিলে"।

"তোমার হিংসা হইতেছে নাকি" ?

কাজেই যখন তোমার ন্যায় সুপুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বী

"আমি কি দেখিতে এতই কুৎসিত" ?

"কে বলিল। তোমার ন্যায় রূপবান্ পুরুষ আমি এজগতে দেখি নাই"।

"ভাল শ্রবণ করুন যে কারণ বশতঃই হউক আমি দুর্গের নিকট। এবং সচকিত নয়নে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম হঠাৎ একটী গবাক্ষ দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে এবং বিদ্যুতের ন্যায় ললামভূতা একটী কন্যা আসিয়া দ্বারে উপস্থিত হইলেন"

আবদুল কাদের বলিলেন

"মহাশয় কন্যাটীর বর্ণ কি প্রকার"

" কন্যাটীর পরিধেয় একখানি রক্তবস্ত্র"

"আমি তাঁহার বস্ত্রের বিষয় জিজ্ঞাসা করি নাই তাহার অঙ্গ সৌষ্ঠব কি প্রকার?"

পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ হইল তিনি কোন ভদ্র-কুলো-দ্ভবা, অঙ্গে নানা প্রকার স্বর্ণালঙ্কার হস্তে দুই গাছি হীরকের বলয়, আমি অনেক রূপবতী কন্যা দেখিয়াছি, কিন্তু বোধ হয় তাঁহার ন্যায় অসামান্য সুন্দরী কুত্রাপি দেখি নাই"

"কি বিপদ্ আমি তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি আপনি তাহার বস্ত্র লইযাই ব্যস্ত"

"আমি সেটী ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই"

"কেন"?

কন্যাটীকে এক বার চকিতের ন্যায় দেখিয়া যেমন পুনর্ব্বার দেখিতে যাই সেই সময় করিমবক্স আসিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল"

গাফর বলিলেন

"অমনি তোমার মস্তকে এক লগুড়াঘাত করিল"

কি বলিলে করিম বক্সের এত সাহস যে,

আমাকে প্রহার করে"?

"সে যাহা হউক কিঞ্চিৎ সাহস প্রকাশ করিলেই তুমি কন্যাটীকে ভাল করিয়া দেখিতে পারিতে এবং কি কারণে কতদিন হইতে ও কাহার আদেশে গাজিয়াবাদে বন্দিনী আছেন তাহাও জানিতে পারিতে এপ্রকার সুযোগ

পাইলে আমি কখনই কন্যাটীকে না দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম না"।

মহাশয় অধিক বাক্ বিতণ্ডায় প্রয়োজন কি অনতি দূরে গাজিয়াবাদ দুর্গ আছে, তথায় সে কন্যাটীও আছেন, করিমবক্স ও আছেন আপনার যদি এত সাহস ও ঈদৃশ একাগ্রচিত্ততা তাহা হইলে অনায়াসেই দুর্গে যাইয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ দূর করিতে পারেন।

" আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যদি ত্বরায় কন্যাটীর নিকট যাইয়া তাঁহার প্রমুখাৎ তাঁহার দুর্গে অবস্থান করার কারণ অবগত হইতে না পারি তাহা হইলে পুনর্ব্বার এই নিকেতনাভিমুখে প্রত্যাগমন করিব না"।

আবদুল কাদের বলিলেন,

" মহাশর আমিও আপনার সহিত একার্য্য সাধনে স্বীকৃত হইলাম"।

" ক্ষতি কি"।

---

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

### দুর্গাভ্যন্তর।

প্রত্যেক ব্যক্তির ভিন্ন প্রকৃতি তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন মনো-বৃত্তি ও আগ্রহের দ্বারা পরিচালিত। লোকের যখন কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে, আগ্রহও তৎসম্পাদনার্থ তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং প্রবৃত্তি যে প্রকার সৎও অসৎ উভয় কার্য্যে সম পরিমাণে ধাবমান হয় সেই রূপ আগ্রহ ভাল বিষয়েই হউক আর মন্দ বিষয়েই হউক লোকের মনকে সম পরিমাণে সেই অভীষ্ট লাভের জন্য যত্নবান্ করিয়া ফেলে।

সদ্বিবেচক আবদুল কাদের ও অল্প বয়স্ক উদ্ধত-স্বভাব গাফরে কন্যাটীর বিষয় যে কথো-পকথন হইতেছিল তাহাতে উভয়ের মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় হইল এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া উভয়েই সমাগ্রহ সহকারে আপনাপন মনোভিলাষ পূর্ণ করিবার মানসে প্রাণ পণে চেষ্টা করিতে লাগিল, পূর্ব্বাধ্যায় যে সকল বিষয়ের আন্দোলন হইতে ছিল অধিক

রাত্রি হওয়াতে সে সমুদয় স্থগিত রাখিয়া পান্থ নিকেতনস্থ সকলেই সুষু-প্তির সুখানুভবের জন্য আপন আপন স্থানে গমন করিল।

ক্রমে প্রাতঃকাল উপস্থিত হইল। নবোদিত সূর্য্যকিরণে পূর্ব্বদিক্ অপূর্ব্বশোভা ধারণ করিল। জরাজীর্ণ লোকেরা সমস্ত রাত্রি পীড়ার অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করিয়া প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। মুসলমানেরা উচ্চৈঃস্বরে কোরাণ পাঠ করিতে লাগিল। দেবালয়ে পূজকেরা কৃত্রিম ভক্তি সহকারে দেবার্চ্চনা করিতে লাগিলেন। নিশাচর মানবেরা প্রাতঃকাল আগত দেখিয়া সভয়চিত্তে আপন আপন আবাসগৃহে প্রবেশ করিল। দূরে সৈন্যদলের তূরিধ্বনি হইতে লাগিল আর কুকুরের চীৎকার ধ্বনি শ্রবণ গোচর হয় না। শান্তি রক্ষক নামধারী দস্যুরা রাত্রে অসহায় লোকদিগের সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া আপন আপন কার্য্যে নিয়োজিত হইল। রাজপথ ক্রমে জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। পান্থ-নিকেতনে ক্রমে ক্রমে দুই একটী লোক আসিয়া উপস্থিত হইল, আব্দুল কাদের আসিয়া জমলু খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

মহাশয়! আপনার ভাগিনেয় কোথায়?

গত রাত্রে যে কার্য্য সাধনে স্বীকৃত হইয়াছিলেন এখনও কি তাহা করিতে প্রস্তুত আছেন?

গাফরের বিষয় আমি কিছুই বলিতে পারিনা অতি প্রত্যুষে কোথায় যাই-য়াছে জানিনা, সে যাহা হউক তাহার ন্যায় উদ্ধত স্বভাব ব্যক্তির কথায় নির্ভর করা ও তাহার পরামর্শে কার্য্য করা আপনার ন্যায় সদ্বিবেচক ও জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে আর আপনারা যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে অনেক বিপদের আশঙ্কা। করিমবক্স কখনই অসহায় দুর্গে বাস করেন না। আর যদি মির্জ্জার কথা সত্য হয় তাহা হইলে করিমবক্স একজন সামান্য ব্যক্তির কার্য্যে নিযুক্ত নাই। আপনি সদ্বিবেচক আপনাকে অধিক বলা বাহুল্য সাবধান হইয়া কার্য্য করিবেন।

"আপনি করিমবক্সের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানেন?"

"করিমবক্স আন্টামস্ সম্রাটের রাজ্য কালে একজন প্রধান ধর্ম্মদ্বেষী ছিলেন,

এক্ষণে একজন প্রকৃত ধার্ম্মিক হইয়াছেন। পূর্ব্বে গাজিয়াবাদ দুর্গে একজন সামান্য ভৃত্য ছিলেন এক্ষণে মহারাণীর অনুগ্রহে দুর্গের কর্তৃত্বের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন, জগদীশ্বর জানেন করিম কি উপায় দ্বারা বিলক্ষণ ধনবান হইয়াছে।”

দুর্গে অবস্থান করিয়া দুর্গ পার্শ্বস্থিত সকলের সহিত বাক্যালাপ রহিত। কোন গূঢ় কারণ বশতঃ প্রাণান্তেও দুর্গ হইতে বহির্গত হন না জানিনা কি অভিপ্রায়েই বা সে দুর্ভগা কন্যাটীকে এত গোপন করিয়া তথায় রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে”

“ইতি মধ্যে গাফর আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আবদুল কাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন”

“আপনি আমার সহিত যাইতে প্রস্তুত আছেন?”

“হাঁ আছি”

“তবে আসুন অধিক কাল বিলম্বের প্রয়োজন নাই”

“চলুন”

এই বলিয়া উভয়ে দুর্গাভিমুখে গমন করিলেন দুর্গটী অতি পুরাতন বাবর সাহ যে সময় ভারতবর্ষ জয় করিয়া দিল্লীর সম্রাট হন তৎকালে এই দুর্গটী নির্ম্মিত হয়, এক্ষণে দুর্গের কিছুই চিহ্ন নাই, হস্তিনাপুরের অনতিদূরে সুরম্য উদ্যানে বেষ্টিত গাজিয়াবাদ দুর্গ। উদ্যানের চতুঃপার্শ্বে বৃহদাকার দেবদারু বৃক্ষ সকল প্রাচীরের ন্যায় ছিল উদ্যানস্থিত বৃক্ষ সকলের লম্বমান শাখা প্রশাখায় দুর্গটী দিবসেও অন্ধকারে আবৃত থাকিত, সূর্য্যের কিরণ অতি কষ্টে বৃক্ষ পত্রভেদ করিয়া দুর্গেপ্রবেশ করিত দক্ষিণ দিকে একটী প্রকাণ্ড দ্বার, দ্বারটী ভগ্ন প্রায় এমন কি গাফর ও আবদুল কাদের অনায়াসে তাহা ভগ্ন করিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। উদ্যানটী দেখিলেই বোধ হইত যে, অতি যত্নে নির্ম্মিত। কিন্তু কাল সহকারে এক্ষণে শ্রী হীন পথ সকল দূর্ব্বাদলে আবৃত পুষ্প বৃক্ষ সকল অযত্নে মৃত প্রায় উদ্যান মধ্যস্থিত দীর্ঘিকটী শুষ্ক। করিম বক্সের যে প্রকার প্রকৃতি বাসস্থানটীও তদ্রূপযুক্ত ছিল। গাজিয়াবাদ দুর্গের তদানীন্তন দুর্দ্দশা দেখিলেই জনশূন্য বোধ হইত।

কাদের জিজ্ঞাসা করিলেন।

"মহাশয়! করিমবক্সের নিকট যাইতে আপনার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া বোধ হইতেছে আপনার কোন বিশেষ অভীষ্ট সিদ্ধির মানস আছে"।

"আমিও আপনাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিব মানস করিয়াছি"।

"কন্যাটীর বিবরণ শ্রবণ করত সামান্য কৌতুহল পরবশ হইয়া আপনার সহিত আসিয়াছি কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই"।

"আপনি প্রকৃত উত্তর প্রদান করিয়াছেন। আপনি অনায়াসেই বলিলেন যে, আপনার কোন বিশেষ অভীষ্ট নাই। কিন্তু আমি যদি বলি যে, আমারও কোন অভিপ্রায় নাই তাহা হইলে মনে করিবেন যে, আমি মনের ভাব গোপন করিলাম"।

"কেন সকলেই কি অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সকল কার্য্য করে"?।

"আমাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ বিবেচনা করিবেন না, কিঞ্চিন্মাত্রও বিবেচনা শক্তি আছে। আপনি যে, বিনা কারণে একজন অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তির নিকট যাইতেছেন ইহা নিতান্ত অসম্ভব, যাহা হউক অর্থোপার্জ্জন করা আমার উদ্দেশ্য, লোক মুখে যাহা শ্রবণ করিলাম তাহা অল্প পরিমাণে সত্য হইলেও কন্যাটীর অনুগ্রহেই হউক আর করিমবক্সের সাহায্যেই হউক প্রচুর ধনাগমের সম্ভাবনা আছে"।

"কই আমি ত কোন সম্ভাবনা দেখিনা"।

"অদ্যই হউক কল্যই হউক আর দশ বৎসর পরেই হউক আমি এবিষয়ে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব। অনেক বিবেচনা করিয়া এ পদবীতে পদার্পণ করিয়াছি। কৃতকার্য্য না হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিব না"—

এই বলিতে বলিতেই তাঁহারা দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলেন। গাফর বারম্বার মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে এক ব্যক্তি আসিয়া একটি গবাক্ষ দ্বার মোচন করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল।

"আপনারা কি অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছেন"?।

ক্রমশঃ।

ফ্রান্স দেশের পূর্ব্বতন সম্রাটের ডোবর আগমন এবং ইজিন মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ উপলক্ষে মহাসমারোহ ॥

১

নেপোলিন আসিতেছে, চল সবে যাইরে।
হেরিয়ে তাহার মুখ স্বদুখ নিভাইরে॥
আসিবে বলিয়া নাথ, ইজিন মহিষী।
চিন্তা সখি সহ, রাণী ভাবে দিবা নিশী॥
আট মাস পরে হবে, প্রভু দরশন।
প্রিয় পুত্র সঙ্গে করি, ডোবর গমন॥
অতি শুভ দিন, ব্যোম ধরে শান্ত বেশ।
অগণ্য লোকের তাই, হয় সমাবেশ॥
চিসল হরষ্ট হতে, আইলেন বাষ্প রথে,
আনন্দ নয়ন দ্বয়ে শত ধারা বয়রে॥

২

করিতে রাণীর, যথাবিধি সমাদর।
ঐবোর‍্যান, কোবরণ, এলেন সত্বর॥
(এঁরা হন কর্ত্তাদ্বয়, ইষ্টরণ রেল।)
বাস স্থান হৈল, লার্ড ওডেণ হোটেল॥
ফিরিল ঘড়ির কাঁটা, দুটা করি গত।
দেখিল ওষ্ঠেণ্ড হতে, তরণি আগত॥
তখন সমুদ্র তীরে, মহিষী চলিল ধীরে,
অমাত্য স্বজন আর প্রাণের তনয়রে॥

৩

হায় রে সে কান্ত দেখি, পাষণ্ড অন্তর।
নয়ন সলিলে ভাসে, হা হা নিরন্তর॥

কেহ বলে অই আসে, বাষ্প তরি কূলে।
কেহ বলে অই দেখ, ধ্বজা দেছে তুলে॥
কেহ আছে এক দৃষ্টে, পারাবার চেয়ে।
মৃদু স্বরে প্রাণনাথে, কহে এক মেয়ে॥
রাণীর কপাল মন্দ, দেশে হলো ঘোর দ্বন্দ,
আহা মরি ভেবে রাণী তনু করে ক্ষয় রে॥

৪

দেখিতে দেখিতে কূলে, এলো এক তরি।
এসেছে এসেছে বলে, উঠে গোল করি॥
এবলে উহারে ভাই, দেখ দেখ অই!।
কেহ বলে কহ ভাই! কই কই কই॥
কেহ বলে, এত নয় রাজার জাহাজ।
তাহলে থাকিত, কত অপরূপ সাজ॥
হায়রে কালের ভাব, কেবা বুঝে তার ভাব,
মানবের মনে দেখ কত দুঃখ সয়রে॥

৫

দেখিব সম্রাট্ বলে, উঠে রোখো গোল।
ন্যাড়ার কীর্ত্তনে যেন, বাজিতেছে খোল॥
ধাইল যতেক ছিল, নাগর নাগরী।
বিচিত্র কূলের শোভা, নেত্র লয় হরি॥
নানা বর্ণ পরিচ্ছদ, কত রূপ রূপ।
রয়েছে কাতার দিয়ে, দেখিবারে ভূপ॥
কণ্ঠ দেশ উচ্চ করি, সব আঁখি তরি পরি,
এক দৃষ্টে পুতুলের প্রায়, চেয়ে রয়রে॥

৬

নাট্যশালে যেইরূপ, অপূর্ব্ব শোভন।
হঠাৎ নূতন মূর্ত্তি, হয় দরশন॥
সেই মত নেপোলিন, তরি দেহ পরি।
দাঁড়ালেন, মিউরেট-প্রিন্স হাত ধরি॥
ব্যারণ-হাক্রেণ, কত আয়োজন করে।
তট হতে জয়ধ্বনি, হয় উচ্চস্বরে॥
"এসো এসো মহাশয়, তোমার হউক জয়,
তব মুখ দেখে মোরা, জুড়াই হৃদয় রে॥"

৭

সকলে করিতে নৃপে, যথা সৎকার।
টুপি খুলে ঘুরালেন, দৃশ্য চমৎকার॥
তরি হতে যেই মাত্র, তীরে আগমন।
ডোবরের কর্ত্তা পেন, দিল দরশন॥
কহিল বিস্তর কথা, রাজার গোচর।
দেখা ছিল তব সনে, পোনের বৎসর॥
"ইংলণ্ড গমন কালে, তখন অভাগা ভালে,
হয়ে ছিল কত রূপ, সুখের উদয় রে॥"

৮

শুনিয়া পেনের কথা, মন্দ মন্দ হাসি।
নিলেন অনেক তত্ত্ব, ক্রমশঃ জিজ্ঞাসি॥
পদক্ষেপ করি গতি, করিল রাজন্।
হিপ্! হিপ! হোরে! রব, উঠিল তখন॥
বড় ভিড় ঠেলে যেতে, হলো তাঁর দায়।
পুলিশ সার্জ্জন আসি, হইল সহায়॥

যতন করে প্রচুর, জনতা করিল দূর,
চলিল সম্রাট্ তবে, হইয়া নিভয় রে ॥

৯

নতশিরা হয়ে রাণী, আছে যেই স্থানে।
মুহূর্ত্তেক মধ্যে, রাজা আগত সেখানে ॥
ধরিয়া রাণীর হাত, করিল চুম্বন।
অজস্র ফেলিল বারি, যুগল নয়ন ॥
রাজপুত্র, অতি বেগে আসি পিতা পাশ।
সন্তপ্ত হৃদয় হতে, ফেলে দীর্ঘশ্বাস ॥
ধরিল পিতার কর, নেত্রে বারি ঝর ঝর,
পড়িতেছে অবিরত, ভাসে গণ্ড দ্বয় রে ॥

১০

দম্পতী মিলন সুখ, দেখে যত লোক।
উথলিল একবারে, নিজ নিজ শোক ॥
হইল বিষম গোল, কেবা যেতে পারে।
পুলিশ আসিয়া পুন, দাঁড়ায় কাতারে ॥
চলিল রাজার দল, মন্দ মন্দ গতি।
পিছু পিছু চলে, দেখ জনতা সংহতি ॥
বল দেখি ওহে নর, তখন তব অন্তর,
কি ভাবে ভাবুক হয়ে, তোমায় কি কয়রে ? ॥

১১

যেতে যেতে গতি রোধ, হয় বার বার।
পুলিশ সাহায্য বলে, অনেক নিস্তার ॥

বহু কষ্টে রাজ কুল, হোটেল ভিতর।
করিল প্রবেশ, সবে হরিষ অন্তর॥
শূন্য পথে জয়ধ্বনি, তখন উঠিছে।
তখন জনতা তার, যায় পিছে পিছে॥
গবাক্ষের দ্বার হতে, রুমাল ঘুরায় হাতে,
কত মতে মহোৎসব নগরে করয় রে॥

১২

জড়িত সুখেতে দুখ, অন্তর রাণীর।
কভু আস্যে হাস্য, কভু চক্ষে বহে নীর॥
সম্রাট্ আছেন সদা, সহাস্য বদনে।
বার বার নমস্কার, উপস্থিত জনে॥
ক্ষণেক করিয়া স্থিতি, যান এষ্টেসন।
বাতায়ন পথে সবে, করিল গমন।
সম্রাট্ রাণী, সন্তান, চাপিলেন বাষ্প যান,
চিসল হরষ্ট দিকে প্রত্যাগমন হয় রে॥

১৩

হায় রে কালের গতি, অতি চমৎকার।
কি আছে তাহার গর্ব্ভে, বলে সাধ্য কার॥
এই ধনী, এই মানী, এই অহঙ্কার।
এই দীন, এই হীন, এই হাহাকার॥
সেই রাজা, সেই রাণী, সেই ফান্স দেশ।
কি দুর্গতি! কি লাঞ্ছনা! হয় দেখ শেষ॥
কোথা গেল সিংহাসন, বিভব হীরা কাঞ্চন,
কালের করাল গ্রাসে, নিস্তার তো নাই রে॥

# হক্ কথা।

## গৌর-চন্দ্রিকা।

### গীত।

রাগ—মনে মনে—তাল, রেগে কর্‌বে কি।

সমরে নাবরে বীর হক্‌কথা।। তোমার আবার ভয় কোথা;
কোপে কোপে ধর সং, যে খানে যার পাবে রং,
ডঙ্কামারা তোমার টং, জয় লাভ যথা তথা॥
বাজাও ভেরী উচ্চ রবে, সব শত্রু নীরব রবে,
দেখে শুনে শুধ্‌রে লবে, যার জন্যে আসা হেথা॥

পাঠক! আমি হুতুমের কনিষ্ঠ, জ্যাঠার জ্যেষ্ঠতাত, লোকে আমারে ঠোঁট্‌ কাটা বলে। দাদা যৎকালে সহরে নক্‌সা ওড়াতে লাগ্‌লেন, আমি তাঁর সঙ্গে থেকে এক একটু রং দিতাম, সেই অবধি রংএ আমার যৎকিঞ্চিৎ দখল্‌ হয়েছে। এখন দাদার স্বর্গলাভ হয়েছে—এমন রংদার দাদা কিন্তু আর হবে না—কাল সহকারে তাঁর নক্‌সা মেড়ো পড়ে আস্‌ছে, কালে সকলেরই এই দশা, বড় বাড়া বাড়ি ভাল নয়, বুঝে চল্‌তে পার্‌লেই ভাল। দাদার নক্‌সা ঝালিয়ে তুলি আমার তত ক্ষমতা নাই, তবে যতদুর সাধ্য নামটা বজায় রাখা উচিত। কালে বাণুও পণ্ডিত হয়েছিল, অনেকে চোদ্দ গুণে সদ্য তলে জলে মিলিয়ে পদ্য রচনা কোরে কবিকঙ্কণ হয়ে পড়েছে, আমিও সেই সব দেখে শুনে বেওয়ারিশ্‌ বাঙ্গালা ভাষাটা লয়ে একটু নাড়া চাড়া দিচ্চি। ইনি আমার মত কবিকুলের ভাত ভিক্ষে, যিনি যা মনে কর্‌চেন তিনি তাই কর্‌চেন। জন কতক এক পয়সানে কাগজের সম্পাদক, কতক

গুণো নাম-কাটা-স্কুল বয় "পয়ারে বয়ার," আর বটতলা ডিপজিটরীর গ্রন্থকর্ত্তা কবি মহাশয় রা ভাষাটাকে ছড়া হাঁড়ি কোরে নাস্তা নাবুদ্ কোরে তুলেছে। আজ কাল কবির অভাব নাই, কবিতা কুসুম যে খানে সে খানে ফুট্‌ছে, কবি হওয়া ত হাতি ঘোড়া নয়, সহজেই হওয়া যায়, লিটারেচার ও ম্যাথামেটিকে কিঞ্চিৎ বোধ জন্মালে কবিতা রচনা আপনা আপনি এসে পড়ে। শোট্‌কের চোদ্দ পর্য্যন্ত গুণ্‌তে শেখা, আর অভিধান দেখে কথার মিল বার করা এই পর্য্যন্ত বিদ্যা আবশ্যক, পয়ার লিখ্‌তে ত এই চাই, না আর কিছু আছে। অন্য অন্য ছন্দ লেখাও এই রূপ সহজ, গুণে গুণে কথা বসালেই হয়। এখন দেশের যে রূপ অবস্থা, তাতে এ রূপ মহাকবির দল ক্রমশঃ বৃদ্ধি হবে তার আর বিচিত্র কি!। এস্থলে আমাদের একটী কবির কথা মনে পড়ে গেল, পাঠক মহাশয়দিগের হজুরে পেশ্ না কোরে আমরা ক্ষান্ত থাকৃতে পার্‌লাম না। বেগমপুরের ব্যুৎপন্ন-কেশরী শোট্‌কে সাঙ্গ কোরে কবিতা লিখ্‌তে আরম্ভ করেছিলেন। "পিতা মাতা পরম গুরু" এই প্রথম চরণটী রচনা কোরে, অনেক ভাবনা চিন্তার পর, "কাটনা কাটে সরু সরু" দ্বিতীয় চরণ লিখে কবিতা মিলিয়ে দিলেন। এটী নয় অক্ষরের নূতন ছন্দ, ভক্তিরসের ডোবা। এই রূপ কবিকুল বাঙ্গালা ভাষাটার কুলে কালী দিলে, ভাষাটী ত নয় যেন কল্পতরু, অনেক গরুর আশ্রয় স্থান।

স্পষ্টবক্তা হলেই লোকে যেন আগে ঠোঁট কাটা বোলে রেখেছে, ঠোঁট-কাটা হক্‌কথা বলে, চোকে আঙ্গুল দিয়ে দোষ দেখিয়ে দেয়, সুতরাং প্রায় সকলেরই অপ্রিয় হয়ে পড়ে। যে সকল চক্ষের বিষ, সে কারুর খাতির রাখে না, পত্তুনে-জমীদার, ভাঙ্গা-গাঁয়ের-মোড়ল, কি পাড়া-গেঁয়ে-দলপতি—যাঁর এজ্‌লাসে গরিবের বাপ নির্ব্বংশ—সে কাহাকেও ছেড়ে কথা কয় না, ডরায়ও না। হক্‌কথার কাছে বাপেরও রেয়াৎ নাই, (Wits are game cocks) এমন্ কি আপ্‌নাকে আপ্‌নিও ছেড়ে কথা কয় না, ক্রমে প্রকাশ পাবে।

প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্ম, স্পষ্টবক্তার ধর্ম্ম অনুসারে, আমরা সমাজের কতক গুলি দোষ সংশোধন কর্‌বার্ জন্য এই ".হক্‌কথা" কে কর্ম্মক্ষেত্রে বাহির কর্‌লাম। "স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ", এর আর কি পরিচয় দিব, নামেই

মেরে রেখেছে। আমরা কাহাকেও লক্ষ্য করি নাই, অথচ অনেকেই ইহার মধ্যে থাকবেন এবং আপনাকে আপনি বিলক্ষণ দেখতে পাবেন, বলা বাহুল্য মাত্র। পরনিন্দা, পরদোষ-অনুসন্ধান আমাদের উদ্দেশ্য নয়, যেরূপ রোগ ছাড়া শরীর নাই, সেই রূপ দোষ ছাড়া লোকও নাই, দোষও আছে গুণও আছে—সারে মাতে—তবে কম আর বেসী। গুণের ন্যূনাধিক্যতা অনুসারে লোকে ঘৃণা ও যশ ভাজন হয়ে থাকে। অযশ ঘোষণা কাহারও অভীপ্সিত নয়, লোকে প্রায় আপনার দোষ আপনি দেখতে পায় না, তা হলে অবশ্য শোধ্‌রাতে চেষ্টা কোর্‌তো। রোগ দেখিয়ে দিয়ে ঔষধ বোলে দেওয়া, আর সংশোধন জন্য দোষ দেখিয়ে দেওয়া গর্হিত কার্য্য নয়, কে না স্বীকার কোরবেন। লোক বা কর্ম্মকাণ্ডের যে সমস্ত দোষ দ্বারা সমাজের বিশেষ অনিষ্ট ঘটনের সম্ভাবনা, আমরা তাহার দর্পণ প্রস্তুত কোরে, তাহারেই উপহার দিব, সেই দর্পণে নিজ বিকৃত মূর্ত্তি অবলোকন কোরে, অবশ্য দোষ সংশোধনের উপায় অবলম্বন করবেন, আমাদিগের অভিপ্রায় এই, পাঠক! বুঝলেন্ ইহাকে অবশ্যই সদভিপ্রায় বোলে স্বীকার করতে হবে, ভাল বোল্‌তেই হয়েছে, নৈলে ছাড়া ছাড়ি নাই। আমরা তবে দোষে খালাষ।

দাদার কাছে শিক্ষে; ভাব, ভাষা, ভণ্ডামী প্রায় তাঁহার অনুরূপ হবে, কথায় বলে "যেমন গুরু তেম্‌নি চ্যালা," আগে বোলে রাখা ভাল। দাদা সকল নৈবিদ্দিতেই ঠোকর মেরে গিয়েছেন, আমার জন্যে কিছু রাখেন্ নি, ছোট ভাই পাতে খেতে পারে তাঁর একটী সংস্কার ছিল, কিন্তু এখন আর সে কাল নাই। যা হোক্ উদ্দেশ্য সাধনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনোরঞ্জন করতে পাল্লেই রাম রামই থাকে।

গৌর-চন্দ্রিকার উপসংহার কাল উপস্থিত, অনেক লম্বা করা পুঁথি বাড়ান মাত্র, তবে একটী কথা বোলে রাখি, ফোঁস্ ফাঁস্ কোরে কেউ মাথা নাড়া দিও না, এ চিনের মূলুকের বাঘমারা কল, যত নোড়বে চোড়বে তত চেপে ধোরবে। এটী যেন স্মরণ থাকে।

এখন পাঠকগণের নিকট এই প্রার্থনা, তাঁরা যেন এই ঠোঁট কাটা "হক্

কথার” হক্‌কথা শুনে, আহাম্মোক ব্যাঙ্গারের মত রাগভরে বোসে থেকে তার দোষ মার্জ্জনা কোর্‌তে ভুলে থাকেন না। ইতি গৌর-চন্দ্রিকা সমাপ্ত।

---

## প্রথম কোপ।

### এডেড্‌ স্কুল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশা, দেশ উন্নতির সোপানে ধাপ দুই উঠেছে। সভ্যতা গোড়া বেঁধে বোসেছে, গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপন হোয়েছে, এ হতেই দেশের সৌভাগ্য-চন্দ্রের উদয় হবে। ১৮৫৪ সালের এডুকেশন ডিস্‌প্যাচ এদেশে এসে, অনেক গরিব গুর্‌বোর ছেলে মানুষ কোরে দিলে। কলেজ্‌ হাই-স্কুল্‌ বড় মানুষদের জন্য, অনেক ব্যয়-সাধ্য, পোনের আনা লোক এর কাছ দিয়ে হাঁট্‌তে পারে না। যাদের দশ টাকার সঙ্গতি আছে, তারাই ছেলে পুলেকে কলেজে পড়াতে পারে। কলেজে পড়্‌লে “অনেক” বিদ্যা হয়, এখানে ফাষ্ট কেলাস, লাষ্ট কেলাস বলে না—সব ইয়ার—ক্রমে প্রোমোসন পেয়ে শেষে চূড়ান্ত “ইয়ার” হোয়ে বেরয়। কলেজে প্রিন্‌সিপেল, প্রোফেসর, সাহেবে সাহেবে ধূলপরিমাণ, ব্যাগারটালার মত দিনান্তে এক বার পায়ের ধূল দিয়ে নেমন্ত্রণ রক্ষা কোর্ত্তে আসেন, আর মাস কাবারে হাজার বারশ টাকার ঘাড় ভাঙ্গেন। এঁরা গবর্ণমেণ্টের পুষ্যি পুত্র, বিলক্ষণ মাথায় হাত বুলু-চ্ছেন। প্রোফেসরী কায সুখের চাক্‌রী, এক ঘণ্টার চাকর, কৈফিয়াৎ দিতে হয় না, মাসের মধ্যে পোনের দিন বিলাতের খোষগল্প আউড়ে রোজ সই করা হয়। ঘণ্টার উপর এক মিনিট থাক্‌তে হলে ছট্‌ফটানি ধরে, বগী তৈয়ের, তিন লাপে সিঁড়ি টোপ্‌কে, অম্‌নি চাবুক হাঁক্‌রালেন, ছেলেরা ফ্যাল ফ্যাল কোরে চেয়ে রইলো। বিশেষ, যিনি আবার ম্যাথামেটিকের অধ্যাপক তাঁর সোণায় সোহাগা, খুঁজে পেতে একটা প্রব্লেম দিতে পার্‌লেই দিন কাবার। গবর্ণমেন্ট এ সমস্ত অত্যাচার দেখ্‌তে পাননা, যত কোপ “কালা বাঙ্গালীর” উপর। এক দিনের কামায়ে দুদিনের মাইনে বাদ, এদের হাজ্‌রে ঘড়ি খুলে, দশটার পর দশ মিনিট হোলে, সে দিনের তলব

বন্দ, উদয় অস্ত খাটুনী, তবু যশ নাই, কথায় কথায় জরিবানা, আর পান থেকে চুণ খোস্‌লেই বরতরফ, এসব এই হতভাগাদের জন্যই হয়েছে।

কলেজের ছেলে নামটা বড়, কুড়ে পাঁটায় কড়ি, বিয়ের ব্যালা কোনের বাপের ভিটে নাশ। আজ কাল রূপোর ঘড়া, সোণার বাটী, পেতোল কাঁশার মধ্যে হয়ে পড়েছে, কোম্পানীর কাগজ, বাড়ীর পাটা, পান্নার বাটী, সোণার এক প্রস্তুত বাসন ফর্দ্দে ঢুকেছে, বড় কেও নয় ছেলে তিনটে পাশ কোরেছে, আর দিন কতক পরে রূপার ঢেঁকী ও সোণার কুলো দিয়ে মেয়ে পার কর্ত্তে হবে। ধন্য রে কলেজী এডুকেশন, কি বল্‌বো বয়েস হয়েছে, নৈলে আবার কেঁচে বস্‌তাম। ছেলেরা সাহেবের কাছে পড়ে, সাহেবানা চাল্‌টা বিলক্ষণ "মুখস্থ" কোরে লয়। সাহেব আনা চালটা টাউন ঘ্যাসা, সহর অঞ্চলে কিছু বাড়া বাড়ি। আলবার্ট ফ্যাসানে কেয়ারী করা চুল, তাতে আবার সিঁতি কাটা, মাথাটী ঠিক যেন হাপ্‌ এণ্ড হাপ্‌ কোরে ভাগ করা। কারুর আবার ঘাড়ের চুল খাট ও কোর কোরে কামান, সুমুখের চুল বড়, গলা গরম থাক্‌বার জন্য গাল ভরা চাঁপদাড়ী রাখা হয়। ব্যায়রামে সেয়ারামে দাড়ী রাখ্‌তে আমাদের ভয় করে, লোকে যেন অম্‌নি সাহেব বলে রেখেছে, সে সব ঐ মহাত্মাদিগের গুণে। ভাদ্দুরে রোদে পায়ে হাপ মোজা, জিজ্ঞাসা করলে বলা হয় এটা ডিসেন্‌সী, কিন্তু আট্‌ টাকা জোড়া সিম্‌লের কালা পেড়ে ফিন্‌ ফিনে ধুতি—ইন্দ্রজাল বল্লেই হয়—বাতাসে উড়ে সব ডিসেন্‌সী বার কোরে দেয় দেখ্‌তে পান্‌ না। বাঙ্গালী খানাতে ভারী অরুচি, উইলসন্‌ কোম্পানীর কপাল প্রসন্ন, মটন-চাপ, কাউল-কারী, বিফ-ষ্টিক নৈলে আহারের তৃপ্তি হয় না। পেতোল কাঁসার বাসনে খাদ্য দ্রব্য রাখ্‌লে বিষাক্ত হয় বোলে আজ কাল সান্‌কীর দর চোড়ে গিয়েছে। হেল্‌থের অনুরোধে "হেল্‌থ" পান সুরু কোরে পোর্ট-ওয়াইনে হাতে খড়ি হয়, ক্রমে ক্রমে ইয়ুরোপ খণ্ডের সকল পোর্টের আম্‌দানি উদরস্থ কোরে শেষে কন্‌ট্রী-রম-ধান্যেশ্বরী পেটে পুরে নর্দ্দামার ছুঁছো ধরে খেয়ে থাকেন। বুড়ো বাপ ওল্‌ড্‌ ফুল হয়ে পড়ে, আর কথায় কথায় ড্যাম্‌ প্রেজুডিস্‌ বলে হাম্বারব ছাড়তে থাকেন্‌। এণ্ট্রান্স পাশ করলে আর চোকে দেখতে পান না।

সবুজ রংএর কাঁচের ঠুলী পরে সৌকীন কাণা হয়ে বেড়ান্। এটা কেবল চক্ষুঃ লজ্জা ঢাকা, চোকের দোষের জন্যে নয়। বাঙ্গালা কথা এক কালে ভুলে যান, প্রায় মুখে আসে না। পঁয়তাল্লিশ (How much is that, Forty-five or Fifty-five) ঠাউরে আন্‌তে পারেন না। ছেলেদের সন্ধ্যা বেলা চুরট মুখে, একগাছা পিচের ছড়ি হাতে কোরে, উচু নজরে, গোঙ্গে ষাঁড়ের মত গা ফুলিয়ে, ইংলিশ ঢঙ্গে ইভিনিং ওয়াকে যাওয়া হয়। এই ইভিনিং ওয়াক ব্যাপারের দৌলতে গঙ্গার স্নান, সর্ব্বনাশের গোড়ার ছে, কত ছেলে বাপ মার চোকে ধূলো দিয়ে রকমওয়ারি লূকোচুরী খেল শিখে নিলে। সে দিনকার বিডন্ পারকের ব্যাপার টা পাঠক মহাশয়রা শুনে থাকবেন, ছেলেরা ইভিনিং ওয়াকের বিলক্ষণ ফল পেয়েছেন। সাহেবদিগের চাঁচের বেড়া দেওয়া বারাণ্ডায় উকী ঝুকী মেরে ফুল্‌টা আস্‌টা ফ্যালা হচ্ছিল শেষে মুখের মত ঔষধ পেয়ে পালিয়ে বেঁচেছেন। এইরূপ অনেক ছেলে ইভিনিং ওয়াকের দৌলতে দরওয়ানি হাতের নিম্‌গোছের গুতোটা আস্‌টা মধ্যে মধ্যে খেয়ে থাকেন।

কলেজ-এডুকেশন এখন আর পূর্ব্বের মত নাই। যথার্থ লেখা পড়া শেখা ও লেখা পড়া শেখার আনুসঙ্গিক সদ্‌গুণ আজ কাল প্রায় দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। এ বইয়ের আট পাত, ও কেতাবের সাড়ে তিন চ্যাপ-টার পড়ে পাঁচ ফুলে সাজী সাজান গোছ হয়ে পড়েছে, কল্‌কাতা ইয়ুনিভারসিটী আর সেফ্‌টী ম্যাচ (Ignites only on the box) এ উভয়ই, এক মাটীর গড়ন। যে টী বাক্সের গায়ে ঘস্‌বে সেই টীই জ্বলবে, তোতা পাখীর মত মুখস্ত বিদ্যার জোর না থাক্‌লে পাশ হবার যো কি। কলে কৌশলে এক বার পাশ হতে পার্‌লেই ছেলেরা অমনি বিদ্যার ছালা মাটালেন আর (Jack of all trade) হয়ে আউট হলেন। পুথি-গত বিদ্যা, আর পরের হাতে ধন দুই ই সমান, কার্য্য কালে কোন উপ-কারেই লাগে না, পাশ করা ছেলেদের পুথি ছাড়া কথা হলেই প্রমাদ, গল-দ্‌ঘর্ম্ম উপস্থিত, হালে পানি পান্ না। কলির সব উল্‌টো, এখন এঁদেরই

মান বেশী, কিন্তু এখনকার " বিএর" অপেক্ষা আগেকার আইবুড়ো শত গুণে শ্রেষ্ঠ তার সংশয় নাই। কালমাহাত্ম্য, কতই দেখ্‌তে হবে, এই ত কলির সন্ধ্যা। এখন দর বুঝে জিনিসের গুণ হয়ে পোড়েছে, কলেজে দশ বার টাকা মাইনে, ভর্‌তি হবা মাত্রেই বিদ্যা হয়ে পড়ে। বড় মানুষদের অনেক টাকা, কলেজী " বিদ্যার" হাঁপা সইতে পারে, গরিব গুর্‌বোর ছেলের ও রূপ বিদ্যা যেন সাত জন্মে না হয়। আমাদের এডেড্‌ স্কুলই ভাল।

এডেড্‌ স্কুল অধম-তারিণী-গঙ্গা বিশেষ, এঁর অবারিত দ্বার, সিকিটা আধুলীটা বড় জোর টাকাটা দর্শনি ফি, স্থানে স্থানে ভাঙ্গা ভর্ত্তি আনার ও চলন আছে, সকলের আয়ত্তাধীন। ইনি এদেশে পা দিয়ে বিধিমতে, সমাজের উন্নতি সাধন কর্‌ছেন, এঁর কৃপায় কত " চাসা" ভুসো, বুনো ছেলে-দের চোক কাণ ফুটে গেল। এমন ভদ্র গ্রাম নাই যেখানে এঁর আগমন হয় নি, যে খানে দশ জন ভদ্রলোকের বাস সেই খানেই ইনি গিয়েছেন, ইনি ভক্তের অধীন, যত্নের ত্রুটী দেখ্‌লেই সেখান হতে অন্তর্হিত হন। ইংরাজী বিদ্যাটা অর্থকরী বিদ্যা, যখন যে রাজা হয় তাদের ভাষাই দেশে বলবতী হয়ে থাকে। হিন্দু রাজাদিগের রাজত্ব কালে সংস্কৃত ভাষা আধি-পত্য করেছেন, দুর্দ্দান্ত যবন রাজাদিগের অধিকার সময়ে পার্ষি ভাষার প্রাদু-র্ভাব ছিল, এখন ইংরাজ বাহাদুর দেশের রাজা সুতরাং ইংরাজী ভাষাটার গুমোর বেশী, সকলেই শিখতে যত্ন করে। ইংরাজী হাটে বাজারে হয়েছে, রান্না ঘরে ঢুকেছে, মেয়েরাও ইংরাজী কথা কয়, সন্দেশের বুকুণীর মত বাঙ্গালা ভাষাতেও প্রবেশ করেছে, ধন্যরে এডেড্‌ স্কুল তুমি দেশটা ইংরিজী ময় করে তুল্‌লে।

আজকাল ইংরিজী পড়ে অনেকে কৃতবিদ্য হয়েছেন আর রকমওয়ারি কেতাব লিখে, সুলভ মূল্যের সংবাদ পত্র প্রকাশ ও নানান প্রকার সভা পত্তন কোরে মান্ধাতা আমুলে সংস্কার ও কুৎসিৎ দেশাচার উঠিয়ে দিতে বসেছেন। লোক স্বাধীনতাপ্রিয় হয়ে পড়েছে, পূর্ব্বের মত আর জড় ভরত নাই। উদ্যমশীলতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি সদ্‌গুণ অবলম্বন কোরে অনেকে দেশের শ্রীবৃদ্ধি কর্‌তে পা বাড়িয়েছেন। প্রজাবৎসল রাজ-পুরুষ গৌরাঙ্গ

অবতারেরা স্কুলের নামে টাকা দিতে পেচ পা হন নি। মাছের তেলে মাচ ভাজ্‌তে এঁদের মত মজ্‌বুত আর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। যখন যে খানে যে চেয়েছে সেই খানেই এড্‌ দেওয়া হয়েছে। রাজপুরুষেরা পূর্ব্বে যে পরিমাণে টাকা দিয়েছিলেন এখন সে রূপ হচ্ছে না বটে, অন্য দিকে খরচ বাড়াতে এ দিকে কিছু হাত খাট করেছেন। বছর বছর শিম্‌লে পাহাড়ে যাতায়াতে বিস্তর টাকা ব্যয় হয়, আবসিনিয়ার যুদ্ধে অনেক টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে, এখনও ঢেউয়ের হাঁপা আছে, এখন্‌কার রাজ-কর হতে বিলাতের সৈন্যের বেতন দিতে হয়, এক একটা দরবারে কম-বেশ পঞ্চাশ হাজার টাকার বাজী পোড়ে, এই রূপ খরচ অনেক বেড়েছে সুতরাং এডুকেশন ফণ্ড ক্রমে গুড়িয়ে আস্‌ছে। বাঙ্গালী ভায়ারা চাঁদার বই সই কর্‌তে কল্পতরু, ভারি মজ্‌বুত, মনে জানেন্‌ দেবেন্‌ না। এ বিষয়ের সাক্ষী সাবুদ গোজ্‌রাতে বড় বেশী দূরে যেতে হয় না, রামসুন্দরপুরের স্কুল বাড়ীর চাঁদার ফর্দ্দে সপ্রমাণ। চাঁদার বই সাজান অনেক দস্তখতের ডান্‌দিকে দেড় শ, এক শ, পঞ্চাশ প্রভৃতি অনেক অঙ্কপাত দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সে কেবল মিছে কালীর আঁচড় পাড়া ধার বাড়ান মাত্র। একুন কর্‌লে বরং পাঁচ হাজারের দুই একশ বেশী হবে কম নয়, কিন্তু দশ বছরে দশ গণ্ডা টাকা আদায় হয়েছে কি না তার সন্দেহ।

রামসুন্দরপুর অতি প্রাচীন গ্রাম, অনেক ভদ্রলোকের বাস কায়স্থ ব্রাহ্মণের ভাগ বেশী। জন কতক বিদ্যোৎসাহী লোকের প্রযত্নে গ্রামের অবস্থা ক্রমে উন্নত হচ্ছে, কিন্তু বাঙ্গালীর উৎসাহ প্রভাতের মেঘ আড়ম্বর মাত্র, কোথাও কিছু নাই, কাল মেঘেরে জলের মত একবারে ঝম্‌ ঝম্‌ কোরে এল আর অমনি ধূলো পায়ে গমন। স্কুলটী সংস্থাপন হবার এক বৎসর পূর্ব্বে চাঁদার বই বেরুলো, সকাল বিকাল দুসন্ধ্যা মিটিং বোস্‌তে লাগ্‌লো, ভারি ধূম্‌। হাটে বাজারে, ঘরের কোনে, গঙ্গা স্নানের পথে স্কুলের কথা, এরূপ উৎসাহ বরাবর থাক্‌লে না জানি এতদিন দেশের কত উন্নতি ও মঙ্গল হতো। পূর্ব্বেই বলেছি বাঙ্গালী ভায়ারা চাঁদার বই সই কর্‌তে ভারি মজ্‌বুত বিদ্যালয়ের জন্য কম বেশ এক শ টাকা মাসিক সবস্ক্রিপসন সই

হোলো, সকলের আনন্দ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত হোয়েছে। বিদ্যালয়টী দিন কতক বেস চল্‌তে লাগলো, ক্রমে বালক সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে পড়্‌লো, দুই এক ছেলে এণ্ট্রান্‌স পাশ কোরে ছাত্রবৃত্তি লয়ে বেরুলো, খবরের কাগজে, ইনিস্পেক্‌টরের রিপোর্টে, বিদ্যালয়ে সুখ্যাত এটী ফার্ষ্ট-কেলাস স্কুল। কিন্তু আর কত দিন, ক্রমে সবস্ক্রিপসন কোম্‌তে লাগ্‌লো, মেম্বারে মেম্বারে ঝগ্‌ড়া উপস্থিত, নানা মুনির নানা মত, বছরে তিন জন সেক্রেটরীর বদল, নিত্তি নূতন নিয়ম, বিদ্যালয়ের প্রতি আর সেরূপ আস্থা নাই, মাষ্টার পণ্ডিতের উপর সব নির্ভর কিন্তু তারা কি করে একবার চকের দেখা দেখেন না। বিদ্যালয়ের সম্পাদকী বা মেম্বারী করা অনেকের সাধ, এতে বিনা দানে মথুরা পার হয়ে নাম জাহির কোরে লওয়া যায়। এ ব্যাপারটালার কায নয়, যারা এই গুরু ভার গ্রহণ করেন, তাঁদের স্বার্থ-হীন হয়ে কায়মন-বাক্যে বিদ্যালয় এবং তদুদ্দেশে দেশের মঙ্গল ও উন্নতি সাধন কর্‌তে হয়, অনেক ঝাঁপাও সইতে হয়, কিন্তু এরূপ লোক অতি বিরল। মেম্বার ও সম্পাদকের ঔদাস্যে অনেক বিদ্যালয়ের অকাল মৃত্যু হয়েছে, এটাও যায় যায়।

বিদ্যালয়, দেশের শ্রী ও উন্নতির আধার স্বরূপ। এ হতেই সব দেখা দিচ্ছে। এটীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এই বিদ্যালয়ের উন্নতির ভার যাদের হাতে, তাঁরা যে কি গুরু ভার গ্রহণ করেছেন তা বলা যায় না। বিদ্যালয়ের উন্নতি পক্ষে প্রথমতঃ দেশস্থ সকল লোকের উৎসাহ ও যত্ন, দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত মাষ্টার পণ্ডিত এবং তৃতীয়তঃ তত্ত্বাবধারণ একান্ত আবশ্যকীয়। এতে দলাদলী কর্‌লে চলে না, আর সস্তা দরের কেবলা মাষ্টারের দ্বারায়ও কায হয় না। যেরূপ ব্যাকরণের সহর্ণের্ঘঃ আউড়ে অনেকে বিদ্যাবাচস্পতি হন, আর—ঢাল নাই খাঁড়া নাই রামকান্ত সর্দ্দার—নস্যর ডিপে হাতে করে দান সাগরের আসরে দায়ভাগ ও ন্যায়ের বিচারে প্রবৃত্ত হন এডেড্‌-স্কুলের ভাগ্যে সেইরূপ "ধানকাটা" মাষ্টার পণ্ডিত অনেক জুটেছে। " যেমন দাম তেম্নি এঁড়ে " সত্য, তবে ফায়ার-সাইড (Fireside) অর্থে অট্টালিকা পড়িয়ে ছেলে গুলোর মাথা খেতে

দেখা সহ্য হয় না। উচিত কথা বলতে গেলে বন্ধু বিগড়ে যায়, নাচার, হক্‌কথার ধর্ম্মই স্বরূপ বলা।

তত্ত্বাবধারণেও এই রূপ বিড়ম্বনা, মেম্বার মহাশয়রা ত সময় পান না, বারইয়ারি পূজার সরঞ্জমে ও দলাদলীর ঘোঁটে সব সময় খরচ হোয়ে যায়। আবার গবর্ণমেণ্টে যে সকল মহাত্মাদের হাতে এই ভার অর্পণ কোরেছেন, তাঁদের ন মাসে ছ মাসেও এক বার পায়ের ধূলো পাওয়া ভার। হয় ত গ্রামের কোন লোকের সঙ্গে দেখা হোলে "স্কুল কেমন চল্‌ছে" জিজ্ঞাসা কোরেই সারেন, সেই রিপোর্টেই তাঁদের রিপোর্ট হয়, নয় ত যদি ভুল ক্রমে এক বার এলেন তবে (I have to see three more schools to-day) বোলেই অম্‌নি লম্বা হন, কিন্তু মাইল করা চারি আনার বিল ত কমে না?

রামসুন্দরপুরের স্কুলের অবস্থা আজ্‌কাল যে এত মন্দ তা এই সকল কারণেই হোয়েছে। দাঁত থাক্‌তে দাঁতের মর্য্যাদা কেউ জান্‌তে পারে না, এখনও সময় আছে, চেষ্টা কোর্‌লে রোগ ফির্‌তে পারে। হক্‌কথা এই পর্য্যন্ত বোলে দিলে উপযুক্ত ঔষধ বিধানের জন্য মেম্বর মহাশয়গণকে অনুরোধ করলেন।

জীবন উপায়ের জন্য লোক যত বৃত্তি অবলম্বন কোরেছে, মাষ্টারী কায (উঁচু দরের কলেজী মাষ্টার—নবাব সরকারের চাকর—মহাশয়রা ছাড়া) সব অপেক্ষা ওঁছা। হাড় ভাঙ্গা খাটুনী, বোকে বোকে মুখে রক্ত উঠে যায়, শেষে যক্ষ্মা এসে ধরে, আর ডি জোন্সের আশ্রয় লয়ে চিরকালটা আধ্‌ মরা গোছ হয়ে থাক্‌তে হয়। ছেলের মুখের উপর দোষ, গুণ, যশ, অযশ নির্ভর, একজামিনে উনিশ বিশ হলেই মাষ্টারের দফা শেষ, কোন কাযেরই নয় হয়ে পড়লেন। মান সর্ব্বত্র সমান, ভাল বল্‌বে তবু গালি দিয়ে। বিশেষ এডেড্‌স্কুলের মাষ্টারী করার মত এমন ঝক্‌মারির কায আর দুটী নাই। সাত শ গাধা মোরে যে এক জন "কপিয়ং-ক্লার্ক" হয় সে বরং এর অপেক্ষা ভাল। এতে দশজন মনিব, যিনি দু আনা চাঁদা দেন তিনিও এক জন সর্দ্দার। সকলের মন জুগিয়ে না চল্‌তে পার্‌লেই প্রমাদ।

(ক্রমশঃ)।

# হালিসহর পত্রিকা।

১ম খণ্ড, আষাঢ়, সন ১২৭৮ সাল, ৩য় সংখ্যা।



শ্রীরামপুর।

আল্‌ফ্রেড যন্ত্রে মুদ্রিত।

হালিসহর হইতে প্রকাশিত।

// হালিসহর পত্রিকা।

(মাসিক পত্রিকা।)

১ম খণ্ড। সন ১২৭৮, ১লা আষাঢ়, বুধবার। ৩ সংখ্যা

# বঙ্গ মহিলা।

ইহা অবশ্যই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের মহিলাগণ বিবিধগুণে বিভূষিতা। তাহাদের কোমল অন্তঃকরণ নানা প্রকার সাধুভাবে পরিপূর্ণ। লজ্জা ও শীলতা তাহাদের হৃদয় অধিকার করিয়া, মানসিক বৃত্তিব্যূহকে সামঞ্জস্য রূপে পরিচালিত করিতেছে। ধর্ম্মভাব অন্তর মধ্যে সমুদিত হইয়া, রমণীগণকে গৃহ দেবতা স্বরূপা করিয়াছে। অপরের দুঃখ বার্ত্তা শ্রবণ করিলে, তাহাদের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যায়; এবং তাহা প্রশমন করিবার উপায় থাকিলে, আহার নিদ্রায় বঞ্চিতা হইয়াও, আত্মগণের দুঃখ বিমোচন করিতে অগ্রসর হয়। গৃহের অভ্যন্তরে কিম্বা পল্লীর মধ্যে কেহ ভীষণ পাড়ায় প্রপীড়িত হইলে তাহাদের আর ক্লেশের সীমা থাকে না। কি দিবাভাগে, কি

রজনী যোগে তাহাদিগকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দেখা যায় না। কখন ঔষধ পথ্যের আয়োজন, কখন তালবৃন্ত ব্যজন এবং কখন বা পদ্মহস্ত দ্বারা গাত্র দাহ নিবারণ জন্য তাহাদিগকে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত দেখা যায়।) এমন কি রোগীর মলমূত্র পরিষ্কার করিতেও তাহারা কিঞ্চিৎমাত্র ঘৃণাবোধ করে না। কেহ বসন্ত-পীড়া-সম্ভূত ভীষণ-দর্শন বিস্ফোটক মালায় আচ্ছাদিত হইলে মহিলাগণ, সেই ক্লেদপূর্ণ শরীর পরিষ্কার করিতে পরাঙ্মুখ হয় না; এবং পুমান্‌গণ যখন পুতিগন্ধ জন্য, তাহার নিকট তিষ্ঠিতে সক্ষম হয় না, রমণীগণ সেই দুর্ভাগার নিকট অবস্থিতি করিয়া, তাহাকে অভয় দান করিতে থাকে। অপিচ,(স্বামীর প্রতি, মহিলাগণের অচলা ভক্তি। তাহারা স্বামীকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকে। পতি সেবায় তাহাদের কৃত্রিম ভাব লক্ষিত হয় না। পতিকে পাইয়া তাহারা আপনাদিগকে ধন্যা বিবেচনা করে। পতির সুখেই তাহাদের সমস্ত সুখ আবদ্ধ রহিয়াছে। যখন দেবতা পূজা করে, তখন পতির মঙ্গল কামনা করিয়া থাকে। স্বামীর হিত চেষ্টাই, ব্রত-সকলের প্রবর্ত্তক। স্বামীর স্বভাব বিশুদ্ধ না হইলে, পতিপ্রাণা সতীর আর দুঃখের অবধি থাকে না। তাহার নিন্দাবাদ শুনিয়া একেবারে বিষণ্ণা হয়, এবং মনের দুঃখ মনেতেই রক্ষা করে। প্রচ্ছন্ন ভাবে স্বামীকে সদুপদেশ দিতে ত্রুটী করে না; এবং তাহার বাক্য গুলি কোন ফল-দায়ক না হইলে, আপনাকে হত-ভাগিনী বিবেচনা করিয়া তুষ্টিভাব অবলম্বন করে? কিছুতেই তাহার ভক্তির হ্রাস হইতে দেখা যায় না। পতির সেবা করিতে কিঞ্চিৎমাত্র ত্রুটী করেনা। আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, কত

নারী নির্দ্দয় পুরুষের পরুষ বচন এবং প্রহার পর্য্যন্তও, অসাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করিয়া, পাছে স্বামীর অপযশ হয় এই আশঙ্কায় তাহা অপ্রকাশ রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছে। এবম্প্রকার রমণী যে গৃহের লক্ষ্মী-স্বরূপা, এবং রমণী-জাতির মণি স্বরূপা তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাদের প্রভাবে যে, হিন্দু পরিবার প্রভান্বিত হইয়াছে, তাহা কে না স্বীকার করিবে? ।)

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, হিন্দু মহিলাগণের এতদূর পর্য্যন্ত উন্নতি হইবার কারণ কি? বিশেষতঃ যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যে প্রকার বিশুদ্ধ ভাবের পরিচয় দেওয়া গেল, তাহা প্রাচীনা রমণীগণের মধ্যে অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে, তখন এতৎবিষয়ে আরো অধিক কৌতূহল জন্মিবার সম্ভাবনা। যে হেতুক বৃদ্ধাগণ যথার্থই অবলা; বিদ্যালোকে তাহাদের অন্তঃকরণ আলোকিত হয় নাই। হিন্দু পরিবারের প্রচলিত পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করিলেই, ইহার কারণ সহজেই প্রতীয়মান হইবে। হিন্দু পরিবার একটী প্রকৃত শিক্ষার স্থল। আবহমান কাল হইতে তথায় বিশুদ্ধ নীতির আবির্ভাব দেখা যাইতেছে। স্থবিরা রমণীগণ উপদেশ অথবা কার্য্যের দ্বারা বালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। তাহাদের কোমল অন্তঃকরণে, এই সমুদায়, এবম্প্রকারে বদ্ধ-মূল হইয়া উঠে যে, তাহা আর সহজে উন্মূলন হয় না। সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তী প্রভৃতির অশ্রুত পূর্ব্ব পতিব্রতা ধর্ম্মের কাহিনী সকল; বালিকাগণের শ্রুতি-গোচর হওয়াতে পতির প্রতি কতদূর ভক্তি করা কর্ত্তব্য, তাহা বাল্যকাল হইতেই তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। মনমত পতিলাভ হইবে

বলিয়া, তাহাদের মধ্যে ব্রতের পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। এবম্প্রকারে, পতিব্রতা ধর্ম্মে তাহারা বিশেষ রূপে দীক্ষিতা হয়। বিশেষতঃ তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম ভাব উজ্জ্বল প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। যেন চতুর্দ্দিকে অত্যাচার বিলোকন করিয়া ধর্ম্ম-ভীত হইয়া, গৃহাভ্যন্তরে সশঙ্কিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। রমণী-গণের দেবতার প্রতি অচলা ভক্তি। নানা প্রকার যন্ত্রণায় ব্যথিত হইলেও, তাহারা দেবার্চ্চনায় শৈথিল্য ভাব প্রকাশ করে না। পতিবিয়োগানন্তর তাহারা ধর্ম্ম আলোচনাতেই সময় অতিবাহিত করিয়া থাকে।

আমরা হিন্দু পরিবারের আদর্শ সাধারণের গোচর করিলাম। ইহা দেখিয়া পাঠকগণ আমাদের পক্ষপাতিতা দোষে দূষিত করিতে পারেন যে হেতু, মধ্যে মধ্যে কলহ ভীষণ মূর্ত্তি-ধারণ করিয়া, শান্তি-নিকেতনকে, মহা উপদ্রবের আলয় করিয়া তুলে। সামান্য বিষয় লইয়া অন্তঃপুর মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হইতে দেখা যায়, এবং কোন কোন সময়ে তাহার পরিণাম বিষম বিষাদে পরিণত হয়। কত ধীমানের অন্তঃকরণ এই গৃহ-বিবাদে, মলিন ভাব ধারণ করে, এবং কত ব্যক্তি দীপ্ত শিরা হইয়া, সংসার পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। পরিবার মধ্যে এবম্প্রকার ভাব দেখিয়া, অনেকে স্ত্রীগণের প্রতি দোষা-রোপ করেন এবং পরিজনগণসহ একত্রে সহবাস যে, এই সকল বিবাদের মূল, তাহা সিদ্ধান্ত করিয়া, ইংরাজ দিগের ন্যায় স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিতি করাই, বিধেয় বিবেচনা করেন। কিন্তু, এবম্প্রকার সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে, গৃহ বিবাদের মূল কারণ নির্ণয় করা উচিত। স্থির-চিত্তে বিবেচনা করিলে, ইহা সহজেই প্রতীয়-

মান হইবে যে, অনেক স্থানে, পুরুষগণ কর্ত্তৃকই এই সমস্ত বিবাদের সূত্রপাৎ হইয়া থাকে। আমরা যদি সকলের প্রতি উচিত মত কর্ত্তব্য সংসাধন করি, তাহা হইলে, পরিবার মধ্যে কলহ হইবার অল্পই সম্ভাবনা। যদি জননী কিম্বা অন্যান্য পুজ-নীয়াদিগের প্রতি আমরা বিহিত ভক্তি করি এবং বাক্যে কিম্বা কার্য্যে তাঁহাদের প্রতি ঔদাস্য প্রকাশ না করি তাহা হইলে আমা-দের সহধর্ম্মিণীগণও তাঁহাদিগকে যথা সাধ্য ভক্তি ও সেবা শুশ্রূষা করিতে কখনই ত্রুটী করিতে পারে না। প্রণয়ের বশীভূত হইয়া, প্রণয়িণীকে অধিক ক্ষমতা প্রদান করিলেই, তাহা হইতে বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা কখনই পূজনীয়াদিগের সহ্য হইতে পারে না। যাঁহারা শৈশব অবস্থা হইতে নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া লালন পালন করিয়াছেন, আপনাদের প্রাণ অপেক্ষা সন্তানগণকে অমূল্য জ্ঞান করিয়াছেন, যাঁহারা সন্তানের সুখে সুখ এবং তাহার দুঃখে দুঃখ অনুভব করিয়াছেন, এবং যাঁহা-দের যত্নের সামান্য ত্রুটী হইলে, সন্তানের জীবন ধারণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না, তাঁহারা যদি জীবনের চরমাবস্থায় সেই সন্তান ও তাঁহার স্ত্রী কর্ত্তৃক উপেক্ষিতা হন, তাহা হইলে, তাঁহাদের যে কি প্রকার মনের ভাব হয়, তাহা অনুভব করা সহজ নহে। এবম্প্রকার অবস্থায় যে, তাঁহারা নিশ্চিন্তা থাকিতে না পারিয়া মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা বিচিত্র নহে। এবং ইহাই বিবাদের একটী কারণ হইয়া উঠে।

আমাদের দেশস্থ অৰ্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণ সার সভ্যতার বেশধারণ করাতে, গৃহ বিবাদের আর একটী কারণ হইয়া উঠি-য়াছে। তাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার লক্ষণ সকল দৃষ্টিগোচর

করিয়া, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আমাদের অবলাগণ ক্রীতা দাসীর ন্যায় কালাতিপাত করিয়া থাকে, তাহাদের ক্লেশের অবধি নাই, মনোদুঃখের শেষ নাই। তাহারা চির দুঃখিনী ও পরাধিনী। স্বাধীনতার সুখ আস্বাদনে তাহারা বঞ্চিতা। আমরা তাহাদের প্রতি অতীব নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকি। রন্ধন, গৃহ পরিষ্কার প্রভৃতি অতি জঘন্য কার্য্যে তাহাদের ব্যাপৃতা রাখি, প্রণয়িনীদিগের এবম্প্রকার দুরবস্থা দেখিয়া, আমাদের সভ্য ভ্রাতা গণের অন্তঃকরণ তাহাদের দুঃখে একেবারে আর্দ্র হইয়া যায়। এবম্প্রকার হীনাবস্থা হইতে তাহাদের উত্তোলন করিবার জন্য, একেবারে ব্যতিব্যস্ত হয়েন। স্ত্রী, অর্দ্ধাঙ্গ, সুতরাং তাহার ক্লেশ কি প্রকারে সহ্য হইতে পারে? পুরুষ সুখ ভোগ করিবে, এবং স্ত্রী দাসীর ন্যায় গৃহ কার্য্য করিবে, ইহা কি কখন বিহিত হইতে পারে? অমনি প্রণয়িনীর উন্নতি চেষ্টা উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। গৃহকার্য্য হইতে তাহাকে অবসৃতা করা হইল। হস্তে পাঠ্য পুস্তক প্রদান করাগেল, এবং সৌখিন্ টুপি, জুতো প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি অবলম্বন হইতে লাগিল। রমণী অমনি অহঙ্কারে স্ফীতা হইলেন। রন্ধন-শালা পরিত্যাগ করিলেন। কখন পুস্তক লইয়া, কখন বা কার্‌পেট লইয়া, সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে ইংলণ্ডীয় শিক্ষয়িত্রী অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রমণী দিন দিন উন্নতি সোপানে পদার্পণ করিতে লাগিলেন। শিক্ষয়িত্রীর নিকট বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডীয় রমণীগণের চাল চলনও শিক্ষা করিতে লাগিলেন। "বিবি" হইবার ইচ্ছা বলবতী হইল। স্বামী অভিপ্রায় বুঝিয়া "বিবিয়ানাবেশ" ও প্রস্তুত করিয়া দিলেন; এবং তাহার

আনুষঙ্গিক সৌখিন্ দ্রব্য সকল ও সংগ্রহ করিলেন। এবম্প্রকার ব্যাপার জননী বা অন্যান্য আত্মীয়া জনের অসহ্য হইয়া উঠিল। গৃহকার্য্য কে করিবে? বৃদ্ধ বয়সে, তাঁহাদেরই তাহাতে ব্যাপৃতা থাকিতে হইল। সভ্য মহাশয় ত বিষয় কার্য্যে গমন করিয়াছেন। এদিকে ঘোর গৃহ বিবাদ উপস্থিত।) প্রতিদিন বৃদ্ধাবস্থায় গৃহের সমস্ত কার্য্যকরা কিছু সহজ ব্যাপার নহে। সুতরাং বধূর সহিত যে কলহ হইবে, তাহা বিচিত্র কি? উন্নতি-শীল সভ্য, বিষয় কার্য্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কলহের বিষয় তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। চক্ষুলজ্জার বশীভূত হইয়া, স্ত্রীকে গৃহকার্য্য করিতে অনুরোধ করিলেন। তখনও সমুদয় এক প্রকার শেষ হইল। রজনীযোগে, প্রণয়িনী সহ সহবাস কালে, তিনি দিবসে কি কি শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় লইলেন। স্ত্রীর বিশেষ উন্নতি দেখিয়া আহ্লাদে পরিপ্লুত হইলেন, স্ত্রী সুযোগ পাইয়া কহিলেন যে, গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিলে, তাঁহার উন্নতির পক্ষে ব্যাঘাৎ জন্মিবে। পুরুষ এই যুক্তি যুক্ত কথা অমনি অনুমোদন করিলেন। পুনরায় কলহ হইতে আরম্ভ হইল। সভ্য মহাশয় ও অপর্য্যাপ্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এবং প্রভুর পরুষ বচন পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াও আপনাকে সুখী বিবেচনা করেন সভ্যতার সজ্জা ধারণ করিতে গিয়া আপনি ত একপ্রকার "সাহেব" হইয়াছেন। অর্দ্ধাঙ্গীকে ও "বিবিয়ানাবেশে" শোভান্বিতা করিয়াছেন। ক্রমশঃ ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে। কিছুতেই কুলান হয় না। এই অবস্থায়, গৃহকার্য্য লইয়া বিবাদ উপস্থিত। একজন পাচিকা ও একটী দাসী না রাখিলে, কোন মতেই গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। কি করেন, অধিক ব্যয় স্বীকার

করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু সকলের পক্ষে ইহা সংঘটন হয় না। সুতরাং তাহাকে স্থবিরা আত্মীয়া জনগণের দ্বারা, স্বকার্য্য সাধন করিয়া লইতে হয়, এবং সদা সর্ব্বদা বিবাদানলে দগ্ধ হইতে হয়।

এস্থলে, এ সকল কথা জিজ্ঞাসিত হইতে পারে যে, স্ত্রী-শিক্ষার দ্বারা কি কোন সুচারুফল ফলিতেছে না? আমাদের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের কি একেবারে বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে যে, তাঁহারা অবলাগণের অনিষ্ট করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন? এত অর্থ ব্যয় ও এত যত্ন কি বিফলে পরিণত হইবে? কেবল যে ইংরাজ গণের অনুকরণ করিয়া, স্ত্রীশিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে এমত নহে। এই পুণ্যভুমি যখন উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল, তখন রমণীগণ বিদ্যায় বিভুষিতা হইয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। এখন যে স্ত্রীলোক শিক্ষা পাইলে, আমাদের অলঙ্কার স্বরূপ হইবে না, তাহার কারণ কি? আমরা প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষতার বিরোধী নহি। কারণ তাহা হইতে কখনই বিষময় ফল উৎপন্ন হইতে পারেনা। অল্প শিক্ষা যে অনিষ্টের মুল, ইহা বুধগণ কহিয়া গিয়াছেন, এবং তাহার প্রমাণও আমরা প্রাপ্ত হইতেছি।

আমাদের অবলাগণ, দুই একখানি পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া, ও কারপেটের জুতা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে শিখিয়া, একেবারে অহঙ্কারে স্ফীতা হয়েন। প্রাচীনাদিগকে বোধহীনা বলিয়া অবজ্ঞা করেন, এবং গৃহকার্য্যে একেবারে জলাঞ্জলি দেন। পুরুষ গণ রমণীদিগকে বিলাস দ্রব্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। বিবিধ বেশ ভুষায় অলঙ্কৃতা হইয়া, সুমধুর স্বরে কথা কহিলেই একে-

বারে হত-জ্ঞান হইয়া পড়েন। ইহার উপর আবার পুস্তক পাঠ করিতে পারিলে ত কথাই নাই। ইহা সকলের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। এবং ইহা স্বভাবের নিয়ম যে, পরিশ্রম না করিলে শারীরিক অসুস্থতা হইবার সম্ভাবনা। স্বামীর সোহাগিনী হইয়াছেন বলিয়া অহঙ্কারে স্ফীতা হওয়াও রমণীগণের উচিত নহে। যে স্ত্রী আলস্য-পরতন্ত্র হইয়া গৃহকার্য্য উপেক্ষা করেন, এবং আপনার অঙ্গ-সৌষ্ঠব জন্য স্বামীকে উত্তেজনা করেন ও পরিশেষে তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলেন, তিনি কখনই স্বামীর হিতাকাঙ্ক্ষিনী নহেন। এইরূপ করিলে যে, পরিণামে তাঁহারই অনিষ্ট হইবে, তাহা তাঁহার একবার বিবেচনা করা উচিত। বিবেচনা করুন, রমণী গৃহকার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন। স্বামীকে পাচিকা ও দাসী রাখিতে হইল। রমণীর বেশ ভুষায় মন উঠিল না। অমনি পুরুষকে "বিবিয়ানা বেশ" প্রস্তুত করাইতে হইল। এ সমস্ত কি ব্যয়-সাধ্য নহে? ইহার জন্য হয়ত তাঁহাকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইল। এতাদৃশ অবস্থা যেমন পুরুষের পক্ষে ক্লেশদায়ক, রমণীর পক্ষে ও ততোধিক বলিতে হইবে, অর্থ অপব্যয় করিলে পরিণামে ক্লেশ পাইতে হইবেই হইবে। সন্তানগণকে লালন পালন ও তাহাদের বিদ্যাভ্যাস করাণ কিছু সামান্য অর্থের কার্য্য নহে। বিশেষতঃ যাহার সোহাগে তিনি সোহাগিনী হইয়া অহঙ্কারে স্ফীতা হইয়াছেন, তাঁহার যদি বিয়োগ হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে কিদৃশ অবস্থায় কালযাপন করিতে হইবে, তাহা একবার প্রনিধান করা কর্ত্তব্য। দিন দিন দ্রব্যাদি মহার্ঘ হইতেছে, সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করা ভার হইয়া উঠিয়াছে। এ অবস্থায়

পাশ্চাত্য সৌখিনতা প্রভাব প্রকাশ করিতে থাকিলে ত রক্ষা নাই।) এখনো গৃহমধ্যে প্রাচীনা আত্মীয়াগণ জীবদ্দশায় আছেন বলিয়া, অনেকের গৃহকার্য্য এক প্রকার চলিতেছে। কিছুদিন পরে তাঁহারা মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিলে, প্রমাদ ঘটিয়া উঠিবে। যাহারা নিতান্ত নিস্ব, হয়ত তাঁহাদের স্বয়ংই রন্ধন কার্য্য করিয়া, স্ত্রী পুত্রকে আহার করাইতে হইবে। তখন দুই এক খানি পুস্তক পড়িতে পারিলে, বা কারপেটের জুতা প্রস্তুত করিলে, কোন ফল দর্শিবে না। পাচক ব্রাহ্মণের আর কারপেটের জুতা পায়ে দিলে বা টুপি মস্তকে ধারণ করিলে শোভা পাইবেনা। এবং স্ত্রীর বিদ্যালাভ, তাঁহার পক্ষে তখন অবিদ্যালাভ জ্ঞান হইবে।

ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, [আমরা স্ত্রীজাতির প্রকৃত শিক্ষার বিরোধী নহি। তাহারা বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিলে, কখনই আপন কর্ত্তব্যে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিবে না। সন্তানগণকে লালন পালন ও গৃহকার্য্যাদি নির্ব্বাহ করা তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে পারিবে এবং তাহা সংসাধন পক্ষে কিছুমাত্র ক্রটী করিবে না। তখন তাহারা "কারপেট" লইয়া সময় ক্ষেপণ না করিয়া, গৃহস্থের ব্যবহার উপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিবে। বহুমূল্য কারপেটসম্ভূত টুপি ও জুতার পরিবর্ত্তে, তাহারা স্বামীর ও পুত্রগণের ব্যবহার-যোগ্য কোর্ত্তা ও সামান্য সুতার মোজা প্রস্তুত করিতে যত্নবতী হইবে। পুস্তক পাঠছলে গৃহকার্য্যে উপেক্ষা না করিয়া, তাহারা সংসারের সমৃদ্ধি সাধনে প্রতিনিয়তই সমধিক যত্ন করিবে।) কামিনীগণের অন্তঃকরণ অতি নমন-শীল, তাহারা যে প্রকার

উপদেশ পাইবে সেইমত কার্য্য করিবে। বিশেষতঃ স্বামীর বাক্য তাহারা কোন প্রকারে অবহেলা করে না। সম্প্রতি স্ত্রীগণের মধ্যে যে ভাবের বৈলক্ষণ্য দেখা যাইতেছে, বিদ্যা ও সভ্যতা অভিমানী যুবকবৃন্দই তাহার কারণ। পুতুলের ন্যায় সুশোভিত করিয়া রাখিলে তাহারা প্রকৃত রূপে ভূষিতা হয় না। তাহাদিগকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে শোভান্বিতা করা কর্ত্তব্য। আমাদের অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণ, স্ত্রীজাতির হীনাবস্থার উল্লেখ করিয়া, কতই আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে, তাহারা নানা প্রকার গুণে কতদূর বিভূষিতা। লজ্জা, নম্রতা, দয়া প্রভৃতি কয়েকটী গুণ, তাহাদের শোভা সম্পাদন করিতেছে। এই সমস্ত ভূষণে বিভূষিতা হইয়া, তাহারা অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। সভ্যতা অভিমানী যুবকবৃন্দ এরূপ সদুপদেষ্টা যে, অনায়াসে তাহাদের লজ্জার জলাঞ্জলি দিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। তাহাদের পুরুষমণ্ডলীর সমাজ ভুক্তা করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।) স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ সুশীলা। কিন্তু যুবকগণের অবৈধ সোহাগে স্ফীতা হওয়াতে, তাহাদের অন্তঃকরণকে কাঠিন্য আশ্রয় করিয়াছে। গুরুজনের প্রতি অচলা ভক্তি এখন অবজ্ঞাতে পরিণত হইয়াছে। দয়াগুণে স্ত্রীজাতি সুশোভিতা, কিন্তু এই গুণ ক্রমে ক্রমে বিরস ভাব ধারণ করিতেছে। পরিবার মধ্যে বা পল্লির মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে, রমণীগণ আপনাদের সুখে বিসর্জ্জন দিয়া, সেই অভাগার সুশ্রুষায় নিযুক্তা থাকিত; কিন্তু এখন আর নবীনা রমণীগণের মধ্যে, সে ভাব উচিতমত লক্ষিত হয় না। এখন সভ্য যুবাদের বিদ্যাবতী প্রণয়িনী হইয়াছেন। সুতরাং এবম্প্রকার কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকা

অপমান বিবেচনা করেন। আমাদের মহিলাগণ যে প্রকার সদ্‌-গুণে বিভূষিতা, তাহাদের তাহা হইতে বঞ্চিতা করিবার প্রয়াস পাওয়া বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। যাহাতে সেই সকল গুণ আরো প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ পায়, তৎপক্ষে যত্নবান হওয়া বিধেয়। পুরুষ মণ্ডলীর মধ্যে তাহাদের আনয়ন করিলে কিছু স্বাধীনতা দেওয়া হয় না। ইহা স্বাধীনতা নহে, ইহা স্বেচ্ছাচারিতা। এরূপ স্বাধীনতাকে স্ত্রীগণ আপনারাই হেয়জ্ঞান করিয়া থাকে। যে হেতু ইহা তাহাদের ইচ্ছার বিপরীত। বিশেষতঃ সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে ইহা যে অনিষ্টকর, তাহা কে না স্বীকার করি-বেন? আর ভূমণ্ডলে, এরূপ সমাজ যে কখন নয়নগোচর হইবে, যে সমাজে স্ত্রীজাতির সম্মান সুরক্ষিত হইবে, এবং যে সমাজ-ভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ তাহাদিগকে পাপ নয়নে দৃষ্টি না করিবে, আমাদের এরূপ সম্ভব বোধ হয় না। আমাদের নব্য সম্প্রদায়কে সতর্কতার সহিত কার্য্য করা উচিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের সময়ে, সমাজের উন্নতি ও অবনতি তাঁহাদের উপরই নির্ভর করিতেছে। এবং আমাদের স্ত্রীজাতি, যে পরিমাণে জ্ঞান ও ধর্ম্মে সুশোভিতা হইবে, সেই পরিমাণে সমাজেরও উন্নতি সাধন হইবে। ইহা যুবক বৃন্দের বিবেচনা করা উচিত যে, দৃষ্টান্ত যেমন শিক্ষার প্রতি উপযোগী, এমন আর কিছুই নহে। কি বাক্যে কি কার্য্যে তাহাদের সাধুতার লক্ষণ প্রকাশ করিতে হইবে। বলিতে কি রমণীগণকে সুশিক্ষিতা করিবার পূর্ব্বে, তাঁহাদিগকে আদৌ সুশিক্ষিত হইতে হইবে। বেশ্যাসক্ত পুরুষ, ব্যভিচারের প্রতিকূলে উপদেশ প্রদান করিলে, অথবা সুরাপায়ীব্যক্তি সুরাপানের অনিষ্টকারিতা সপ্রমাণ করিতে

প্রয়াস পাইলে, তাহা হাস্যস্কর হইয়া উঠে। যিনি নানা প্রকার দোষে কলুষিত, তাঁহা কর্ত্তৃক উপদেশ কি কোন ফল-দায়ক হইতে পারে? তাঁহার উপদেশ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া সাধ্বী স্ত্রী মনে মনে হাস্য করেনমাত্র।

(আমাদের নব্য সম্প্রদায় ভীষণ অত্যাচারী হউন না কেন, স্ত্রীকে লেখা পড়া শিখাইতে সকলকে ব্যগ্র দেখা যায়। বিদ্যা-ভিমানই ইহার মূল কারণ। তাঁহারা আপনা আপনি সুশিক্ষিত বিবেচনা করেন, সুতরাং মূর্খা রমণীর সহিত সহবাস করিতে তাঁহাদের ঘৃণা বোধ হয়, এই জন্য স্ত্রীকে বিদ্যাভাস করাই-বার প্রয়াস পান। কিছু কিছু অধ্যয়ন করাইয়া, তাহাদিগের হস্তে রহস্য-পূরিত প্রহসন ও নাটকাদি অর্পণ করেন। আজ কাল আমাদের যুবক-বৃন্দ এই সকল জঘন্য গ্রন্থ পাঠেই ব্যগ্র। এবং সেই সমস্তই যে প্রণয়িনীকে পড়িতে দিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? এসকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া, স্ত্রীগণের উন্নতি হওয়া দূরে থাক আরো অবনতি হইবার সম্ভাবনা। তাহারা ঈশ্বর কর্ত্তৃক যে সকল সদ্‌গুণে বিভূষিতা, তাহা দোষে পরিণত হওয়া বিচিত্র নহে। এবম্প্রকার শিক্ষা অপেক্ষা, তাহারা মূর্খা হইয়া থাকে তাহা শ্রেয়স্কর। উদ্ধত যুবক-বৃন্দের দ্বারা যে, অবলা-কুলের কত অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে?) একে বিদ্যাভিমানী তাহাতে আবার তাঁহারা সভ্যাভি-মানী। সিন্দুর এবং নারিকেল তৈল ব্যবহার, তাঁহাদের নিকট অসভ্যতার লক্ষণ বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং মোটা শাটী তাহাদের চক্ষে ভাল দেখায় না। স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গী হইয়া স্বতন্ত্রভাবে গৃহাভ্যন্তরে অবস্থিতি করিয়া থাকে, ইহাও তাঁহা-

দের পক্ষে প্রীতিকর নহে। তাঁহারা "পোমেটম্" ও "পাউডর" সর্ব্বাঙ্গীকে ব্যবহার করিতে দিলেন, নানা প্রকার ভুষায় ভুষিত করিলেন, এবং তাঁহারা কতদূর উন্নত তাহা দেখাইবার জন্য, অতি চিকণ বস্ত্র পরিধান করাইয়া, প্রকাশ্য স্থলে বায়ু সেবন করাইতে লাগিলেন। ইহাই যদি স্ত্রী শিক্ষার চরম ফল হয়, তাহা হইলে তাহা রহিত করা বিধেয়। যাঁহারা স্ত্রীলোককে স্বাধীনতা দিবার জন্য ব্যগ্র, তাঁহাদের ইহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত যে, তাহারা আবশ্যক মত স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেছে। যাঁহারা পল্লীগ্রামের ভাব অবগত আছেন, তাঁহারা অবশ্যই ইহা স্বীকার করিবেন, অবলাগণ অনায়াসে এক বাটী হইতে আর এক বাটী গমন করিতে পারে এবং পল্লিস্থ সকলের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। সময় বিশেষে তীর্থ-উপলক্ষে নানা স্থান দর্শন করিবারও কোন বাধা নাই। ইহা যদি স্বাধীনতা না হইল, তাহা হইলে স্বাধীনতা কাহাকে বলে তাহা আমারা বলিতে পারি না। কেহ কেহ কহেন যে, অবলাগণ ক্রীতাদাসীর ন্যায় গৃহকার্য্য করিয়া থাকে, এবং আমরা অতীব নিষ্ঠুর যে তাহাদের প্রতি এরূপ ব্যবহার করি। একথা যে সম্পূর্ণ অসঙ্গত তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। রাক্ষস তুল্য প্রভুর মন জোগাইয়া, এবং তাহার মুখ-বিনির্গত অকথ্য কথন ও পরুষ বচন শ্রবণ করিয়া, যাঁহারা অপর্য্যাপ্ত শ্রমসহকারে বিষয় কার্য্য সমাধা করত ধনোপার্জ্জন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দুঃখের সহিত তুলনা করিলে রমণীগণের গৃহকার্য্য ত যৎসামান্য বলিতে হইবে। পুরুষগণ যেরূপ কর্ত্তব্য বোধে বিষয় কার্য্য করিয়া থাকেন, স্ত্রীগণও সেই প্রকার কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া, গৃহকার্য্য সমাধা করেন।

ইহার মধ্যবর্ত্তী হইয়া কোন কোন অপরিণামদর্শী যুবক, স্ত্রী-গণের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণের বিষয় বর্ণনা করিয়া, অনিষ্টোৎপাদনের উপক্রম করিতেছে।

(আজ কালস্ত্রী-শিক্ষা পদ্ধতি এরূপ প্রচলিত হইয়াছে যে, ইহা পিতার একটী কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। বিবাহের সম্বন্ধকালে, যেমন পাত্রের বিদ্যা বিষয়ক অনুসন্ধান লওয়া হয়, কন্যা লেখাপড়া শিখিয়াছে কি না, তাহাও অনেক স্থলে জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে। ইহা যে আনন্দের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। যেহেতু যুক্তি এবং শাস্ত্র উভয়ই ইহা অনুমোদন করিয়া থাকে। শাস্ত্রে লিখিত আছে।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

অস্যার্থঃ। কন্যাকেও এই রূপ (অর্থাৎ পুত্রের ন্যায়) পালন করিবেক, ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই যে, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে ইহা অনেক স্থলে, অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে। বিদ্যাবতী কন্যাকে সৎপাত্রে অর্পণ না করিলে, সে কন্যার গুণ সকল দোষে পরিণত হয়, কারণ স্বামী-সহ সদালাপে বঞ্চিতা হইয়া, তাহাকে বিষম বিষাদে কাল যাপন করিতে হয়। কন্যাকে শিক্ষা প্রদান করা, যেরূপ পিতার কর্ত্তব্য, তাহাকে সৎপাত্রে দান করা তাঁহার সেই প্রকার কর্ত্তব্য। এবিষয়ে, শাস্ত্রে কথিত আছে।

দেয়া বরায় বিদুষে ধন-রত্নসমন্বিতা।

অস্যার্থঃ। ধন রত্নের সহিত (কন্যাকে) সুপণ্ডিত পাত্রে সম্প্রদান করিবে। কন্যাকে লেখা পড়া শিখাইয়া যদি মূর্খের হস্তে অর্পণ করিতে হইল, তাহা হইলে, তাহাকে বিদ্যাভ্যাস না করা-

নই বিধেয়। বিবেচনা করুন বিদ্যালোক দ্বারা, কন্যার আন্তরিক অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে, ন্যায় অন্যায় এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম তাহার জ্ঞান হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রচলিত অনেক গুলি কুসংস্কার তাহার নিকট পরিহার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? সে যাহা বিহিত বিবেচনা করিবে, তাহা কার্য্যের দ্বারা দেখাইতে পারিবে না। যদি তৎপক্ষে প্রয়াস পায়, তাহা হইলে কুলটা বলিয়া অভিহিত হইবে। এরূপ অবস্থা যে বিদ্যাবতী সাধ্বীর পক্ষে কতদূর ক্লেশকর, তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না।

আমাদের নব্য-সম্প্রদায় "উন্নতি" "উন্নতি" করিয়া ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়াছেন। কিন্তু সমাজগত দোষ তিরোহিত না হইলে যে কোন উন্নতি স্ফূর্ত্তি পাইবে না, তাহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। বর্ত্তমান সময়ে কৌলীন্য প্রথা সংশোধন, এবং তৎসম্ভূত বহু-বিবাহ ও অসদৃশ পরিণয় তিরোহিত করিবার প্রয়াস পাওয়া সকলের পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। মর্য্যাদা রূপ দেবতার সমক্ষে, ধর্ম্মকে বলি-স্বরূপ প্রদান করা, বিধেয় হইতেছে না। ইহা অতিশয় আহ্লাদের বিষয় যে, কলিকাতাস্থ সনাতন ধর্ম্ম-রক্ষণী সভা এবিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহাদের সম্যক সহায়তা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কুলীন মহোদয়গণ, তাঁহাদের যৎসামান্য স্বার্থ পরিত্যাগ করিলে, আরো অধিক গৌরবান্বিত হইবেন। কৌলীন্য মর্য্যাদার ন্যূন হয়, ইহা আমাদের অভিপ্রেত নহে কিন্তু যাহাতে তৎসম্ভূত দোষ সকল বিলয় প্রাপ্ত হয়, এবং কুলীন মহোদয়গণ, নানাগুণে বিভূষিত হইয়া যথার্থ মর্য্যাদার যোগ্য হয়েন, ইহাই প্রার্থনীয়।

# হিত-মালা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিদেশে থাকিলে পুত্র, জননী তাহার।
কি দুঃখে যাপেন কাল, নহে ফুটিবার॥
দুদিন বিলম্ব হলে, পেতে সমাচার।
মাতার দুঃখের সীমা, নাহি থাকে আর॥
নিয়ত থাকিতে হয়, আশা পথ চেয়ে।
নিয়ত কাঁদিতে হয়, পত্র নাহি পেয়ে॥
তৃপ্তি নাহি পান কভু, করিয়া আহার।
সময় করেন গত, করি হাহাকার॥
সুচারু সামগ্রী যদি, দেয় কেহ হাতে।
কিছুতেই মনো সুখ, নাহি হয় তাতে॥
উত্তর-পশ্চিমে হলে, পুত্রের প্রবাস।
কিছুতেই নাহি হয়, মাতার উল্লাস॥
কোথায় এ রত্নগর্ভা, বাঙ্গালা প্রদেশ।
কোথায় কঠিন রাজ্য, দুর্ভাগার শেষ॥
কোথায় এ শস্য প্রসূ, আনন্দের স্থান।
কোথা বা পশ্চিম দেশ, বন্ধুর প্রধান॥
কি প্রকারে, অবস্থিতি করেন তনয়।
জননীর যে সময়ে, সুগোচর হয়॥

যখন শোনেন, তথা নাহি আনারস।
তাঁহার মানস হয়, অতীব বিরস॥
চাকিতে সে অপৰূপ, ফল সুধাময়।
কিছুতেই তাঁর আর, মন নাহি হয়॥
অৰুচিতে, ৰুচি হয় যে ফল ভক্ষণে।
সে ফল বিষের ন্যায়, তাঁহার বদনে॥
অপৰূপ তরু এক, ভেদিয়া গগন।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, করে আস্ফালন॥
হৃদয়ে ধরিয়া, অতি পরিপাটী ফল।
থাকে না তাহার আর, গরিমার স্থল॥
পূর্ণ করি সেই ফলে, সুধাময় জল।
তৃষিত জনের তৃষা, করে সুশীতল॥
যখন শোনেন এই, " নেয়াপাতি" ডাব।
পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে, সম্যক অভাব॥
আবার যখন তাঁর, সুগোচর হয়।
তপনের তাপ তথা, উগ্র অতিশয়॥
ডাব দেখে মনোভাব, হয় সচঞ্চল।
দুইটী নয়নে তাঁর, ধরেনাকো জল॥
চম্পক-বরণা কলা, চাঁপা নাম ধরে।
দৃশ্য মাত্র, সকলের প্রাণ মন হরে॥
মরি কিবা সুমধুর, তার আস্বাদন।
আশু তৃপ্তিলাভ হয়, করিলে ভক্ষণ॥
সামান্য তাহার খোসা, পরিপূর্ণ শাঁসে।
যত ইচ্ছা, তত তুমি খাও অনায়াসে॥

পড়িলে মুখের মধ্যে, মিলাইয়া যায়।
রসনা চাকিয়া তাহা, কত সুখ পায়॥
এমন সুচারু ফল, পশ্চিমেতে নাই।
শুনে কি মায়ের মন, স্থির হয় ভাই॥
কিছুতে না সে ফলের, লন আস্বাদন।
মনের দুঃখেতে রন, সদা সর্ব্বক্ষণ॥
সুস্বাদু কমলে ভরা, ফল মনোহর।
কমলা নামাতে খ্যাত, দেশ দেশান্তর॥
সোণার বরণ কিবা, দৃশ্য চমৎকার।
রসনা সরস হয়, পেলে তার তার॥
অম্ল-মধু রস তার, কত গুণ ধরে।
মুখের জড়তা সব, অনায়াসে হরে॥
কমলার হট্টে করে, সতত বিরাজ।
থাকিতে শ্রীহীন হট্টে, হয় বড় লাজ॥
তথাপি পামর নর, স্বীয় সুখ তরে।
তাহারে লইয়া যায়, দিক্ দিগান্তরে॥
পাষণ্ডের প্রহারেতে, হয়ে জর জর।
থাকে না সে রূপ আর, চারু কলেবর॥
রসেরও কথঞ্চিৎ, হয় ভাবান্তর।
মুগ্ধ-মন, তবু তাহা পিয়ে নিরন্তর॥
কমলা আশ্রিতা ফল, নামও কমলা।
আমাদের জ্ঞানে তাহা, অতীব বিমলা॥
নারঙ্গীর রঙ্গ কোথা, কমলার কাছে।
একেবারে, পরাভব পাশে ঝুলিয়াছে॥

জননীর ইহা যবে, হয় সুগোচর।
পশ্চিমে মেলেনা, এই ফল মনোহর॥
তাঁহার মনের ভাব, হয় যে প্রকার।
নহে ফুটিবার তাহা, নহে ফুটিবার॥
বৃক্ষ এক কদাকার, কাঁটাপূর্ণ তায়।
ঘৃণা করি কেহ তার, নিকটে না যায়॥
আকারে কি করে বল, গুণ আছে যার।
অনায়াসে হয়ে থাকে, প্রিয় সবাকার॥
কঠিন হইয়া বৃক্ষ, সুধার আধার।
ধরে কিবা, সুমধুর রস চমৎকার॥
মরি মরি সাধুর কি, উজ্জ্বল স্বভাব।
কিছুতেই নাহি হয়, ভাবের অভাব॥
বিধি মতে করে যেই, তাহার পীড়ন।
তাহারও করে থাকে, কল্যাণ সাধন॥
সেই রূপ, এই তরু কিবা গুণ ধরে।
যত কাটো, তত আরো অমৃত বিতরে॥
খেজুর গাছের নাম, রস কি মধুর।
পান মাত্র দান করে, প্রমোদ প্রচুর॥
এই রসে, কত রস, আনিয়া জোগায়।
মরি কিবা অপরূপ গুড় হয় তায়॥
নলেনের গুড়ে হয়, পায়স সরস।
সরাগুড়ে ভরা থাকে, কত মত রস॥
পশ্চিমেতে এ রসের, কে জানে সন্ধান।
এ গুড়ের গূঢ় মর্ম্ম, আছে কার জ্ঞান॥

গুড়ের স্থজন যথা, নাম যার (বাণ)।
পথিক তথায় যদি, হয় বিদ্যমান॥
দেখ দেখ, তার তথা কত সমাদর।
তাত রসি পিতে পায়, পূরিয়া উদর॥
সে রসে গুড়ের গন্ধ, আসে ভুর ভুর।
তৃপ্ত হয়ে, পথিকের শ্রান্তি হয় দুর॥
গ্রামের যুবক দল, গিয়া দলে দলে।
তাত রসি, মাত রসি, আনে কুতূহলে॥
তা হেরে, অস্থিরা হয় জননীর মন।
প্রবাসী পুত্রের তরে, করেন রোদন॥
মনের উদ্বেগ তাঁর, নির্ণয় কে করে? ।
থেকে থেকে ঝর ঝর, দুনয়ন ঝরে॥
পীযুষে পূরিত কিবা, অপূর্ব্ব রসাল।
মুখে দিলে, হয়ে যায় মধুময় গাল॥
আপন আপন গুণে, পেয়ে নানা নাম।
স্থখেতে বিরাজ করে, এই ধরাধাম॥
ক্ষীরপুলি নাম ধরে, কোন কোন ফল।
পুলির আকার তার, হেরি অবিকল॥
টুকি টুকি মুখে দিলে মিলাইয়া যায়।
ক্ষীরের স্থতার, তথা পরাভব পায়॥
হিমের সাগর নাম, ধরে কোন ফল।
ভক্ষণ করিলে হয়, শরীর শীতল॥
কোন ফল পেয়ে থাকে, জোয়ানীয়া নাম।
কতই বর্ণিব আর, তার গুণগ্রাম॥

জোয়ানের গন্ধ তাহে, করে ভুর ভূর।
তৃপ্ত হয় মন তাহে, শ্রান্তি হয় দূর॥
মধু টুন্‌টুনি নাম, কোন ফল ধরে।
মধুর রসেতে কিবা, প্রাণ মন হরে॥
ছোট ছোট আমগুলি, টুনটুনি নাম।
গুণেতে মোহিত কিন্তু, করে ধরাধাম॥
একেবারে গালে দিয়ে, টুকি টুকি চুষি।
মন তাহে এক কালে হয়ে যায় খুসি॥
ধন্য ধন্য হনুমান বীরের প্রধান।
উড়িবে সর্ব্বদা, তব কীর্ত্তির নিশান॥
রাবণের মধুবন, ভাঙ্গিয়া কৌতুকে।
ভারতের পুত্রগণে, রাখিয়াছ সুখে॥
আম খেয়ে আঁটি তার, ফেলে ছিলে দূরে।
তাই সিন মধু ফল, খাই মন পূরে॥
বঙ্গের উপরে হয়ে, অতীব সদয়।
করেছ যে উপকার, সুধিবার নয়॥
সকল আমের আঁটি, ফেলেছ তথায়।
খায় সবে সুরসাল, তোমার কৃপায়॥
সুটক্ আম্রের আঁটি, পশ্চিমে ফেলেছ।
ইহাতেও তুমি ভাল, বিধান করেছ॥
টকেতে বড়ই তুষ্ট, পশ্চিমের নর।
সুটক্ আম্রের তথা, বড়ই আদর॥
সময়েতে হতভাগ্য, বঙ্গবাসী নর।
ভ্রমিবে অন্নের তরে, দেশ দেশান্তর॥

দাসত্ব আশ্রয় করি, পশ্চিমে থাকিবে।
নানা মত দুঃখ ভোগ, তথায় করিবে॥
সুগোচর হোত যদি, এভাব তোমার।
নিশ্চয় করিতে তুমি, বিধান তাহার॥
যদিও ফেলেছ তথা, ন্যাঙ্‌ড়ার আঁটি।
বটে বটে সে রসাল, অতি পরিপাটী॥
কিন্তু তাহা দাসেদের ভক্ষণের নয়।
অধিক মূল্যেতে তাহা, কে করিবে ক্রয় ?।
আর এক আম আছে, নামেতে বোম্বাই।
তাহা কিনিবার কারো, ক্ষমতাই নাই॥
অধিষ্ঠান করে তাহা, রাজাদের তরে।
কেমনে আসিবে বল, দীনেদের ঘরে॥
কিন্তু ভাই, বাঙ্গালার রসালের কাছে।
পরাভব হয়ে সর্ব্ব, মৌনভাবে আছে॥
ন্যাঙ্‌ড়া করিয়াছিল, কত জোর জার।
কিছুতেই পরাক্রম, খাটেনা তাহার॥
নেঙ্‌ড়া* হয়েছে শেষে, মল্লযুদ্ধ করি।
শঙ্কুচিত হয়ে আছে, দর্প পরিহরি॥
বোম্বাই আমের কথা, কি কহিব আর।
দলবল হয়ে গেছে, হীনবল তার॥
সেই হেতু হেরি তার, বিরল প্রকার।
সেই হেতু ধুম ধাম, দেখিনাকো আর॥
সুরসাল আম গুলি, করি বিলোকন।
সুস্থির কি হয় কভু, জননীর মন ?।

* ন্যাঙ্‌ড়া—খঞ্জ।

প্রবাসী পুত্রের ভাব, পড়ে তার মনে।
দুঃখের নিশ্বাস তাঁর পড়ে প্রতিক্ষণে॥
আহা! কিবা সুমধুর, সাধের কাঁঠাল।
মরি মরি কোষ গুলি, কেমন রসাল॥
তাজাতাজা খাজা কোষ, উপাদেয় কিবা।
ইচ্ছা হয়, খাই তাহা, নিশি আর দিবা॥
কি বাহার, হলে তাহে ক্ষীরের মিলন।
গুণ-গ্রামে শোভা পায়, রূপসী যেমন॥
হায় কিবা পশ্চিমের, বিরূপ কপাল।
নেয়ো ভাবে বিরাজিছে, সাধের কাঁঠাল॥
তাও কি রসেতে ভরা, বঙ্গের মতন?।
দুগ্ধ সহ, মুখে দিলে, মুগ্ধ হয় মন॥
কোনটা এঁচোড়ে পাকা, কটু রস তায়।
কোনটা বা ভুয়ো অতি, কোষ-হীন প্রায়॥
একথা শুনিলে পরে, জননীর মন।
একেবারে হয়ে যায়, বিষাদে মগন॥
কিছুতেই নাহি হয়, সুখের উদয়।
দুঃখেতেই গত হয়, সকল সময়॥
সাধের গোলাপজাম, মনোরম নিচু।
পশ্চিমে তাহার প্রায়, নাহি পাই কিছু॥
খেলেপরে একবার, মন যায় খুলে।
তার তার, কোন কালে, নাহি যাই ভুলে॥
উভয়েই রূপ ধরে, অতি মনোহর।
উভয়েই প্রিয় অতি, সবার গোচর॥

কিন্তু, এই নীতি বাক্য, জ্ঞাত নহে সবে।
বড় হতে চাও যদি, ছোট হও তবে॥
সেই উপদেশ পেয়ে, ধরি নিচু নাম।
উঁচু হয়ে আছে নিচু, লয়ে গুণ গ্রাম॥
হেন উপাদেয় ফল, পশ্চিমেতে নাই।
শুনে কি মায়ের মন, তৃপ্ত থাকে ভাই ?।

(ক্রমশঃ)।

---

## কুমার-সম্ভব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মহামুনি বৃহস্পতির বাক্য পরিসমাপ্ত হইলে, সগর্জ্জন বর্ষণকে পরাভব করিয়া বিরিঞ্চির কণ্ঠ হইতে গভীর স্বরে শব্দ সকল সমুদ্গীর্ণ হইতে লাগিল, তিনি কহিলেন, বৎসগণ! কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর, তোমাদিগের মনোরথ অবিলম্বে পরিপূর্ণ হইবে, সেনানীর স্বর্গব্যাপার স্বয়ং হইবে, আমি তাহার সৃজন বিষয়ে হস্তার্পণ করিব না, কারণ বিষবৃক্ষকে সংবর্দ্ধন করত স্বয়ং তাহার ছেদন করা যুক্তিযুক্ত নহে, তদ্রূপ সেই অসুরকে সমুন্নত করিয়া স্বয়ং তাহার সংহার করা সর্ব্বথা অযুক্ত ; আমি দেবাবধ্য হইব, পুরাকালে সেই তারক এই বর প্রার্থিত হইলে, আমি দেখিলাম তাহার, এরূপ তপঃপ্রভাব যে, তদ্দ্বারা সে ত্রিলোক দগ্ধ করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাকে তাহাই প্রদান করিলাম। অধুনা তাহার বিনাশের বিবরণ শ্রবণ কর, বামদেবের বীর্য্যাংশ বিনা সমরে ব্যাপ্রিয়মান তারককে সংহার করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই ; কদাচিৎ ক্ষেত্রে ধূর্জ্জটির রেতঃ পতন হইয়া, অজাতপূর্ব্ব বল-বীর্য্য এবং সৌন্দর্য্যশালী সুর-সিংহ জন্ম গ্রহণ করিয়া, স্বীয় বাহুবলে তোমাদিগের দুঃখচয় অপনয়ন করিবেন ; কিন্তু সেই ভূত-ভাবন ভগবান্ বামদেব, তমোগুণাতীত পরমজ্যোতি ধ্যানপরায়ণ হইয়া রহিয়াছেন, অতএবই যেমন অয়স্কান্ত লৌহকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ তোমরা হিমালয়-বালার অসামান্য

সৌন্দর্য্যদ্বারা শূলপাণির সমাধি-নিশ্চল চিত্তকে বিষয়াসক্ত করিতে যত্ন কর; যেমন জলময়ী মূর্ত্তি ব্যতীত মদীয় বীর্য্য ধারণ করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই, তদ্রূপ পার্ব্বতী ভিন্ন শিবাক্ষিপ্ত বীর্য্য বহন করিতে অন্যশক্তির শক্তি নাই। প্রজাপতি দেবগণের প্রতি ইত্যাদি উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলে, দেবগণ তদ্বিষয় আলোচনা করিতে করিতে সুরলোকে প্রত্যাগমন করিলেন। আখণ্ডল স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, সেই পরাৎপর পশুপতির সংযত চিত্তকে বিষয়বশীভূত করিতে কন্দর্পই দক্ষ হইবেন, ইহা বিবেচনা করিয়া পঞ্চশরের স্মরণ করিলেন, দেখিলেন, মদনদেব রতির দক্ষিণ বাহু আপনার গলদেশে অর্পণ, হস্তে কুসুম-ময় শরাসন, এবং সহচর বসন্ত-হস্তে সুতীক্ষ্ণ চুতাঙ্কুর বাণ প্রদান করিয়া, সুরলোক মোহিত করতঃ আগমন করিতেছেন। প্রভু সকল প্রয়োজন বশতঃ আশ্রিতদিগের প্রায় নশ্বর গৌরব করিয়া থাকেন, ইন্দ্রের সহস্র নয়ন সুচিরপরিচিত সুরগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কেবল মীনকেতনের প্রতি যুগপৎ পতিত হইল, কন্দর্প প্রাঞ্জলি হইয়া সন্নিহিত হইলে শচীপতি সাদরসম্ভাষণে কহিলেন, এই আমার আসন সমীপে উপবেশন কর; মন্মথ মস্তক অবনত করতঃ স্বামির প্রসাদবাক্য প্রতিনন্দন করিয়া আসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক নির্জ্জনে প্রভুকে কহিতে লাগিলেন; প্রভো! ত্রিলোক মধ্যে কোন্ কর্ম্ম করিতে মানস করিয়াছেন আজ্ঞা করুন, আপনার স্মরণানুগ্রহ সম্বর্দ্ধন করিতে আমি সর্ব্বথা ইচ্ছাকরি; নাথ! কোন ব্যক্তি প্রভূত তপ দ্বারা ইন্দ্রত্ব কামনায় আপনার প্রতি অভ্যসূয়া করিতেছে, আজ্ঞা হইলে তাহাকে অবিলম্বে মদীয় শরসংযোজিত কার্ম্মুকের বশীভূত করিয়া রাখি; নাথ! কোন ব্যক্তি কি আপনার অসম্মতিতে জন্ম জরা মরণাদি ভব যাতনা নিবারণ জন্য মুক্তি মার্গ আশ্রয় করিয়াছে ব্যক্ত করুন, তাহাকে সুলোচনা ললনাগণের কুটিল কটাক্ষদ্বারা চির-বন্ধন করি, তাহারা শুক্রমুনির নিকট নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেও যেমন বর্ষাগমে প্রবৃদ্ধ প্রবাহ সকল জলনিধির উভয় কুল ভগ্ন করিয়া বেগে গমন করে, তদ্রূপ আমি তাহাদিগের অন্তঃকরণে বিষয়ানুরাগ সঞ্চার করিয়া, ধর্ম্ম, অর্থ, উভয়েরি সংহার করিব; কিম্বা যদি কোন মহাব্রতা পতিব্রতার চারুতা অবলোকন

করিয়া চলচ্চিত্ত হইয়া থাকেন তাহাও প্রকাশ করুন, আমার প্রতাপে সেই নিতম্বিনী, সতীত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক লজ্জার মস্তকে পদাঘাত করতঃ স্বয়ং আসিয়া আপনাকে বরণ করিবে, অথবা যদি কোন ভামিনী কামিনী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া থাকেন তাহাও বলুন; এক্ষণেই সেই কোপনাকে প্রবাল শয্যায় শয়ন করাইয়া দৃঢ়ানুতাপ প্রদান করি। হে সুরবীর! বজ্র বিশ্রাম করুক! আপনি প্রসন্ন থাকিলে মদীয় শায়ক দ্বারা শত্রুদিগের বাহুবল এরূপ বিফল করিতে পারি, যে তাহারা কোপস্ফুরিতাধরা অবলাদিগের নিকটও ক্ষমাপ্রার্থনা করে। স্বামিন্! বহু বচন বাহুল্য মাত্র। মদীয় শায়ক সকল, দুর্ব্বল কুসুমময় হইলেও আপনার প্রসাদে এক বসন্তকে সহায় করিয়া মহাযোগী মহাদেবেরও ধৈর্য্য হানি করিতে পারি। রতিপতি স্বমুখে আপনি হর-পরাজয় সমর্থ ব্যক্ত করায়, শচীপতি, সাদরে উরুদেশ হইতে স্বচরণ, আক্রমণ পূর্ব্বক পাদপীঠে অবতরণ করিয়া মহোৎসাহে কহিতে লাগিলেন; বন্ধো! যাহা কহিলেন সকলি তোমাতে সম্ভব, আমার অস্ত্রদ্বয় অবলম্বনমাত্র, এক বজ্র তিনি তপোবীর্য্যশালি ব্যক্তির নিকট কুণ্ঠিত হয়েন, কিন্তু তুমি, সকলের প্রতি সহজেই বল প্রকাশ করিতে পার। বন্ধো! ভগবান বাসুদেব, বাসুকির ধরিত্রীধারণশক্তি দেখিয়াই আত্মদেহোদ্বহনের নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়া থাকেন; তদ্রূপ আমি মত্তুল্য গুরুভারে তোমাকে নিযুক্ত করিয়া থাকি, সম্প্রতি প্রবল শত্রুসন্ত্রীত সুরগণের অভিলাষ শ্রবণ কর, তাঁহারা শত্রু জয়ের নিমিত্ত মহাদেবের রেতঃসম্ভূত সেনানী সৃজনের মানস করিয়াছেন, কিন্তু প্রমথাধিপতি পশুপতি, সম্প্রতি মন্ত্রন্যাস পূর্ব্বক আত্মতত্ত্বে স্থিরচিত্ত হইয়া রহিয়াছেন; সখে! যাহাতে তিনি বিষয়াসক্ত এবং হিমালয়নন্দিনী তাঁহার অনুরাগিণী হয়েন ত্বরায় এরূপ চেষ্টা কর; পিতামহ কহিয়াছেন পার্ব্বতী ব্যতীত শিববীর্য্য ধারণ করিতে অন্য শক্তির শক্তি নাই, আমি অপ্‌সরাদিগের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি পশুপতি, হিমালয়ের ঊর্দ্ধভূমিতে যোগাসনে সমাসীন হইয়া রহিয়াছেন; পর্ব্বত-নন্দিনী সেই পিনাকপাণির উপাসনা করিতেছেন; এই অবসরে তুমি তথায় যাইয়া বিবুধগণের বিষম বিপদ বিমোচন কর। বন্ধো! অঙ্কুর বীজসাধ্য বটে, কিন্তু সে উদয় হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, চরম কারণ

সলিলকে অপেক্ষা করে, তদ্রূপ তাঁহার ধ্যান ভঙ্গের উপায়ভূত নগেন্দ্র-কন্যার সমাগম থাকিলেও তুমি তাহাতে সহায়তা না করিলে সকলি বিফল হইবে; সেই সুরগণের বিজয়ের কারণভূত ভূতপতির শরীরে শর প্রসারণ, সে তোমারি নাম; কারণ সাধারণের মঙ্গল সাধন কারণ পুরুষের চিরন্তন যশের নিমিত্ত হয়; তোমার চাপকর্ম্ম অতিঘাতুক নহে, যেহেতুক তাহার বীর্য্য স্পৃহনীয়মাত্র, অতএব তাহাতে তাঁহার শরীরব্যথা হইবে না অথচ আমাদিগের মনোরথ অনায়াসে পূর্ণ হইবে, এবং তোমার যশস্তম্ভ চির-কালের নিমিত্ত রহিবে; সখে! তোমার পার্শ্ববর্ত্তি বসন্ত, অনুক্ত হইলেও তোমার সহায়তা করণে বিরত হইবেন না, যেহেতু কেহ বলেনা যে বায়ো, তুমি হুতাশনের উদ্দীপন কর, তিনি স্বয়ং যাইয়া বন্ধুর আহ্লাদের কারণ হয়েন। অনন্তর পঞ্চশর শিরোবনমন পূর্ব্বক প্রসাদলব্ধ কুসুমহারের ন্যায় শচীস্বামির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া প্রস্থান করিলেন। ইন্দ্র, ঐরাবত তাড়নজনিত কর্কশ করদ্বারা তাঁহার অঙ্গ দৃঢ়স্পর্শ পূর্ব্বক বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন; কন্দর্প দৈবত কার্য্যে স্বীয় শরীর ব্যতিপাত পর্য্যন্ত পণ করিয়া মনোমত্ত প্রিয়বন্ধু বসন্ত এবং রতি নাম্নী ভুবনমোহিনী স্বীয় রমণীকে সঙ্গে লইয়া মহাদেবের হৈমবতাশ্রমে উত্তীর্ণ হইলেন; বসন্ত মুনিগণের তপঃ সমাধির নিতান্ত বিরোধি, এবং কন্দর্পদেবের দর্প স্বরূপ, স্বরূপ ধারণ করিয়া সেই আশ্রমে অত্যন্ত প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিলে সূর্য্যদেব দক্ষিণায়ণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তরায়ণে গমন করিলে, দক্ষিণ দিগ্ হইতে ঝর ঝর শব্দে মলয় মারুত প্রবাহিত হইতে লাগিল; বোধ হইল যেন, সূর্য্যরূপ নায়ক দক্ষিণা নায়িকাকে অকালে পরিত্যাগ করিয়া উদিচী নায়িকার প্রতি আসক্ত হইলে দক্ষিণা নায়িকা সমীরণচ্ছলে দুঃখজনিত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অশোক বৃক্ষ, সুন্দরী রমণীগণের সনূপুর চরণ তাড়ন অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ সপল্লব কুসুম স্তবকে আস্কন্ধ আচ্ছন্ন করিল; উদ্‌গত পল্লবরূপ চারুপক্ষ নূতন চূতবাণে বসন্তায়ুধকরে দ্বিরেফাক্ষর দ্বারা পঞ্চবাণের নাম খোদিত করিলেন, শাখী সকল নবীন পল্লব ধারণ করিয়া সুশোভিত

হইল, অশোক, মল্লিকা, পলাশ, যূথিকা, বকুল, পিয়াল প্রভৃতি নানা জাতীয় পুষ্প সকল প্রফুল্ল হইয়া আশ্রম আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কোকিলগণ, কেহ বা শাখায় উপবিষ্ট কেহ প্রোড্ডীন হইয়া নিরন্তর কুহুস্বরে কলরব করিতে লাগিল; সরসীর নির্ম্মল জলে কমল সকল প্রফুল্ল হইলে মধুকর গুণ গুণ স্বরে ঝঙ্কার করিয়া এককালে মত্ত হইয়া উঠিল; হরিণগণ পিয়াল মঞ্জরীর মকরন্দদ্বারা অন্ধপ্রায় হইয়া যথা তথা ধাবিত হইলে, তাহাদিগের চরণ দলনে স্খলিত পত্র সকল মর মর শব্দ করিতে লাগিল; সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া তরুগণকে আন্দোলন করায় নানাবিধ কুসুম গন্ধ প্রসারিত হইয়া আশ্রম স্থান আমোদিত করিল; চঞ্চল চূতবল্লীর, শাখায় অরুণনয়ন বনপ্রিয়গণ, কল বিরাব করিলে বোধ হয় যেন পঞ্চশর রোষপরবশ হইয়া হুঙ্কারস্বরে স্বীয় তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা মুনিদিগের শাসন করিতেছেন; তপস্বিগণ আকালিকী বসন্তপ্রবৃত্তি দর্শন করিয়া সযত্নকষ্টে স্ব স্ব অন্তঃকরণকে বিষয় হইতে সংযত করিতে লাগিলেন; পঞ্চশর, মধুর মনোহর কার্য্য অবলোকন করিয়া পরিতুষ্টচিত্তে রতিকে অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় শরাসন অধিজ্য করিলে, তদাশ্রমের কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সকলেই প্রণয়রসে বিমোহিত হইতে লাগিল; ভৃঙ্গগণ, ভৃঙ্গীর সহিত পুষ্পপানপাত্রে মধুপান করিয়া প্রমত্ত, করেণুগণ পঙ্কজরেণুগন্ধি পানীয় গ্রহণ করিয়া প্রাণপ্রিয় বারণ বদনে প্রদান করত প্রমোদিত, এবং চক্রবাক, আপনার অর্দ্ধোপভুক্ত মৃণাল চক্রবাকীর উপভোগ করাইয়া চরিতার্থ হইতেছে; হরিণগণ, শৃঙ্গদ্বারা স্ব স্ব প্রিয়ার গাত্র কণ্ডুয়ন করায়, হরিণী সকল নায়কের স্পর্শসুখ অনুভব করতঃ নিমীলিত নয়নে চিত্রিতের ন্যায় রহিয়াছে; কিন্নরগণ, গান করিতে করিতে নৃত্যশ্রমজনিত স্বেদবিন্দুবদনা, এবং পুষ্পাসবপানে ঘূর্ণিতনয়না, ললনাদিগের পুনঃ পুনঃ মুখ চুম্বন করিতেছে। সকলের শোভা দর্শন করিয়া লতাবধূগণ যাহাদিগের পুষ্পস্তবক মনোহর পয়োধর, কিশলয় রঞ্জিত ওষ্ঠ, তাহারা ললিতলতাভুজ দ্বারা, বৃক্ষরূপ নায়কক দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া, দর্শকদিগের অন্তঃকরণ হরণ করিতে যেন প্রবৃত্ত হইল।

(ক্রমশঃ)

## কাল-মাহাত্ম্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হিন্দু ধর্ম্মের প্রচলিত আচার ব্যবহার ও কার্য্য প্রণালীর শাসনকর্ত্তা শাস্ত্র অন্তর্হিত হইল, সুতরাং হিন্দুমাত্রের রীতিনীতি আচার ব্যবহার ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অনুষ্ঠানের আর শাসন রহিল না। রাজ্যে, রাজা না থাকিলে যেমন সর্ব্ব বিধায়ে বিশৃঙ্খল হয়, শরীরে বিবেক না থাকিলে যেমন কার্য্যের ব্যবস্থা থাকে না এবং যেমন নাবিক বিহনে তরণী যদৃচ্ছাক্রমে সমুদ্র প্রবাহে ভাসিতে থাকে, সেইরূপ শাস্ত্র অভাবে হিন্দুধর্ম্ম ক্ষীণবল হইয়া কালরূপ প্রবাহে মানবমাত্রের প্রবৃত্তি স্বরূপ আশ্রয় অবলম্বন করিয়া নিজ অদৃষ্টের প্রতি নির্ভর করত ইতস্ততঃ ভাসমান হইতে লাগিল। সহজ জ্ঞান শাস্ত্র পদ অধিকার করিবার উপক্রম করিতে লাগিল। শাসনকর্ত্তা অভাবে সহস্র সহস্র লোকের মন যে এক যুক্তি অবলম্বন করিবে এমত প্রত্যাশা কখনই করা যায় না। শাস্ত্র সহস্র সহস্র লোকের মন শাসন করিয়া তাঁহার অনুগামী করিয়া রাখিয়াছিলেন, তদভাবে সেই দুরূহ কার্য্যের ভার লইবার আর কাহার শক্তি আছে।

শতবর্ষ অতীত হইয়াছে, মহামান্য, অসীম বুদ্ধিকৌশলসম্পন্ন, প্রজানুরাগী মহাপরাক্রমশালী ইংলণ্ডবাসীরা ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন। পঞ্চাশৎ বৎসর অবধি নব অধিকার জনিত শত্রু বিগ্রহাদি শান্তি করিয়া পরে রাজ্যের উন্নতি ও প্রজাবর্গের মঙ্গল সাধনে যত্নবান্ হইয়াছেন। রাজকার্য্য পরিচালনের নানাবিধ সুচারু শাসনপ্রণালী সংস্থাপন করিয়া রাজ্য শাসন, প্রজাপালন, শত্রুদমন ও রাজ্যের উন্নতি সাধন করিতেছেন।

ঊনবিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভেই কতিপয় খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ধর্ম্মপ্রচারক "মিসনরি" ভারত ধামে আগমন করেন এবং স্থানটী সর্ব্বাংশে মনোনীত হওয়ায় খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করণ মানসে এতদ্দেশীয় লোকদিগকে নানা প্রকার

উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তখন সকলেই এক প্রকার ইংরাজি ভাষানভিজ্ঞ সুতরাং তাঁহাদিগের উপদেশের মর্ম্ম কেহ সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিতেন না। মিসনরি মহোদয়গণ অভীষ্ট সিদ্ধ করণার্থে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং বঙ্গ শিশুদিগকে ইংরাজি ভাষায় শিক্ষা দিবার মানসে জেনেরল এসেম্ব্লিজ ইনিষ্টিটিউসন্‌ নামে কলিকাতা নগরে একটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিলেন। রাজকীয় ভাষা শিক্ষা না করিলে ইংরাজদিগের সহিত মিশ্রিত হইবার আর অন্য উপায় নাই বলিয়া ক্রমে ক্রমে শিক্ষার্থী বালকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মিসনরি মহাশয়েরা অকাতরে ও অতীব যত্নসহকারে বিদ্যা দান করিতে ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মূল গ্রন্থ বাইবেল অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেই বিবেচনা করিলেন যে বালকেরা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও হিন্দু শাস্ত্র আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া যখন ইংরাজি ভাষা অধ্যয়ন ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের আলোচনা করিতে লাগিল, তখন রাজপুরুষদিগের উৎসাহে ও প্রলোভনে ভবিষ্যতে হিন্দুধর্ম্মের নানাবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু অর্থকরী বিদ্যা বিধায়ে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা হইতে তাহাদিগকে বিরত করা অবিধেয়, বিবেচনা করিয়া কতিপয় মহানুভব হিতৈষী ও ধনাঢ্য ব্যক্তি একমত হইয়া হিন্দুদিগের পাঠোপযোগী ইংরাজি সংস্কৃত ও সাধু ভাষায় শিক্ষা প্রদায়িনী আর একটী পাঠশালা সংস্থাপন করিতে মনন করিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজপুরুষদিগের আনুকূল্যে ও তাঁহাদিগের যত্নে সংস্কৃত কালেজ সংস্থাপিত হইল। কলিকাতা নগরীর ধনবান্‌ ব্যক্তিমাত্রের পুত্রেরা উক্ত বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ইংরাজিভাষা প্রচার হইতে লাগিল, এবং বঙ্গবাসীমাত্রের উক্ত ভাষা অভ্যাস করিতে লালসা ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। মিসনরি ও হিন্দু বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া অবশেষে এত অধিক হইল যে আরও দুই একটী বিদ্যালয় স্থাপিত না হইলে শিক্ষা কার্য্যের সুশৃঙ্খলতা হয় না।

জেনেরল এসেম্ব্লিজ ইনিষ্টিটিউসনের অধ্যক্ষদিগের মধ্যে মনান্তর উপস্থিত হইল, এবং কতিপয় মিসনরি তথা হইতে অবসৃত হইলেন। ১৮৩৩ সালে

মহামান্য পাদরি চূড়ামণি ডফ সাহেবের যত্নে ফ্রি চর্চ্চ ইনিষ্টিটিউসন নামে অদ্বিতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাহার ছাত্র সংখ্যা যথা সময়ে অধিক হইয়া পাঠকবর্গ বিনাব্যয়ে ইংরাজি ভাষায় সুশিক্ষিত হইতে লাগিলেন। পরে হুগলি কলেজ সংস্থাপিত হইল। যে সময়ে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয় সে সময়ে বিদ্যার্থী ছাত্রগণ বিনাব্যয়ে বিদ্যালাভ করিতেন, এমন কি পুস্তকাদি ক্রয় করিতেও হইত না, বিদ্যোৎসাহী মহোদয়েরা শিক্ষকের বেতন ও পুস্তকাদির সমগ্র আনুকূল্য করিতেন। যথাসময়ে বিদ্যা মন্দিরে উপস্থিত হইয়া অভ্যস্ত পাঠের পরিচয় দিয়া শিক্ষকের শ্রম সফল করাই পাঠকবর্গের একমাত্র কার্য্য ছিল। আবশ্যক মতে ঢাকা কৃষ্ণনগর বহরমপুর বানারস ও আগ্রায় কলেজ স্থাপিত হইল, এবং এক্ষণে নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, ছোট বড় নানা বিধ বিদ্যালয় শোভা পাইতেছে, এবং প্রত্যেকেই বহুসংখ্যক বালককে শিক্ষা দান করিতেছে। শিক্ষা প্রণালীরও ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইয়াছে, বঙ্গবাসীরা যত বিদ্যানুরাগী হইতেছেন রাজপুরুষেরাও তত উৎসাহ প্রদান ও ব্যয়ের আনুকূল্য করিতেছেন। কিরূপে উক্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে তাহা এস্থলে বক্তব্য নহে।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজ নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজি চিকিৎসা বিদ্যা-শিক্ষা প্রদায়িনী পাঠশালা স্থাপিত হয়। তাহার উন্নতি হইলে নিরাশ্রয় রোগপ্রপীড়িত ব্যক্তিদিগের আশ্রয় স্বরূপ ফিবর হস্‌পিটল সংস্থাপিত হইল। কিন্তু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিরা ইত্যাদির উৎপত্তি ও বিস্তার জানিতে মৃত মানব দেহ খণ্ড খণ্ড করিতে হয় বলিয়া প্রথমে কেহই উক্ত বিদ্যা শিক্ষার্থী হন নাই, পরে উন্নতমতি ও চিকিৎসা বিদ্যানুরাগী কোন মহোদয় (যাঁহার নাম সকলেই শ্রুত থাকিতে পারেন) শব স্পর্শ ও ছেদন করিলেন। অতীব আবশ্যকীয় এই বিদ্যায় অনুরাগী করিতে মহানুভব রাজপুরুষেরা অস্মদ্দেশীয় যুবকবৃন্দকে প্রথমে কত প্রলোভন ও কত আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন উল্লিখিত মৃত মহাত্মা সেই প্রলোভনে প্রলুব্ধ ও আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতঃ পঠদ্দশায় ছাত্রবৃত্তি ইত্যাদি সমগ্র আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গবাসীদিগের চিকিৎসা

বিদ্যাভ্যাসের পথ উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন সে কারণ কালেজ মধ্যে সাধারণ সমাগম স্থানে এক প্রাচীরে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি (হস্তে একটী নরমুণ্ড ও একখানি ছুরিকা) সংলগ্ন হইয়াছে। এক্ষণে শত শত যুবক চিকিৎসা বিদ্যায় সুনিপুণ হওনাভিলাষে উক্ত কালেজে প্রবেশ করিতেছেন এবং অপরিমিত ব্যয় ক্লেশ ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উক্ত বিদ্যাভ্যাস করিতে প্রাণপণেও যত্নবান আছেন। কিন্তু যখন রাজপুরুষেরা দেখিলেন যে বিনা সাহায্যে এদেশীয় যুবাগন উৎসাহ ও যত্ন সহকারে তথায় প্রবেশ করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন তখন তাঁহারা আপনাদিগের সাহায্য অনাবশ্যকবোধে ক্রমে ক্রমে তাহা হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন।

প্রথম প্রথম যখন বিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইল। অল্প সংখ্যক লোকেই তথায় প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং শিক্ষকদিগের যত্নে স্বল্পকাল মধ্যেই ইংরাজি ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া রাজ সরকারে পরিচর্য্যা প্রাপ্ত হইয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে প্রধান হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইংরাজি ভাষা আলোচনা করিয়া ইংরাজি গ্রন্থ সম্ভূত রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার প্রিয়, ইংরাজগণের সহিত মিশ্রিত ও তাঁহাদিগের যথোচিত উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা অনেক বিধায়ে ইংরাজি মতে চলিতে লাগিলেন। হিন্দু শাস্ত্র-সম্মত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে গেলে শাস্ত্রের কথনানুসারে রীতিনীতি আচার ও ব্যবহারে বদ্ধ থাকিতে হয়, সে অতি দুঃসাধ্য! এবং তদনুযায়ী আচরণ করিলে ইংরাজ মনোনীত হইতে এবং তাঁহাদিগের ভোগ সুখের ভাগী হইতে পারেন না, সুতরাং আত্ম স্বজনের নিকট প্রাকৃত ও রাজপুরুষদিগের নিকট উন্নতি সোপানারোহী হিন্দুর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। শ্রুত আছি হিন্দু কালেজের প্রধান শিক্ষক মহাত্মা উইলসন সাহেবের একটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে কলিকাতার কায়স্থ বংশোদ্ভব কোন মহোদয় তাঁহার ছাত্র বিধায়ে আবদার করত কতিপয় এক পাঠী বয়স্য সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত একত্রে আহার করিয়াছিলেন। শাস্ত্র অনাদরের এই প্রথম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পরে কেহ কেহ হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বন

করিলেন, কেহ কেহ "এক ব্রহ্ম দ্বিতীয়ং নাস্তি" জ্ঞানে বেদান্ত মতে ব্রহ্মধর্ম্ম অনুরাগী হইলেন এবং কেহ কেহ বা সুরাপান ও আহার বিহার দোষ রহিত বলিয়া তদাসক্ত হইতে লাগিলেন।

ইংরাজি ভাষায় সুশিক্ষিত হইলে রাজপুরুষেরা পুরস্কার স্বরূপ বঙ্গবাসিদিগকে রাজ সরকারে কর্ম্ম-ভার অর্পণ করিতে লাগিলেন, তাঁহারাও রাজকার্য্য পরিচালনে দক্ষতা দর্শাইয়া বিপুল অর্থ ও যশোলাভ করিতে লাগিলেন। রাজকীয় ভাষা অনুশীলনে বিশেষ উৎসাহ থাকায় স্বকীয় ভাষা ও শাস্ত্রানুশীলনে আর আবশ্যক বা আস্থা রহিলনা। যাহার প্রতি যত্নের হ্রাস হয়, তাহার প্রতি আদর সমভাবে থাকা সম্ভব নহে, সুতরাং শাস্ত্র আর সমাদর পান না। পূর্ব্বের ন্যায় শাস্ত্রানুরাগী শাস্ত্রধ্যয়নোৎসাহী ও শাস্ত্র পোষক রাজারাই বা কোথায়? তাঁহারাও এক্ষণে সাধারণের ন্যায় মনোবৃত্তি ধারণ করিয়াছেন। যেমন বিজাতীয় ভাষা শিক্ষায় উৎসাহ আসক্তি ও আনুরক্তি দৃষ্ট হইতেছে, স্বজাতীয় শাস্ত্রালোচনায় তাহার শতাংশের একাংশ উৎসাহ দৃষ্ট হয় না, সুতরাং একটী প্রাদুর্ভূত ও অন্য মন্দীভূত হইতেছে। প্রাচীন ও বদ্ধ মূল তরু যেমন সহজে উৎপাটিত হয় না, তদ্রূপ অতি প্রাচীন প্রথা বলিয়া হিন্দু আচার ব্যবহার অদ্যাপিও কথঞ্চিৎ প্রচলিত আছে।

বিজাতীয় ভাষা অভ্যাস, বিজাতীয় গ্রন্থ সম্ভূত রীতি নীতির আদর বর্দ্ধিত ও শাস্ত্র অনুশীলন লুপ্ত হওয়ায় ভারতবাসীদিগের মন ইংরাজপ্রিয় আচার ব্যবহার ও অনুষ্ঠানানুরাগী হইল। যে দেশে যে পরিমাণে উক্ত ভাষায় আলোচনা হইতেছে, সেই দেশে সেই পরিমাণে পরিচম রাজ্য আদরণীয়া সভ্যতা ও আদরণীয় হইতেছে। বাঙ্গলা প্রদেশ এক্ষণে এই সভ্যতা সোপানোরোহী প্রদেশের মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অদ্যাপি সভ্যতার প্রাদুর্ভাব লক্ষ হয় না, যেহেতু সভ্যতার মূল বিদ্যা তথায় সম্যক্রূপে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। বোম্বে মান্দ্রাজ বাঙ্গলার সমকক্ষ হইয়াছেন। বাঙ্গালিদিগের সমন ক্ষেত্রে উক্ত সভ্যতা রূপ বীজ রোপিত হওয়ায় ভাবিসুখ আশা বারি নিরন্তর সিঞ্চিত হইয়া অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইল, এবং বদ্ধ মূল সংস্কার সমূলে উৎপাটিত হইয়া নিক্ষিপ্ত হইল।

অনুরাগ আসক্তি, আলোচনা ও মনোবৃত্তি নবনব ভাব ধারণ করিল, পুরাতন বলিয়া বহুকাল প্রচলিত আচার ব্যবহার ও অনুষ্ঠান প্রণালী হতাদর হইল, শাস্ত্র ও তন্নিবদ্ধ ধর্ম্ম ও দ্বেষভাগী হইলেন। খৃষ্ট ব্রাহ্ম ও স্বেচ্ছা মত ধর্ম্ম ক্রমে হিন্দুধর্ম্ম আসন আক্রমণ করিতে লাগিলেন, এবং কতক গুলিন খৃষ্টান কতকগুলিন ব্রাহ্ম ও কতকগুলিন স্বেচ্ছাচার হইয়া স্ব স্ব মতের প্রাধান্য সংস্থাপন করিতে যত্নবান হইলেন। শাস্ত্রদ্বেষী হইলে মন স্বভাবতই প্রিয়ানুরাগী হয়, সুতরাং যাহার যেটী প্রিয় জ্ঞান হইতে লাগিল, সে সেইমত অবলম্বন করিতে লাগিল, প্রিয়ানুষ্ঠানে প্রতিবন্ধক ও উপস্থিত হয় না। পূর্ব্বে হিন্দুরাজ পুরুষরা ধর্ম্মদ্বেষীর যথোচিত দণ্ড বিধান করিতেন, এক্ষণে তাঁহারা কোথায়? এবং তাঁহাদিগের ক্ষমতাই বা কি! সেই নৃপতিগণে ও প্রজাগণে বিভেদ কি, না হয় অবস্থার কিছু তারতম্য আছে তাহা লক্ষের মধ্যে নহে।

ফলতঃ ইংরাজি বিদ্যার প্রতিপত্তি, রাজপুরুষদিগের উৎসাহ, অর্থের অপরিমিত গৌরব, জীবিকা নির্ব্বাহের নানা প্রকার স্বচ্ছন্দতা, সুখসেব্য দ্রব্যের আধিক্যতা ও প্রিয়ানুরাগিতা একত্রে সংশ্লিষ্ট হইয়া চির প্রচলিত সনাতন ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে এবং বঙ্গবাসিদিগকে আচার ও ধর্ম্ম ভ্রষ্ট করিতেছে। রাজপুরুষেরা আমাদিগকে শাস্ত্রত্যাগী হইতে আদেশ করেন নাই, ধর্ম্মালোচনায় মুসলমান রাজাদিগের ন্যায় কখন বিরোধী হন নাই বরঞ্চ যে কেহ শাস্ত্রসম্মত আচার ব্যবহার করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছেন তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর ও যত্ন করিয়াছেন। আমরা আপনা হইতেই নষ্ট হইয়াছি। আপনাদিগের পদে আপনারাই কুঠার আঘাত করিয়াছি এবং নানা প্রকার উৎসাহ ও ভোগসুখ মদে মত্ত হইয়াছি বলিয়া দারুন আঘাতের দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি। যেমন অর্থকরী বিদ্যা জ্ঞানে রাজকীয় ভাষা শিক্ষা করিতেছি যদ্যপি তৎসঙ্গে শাস্ত্র অনুশীলন করিতাম তাহা হইলে অকারণে শাস্ত্রে দ্বেষ জন্মিত না। শাস্ত্র কি জানিলাম না অথচ তাহাকে অসঙ্গত ও অমূলক বলিয়া স্ব স্ব মত অবলম্বন করিলাম।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

# ধনেশ নন্দিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

গাফর বলিলেন।

" কোন বিশেষ রাজ-কার্য্য উপলক্ষে করিমবকৃসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

অল্পক্ষণ পরেই ঐ ব্যক্তি আসিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিল এবং দুই তিনটী ক্ষুদ্র দ্বার পরিক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে একটী গৃহে লইয়া গিয়া বলিল।

" আপনারা কিঞ্চিৎ কাল এই গৃহে অপেক্ষা করুন করিমবকৃস শীঘ্র আসিতেছেন"।

গৃহটী প্রস্তর-নির্ম্মিত। আলোক প্রবেশের জন্য দুইটী সামান্য গবাক্ষ ছিল। ভিত্তি সমুদয় ধূম বর্ণ অত্যন্ত অপরিষ্কার। দুই খানি সামান্য কাষ্ঠাসন ছিল। তাঁহাদের অধিকক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে হইল না পূর্ব্বদিগের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া খর্ব্বাকৃতি, এক চক্ষু বিহীন, একপদ খঞ্জ, এক ব্যক্তি আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং সচকিত নয়নে চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া আবদুলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল।

" আপনারা কি অভিপ্রায়ে দুর্গে আসিয়াছেন, ত্বরায় বলুন, আমার অধিক বিলম্ব করিবার সাবকাশ নাই"।

গাফর তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন এবং করিমের হস্ত ধারন করিয়া বলিলেন " কেও করিমবকৃস, তুমি গাফরকে চিনিতে পারনা, ত্বরায় তোমার কুশল সংবাদ বল।"

" আবদুল গাফর! তুমিকি সেই গাফর?"।

" তুমি কি সেই করিমবকৃস"।

"হাঁ, তবে এখানে কি অভিপ্রায়ে আসা"।

"আর অধিক জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই, তোমার সদ্ব্যবহারে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার ন্যায় অপকৃষ্ট ব্যক্তিরা যে, চিরপরিচিত বন্ধুর সহিত এপ্রকার আচরণ করিবে তাহার বিচিত্র কি!

"তুমি কি এরূপ প্রত্যাশা কর যে, তোমার ন্যায় ঘৃণিত ব্যক্তিকে আমি পূর্ব্বের ন্যায় সমাদর ও প্রীতি সম্ভাষণ করিব।"

"না—কখনই না, তুমিত সেই ঘর-পোড়া করিমবক্স এখন তুমি বড় লোক হইয়াছ, সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আর তোমার দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয় না, এক্ষণে তুমি গাজিয়াবাদ দুর্গের কর্ত্তৃত্ব ভার পাইয়াছ পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কি এক কালে বিস্মৃত হইলে?"

"দেখ, আমি তোমার অপমান-সূচক বাক্যের যোগ্য নহি, যদি জীবনের আশা কর তবে কিঞ্চিৎ সাবধান হইয়া কার্য্য কর, নতুবা এই মুহূর্ত্তেই তোমার প্রাণ বিনাশ করিব"।

"বল কি? তোমার এত সাহস হইবে?"।

করিমবক্স ভীষণ ভ্রূভঙ্গি প্রদর্শন ও দন্তে দন্ত প্রদান করিয়া বলিলেন।

"কেনই বা না হইবে!"।

"আমার অঙ্গ স্পর্শ করিতেও তোমার সাহস হইবে না, তোমার ন্যায় দশ জন ব্যক্তিকে আমি এক দণ্ডেই শমন সদনে প্রেরণ করিতে পারি"।

করিমবক্স মনে করিয়াছিলেন যে, সামান্য বিভীষিকা দর্শাইয়া গাফরকে দুর্গ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন, কিন্তু প্রাণের আশঙ্কা দেখিয়া আত্মস্বভাব গোপন করিলেন। এবং সহাস্য বদনে বলিলেন।

"গাফর আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর আমি তোমার সহিত রহস্য করিতেছিলাম। আইস আলিঙ্গন করি। বহু দিবসের পর তোমার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া পরম প্রীত হইলাম। তোমার সমভিব্যাহারে যিনি আসিয়াছেন উনি কে?"।

"একজন বন্ধু নাম আবদুলকাদের তোমার সহিত আমার একটী গুড় পরামর্শ আছে।

করিমবক্স আবদুলকাদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।

"মহাশয় আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আমরা কিঞ্চিৎকাল অপর গৃহে গমন করি।"

কিঞ্চিৎ মাত্র আপত্তিনাই।

অন্য গৃহে যাইয়া করিমবক্স বলিলেন।

"গাফর ও তুমি কি অভিপ্রায়ে কি লুব্ধ আশয়ে এদুর্গে আসিয়াছ।"

"বঙ্গদেশে যে অর্থোপার্জ্জন করিয়া ছিলাম, তৎসমুদয়ই প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে, যৎসামান্য বক্রি আছে। লোক পরম্পরায় শুনিলাম তুমি কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনুগ্রহ-ভাজন হইয়া কোন বিশেষ কার্য্য সাধনার্থ এই দুর্গে বাস করিতেছ। যে কার্য্যে নিয়োজিত আছ তাহা বোধ হয় সামান্য কার্য্য নহে, তজ্জন্য আমার ন্যায় দুই চারিজন কৃত-কর্ম্মা লোকের সাহায্য আবশ্যাক হইতে পারে তাহা হইলে আমারও অবস্থা উন্নত হইতে পারে, এবং তোমারও কার্য্য সমাধা হইতে পারে।"

"পারে"

"তবে সাহায্য লওয়া কেন" ?

"সে আমার অভিরুচি।"

"না হইবেই বা কেন।"

"আমি যদি তোমার সহায়তা না লই।"

তাহাতে আমার বিশেষ ক্ষতি নাই। আমার সাহায্য লও, আমাকে দুর্গের কার্য্যে নিযুক্ত কর, আমি ছায়ার ন্যায় সকল কার্য্যে তোমার অনুগামী হইব, এবং প্রাণপণে তোমার ও তোমার প্রভুর হিতসাধনে যত্নবান হইব"।

"আমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা তোমার অত্যন্ত অন্যায় আমি যে কার্য্যেই

এদুর্গে নিযুক্ত থাকিনা কেন উপযাচক হইয়া তাহার অনুসন্ধান করা নিতান্ত অবিধেয়”।

“তোমার সে বিষয়ে কষ্ট পাইতে হইবে না, সুহৃদ বিবেচনা করিয়া আমাকে বিশ্বাস কর আমি প্রাণান্তেও কখন বিশ্বাসঘাতক হইব না। বিশ্বাস না কর যে প্রকারে পারি তোমার অনিষ্ট চেষ্টা করিব যাহাতে তোমার ক্ষতি হয়, এই উচ্চপদ হইতে যাহাতে তোমার অধঃপতন হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইব। তুমি আমার স্বভাব বিলক্ষণ জান, যে কার্য্যে একবার প্রবৃত্ত হই কখনই তাহাতে পরাঙ্মুখ হই না, আমার সহিত বিবাদ করিয়া এ দুর্গে সুখে বাস করিবে। কখন মনে করিও না।”

“তোমার যে প্রকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিতেছি, তাহাতে তুমি কখনই এ কার্য্য হইতে বিরত হইবেনা। যাহা হউক আইস একেত্রে প্রভুর কার্য্যে প্রবৃত্ত হই”। যদি একান্তই আমার সহিত মিলিত হইলে তবে তোমার অত্যন্ত সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। উদ্ধত স্বভাব ত্যাগ করিতে হইবে। যেখানে যেমন সেখানে সেই প্রকার করিতে হইবে। সংব্যক্তির সহিত সৎ ব্যবহার ও অসতের সহিত অসৎ ব্যবহার করিতে হইবে ; ধার্ম্মিকের নিকট ধর্ম্মাচরণ ও পাপাত্মার সহিত পাপাচরণ করিতে হইবে সর্ব্বদা আত্মগোপন করিতে হইবে প্রতারণা মিথ্যা কথন অন্যায়াচরণ অঙ্গের ভূষণ করিতে হইবে। প্রাণান্তেও কাহাকে বিশ্বাস করিবে না ; প্রভুকে জগদী-শ্বরের ন্যায় শ্রদ্ধাও ভক্তি করিবে এবং আমিরণনিসাকে জ্বলন্ত অনল-বোধে পরিত্যাগ করিবে প্রাণান্তেও তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবে না ”।

“যে সকল উপদেশ প্রদান করিলে তৎসমুদয়ই অনায়াস সাধ্য ”।

এই কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে অপর গৃহে চীৎকার ধ্বনি হইল। করিমকক্কু দুর্গস্থ সকলেরই স্বর জানিতেন। চীৎকার শব্দ শ্রবণ মাত্র “হায় ! কি সর্ব্বনাশ হইল, যাহা ভাবিলাম তাহাই হইল” বলিয়া দ্রুত বেগে যে গৃহে এইপ্রকার কাতর-শব্দ হইতেছিল তদভিমুখে গমন করিলেন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

# হক্ কথা।

প্রথম কোপ।

এডেড্ স্কুল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আজ কাল এক জনেরই মন যুগিয়ে উঠা বিষম ব্যাপার হয়ে পড়েছে। পায়-ধরা গোলাম হয়েও মন পাওয়া ভার। খোসামোদের একটু ক্রটী হলেই প্রমাদ, রাগভরে মুখ বেঁকিয়ে বস্লেন, দেখে আত্মাপুরুষ শুকিয়ে যায়। এক জনেই এই, তাতে আবার দশজন মনিবের মন রাখা যে কি কঠিন কায তা বল্তে গেলে গা শিউরে উঠে। কথায় কথায় কৈফিয়াৎ তলব, সুখে পথ চলা দায়, দোধার লোকের কাছে দুসন্ধ্যা হিসেব দিতে যেতে হয়। আমার ভাগ্নেকে এক কেলাশ উঠিয়ে দেওয়া হয় নি কেন? সকলেই বলে সে ভাল ছেলে, তবে একজামিনে দুই একটা বলতে পারে নি—হাওয়ার গতি—বলে তার প্রমোসন বন্ধ হয়েছে, কিন্তু বোসেদের গাবু—অদ্ভুত জানোয়ার বল্লেও হয় বাছার যেমন আকাঁড়া শরীর তেম্নি বুদ্ধিটীও আঁকুড়ে পাওয়া ভার এমন ফরমাশে বোকার যোড়া মেলা ভার—বড় মানুষের ছেলে বলে প্রাইজ পেলে এ বিচার বুঝি হেড্ মাষ্টার করেছেন্?। স্কুলে বুঝি কসামাজা হয় না? হরে ত কড়া গণ্ডা ডাক কিছুই বল্তে পারে না, নাম্তাও ঘুষতে পারে না। সকলে বলে আমার শালিপোর গ্রামারে কিছুই বোধ নাই, শুনেছি গ্রামারটা বিদ্যার গোড়া, তবে তার প্রতি বিশেষ যত্ন করা হয় না যে?। আমাদের ভূতো বাড়ী এসে কোথা যায়, একদণ্ড বই নিয়ে বসে না, স্কুলে যাই বলে রোজ বেরয়, শুন্লাম স্কুলে যায় না, কেতাব কেন্বার নাম করে মধ্যে মধ্যে টাকাও লয়, কেতাবও দেখ্তে পাইনে সেতাবও দেখ্তে পাইনে, ব্যাপারটা কি—জিজ্ঞাসা কর্লে বলে মাষ্টার নূতন বই ধরিয়েছেন, তাঁর কাছে দাম আছে, আমরা দোকানদার মানুষ, ইংরিজী ফিংরিজী বুঝিনে বাবু—ছেলেটার ভাব সাব ভাল বুঝ্ছিনে তা এবিষয়ে কি আপনারা খবরদারী করেন না?। আমার দাদার জামাইয়ের সঙ্গে ওপাড়ার মেজ হালদারের ছেলে রোজ ঝগড়া করে, ঘর জামাই বলে, ভাই ভাই ঠ্যাকে বলে, বড়মাষ্টারকে বল্লে তিনি শুনেও শুনেন না, কেন

আমরা কি মাইনে দিইনে না চাঁদা দিইনে? দাদা বাড়ী আসুন, এর একখানা বিলি ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের কিশুরে বলে মাষ্টার কাল সাড়ে এগারটার সময় স্কুলে গিয়েছিলেন, এত দেরী হয় কেন? সকাল সকাল গেলেই ত হয়। ইত্যাকার প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে, মাষ্টারের পোর পেটের পিলে চমকে উঠে ও তালু শুষ্ক হয়ে পড়ে। হয় ত কোন অগ্নিশর্ম্মা বদ্‌রাগী দাদাঠাকুর রাগভরে বলে ফ্যালেন এমন হলে আমার ছেলেকে ছাড়ইয়ে লব। ছেলেকে স্কুলে দিয়ে যেন মাষ্টারের মাতা কিনে রেখেচেন, ছেলে মাষ্টারের পরকালের কায করবে আর কি। ছেলে লেখা পড়া শিখতে পারে না, মাষ্টার পণ্ডিতের দোষ। মাষ্টার যেন চোরদায় ধরা পড়েছে। এদিকে ছেলে যে ঘোর ইয়ার, একটী আস্ত "মা" নিরেট—তা জানেন না। মনে করেন্ যেন স্কুলে গেলেই বিদ্যা হয়। তবে যে না হয় সে কেবল মাষ্টার পণ্ডিতের দোষ। ছেলের হেয়ালি না থাকলে মাষ্টার পণ্ডিত কি করবে, মন্ত্রের চোটে মাগীর মার খেলের মত বিদ্যা লাগিয়ে দিতে ত পারে না। সত্য, বনের পাখি ধরে লোক রাধাকৃষ্ণ পড়ায়, কথা কইতে শেখায়, কাকও বনের পাখি বটে, তা হয় না কেন? সব জানেন, তবে ধরা পড়তে সানাইদারই পড়ে থাকে। মাষ্টার পণ্ডিত ত বিদ্যা গিলিয়ে দিতে পারে না। ছেলে পুলেকে লেখা পড়া শেখাতে হলে, পিতা মাতা অবিভাবকগণের বিশেষ যত্ন চাই, আপনাদের দেখতে শুনতে হয়, পরের উপর নির্ভর করলে চলে না। যাঁরা সঙ্গতিপন্ন লোক, অনায়াসে দশটাকা ব্যয় করতে পারেন, ছেলেদের জন্য বাড়ীতেও মাষ্টার পণ্ডিত রুজু করে দেন। সে কেবল মনকে চোক ঠেরে বড় মানুষী চাল দেখান মাত্র। বড় মানুষের ছেলের গাড়ী ঘোড়া ঘড়ী প্রভৃতি এলবার্ব পোষাক আবশ্যক, আরদালী, বেহারা, জমাদার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, মাষ্টার পণ্ডিত আখুঞ্জী না থাকলে ত মানায় না, এই জন্য অধিকাংশ লোক ছেলের সক্ বজায় রাখ-বার নিমিত্ত বাড়ীতে মাষ্টার পণ্ডিত রেখে দেন। কিন্তু কাযে কিছুই নয়, ছেলেরা স্কুল থেকে এলেন, দিব্বি করে আহারটি ঠুসলেন, আর পান চিবুতে চিবুতে সাজঘরে ঢুকে টেরী বাগান হতে লাগলো, বাবার উঠনো করা

ডিস্‌পেন্‌সরীতে মিল্ক অব রোজ (Milk of Rose) আন্‌তে চিটি করা হলো—তার পর সোণার স্পিপর বোতাম লাগানো জামা জোড়া পরে, মন্‌টিথের বাড়ীর জেপান বার্নিষ জুতো পায় দিয়ে বেরুলেন্। পাঠ অভ্যাস কর্‌বে কি অনেক "পাটে" হাজ্‌রে দিতে হয়। মাষ্টার পণ্ডিত মাইনের চাকর, একবার এলো, পোড়োর সঙ্গে ভাসুর ভাদ্দর বৌ সম্পর্কা, সাতদিন ভাঁড়িয়ে একদিন দেখা হওয়া ভার, চৌকীদারের হাজ্‌রে দেওয়ার মত রোজ সইকোরে যে যার আড্ডা খুঁজে নিলে। অবিভাবকগণের এসব দেখা উচিত। তাঁহাদেরও দোষ দিতে পারা যায় না. তাঁরাই বা কি কর্‌বেন? কার অসাধ যে ছেলে উত্তম লেখা পড়া শেখে. শিষ্ট শান্ত নম্র ও সচ্চরিত্র হয়ে দশের প্রিয় হয়? এখনকার ছেলে বাবুরা বাপ মা গুরু জনকে মানা দূরে থাকুক, ড্যাগ, ফুল, ষ্টুপিড্ বলে সম্বোধন করে থাকেন। কিন্তু ক দিন? বুড়ো মোলেই সব ভির্‌কুটি ভেঙে যাবে, দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদ্‌বে, তখন ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধর্‌তে গেলেও ফল হবে না। বাবাজীরা শুনে রাখুন, এ বেদ বাক্য লঙ্ঘন হবার নয়।

এডেড্-স্কুলের মাষ্টারী করা অপেক্ষা মুষ্টি ভিক্ষা করে দিনপাত করা সেও বরং ভাল। ছেলেরা বাড়ীতে দৌরাত্ম্য কর্‌লে মাষ্টার পণ্ডিত নাচার, বেচারা গাল খেয়ে মরে। মেয়েরাও বলে থাকেন, "সে পোড়ার মুখো মাষ্টার কেমন? শাসন কর্‌তে পারে না?" পূর্ব্বেই বলিছি এ কাযের মান সর্ব্বত্র সমান। রাশভারী ও উরির মধ্যে একটু গরম গোছের মাষ্টার হলে ত কথাই নাই, গো-ব্যাচারী—সাত চড়ে রা নাই—হলেও ছেলের কাছে নিস্তার পাওয়া ভার। সুখ্যাত করবার সময় "ব্যাটা বড় ভাল মানুষ্," "এ ব্যাটা পড়ায় ভাল," এইরূপ বিশেষণ বাক্যে যশ ব্যাখ্যা করে থাকে। মধ্যে মধ্যে উপর অঙ্কও হয়, বোধ করি তা অনেকেই জানেন। উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে, আজ্ কাল ছেলেরা সমস্ত দিন রাত ইয়ারকী মেরে বেড়ান আর লেখা পড়ার কথা হলেই মাষ্টার পণ্ডিতের দোষ দিয়ে সারেন। এমন ছেলে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না যে মাষ্টার পণ্ডিতের সুখ্যাত করে। কলেজ, হাইস্কুল সকল স্থানেই এক ডাক। এ কালের কারচুবী তার কিছু

মাত্র সংশয় নাই, দেখে শুনে অনেকেই, সোর্ছেন—আমারও তাই—কথায় বলে " লাভ লোক্সান জেনে শুনে চাস ছেড়েছে সোণার বেণে"।

এখনকার ছেলে পুলে আঁতুড ঘরেই ইয়ারের এম, এ, হয়ে পড়ে। সকলের সঙ্গে খোলা খুলি, বাচ বিচার নাই। একে বাপ তায় বয়সে বড়, এই ভেবেই বুঝি তাঁর সঙ্গে ও কাযটা হয় না, মনে মনে সাধটা বটে, তা হলে অনেক ঝন্ঝট্ মিটে যায়, স্কুলে যেতে হয় না, কিন্তু যোও ছাড়ে না, ফুরসুত পেলে, বোড়ে টেপা গোছ, দু এক চাল্ চাল্তে পেচ পা হয় না অনেক দেখ্তে পাওয়া যায়। এতে আবার যে মাষ্টার পণ্ডিতের সঙ্গে ইয়ারকী দেবে তার বিচিত্র কি! বাপ মার পেড়া পিড়িতে " বেঁধে মারে সয় ভাল" রকমে যে কয় ঘণ্টা স্কুলে থাকে তার অধিকাংশ কাল প্রায় ইয়ারকীতেই কেটে যায়। কালের গতি, যখন যেমন তখন তেমন, মাষ্টার পণ্ডিতও ঐ গোড়ে গোড় দিয়েছেন। না দিয়েই বা করেন্ কি? ছেলেরা ছাড়ে কৈ? ইয়ারকী দুই প্রকার, এক কথায় আর এক কাযে। ছেলে বাবুরা সুধু কথায় ইয়ারকী দিয়া ক্ষান্ত নন, তাহাতে আয়েস হয় না, অনেক স্থলে কাযেও পরিণত করে তুলেছেন্। আমরা এস্থলে তার নজির দর্শাইতে চাইনে, অনেকেই জানেন।

পৃথিবীতে ভক্তিই মূল বস্তু—মুক্তির সোপান—ভক্তির অভাবে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। ঔষধে ভক্তি না থাক্লে ডিস্পেন্সরী পেটে পুর্লেও রোগের প্রতিকার হওয়া দুর্ল্লভ। ঈশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তি না থাক্লে চরমে পরম পদ লাভ করা কঠিন, মাষ্টার পণ্ডিতের প্রতি ভক্তি না থাক্লে স্কুলে যাওয়ার ফল দূরে থাকুক অন্য রকম এসে পড়ে। মাষ্টারের প্রতি ভক্তিও চাই, তাঁহাদিগকে ভয়ও কর্তে হয়—তবে বাঘ ভালুকের মত নয়—যে দেখ্লেই দাঁত কবাটী যাবে। কলির ছেলে নির্ভয় শরীর, এঁদের হাতে মাষ্টার পণ্ডিতের আজকাল যে দুর্দ্দশা হচ্ছে তার ইয়ত্তা করা যায় না। পণ্ডিত মহাশয়রা ভয়ে আর টিকা রাখেন না, ছেলেরা যোরে নাড়া দেয়, আর মধ্যে মধ্যে বোতল্ বেঁধে দিয়ে রং দেখে। সহরে অনেক টিকীকাটা ছেলে আছে, আমার " দাদার" যশ দেশ জুড়ে। মাষ্টারেরও

রেয়াৎ নাই, চেয়ারে আল্‌পিন গুঁজে রেখে ছট্‌ফটানী ধরিয়ে দেয়, পাকে প্রকারে গায়ে আল্‌কাৎরা মাখিয়ে দিয়ে সং সাজাতেও ছাড়ে না। আমরা শুনেছি সহরের কোন বিদ্যালয়ে এক জন মাষ্টার ভারী কাল, রংটী পাকা আবলুসের উপর বার্নিশ, "কোল-নাইন" ঝক্ মেরে যায়, বিশ ঘায়েও রং টশকায় না। আফিংএ যে তাঁর একটু মৌতাত ছিল, এস্থলে বলা আবশ্যক। তাঁকে নাকাল দেবার জন্য এক দিন সব ছেলে একজোট হয়েছে, টিফিনের সময়, মাষ্টার বেরিয়ে গেছে, ছেলেরা ইত্যবসরে দিব্বি কোরে চেয়ারে আলকাৎরা মাখিয়ে চারি দিক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। স্কুল বসবার ঘণ্টা বাজ্‌লেই মাষ্টার পণ্ডিত তাড়াতাড়ী আপন আপন কেলাসে আসে. হেড্ মাষ্টার ভারী খোপিশ। আফিং-খোর মানুষ, তাতে আবার বিলক্ষণ কোরে ছিলিম দুই ভস্ম করেছেন, চোক্ ঝিমিয়ে এসেছ, এদিক্ উদিক্ না দেখে বসে পড়েছেন, ছেলেরা কার্য্য সিদ্ধ দেখে আপন আপন স্থানে গিয়া বস্‌লো। কিঞ্চিৎ পরে হেড্‌মাষ্টার রোঁদে বেরিয়ে কেলাসে এলেন—বড় বড় স্কুলে হেড্‌মাষ্টারের প্রায় পড়াতে হয় না, মাইনের বিলে সই, আর ইস্তাহার পরোয়ানা জারী কোরে, ছেলেদের মোকদ্দমা মাম্‌লায় দিন কাবার কোরে দেন— মাষ্টার তাড়াতাড়ী উঠে দাঁড়ালেন, চাদর লেগে গেছে দেখে অবাক, মুখে বাক্ সরে না, ফ্যাল্‌ফ্যাল্ কোরে চেয়ে রইলেন, কি সর্ব্বনাশ! ভূত সাজিয়ে দিয়েছে! এ রং দেখে কার না হাসি পায়? হেড্ মাষ্টার কিছু বিচক্ষণ ও রাশভারী লোক, মনের ভাব গোপন রেখে কৃত্রিম কোপ অবলম্বন কোরে কোস্‌তে লাগ্‌লেন, ছেলেরা সব এককাট্টা, কেউ ফোটে না, তখন তাঁর রাগটী প্রকৃত প্রস্তাবে পেকে উঠেছে, বেত ধর্‌লেন, মার্‌বেন, ছেলেরা থরহরি কম্প, চোটে এইরূপ প্রহার হতে লাগলো, কে কোরেছে কিছুতেই বলে না। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বালক মার্ খেয়ে বস্‌লো, পঞ্চমের পিঠে এক ঘা পড়্‌তে বল্লে মশাই মার্‌বেন না, আমি বল্‌ছি, ও আলকাৎরা নয় "মাষ্টার মহাশয় ঘেমেছেন"। হেড্ মাষ্টার ত মুখে রুমাল দিয়া পালান। ইনি লজ্জায় অধোবদন, স্কুলময় হাঁসিরব গর্‌রা উঠে

গেল। ছেলেদের এ ইয়ারকী, মাষ্টার পণ্ডিত গুরুলোক, এই সব তাদের গুরুভক্তির পরিচয়।

খাটুনীর ওর নাই, যশও নাই, ভাল বল্‌তে পার্‌লে ছেলের গুণ, (Very intelligent lad) কিন্তু দুই একটা ঠেক্‌লে মাষ্টার কুচ্ কাম্ কা নেই। সমস্ত দিন খেটে মর, বোকে বোকে মুখে ফেকো পোড়ে যাক, রক্ত উঠুক, যক্ষ্মা এসে ধরুক, কিছুতেই সুখ্যাতি নাই। নষ্ট চন্দ্রের কলঙ্ক দেশ জুড়ে। কলেজ, হাইস্কুলের মাষ্টার পণ্ডিতের অনেক বিশ্রাম আছে, গবর্ণমেণ্টের খোদকস্তের চাকর, অনেক আরামও আছে। কিন্তু এডেড্ স্কুলে তার যো নাই। হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম, উদয় অস্ত খাট্‌লেও শেষ হয় না। কলেজে তেরটা কেলাস, উনিশ জন মাষ্টার, গবর্ণমেণ্টের টাকার মা বাপ নাই, কিন্তু সামেন্‌দে এক পাই যাবার যো কি? এম্‌নি আঁটা আঁটি। যার বাইরে আঁট্ তার ভেতর আল্‌গা—বজ্র আঁটুনী ফস্‌কা গেরো—আমারদের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তার প্রধান উপমার স্থল। কলেজ হাইস্কুলে অগুণ্‌তি মাষ্টার পণ্ডিত, অনেককে প্রায় বোসে থেকে মাইনে নিয়ে যেতে হয়, এডেড্ স্কুলের টাকা কম, বিদ্যালয়ে যত গুলি শ্রেণী থাকে, তত শিক্ষক থাকে না, সুতরাং একলা তিন চারি কেলাস পড়াতে হয়। পাস ফির্‌তে ফুর্‌সুত নাই, এরূপ খাটুনী তাতে আবার অগুণ্‌তি মনিব, প্রাণ ওষ্ঠাগত। সদা সশঙ্কিত, পাছে দেবতারা ছল পান। কোন্ ছলে কে আস্‌বেন ভাব্‌তে ভাব্‌তে পেটে গুলমো জন্মে যায়। সম্পাদক মেম্বারগণের বাড়ীর চাকর বাকরকে ভয় কোরে চল্‌তে হয়, কখন কি বিপদ ঘটে।

এডেড্ স্কুলের মাষ্টারীতে বড় আঁটা আঁটী নাই, মাষ্টার হলেই হোলো। কালেজ, হাইস্কুলে প্রায় মেকী চলে না, বড় আঁটুনী, বিএ এমের ভাগ বেশী, আইবুড়োর কল্‌কে পাওয় ভার। পূর্ব্বেই বলেছি এর অবারিত দ্বার, সম্পাদক খুড়ো হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, যা মনে করেন তাই কর্‌তে পারেন। বাঙ্গালী ভায়ারা ভারী খোশামোদের বশ, এডেড্ স্কুলের মাষ্টারী করতে হলে, একাযে বিশেষ প্রফিসিয়েন্‌সী চাই, তা নৈলে প্রায় ঘটে না। মেম্বর মহাশয়দের খোশামোদ বারামোদ করে একবার ঢুকুতে পার্‌লে

অটুট্ চাকৃরী। এখানকার মাষ্টার পণ্ডিত প্রায় ম্যানেজারদিগের আপনার লোক, সুতরাং যেমন তেমন হউক না কেন কোন কথাই নাই। কথায় বলে " ভগ্নিপোত মুচ্ছুদ্দি হলে শালা আগে ক্যাশিয়ার হয়," এ নজিরে অনেকে এডেড্ স্কুলের মাষ্টারী পদ পেয়েছেন দেখা যায়। এদিগে ভাল বটে, কিন্তু খোশামোদ কর্‌তে কর্‌তে প্রাণ যায়। সাড়ে বার পণ " যে আজ্ঞা" কোঁচোড়ে কোরে সম্পাদক মেম্বারের বাড়ী ঢুকুতে হয়, আর বাপ মাকে অন্তর্জ্জলে ফেলেও দুসন্ধ্যা হাজ্‌রে দিয়ে, হাই তুল্লে তুড়ী ও জল উঁচু নিচু বোলে মন জোগাতে হয়। সম্পাদকের বাপের শ্রাদ্ধে, মেম্বারের মেয়ের বিয়েতে, হাট বাজার কোর্‌তে হয় আর সপরিবারে খেটে দিতেও হয়, নৈলে রুটী মারা যাবে, এ রূপ অনেক স্থলে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এই কোরে আমাদের কেবলা মাষ্টার অনেক হিড়িক কাটিয়ে উঠেছে। বাবাজীর অন্য কোন গুণই নাই কিন্তু খোশামোদে ভারী পটু। এই জোরেই এত দিন টেঁকে আছে।

মাষ্টারী কায সকল কাযের আদর্শ, দেওয়ানি, ফৌজদারী হাকিমি কর্‌তে হয়। দুটো ছেলে একত্রে জুট্‌লে চুপ্ কোরে থাক্‌বার নয়, মুসলমানেরা এই জন্যে দুটোকে এক যায়গায় গোর দেয় না, পাছে উঠে ঝগ্‌ড়া করে। যেখানে কতক গুলি ছেলে একত্রে থাকে সেই স্থানই নারদের আকড়া-বাড়ী, ঝগড়া বিবাদ লেগেই আছে, মাষ্টার পণ্ডিতকে দুদিক বজায় রেখে বিচার কর্‌তে হয়, নৈলে প্রমাদ। ভয়ে যদি সুমুখে কিছু না বল্‌তে পারে, রাস্তায় ঝাড়ন মন্ত্রে ঝাড়্‌তে ঝাড়্‌তে যায়, বাড়ীর গিন্নিরাও ছেড়ে কথা কন না, এবং কর্ত্তা মহাশয়দিগের নিকট জবাব দাখিল করতে হয়। এ বিষম ব্যাপার, এগুলেও নির্ব্বংশের ব্যাটা পেছুলেও নির্ব্বংশের ব্যাটা, সেই জন্যে পূর্ব্বেই বলেছি এমন ঝক্‌মারির কায আর দুটী নাই।

এইতো চাকরীর সুখ, একে বেশ্যার ভাত তাতে আবার আশ চাল, বেতন প্রায় কুড়ি, অল্প লোকই ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পারে, ডাইনে আন্‌তে বাঁয়ে কুলায় না। তাতে আবার মাস মাস পাওয়া দায়, কিস্তিবন্দি কোরে

হাল বকেয়া টান্‌তে হয় এবং কখন কখন বা সবস্ক্রিপ্‌সন খাতে খরচ লিখায়ে সম্পাদক মেম্বারগণকে ঋণ মুক্ত করতে হয়। অনেকানেক এডেড্ স্কুলে মাইনের বিষয় ভারী গোলযোগ, কুড়ি পেয়ে ত্রিশের রসীদ দিতে হয়, পঞ্চাশ লিখিয়ে লয় কিন্তু দেবার সময় নগদ ত্রিশ টাকা দশ টাকা খাতায়, আর দশ টাকা "এখন আমরা দিতে পার্‌বো না" বোলে রোক শোদ।

মাষ্টারী কাযটা বড় হেজী পেজী নয়, নামটা বড়, উচ্চ পদ বলে স্বীকার কোর্‌তে হবে। অনেকের ভাল মন্দের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও দেশের উন্নতি এর হাতে, কিন্তু যে কারণে "গুরুমহাশয়ের" নামটী লোক সমাজে ঘৃণিত হয়ে পড়েছে, কতক গুলো নিরেট মূর্খ কেবলা মাষ্টার পণ্ডিতের গুণে এ নামটাও সেই অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। আজ্‌কাল্ মাষ্টার বল্লেই যেন বদ-মাইস ডান্‌পিটে বুঝায়। বাস্তবিক তাই বটে, ডান্‌পিটে হলেই লোকে যেন মাষ্টার উপাধি আগে দিয়ে রেখেছে, এসব ঐ মহাত্মাদিগের গুণপ্রভাবে তার অণুমাত্র সংশয় নাই। এইরূপ মাষ্টার পণ্ডিতের হাতে ছেলে পুলেকে সমর্পণ করলে ভরতি হবা মাত্রেই বিদ্যার ভুষণ্ডী হয়ে বেরবে তার বিচিত্র কি! মনুষ্য মাত্রেই অনুচিকীর্ষা পরতন্ত্র, সুকুমারমতি বালক বৃন্দ যা দেখে তাই শেখে, মাষ্টার পণ্ডিতের কাছে অধিকাংশ সময় থাকৃতে হয় সুতরাং তাহাদের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার প্রায় অনুকরণ কোরে থাকে। মাষ্টার পণ্ডিতের স্বভাব চরিত্র ভাল হলে ছেলেদেরও তদনুরূপ হয়ে থাকে কিন্তু বদমাইসের জাশুদের হাতে পড়্‌লে যেমন গুরু তেম্‌নি চ্যালা হয়ে পড়ে তা সকলেই বিলক্ষণ অবগত আছেন। যখন মাস্টারের হাতে দেশের উন্নতি, উপযুক্ত লোক নৈলে সেই গুরু ভার কে বহন করিবে? কেবলার কায নয়—ছাগলের সাধ্য কিবা-যব মাড়িবারে।

মাষ্টারী কায গোঁজায় মেলে না, এতে বিদ্যা চাই, পেটে কিছু না থাকৃলে একায নির্ব্বাহ করা কঠিন, সুদু চালাকীতে চলে না। অনেক পড়া শুনার আবশ্যক, "মাছী মারা" কপিয়িং ক্লার্ক নয় যে যা দেখ্‌লাম্ তাই লিখে দিয়ে খালস্। ছেলে পড়াতে হলে মাষ্টার পণ্ডিতের উচিত, বিদ্যা-

লয়ে যা পড়াবেন বাড়ীতে সেটী দেখে আসা। পচা আদার ঝাল ভারী, কেবলা মাষ্টারের অভিমান পেট পোর, পাছে ছেলের কাছে মান যায়, কিন্তু (There are ups and downs in life) কেউ কেউ অল্প দিন বাঁচে, কেউ অধিক দিন বাঁচে, পড়িয়ে মানের গোড়ায় ছাই দিচ্ছেন তা জানেন না। এডেড্ স্কুলে এরূপ কেবলা মাষ্টার অনেক। বাবাজীদের বিদ্যা বুদ্ধি প্রায় "লীলাবতীর নদের চাঁদের মত," কাঁচা পাকায় বিলক্ষণ পটু, পরবে সরবে "মামার বাড়ী" যেতেও ছাড়েন না। রাগও তেম্‌নি, বদ্দিনাথের এঁড়ের মত দক্ষিণ পা তুলে মধ্যে মধ্যে ছেলেদের আশীর্ব্বাদ কর্‌তেও দেখা গিয়াছে। নিতান্ত খোশামোদের বশ হয়ে এরূপ মাষ্টার পণ্ডিতের হাতে অধ্যাপনা কার্য্য সমর্পণ করা নিতান্ত গর্হিত কায কেনা স্বীকার কর্‌বেন? এতে বিদ্যালয় দেশ ও বিদ্যার দুর্ণাম মাত্র।

চেষ্টা কর্‌লে এ কাযে যে রূপ উন্নতি করা যায় প্রায় অন্য কাযে সেরূপ হয় না। কিন্তু অনেকে ত্রিশ শালের বন্যের বছর মাষ্টারী আরম্ভ করেছে, উন্নতি ত কিছু দেখতে পাইনে তবে ক্রমে ক্রমে নম্বরে বাড়্‌ছে। এক্স্‌পিরিএন্সও হ্যাণ্ডে হলেই ক্রমে প্রমোসন পায়, একের পদ হতে এখন চতুষ্পদে দাঁড়িয়েছেন কিন্তু হেড্ মাষ্টার না বল্লে ভারী অভিমান।

বিদ্যালয়ের কার্য্য সম্পাদন যাঁদের হাতে, তাঁদের দেখে শুনে মাষ্টার পণ্ডিত নিযুক্ত করা উচিত, খোশামোদের বশ হয়ে বা সুপারিশের অনুরোধে যাকে তাকে মাষ্টারী কার্য্যে নিযুক্ত করিলে সমাজের উন্নতি বর্দ্ধন করা হয় না, বরং তাতে সমূহ অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। যখন এ অনিষ্টের মূল নিবারণ কর্‌বার উপায় আছে, তখন তার চেষ্টা না করা নিতান্ত যুক্তি ও ন্যায় নিরুদ্ধ কায। ছেলে পুলে লেখা পড়া শিখ্লে যে সচ্চরিত্র হবে, শিষ্ট শান্ত ধীর প্রকৃতি হয়ে দশের প্রিয় হবে, কৃতবিদ্য হয়ে দেশের উন্নতি সাধন কর্‌বে, এই জন্যেই স্কুল, তার বিপরীত ফল হলে যত শীঘ্র স্কুল উঠে যায় ততই দেশের মঙ্গল। উঠে যাবার জন্যে কিছু বিদ্যালয় স্থাপন হয় নি, তবে তার উন্নতির পক্ষে একান্ত যত্ন পাওয়া সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইতি প্রথম কোপাধ্যায়ে এডেড্ স্কুল পর্ব্ব সমাপ্ত॥

# হালিসহর পত্রিকা।

(মাসিক পত্রিকা।)

১ম খণ্ড। সন ১২৭৮, মাহ শ্রাবণ। ৪ সংখ্যা

## হিন্দু-পরিবার।

আমারা যতই উন্নতির পথে পদার্পণ করিতেছি, ততই ভ্রাতৃ ভাব আমাদের অন্তঃকরণ-মধ্যে বদ্ধ-মূল হইতেছে। পূর্ব্বে আত্মীয় বা প্রতিবাসীগণের প্রতি কি কি কর্ত্তব্য তাহাই অন্তরে জাগরূক ছিল—সকল কর্ত্তব্য, আত্মীয়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত। কিন্তু ইংরাজদিগের অনুগ্রহে, এতদ্দেশে বিদ্যার জ্যোতিঃ পুনরুদ্দীপন হওয়াতে, সেভাব ক্রমে তিরোহিত হইতেছে। এখন প্রতীয়মান হইতেছে, যেমন আত্মীয় জনের প্রতি কয়েকটী কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে, আপামর সাধারণের প্রতিও সেই প্রকার কর্ত্তব্য নিরূপিত আছে। পূর্ব্বে দেশ-হিতকর কার্য্যে, প্রায় কাহাকেই ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যাইত না, এখন স্বদেশ উন্নতি সাধন ব্রতে অনেককেই ব্রতী দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে ইহা কাহার

মনে উদয় হইত না যে, সাধারণের নিমিত্ত বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি সংস্থাপন পক্ষে সকলেরই সহায়তা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এখন সে সংকীর্ণ ভাব তিরোহিত হইতেছে। প্রাচীনদিগের মধ্যে কোন কোন স্থলে অদ্যাপিও পূর্ব্বকার ভাব নয়ন-গোচর হইয়া থাকে। কোন গ্রামে বিদ্যালয় সংস্থাপন হইলে, তাঁহাদিগকে তাহার উন্নতি-সাধন জন্য প্রয়াস পাইতে দেখা যায় না। যাহাদের বিদ্যালয়ের সহিত আপন আপন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, তাঁহারাই তাহার উন্নতি পক্ষে যত্নবান হয়েন। যাঁহাদের পুত্র সকল সেই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন না করে, তাঁহারা স্পষ্টই কহিয়া থাকেন যে, অন্যান্য বালকগণের শিক্ষার জন্য কেন তাঁহারা অর্থব্যয় করিবেন? কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে, নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই ভাব প্রায় লক্ষিত হয় না। বিদ্যার প্রভাবে, তাঁহাদের অন্তঃকরণ উদারতায় পূর্ণ রহিয়াছে। এখন কেবল নিজগ্রাম নহে, পৃথিবীর দূর দেশপর্য্যন্ত তাঁহাদের উদারতা বিস্তীর্ণ হইয়াছে। সমুদ্রের অপর পারে গিয়াও, তাঁহারা বিজাতীয়গণের উপকার সাধনে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন।

এই পরিবর্ত্তনটী অতি সন্তোষকর সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে একটী বিরূপ ভাব নয়নগোচর হওয়াতে আমাদের ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। আমারা একদিকে অপরের উপকার করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি, আবার অপরদিকে আত্মীয় জনগণের প্রতি শৈথিল্য ভাব দর্শাইতেছি। পরিজনগণের প্রতি কর্ত্তব্য ও অপরের উপকার এতদুভয়ই সামঞ্জস্য ভাবে সংসাধন করা কর্ত্তব্য। একের অবজ্ঞা করিয়া অপরের প্রতি যত্ন প্রকাশ করা বিধেয় নহে। পরিজনগণের প্রতি যাহা

যাহা কর্ত্তব্য, সেই সমুদায় উপেক্ষা করিয়া, সমুদ্র পারস্থিত ব্যক্তিগণের সহিত সৌহার্দ্দ বর্দ্ধন করা কি উচিত? একান্নভুক্ত পরিজনগণের সহিত একত্রে বাস অবৈধ বিবেচনা করিয়া কি বিজাতীয়দিগের সহিত "কোলাকুলি" করা যুক্তিসঙ্গত? আমাদের নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে, তাঁহারা আত্মীয় জনগণের এবং এমন কি, পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য সকল উপেক্ষা করিয়া, দেশ হিতৈষিতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। সংসার মধ্যে নানা প্রকার কষ্ট হউক না কেন, নিজ সম্মান বৃদ্ধির জন্য অথবা ইংরাজদিগের প্রিয়পাত্র হইবার নিমিত্ত তাঁহারা দেশ হিতকর কার্য্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। দেশ-হিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, বাহিরে তাঁহারা যতদুরপর্য্যন্ত উদারতা প্রকাশ করুন না কেন, পরিজনগণের প্রতি যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহা সমাধা করিতে না পারিলে আমারা কোন মতেই তাঁহাদিগকে সভ্য পদবীতে স্থান দান করিতে পারি না। তাঁহাদের মধ্যে বিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছে বলিয়াই, হিন্দু পরিবার দুঃখের নিলয় হইয়া উঠিয়াছে। পুরাকালের ন্যায় স্বজনগণের প্রতি ভক্তি বা স্নেহের অভাব হইয়াছে বলিয়াই, হিন্দু পরিবার মধ্যে অসূয়া প্রবেশ করিয়াছে। ভরত ও লক্ষ্মণ ভ্রাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, এবং অর্জ্জুনও তাঁহার ভ্রাতাগণ কি পর্য্যন্তই না যুধিষ্ঠিরের অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহাদের ভাব একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে ইহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, আত্মীয় জনগণ-সহ সদ্ভাবে অবস্থিতি অপেক্ষা সংসার মধ্যে সুখের অবস্থা আর নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে,

এমন বিশুদ্ধ ভাব ক্রমে তিরোহিত হইতেছে। ভ্রাতা ভগ্নীর বিষয় দূরে থাকুক, পিতা মাতার প্রতি ঔদাসীন্য লক্ষিত হইতেছে। এবম্প্রকার ভাব কিপ্রকারে আবির্ভাব হইল, এবং এত উন্নতির মধ্য হইতে কি প্রকারে অবনতির চিহ্ন প্রকাশ পাইল, তাহা এক বার আলোচনা করা আবশ্যক হইতেছে।

হিন্দু সমাজের বন্ধন শিথিল হওয়াই যে এই অবনতির কারণ, তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বাল্যকাল হইতে বিজাতীয় ভাষায় শিক্ষা লাভ জন্য হিন্দু সমাজের প্রতি যুবকবৃন্দের তাদৃশ অনুরাগ দেখা যায় না। ইংরাজ গণের আচার ব্যবহার অনুকরণ করিতেই সকলে আগ্রহ প্রকাশ করে। কি কুক্ষণেই ইংরাজগণ দাম্পত্য প্রণয়ের লক্ষণ সকল ভারতবর্ষবাসীগণের অন্তঃকরণে উদিত করিয়া দিলেন যে, তাহার প্রভাবে হিন্দু পরিবার ছার খার হইয়া উঠিল। "বাইবেলে" লিখিত আছে,— "তুমি পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া, স্ত্রীর সহিত এক কলেবর হইয়া থাকিবে," এই উপদেশ, ইউরোপ খণ্ডে অনেক অনিষ্ট সাধন করিয়াছে ও করিতেছে। এবং ইহার প্রভাব ভারতবর্ষেও প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যেমন ইংরাজগণ রমণীদিগকে উপাস্য দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন, এবং তাহাদের মনস্তুষ্টি সাধনই জীবনের সার উদ্দেশ্য বিবেচনা করেন, আমাদের নব্যদল মধ্যে সেই ভাব শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশ করিতেছে। কর্ত্তব্যের প্রতি, কাহারো বিশেষ অনুরাগ দেখা যায় না। পার্থিব সার সুখই তাহাদের পক্ষে সার সুখ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী প্রভৃতির প্রতি তাঁহারা কতদূর পর্য্যন্ত ঋণী আছেন, এবং তাঁহাদের প্রতি

কি কি কর্ত্তব্য সাধন করা উচিত, আসার সুখের চাকচিক্য, সে সমুদায় আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। কতদূর পর্য্যন্ত স্ত্রীগণের সম্মান রক্ষা করা উচিত তাহা দেখাইবার জন্য, কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি ইংরাজদিগের দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া থাকেন, এবং তাহা অনুকরণ করিতেও অনুরোধ করেন। তাঁহারা কহেন যে, ইংরাজ জাতির মধ্যে অবলাগণের বিশেষ সম্মান আছে বলিয়া, স্বাধীনতা তাহাদের পক্ষে মঙ্গলের হেতু বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যে সমাজে তাহারা গমন করে, সেই সমাজেই তাহারা সমাদর প্রাপ্ত হয়, এবং কেহ তাহাদিগকে পাপনয়নে দৃষ্টিপাত করে না। আমারা এসকল অভিপ্রায় অনুমোদন করিতে পারি না, যেহেতু ইহার বিপরীতই আমাদের নয়নগোচর হইয়া থাকে। রমণীগণের উচিত মত সম্মান রক্ষা করা যে বিধেয়, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু ইংরাজগণের ন্যায় ইঁহাদের অতিরিক্ত সমাদর করা যে অনিষ্টকর তাহার সন্দেহ নাই। এই অতিরিক্ত সমাদরের জন্যই স্ত্রীগণ সংসার মধ্যে সর্ব্বেশ্বরী হইয়াছে—তাহারা যাহা পরামর্শ দিবে তাহাই শ্রবণ যোগ্য, যাহা করিবে তাহাই অনুমোদনীয়। সর্ব্বদাই তাহাদের মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে হইবে, তাহাদের যাহা যাহা আবশ্যক সে সমুদায়ের আয়োজন না হইলে, আর কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। তাহাদের মন না যোগাইয়া, বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য করিবারও সাধ্য নাই। অবলার মন তুষ্ট করিতে গিয়াত ইউরোপিয়ানগণ অপদার্থ হইয়া পড়িতেছেন, অন্যান্য কর্ত্তব্যে তাঁহাদের শিথিল ভাব লক্ষিত হইতেছে। সভ্যতম ইউরোপখণ্ড সৌখিনতার আকর হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি-

দিন নূতন নূতন পরিচ্ছদ ও সৌখিন দ্রব্যের আবির্ভাব হই-তেছে। অবলাগণ যাহা যাহা নুতন দেখিতেছেন, তাহাই লইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। পুরুষগণের ব্যয়াসাধ্য হইলেও সেই সমুদায়ের আয়োজন করিতে হইতেছে। বাঙ্-নিষ্পত্তি করেন এমন সাধ্য কি? প্রণয়িনীর অভিলাষ পূর্ণ করি-তে যখন সমুদায় অর্থ ব্যয়িত হইল, তখন আর আত্মীয় জন-গণের ও স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য কি মনে থাকে? বোধ হয় এই জন্যই পিতা মাতা বা অন্যান্য আত্মীয় জনগণের প্রতি, ইউ-রোপিয়ানদিগকে যথোচিত সম্মান করিতে দেখা যায় না, এবং এই জন্যই তাহাঁদের প্রতি কর্ত্তব্যের শৈথিল্য হইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় ইহাই পিতাকে পুত্র হইতে এবং ভ্রাতাকে ভ্রাতা হইতে পৃথক করিয়াছে, এবং এই নিমিত্তই রমণী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বরূপা হইয়াছেন। এই সমুদায় দেখিয়া আজ কাল কত কতই ইউরোপিয়ান সহসা পরিণয় করিতে সাহস করিতেছে না। রমণীর অভিলাষ পূর্ণ করা অনেকের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ি-য়াছে। অবলার প্রতি অধিক সমাদরেরও এই ফল। অবৈধ স্বাধীনতা আবার ইহার উপর অধিক ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে, রমণীগণও ইচ্ছামত যাহার তাহার সঙ্গে বায়ু সেবন করি-তেছে, এবং বড় বড় ঘরের ঘরণী আজকাল সুচিক্কণ বস্ত্র পরি-ধান করত, নাট্যাভিনয় দর্শনচ্ছলে অঙ্গের সৌন্দর্য্য দেখাইতেছে, এবং অভিনয়দর্শকগণ আনন্দের সহিত তাহাদের রূপলাবণ্য দর্শন করিতেছে। যদি এবম্প্রকারে স্ত্রীগণের সম্মান রক্ষা হয় তাহা হইলে, আমাদের অবলাগণ, হতাদরে কালক্ষেপ করিবে ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়।

কিন্তু সময়ের গতিরোধ করা ক্রমে কঠিন হইয়া উঠিতেছে। পাশ্চাত্য উন্নতি-রবির কণামাত্র রশ্মি বিকীর্ণ হওয়াতে আমারা বিদগ্ধ হইতেছি, তাহার সম্পূর্ণ তেজ আবির্ভাব হইলে যে আমাদের সমাজ ছার খার হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। রমণীর পরামর্শ এখন অকার্য্য বলিয়া অনেকের প্রতীয়মান হইতেছে। রমণীর যাহাতে সুখ হয়, সেই ইচ্ছাই অনেকের অন্তঃকরণে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। রমণী কহিলেন যে, তাঁহার আর অন্যান্য পরিজনগণ সহ একত্রে বাস সুখ কর হইতেছে না, অমনি পুরুষ প্রবল স্বতন্ত্রভাব অবলম্বন করিলেন; ভ্রাতা বা অপর আত্মীয়ের সহিত পৃথক হইলেন। ভর্ত্তার সোহাগিনী হইয়া, পরম সুখে কাল যাপন করেন, ইহাই এখন রমণীগণের অভিপ্রায় হইয়াছে। স্বামীর উপার্জ্জিত ধন, অন্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সম্ভোগ করে, ইহা তাঁহাদের ইচ্ছা নাই। স্বামীর যাহাতে পুণ্য সঞ্চয় হয় এবং সমাজের মধ্যে সম্মান বৃদ্ধি হয় এরূপ ইচ্ছা প্রাচীনা রমণীগণের মধ্যে প্রতীয়মান হইত। তাঁহারা আপনাদের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া স্বামীর উপকার সংসাধিত করিতেন। আমারা এরূপ শুনিতে পাই যে কোন দেবতা পূজার বা অপর শুভ অনুষ্ঠানে, অকুলান হইলে, তাঁহারা অঙ্গের অলঙ্কার বিক্রয় করিয়াও সেই শুভ কার্য্য সমাধা পক্ষে যত্নবতী হইতেন। এখন এবম্প্রকার উদারতা দূরে থাক্, রমণীগণ চতুরতা প্রকাশ পূর্ব্বক স্বামীর নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে, এবং স্বামী অপমানিতই হউক বা সমূহ ক্লেশই পান, তাহাদের যাহা যাহা আবশ্যক তাহার আয়োজন করিয়া দিতে হইবেই হইবে, দুঃখের বিষয় এই যে এবম্প্রকার দৃষ্টান্তও বিরল

নহে। আজ কাল রমণীগণকে স্বার্থপরতা অধিক পরিমাণে অধিকার করাতে, সংসার মধ্যে বিশৃঙ্খল ভাব দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই—এঅবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য। সংসার মধ্যে সর্ব্বদা কলহ ও মনোমালিন্যের লক্ষণ দেখিয়া, কেহ কেহ ইংরাজদিগের ন্যায় পৃথক ভাবে থাকিতে পরামর্শ দেন। এবং অনেকে ইহা যুক্তি যুক্ত বিবেচনা করেন। কিন্তু কয়েক জন স্বামী সোহাগে স্ফীতা অবলার স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত যে, পরিজনগণ সহ সুখকর সহবাস রহিত হইবে ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। এবং পুরুষগণকেও ধিক যে, তাঁহারা রমণীর বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া, আত্ম বিচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হইতেছেন। আমাদের এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, বাটীর কর্ত্রী ঠাকুরাণী কর্ত্তৃক কুলবধূগণ সর্ব্বদাই তিরস্কৃতা হউন্, এবং অতীব হতাদরে কালযাপন করুন্। এবং প্রাচীনা রমণীগণ ও কিছু সাধারণতঃ এরূপ ব্যবহার করেন না। যাহাতে সকলের সুখ বর্দ্ধন হয়, তৎপক্ষে প্রয়াস পাওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু যদি যুবকবৃন্দের আন্তরিক ভাবের বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে, স্বতন্ত্র কথা। তাঁহারা যদি পরিজনগণকে তাঁহাদের সুখের অন্তরায় বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আর আমাদের বাক্যে কি ফল দর্শিতে পারে? তাহা হইলে আর অবলাগণ কে বৃথা কেন দোষারোপ করা? তাঁহারা যদি আপন আপন কর্ত্তব্য অবহেলা করেন, তাহা হইলে আর আমারা কি করিতে পারি? যদি আন্তরিক ভাব শিথিল হইয়া থাকে, তাহা হইলে, মৌখিক সৌহার্দ্দ রক্ষা করিবার প্রয়োজন কি। তাহা অপেক্ষা, স্পষ্টরূপে পার্থক্য ভাব অবলম্বন করা বিধেয়।

আমরা উপায়ান্তর বিরহেই এরূপ কহিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু যদি ক্রমে ক্রমে একান্নভুক্ত পরিবার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে, সমাজের পক্ষে, একটী বিশেষ ভারগ্রহণ করা অতীব আবশ্যক হইয়া উঠিতেছে। সকলে আপন আপন স্ত্রীকে লইয়া পৃথক্ ভাবে অবস্থিতি করিলে, পিতা মাতা, বা উপায়হীন ও অকর্ম্মণ্য আত্মীয়গণকে যাহাতে দ্বার দ্বার ভিক্ষা করিতে না হয়, এরূপ বিধান করা উচিত। এরূপ বিসদৃশ ঘটনা যেন আমাদের নয়নগোচর করিতে না হয়। যাহাতে সকলে আপন আপন উপায়হীন আত্মীয় জনগণের ভরণ পোষণে বাধ্য হন, এরূপ কোন উপায় উদ্ভাবন করা উচিত।

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, এক পরিবার মধ্যে অনেকে অবস্থিতি করাতে, উন্নতির ব্যাঘাৎ জন্মিয়া থাকে, এবং আলস্যের উৎসাহ প্রদান করা হয়। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, কয়েক জন ভ্রাতা একত্রে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে, কেহ কেহ বিলক্ষণ কর্ম্মক্ষম হইয়াও, অপর অপর ভ্রাতার উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়া, আমোদ প্রমোদে জীবন যাপন করিতেছেন। এরূপ ঘটনা অতি শোচনীয় এবং অনিষ্ট-জনক সন্দেহ নাই। কিন্তু, ইহার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। কোন ভ্রাতা মুর্খ হইলে, এরূপ বিরূপ ঘটনা লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু তজ্জন্য কি সেই ভ্রাতাকে পৃথক্ করিয়া দেওয়া বিধেয়? আমাদের সমাজের এরূপ অবস্থায় কখনই তাহা শোভা পাইবেনা। আমি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া, ধন উপার্জ্জন করত মনের সুখে সময় অতিবাহিত করিব। আর আমার ভ্রাতা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া, উদর পূর্ত্তি করিবে, ইহা কখনই আমার সহ্য হইতে পারে না। এবং ভিক্ষা ব্যতিত আর উপায়ান্তরই বা কি?

আমার ভ্রাতা কিছু সামান্য “চাপরাশীর” কর্ম্ম করিতে পারিবে না, অথবা কোন হীনবৃত্তি অবলম্বন করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব, ভিন্ন-ভাবে অবস্থিতি, ইংরাজদিগের পক্ষে কোন কোন অংশে শুভ ফল প্রদান করিয়াছে বলিয়া, আমাদের পক্ষে তাহা সম্ভাবিত হইতে পারে না। ইউরোপীয় সমাজে, যাহার যাহা ইচ্ছা, সে সেই ব্যবসা ও কার্য্য অবলম্বন করিতে পারে। হিন্দু-সমাজে, সেরূপ হইতে পারে না। যখন সমাজ পরিবর্ত্তন হইবে, যখন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, সূত্রধর কর্ম্মকার ও কৃষিজীবী প্রভৃতির কর্ম্ম করিতে অপমানবোধ করিবে না, তখন মূর্খ ভ্রাতার পক্ষে, তাহার স্ত্রী পুত্রাদির প্রতিপালন ভারবোধ হইবে না। তখন সে ইচ্ছামত কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে সঙ্কুচিত হইবে না। এবং সেই অবস্থা হইতে উৎকর্ষতা লাভ করিয়া, পরমসুখে কালাতিপাত করিতেও সক্ষম হইবে। তখন ভ্রাতাকে বাটীতে বসাইয়া, তাহার সকল অভাব পূর্ণ-করা, অবশ্যই অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইবে॥

---

## প্রভাত।

হোলো নিশা অবসান।
শাখী-পরে পাখী সব, করে সুমধুর রব,
মুগ্ধ হয় তাহে মন প্রাণ॥

হয় হেন অনুমান।
হেরে বিশ্ব সমুদয়, হইয়া উৎসব ময়,
করে যেন বিভুগুণ গান॥

পড়ে নিশির শিশির।
স্বভাব তিমির সনে, ছিল নিরানন্দ মনে,
দিবা হেরে ফেলে প্রেমনীর ॥

পদ্ম নিহারের ভরে।
হইয়াছে নত মুখ, যেন পেয়ে মহাসুখ,
পরমেশে প্রণিপাত করে।

অলি বসিয়া কমলে।
ছাড়ে গুণ গুণ তান, হয় যেন অনুমান,
বিভুগুণ গায় কুতুহলে ॥

বহে মলয়া পবন।
শন্ শন্ শব্দ হয়, ভাবুকের মনে লয়,
করে যেন বিভুরে স্তবন ॥

তৃণে পড়েছে শিশির।
অনুপম দীপ্তি তার, যেন চারু মুক্তাহার,
শোভে অঙ্গ প্রকৃতি সতীর ॥

রবি দিয়া দরশন।
পাইল অপার সুখ, হইল সহাস্য মুখ,
প্রকৃতিরে করি বিলোকন ॥

ধরা হাসিল অমনি।
হরিৎ বসন পরা, রূপ কিবা মনোহরা,
কিছার তাহার কাছে রূপসী রমণী ॥

তাহে বিবিধ ভূষণ।
চারু ফুল নানা জাতি, কেমন প্রকাশে ভাতি,
শোভা তার চমৎকার না হয় বর্ণন ॥

কত বহে কল্লোলিনী।
কিবা তার স্বচ্ছ জল, রবি-করে সমুজ্জ্বল,
মেখলা পরেছে যেন, প্রকৃতি ভামিনী॥

কিবা চারু সরোবর।
বিমল কমল তার, দীপ্তিপায় চমৎকার,
দৃশ্যমাত্র ভাবুকের মোহিত অন্তর॥

জল করে ঢল ঢল।
এখনো মানবগণ, করে নাই আগমন,
তাই বুঝি শুনিনাকো শব্দ কল কল॥

মীন খেলিয়া বেড়ায়।
বড়শী লইয়া করে, এখনো নিষ্ঠুর নরে,
বধিতে তাহার প্রাণ আসেনি তথায়॥

আহা! বনের কি শোভা।
নানা জাতি তরু চয়, হেরে মন তৃপ্ত হয়,
স্বাভাবিক ভাব তার সর্ব্ব-মন-লোভা॥

তাহা বর্ণিব কি আর।
সারি সারি তরুচয়, ফল ধরে মধুময়,
ফুল সব পরিমল করয়ে বিস্তার॥

মন জাগ এ সময়।
আলস্য শয্যায় থাকা বিহিত না হয়॥
বায়ু সাঁই সাঁই করে, বিভু বলে তান ধরে,
কলরবচ্ছলে পাখী বিভুগুণ গায়।
সামগান গেয়ে মন, জুড়াও আমায়॥

কত রবে অচেতন।
উদাসীন ভাব নহে বিহিত এখন ॥
জাগিয়াছে জীব চয়, ভূলোক পুলকময়,
তুমিও প্রমোদ-পূর্ণ হও এ সময়।
বিভুর বিমল ভাবে, পুরাও হৃদয় ॥

কত মহিমা তাঁহার।
দেখ দেখি মন-মাঝে করিয়া বিচার ॥
কার আজ্ঞা শিরে ধরি, অংশুমালী নভোপরি,
কিরণ বিস্তার করি, প্রকাশে ভুবন।
কোন দিন নিয়মের না হয় লঙ্ঘন ॥

শুনি কাহার বচন।
সুনিয়মে গ্রহগণ করে বিচরণ?
অবলম্ব কিছু নাই, শূন্যে ভ্রমে সর্ব্বদাই,
কাহার সহিত কারো না হয় মিলন।
মরি মরি বিভুর কি আশ্চর্য্য সৃজন ॥

বল কাহার আজ্ঞায়।
স্বভাব করিছে কার্য্য কিঙ্করীর প্রায় ॥
জল দেয় মেঘচয়, গন্ধদেয় ফুল চয়,
ধরণী প্রসূতী হয়ে শস্য করে দান।
অনায়াসে হয় তাহে জীবিকা বিধান ॥

বল কাহার কৃপায়।
মহানন্দে বিহরিছ সুখের ধরায়?
কে করিল দেহ দান, বুদ্ধি দিল, দিল প্রাণ,
বিচিত্র বিনোদ বিশ্ব কাহার সৃজন?
একবার স্থির হয়ে ভাব দেখি মন?

পেয়ে পবিত্র সময়।
বিফলে সময় ব্যয় উচিত না হয়॥
বিভুনামে ধর তান, কর তাঁর গুণ গান।
মধুর নামের গুণে হবে মধুময়।
কখন হবেনা শুষ্ক তোমার হৃদয়॥

আঁখি করিয়া বিস্তার।
একবার দেখ দেখি, মানস আমার॥
ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণ, হয়ে বিচলিত মন,
স্রোতস্বতী অভিমুখে করিছে গমন।
করিবারে মনসাধে, দেবতা অর্চ্চন॥

শুন কল কল রব।
কালী, দুর্গা, জগদীশ কহিতেছে সব॥
নাম কিবা সুমধুর, সব ক্ষুধা হয় দূর,
পাপতাপ সমুদয় কিছুই না রয়।
রসনা সরস হয় সুতৃপ্ত হৃদয়॥

শুন সুমধুর ধ্বনী।
দেবালয়ে ঘণ্টারব হইছে অমনি॥
একে সুমধুর স্বর, তাহে শব্দ 'মহেশ্বর,'
উভয়ে মিলিয়া করে মানস মোহিত।
চল মন, সেই স্থলে পাবে তথা প্রীত॥

দীপ্তিময় হইল সকল।
অন্তর কি হইবে না কখন উজ্জ্বল?
মনাকাশে জ্ঞান রবি, প্রকাশ করিয়া ছবি,
বিদূরিত করিবেক অজ্ঞান আঁধার।
এমন সুখের দিন, হবে নাকি আর?

যাবে না কি কভু ঘুমঘোর?
অন্তর জগতে কভু, হবে না কি ভোর?
করিতেছি প্রণিপাত, করুণা বিতর তাত,
হও নাথ হৃদয়ে উদয়।
হউক অজ্ঞান তম এখনি বিলয়॥

---

## রণজিত সিংহের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত।

শিক সম্রাট মহারাজা রণজিৎ সিংহ যিনি রণ কৌশলে ও বুদ্ধিবলে এবং অন্যান্য অলৌকিক গুণে পঞ্জাব ও তন্নিকটস্থ প্রদেশ সমূহের এক ছত্র-ধারী হইয়াছিলেন ও যাঁহার প্রতিপত্তি ও কীর্ত্তিকলাপ অদ্যাপি ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তিনি ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মহানগর লাহোরের উত্তরাংশে গুজরণ্ওয়ালা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। যে দিবস তিনি জন্মগ্রহণ করেন সেই দিবস পঞ্জাবে ভয়ানক ভূমিকম্প হয় এবং তত্রস্থ মোগল নৃপতি জাহাঙ্গিরের সমাধি মন্দিরের চূড়া ভঙ্গ হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিল। এই আকস্মিক ব্যাপারে নবকুমারটির ভাবী মহত্বের বিষয়ে শিক জাতির মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছিল। কিয়দ্দিবসান্তে গুরু অঙ্গদ নামক এক জন সাধু রণজিতের সুলক্ষণাক্রান্ত মূর্ত্তিদর্শন করিয়া সর্ব্ব সমক্ষ্যে ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে এই শিশু এতদ্দেশের অধিপতি হইবেন। এতচ্ছ্রবণে তাঁহার পিতা মহাসিংহ সীমাশূন্য পুলক প্রাপ্ত হইলেন এবং শিকেরা তাঁহাকে অতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন ও তাঁহার জীবনের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন। মহাসিংহ যিনি এক জন শিকসর্দ্দার ও সৈনিক পুরুষ ছিলেন, তিনি আপন তনয়ের বিদ্যোপার্জ্জন বিষয়ে বিধি-বৈধ রূপে যত্ন করিলেন কিন্তু পুত্রের মন অন্যদিকে ধাবিত হইত। সুতরাং পিতার মনোবাঞ্ছা তদ্বিষয়ে পরিপূর্ণ হইল না কিন্তু তজ্জন্য তিনি একমাত্র

লক্ষণযুক্ত পুত্রকে ভর্ৎসনা করিতেন না। তদনন্তর মহাসিংহ অনেক সম্পত্তি রাখিয়া ১৭৯২ খৃঃ শকে লোকান্তরে গমন করিলে রণজিৎ সিংহের অপ্রাপ্ত বয়সপ্রযুক্ত তাঁহার পৈত্রিক বিষয়াদির কর্ত্তৃত্ব ভার তাঁহার মাতা ও তাঁহার পিতার প্রধান কর্ম্মচারির প্রতি অর্পিত হয়। তাঁহার পিতৃবিয়োগের কিয়ৎকাল পরে অর্থাৎ তাঁহার দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে তিনি ভয়ানক বসন্ত রোগাক্রান্ত হওয়ায় সকলেই তাঁহার জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। জগদীশ্বরের অনুকম্পায় যদিও তিনি সে যাত্রায় প্রাণ পাইলেন কিন্তু ঐ পীড়ায় তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হইল। এই দুর্ঘটনায় রণজিতের মাতা ও শিকেরা যে রূপ মনোদুঃখ প্রাপ্ত হইল তাহা অনির্ব্বচনীয়। ঈশ্বরের কার্য্য ইহা মনুষ্যের ক্ষমতাতীত, এতন্নিমিত্তে ধৈর্য্য হইয়া বালকটির অপর বিঘ্ন না হয় ঈশ্বর সমীপে অহর্নিশি এই কামনা করিতে লাগিলেন এদিকে রণজিৎ সিংহ তাঁহার আত্ম বিষয়ে সাধুবাণী, পরম্পরা শুনিয়া বিদ্যাভ্যাসে ঔদাস্য করিয়া, ব্যায়াম, শস্ত্রবিদ্যা অশ্বারোহণ ও মৃগয়াকার্য্যে বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং সাংগ্রামিক বার্ত্তাশ্রবণে ও সংগ্রাম দর্শনে কৌতুহলাক্রান্ত হইতে লাগিলেন ; পরে সপ্তদশবর্ষ বয়ক্রমে দুর্ব্বল প্রতিবাসীদিগের অধিকার আক্রমণ করিয়া স্বীয় উচ্চাভিলাষ ও রণ নৈপুণ্যের প্রথম পরিচয় প্রদান করিলেন। এবম্প্রকারে উত্তরোত্তর তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইলে কাবুলাধিপতির অধীনে প্রধান সেনা-পতির পদে নিযুক্ত হইলেন। কাবুলাধিপতি তাঁহার রণপাণ্ডিত্যে পরি-তুষ্ট হইয়া পুরস্কারস্বরূপ ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে লাহোর প্রদেশ তাঁহাকে দান করিলেন। তদবধি তিনি সতত বিষয় বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন এবং ঐ অভীষ্ট সাধনে বল, কল, কৌশল এবং ছল প্রয়োগ করিতে ক্রটি করেন নাই। যখন রণজিৎ ঊনবিংশ বর্ষ বয় প্রাপ্ত হইলেন তখন তাঁহার অধিকার সুবিস্তার হইয়া ইংরাজ রাজপুরুষদিগের রাজ্যের সন্নিকটস্থ হইয়াছিল। উভয় অধিকারের এইরূপ নৈকট্য হওয়াতে শিক ও ইংরাজ-দিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত না হয় তজ্জন্য পরস্পরে এই মর্ম্মে সন্ধি স্থাপন করিলেন যে শিক প্রধান রণজিৎ সিংহ ইংরাজদিগের সহিত কখন

বৈরিভাব প্রকাশ করিবেন না বরং আপদকালে বন্ধুর ন্যায় আচরণ করিবেন ও শতদ্রু নদীর তীরে তাঁহার প্রয়োজনাধিক সৈন্য ও শিবীর স্থাপন করিবেন না এবং ইংরাজেরাও শিক প্রধানের প্রতি তদ্ব্যবহার করিবেন এই স্বীকার করিলেন। ইহা সত্য যে রণজিৎ সিংহ আপন ইষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত ন্যায়াতীত অনেক কার্য্য করিতেন কিন্তু ইংরাজদিগের সহিত যে সন্ধি নিবন্ধন করেন কখন তাহার বিপরীতাচরণ করেন নাই বরং যাবজ্জীবন তাঁহাদিগের অনেক বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন। এই সংঘটনের অনতিকাল বিলম্বে রণজিৎ—প্রথমে গুজরাট তৎপশ্চাৎ মূলতান পরিশেষে কাশ্মীর ও পেশোয়ারে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিলেন। শেষোক্ত দেশ অর্থাৎ পেসোর অধিকার করণ সংক্রান্ত এই প্রবাদ আছে যে যখন পেসোর সংগ্রামে তাঁহার দক্ষিণ বাহু স্বরূপ প্রধান সেনানী হরি সিংহ হত হয় এবং সেনারা ভগ্নোদ্যম হইয়া সমর জয়ের আশা পরিত্যাগ করে তখন তিনি কতকগুলি রণ নিপুণ সেনা লইয়া স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রা করিয়া আটক নদী-তটে উপস্থিত হইলেন কিন্তু নদীর পারের তরী বা সেতু অদর্শনে সেনা ও সেনাপতিরা চিন্তাকুল হইয়া রণজিৎকে সম্বোধন করিয়া কহিল "রাজন্ সাম্নে আটক কেস্তারে পার হোয়েঙ্গে" তাহাতে রণজিৎ কহিলেন "কেয়া পরোয়া যেস্কা মনমে আটক ওসিকা আটক হামরা সাৎ আও" এই উৎসাহ বাক্য প্রয়োগ করিয়া আপনি তুরগারোহণে জলে পতিত হইলে সৈন্যেরা তাঁহার অনুকরণ করিল। অনন্তর ঈশ্বরেচ্ছায় সকলেই নিরাপদে অপর পারে উত্তীর্ণ হইবা মাত্রেই বিপক্ষেরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ণ পরায়ণ হইল। তখন পেসোর রাজ্য ও তৎসঙ্গে ভুবন বিখ্যাত মহারত্ন কহিণুর মণি যাহা অধুনা ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া আপন মুকুটে ধারণ করিয়াছেন উভয়ই জয়লব্ধ হইল। এবম্প্রকারে তাঁহার রাজ্য বিস্তার ও অন্যান্য বিভবের আধিক্য হইলে ১৮১৭ খৃঃ অব্দে তিনি রাজাধিরাজ উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর রণজিৎ স্বীয় রাজ্যে সুশাসন স্থাপন, রাজ্য রক্ষা হেতু দুর্গাদি নির্ম্মাণ ও অন্যান্য প্রজা সুখকর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন এবং সেনাগণের মধ্যে নিয়ম ও শৃঙ্খল বদ্ধ

করণ জন্য বিলাতবাসী " এলার্ড." " বেন্টুরা," ও " কোর্ট" নামক কয়েক জন প্রসিদ্ধ রণদক্ষ সেনাপতিকে আপন রাজধানীতে আনয়ন করিয়া তাঁহাদের হস্তে সমুদায় সেনা অর্পণ করিলেন। শিক সেনারা ঐ রণ পণ্ডিত ইউরোপীয়দিগের উপদেশ বলে রণ নৈপুণ্য প্রাপ্ত হইল। এই সেনাদিগের সমর দক্ষতার প্রমাণ ১৮৪৬ ও ৪৯ খৃঃ শকে ইংরাজ ও শিকদের সহিত যে তুমুল সংগ্রাম হয় সেই সংগ্রামের বৃত্তান্ত পাঠকগণ ইতিহাস পাঠে প্রাপ্ত হইয়াছেন। রণজিৎ শেষাবস্থায় অনিয়মিত আহার ও অতিরিক্ত পানে মগ্ন হওয়াতে দিন দিন তাঁহার দৈহিক শক্তির এরূপ হ্রাস হইতে লাগিল যে যষ্ঠি অবলম্বন না করিয়া পদ চালনা দূরে থাকুক্ দণ্ডায়মান্ হইতে পারিতেন না, পরিশেষে আপন রাজ্য মন্ত্রীকে অর্পণ করিয়া এক না-বালক পুত্র ও বিধবা ভার্য্যা রাখিয়া ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। ঐ নাবালক পুত্র যাঁহার নাম রাজা দলিপ্ সিংহ তিনি রাজ্য-ভ্রষ্ট ও ধর্ম্মচ্যুত হইয়া দেশান্তরে অবস্থিতি করিতেছেন এবং তাঁহার ভার্য্যার নাম রাণী চন্দ্রা যাঁহার দোষে শিক রাজ্য উচ্ছিন্ন হয় এবং যিনি বিজাতীয় ক্লেশ ও অপমান ভোগ করিয়া অত্যল্প কাল হইল তনুত্যাগ করিয়াছেন।

যদিও রণজিৎ শাস্ত্র বিজ্ঞান বর্জ্জিত ছিলেন তথাচ রাজ কার্য্যাদি তিনি একজন বহুদর্শী রাজনীতিজ্ঞ মনুষ্যের ন্যায় সম্পন্ন করিতেন। ধর্ম্ম ও দানের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। সিক ধর্ম্মাধ্যক্ষ গুরু মহাশয়েরা প্রত্যহ প্রাতে ও সায়াহ্নে তাঁহার সন্নিধানে " গ্রন্থ " ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করিতেন এবং তিনি দিনের মধ্যে সকল কর্ম্ম হইতে অবসর হইয়া চারি ঘটিকা কাল ইস্টদেব উপাসনায় অতি বাহিত করিতেন। তাঁহার দূরদর্শিতা চমৎকার ছিল। শিকেরা কহেন যে তিনি যাহা বলিতেন প্রায়ই তাহা সিদ্ধ হইত। একদা জনৈক ইংরাজ তাঁহার সম্মুখে ভারতবর্ষের-মানচিত্র দেখিতে ছিল রণজিৎ ঐ মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে " ইয়ে নক্সামে যে বহুৎ লাল জিগা মালুম হোতা হায় এস্কা মানে কেয়া " সাহেব কহিলেন এসব্ ইংরেজ

লোককো মুলুক” তাহাতে রণজিৎ বলিলেন “ আখের সব লাল হোযাগা ” পাঠকগণ বিবেচনা করুন যে শিকরাজের এই ভবিষ্যৎ বাণী প্রকৃত বাক্সিদ্ধ মহাপুরুষের তুল্য কি না? অপর রণজিতের ন্যায় প্রজাপ্রিয় নৃপতি পুরাবৃত্ত পাঠে প্রায় দৃষ্ট হয় না। তাঁহার লোকান্তর গমনে প্রজারা এমন শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিল যে তাহারা ২ দিবসাবধি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিল লাহোরের লোকেরা তাঁহাকে অবতার জ্ঞান করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে শিক জাতির গৌরব-সূর্য্যের অস্ত হইল।

রণজিৎ সিংহের মৃত্যুকালীন নিম্নলিখিত স্থান তাঁহার অধিকার ভুক্ত ছিল।—

পঞ্জাব, কাশ্মীর, লেডক, খয়রাবাদ, আকোনা, পেসোর, ডেরাগাজিখাঁ, এবং ডেরাইস্মেল খাঁ। পশ্চাল্লিখিত স্থানীয় রাজারা তাঁহাকে কর প্রদান করিত টঙ্ক ও সাগর, এতদ্ভিন্ন শতদ্রু নদীর পূর্ব্বপারে তাঁহার ৪৫ খানা তালুকে অংশ ছিল।

| | | | |
|---|---|---|---|
| তাঁহার বার্ষিক আয় | ... ... | ২,৫৮০৯.৫০০ | টাকা |
| সেনার সংখ্যা | ... ... ... | ৮৭৮১৪ | |

---

## কাল মাহাত্ম্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

যদি আদ্যোপান্ত মর্ম্ম অবগত হইয়া যুক্তি দ্বারা শাস্ত্রের মীমাংসা করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতাম তাহা হইলে কেহ আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করিতেন না। আক্ষেপের বিষয় এই যে তাহা কেহ করিলেন না চলিত ব্যবহার দেখিয়া শাস্ত্র ও ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহন করা কি বিধেয়? শাস্ত্রকারেরা অসীম বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন, তাঁহাদিগের বাক্যের ভাব গ্রহণ করা আমাদিগের বুদ্ধির অসাধ্য যে যে ব্যবহারকে শাস্ত্র স্বরূপ কহিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদিগের শরীর রক্ষণার্থে

অদ্বিতীয় উপকার, এবং প্রত্যক্ষ দেখিতে বাঞ্ছা করিলে তদ্বিপরীত ব্যবহার করিয়া দেখুন প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিবেন। যথা গোমাংস আহার-নিষেধক সেই অসাধারণ পরিণামদর্শী সিদ্ধপুরুষদিগের উপদেশ বচন কখন অন্যায় হইতে পারে না। যেমন উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট সমস্ত ইংরাজি গ্রন্থই অধ্যয়ন করা যায় তদ্রূপ হিন্দু শাস্ত্র, অপকৃষ্ট জানিয়াও একবার পাঠ করা আবশ্যক ও যদি তাহাতে কোন উপদেশ থাকে তাহা গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী আচরণ করা উচিত যেহেতু আমরা হিন্দু॥

কালের কি মহীয়সী শক্তি ও অপার মায়া। দেখ যে ব্যক্তিদিগকে, (অধিক দিনের কথা নয়, ইহার পঞ্চাশৎ বর্ষ অগ্রে) ম্লেচ্ছ অপকৃষ্ট ও অস্পৃষ্ট জ্ঞান ছিল তাহারা এক্ষণে উৎকৃষ্ট জাতি বলিয়া পরিগণিত হইলেন এবং তাঁহাদের সহবাস লাভে, আমরা আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি, সেই ব্যক্তিদিগের প্রণয় ভাজন হইবার জন্য স্বজাতীয় আচার ব্যবহার ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র ও ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিতেছি, কিন্তু তাঁহারা কি আমাদিগকে তজ্জন্য ভক্তি করেন বোধ হয়? তাহা কখনই করেন না, বরঞ্চ ঘৃণাই করিয়া থাকেন।

ইংরাজ রাজ্যে ভারত বর্ষের অসীম উন্নতি হইয়াছে ও কালে আরও হইবে এমত প্রতীয়মান হইতেছে, ভারতবাসী মাত্রে এক্ষণে নিরন্তর সুখও স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছেন। দুষ্প্রবৃত্তি দমনের নানাবিধ বিধি প্রচার ও দুষ্ক্রিয়ার দণ্ড বিধান জন্য স্থানে স্থানে বিচারালয় সংস্থাপন করিয়াছেন, পল্লীতে পল্লীতে পুলিষ অর্থাৎ শান্তিরক্ষক নিযুক্ত আছে যে যে স্থানে পথ না থাকা প্রযুক্ত সাধারণের গমনাগমনের অতিশয় কষ্ট ছিল, তথায় অনেক স্থানে সুবিস্তীর্ণ ও সুন্দর রাজবর্ত্ম নির্ম্মিত হইয়াছে, বিদেশস্থ বন্ধু বান্ধবের নিকট সমাচার প্রেরণোপযোগী পোষ্ট আপিষ সংস্থাপিত আছে, তাড়িৎ বার্ত্তাবহ (Electic Telegraph and Railway)—লৌহ বর্ত্ম দৈবসদৃশ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, রোগ দমনার্থ স্থানে স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয়ও এক এক জন ডাক্তার মেডিকেল কলেজের সুশিক্ষিত ছাত্রের তত্ত্বাবধারণে অবস্থিত আছে, সহর রাত্রে আলোক পরিপূর্ণ থাকে, এবং উন্নতি

শ্রেষ্ঠ কলিকাতায় জলকষ্ট একেবারে অপসৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রজা-বর্গে যখন যে আদ্দাশ করিতেছেন ও ক্লেশ জানাইতেছেন প্রজাদুঃখ কাতর রাজ পুরুষেরা সময়ে সময়ে তাহার ও প্রতিকার করিতে ত্রুটী করিতেছেন না।

অস্মদ্দেশীয় মানব নিচয়কে সুসভ্য; উন্নতিশালী ও স্বচ্ছন্দভোগী করিতে বিদ্যাদানই অত্যাবশ্যক বিবেচনায় রাজপুরুষেরা তাহাতে বিশেষ যত্ন করিতেছেন। ইংরাজি ভাষা অভ্যাস কর ও সভ্য হও বলিয়া রাজ-পুরুষেরা প্রত্যক্ষ আদেশ করিতেছেন না পরক্ষে বিদ্যা অর্জ্জনের নানাবিধ উৎসাহ; প্রলোভন ও সম্মান দর্শাইয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করিতেছেন। যিনি উক্ত ভাষায় পারদর্শী হইতেছেন বি এ, এম এ ইত্যাদি উপাধি স্বরূপ সম্মান লাভ করিতেছেন এবং পুরস্কার স্বরূপ সমুচিত মাসিক বেতনে যথাযোগ্য কর্ম্ম-ভার পাইতেছেন। কৃতবিদ্য হইলে ইতর ও ভদ্রের ইতর বিশেষ থাকিতেছে না উভয়েই সমভাবে স্ব স্ব যত্ন ও পরিশ্রমের ফল ভোগ করিতেছেন সুতরাং বিদ্যাভ্যাস, সম্মান লাভ ও অর্থ উপার্জ্জন করিতে সকলেরি একান্ত অনুরাগ জন্মিয়াছে এবং তৎপ্রভাবে শৈশবাবধি বাল্য-খেলায় বিরত হইয়া নিরন্তর বিদ্যালোচনায় বঙ্গবাসী মাত্রে লিপ্ত আছেন। অনায়াস সাধ্য ইংরাজি ভাষা অভ্যাস করিতেই যখন মন সর্ব্বদা রত ও ভাবিসুখ আশা সাগরে নিমগ্ন থাকে তখন আর অন্যদিকে ধাবমান হয় না একারণ স্বকীয় ও ভাষা শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতের আলোচনা প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে; নৈয়ায়িক, বৈয়াকরণ, স্মার্ত্ত, জ্যোতির্বিৎ ইত্যাদি হইতে আর কাহারও প্রবৃত্তি হয় না যেহেতু উক্ত বিদ্যা অল্প যত্নে ও সময়ে উপার্জ্জন করা যায় না এবং বহুক্লেশে কিঞ্চিৎ অর্জ্জন করিলেও তাহার উচিত পুরস্কার লব্ধ হয় না প্রায় চিরদিন কষ্টে যাপন করিতে হয়।

সংস্কৃতভাষা অভ্যাস করিয়া হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে হস্তপদ ও মনকে শাস্ত্র উক্তি স্বরূপ দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয় ও রাজপ্রসাদাৎ ভারতে যে সকল সুখসেব্য, সুভোগ্য ও মনস্তুষ্টিকর দ্রব্যাদি রাশি রাশি শোভমান আছে তাহার আস্বাদনে

একেবারে বিরত থাকিতে হয় এবং সুখ স্বচ্ছন্দতায় বিসর্জ্জন দিয়া এক প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ বর্জ্জিত মানবদেহধারী জড় পদার্থের ন্যায় কথঞ্চিৎরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয় সুতরাং তাহাতে মন কেন অনুরক্ত হইবে? বহুযত্নে ও পরিশ্রমে কেহই যেমন উদ্যানে বন্যবৃক্ষ রোপণ করেন না তদ্রূপ অধুনা অল্প ফল প্রসবিনী সংস্কৃত ভাষারূপ বৃক্ষ মনক্ষেত্রে রোপণ করিতে কেহ অভিলাষ করেন না। সুন্দর ও সুখাদ্য ফল এবং সৌগন্ধ-শালী পুষ্প-প্রসবিনী তরু-সমাকীর্ণ উদ্যানে যেমন দুই একটী নিষ্ফল বৃক্ষ রোপিত থাকে তদ্রূপ সংস্কৃত ভাষা এক্ষণে নিষ্ফল জ্ঞানে অর্থরূপ সুন্দর ও সুখাদ্য ফল প্রসবিনী ইংরাজি ভাষার অন্তরালে বঙ্গবাসিদিগের মানসোদ্যানে বর্ত্তমান আছেন। নানাজাতীয় বৃক্ষ, পুষ্প ও ফলপ্রদ তরু মধ্যে, শোভমান রাখিতে যে যত্ন আবশ্যক সংস্কৃত ভাষা সেই যত্ন মাত্রই পাইতেছেন। ভাষার যখন এতাদৃশ অবস্থা হইয়াছে তখন তদাশ্রিত শাস্ত্র কি রূপে প্রকাশিত ও দীপ্তিমান হন্, কাজে কাজেই তিনিও জীবন্মৃত হইয়া এক্ষণে অদৃশ্য প্রায় হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ।)

---

## কুমার-সম্ভব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভগবান বামদেব বসন্তের সম্যক আবির্ভাব সন্দর্শন এবং অপ্সরাদিগের গীতি বিষয়ক মধুস্বর শ্রবণ করিয়াও আত্মানুসন্ধানে স্খলিত হইলেন না। যিনি যথার্থ আত্ম-দর্শী, সহস্র সহস্র বিঘ্ন সংঘটন হইলেও তাঁহার সমাধি ভঞ্জন হয়না; ভগবান্ লতা নিকুঞ্জতলে ধ্যান পরায়ণ হইয়া রহিয়াছেন; মহাবীর নন্দী, হস্তে হেম যষ্টি ধারণ করিয়া নিকুঞ্জ দ্বারে কালান্তকের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে; এবং মুখভঙ্গি দ্বারা রাগাদি প্রকাশ পূর্ব্বক তর্জ্জনী

অঙ্গুলীর সূচনা দ্বারা প্রমথগণকে চঞ্চল হইতে বারণ করিতেছে; তাহার শাসনে বৃক্ষসকল নিস্কম্প, ভ্রমরগণ নিশ্চল, পক্ষিদল নিঃস্বর, মৃগ যূথ কম্পিত, হইতেছে; সমুদয় নিশ্চল নিঃশব্দ হওয়ার আশ্রম স্থান চিত্রার্পিতের ন্যায় রহিয়াছে; 'যেমন যাত্রাকালে লোক সকল, পুরঃসর-শুক্রকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করে, রতিপতি পশুপতির সম্মুখ প্রদেশ তদ্রূপ অশুভপ্রদ জানিয়া পার্শ্বদেশ দিয়া শশাঙ্ক শেখরের সুরপুন্নাগ বৃক্ষের অন্যান্য সংযুক্ত শাখাগণাচ্ছন্ন সমাধিস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দেব দেব দেবদারু দ্রুম-বেদিকায়, শার্দ্দূল চর্ম্মাস্তরণে সমাসীন হইয়া রহিয়াছেন। বীরাসন দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বকায় নিশ্চল, উভয়াংশদেশ সন্নমিত, এবং উত্তান পাণি দ্বয়ের সন্নিবেশ হেতু, অঙ্ক মধ্যে যেন একটি মনোহর মহোৎপল প্রফুল্ল রহিয়াছে; মস্তকে জটাজাল, তদুপরি কাল-ফণী-ফণা বিস্তার পূর্ব্বক গর্জন করিতেছে; কর্ণদ্বয়ে লম্বিত দ্বিরাবৃত্ত রুদ্রাক্ষ সূত্র, গলদেশে কল্পতরুলতা সূত্রকৃত ব্রহ্ম-সূত্র, কটীদেশে কৃষ্ণ মৃগাজিন ধারণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি লেপন করি-য়াছেন; তাঁহার কপাল নেত্র, হইতে বহির্গত জ্যোতি প্ররোহ সকল সন্নিহিত বালেন্দুর চন্দ্রিকাকে যেন উপহাস করিতেছে; ভগবান্, অনিমেষ অর্দ্ধ নিমীলিত উত্তার নয়নের অধোমুখ ময়ূখ দ্বারা নাশাগ্র ভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন; এবং শরীরস্থ প্রাণ বায়ুর নিরোধ করায়, শারদ-জলদ, নিস্তরঙ্গ হ্রদ, নির্ব্বাত দীপের ন্যায়, নিশ্চল হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন; কামদেব, অদূর হইতে তাঁহার সমাধিনিষ্ঠ-বিগ্রহ সন্দর্শন করিয়া, অতিভীত হইলেন; তাঁহার শরীর কম্পিত এবং রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, হস্ত হইতে শরাসন খসিয়া পড়িল, তিনি গত জীবিত প্রায় হইলেন। ইতি মধ্যে পার্ব্বতীকে নিরীক্ষণ করিয়া কিঞ্চিৎ চেতন পাইলেন, পার্ব্বতী পদ্মরাগ কাঞ্চন, এবং মুক্তা দাম জড়িত প্রসাধন পরিত্যাগ করিয়া তন্নিভ বাসন্তিক অশোক, কর্ণি কার, সিন্ধুবার প্রভৃতি পুষ্পদ্বারা অঙ্গাভরণ করিয়া, লাক্ষারাগরঞ্জিত রক্ত বসন পরিধান করিয়াছেন; পয়োধর সমুন্নত হেতু সুন্দর বস্ত্রাবৃত হয় নাই, বিশাল নিতম্বদেশ হইতে বিলম্বমানা কেশর-দাম-কাঞ্চী, হস্তদ্বারা পুনঃপুনঃ উত্তোলন করিতেছেন; সুগন্ধি নিশ্বাস বায়ুর আঘ্রাণে ভ্রমরগণ, তাঁহার বিম্বা-

ধরের ইতস্ততঃ ভ্রমণ করায়, তিনি চঞ্চল নয়নে লীলারবৃন্দ দ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ করিতে করিতে সন্নিহিত হইতেছেন ; রতিনাথ, সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী নগনন্দীকে অবলোকন করিয়া পুনরায় স্বকার্য্য সাধনে উৎসাহী, উমা ও ক্রমে ক্রমে ভবিষ্যৎপতি পশুপতির প্রতীহারে আসিয়া উপস্থিত, এবং প্রথম নাথও জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মাকে সাক্ষাত করিয়া ধ্যান হইতে বিরত হইলেন। ভগবান্ প্রাগুনিরুদ্ধ প্রাণবায়ু বিমোচন করত পর্য্যস্ক বন্ধন শিথিল করিলে, ফণিপতি, সাকল্য ফণাগ্রদ্বারা লাঘব নির্ব্বর্ত্তিত ত্রিলোচনের উপবেশন ভূমিভাগ কথঞ্চিৎ ধারণ করিতে লাগিলেন, নন্দী ধূর্জ্জটির চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্, সেবার্থিনী নগনন্দিনী, দ্বারদেশে দণ্ডায়-মানা, আজ্ঞা হইলে আগমন করেন ; শ্রীকণ্ঠ, জ্রভঙ্গ করিলেন, নন্দী ভ্রূক্ষেপ মাত্র পার্ব্বতীর প্রবেশানুমতি নিশ্চয় অনুমিতি করিয়া, পথ ছাড়িয়া দিলেন ; পার্ব্বতী সুধাংশু-শেখরের নিকট, গমন করিয়া তাঁহার চরণ তলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতঃ স্তুতি পাঠ করিতে লাগিলেন, ত্রিপুরান্তক পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন তোমার মনোরথ পরিপূর্ণ হউক ; ইত্যাকার আশীর্ব্বচন বিতরণ করিতেছেন, এমত সময়ে কন্দর্প, বাণ প্রয়োগের উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া ধনুর্গুণ পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ; পার্ব্বতী মন্দাকিনীর পরিণত পবিত্র-পদ্মবীজ দ্বারা একছড়া জপমালা করিয়া আনিয়াছিলেন যাইবার কালীন সেই একাবলী, তপস্বি কপর্দ্দিকে প্রদান জন্য বাহুলতা বিস্তার করি-লেন ; গিরীশ ও তাহা গ্রহণ করিতে হস্ত প্রসারণ করিলে, মীনকেতন, তৎক্ষণাৎ সম্মোহন নামক অব্যর্থ শায়ক,শশি-শেখরের শরীরে সন্ধান করিলে পঞ্চানন চন্দ্রোদয়ে জল-নিধির ন্যায় কিঞ্চিত অধীর হইলেন। তিনি একাবলী গ্রহণ করিবেন কি, অনন্য মনে অনিমেশ-বঙ্কিম নয়নে পার্ব্বতীর চন্দ্রানন পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতে লাগিলেন ; শৈলসুতা, ও ব্রীড়া বিভ্রান্ত নেত্রে বিধুবদন তির্য্যক বৃত করিলেন, এবং অন্তঃকরণে সাত্ত্বিক ভাবের আবি-র্ভাব হওয়ায় প্রফুল্ল কোমল-কদম্ব পুষ্পের ন্যায়, তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত এবং স্বিন্ন হইয়া উঠিল। অনন্তর শঙ্কর, ইন্দ্রিয়ক্ষোভ দৃঢ়, নিবারণ পূর্ব্বক, চিত্ত-বিকারের হেতু দর্শনে চতুর্দ্দিকে নেত্র নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, পঞ্চ-

শর স্বীয় অধিজ্যচাপে শর সংযোগ পূর্ব্বক তাঁহার শরীরে প্রহারোদ্যত তাহার মুষ্টি দক্ষিণাপাঙ্গে সঙ্গত, অংশদেশ সমুত এবং সব্যপদ আকুঞ্চিত, রহিয়াছে; তপঃ সমাধির নিতান্ত বিরোধি-কন্দর্প দর্শনে প্রকোপিত, এবং ভ্রূভঙ্গ দুর্দ্দর্শমুখ মহাদেবের হুঙ্কার শব্দে মেদিনী কম্পিতা, এবং ললাটস্থ তৃতীয় নয়ন হইতে উদ্দীপ্যমান বহ্নিরাশি, সহসা নির্গত হইতে লাগিল; "স্বামিন্ হে প্রভো ক্রোধ পরিত্যাগ করুণ" আকাশ মার্গে মরুদ্দেবতাগণের বদন হইতে এই বাক্য নির্গত হইতে না হইতে হর-নয়ন-সম্ভূত-অগ্নি প্রবাহে কামদেব ভস্মাবশেষ হইলেন। সহচারিণী পতিপ্রাণা রতি, অতি দুঃসহ দুঃখ জনিত মোহ মুগ্ধ হইয়া ভূমিতে পতিতা হইলেন; আহা মোহ আসিয়া যেন তাঁহাকে কাম নাশ করাল দুঃখের কবল হইতে মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্ত রক্ষা করিল, যেমন বজ্র-পতনে বনস্পতির অবস্থা হয় তদ্রূপ ভগবান্ সমাধির অন্তরায় ভূত কন্দর্পের অবস্থা করিয়া স্ত্রীসন্নিকর্ষ পরিহার পূর্ব্বক ভূতগণসহ ভূতনাথ, অন্তর্ভূত হইলেন; পার্ব্বতীও অসামান্য পিতার মনোরথ, আপনার মনোহর শরীর সৌন্দর্য্য বিফল জ্ঞান, তৃতীয় সমবয়স্ক সখীজন সমক্ষে অবমাননা অসহ্য করিয়া, অধিকতর লজ্জায় ম্রিয়মাণা ও নিরুৎসাহিনী হইয়া কথঞ্চিৎ ভবনাভিমুখে গমন করিলেন। হিমবান্ বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক শিব কোপভীত তনয়াকে গ্রহণ করতঃ পদ্মিনীদন্ত সংলগ্ন সুর-গজের ন্যায় মহাবেগে মার্গানুসারে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মোহ পরায়ণা কাম কামিনীর অন্তঃকরণে নববৈধব্য বেদনার বিষম যন্ত্রণা সকল উদয় হইয়া আচ্ছন্ন করিতে লাগিল; মূর্চ্ছাবসানে উন্মীলিতনয়না কামললনা, প্রিয় বিনাশ অপরিজ্ঞানে অদূরে অসত্যাস্তৃত কন্দর্পকে দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন; অয়ি জীবিত নাথ, তুমি কি জীবিত রহিয়াছ? ইহা বলিয়া যখন তিনি উঠিলেন তখন আর কন্দর্পের দর্শন না পাইয়া ধরণীতে পুরুষাকৃতি কেবল ভস্ম সংহতি নিরীক্ষণ করতঃ পুনরায় শোক-বিহ্বলা হইয়া কাতর স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

# ধনেশ নন্দিনী।

## তৃতীয় অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

"তুমি কি যাইবে।"

গাফর ও করিম বক্স অপর গৃহে গমন করিলে, আবদুল কাদের একাকী রহিলেন। ক্ষণকাল অনিমেষ লোচনে কোন দিকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে কিছু বলিতে লাগিলেন। একাকী বসিয়া কাদের কি বলিতেছেন প্রথমে অস্পষ্টস্বরে বলিলেন।

"হায়!"

পর ক্ষণেই দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সজল নয়নে বলিলেন।

"হা দুর্ভাগা আমিরণ নিসা এই সকল ব্যক্তিই কি তোমার উপযুক্ত সহচর? ক্ষণমাত্র বিবেচনা না করিয়া, নির্দ্দয়চিত্তে কি কার্য্যই করিয়াছ। হায়! তোমার হৃদয় পাষাণময়। বিনা দোষে কি জন্যই বৃদ্ধ পিতামাতাকে প্রতারণা করিয়া এই ঘৃণিত কার্য্য করিলে?। যে ব্যক্তি সামান্য ইহ সুখাভিলাষে মাতার ক্রোড় শূন্য করিয়া এই কামিনী-রত্ন অপহরণ করিয়াছে সে ধন্য। রে নরাধম! তোর হৃদয়ে কি দয়ার লেশমাত্রও নাই? অসহায় জনকে পীড়ন জন্যই কি জগদীশ্বর তোমাকে এত উচ্চ-পদাভিষিক্ত করিয়াছেন?। নব-প্রস্ফোটিত কুসুমটী ছিন্ন করিয়া কি সুখোদয় হইল?। দুরাত্মা জানিতে পারিতেছ না, যে আমিরণ নিশার অভাবে তাহার পিতা মাতা কীদৃশ অবস্থায় আছেন। এক বার তাঁহাদের গৃহে গমন কর এবং দেখ তাঁহারা কি করিতেছেন, আহা! দিবা রাত্র অশ্রুপাত করিতেছেন। মনস্তাপে, অপমানে তাঁহাদের শরীর শীর্ণ ও মুখ-কমল ম্লান হইয়া গিয়াছে। আমিরণ! আমি প্রাণান্তেও তোমার আশা ত্যাগ করিবনা—কখনই তোমার পুর্ণেন্দু বিনিন্দিত বদন-কমল বিস্মৃত হইতে পারিব না—কখনই তোমার সুমধুর-প্রণয়-পীযুষ পরিপুর্ণ বাক্য সকল ভুলিতে পারিব না। চিরকাল একত্রে সহবাস, একত্রে আহার, একত্রে সকল কার্য্যই সম্পন্ন করি-

য়াছি; শৈশবাবস্থা হইতেই তোমার অভেদ্য প্রণয় পাশে বদ্ধ আছি; কি শয়নে, কি স্বপনে, তোমার চিন্তাই অনুক্ষণ হৃদয়ে জাগরূক আছে। যৌবন কালের প্রারম্ভেই গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি, কিন্তু অদ্যাপি কোন দেবই আমার হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েন নাই। তুমিই আমার এক মাত্র উপাস্য দেবতা—তুমিই চিরকাল হৃদয় মন্দিরে বিরাজমানা হইয়া একাধিপত্য কর। পূর্ব্বে আমার জীবন সর্ব্বস্ব ছিলে হায়! এক্ষণে পরহস্তগতা হইয়া আমার অন্তর্দাহের কারণ হইয়াছ। জীবন-ধন হারা হইয়া কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? তোমার মুখ কমল মনে পড়িলে হৃদয় বিদীর্ণ, মন বিচলিত হয়। যাহা হউক তোমাকে দস্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া তোমার পিতা-মাতার হস্তে প্রত্যর্পণ করিব। কখনই তোমাকে এ অবস্থায় রাখিব না। যেস্থলে, যাইলে তোমার নিষ্কলঙ্ক মুখ চন্দ্রিমা আমার হৃদয়াকাশে উদিত হইবে তোমাকে তথায় লইয়া না যাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব না কিন্তু।"

গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত হইল। দ্বারোদ্ঘাটন শব্দ শ্রবণ করিয়া তিনি স্তব্ধ হইলেন, এবং সচকিত নয়নে দ্বারদিকে নেত্রপাত করিয়ামাত্র দেখিলেন তাঁহার জীবন ধারণের এক মাত্র আশা আমিরণ নিসা সম্মুখে উপস্থিত। অব্যবহিত পূর্ব্বে যাঁহার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন হঠাৎ তাহার সম্মুখীন হইয়া লজ্জা ও বিস্ময়ে মুখাবরণ করিলেন। বহুদিবসের পর সাক্ষাৎ হওয়াতে আমিরণ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। দুর্গে একাকিনী থাকিয়া দিবা রাত্র রাজমন্ত্রীর আগমন প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতেন। কোন শব্দ শ্রবণ করিলেই মনে করিতেন তিনিই আসিতেছেন। কাদেরের তথায় আগমন নিতান্ত অসম্ভব। কোন ব্যক্তিই করিম বক্সের অনুমতি ব্যতিরেকে দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিত না। কেহই সাহস করিয়া তাঁহার গৃহে আগমন করিত না। তিনি সুতরাং মনে করিলেন জামালই রহস্য ছলে মুখাবরণ করিয়াছেন অমনি ত্বরায় কাদেরের নিকট যাইয়া মুখাচ্ছাদন ধারণ করিয়া বলিলেন।

"প্রাণবল্লভ আর মুখাবরণ করিতে হইবে না; বিলক্ষণ জানিতে পারি-

য়াছি পুরুষজাতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর তাহাদের হৃদয় অত্যন্ত কঠিন। আমাকে একাকিনী দুর্গে বন্দিনী রাখিয়া আপনি অনায়াসে রাজসভায় আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করিতেছেন। রাজকার্য্যে কি এতই বিব্রত যে ক্ষণকালের জন্য দুর্গে আসিয়া আমার সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করিতে পারেন না? যাহা হউক বৃথা আপনার দোষারোপ করিতেছি, সকলই আমার অদৃষ্টের ফল। আপনি এক্ষণে প্রণয় ভঙ্গ অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন মুখাবরণ উত্তোলন করিয়া বলুন আপনি দণ্ডার্হ কি না?।"

এই বলিয়া আবদুল কাদেরের মুখাচ্ছাদন মোচন করিলেন।

কাদের মৃদুস্বরে বলিলেন।

"হা দুর্ভাগা আমিরণ"।

এই বাক্য শ্রবণমাত্র আমিরণ নিসার মুখম্লান হইল লজ্জা ও ভয়ে বিহ্বলা হইয়া, চিত্রপুত্তলিকা প্রায় দণ্ডায়মানা হইয়া, দুই হস্তদ্বারা মুখাবৃত করিলেন। কাদের সময় পাইয়া বলিলেন।

"অবলে ভীতা হইওনা।"।

আমিরণ নিসা এই কথায় কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন।

"আমার ভয় কি? তুমি বিনা অনুমতিতে কি সাহসে আমার বাটী প্রবেশ করিয়াছ?।

"হায়! দুরাত্মা করিমবক্স যে দুর্গের রক্ষক সেই দুর্গ কি তোমার উপযুক্ত বাসস্থান?"

"কি বলিলে করিম বক্স কি দুর্গ রক্ষক? আমি এই দুর্গের কর্ত্রী করিম বক্স আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী ভৃত্য।"

কাদের ইতিমধ্যে আপনার বস্ত্রমধ্যে কিছু অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন।

"এই তোমার পিতার পত্র দেখ, অতিকষ্টে কয়েকটী কথা লিখিয়া, তোমাকে বারম্বার এই কারাগার ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন ও আমাকে পত্রবাহক নিযুক্ত করিয়া তোমার অন্বেষণে প্রেরণ করিয়াছেন"।

"কই পিতার পত্র কই— তুমি না বলিলে পিতা কষ্টে এই পত্র লিখিয়াছেন তিনি কি তবে পীড়িত ?"

"আমাকে আর সে কথা জিজ্ঞাসা করিও না। যে দিবসে তুমি এনাএত আলির প্রলোভন বাক্যে গৃহ বহির্গত হইয়াছ, সেই দিবস হইতে তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবারাত্র কেবল অশ্রুপাত করিতেছেন। আর তাঁহার সে মুখ-শ্রী নাই, সে বলব্যঞ্জক ভীমাকৃতিও নাই আহা তাঁহার হাস্যকুঞ্চিত-আস্যম্লান হইয়াছে, শরীর শীর্ণ হইয়াছে, ক্রমে এতাদৃশ দুর্ব্বল হইয়াছেন যে কষ্টে পাদ বিক্ষেপ করিতে পারেন। বাত্যা-পতিত বিশাল তরুবরের ন্যায় শোক শয্যা অবলম্বন করিয়াছেন। বিষাদসাগরের দুস্তার তরঙ্গে পতিত হইয়া এতক্ষণ জীবিত আছেন কি না তাহা সন্দেহ। অতি শীঘ্র যাইলেও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে কি না তাহা বলা যায় না তথাপি পুনঃপ্রাপ্তির আশয়ে আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। যদি মৃত্যুকালে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা কর ত্বরায় আইস"।

"আমাকে বৃথা বাটী প্রত্যাগমন করিতে অনুরোধ করিতেছ, বিনা-অনুমতিতে আমি প্রাণান্তে দুর্গত্যাগ করিতে পারি না। ত্বরায় পিতার নিকট যাইয়া বল, আমি অবিলম্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, এবং তাঁহাকে একথাও বলিও তাঁহার দুর্ভাগা স্বেচ্ছাচারিণী আমিরণ নিসা তাঁহার অনভিমতে এখানে আসিয়া সুখে কালযাপন করিতেছে, তাহার কোন বিষয়েরি অভাব নাই। তাঁহার কন্যা এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুখ সম্ভোগে ও স্বচ্ছন্দে আছে। পিতা আমার সৌভাগ্যের বিষয় শ্রবণ করিয়া কখনই অসন্তুষ্ট হইবেন না বরং আহ্লাদিত হইবেন। তিনি তোমার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। উজ্জলমণি কি কখন ভেকমস্তকে শোভা পায়? তোমার অত্যন্ত মর্ম্মবেদনা হইয়াছে, তোমাকে অনেক কষ্ট ও মনস্তাপ-দিয়াছি, তৎপরিবর্ত্তে—তোমার যথা-সাধ্য উপকার করিব ও প্রাণপণে তোমাকে উচ্চ পদাভিষিক্ত করিতে চেষ্টা করিব।"

"উচ্চপদ লোভ ও ধনাশা দ্বারা আমার মর্ম্ম বেদনা দূর করিতে চেষ্টা করা বৃথা। তোমার মর্ম্মভেদী কথায় আমার হৃদয়ের অনল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত

হইল। তোমার সহিত অধিক বাক্ বিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই। তোমাকে তিরস্কার করিতে বা তোমার সহিত বিবাদ করিতে আসি নাই, তোমার উপকার করিব—তোমাকে কারামুক্ত করিব—এই নিমিত্ত এত কষ্ট সহ্য করিয়া তোমার অন্বেষণে এই দুর্গে প্রবেশ করিয়াছি। একবার মনে ভাবিয়া দেখ কীদৃশ অবস্থায় এদুর্গে বাস করিতেছ। তুমি কি স্বাধীনা—না বন্দিনী, তাহা হইলে, তোমার যে প্রকার সরল হৃদয় যে প্রকার উদার চরিত্র, তুমি কখনই তোমার পিতার পীড়ার সংবাদ শ্রবণে নিশ্চিন্ত থাকিতে না, এই মুহূর্ত্তেতেই তাঁহার নিকট যাইতে। অয়ি মায়া, বিমুগ্ধা কঠোর হৃদয়া, হত-ভাগিনী, পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতেছি, আমার সহিত পিতৃগৃহে প্রত্যা-গমন কর। তিনি নিশ্চয়ই সকলদোষ বিস্মৃত হইয়া তোমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। কখনই তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। আমি স্বপ্নাবস্থায় তোমার পাণি-গ্রহণাভিলাষ করিয়াছিলাম। এক্ষণে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। আমার আশালতা উন্মূলিতা হইয়াছে। আত্ম কার্য্য সাধ-নার্থ তোমাকে অনুরোধ করি না। তোমার পিতা বোধ হয় এখনও জীবিত আছেন। একবার তাঁহার নিকট গমন করিয়া, তাঁহাকে প্রীতি সম্ভাষণ কর, একবার তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া সজল নয়নে আপনার-দোষ স্বীকার করত ক্ষমা প্রার্থনা কর, একবার জননীর ক্রোড়ে যাইয়া "মা" বলিয়া তাঁহার তাপিত-হৃদয় শীতল কর। তাহা হইলেই তাঁহারা চরিতার্থ হইবেন। মাতা তোমাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া পুনর্জীবন প্রাপ্তা হইবেন। এবং পিতা সকল দোষ মার্জ্জনা করিয়া পূর্ব্ব কথা বিস্মৃত হইবেন।"

"কাদের আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ত্বরায় পিতার শ্রীচরণ দর্শন করিব। নিশ্চয়ই প্রভুর অনুমতি লইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

"আমিরণ কি বলিলে—প্রভুর অনুমতি লইয়া পিতৃগৃহে যাইবে? হায় যে ব্যক্তি আত্মীয়ভাবে তোমার পিতৃগৃহে গমন করিয়া অতিথি সৎকারের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাদের এক মাত্র আশালতা ছিন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে দুঃখ সাগরে পতিত করিয়া তোমাকে অপহরণ করিয়াছে পিতাকে মুমূর্ষু কালে

দেখিতে যাইতে তাঁহার অনুমতি আবশ্যক? ধিক্ তোমার জীবনে ধিক্ তোমার কার্য্যে ধিক্ এবং তোমার প্রভুকেও ধিক্।"

"কাদের বৃথা তাঁহার নিন্দা ও দোষারোপ করিওনা। যাঁহার এত নিন্দা করিতেছ, যাঁহাকে এত ঘৃণা করিতেছ, তিনি সামান্য ব্যক্তি নন। তিনি সর্ব্বাংশেই তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কি যুদ্ধে কি রাজদ্বারে তিনি যে সকল অসাধারণ কার্য্য করিয়াছেন এবং করিতেছেন তাঁহাতে তিনি সকলের প্রীতিভাজন, মান্য ও আদরণীয় প্রজাদিগের জীবন—স্বরূপ হইয়া প্রাণপণে তাহাদের হিত সাধনে তৎপর থাকিয়া সম্মানের উচ্চতম সোপানে উত্থিত হইয়াছেন। যাও আর বাক্-বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। পিতাকে আমার শত শত প্রণাম জানাইয়া সমুদয় সংবাদ বলিবে। ভবিষ্যতে আমাকে পত্রাদি লিখিলে, এক জন শান্ত-স্বভাব ব্যক্তিদ্বারা পত্র প্রেরণ করিতে বলিবে।"

"তিরস্কার দ্বারা আমার মন বিচলিত করিতে পারিবে না। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইয়া একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। কিছুতেই পরাঙ্মুখ হইব না। ভাল একটী কথা বলিয়া। তোমার পিতার তমাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশের অন্ধকার দূর কর। যাঁহার ঐশ্বর্য্যে এত গর্ব্বিত হইয়াছ। যাঁহার প্রসাদে এই দুর্গের কর্ত্রী হইয়াছ। যাঁহার জন্য পিতা-মাতাকে পরিত্যাগ করিয়াছ, তিনি কি তোমাকে বিবাহ করিয়াছেন? তিনি কি অসংকুচিত চিত্তে সর্ব্ব সমক্ষে, একথা স্বীকার করিবেন"?

"দুর্ম্মুখ ক্ষান্ত হও তোমার অপমান সুচক বাক্যের উত্তর করিতে চাহি না।"

কাদের আর নিরুত্তর থাকিতে পারিলেন না তাহার কথাশেষ না হইতে হইতেই বলিলেন।

"কথার উত্তর প্রদান করিবে না বলিয়া যে কটূক্তি করিলে তাহা যথেষ্ট হইয়াছে। আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই মর্ম্ম বেদনার এই প্রকৃত ঔষধ প্রয়োগ করিলে। তোমাকে অনেক অনুনয় করিলাম, অনেক উপদেশ দিলাম, কিছুতেই তোমার জ্ঞানোদয় হইল না, কোন প্রকারেই তোমার মন পরিবর্ত্তন করিতে পারিলামনা। সুতরাং বল প্রকাশ

করিতে হইল। তোমার পিতার আদেশে, তোমাকে পাপাচরণের ও দুঃখের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিব"।

কাদেরের ভীষণমূর্ত্তি, ঘুর্ণিতচক্ষু ও মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার চিহ্ন দেখিয়া আমিরণ ভীতা হইলেন এবং অর্দ্ধ পরিস্ফুটস্বরে বলিলেন।

"বল প্রকাশের আবশ্যক নাই, আমাকে নিতান্ত অসহায় বিবেচনা করিওনা, এই দণ্ডেই তোমাকে দুর্গ বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারি"

"কখনই না—কখনই আমাকে কোন অপরাধে অপরাধী করিতে পার না আমি নিশ্চয় বলিতে পারি তুমি কখনই স্বেচ্ছাক্রমে এতাদৃশ অবমানিত হইয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধা রহিয়াছ। নিশ্চয়ই মায়া মুগ্ধা ও প্রতারণা জালে জড়িতা হইয়া, কোন প্রতিজ্ঞা পালনার্থ এদুর্গে বাস করিতেছ। এই দেখ তোমাকে কারামুক্ত করে অচিরে গৃহে প্রত্যাগমন কর।"

কাদের এই বলিয়া অগ্রসর হইলেন, এবং যেন আমিরণ নিসাকে বলপূর্ব্বক গৃহ হইতে লইয়া যাইবেন এই অভিপ্রায়ে হস্ত প্রসারণ করিলেন। আমিরণ অমনি ভীতা হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন এই চীৎকার শ্রবণেই করিম বক্স তথায় উপস্থিত হইলেন গাফর ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইলেন। করিম বক্স এই ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া ভয়ে বিস্ময়ে ও ক্রোধে অর্দ্ধ পরিস্ফুট অথচ কর্কশস্বরে বলিলেন।

"কি সর্ব্বনাশ আমিরণ নিসা আপনি এখানে কেন? কি জন্য আপনার গৃহত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছেন? প্রভু এবিষয় জানিতে পারিলে কি বলিবেন ত্বরায় গৃহে প্রত্যাগমন করুণ।"

কাদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন।

"মহাশয় আপনি সুহৃদই হউন আর শত্রুই হউন, যদি প্রাণের আশা করেন—তাহা হইলে অচিরেই দুর্গ পরিত্যাগ করুণ, নতুবা এই অস্ত্রাঘাতেই আপনাকে শমন ভবনে প্রেরণ করিব।"

কাদের বলিলেন

"দুরাত্মা দূরীভূত হও, আমিরণ তোমার পিতা এত দিন জীবিত ছিলেন

এসংবাদ শ্রবণমাত্রেই প্রাণত্যাগ করিবেন। আমি এক্ষণে চলিলাম। তোমার পিতাকে এসমস্ত সংবাদ প্রদান করিব।"

আমিরণ বলিলেন।

"কাদের সহসা কোন কার্য্য করিওনা, পিতার নিকট আমার নিন্দা করিওনা"

করিম বক্স বলিলেন।

"মহানুভব ক্ষান্ত হউন ত্বরায় নিজগৃহে গমন করুন।"

"তোমার আদেশে যাইবনা।

"অবশ্য যাইতে হইবে।"

কাদের ইত্যবসরে হতাশা ও বিষাদে বিষাদিত মনে অনন্যমনা হইয়া দুর্গদ্বারাভিমুখে গমন করিলেন। কিন্তু ভ্রমবশতঃ অপর দিকে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন প্রাচীরের দ্বাররুদ্ধ। দ্বার উন্মোচনের কোন উপায় নাই হঠাৎ গতিরোধ হওয়াতে ক্ষণেক অপেক্ষা করিলেন এবং মনে মনে বলিলেন।

"রাজদ্বারে আবেদন না করিলে, এদুর্ভাগা রমণীকে পুনঃ প্রাপ্তির আর কোন উপায় নাই। দেখি কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারি এস্থলে আর বিলম্ব করা অবিধেয়, ত্বরায় আমিরণের পিতাকে এসংবাদ প্রদান করা আবশ্যক।"

এই বলিয়া দ্বার উন্মোচনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যেমন দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বহির্গত হইলেন, অমনি দেখিলেন একজন অশ্বারোহী পুরুষ, দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিয়া দুর্গাভিমুখে আসিতেছে, মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

আবদুল কাদেরকে দেখিবামাত্র অশ্বারোহী বলিল।

"দুরাত্মা তুই কি সাহসে এদুর্গে আসিয়াছিস তোর কি প্রাণের আশঙ্কা নাই।"

কাদের বলিলেন।

এনায়েৎ আলি তুমি এখানে কেন? অবলা রমণীর সর্ব্বনাশ করিয়াও কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পার নাই লজ্জাবতী লতাকে দলিত করিয়াও কি আশা পূর্ণ হয় নাই অসহায়, পক্ষী শাবকের প্রাণ নাশ করিয়া পরমাহ্লাদে তাহার মাংস ভোজন করিতে আসিয়াছ—না পাপাচরণের ফল ভোগাভিলাষে আসিয়াছ, দুরাত্মা আত্মরক্ষা কর, এই দণ্ডেই এই শানিত অস্ত্রে তোর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিব।"

এই বলিয়া খড্গ নিষ্কাসিত করিলেন।—

এনায়েত আলিও অসি গ্রহণের উদ্যোগ করিয়া বলিল।

"আবদুল কাদের বৃথা আমার দোষারোপ করিতেছ, আমি এবিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র অপরাধী নহি। জগদীশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, স্বপ্নেও আমিরণ নিসার কোন অনিষ্ট চেষ্টা করি নাই, প্রাণপণে তাঁহার হিত চেষ্টা করি। তোমার সহিত বিবাদ করিবার ইচ্ছা নাই, কিন্তু মনে করিওনা আমি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইব।"

"আইস দেখা যাউক।"

কাদের এই কথা বলিয়া এনায়েত আলিকে আক্রমণ করিলেন। উভয়ে ভয়ানক যুদ্ধ হইতে লাগিল। কখন বা কাদের পরাস্ত হন, কখন বা এনায়েত আলি পরাস্ত হয়; পরে কাদের কৌশল ক্রমে এনায়েতকে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করিয়া তাহার বক্ষের উপর বসিলেন, এবং অসি ধারণ করিয়া বলিলেন।

"দুরাত্মা আমিরণ নিসার কারামুক্তির উপায় বলিয়া দে নচেৎ এই দণ্ডেই তোকে শমন সদনে প্রেরণ করিব।"

এনায়েত আলি নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কাদের বলিলেন।

"এখন ও দুষ্টাভিপ্রায় ত্যাগ করিতেছিস না, জগদীশ্বরকে, পিতামাতাকে আত্মীয় ও স্বজনকে স্মরণ কর, তোর মৃত্যুকাল উপস্থিত সূর্য্যের মুখ দর্শন করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।"

এই বলিয়া যেমন খড়্গ উত্তোলন করিবেন গাফর আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল।

"কাদের নিরস্ত হও, দূত অবধ্য, তাহার রক্তে হস্ত কলুষিত করা অনুচিত। আইস পান্থ নিকেতনে যাই, তত্রস্থ সকলেই আমাদের অপেক্ষা করিতেছে।"

"কাদের বলিলেন দুরাত্মা দূরীভূত হও; শত্রুর প্রাণ রক্ষা করিয়া কি কার্য্যই করিলে ? নচেৎ এই দণ্ডেই দুরাচারের প্রাণ নাশ করিয়া, তাপিত হৃদয় শীতল করিতাম"।

"দুরাত্মা" কাযেই আমি প্রাতঃকালে তোমার নিকট সাধু ছিলাম। এক্ষণে দুরাত্মা হইলাম, সাবধান আমরা এক্ষণে দুই জন হইয়াছি তুমি কখনই দুই জনের বাহুবলে সমতুল্য হইতে পারিবে না।"

গাফর যথার্থ কথা বলিল, এনায়েত সময় পাইয়া, খড়্গ উত্তোলন করিল। কাদের দেখিলেন মহা বিপদ, এতক্ষণ শুদ্ধ এনায়েতের সহিত বিবাদ করিতে ছিলেন; দেখিলেন গাফরও তাঁহার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছে সুতরাং নিরস্ত হওয়াই শ্রেয় বিবেচনা করিলেন, এবং দুইটী মুদ্রা লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন;

"গাফর; প্রাতঃকালে আমার যে সাহায্য করিয়াছ তাঁহার পুরস্কার স্বরূপ এই মুদ্রা লও এনায়েত, আমি এক্ষণে চলিলাম একাকী পাইলে তোমার বিশেষ শাস্তি দিব।

এই বলিয়া কাদের চলিয়া গেলেন।

এনায়েত এত শ্রান্ত হইয়া ছিলেন, যে কাদেরের পশ্চাৎ গমনের ইচ্ছা থাকিতেও সে অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন।

"গাফর তুমি কি করিম বক্সের বন্ধু ?"

"কৃত সুহৃৎ"

"ভাল এই মুদ্রাটি লও কাদের কোথায় যায় দেখিয়া আইস। অত্যন্ত সাবধান হইয়া যাইবে সে যেন এর বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারেনা।

"যে আজ্ঞে"

"তবে যাও"

এই বলিয়া এনায়েত দুর্গাভিমুখে গমন করিলেন। গাফর মুদ্রাটি লইয়া চলিলেন, যাইতে যাইতে মনে মনে বলিলেন।

"অদ্যকার ঘটনাতেই বোধ হইতেছে শীঘ্র অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জনও হইবে। পদবৃদ্ধির অনেক সম্ভাবনা আছে। রাজমন্ত্রী এই প্রকারে দুই একটী কন্যাকে দুর্গে আনয়ন করিলে আমাদের পরম লাভ। যথার্থ ইত ধনবান লোকেরা এপ্রকার কার্য্যব্যাপৃত না থাকিলে; আমাদের ন্যায় দরিদ্র লোকের কি হইত? দুর্দ্দশার এক শেষ হইত।"

(ক্রমশঃ)

---

## সুরা বারাঙ্গনার বিবাদ।

সুরা বারাঙ্গনা যবে, বঙ্গে সুপ্রবল। ১
বাধিল উভয়ে ঘোর, তুমুল কোন্দল॥
এ বলে আমিই শ্রেষ্ঠ, ও বলে তা নয়।
আমা হতে পূজ্য আর, ভারতে কে হয়॥
দোহায় দোহার করি, প্রাধান্যে আপত্তি।
নিন্দিয়া অপরে কয়, নিজ প্রতিপত্তি॥
বাক্ যুদ্ধ ভীষণ সে, ক্রুদ্ধ উভরায়।
মদের মুখকে কিন্তু, আঁটে কে কোথায়॥
তুচ্ছজ্ঞানে, গণিকায়, গর্ব্বিত লোচনে।
উচ্চভাষে ভাষে সুরা, চর্ব্বিত বচনে॥ ১০
শোন্ লো স্বৈরিণী ধনী, মোর গুণ গান্।
শুনিলে না হতে চাবি, আমার সমান॥
বিশ্বধাতা বিরচিত, এ বিশ্ব সংসার।
প্রচলিত যাহে সদা, নিয়ম ধাতার॥

কুত্রাপি কখন যার, নাহিক লঙ্ঘন।
অন্যথা আমার কাছে, তার সর্ব্বক্ষণ ॥
হিতাহিত জ্ঞান প্রাপ্ত, হেন যে মানব।
সুরার প্রভাবে দেখ, যেন সে দানব ॥
বিবেচনা শক্তি বুদ্ধি, আচার বিচার।
পাপ পুণ্য-চয়ে মাত্র, অবিকার যার ॥ ২০

সেই নর অনুগামী হইলে আমার।
অবশ্য পরিবর্ত্তিবে, প্রকৃতি তাহার ॥
নির্গুণ প্রদত্ত গুণ, সব হবে লয়।
নর-নীতি-ধর্ম্ম-বিশ্বে, ঘটাই প্রলয় ॥
অতএব বারাঙ্গণে, কেন হেন ভুল।
কোন গুণে হতে চাও, মম সমতুল ॥
বৃথা দর্প করো না লো, দর্প হবে নাশ।
নর-দর্পহারী দারু, জগতে প্রকাশ ॥
সাধিতে বিশ্বাস কর, বারেক সেবন।
এক কালে দেখাইব, চৌদ্দটা ভুবন ॥ ৩০

অস্থির হইবে ধনী, মোর প্রভাবেতে।
গর্ব্ব তব খর্ব্ব হবে, সর্ব্ব সম্মুখেতে ॥
তুইত সামান্য নারী, বিজ্ঞবর কত।
আমার কুহকে পড়ে, হইয়াছে হত ॥
মাধরি স্বরূপ কভু, ভাবন-দেখাতে।
ছোট বড় সবে তবু, ধরে মোরে হাতে ॥
বহু রূপী নাম মম, যে দেশে যেমন।
দেশ অনুযায়ী রূপ, করি লো ধারণ ॥

বসন ভুষণ প্রায়, সর্ব্বত্র সমান।
বেশ ভুষা হীন কিন্তু, হীন নহে মান॥ ৪০
সর্ব্ব দেশে সর্ব্বলোকে, কায় মন চিতে।
আমাতে উন্মত্ত বৃদ্ধ, আবাল বনিতে॥
দুর্গন্ধ গায়েতে মোর, মুখে কটু রুচি।
সুধা জ্ঞানে সেবে তবু, নাহিক অরুচি॥
সেবনে শেট্‌কায় মুখ, ঔষধি যেমন।
ভাবী ফল প্রত্যাশায়, পূজ্য ত্রিভুবন॥
আমিও তেমতি কটু, প্রথম আস্বাদে।
ভাবী অনুভাবি নর, নিমগ্ন আহ্লাদে॥
আমা দত্ত সুখ যত, জগতে কে জানে।
সে জানে যে মজে, আছে, সদা সুরাপানে॥ ৫০
ঢাক ঢাক গুড় নাহি, আমার নিকটে।
লুকচুরি খেলা, পর কাশি, অকপটে॥
দ্বিধা নাহি রাখি মনে, ভক্তের আমার।
সদা মুক্ত সুরা-ভক্ত, জন-মন-দ্বার॥
এক কণা মলা নাহি, মাতালের মনে।
ছড়াইয়া যায় মন, কুড়াবে কেমনে॥
রাম নামামৃত পানে, সদানন্দ যথা।
সুরা পানে সুরাপায়ী, সদানন্দ তথা॥
পুত্র শোকে শোকাতুর, যাহার হৃদয়।
সুরা সেবি সেই শোক, নিবারণ হয়॥ ৬০
আমার গুণের কথা, কব আর কত।
অঘট ঘটাই আমি, ভক্ত জনে কত॥

ভাগ্যবন্ত যেবা বহু ধন অধিকারী।
পলকে করিতে পারি, সে লোকে ভিখারী॥
সত্যবাদী যেই নর, সত্য-ধর্ম্ম-ব্রত।
সেবিলে আমারে, কবে মিথ্যা অবিরত॥
ধর্ম্ম অনুষ্ঠান সদা, করে যেই জন।
আমায় সেবিলে হয়, পাপে নিমগন॥
জিতেন্দ্রিয় জনে সুরা, করিলে সেবন।
বেশ্যা উপভোগ তার, অঙ্গ আভরণ॥ ৭০

পণ্ডিত প্রবর যেবা, বিদ্যা বিশারদ।
আমা পরশনে প্রাপ্ত, মুর্খতার হ্রদ॥
মাতৃবৎ পরনারী, যার সদা জ্ঞান।
সম্পর্ক না থাকে বোধ, সুরা কৈলে পান॥
সুদৃঢ় যে জন সদা, প্রতিজ্ঞা রক্ষণে।
প্রবঞ্চক হবে সেই, মদিরা সেবনে॥
প্রশান্ত দয়ালু যেবা, পর উপকারী।
প্রভাবে আমার হয়, নর হত্যাকারী॥
বদান্যতা গুণে দানে, রত যেই জন।
সে করে আমার বলে পরস্ব হরণ॥ ৮০

বলবান যে হাঁটিলে, কাঁপে ধরাতল।
সেবিলে বারুণী ঘটে, টলন প্রবল॥
স্ফাটিক মন্দিরে শুয়ে, অতৃপ্ত যে জন।
সুরা সেবি নিপতিত, "খানায়" সে জন॥
পরিষ্কার থাকিবার, সতত যতন।
ধূল ধুসরিত করি, ক্ষমতা এমন॥

সুগন্ধি তৈলাদি সদা যে করে লেপন।
দুর্গন্ধে তাহার মুখে, মাছি ভন্ ভন্॥
মাখনাদি খাদ্যে সুখ, নাহি হয় যার।
"ফেনামুখে" ভাজা পোড়া, স্বর্গ সুখ তার॥ ৯০

গম্ভীর প্রকৃতি যার, ভূষিত লজ্জায়।
নির্ব্বিকার চিতে সেই, উলঙ্গ বেড়ায়॥
দর্শন পাইতে যার, কত লোক ধায়।
কচুবনে সে বসিয়া, "ছুঁচো ধরে খায়"॥
মূক সম মুখ নাই, মানিলেও ওল।
যাহার মুখেতে কভু, নাহি স্বরে বোল॥
দেখুক সেবিয়া মোরে, বাজায়ে বগোল।
সোজা মুখে বাজে কত, কড়া ঢাকঢোল॥
সুরাপায়ী হয় যদি, বলহীন জন।
বিসম্বাদে পিছুপানে, নহে কদাচন॥ ১০০

বিসূচিকা-ক্রান্ত রোগী, মুখর যেমন।
বল হীন সুরাপায়ী, বলিষ্ঠ তেমন॥
এবম্বিধ নানাবিধ, গুণ অগণন।
ধরি যাহা কত আর, করিব বর্ণন॥
মানব মানবী সবে, সে গুণ প্রভাবে।
অভীষ্ট সাধয়ে পেয়ে, বিপরীত ভাবে॥
গুণ না থাকিলে কি লো, বিদ্যা বিশারদ।
কায়মনে সঁপি সব, সেবে মম পদ॥
বিশেষ ইংরাজী বিদ্যা, শিখে যেই জন।
মদ্য পান বিনা তার তৃপ্ত নহে মন॥ ১১০

মদ্য পান বিনা কারো, লেখনী চলে না।
মদ্য পান বিনা কারো, রসনা বলে না॥
মদ্য পান বিনা কারো, চিকিৎসা পোরে না।
মদ্য পান বিনা কারো, প্রার্থনা এসে না॥
মদ্য পান বিনা কারো, বিচার ফলে না।
মদ্য পান বিনা কেহ, সভ্য যে বলে না।
এই সে কারণে এত প্রতিপত্তি হয়।
সভ্যতা বাড়িবে যত, বাড়িব নিশ্চয়॥
মাঝে মাঝে দুই এক, হিংস্রক কুজন।
মাথা নেড়ে ওঠে, সুরা করিতে দমন॥ ১২০
কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কার্য্য বিভুর প্রকাশ।
সুরার উন্নতি ক্রমে, বাদীর বিনাশ॥
"একেই কি বলে সভ্যতা," আসি একবার।
কাঁদিয়ে গেছেন বাছা, করি হাহা কার॥
সুরা পায়ী সংখ্যা হেরে, কল্কে নাহি পেয়ে।
অপমান ভরে চুপে, আছে দম খেয়ে॥
মাথা নেড়ে এসে, "ওএল্ উইসার" খুড়ো।
পটল তুলিল খেয়ে মাতালের হুড়ো॥
সাধ্য আছে কার, করে দমন আমারে।
ছাগলের সাধ্য কোথা, যব মাড়িবারে॥ ১৩০
পরে ধেয়ে আসি "সধবার" একাদশী।
সুজন হারায়ে গেছে, করে একাদশী॥
একাদশী কি করিবে, দ্বাদশ আদরে।
তাঁদের আদর মাত্র, দুদিনের তরে॥ ১৩৪

(মধ্যোর)

# হক্ কথা।

## দ্বিতীয় কোপ।

### কেরাণিগিরি।

বঙ্গদেশ যত উন্নতি সোপানে পদার্পণ কর্‌ছে, বিদ্যার চর্চ্চাও তার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠ্‌ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবারিত দ্বার যে ইচ্ছে সেই দুটো ইউক্লিডের প্রপজিসন্ মুখস্থ করে দুইপাত গোল্‌ডস্মীথ (Goldsmith) পড়ে এক পাত সংস্কৃত আউড়ে এনট্রেন্স (Entrance) পাস কর্‌ছে। এদেশের লোকের ইংরাজি শেখা, আর জজমেনে ব্রাহ্মণের দশকর্ম্ম অভ্যাস করা, উভয়ই সমান, অর্থ হলেই হলো। কে জানে সিপ্‌-সরকারি, কে জানে বাজার সরকারি, কে জানে মাষ্টারি, কে জানে কেরাণিগিরি, চাকরি হলেই হল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়পত্র কপালে বাঁধবার জন্যে, অনেক গরিব গুর্‌বো লোকের ছেলে ইংরাজি পড়ে থাকে। বাপ মা, কায়ক্লেশে এমন কি আপনারা পেটেমরে থেকে, ছেলেকে লেখা পড়া শেখান—তা নয় এনট্রেন্স পাস করান। এনট্রেন্স পাস করলেই ছেলে বিদ্যার জাহাজ হয়ে পড়্‌লেন অমনি Title (উপাধি) পেয়ে চাপকান্ গায় দিয়ে চাকরি কর্‌তে বেরুলেন।

সকল দেশের লোকেরাই প্রায় লেখা পড়া শেখে, কিন্তু আমাদের মত শুদ্ধ চাকরি কর্‌বো বলে, কোন দেশের লোকেরা লেখা পড়া শেখেনা। দুই হরফ ইংরাজি লিখ্‌তে, ও দুই চারটে ইংরাজি বুলি বল্‌তে পার্‌লেই, অনেকেই আপনাদিগকে কাযের লায়েক মনে করেন লেখা পড়া শিখ্‌লেই যে চাকরি করতে হবে, এটী তাঁহারা Axiomatic truth (চিরসিদ্ধ সত্য) বলে গণ্য করেন।

কেরাণিগিরি শুনতে বড় সুখের চাকরি। দশটা চারটে খাটুনি, চেয়ারে বসে পাঙ্খার বাতাস খেতে পাওয়া যায়, পরবে সরবে ছুটীটে আসটাও আছে—এর উপর আবার "উপরিও" আছে। এই জন্যই আমাদের বাঙ্গালি ভায়াদের কেরাণিগিরি কর্‌বার ভারি সাদ্। কেরাণিগিরি কর্‌তে হবে বলিয়াই যেন, বাপ মা ছেলের বালক কাল হতে "হাতের লেখাটা যাতে ভাল

হয়” এবিষয়ে বিশেষ তদবির করেন। আমাদের এস্থলে একটী গল্প মনে পড়ে গেল, পাঠক মহাশয়দিগকে তা না বলে আর থাক্‌তে পারলাম না। সহরের কোন ভদ্র লোক পুরুষানুক্রমে কেরাণিগিরি কর্‌তেন বাড়ির সকলেই এমন কি টিকটিকিটে পর্য্যন্ত পাকড়ি বেঁধে কেরাণিগিরি করতে যেতো, এক দিন বাবুর ছেলে, ইস্কুল থেকে এসে ঘুঁড়ি নিয়ে বেরুচ্ছে, এমন সময় বাবু কুটি করে এলেন, ছেলের হাতে ঘুঁড়ি দেখে ভারি চটে গেলেন, ছেলেকে দুই এক ঘা মার্‌লেন। ছেলে বাবু কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাড়ির ভিতর গেলেন। কর্ত্রীঠাকুরুণ ছেলের চকের জল মুচিয়ে দিয়ে কর্ত্তাকে বল্লেন তুমি “ওকে অত বক কেন লেখা পড়া না শেখে কেরাণিগিরি করে খাবে তার আবার ভাবনা কি।” কেরাণিগিরির ত এই মান।

কেরাণি বল্লেই লোকে যেন আগেই ঘৃণা করে রেখেছেন কথায় বলে “ও বেটা মাছিমারা কেরাণি”। পূর্ব্বে বলেছি অনেক ছেলের এনট্রেন্স পর্য্যন্ত বিদ্যা হয়। বছর বছর প্রায় হাজার বারশ ছেলে পাস (Pass) হচ্ছে। কিন্তু সকলের অবস্থা সমান নয় অনেকেরি কালেজে পড়া হয়ে উঠেনা, কাযেই কেহবা স্কুল-মাষ্টারি, কেহবা কেরাণিগিরি করতে বেরোন। মাষ্টারি কাযটা একটু শক্ত কায, কিঞ্চিৎ লেখা পড়া দরকার করে। তোতাপাখীর মত মুখস্থ কর্‌লে চলেনা, সুতরাং অনেকে সেদিকে ঘেঁসেন না। ছেলে কেরাণিগিরি কর্‌বে বাপ মার ভারি আহ্লাদ সকল দুঃখ ঘুচে যাবে। বাড়ীর পাটা বিক্রয় করে ছেলেকে এক সুট পোসাক কিনে দিলেন। ছেলে পেনটুলুন পরে জেকেট আস্তিন চাপকান গায় দিয়ে, এলবার্ট ফেসনে চুল ফিরিয়ে চাকরির আসরে নাব্‌লেন। পাঠক মহাশয়েরা ক্রমে দেখ্‌তে পাবেন বাবু আসরে কি অভিনয় করেন।

আজ কাল চাকরির বাজার ভারি গরম। কোন আফিসেই প্রায় খালি হয় না, কিন্তু কেরাণির বাজার ভারি সস্তা, একটা মোট ববার জন্য এক জন নগদা মুটে পাওয়া ভার কিন্তু কোন আফিসে একটা কর্ম্ম খালি হলে সাত শ ওমেদার হাজির হয়। অনেক আফিসে Reduction (লোক ছাড়ান) ধূম গবর্ণমেণ্টের কায আর গঙ্গারকূল দুই সমান এক দিক ভাঙ্গিচে

আর এক দিক গড়্‌ছে। সাত টাকা মাইনে ছুটো দফতরি ছাড়িয়ে দিয়ে এক দিকে Saving (খরচ কম) হলো আর দিকে তুহাজার টাকায় এক জন লোক নিযুক্ত হলো। আমাদের ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের এই মিত ব্যয়িতা, এই পরিণাম দর্শিতা, এই প্রজা বাৎসল্য, এই দয়া এই অপক্ষ পাতিতা। বড় ঘরের বড় কথা বৃহৎ কর্ম্মের সুখ্যাতি নাই ওমেদার বাবুরা কেরাঞ্চি গাড়ির ঘোড়ার মত দেড় বুড়ি Being given to understand application (দরখাস্ত) পকেটে করে রাস্তায় রাস্তায় ধুলো খেয়ে বেড়ান, আর মধ্যে মধ্যে চাপরাসিদের নিকট নিমগোচের অর্দ্ধ চন্দ্রও খেয়ে থাকেন। সিপ্ সরকারেরা যেমন প্রতিদিন টেলিগ্রাফ আফিসে গিয়ে Shipping News (জাহাজি খবর) খোঁজে ওমেদার বাবুরাও সেই রকম প্রতি দিন এক এক বার গাজনের সন্ন্যাসীর মত সকল আফিসে টল দিয়ে বেড়ান। কোন আফিসে একটা কর্ম্ম খালি হলে প্রায় এক্সচেঞ্জ গেজেটে ও অপরাপর কাগজে Advertisement (বিজ্ঞাপন) বেরিয়ে থাকে। এঁরাও সেই জন্য এক্সচেঞ্জ গেজেটে পড়েন কর্ম্ম খালির খবরটা আসটা লন। অদৃষ্ট ক্রমে যদি কোথায় খালির খবর পেলেন অমনি দরখাস্ত বগলে করে, ছুটো ছুটী সেখানে গিয়ে হাজীর হলেন, এবং সাহেবের হজুরে দরখাস্ত পেস কর্‌লেন। অনেক অফিসে পূর্ব্বে একখানি দরখাস্ত দিতে হলে, আগে হজুরের চাপরাসির পূজো দিতে হতো এখন প্রায় সেরূপ দেখা যায় না। আফিসে রথ দোলের লোকের মত ওমেদারের আমদানি হতে লাগ্‌লো, ক্রমে দু শ ছাড়িয়ে উঠ্‌লো, আফিস Entrance Examination Hall (এনট্রেন্স একজামিনের ঘর) হয়ে উঠ্‌লো কেরাণি বাবুদের ভারি আমোদ এক দিন ফাকি দেবার সুবিধা পেলেন। ক্রমে দু শর মধ্যে এক জন একজামিনে উতরে উঠ্‌লেন। এবং কর্ম্মে বসলেন। বেতন ১৫।

গবর্ণমেণ্ট আফিসে Apprentice (নবিসিন্দে) কল্কে পায় না Degree-holder (উপাধি ধারি) না হলে প্রায় কর্ম্ম পাওয়া ভার

কিন্তু সাহেবদের পক্ষে সেটী নয়। যত আঁটা আঁটী আমাদের বেলা। সওদাগরদের বাড়িতে, রেইলওয়েতে ও অপরাপর আফিসে, Apprentice ভর্ত্তি করে। তাতেও আবার সুপারিস চাই। কোন যায়গায় বসতে চেয়ার দেয়, কোন কোন যায়গায় ওমেদার বাবুদের বাড়ি থেকে চেয়ার নিয়ে গিয়ে আফিসের কায করতে হয়। কেউ তিন বৎসর কেউ ৫ বৎসর কেউ সাত বৎসর খাটচেন কবে যে চাকরি হবে তাহা জগদীশ্বর জানেন, সুধু এনর গোদের উপর বিষ ফোড়া, মধ্যে মধ্যে ঘর থেকে জরিমানা দিয়ে ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়াতে হয়। কিন্তু যদি কখন, কোন কর্ম্ম খালি হয় তখন হেড বাবুর শালা কেশিয়ার বাবুর ভগ্নীপতি প্রভৃতি আসিয়া কর্ম্ম পায়। এদেশের এই বিচার।

বাঙ্গালি ভায়ারা মনে করেন কেরাণিগিরি বড় সুখের চাকরি কোন ঝোঁক নাই কলম ফেললেই খালাস। কেরাণিগিরি "দিল্লির লাড্ডু যে খেয়েছে সেও পস্তায় যে না খেয়েছে সেও পস্তায়" কথায় শুনতে ১০টা ৪টে কিন্তু দেড় রোজা খেটেও রোজ সই হয় না। মধ্যে মধ্যে রবিবারে ও পরবে সরবে আফিসে গিয়ে সাহেবের মন যোগাতে হয়।

সকল আফিসেই এক জন কর্ত্তা আছেন। এঁরাই কেরাণিদের বিধাতা পুরুষ যা মনে করেন তাই করেন, ক্ষমতা থাকলে ফাঁসি দেবারও হুকুম দিতেন। এঁদের বাঙ্গালির উপর ভারি রাগ। এঁদের হাতে কেরাণিদের যে কত কষ্ট পেতে হয়, তাহা প্রায় অনেকেই জানেন। কেরাণিরা আফিসে যান, না যমালয়ে যান। আফিসে যাবার সময় হলে গায়ে জ্বর আসে, যেন কত ডাকাতিই করেছেন কত দুষ্কর্ম্মই করেছেন। সর্ব্বদা সশঙ্কিত কখন কি ছল ধরবে, আর ড্যাম ষ্টুপিড শুনবেন। হুজুর সমস্ত দিন খবরের কাগজ দেখুন, পাঁচ ইয়ারের সঙ্গে খোস গল্প করুন, তাতে ক্ষতি নাই আর কেরাণিরা যদি এক খানি চিটী লেখেন কিম্বা কোন কাগজ পড়েন তা হলেই প্রমাদ, তাহা হলেও হুজুর মহা গরম।

বাঙ্গালিদের ভারি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কোন কাযেই পেচপা হয় না, সামান্য কেরাণিগিরি করতে যে অপারগ তাহা নিতান্ত অসম্ভব। দুচারঠে বাঁদিগত

বলে, দুচার খানা চিঠি লিখ্‌তে পারলেই কেরাণিগিরি করা যায়। এতে ত এই পর্য্যন্ত না আর কিছু চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসাদে অনেকে লেখা পড়া শিখে আফিসে ঢুকচে, এখন আর প্রায় সে কেলে কেরাণি দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। "Uncle prostitute" (খুড়োর একটিন) You die me (আপনি আমাকে মেরে ফেলুন) ইত্যাকার ইংরাজি কথা বার্ত্তা আর শোণা যায় না। তথাপি মান সর্ব্বত্র সমান। কুঁদের কাছে বেঁক থাকবার যো নাই। "হজুরের" কসনির চোটে বাবাজিদের পেটের ভাত চাল হয়ে যায়, দিবা রাত্র খেটেও যশ নাই একটু ভুললেই অমনি Useless (অকর্ম্মণ্য) হয়ে পড়েন এবং হজুরের মুখে I will soon get rid of you (তোমাকে শীঘ্র বিদায় দেব) প্রভৃতি সুমধুর বাক্য শ্রবণ করেন। সাহেবদের মধ্যে অনেক অবতারেরা, যে কত কাযের লোক তা প্রায় সকলেই জানেন। অনেকেই সুপারিসের জোরে কেহ বা বড় সাহেবের শালা, কেহ বা ছোট সাহেবের ভাগ্নে বলে কর্ম্ম পান। আমাদের বাঙ্গলা দেশ ইংরাজদিগের কামধেনু, যা চাচ্ছেন তাই পাচ্ছেন। যিনি মনে কচ্ছেন তিনিই সুপারিসের জোরে কর্ম্মে বস্‌চেন। কর্ম্ম কর্‌তে পারুন আর না পারুন, আফিসের কায বুঝুন আর না বুঝুন, মাস গেলে সাদর মাহিনে নিয়ে বাড়ি যান। আফিসে তো কেরাণিদের খাটুনির ওর নাই, তার উপর এই সকল ধর্ম্মাবতারদের অধীনে কায করা, যে কত সুখের চাকৃরি তাহা সকলেই বুঝ্‌তে পারেন।

অনেক আফিসেই প্রায় ঘড়ি ধরে হাজরে লওয়া হয় ১০॥টার উপর এক মিনিট হলেই অমনি সে দিনের মাইনে বন্দ। এক দিনের কামারে তিন দিনের মাইনে বাদ বাপ্‌কে ঘাটে নিয়ে খবর দিলেও র‍্যাত নাই। কিন্তু সাহেবদের দরকার পড়্‌লেই Privilege leave (পুরো মাইনের ছুটি নিয়ে হাওয়া খেতে যেতে ছুটি পান। কেরাণিদের ঘরে পয়সা নাই, তাই এত কষ্ট সহ্য করেন, যদি এক মুটো খাবার সঙ্গতি থাকৃতো তা হলে কখনই এ ঝকৃমারির কায কর্‌তেন না। সাহেব দেখ্‌লেই তাঁহারা জড় সড়, ভয়ে কাহার

সহিত কথা কন না, পাছে সাহেব দেখ্‌তে পান। দায়মালি কয়েদিরাও এ হতভাগাদের অপেক্ষা স্বাধীন, এঁদের অপেক্ষা শত গুণে সুখী।

প্রাণ পণে খেটে, এক জনে শত জনের কায ক'রে, আফিসের কায তুলে দেন তথাপি কথায় কথায় মাইনে বন্দ কথায় কথায় জরিমান। এবং ভুল হলেই সস্‌পেণ্ড। কিন্তু সুখ্যাতি কিম্বা Promotion (পদ বৃদ্ধি) পাবার সময় সাহেবরা। কথায় বলে "মোস্‌কাটুলে নন্দা, কাঁদে উঠ্‌লো বেন্দ." সাহেবদের তাই।

দুই একটা খাস আফিস ছাড়া অনেক আফিসেই প্রায় মাইনে ৩০।৪০ জোর পঞ্চাশ, কেউ মরবার সময় শয়ে পৌঁছন। কিন্তু আবলুসের চেয়ে এক পোঁচ বারনিস কালো ফিরিঙ্গিরা "সাহেব" বলে মোটা মোটা মাইনে পান। আর বৎসরের মধ্যে সাত জনকে ডিঙিয়ে তিন বার Promotion (পদবৃদ্ধি) পান, হাজার খাট, হাজার কর, কিছুতেই হুজুরের মনমত হয় না, ভুলেও কেরাণিদিগকে দুটো মিষ্টি কথা বলেন না। যদি কোন আফিসে এক জন বাঙ্গালি ও এক জন ইংরাজ, এক সময়ে এক মাইনেয় ভর্ত্তি হয়, বাঙ্গালি ৩ বৎসরে ২০ পেলেন আর সাহেব ভায়া দু শ ছাড়িয়ে ওঠেন।

গবর্ণমেণ্ট মনে করেন। শ্বেত কান্তি হলেই ভারি কাযের লোক হয়। কিন্তু একবার তাঁদের কাযের চোট দেখ্‌লেই চক্ষু স্থির হয়ে যায় অনেকে ক অক্ষরতে খ জানে না কিন্তু অভিমানটী ষোল আনা। কেহ বা চক্ষু বুঝে চিটীর সই করেন, অনেককে আবার সই করবার জায়গা দেখিয়ে না দিলে সই করিতে পারেন না। যত দোষ বাঙ্গালির বেলা। হুজুর দু প্রহরের সময় আফিসে এলেন, একটা পর্য্যন্ত নিজের কায করলেন্ তার পর ৩টা পর্য্যন্ত টিপিন্ খেয়ে এবং পাঁচ ইয়ারের সঙ্গে আমোদ প্রমোদে কাল কাটালেন্। তার পর কাযে বসলেন্ ১॥ ঘণ্টার মধ্যে যা পারলেন্ তাই করলেন্, আর ৪॥টা হলেই বগি হাঁকিয়ে বাড়ি চলে গেলেন্। কর্ত্তারা বলেই এত শোভা পায় এদের ত কেহই আর বক্‌বার লোক নাই, কাহাকে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না।

আগেই বলা হয়েছে গবর্ণমেণ্টের মা বাপ নাই যাঁর যা ইচ্ছা তিনি তাই করেন। দিন দিন নূতন নিয়ম দিন দিন নূতন আইন। দিন দিন কর্ত্তা বদল হচ্ছে যদি বা কোন হুজুর কায় ক্লেশে কেরাণিদের উপর ঝাল ঝেড়ে তাহাদের উপর পিশাচের মত অত্যাচার করে একটু কায শিখলেন অমনি তাঁকে বদলি করে দেওয়া হলো। কেরাণির প্রমাদ বহুকষ্টে অনেক খোসামোদ করে যদি বা এক দেবতাকে তুষ্ট কল্লেন অমনি এক নূতন দেবতা এলেন, আবার তাঁর মন যোগাতে কেরাণির প্রাণ অস্ত হয়। কেরাণিগিরি আর বেশ্যা বৃত্তি উভয় সমান পরের মন যোগাইতে চিরকালটা কেটে যায়। কেরাণিদের চাপরাসিগিরি দফতরিগিরি ফরাসের কায পর্য্যন্ত কর্‌তে হয়। অনেক আফিসে দপ্তরি নাই কেরাণিদের সুতরাং দপ্তরির কায কর্‌তে হয় সাহেবের হুকুম হলে বড় কেতাব বগলে করে এঘর ওঘর করে বেড়াইতে হয় আবার সাহেবের কোন আত্মীয় এলে চেয়ার খানাও এগিয়ে দিতে হয়। এতে এত হীন বৃত্তি করেও সাহেবের কাছে সুখ্যাতি নাই। সদাই হুজুরের মুখ ভার। মুখে একবার হাঁসি দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। কেরাণিদের প্রতি সদাই খড়্গ হস্ত। এক জনের হাতে সাত জনের কায পাশফেরবার অবকাশ নাই খেটে খেটে মুখে রক্ত উঠে যায় একটু তর তফাত হলেই বরতরফ, অনেক সাহেব আবার ভারি খোসামোদ প্রিয় একটু খোসামোদের কসুর হলেই কেরাণির মহা বিপদ একে মনসা তায় আবার ধুনার গন্ধ সোণায় সোহাগা কোন কারণ নাই কোন অপরাধ নাই সেলাম কর্‌বার সময় মাথাটা মাটিতে ঠেকিলে বলে হুজুর মনে মনে ভারি রেগে রহিলেন। কসুর খুঁজ্‌তে লাগিলেন দোষ ছাড়া মানুষ নাই অনেক কায কর্‌তে গেলেই ভুল হয় যে অধিক কায করে তারি ভুল হয় চুপ করে চেয়ারে বসে চুরুট খেলে আর খবরের কাগজ পড়লে ত আর ভুল হবার যো নাই কেরাণির ভুল হলো অমনি কেরাণির নামে Report হলো, যদি বড়কর্ত্তা একটু দয়ালু ত জরিমানা হলো আর যদি হবচন্দ্র রাজার ন্যায় সৎবিবেচক হন তাহা হইলে কেরাণি ভায়ার কেরাণি যাত্রার শেষ হলো Incompetent (অপরাধ) বলে অর্দ্ধচন্দ্র বকসিস পেলেন।

(ক্রমশঃ)।

# বিজ্ঞাপন।

অদ্যতনীয়-আচার্য্য বর শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক অংশশঃ প্রণীত ও প্রচারিত, প্রচার্য্যমাণ নিম্নলিখিত পুস্তক-গুলি কলিকাতায়—সিমূলা, সংস্কৃতযন্ত্রালয়ের পুস্তকালয়ে, সংস্কৃতবিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু জীবানন্দ বিদ্যাসাগর বি, এ, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকটে, মৃজাপুর, নূতন সংস্কৃতযন্ত্রালয়ে এবং শ্রীরামপুরে 'আলফ্রেড্' নামক যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

১।—"সামবেদ সংহিতা" (আগ্নেয় ও ঐন্দ্রপর্ব্ব) ঋষি, ছন্দ, দেবতা, স্বরচিহ্নের সহিত গীতি ও বাঙ্গলা অনুবাদের সহিত—উৎকৃষ্ট কাগচে ও উৎকৃষ্ট অক্ষরে—বৃহদাকারে মুদ্রিত ... ... ৮৲

২।—"ব্রাহ্মধর্ম্ম" (উভয় খণ্ডই একত্র) টীকা ও তাৎপর্য্যের সহিত ... ৪৲
(ইহার প্রথম খণ্ডে জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতি সকল এবং দ্বিতীয়ে নীতিবিষয়ক স্মৃত্যাদি অতি যত্নে সংগৃহীত হইয়াছে)

৩।—"কবিকল্পলতা" (অলঙ্কার গ্রন্থ) সটীক ... ... ... ৩৲
(ইহা প্রাচীন গ্রন্থ, অতি সরলভাষায় ও সুকৌশলে রচিত)

৪।—"সামসূচি" (প্রথম খণ্ড) বাঙ্গলা অনুবাদের সহিত ... ... ১৲
(ইহাতে সামবেদীয় রুদ্রাধ্যায় প্রভৃতি [গুহ্য সোমাতিরিক্ত] সমস্ত মন্ত্রই পাওয়া যাইবে। (ইহা এই বৎসরেই সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইবে)

৫।—"বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী" চিরঞ্জীব কবি-কৃত ... ... ৷৷৹
(ইহাতে নাটকচ্ছলে বিবিধ দর্শন-মত সবিচার প্রদর্শিত হইয়াছে)

৬।—"মাধবচম্পূ" চিরঞ্জীব কবি-কৃত। (কাব্য লিখিবার আদর্শ স্বরূপ) ৷৵৹

৭।—"প্রত্নকম্রনন্দিনী" মাসিক সংস্কৃত পত্রিকা। ইহাতে লুপ্ত-প্রায় গ্রন্থ (প্রায় সানুবাদ) ও লুপ্ত প্রায় তথ্য সকল (বাঙ্গলায়) প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম হইতে ৪০ সংখ্যা একত্র বান্ধান ৪০৲

৮।—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুলের সহিত ১০৲। প্রতিসংখ্যার মূল্য ১৲

৯।—২৫ হইতে ৪০ সংখ্যা (ইহার সহিত পরসংখ্যার কোন সংশ্রব নাই) ... ... ... ... ... ১০৲

শ্রীরামপুর,
আলফ্রেড্ প্রেস্। } শ্রীযদুনাথ বন্দোপাধ্যায়।

# হালিসহর পত্রিকা।

সূচি পত্র।

১ম খণ্ড, মাহ ভাদ্র, সন ১২৭৮ সাল, ৫ম সংখ্যা।



শ্রীরামপুর।

আল্‌ফ্রেড যন্ত্রে মুদ্রিত।

হালিসহর হইতে প্রকাশিত।

# হালিসহরপত্রিকা।

(মাসিক পত্রিকা।)

১ম খণ্ড।  সন ১২৭৮,  মাহ ভাদ্র।  ৫ সংখ্যা।


## হিন্দু-সমাজ।

যে দিবস আমাদের দেশ পরহস্তগত হইয়াছে, সেই দিবস হইতে আমাদের সমাজের বল ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে। মহাত্মা কৃষ্ণচন্দ্র ভূপতির সময়ে সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় সমধিক বিক্রম প্রকাশ করিয়া অধঃপতনের পরিচয় দিয়াছিল মাত্র। সমাজের এবম্প্রকার দুর্দ্দশা কেন হইল, বর্ত্তমান সময়ে, তাহার একবার আলোচনা করা আবশ্যক।

রাজ্যশাসন যেমন ভূপতির অবশ্য-কর্ত্তব্য-কর্ম্ম, পুরাকালে সমাজ-শাসনও তাঁহার পক্ষে সেইরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। নৃপতি যেমন রাজ্য-মধ্যে সুনিয়ম প্রচার করিয়া শান্তি-সংস্থাপন করিতেন, সেইরূপ সুপ্রণালী বিধিবদ্ধ

করত সমাজের উন্নতি-সাধন করিতেন। যেমন হত্যাকারী, দস্যু প্রভৃতির দণ্ডবিধান করিয়া, অপরের অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার করিতেন, এবং কর্ত্তব্য-পরায়ণ কর্ম্মচারিকে পুরস্কার প্রদান করিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতেন, সেইরূপ কদাচারী ব্যক্তিগণকে সমাজচ্যুত বা অন্য প্রকার শাস্তিবিধান করিয়া, সকলকে বিহিত শিক্ষা প্রদান করিতেন এবং সদ্বিদ্বান ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে পুরস্কার উপহার দিয়া, তাঁহাদিগকে বিশেষ উত্তেজিত করিতেন, এবং তদ্দৃষ্টে অপরে তাঁহাদের ন্যায় কার্য্য করিতে যত্নবান হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাদের রাজ্য যবনদিগের হস্তে নিপতিত হওয়াতে, প্রজাগণের প্রতি বিবিধ প্রকার অত্যাচার হইতে আরম্ভ হইল, এবং সমাজও বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। সকলে যখন ধন প্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত, তখন আর সমাজের প্রতি কি প্রকারে দৃষ্টি থাকিতে পারে? বিশেষতঃ দেশীয় রাজার অভাবে, কে আর সমাজের শাসন-ভার গ্রহণ করে? পরে, সুসভ্য ইংরাজদিগের শাসনাধীনে, অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হওয়াতে, আমাদের সমাজ-সংস্কারের সমধিক আশা উদ্দীপিত হইয়াছিল। প্রধান প্রধান নগরের ও বিখ্যাত গ্রামের রাজাখ্যাধারী "জমীদার" ও ধনী ব্যক্তিগণ দলপতি রূপে ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় সমাজের শাসন-ভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সমাজ এবম্প্রকার দূষিত হইয়াছিল এবং ব্যক্তিগণের চরিত্র এরূপ কলুষিত হইয়াছিল যে, ধর্ম্মনীতির প্রতি উপেক্ষা করিয়া, কেবল বাহ্যিক ব্যবহার লইয়া সমাজ-মধ্যে আন্দোলন হইতে লাগিল। ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের সামান্য ত্রুটী হইলেই, ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ ব্যবস্থা দিতে আরম্ভ করিলেন,

এবং প্রায়শ্চিত্তের ছলে, অর্থদণ্ডই অপরাধিদিগের দণ্ড বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল। বেশ্যা-গমন দোষ বলিয়া কেহই স্বীকার করিত না, এবং অন্যায় উপার্জ্জন, যাহাকে "উপরী" কহে, ধর্ম্ম-বিগর্হিত কর্ম্ম বলিয়া, কাহারও অন্তঃকরণে জাগরূক হইত না। ক্রমে সমাজের বন্ধন এরূপ শিথিল হইয়া উঠিল যে, অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান অনায়াসেই প্রচলিত হইতে লাগিল, এবং ধনী ব্যক্তিগণ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে আরম্ভ করিলেন। এক সময়ে যে পরিবার-মধ্যে পলাণ্ডু-ভক্ষণ-পদ্ধতি ছিল বলিয়া গৃহস্বামীকে সমাজচ্যুত হইতে হইয়াছিল, এখন সেই পরিবার-মধ্যে যাবনিক খাদ্য অবিবাদে ব্যবহার হইতেছে। আর স্মৃতির ব্যবস্থা কিছু মাত্র ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে না। যখন সমাজের অধিপতি নাই তখন সমাজ যে বিশৃঙ্খল হইবে তাহা বিচিত্র নহে। এবং যত দিন সমাজের ভার কোন ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির উপর ন্যস্ত না হইতেছে, তত দিন সমাজ সংস্কারের আশা সুদূর পরাহত। এক্ষণে সমাজের এবম্প্রকার অবস্থা হওয়াতে, আমাদের কত দূর দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে তাহা একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক।

প্রথমতঃ, ধর্ম্মভাবের বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য দেখা যাইতেছে। পাঠকগণ কহিতে পারেন যে, জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়া, কুসংস্কার বিজৃম্ভিত ও পৌত্তলিকতা তিরোহিত হইতেছে, এবং ইহাকে বরং উন্নতির চিহ্ন বলা যাইতে পারে। কিন্তু, এ কথাটী ভ্রমজনক। আজ কাল নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মের প্রতি শৈথিল্য দেখা যাইতেছে। তাঁহারা পৌত্তলিকতাকে ঘৃণা করিতেছেন, অথচ কোন বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় লইতেছেন না। সুতরাং

সমাজকেই দোষী করা যাইতে পারে। যাহাতে বালকগণ ধর্ম্ম-জ্ঞানে উন্নত হইতে পারে, তাহার কোন উপায় উদ্ভাবন করা হয় না। ইংরাজী বিদ্যা অভ্যাস করিয়া যাহাতে পুত্রগণ উচ্চ পদাভিষিক্ত হইতে পারে এবং অর্থ উপার্জ্জন দ্বারা তাহাদের সকল অভাব পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়, ইহাই পিতা মাতা বা আত্মীয় জনগণের আন্তরিক ইচ্ছা। সন্তান যাহাতে সভ্য পদবীর যোগ্য হইতে পারে, তাহার কোন উপায় নির্ণয় করা হয় না, এবং সে জন্য কাহাকেও চিন্তাযুক্ত দেখা যায় না। ধর্ম্মপুস্তক পাঠের পদ্ধতি সর্ব্ব জাতি মধ্যে বিদ্যমান আছে। যাহাতে বালকগণ ধর্ম্মজ্ঞানে উন্নত হয়, তাহার উপায়ও সকল জাতির মধ্যে অবলম্বিত হইয়া থাকে।

ইংরাজগণের মধ্যে প্রতি রবিবারে, ধর্ম্মমন্দিরে উপাসনা হয় এবং বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই তথায় উপস্থিত থাকিয়া ধর্ম্ম গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া থাকেন। মুসলমানদিগের মধ্যেও কোরাণের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে, এবং সকলেই সপরি-বারে আগ্রহের সহিত সেই সমুদায় শ্রবণ করে। আমাদের মধ্যে পুরা কালে, গুরুগৃহে বাস করিয়া শাস্ত্রাধ্যয়নের নিয়ম ছিল। কিন্তু, সকল উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সে পদ্ধতিও অন্তর্হিত হইয়াছে। উপদেষ্টাগণ, শিষ্যদিগের উন্নতি চেষ্টা দূরে থাক্, তাহাদের নিকট হইতে কৌশল ক্রমে অর্থসংগ্রহ করিতে তৎপর। সাধু ভাব দূরে থাক্, স্বার্থপরতা ও কপটতা তাঁ-হাদের অন্তঃকরণ অধিকার করিয়াছে। আবার তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কদাচারী।\ গোপনে কত অত্যাচার করিয়া থাকেন, কিন্তু শিষ্যগণ-সমক্ষে ধর্ম্মের ভান করিতে ক্রটি করেন

না। শিষ্যগণও গুরুদিগের প্রতি মৌখিক ভক্তি প্রকাশ করে মাত্র।

বাল্যকালাবধি বিজাতীয় ভাষার আলোচনা ও বিজাতীয় ধর্ম্ম লইয়া আন্দোলন করাতে, এবং শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত না হওয়াতে, আমাদের যুবকবৃন্দ, সহজেই স্বধর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন এবং তাহার অবমাননাও করিয়া থাকেন। প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যেও ধর্ম্মের বিশুদ্ধ ভাব নয়নগোচর হয় না। তাঁহাদের ধর্ম্মাচরণ কেবল কাল্পনিকতাতেই পরিণত। লোকে তাঁহাদের ধার্ম্মিক বলিয়া গণনা করে, ইহাই তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা। প্রকাশ্য স্থলে গিয়া দেবার্চ্চনা করিতেছেন এবং উপাসনা করিতে করিতে ইতস্তত বিলোকন করিতেছেন, ইতস্ততঃ কেহ আগমন করিলে, তাহার অভ্যর্থনা হইতেছে, এবং আবশ্যকমত সন্ধ্যাহ্নিক স্থগিত রাখিয়া বাক্যালাপও করিতেছেন। একদিকে হাতে জপমালা ঘুরিতেছে, অপর দিকে অন্যের সহিত বিষয় সম্বন্ধীয় বাক্যালাপন চলিতেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা কথাও প্রয়োগ হইতেছে। একেত বিজাতীয় ধর্ম্মের আলোচনা করাতে, আমাদের যুবকবৃন্দের স্বধর্ম্মের প্রতি শৈথিল্য ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার উপর প্রাচীন সম্প্রদায়ের এবম্প্রকার আচরণ দৃষ্টে তাহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি একেবারে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য? যাহাতে শাস্ত্রের সমধিক আলোচনা হয়, এবং আপামর সাধারণে ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইতে পারে, তাহার উপায় বিধান করা আবশ্যক হইতেছে, সমাজকে ইহার ভার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আমাদের বিবেচনায়, স্থানে স্থানে ধর্ম্ম-সভা

সংস্থাপিত হইলে, সুচারু ফল ফলিতে পারে, এবং সেই সমুদায় সভার কার্য্য, নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে সম্পাদিত হইলে, সমাজের বিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। যথা ;—

১। সভ্যগণ স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে মাসিক মাথট প্রদান করেন।

২। সেই মাথট দ্বারা স্থানীয় চতুষ্পাঠীর সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ করা হয়।

৩। যেস্থানে চতুষ্পাঠী নাই, সেস্থানে চতুষ্পাঠী সংস্থাপিত করা হয়।

৪। হিন্দুমাত্রেরই এইটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হয় যে, তাঁহাদের পুত্রগণকে প্রাতে বা সায়ংকালে সংস্কৃত অধ্যয়ন ও ধর্ম্মজ্ঞান লাভ জন্য চতুষ্পাঠীতে প্রেরণ করেন।

৫। প্রতি চতুষ্পাঠীতে দুই জন করিয়া অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েন, এক জন ব্যাকরণ ও সাহিত্যাদি অধ্যয়ন করাণ, এবং অপর ব্যক্তি শাস্ত্রব্যাখ্যা করেন।

৬। সভা হইতে ২। ৩ জন সভ্য পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত হয়েন। তাঁহারা পঠনের প্রণালী দেখিয়া সভা-সমক্ষে আপন আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

৭। যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা করিতে অভিলাষী নহেন, তাঁহারা চতুষ্পাঠীর ছাত্ররূপে পরিগণিত হইলে, তাঁহাদের নিমিত্ত আহারীয় দ্রব্য ও পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদির জন্য সমুদায় ব্যয় সভা কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়।

৮। যাহাতে অধ্যাপকগণ নিরুদ্বেগে অধ্যাপনা-কার্য্য সমাধা করিতে পারেন, এরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে মাসে মাসে ব্যয়োপাযোগী অর্থ প্রদান করা হয়।

৯। ছাত্রগণকে মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করা হয়, এবং যাহারা সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মজ্ঞানী তাহাদিগকে পুরস্কার বা ছাত্রবৃত্তি প্রদান করা হয়।

১০। সভার সমুদায় কার্য্য সুনিয়মে সমাধা জন্য, একটী মূল ধন সঞ্চিৎ করা হয়। শ্রাদ্ধ, বিবাহ বা অন্যান্য মাঙ্গলিক কার্য্য উপলক্ষে সকলে আপনাপন ক্ষমতানুসারে এতদর্থে কিছু কিছু প্রদান করেন।

১১। আপামর সাধারণকে, ধর্ম্মজ্ঞানে উন্নত করিবার জন্য সভাকর্ত্তৃক কথকতার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। কথকেরা ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞান সম্বলিত বাক্য দ্বারা পর্য্যায়ক্রমে এক এক পল্লীতে এক এক সপ্তাহ করিয়া, সর্ব্বসাধারণকে সমুন্নত করিতে যত্নবান হয়েন।

স্থানে স্থানে এপ্রকার সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে, এবং সে সমুদায়ের কার্য্য উল্লিখিতরূপে সমাধা হইলে, প্রকৃত উন্নতি হওন পক্ষে কোন বাধা থাকিবে না। তৎপক্ষে যত্নবান হওয়া প্রধান প্রধান ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম সম্বন্ধে কাপ্পনিকতা অতীব পাপজনক। ইহা হইতে অব্যাহতি না পাইলে, আর সমাজের শ্রেয় নাই। কি প্রাচীন সম্প্রদায় কি যুবকবৃন্দ, বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাবে কাহাকেই উদ্দীপিত হইতে দেখা যায় না। যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞান কাহারই নাই—সুতরাং বাহ্যাড়ম্বরে সমুদায় পরিণত হইতেছে। যুবকবৃন্দ পৌত্তলিকতায় সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিতেছেন, অথচ গুরুজন-ভয়ে, দেবতার প্রতি মৌখিক ভক্তি প্রকাশ করিতেছেন। প্রাচীনদিগের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান অতি বিরল, তাঁহাদের নিকট সন্ধ্যাহ্নিক ব্যবহারিক মাত্র। পূর্ব্ব-পুরুষ-

গণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহারই অনুকরণ করিতেছেন, উন্নতিলাভের কোন চেষ্টাই নাই। কি জ্ঞানী কি অজ্ঞান, আমাদের শাস্ত্র সকলের পক্ষেই উপযোগী। ইহা হইতে জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, এবং সামান্য ব্যক্তিগণ অনুষ্ঠান রূপ পদবীর দ্বারা ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়েন। দেবার্চ্চনা যে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের উপায়মাত্র এবং সেই জ্ঞানলাভ হইলে যে, তাহা পরিত্যজ্য, ইহা সকলের হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত। শাস্ত্রের যে ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা অবগত হইলে, আমাদের নব্য সম্প্রদায় আর পৌত্তলিকতা পৌত্তলিকতা করিয়া শাস্ত্রকে অবমাননা করিবে না, এবং প্রবীণ ব্যক্তিগণও কেবল পৌত্তলিকতায় জড়ীভূত হইয়া রহিবে না। ক্রমে উন্নতি সহকারে, তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। আজ কাল ধর্ম্ম লইয়া যে প্রকার বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, এবং আমাদের যুবকবৃন্দের যে প্রকার মনের ভাব দেখা যাইতেছে তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, পৌত্তলিকতা আর কৃতবিদ্যদিগের নিকট ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিবে না, এবং বর্ত্তমান আচরিত কাল্পনিকতা ও বাহ্যাড়ম্বর ক্রমে অন্তর্হিত হইবে। শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম গোপন রাখা আর উচিত হয় না। আমাদের শাস্ত্রে একেশ্বর উপসনার পদ্ধতি নাই এবং তাহা কেবল পৌত্তলিকতা প্রতিপাদন করে, এবম্প্রকার ভাব হৃদয় অধিকার করাতে, আমাদের শাস্ত্রের প্রতি তাহাদের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। এ ভাব বৃদ্ধি হইতে দেওয়া বিধেয় নহে; কারণ, তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হইবে। হয় যুবকবৃন্দ সমাজকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ব্রাহ্ম-দল-ভুক্ত হই-

বেন, নতুবা নাস্তিকদিগের দল বৃদ্ধি করিবেন। যাহাতে এমন শোচনীয় অবস্থা না হয়, এখন হইতেই তাহার প্রতিবিধান করা অত্যাবশ্যক। এবং এ জন্য বেদের পুনরুদ্দীপন শ্রেয়স্কর। যেহেতু বেদ, সকল শাস্ত্রের মূল। বিশেষতঃ কি প্রাচীন কি নব্য সম্প্রদায়, সকলের নিকটই তাহা পরম আদরণীয়।

আমাদের এরূপ বিশ্বাস নাই যে, সর্ব্বসাধারণই ব্রহ্মজ্ঞানী হইবেন, এবং তৎপক্ষে প্রয়াস পাওয়া আমাদের বিবেচনায়, দুরাশা মাত্র। আমাদের পূজনীয় শাস্ত্রকারগণ যথার্থই মীমাংসা করিয়াছেন যে অজ্ঞানের পক্ষে কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞানীজনগণের পক্ষে জ্ঞানকাণ্ড অবলম্বন শ্রেয়স্কর। এবং পৃথিবীর ইতিহাস এই মীমাংসার সারবত্তা প্রতিপন্ন করিতেছে। সর্ব্ব কালে, সকল দেশের জ্ঞানীজনগণকেই একেশ্বর বাদী হইতে দেখা গিয়াছে, এবং আপামর সাধারণ পৌত্তলিকতা অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। সাধারণ ব্যক্তিগণ নিরাকার ঈশ্বরের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় না, সুতরাং অন্য উপায়-দ্বারা তাহাদের মন আকর্ষণ করিতে হয়। বিখ্যাত "মুসা" ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, এবং এই জন্যই ইহুদী জাতির মধ্যে একেশ্বর উপাসনা পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার বাহ্যানুষ্ঠানের রীতি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। পরম জ্ঞানী "ঈশা" পৌত্তলিকতা উন্মূলন চেষ্টায়, একেশ্বর, উপাসনার পদ্ধতি প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু, কিঞ্চিৎ দূরদর্শিতার অভাবে, তাঁহার চেষ্টা বিফল হইয়া গিয়াছে। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকেই ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতেছে এবং তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি অতি শ্রদ্ধার সহকারে সংস্থাপিত করিতেছে। বিশেষতঃ "ক্যাথ্লিক্" সম্প্রদায় ত

সম্যক্‌রূপে পৌত্তলিক। আমাদের ন্যায় সকল অনুষ্ঠানই তাঁহাদের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মহামান্য মহম্মদও এবম্প্রকার প্রয়াস পাইয়াছিলেন—কিন্তু, তাঁহারও যত্ন বিফল হইয়াছে। মুসলমানদিগের মধ্যে পৌত্তলিকতা সম্যক্‌রূপে আধিপত্য প্রচার করিতেছে। ফল কথা এই-যে, একেশ্বর উপাসনা জ্ঞানীজনগণ-কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইবে এবং পৌত্তলিকতা আপামর সাধারণের নিকট বিরাজমান থাকিবে। পুরাকালের সভ্যজাতির মধ্যে এবম্প্রকার ভাবই লক্ষিত হইত এবং এখনও এ ভাবের ভাবান্তর দেখা যায় না। নানা প্রকার বাদ্যোদ্যম, দেবতার কারু-কার্য্য-সমন্বিত সজ্জা এবং বিবিধ বাহ্যানুষ্ঠান, অবশ্যই সাধারণের মন আকর্ষণ করিয়া থাকে, এবং এই সকল আকর্ষণের দ্বারা মুগ্ধ হইয়া মন ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। যেমন বালকগণকে, লেখা পড়ার প্রতি মন আকর্ষণ করিবার জন্য নানা প্রকার প্রতিমূর্ত্তি দেখাইয়া ও ক্রীড়ার উপযুক্ত দ্রব্য সমক্ষে রাখিয়া, ভুলাইতে হয়, অজ্ঞানের পক্ষে বাহ্যানুষ্ঠান ও সেই প্রকার। এবং যেমন জ্ঞান প্রাপ্ত বালকগণের আর সে সকল প্রলোভন প্রয়োজন হয় না, বরং তাহা স্মরণ করিয়া মনে মনে হাস্য করিয়া থাকে, অজ্ঞান জনগণও জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, সেই রূপ পূর্ব্বকার পৌত্তলিক অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, এবং আপনাদের পূর্ব্বকার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লজ্জিত হয়েন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় সকলকে পৌত্তলিকতায় আবদ্ধ থাকিতে হয়। কারণ, কেহই যথার্থ ধর্ম্ম শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না। পৌত্তলিকতা যে, একেশ্বর উপাসনা পক্ষে উপযোগীমাত্র,

তাহা কাহারও হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই জন্যই প্রকৃত শাস্ত্র শিক্ষা অতীব প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এবং এই নিমিত্ত আমরা অনুরোধ করিতেছি যে, পূর্ব্ব বিবরিত কয়েকটী নিয়ম অনুসারে শাস্ত্র শিক্ষা অবলম্বিত হয়, এবং তাহা হইলে যে সুচারু ফল ফলিবে তাহাতেও সন্দেহ মাত্র নাই। আমরা এই বারে এই পর্য্যন্ত লিখিয়া ক্ষান্ত রহিলাম, অবকাশমতে এই প্রস্তাবের পরিশিষ্ট ভাগটী প্রকাশ করিব।

---

## বিচিত্র প্রভাত।

হায়! ইকি হেরি আচম্বিতে,
ঝিক্ মিক্ করে আলো আঁধার হইতে।
ভারতের ভাগ্যজোর, নিশাবুঝি হয় ভোর,
ধরণী ঘুরিয়া দেখ, রবি মহাশয়,
আসিছেন হইবারে প্রাচীতে উদয়॥
বহুকাল হয়ে উপেক্ষিত,
সহসা আসিতে বুঝি, হন সঙ্কুচিত।
অন্তরে এভয় আছে, আদর না হয় পাছে,
তাই বুঝি উঁকি ঝুঁকি, আঁধার হইতে।
কিছুতে না পারিছেন সাহস করিতে॥
শুন শুন রবি মহাশয়,
হেন ভাব হৃদে ধরা উচিত না হয়।
দোষ কিবা ভারতের, তার অদৃষ্টের ফের,

অন্ধকার করে ছিল, তারে আচ্ছাদন,
লুপ্ত হয়ে ছিল তাই, তোমার কিরণ॥
হলে পরে তোমার উদয়,
তিমিরের সাধ্য কিবা, স্থির হয়ে রয়।
আশু করি আগমন, দেও দেও দরশন,
হর হর অন্তরের অজ্ঞান আঁধার।
কর কর আলোকিত হৃদয় তাহার॥
দূর হতে হেরিয়া তোমারে,
যে আনন্দ হইতেছে, কব আর কারে।
জ্ঞান হইতেছে হেন, অন্ধকার ভয়ে যেন,
করিছে ব্যাকুল হয়ে এ পাশ ও পাশ।
সেই হেতু দেখিতেছি তোমার প্রকাশ॥
হও সখা অন্তরে উদিত।
হৃদয় কমল কর আশু প্রকাশিত।
তুমি সখা কমলের, জানা আছে সকলের,
তবে কেন ভিন্ন ভাব হতেছে উদয়।
দেখা দিয়ে পুনঃ কেন হতেছ বিলয়॥
কৌতুকের নহে এ সময়,
এখন বিরূপ ভাব বিহিত না হয়।
সখা সম্মিলন আশা, করে যার হৃদে বাসা,
তাহারে হতাশ করা উচিত কি হয়?
হও সখা একবার হৃদয়ে উদয়॥
সমুজ্জ্বল তোমার কিরণ,
প্রভান্বিত করিয়াছে সকল ভুবন।

ভারতের প্রতি কেন, হেরি অনাদর হেন,
সপত্নীর ভাব কেন হতেছে লক্ষিত।
আতুরে ব্যথিত করা না হয় উচিত॥
মনেতে কি পড়ে নাকো আর,
দাসী হয়ে ছিল যবে ভারত তোমার।
প্রাণ পণে অবিরত, শুশ্রূষা করেছে কত,
তোমা-লয়ে সুখী হয়ে হরেছে সময়।
কোন মতে বিষাদের হয়নি উদয়॥
প্রাপ্ত হয়ে তোমার কিরণ,
করেছিল কি উজ্জ্বল প্রভাব ধারণ।
তব সোহাগিনী হয়ে, তব অনুগতা রয়ে,
প্রসবিয়া ছিল কত অপূর্ব্ব কুমার।
যাহাদের গুণে মুগ্ধ ছিল এ সংসার॥
পিতার অপূর্ব্ব গুণ চয়,
পুত্রগণে বর্ত্তে তাহা বুধবর্গে কয়।
তব তেজে তেজিয়ান, তব বলে বলীয়ান,
তোমার প্রভাবে, হয়ে অতি প্রভান্বিত।
করে ছিল ধরাধাম আলোকে পূরিত॥
আদি কবি বাল্মীকি সুজন,
প্রাপ্ত হয়ে তোমার সে উজ্জ্বল কিরণ,
কি তেজ ধরিয়াছিল, কি ক্ষমতা পেয়েছিল,
বিমোহিত করেছিল, আর্য্য জনগণে।
দিন দিন কীর্ত্তি তাঁর ব্যাপিছে ভুবনে॥
তপোনিষ্ঠ থাকি তপোধন,

জ্ঞান আর ধর্ম্মে হয়ে অতীব শোভন।
মহাকাব্য রামায়ণ, করেছেন বিরচন,
রচনা-মাধুর্য্য তায় মুগ্ধ সর্ব্বজন।
ধন্যা হয়ে ছিল ধরা তাঁহার কারণ॥

কি বাখান করিব তাঁহার।
যে কাব্যে বিভুর কীর্ত্তি সর্ব্বত্র প্রচার,
রাম-গুণ ব্যাখ্যা ছলে, মরি মরি কি কৌশলে,
সার উপদেশ কত করেছেন দান
পাঠ মাত্র মনোমধ্যে সমুদিত জ্ঞান॥

তার গুণে হইয়া মোহিত,
ইংলণ্ডীয় “মিশ্”* এক, পাইয়া সম্প্রীত,
করি তার অনুবাদ, পাইয়াছে ধন্যবাদ,
লিখন প্রণালী তার হয়েছে এমন,
আনন্দে পড়িছে তাহা ব্রিটনীয় গণ॥

বিলাতের যত রামাগণ,
মন দিয়া কাব্য খানি করহ পঠন।
সীতার যে গুণ চয়, পেলে পরিচয়,
বিস্ময়-নীরেতে হবে তখনি মগন,
স্বজাতীয় গর্ব্ব হবে খর্ব্ব সেই ক্ষণ॥

রমণীর আদর্শ হইয়া।
সকলের মনোমধ্যে আছেন ব্যাপিয়া।
দেখিয়া দৃষ্টান্ত তাঁর, হিন্দুকুল-অবলার,

---

* অবিবাহিতা কন্যা।

পতিব্রতা ধর্ম্ম কিবা হয়েছে উন্নত।
স্বামীর মর্য্যাদা তারা বুঝিয়াছে কত॥
রামায়ণ হয়ে সুপ্রচার,
সীতার সুখ্যাতি রব করুক বিস্তার।
বিলাতের নারীগণ, হইয়া উৎসুক মন,
সীতার আদর্শ করি অন্তরে ধারণ,
করুক পতির জন্য আত্ম-সমর্পণ॥
অহঙ্কার করিয়া প্রকাশ,
পতিরে করে না যেন কখন হতাশ।
রোষ-পরবশ হয়ে, মানের আশ্রয় লয়ে,
দীন বলে না করিয়া তাঁর হতাদর,
সুখে সুখী, দুখে দুখী, রোক্ নিরন্তর॥
মহাজ্ঞানী ভগবান ব্যাস,
অন্তরে ধারণ করি তোমার প্রকাশ।
নানা গ্রন্থ বিরচিয়া, নানা উপদেশ দিয়া,
করেছেন ভারতের কত উপকার॥
জগৎ বিখ্যাত কাব্য তাঁর,
মহান্? "ভারত" নামে সর্ব্বত্র প্রচার।
রাজনীতি ধর্ম্ম জ্ঞান, আছে তাহে বিদ্যমান,
উপদেশ ছলে কিবা বাক্যের বিন্যাস,
পাঠ-মাত্র অন্তরের তমঃ হয় নাশ॥
কত কত পুরুষ প্রধান।
ছিলেন অপূর্ব্বগুণে যাঁরা শোভমান।
ধর্ম্ম-প্রিয় যুধিষ্ঠির, সত্যব্রত ভীষ্মবীর,

বিদুর প্রভৃতি কত জ্ঞানের আধার,
মুখোজ্জ্বল করেছেন ভারত মাতার॥
তাঁহাদের কীর্ত্তি চমৎকার,
মহাযশাঃ (ব্যাস-দেব) করিয়া প্রচার।
ভারতের উপকার, করেছেন যে প্রকার,
সাধ্য কার এক মুখে করিতে বর্ণন,
সুখ্যাতি সৌরভ তাঁর ব্যাপেছে ভুবন॥
(ক্রমশঃ)

---

## তীর্থ-পর্য্যটন।

মানবগণ বহুকালাবধি তীর্থ-পর্য্যটনে রত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশাপেক্ষা ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত অতীব প্রাচীন। এদেশের সভ্যতার স্রোত যখন প্রবল বেগে সমুত্থিত হইয়া নানা দিক্ দিগন্তর ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তখন অন্যান্য দেশে হয়ত তাহার বিন্দুমাত্রও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অতএব প্রথম ভারতভূমির বৃত্তান্ত উল্লেখকরা উচিত, পরে পর্য্যায় ক্রমে সকলেরই বিষয় কথিত হইবে।

এস একবার আমরা ভারতবর্ষের সেই নবসৌকুমার্য্য সন্দর্শন করি। যখন এদেশ কোথায় বা নিবিড়বনে, কোথায় বা মরুভূমিতে, কোথায় বা নদীমলাতে, কোথায় বা নবসৃষ্ট জনমণ্ডলিতে ব্যাপ্ত ছিল তখন ভারতবর্ষের লোকেরা পাপের ঘোর যাতনায় ব্যথিত হইয়া তাহার মোচন বাসনায় স্থানান্তরে ধাবিত হইত না, স্বভাবতই তাহাদের পাপ-ভ্রষ্টত্ব ছিল। কিন্তু মনুষ্য মাত্রেরই আকাঙক্ষা যতই শান্তশীল হউক না কেন, শান্তার মধ্যাহ্ন-জ্যোতির প্রতিঘাতে তাহারা জগদীয় ভাব নিবারণ করিতে কখনই ক্ষান্ত থাকিত না। কশ্যপ-ঋষির পবিত্রালয়, মহাদেবের কৈলাস ভবন, ব্রহ্মার জ্ঞান-গর্ব্ব মন্দির—এসকল স্থানে তত্তনল্লোকেরা জ্ঞানোপার্জ্জন ও সমাবেত মানসে গমন করিত।

সর্ব্বস্থানেই ও সময়েই তীর্থ বা তীর্থ ভাবের স্থানছিল, ও আছে। সংসার পাপ বিগলিত হইলেও মনুষ্য মনকে সতত জ্বালাতনকরে সেই যাতনা নির্যাতনার্থ আকাঙ্ক্ষাদি মনুষ্যগণ ঈশ্বর লাভার্থ যথা স্থানে গমন করে। পৃথিবীর যত সুখেরই আলয় আমরা হইনা কেন আমরা যতই কেন রোগ, শোক, অর্থ চিন্তা, পুত্রাভাব বিহিন, দাস দাসী পরিবেষ্টিত, সদ্গুণ পুত্রযুত ধর্ম্মশীলা সর্ব্বসুস্ত্রী লক্ষণ সম্পন্না-দারায় শোভিত, বা মহারাষ্ট্রের অধীশ্বর হইনা কেন আমাদের মনে পরম ধাতা কিতৃষ্ণা সমুদ্রই নিহিত করিয়াছেন যে তাহার উত্তেজনায় লোকেরা অতি অল্প ক্ষণও শান্তথাকিতে পারে না— যখন সেই অন্তরস্থ সাগরে কোন কারণ বশত তরঙ্গমালা সমুত্থিত হইতে থাকে তখন মন ভীত, চকিত, মূর্চ্ছিতপ্রায় ও ব্যাকুলিত হইয়া সেই দুর্দ্দান্ত জলধি-বীচীবিহত করিবার নিমিত্ত কাহার আর শরণাপন্ন হইবে? উন্মত্ত ও জীবন বিসর্জ্জনে সংকল্পিত হইয়া মহান জ্যোতির্ম্ময়ের আশ্রয় লইতে যায়। যেখানে তৎকথার অস্পষ্টধ্বনি শুনিতে পায় সেই পবিত্র ভূমে প্রধাবিত হয়, তথায় যাইয়া প্রশান্তজ্ঞান বারিধিতে, মগ্নহয় এবং অন্তরস্থ সমস্ত উদ্বেলিত বারি তাহাতে অধিক্ষিপ্ত করিয়া অন্তর শান্তি বারিতে পূর্ণকরে। এই জগতের জ্ঞান বিশিষ্ট জীব মাত্রের স্বভাব। হিন্দুরা তীর্থ স্থানে, দেব দেবীর মন্দিরে, যিশুখৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিরা সমাজে, কেহবা যেরুজিলামে, মুসলমানেরা মক্কা মেদিনা, প্রভৃতিস্থানে, ব্রাহ্মেরা সমাজ গৃহে, বৈষ্ণবেরা তাহাদের আপন আপন পবিত্রস্থানে গমন করত, আপন পাপের প্রায়-শ্চিত্ত ও অন্তর শান্তির জন্য তথায় গমন করে। এই সাধারণী অন্তরের বিকৃতাবস্থাই সর্ব্বসাধুজন ও পরস্পরের মিলনের কারণ।

সত্যযুগে অর্থাৎ যৎকালে ভারতবাসীরা সভ্যতা ও জ্ঞানের উচ্চতম সোপানে অধিরূঢ়ছিল, নারদাদি দেবর্ষিগণ কতবারইনা পরম ও অতুল্য জ্ঞানী মহাদেবের ও বেদ প্রণেতা বিধাতার* সন্নিধানে যাইতেন, কত অগণনীয় বৎসর মহান, স্থান অভাব্য, মূঢ় জন ভ্রান্ত, পণ্ডিত-আলোচিত, জ্ঞানী অনু-

* হিন্দু শাস্ত্রে এরূপ কথিত আছে যে বিধাতা বেদচতুষ্টয় রচনা করেণ কিন্তু ইহা কতদূর সত্য তাহা আমরা বলিতে পারিনা।

যোদিত যোগী ধ্যানস্থ ও তার্কিক বিতণ্ডিত, ঈশ্বরের প্রসঙ্গচয়-উদ্ভাবিত হইত। কে বলিতে পারে যে দেব ও অসুরে ক্ষীরসাগর বা অন্য কোন সাগর মথিত হইয়াছিল এবং তাহাতে কোন্ সুধাই বা সমুৎপন্ন হইয়াছিল। যাহা পানে দেবগণ অতুল্য বলশালী ও অপরিমেয় পরমায়ুবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। সেইকালে সুধাভাগী বিবুধগণ শাস্ত্রালোচনায় অন্তর চরিতার্থ করিতেন, এবং মহাদেব ও ব্রহ্মা সতত সর্ব্বদর্শী ভগবানের গুণ গায়নে ও বর্ণনে রত ছিলেন। কত দিনইনা, এমন কি জীবনের সমস্ত দিনই তাঁহাদের পরম পুরুষের পর্য্যালোচনায় গত হইত। কশ্যপ, প্রশান্তভাবে কত ভাবই না প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। আহা তখন যদি এতদক্ষণ সঞ্চালিনী বিদ্যা সমূহ সমুদিত থাকিত তাহা হইলে সেই সমধুরভাব গ্রহণে কত লোকের মন এক্ষণে পবিত্র নির্ম্মল, ও নিষ্কলঙ্ক হইত।

যখন মানব মণ্ডলি সময়ে সময়ে উক্ত ত্রিজনের নিকট সন্নিবেশিত হইত, তাহারা তখন কত আনন্দে নিমগ্ন হইত; ও যেমন তৎকালে শিল্প বা অন্য বিদ্যা উদ্ভূত বস্তুসকল তীর্থস্থানে সংগৃহীত হইত না ও হইবার সম্ভাবনাও ছিল না, বিশুদ্ধ তীর্থোপযোগী জ্ঞান ধনই নানা নদ নদী পর্ব্বত, বন ও বিপদ জনক বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া তাহাদের দূরদেশ গমনের পুরস্কার প্রতি বিধান করিত। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় রোগ শোকাক্রান্ত হইয়া তৎকালের লোকেরা অকালে কালগ্রাসে গ্রাসিত হইত না; তাহারা অনেকেই দীর্ঘজীবী ছিল। সর্ব্বান্তরেই জগৎস্রষ্টার প্রসাদলাভ— তৃষ্ণা সমুদিত থাকিত, ও সেইতৃষ্ণা নিবারণার্থে সময়ে সময়ে জনগণ একত্রিত হইত প্রস্তাবে অনুমিত হইবেক। যাহাহউক সত্যযুগাবধি তীর্থ বা সাধু- দিগের সাধুকামনা সম্পাদন স্থানে, যে অন্যান্য জনবর্গ সদৃশ কামনায় সমা- গত হইত তাহা নিতান্ত অসম্ভব নয় সত্যযুগের প্রথানুসারে ত্রেতাতেই মানব সমূহ সময়ে সময়ে ও স্থানে স্থানে সংযত হইত। কোন কালেই সৎকার্য্যের পরিভাজন দৃষ্টি হয় না। বিশেষতঃ এক ব্যক্তির মন হইতে সদ্ভাব সকল বর্জ্জিত হইতে পারে কিন্তু এক কালে সমস্ত নরান্তর হইতে যে উহা অন্ত- র্হিত হইবে তাহা অসম্ভব। তীর্থভ্রমণ সে সময়ে আরো আদরণীয় ছিল।

পুস্তক বিশেষ দ্বারা এখন যেমন পৃথিবীর এক ভাগে অবস্থান করিয়া পৃথিবীর সমস্ত বিবরণ, কি ধর্ম্ম সংক্রান্ত, কি স্থানীয় কি সামুদ্রিক, কি গার্হ, কি মানসিক, কি রহস্য সম্বন্ধীয় যত বিষয় উদ্ভাবিত হইতেছে তাহা জানা যায়, মীমাংসা করা যায়, ও তাহার ফল দেখা যায়, কিন্তু তৎকালে এক স্থানে তাহার অনুমাত্রও উপলব্ধি হইত না, কোন ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তির উদ্বেগ—শান্তি করিবার ইচ্ছা হইলে, তাঁহাকে কোন স্থানে যাইতে হইত, যথায় বেদজ্ঞ ঈশ্বরাকাঙ্ক্ষী সাধুগণ, কেহ বা পঞ্চতপে, কেহ বা ঊর্দ্ধ বাহুতে কেহ বা যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া দিনাতিপাত করিতে দেখিতেন। তখন শুদ্ধ সাধারণ জনগণেই যে তীর্থদর্শনে যাইতেন এমন নহে, কোন কোন নরপতিও তীর্থস্থানে গমন করিতেন। কথিত আছে ক্ষত্রিয় বংশান্ত—কারি মহারাজ পরশুরাম পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও মনোৎবেল শান্তির নিমিত্ত হিমালয়ের উত্তর প্রদেশ যাইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই অবধি সৃষ্টিপরিক্রামক ও সংহার হেরক মহান অনন্তের সহগামী কালের ক্রোড়ে পুস্কর—তীর্থ বিরাজিত ছিল। পরশুরাম বোধ হয় এই তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। যেখানে ঋষিবর্গ সশিষ্য গমন করিতেন এবং আপন আপন ধর্ম্মভাব ব্যক্ত করিয়া তৃষিত ও পরিশ্রান্ত আত্মাকে জ্ঞানের ও প্রেমের মিশ্রিত তরঙ্গময়ী সরিৎবহাতীরে উত্তীর্ণ হইয়া তাহার সুস্নিগ্ধ মারুতে শীতল করিতেন ও কখন কখন তাহাতেই নিমগ্ন হইতেন।

পুষ্করতীর্থ ব্যতিরেকে, জ্ঞানি ঋষিবর্গের আশ্রম সকলও তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইত। তত্তনল্লোকেরা কখন বা বশিষ্ঠ সন্নিধানে, কখন বা বাল্মীকি তপোবনে কখন ভরদ্বাজ-আশ্রমে যাইয়া সমস্ত বেদাদি শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিত। দ্বাপর ক্রমে পদক্ষেপ করিল—মুনিগণ সমাজের বিবিধ ভাব দর্শন করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য সেই সময়ে তাহার সম্বন্ধে সমধিকতর পর্য্যালোচনা হইয়াছিল। তীর্থগমন সত্যযুগ হইতে অভ্যস্ত ছিল। তীর্থে বহুলোকের সমাগম হইয়া ধর্ম্ম বিষয়ে মহা তর্ক বিতর্ক হইত এবং তখন এক মুনির সমভিব্যাহারে এত শিষ্য বা ছাত্র পরিভ্রমণ করিত, যে বোধ হয় দুই বা অধিক মুনির অধিগমেই প্রকাণ্ড তীর্থ ও জনসঙ্কুল হইত।

দ্বাপরে নৈমিষারণ্য তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। পুষ্কর তীর্থও একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। তীর্থ কি জ্ঞাপক! সত্যের, বা দ্বাপরের, বা ত্রেতার, তীর্থ সকলের নাম কর্ণ বিবরে প্রবিষ্ট হইলেই সেই কালের প্রশান্ত মূর্ত্তী সরল হৃদয় নির্ম্মল চিত্ত উদারস্বভাব জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্ম আদর্শ স্বরূপ পুণ্যাত্মা মুনিদিগের বিষয় মনে উদয় হয়। এই সকল স্মরণে যে সেই কাল অসভ্যতা গর্ব্বস্থছিল তাহা কোনমতেই বলিতে পারা যায় না, কারণ বিজ্ঞান, ন্যায়, স্মৃতি, অলঙ্কার কাব্য ইত্যাদি শাস্ত্র সমূহ সংস্কার সাগরের নিম্নতম তলে নিহিত ছিল। সেই সংস্কৃত শাস্ত্র সমূহ যাহার অন্তিম ভাগচয় দেব-দত্ত বলিয়া পরিগণিত হয় তাহা তীর্থ-পর্য্যটনের চরম ফল। আহা! যখন সেই মুনিগণ প্রাতরুত্থিত, স্নাত, অঙ্গশোভিত ও দেবার্চ্চন সমাধা করিয়া অরণ্য মধ্যে সমাহিত হইতেন এবং কোন জ্ঞানী বিদ্বান সুবক্তু ঋষি তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিয়া প্রগাঢ় ভাবে নির্ম্মল চিত্ত বিভুষিত মনে সেই অভাবনীয় পরম পুরুষের বন্দনা করিতেন, ও মনোভাব প্রকাশ ও বিতণ্ডিত বিষয় মীমাংসা করিতেন, তাঁহাদের তাৎকালিক ঔদার্য্য ঔদাস্য ও শান্তমূর্ত্তীতে তাঁহাদিগকে সামান্য মানব বলিয়া জ্ঞান হইত না সকলেই তাঁহাদিগকে ঈশ্বরানুগৃহীত বলিত।

তাদৃশ স্বভাব সম্পন্ন সজ্জনগণের সমাগম না হইলে কি তীর্থের শোভা হয়। অন্যতর হইলে তীর্থ, তীর্থ না হইয়া নাট্যশালা বোধ হয়। মনে গভীর ভাবের উদয় না হইয়া লোকদিগের বিষন্ন মনকে বিপথগামী ও মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে বঞ্চিত করে। দ্বাপরে জয়দেব, শুক, দুর্ব্বাসা, ব্যাস প্রভৃতি মুনিগণ সর্ব্বদা তীর্থদর্শনে যাইতেন তথায় যাইয়া জগদীশ্বরের চিন্তায় কালাতিপাত করিতেন সকল মুনিগণের মধ্যে ব্যাস সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিলেন তাহার কীর্ত্তিকলাপ অদ্যাপি জাজ্বল্যমান থাকিয়া জগত আলোকিত ও জগতস্থ লোকদিগকে পরিতৃপ্ত করিতেছে। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি ভারতবর্ষে হইতেই পারে ইংলণ্ড ও জর্ম্মণি প্রদেশে আদরণীয়া হইয়াছে। কলি—সমাগত, মুনিগণ অন্তর্হিত। ভারত নূতন ভাব ধারণ করিল, জগতের যাবদীয় পদার্থ যেমন কালযোগে পরিবর্ত্তন হয় সেই প্রকার ক্রমে পূর্ব্বোল্লিখিত তীর্থগুলির মাহাত্ম্য হ্রাস হইতে

লাগিল। গঙ্গানদী হিমলায়ে উদ্ভূতা হইয়া পর্ব্বতময় প্রদেশে অঙ্গচালনা কষ্টকর বোধে, পর্ব্বত শূন্যদেশে প্রধাবিত হইবার মানসে, বঙ্গদেশে আসিয়া আমোদে তরঙ্গিনী অঙ্গ বিস্তারিত করিয়া শমিত হইল, ও সাগরের সহিত মিলিত হইল। সেই ভারত ভ্রমণীর উদ্ভব স্থান, যমুনার সহিত সংমিলনের স্থান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইল। হিন্দুদিগের মানসিক ধর্ম্মের ও সামাজিক ভাব ভিন্ন তর হওয়াতে তীর্থ সমুদয় যেন প্রায় শতাঙ্গে পরিণত হইল। গতযুগত্রয়ের বীরগণের মহৎ কার্য্যের আলয় সকল তীর্থ স্থান হইয়া উঠিল। সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের রাজাদিগের কীর্ত্তির স্থান সকল তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইল। উত্তম স্থান, নদীঝরা, পর্ব্বত, প্রস্রবণ, প্রভৃতি রম্যস্থান পবিত্র বলিয়া লোকে তথায় ধাবিত হইতে লাগিল। ভারতবর্ষের উত্তর সীমা হইতে আরব্ধ করিলে ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তির স্থান, জলামুখী হরিদ্বার, গড়মুণ্ডেশ্বর কুরুক্ষেত্র, বৃন্দাবন, পুষ্কর, চিত্রকূট, দ্বারকা, প্রয়াগ, অযোধ্যা নগরী সরযুতীর, বারাণসী, গয়া, সীতাকুণ্ড, পঞ্চকোট। কামাখ্যা, পুরুষোত্তম, ও সেতুবন্ধরামেশ্বর, পরেশনাথপর্ব্বত ইত্যাদি সমস্ত স্থানে সৌর জগতের কোন কোন দিনে ভারত বর্ষের চতুর্দ্দিক হইতে অনেক নরনারী একত্র সমাগত হইত, ও হয়। লোকের মনে তীর্থে, প্রগাঢ় ভক্তি না থাকিলে বৃন্দাবন বারাণসী প্রভৃতি স্থানের এরূপ শোভা কখনই হইত না, মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবজী, বারাণসীতে আগমন করিয়া নগরের অনেক স্থানে সুরম্য দেবমন্দির সকল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পুরুষোত্তমে যাইয়া যাত্রিদের প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়াই মহা জ্ঞানী চৈতন্যের মনে নবভাবের উদয় হয়। এবং সেই স্থান হইতে প্রত্যাগত হইয়া দেশ সংস্কার জনগণের মানসান্ধকার দূর ও জাতিভেদ রহিত করিয়াছিলেন।

তীর্থদর্শনের বিষয় বর্ণন করিতে হইলে শুদ্ধ ভারতবর্ষেই লেখনী বদ্ধ রাখা উচিত নয়। আইস একবার "আটক" নদীপার হইয়া গান্ধারের দ্বার উন্মোচন করিয়া অনার্য্যে পদার্পণ করি। যে স্থান হইতে ধর্ম্মের তরঙ্গ সাগরতরঙ্গের ন্যায় একের পর অপর আসিয়া ক্রমাগত ভারতবর্ষে প্রতিঘাত ও প্রায় প্লাবিত করিতেছে। ইহা না মহম্মদীয় ভূমি? আহা কতধর্ম্মস্তম্ভ বি-

রাজ্যকরিতেছে। কতলোকই কিছু কালের ও হয়ত চির কালের জন্য সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া মহম্মদের ধর্ম্ম প্রচারস্থানে যাইতেছে। এস্থান কোথায়, ভারতের পশ্চিম পার্শ্বস্থ আরব্য—সমুদ্রের পশ্চিম কূলে, লোহিত সাগরের পূর্ব্ব-পারে, ইহার নাম "মেক্কা"। পারস্য, তাতার, কাবুল, তুরস্ক, মোঙ্গলিয়া ভারতবর্ষ ও আরবের উত্তর ভাগ হইতে লোকে এই মহম্মদের প্রতিষ্ঠাধিষ্ঠিত তীর্থে প্রধাবিত হয়। মহম্মদের পলায়নের স্থান মেদিনাও তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত। মহম্মদ নিজবাহুবলে, নিজ ধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছিলেন। এক হস্তে শাণিত অসি অপরহস্তে কোরাণ লইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সুতরাং লোকে প্রাণনাশের ভয়েই তাঁহার মতাবলম্বী হইয়াছিল। মহম্মদের মৃত্যুর পরে, তাঁহার জন্মস্থান, তাঁহার মৃত্যুর স্থান ও তাঁহার কীর্ত্তিকলাপের নগর সকল তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। নানা দিগ দিগন্তর হইতে লোক মক্কায় গমন-করে এমন কি মক্কায় গমন করিতে না পারিলে জীবনের সার্থকতা হয় না। অদ্যাপিও প্রতিবৎসরে বহুতর লোক তথায় সমাগত হয়।

আইস আরও পশ্চিমে যাই, এটি কোন্ স্থান? ধর্ম্মাত্মা যিশুখ্রীষ্টের ধর্ম্ম চর্চ্চার প্রদেশ—জেরুসিলাম জর্ডন নদীতীরে, জুডিয়া প্রদেশস্থিত। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মূল গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে পরমেশ্বর ইহুদিদিগকে এই দেশ অর্পণ করেন। এই জেরুসিলামে পূর্ব্বে কত সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। এ নগরীতে কত ধর্ম্মাত্মাই না আগমন করিয়া সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন ও তৎপ্রতিঘাতক কোন কারণ দেখিলে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জনে পরাঙ্মুখ হইতেন না। ভারতবর্ষের লোকেরা যেমন ভারতবর্ষে থাকিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিত, কিন্তু ইউরোপ খণ্ডের লোকেরা মুসলমান-দিগের ন্যায় নানা দিগদেশ হইতে দুস্তার জলধি পার হইয়া ঈপ্সিত স্থান জেরুসিলামে আসিয়া ধর্ম্মতৃষ্ণা শান্তি করিতেন। ইংলণ্ড ফ্রান্স, জর্ম্মণি; ইটালী, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতির রাজারাও তীর্থে আগমন করিতেন।

আমরা ক্রমে আসিয়া খণ্ডের প্রায় সমস্ত তীর্থের কথা উল্লেখ করিলাম। লোকে কি কারণে তীর্থপর্য্যটনকরে তাহাও কথিত হইয়াছে, কিন্তু তীর্থ ভ্রমণে দেশের কি উপকার হয় তদ্বিষয় বর্ণন করা যাউক। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর

যুগের তীর্থবর্ণন স্থলের তীর্থদর্শনের ফল ধর্ম্মোন্নতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ভারতভূমির পূর্ব্ব কালীন লোকের প্রথা ছিল স্ব স্ব ধর্ম্মভাব মীমাংসা করিতে তীর্থে বিগত হইতেন। এইক্ষণে তাহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। জীবনের চতুর্থ দশায়, যেমন লোকে অগ্রে বনগমন করিত, ও পার্থিব সমস্ত ভাব ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের চিন্তায়রত হইত, ইদানীন্তন লোকেরা বনগমনের পরিবর্ত্তে তীর্থে গমন করে। চরম দশায় অর্থাৎ যে সময়ে শরীরের সমস্ত প্রবৃত্তি ক্ষীণ নিষ্প্রভ অতীক্ষ্ণ ও দৈহিক বল ও সাহস হ্রাস হয় লোকে সেইকালে তীর্থে রত ও স্ফূর্ত্তহয় তথায় গমনের সময় কোথায় পরমেশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তি ও ঔদাস্য অন্তরে নিবিষ্ট হইবে না। তাহার বিনিময়ে বার্দ্ধক্য—সুলভ চিন্তা, বিমর্ষতা ও দৌর্ব্বল্য আসিয়া অধিকার করে। সেই মন, কোথায় ব্রহ্মানন্দের পূর্ণজ্যোতি বালার্কের ন্যায় তাহার উপর পতিত হইতে দেখিবে, না যেন পাপী জন ভয়াবহ ঘোর মৃত্যু তমস্বিনীকে আসিতে দেখিয়া বালকের ন্যায় পার্থিব ক্রীড়া ভঙ্গে রোদন করিতে থাকে। কোথায় ঐহিক যন্ত্রণা মুক্ত পরম আনন্দকর ধর্ম্মজ্যোতি গর্ভ সাগরের ন্যায় প্রকাশিত হইবে তাহা না হইয়া যেন সেই মুহূর্ত্ত হইতে পরিতাপ পূর্ণ অস্থির কম্পিত সাগর দৃষ্ট হইতে থাকে। সত্য বটে? কোন কোন মহাত্মা স্থিরচিত্তে বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া গার্হস্থ আশ্রম ত্যাগ ও তীর্থভ্রমণ করেন কিন্তু তাঁহাদিগের দ্বারা সমাজে কোন উপকার দর্শেনা, তাঁহাদের মন সতত স্বোপকারে রত কেহ বা শৈশবাবস্থায় কেহ বা যৌবনাবস্থায় যে কালে বুদ্ধিমত্তা ও শক্তি দ্বারা নিজ নিজ পরিবারের ও জাতির মঙ্গল সাধন করিতে পারেন সে সময়ে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন। আত্মীয় পরিজন বর্গকে হিংস্র জন্তু জ্ঞানে একবারে তাহাদের সংস্রব ত্যাগ করেন ও ভ্রমান্ধ নরগণকে নিজ পবিত্র চরিত্র দর্শাইয়া সমাজের উন্নতি না করিয়া যথা সাধ্য তাহাদের হইতে অন্তরে থাকিয়া নিজ ইষ্ট সাধন করেন। কিন্তু পূর্ব্বের তীর্থভ্রমণের প্রথা অন্যবিধ ছিল। সময়ে সময়ে কত কত সাধু ব্যক্তি একত্রিত হইয়া ধর্ম্মের মীমাংসার্থে তীর্থে গমন করিতেন ও গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া নিজের পবিত্রতায় গৃহ পবিত্র করিতেন। শুদ্ধ ভারতবর্ষীয়দিগের যে এইরূপ রীতি

ছিল এমত নহে, ইয়ুরোপ খণ্ডেও এপ্রথা প্রচলিত ছিল তত্রস্থ লোকেরা গ্রাম, নগর, দেশ, রাজ্যত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম তৃষ্ণায় কাতর হইয়া তাহাদিগের পবিত্র তীর্থস্থান যেরুসিলামে আগত হইত। পথিমধ্যে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ঈপ্‌সিতস্থানে আসিয়া নিজ নিজ জীবনের স্বার্থকতা করিত। যেরুসিলামে আসিবার আশা সকলেরই মনে বলবতী ছিল কিন্তু তাহা সাধারণ অধ্যবসায়ের কার্য্য নহে, স্থলপথে যাইবার কোন মাত্র উপায় ছিল না, জলপথও সমধিক বিপদাকীর্ণ ছিল তথাপি তত্রস্থ লোকেরা সেইসব কষ্ট উপেক্ষা করিয়া পতঙ্গের ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া যেরুসিলামে আসিতে লাগিল। সম্পদকালের বন্ধু অপেক্ষা বিপদকালের সুহৃদ্ অধিক প্রিয়তর হয়। ইয়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ লোকেরা একত্রে এক স্থানে গমন করাতে পরস্পরের মনে এক প্রকার আত্মীয়তা ভাব উদিত হইয়াছিল সেই একত্রতই ইয়ুরোপ খণ্ডে ইদানীন্তন সৌভাগ্যের মূলীভূত কারণ। এই তীর্থদর্শন দ্বারাই ইয়ুরোপের লোকেরা পূর্ব্বদেশের আচার ব্যবহার রীতি নীতি বাণিজ্য ও সভ্যতা আলেক্ষ্য স্বরূপ করিয়া আপন আপন দেশ সংস্কৃত করিয়াছিল। মুসলমানেরা যেরুসিলামের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত ছিল। নিরাশ্রয় দূর দেশাগত যাত্রিদিগকে আশ্রয় দান করা দূরে থাকুক "কাফর" বলিয়া তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণাদিত। ইয়ুরোপের যাত্রিরা তাহাদের উত্তেজনায় প্রপীড়িত হইয়া স্বদেশ গমন করত মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে লাগিলেন। "পিটার দি হারমিট্" নামা এক ব্যক্তি যেরুসিলাম উদ্ধারের জন্য ও যাত্রিদিগের ক্লেশ নির্য্যাতন মানসে ইয়ুরোপখণ্ডের সমস্ত নরপতির নিকট এমন কি সকল লোকের দ্বারে দ্বারে যাইয়া যেরুসিলাম যাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন নরপতিবর্গ যাত্রিদের দুর্দ্দশা শ্রবণে ও পুরোহিতের অনুনয়ে উত্তেজিত হইয়া যেরুসিলাম গমনে কৃত সংকল্প হইলেন, ইংলণ্ডের রাজা সর্ব্বগুণে কেশরী সম রিচার্ড ফ্রান্সাধিপতি তীক্ষ যোদ্ধা মহাবীর ফিলিপ, স্বাভিমানী, অষ্ট্রিয়াধিপতি লিয়োপোলড্ ডিউক কনরড প্রভৃতি রাজা সকল স্ব স্ব ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া তৎকার্য্য সাধন করিতে একত্রিত হইলেন, ক্রমে সকলে যেরুসিলাম অভিমুখে

যুদ্ধযাত্রা ও তীর্থযাত্রা করিলেন। আসিয়া মাইনরের রাজা সেলাতিনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইল, সেই যুদ্ধে সহস্র সহস্র নিরপরাধী লোক যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হইল, পরিশেষে যেরূসিলাম উদ্ধার করিয়া নরপতি-বর্গ স্বদেশ প্রত্যাগমন করিলেন। বহু কালের সংস্রবে ইয়ুরোপ বাসীরা পূর্ব্ব রাজ্যের রীতি নীতি অনেক শিক্ষা করিয়াছিলেন। আরও সংগ্রামে জয় হওয়াতে তাঁহাদের যেরূসিলামে প্রবাস ও শিক্ষা গাঢ়তর হইল, বাণিজ্য নির্ভয়ে চলিতে লাগিল—সে কারণ তৎফলরূপ ইয়ুরোপে অন্যান্য উন্নতি প্রবিষ্ট হইল। প্রথমে ফ্লরেন্স রাজ্য অতিশয় উন্নতি শীল-ছিল, ক্রমে জর্ম্মনেরা, ডচেরা, পরে ইংরাজেরা বাণিজ্যে সমধিক মন দিল। এইরূপ তীর্থ দর্শনের ফল, সভ্যতা ক্রমে সূর্য্যের ন্যায় ইয়ুরোপের ঘোর অজ্ঞান রজনী বিহত করিয়া ও উজ্জলরূপে উদিত হইয়া সৌভাগ্য দিবা প্রতিভাসিত করিল। এই সমস্তই তীর্থ দর্শনের চরম ফল বলিয়া পরিগণিত হয়। আইস! ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা, জ্ঞান ও বীরত্ব-যুক্ত ইয়ুরোপ খণ্ডের তীর্থভাব ত্যাগ করিয়া আরবে যাই এবং দেখি! মক্কা তীর্থে কি কি উন্নতি হইয়াছে! মুসলমানেরা তাহাদের ঔদ্ধত্যে পূর্ব্ব প্রদেশে অনেক দেশ জয় করিয়াছিল, এবং সেই সেই দেশের অনেকেই মক্কায় গমন করিত। সুতরাং আরবে সমধিক জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইল। এই জ্ঞান জ্যোতিই ইয়ুরোপ খণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া উহাতে অনেক অংশে সংস্কৃত হইয়াছে। শুদ্ধ যে পূর্ব্বোত্তর অঞ্চল বাসীরা মক্কাতে গমন করিত—এমত নহে, বহু কাল বিখ্যাত সেই গঙ্গা সদৃশ নীল নদ পরিব্যাপ্ত ইজিপ্ত দেশ হইতেও লোকে মক্কায় আগমন করিত এবং সমস্ত রীতি নীতি বিজ্ঞান অবগত হইয়া সমাজের অনেক উপকার করিয়াছিল। বোধ হয় এইরূপে পূর্ব্বে—পশ্চিমের লোকেরা পূর্ব্বদেশের সভ্যতা স্বদেশে পরিব্যাপ্ত করণার্থ এই মক্কা কিম্বা যেরূসিলাম আসিত। তৎকালে কোন লোক (ভারতবাসী) ব্রহ্ম-গুপ্ত নামা পণ্ডিতের নিকট হইতে 'বীজগণিত' শিক্ষা করিয়া ইয়ুরোপ খণ্ডে তাহা প্রকাশ করেন। অধুনা পতিত আরব ত্যাগ করিয়া এস—একবার ভারত বর্ষের বর্ত্তমান তীর্থের উপকার দেখা যাউক। ভারতবর্ষ এক্ষণে হীন বল—কিন্তু অন্য উপায়ে

এই ক্ষতিপূরণ হইয়াছে। ভারতবাসীরা আর তীর্থ পর্য্যটন ভয়াবহ বলিয়া জ্ঞান করেন না। লৌহবর্ত্ম, জলযান প্রভৃতি সুচারু পথ দ্বারা সকলে অনায়াসে স্বল্পব্যয়ে তীর্থ দর্শন করিতে পারে—ধর্ম্ম-ভাবের সহিত পার্থিব-ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহার সহিত ঐশ্বর্য্যও বৃদ্ধি হইয়াছে। যেমন নির্দ্ধারিত দিনে স্থানে স্থানে জনসংঘম হয় তদুপলক্ষে শিল্পবিদ্যা চিত্রবিদ্যা সম্ভূত দ্রব্যাদি ও নানা দেশ-জাত দ্রব্য সকল সংগৃহীত হয়। নানা দেশের লোকেরা সেই সেই স্থানে একত্রিত ও মিলিত হইয়া পরস্পরে পরস্পরের আনীত দ্রব্য বিনিময় করে। এক এক তীর্থস্থানে মানব বৃন্দের যে কত উপকার হইয়াছে ও হইতেছে তাহা একবার নেত্র উন্মীলন করিলেই প্রতীত হইবে, আহা! কবে সে শুভ দিন উপস্থিত হইবে!! যে দিনে পৃথিবীস্থ সকলেই আপন আপন তীর্থ বা তীর্থ-ভাবের স্থানে গমন পূর্ব্বক পরস্পর এক এক নদী রূপ ধারণ করিয়া সাধারণ উন্নতি সাগরে ধাবিত ও মিলিত হইয়া শান্ত কলেবর ও পরমপাতা পরমেশ্বরের করুনা বায়ু হৃদি সঞ্চালনে প্রেমে পুলকিত ও পরিশেষে শিথিলাঙ্গ হইয়া বিমোহিত হইবে এবং তদুপরি তাঁহার জ্যোতি; চির-পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ও মহিমা প্রকাশ করিবে!!

---

## কতিপয় পল্লিগ্রামের আধুনিক অস্বাস্থ্যকরতা।

স্বাস্থ্য একটী অপূর্ব্ব পদার্থ। নিরবচ্ছিন্ন স্বাস্থ্য সম্ভোগ করিয়া সুখে কালাতিপাত করা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। স্বাস্থ্য না থাকিলে কিছুতেই তাদৃশ সুখবোধ হয় না। এমন কি, শরীর ও মন সুস্থ থাকিলে যে সকল বিষয় সাতিশয় সন্তোষ সম্পাদন করে, কিঞ্চিন্মাত্র শারীরিক কি মানসিক অসুখ হইলে সেই সকল বিষয় আর কোন ক্রমেই তাদৃশ সুখসাধনে সমর্থ হয় না, তাহারা যেন তৎকালে পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক একটী অভিনব ভাব ধারণ করে। প্রাণতুল্য প্রিয়তম শিশু সন্তান-সমূহের কল কল কোলাহল, বা তান-মান-লয়-বিশুদ্ধ, শ্রবণ-মনোহর, সুমধুর, সঙ্গীত-ধ্বনি শ্রবণ—অথবা

মন্দ মন্দ মলয়ানিলোপনীত, প্রস্ফুটিত, প্রসূন-নিচয়-নিহিত, সৌরভাঘ্রাণ—অথবা বিশ্বস্রষ্টার বিশ্ব-বিনোদন, অনুপম, সৃজন-কৌশল-ব্যঞ্জক নব নব রাগে রঞ্জিত সন্ধ্যা-কালীন গগণ-শোভা সন্দর্শন—অথবা সুপক্ক, সুমিষ্ট, সুস্বাদ, রসাল-ফল-রসাস্বাদন—অথবা দুগ্ধ-ফেন-নিভ, কোমল, পল্যঙ্কে শয়ন প্রভৃতি যে সকল সুখদ, সম্ভোগ্য, বিষয় আছে—যে সকল সঙ্কটও পীড়া-জনিত যন্ত্রণা ভোগকালে পূর্ব্বমত তৃপ্তিকর হয় না। অতএব ঐহিক সুখ সম্ভোগের নিমিত্ত স্বাস্থ্য রক্ষা করা সকলেরই পক্ষে যে নিতান্ত আবশ্যক—ইহা কে না স্বীকার করিবেন।

ভাগীরথীর তীরস্থ হালিসহর প্রভৃতি কতিপয় গ্রাম পূর্ব্বে অতিশয় স্বাস্থ্যকর বলিয়া পরিগণিত হইত, কিন্তু কয়েক বৎসরাবধি সেই সকল গ্রাম ও অন্যান্য জনপদ, অতিশয় অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সেই সকল গ্রামে মহামারি উপস্থিত হইয়া বহুসংখ্যক লোকের প্রাণ সংহার করত তাহাদিগকে এক কালে জনশূন্য অরণ্য-প্রায় শ্রী-শূন্য করিয়া তুলিয়াছে, এই সকল গ্রাম-নিবাসীদিগের অভূতপূর্ব্ব দুরবস্থা দর্শনে দয়াদ্র্রচিত্ত হইয়া সাধারণ সুখ-সম্বর্দ্ধনাভিলাষী, সুসভ্য, রাজপুরুষেরা প্রজাদিগের দুঃখ বিমোচনোদ্দেশে কয়েক বৎসরাবধি তাদৃশ মহামারি ও অস্বাস্থ্যকরতার নিদান নির্ণয়ে নানাবিধ অনুসন্ধান করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে সেই সকল গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয়াদি সংস্থাপন করিয়া প্রজাপুঞ্জের পীড়াদির যথাসাধ্য উপশম বিধান করিতেছেন। কিন্তু রাজপুরুষদিগের এই সকল অনুসন্ধানাদিকার্য্যে যে অর্থ ব্যয় হয়, তদনুরূপ ফল লাভ হইতেছে না, তাঁহারা যদি আপনাদিগের বিজ্ঞতাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের বিজ্ঞ ও বহুদর্শী লোকের মত ও পরামর্শ লইয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে অনায়াসে অল্পব্যয়ে অধিক উপকার সাধিত হইতে পারে। আমাদিগের এই বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটী কার্য্যের বিষয় পরে উল্লিখিত হইতেছে।

১। যখন আমাদিগের এই হালিসহর গ্রামের মধ্য দিয়া রেলওয়ে ফিডর নামক রাস্তা প্রস্তুত হয়, তখন সেই রাস্তায় যে যে স্থানে যেরূপ পাকা সাঁকো

প্রস্তুত করা আবশ্যক, দেশস্থ লোকেরা তত্ত্বাবধানকারী মহাশয়কে তাহা জানাইয়া ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদিগের বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। স্বয়ং ইঞ্জিনিয়র হইয়া দেশস্থ লোকের কথা শুনিয়া কার্য্য করিলে তাঁহার গৌরবের হানি হইবে, অথবা তিনি ত সেই সকল লোকের নিকট হইতে বেতন প্রাপ্ত হন না, এবং তাঁহাদিগের নিকট দায়ীও নন্ অতএব তিনি কি নিমিত্ত তাঁহাদিগের কথা শুনিবেন? গ্রামস্থলোকে, পরে, আপনাদিগের অভাব ও প্রয়োজন জানাইয়া সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারের নিকট আবেদন করিলেন, তিনিও তাঁহাদিগের আবেদনে তাদৃশ মনোনিবেশ করিলেন না। কেনই বা করিবেন? তিনিত তাঁহাদিগের বেতনভুক্ ভৃত্য নন্, এবং কেনই বা আপনার অধীন ও অনুগত কৃতবিদ্য ও কৃতকর্ম্মা ইঞ্জিনিয়রের কথায় উপেক্ষা করিয়া দেশের লোকের কথা শুনিবেন? ইহাতে দেশের লোকে ভগ্নোৎসাহ হইয়া আর কিছুই করিল না। ইঞ্জিনিয়র ও কণ্ট্রাক্টরেরা আপন আপন ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন, যেখানে সাঁকো আবশ্যক সেখানে সাঁকো হইল না, যে স্থানে অনাবশ্যক সেইস্থানে সাঁকো হইল, কিন্তু ইহাতে যে যে ব্যক্তির বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল তাঁহারাই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দরখাস্ত করিয়া ও নানাবিধ চেষ্টা ও সুকৌশলদ্বারা কথঞ্চিৎ আপন আপন ইষ্টসাধন করিয়া লইলেন। ইঞ্জিনিয়র ও কণ্ট্রাক্টরেরা এই রূপে ইচ্ছামত রাস্তার নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আপন প্রাপ্য টাকা লইয়া প্রস্থান করিলেন। একেত গ্রামের পূর্ব্বভাগে ইষ্টারন বেঙ্গল রেলওয়ে রাস্তা নির্ম্মিত হওয়াতে, সেই দিকে জল নির্গমনের পথ প্রায় রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; আবার গ্রামের মধ্য দিয়া (প্রায় গ্রামের পশ্চিম ধার দিয়া) এই রূপ ফিডর রোড নির্ম্মিত হইল। পরে বর্ষার সমাগমে দেশের লোকের আর সুখের পরিসীমা রহিল না। বৃষ্টির জল সুন্দররূপে বিনির্গত না হওয়াতে স্থানে স্থানে গ্রামস্থ রাস্তা সকল জলমগ্ন হইল, গৃহস্থের অঙ্গন, চত্বর, ও গৃহের ভিত্তি ও মেজে ক্রমশঃ জলসিক্ত হইয়া উঠিল। এই সকল কারণে লোকের পীড়া হইবার অসম্ভাবনা কি? সুতরাং ক্রমশঃ মহামারি উপস্থিত হইয়া লোকদিগকে ধনে প্রাণে বিনষ্ট

করিতে লাগিল। এই রূপে লোকে অশেষ প্রকারে জ্বালাতন হইয়া ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া এখানে সেখানে দরখাস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন; অবশেষে আমাদিগের সুসভ্য, প্রজা-বৎসল, রাজ্য-শাসন-দক্ষ, রাজ-পুরুষগণ উন্নিদ্র হইয়া ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপন ও ঔষধাদি প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে গ্রামস্থ লোকের অনেক উপকার হইতে লাগিল। রাজপুরুষেরা এই করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তাঁহারা পরে লেপ্‌টেনেন্ট হিল্ সাহেবকে মহামারি-সমাক্রান্ত গ্রামসমূহের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেশের ভূমির ঢাল ও জলনির্গমের পথ নির্ণয়-জন্য প্রেরণ করিলেন। এই মহাত্মা বহুযত্ন ও পরিশ্রম করিয়া লেভেলাদি যন্ত্রদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ভূমির ঢাল নির্ণয় করেন। পরে হালিসহর গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেশস্থ দুইজন ভদ্র লোকের সঙ্গে সঙ্গে পরিভ্রমণ ও তাঁহাদিগের সপ্রমাণ বাক্যে বিশ্বাস করিয়া দুই দিবসে অনেক কার্য্য করিলেন। সেই দুইব্যক্তি তাঁহাকে ফিডর্ রোডের তিনস্থানে তিনটী নূতন সাঁকো নির্ম্মাণ, ও গভীর তল করিয়া একটী পুরাতন সাঁকোর পুনঃসংস্করণ আবশ্যক জানাইলেন, বোধ হয় তিনিও সেইরূপ রিপোর্ট করেন। কিন্তু তাহাতে একটী নূতন সাঁকো নির্ম্মাণ ও পুরাতন সাঁকোটীর যথাবৎ সংস্করণ মাত্র হইল; অপর দুইটী স্থানে দুইটী নূতন সাঁকো নির্ম্মিত না হওয়ায় এখন পর্য্যন্তও সেই সেই স্থানের সুন্দররূপে জল নির্গম হইতেছে না সুতরাং দেশের অস্বাস্থ্যেরও সম্যক নিবারণ হয় নাই, গ্রামস্থ লোকেরা এখনও মধ্যে মধ্যে ঐ দুই স্থানে দুইটী সাঁকোর নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া থাকেন কিন্তু কবে যে তাঁহাদিগের অভিলাষ পূর্ণ হইবে তাহা বলা যায় না।

২। গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারীদিগের আর একটী কর্ম্মের কথা উল্লেখ করিতেছি। মহামারির সময়ে হালিসহর গ্রামের লোকেরা একটী দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য গবর্ণমেন্ট পর্য্যন্ত নানাস্থানে আবেদন করেন, পরে গবর্ণমেন্ট সদয় হইয়া হালিসহরে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপনের আদেশ দেন; কিন্তু সেই চিকিৎসালয় হালিসহর গ্রামে না হইয়া তাহার উত্তরস্থ কাঞ্চনপল্লি গ্রামে সংস্থাপিত হয়; কিছু দিন পরে সেই ডিস্-

পেন্‌সরি হালিসহরে আইসে। পরে কাঞ্চনপল্লিগ্রামের লোকেরা কমিস্‌নর সাহেবের সমীপে যে দরখাস্ত করেন তদনুসারে এবং হুগলির ডাক্তর টমসন্‌ সাহেবের মতের ও রিপোর্টের বিরুদ্ধে তাহা পুনর্ব্বার কাঞ্চনপল্লিতে নীত হয়। কিন্তু কয় মাস পরেই উক্ত ডাক্তর সাহেব পূর্ব্বে যেরূপ লিখিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। ডিস্‌পেন্‌সরির প্রতি কাঞ্চনপল্লির লোকের অনুরাগ হ্রাস হইল, চাঁদার টাকায় অনাটন হইল, ডিস্‌পেন্‌সরিটী উঠিয়া গেল। প্রথমে কাঞ্চনপল্লির লোকেরা ডাক্তর টমসন্‌ সাহেবের প্রতি নানাবিধ দোষারোপ করিয়া কমিস্‌নর সাহেবকে আপনাদিগের পক্ষে পক্ষপাতী করেন। কমিস্‌নর সাহেব তাহাতেই ডাক্তর টমসন্‌ সাহেবের রিপোর্টে নির্ভর না করিয়া তদ্বিপরীত কর্ম্ম করেন। কিন্তু টমসন্‌ সাহেবের কথাই পরিণামে সত্য হইয়া উঠিল। হালিসহর গ্রামে ডিসপেন্‌সরিটী থাকিলে এরূপ ঘটিত না। এক্ষণে ডিসপেন্‌সরির অভাবে উভয় গ্রামের লোকের কষ্ট হইতেছে। কিন্তু আমরা শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছি যে আমাদিগের বর্ত্তমান ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট, সদ্বিদ্বান্‌, কার্য্যদক্ষ, ও সুযোগ্য, শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রযত্নে পুনরায় একটী দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন মহকুমা পরিদর্শনের জন্য যখন উক্ত ডিপুটী বাবু ভ্রমণ করেন তখন তিনি কএক দিবস হালিসহরে থাকিয়া গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন পল্লির অবস্থা স্ব-চক্ষে প্রত্যক্ষ করেন এবং পরে চৌকীদারী টেক্সের উদ্বৃত্ত টাকা হইতে অন্যূন ১২০০ টাকা দিয়া গ্রামের নয়টী সুদীর্ঘ রাস্তা ও অনেক গুলি সাঁকো প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে গ্রামস্থ সকল লোকেই তাঁহার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই গ্রামে একটী স্বতন্ত্র টাউন্‌কমিটী হইলে শীঘ্র গ্রামের অধিকতর উন্নতি হইবার সম্ভাবনা, অতএব তদ্বিষয়ে ডিপুটী বাবুর বিশেষ মনোযোগ থাকা আবশ্যক। আমরা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম—যে, এই গ্রামে একটী স্বতন্ত্র টাউন্‌কমিটী শীঘ্র নিযুক্ত হইবে, কিন্তু তাহা এত দিন কেন যে হইতেছে না বলিতে পারি না। এ গ্রামটী ক্ষুদ্র নয়—দীর্ঘে ৩ মাইলের অধিক ও প্রস্থে এক মাইলের অধিক হইবে এবং ইহাতে অনেক মধ্যবিধ ভদ্র

লোকের বাসও আছে। ঈশ্বর বাবুর ন্যায় কর্ম্ম কুশল লোক অতি বিরল; অতএব তিনি এখানে থাকিতে থাকিতেই টাউন্‌কমিটী সংস্থাপিত হইলেই ভাল হয়। আমরা শুনিয়াছি—ঈশ্বর বাবুর পদোন্নতি হইলে আমরা পরমাহ্লাদিত হইব, কিন্তু তিনি স্থানান্তরিত হইলে আমাদিগের সাতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইবে। তিনি এ বিষয়ে রিপোর্ট করিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব বুঝি তাহাতে মনোযোগ করিতেছেন না।

আমরা আমাদিগের নিজ গ্রামের দুই একটী বিষয় বর্ণনা করিলাম, অন্যান্য গ্রামেও এইরূপ ঘটিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, যদি আমাদিগের রাজপুরুষেরা সকল স্থলে আপনাদিগের মত ও বুদ্ধি না চালাইয়া ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ভদ্র ভদ্র লোকের মত ও পরামর্শ লইয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে অল্প ব্যয়ে অনেক উপকার অনায়াসে সাধিত হইতে পারে এবং লোকের সুখ স্বচ্ছন্দতারও বৃদ্ধি হইতে থাকে।

আমাদিগের দেশের ফিডর রোডে আরও তিনটি নূতন সাঁকো হওয়া অত্যাবশ্যক এবং ইষ্টারন্ বেঙ্গল 'রেলওয়েও' কাচরাপাড়া ষ্টেসন্ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে 'জাগুলি' পর্য্যন্ত এবং 'নৈহাটী' হইতে পূর্ব্বাভিমুখে শাড়াগাছির হাট পর্য্যন্ত যে দুই রাস্তা হইয়াছে, সেই দুই রাস্তাতে অর্থাৎ এই তিন রাস্তার প্রত্যেক রাস্তাতেই তিনটি করিয়া নূতন সাঁকো নির্ম্মাণ করা অতিশয় আবশ্যক; তাহা না করাতে গ্রামের ও মাঠের জল শীঘ্র নির্গত হইতেছে না সুতরাং গ্রামের অস্বাস্থ্যকরতার বৃদ্ধি ও মাঠের ফসলের বিশেষ হানি হইতেছে। কিন্তু আমাদিগের এই সকল বাক্যে কেহ যে কর্ণপাত করিবেন— এরূপ বোধ হয় না। ইষ্টারন্ বেঙ্গল রেলওয়ে হওয়াতে জলপথের যে বাধা হইয়াছে ইহাই ত অনেকে বিশ্বাস করেন না। কোন কোন সাহেব বলেন যে যদি এরূপ হইত? তবে ঐ রাস্তার দুই পার্শ্বের জল কখনই সমোচ্চ থাকিত না? এবং রেলওয়ের মধ্যে মধ্যে যে দুই চারিটী সাঁকো আছে তদ্দ্বারাই ত জল নির্গত হইতেছে আর অধিক সাঁকোর প্রয়োজন কি?। কিন্তু যে বর্ষার জল সমস্ত মাঠ ব্যাপিয়া নির্গত হইত, সেই জল কি সহজে দুই চারিটী সাঁকো দিয়া শীঘ্র নির্গত হইতে পারে? আর যখন গ্রামের

পশ্চিম দিক্ অপেক্ষা পূর্ব্ব দিক্ নিম্ন এবং উত্তর দিক্ অপেক্ষা দক্ষিণ দিক্ নিম্ন, তখন প্রথমে রেলওয়ের রাস্তার পশ্চিম ধারের কতক জল পূর্ব্বধারে গিয়া পূর্ব্বপশ্চিমাভিমুখী রাস্তার নীচে দিয়া দক্ষিণ দিকে আইসে, পরে নবাবগঞ্জের খাল দিয়া ভাগীরথীতে পতিত হয়। পূর্ব্ব-পশ্চিমাভিমুখী কয়টী রাস্তাতে অধিক সাঁকো না থাকাতে রেলওয়ের দুই পার্শ্বে জল সমোচ্চ থাকে। যাহা হউক রেলওয়েতে ও এই সকল ফিডর্ রাস্তাতে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগ ব্যতীত সাঁকো হইবার কোন সম্ভাবনা নাই; রেলওয়ের অধ্যক্ষেরা অন্যের কথা শুনিবেন না!!

স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায় নির্ম্মল জলপান ও পবিত্র বায়ু সেবন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণ সমূহে জল ও বায়ু উভয়ই দূষিত হইয়া আছে। কারণ—বর্ষার জল বিনির্গত না হইলে স্থানে স্থানে একত্রিত হইয়া জমিয়া থাকে, তাহাতে সেই স্থানের উদ্ভিজ্জ পদার্থ সকল পচিয়া বিকৃত হয় এবং তাহা হইতে পূতিগন্ধি বাষ্প উত্থিত হইয়া বায়ু ও জল দূষিত করিতে থাকে। দূষিত জল ও বায়ু এই রূপে পরিহার করা যাইতে পারে—যে, হ্রদ বা পুষ্করিণীর জল লোকে পানাদি কার্য্যের জন্য ব্যবহার করে, তাহা দূষিত হইলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই হ্রদ বা পুষ্করিণী হইতে জল না লইয়া তাহার পাড়ের নিকট কূপ খনন করিয়া সেই কূপ-নিঃসৃত জল লইয়া ব্যবহার করা উচিত। কেননা তাহা নিঃসৃত হওয়াতে অনেকাংশে শোধিত হয়। আর দূষিত বায়ুর পরিহার জন্য পবিত্র বায়ুর সঞ্চরণ আবশ্যক, তজ্জন্য গৃহের মধ্যে ও উর্দ্ধ ভাগে গবাক্ষ বা ছিদ্র থাকা অতি আবশ্যক। কেন না উষ্ণ ও শুষ্কবায়ু স্বীয় লঘুতা বশতঃ সদা উচ্চস্তরে, এবং শীতল, সিক্ত, দূষিত, বায়ু স্বীয় ভার বশতঃ অধস্তন স্তরে অবস্থিতি করে; অতএব উর্দ্ধাধঃ স্থান দিয়া বায়ুর সঞ্চরণ হইলে গৃহ-মধ্যে দুষ্ট বায়ু থাকিতে পারে না। আর গ্রামের বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া গ্রাম-মধ্যে পবিত্র পবনের অব্যাহত প্রবাহ হইতে দেওয়াও অতি আবশ্যক। পূর্ব্বে অনেক লোক খড়ুয়া ঘরে বাস করিতেন, সেই সকল ঘর রুদ্ধ করিলেও তাহার পরলের অবকাশ দিয়া অনায়াসে বায়ুর সঞ্চরণ হইত, কিন্তু এক্ষণে অনেকেই ইষ্টক-নির্ম্মিত

গৃহে বাস করেন, সেই সকল গৃহের গবাক্ষ ও দ্বার রুদ্ধ করিলেই তাহা প্রায় এক একটী সিন্দুকের মত হইয়া উঠে, সুতরাং তাহাদিগের অভ্যন্তরে পবিত্র বায়ুর সঞ্চরণের কোন সম্ভাবনা থাকে না। অতএব সমস্ত দিবস ও রজনীর মধ্যে কোন কোন সময়ে সেই সকল গৃহের গবাক্ষাদি উদ্ঘাটিত রাখা আবশ্যক, তাহা হইলেই তন্মধ্যে বিশুদ্ধ সমীরণ অনায়াসে সঞ্চরিত হইতে পারিবে। সহজে গৃহমধ্যে বায়ুর সঞ্চরণ না হইলে অগ্নি জ্বালাইয়া গৃহের অভ্যন্তরস্থ বায়ু বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া উচিত। কেহ কেহ ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহের কড়ির পার্শ্বস্থ ভিত্তিতে ফাঁক রাখেন। গৃহমধ্যে বায়ু সঞ্চরণেরপক্ষে ইহা একটা সদুপায় বটে। অপর গ্রামের মধ্যে অনেকে ইষ্টক নির্ম্মাণ করাতে বহুল পরিমাণে খানা ডোবা হইয়াছে, সেই সকল স্থানে জলবদ্ধ থাকিয়া অনিষ্ট কর হইয়া উঠে, অতএব জলপথ পরিষ্কার দ্বারা সেই সকল স্থানের জল সম্যক্ নির্গত করান উচিত। কেহ কেহ এরূপ মনে করেন যে তাঁহাদিগের নিজ নিজ বাটীর চতুর্দ্দিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলেই তাঁহারা সুস্থ থাকিবেন। ইটী তাঁহাদিগের ভ্রম। অবদ্ধ বায়ু কখন একস্থানে স্থির থাকে না, সর্ব্বদাই সঞ্চরণ করিয়া বেড়ায়, সুতরাং কোন কারণে কোন স্থানের বায়ুতে কোন দোষ বা বৈগুণ্য জন্মিলে সেই দোষ বাবৈগুণ্য চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুতে ক্রমশঃ সংক্রামিত হইতে থাকে; অতএব স্বাস্থ্যরক্ষার্থ সমুদায় গ্রামই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। অপর আর্দ্র মেজেতে শয্যা পাতিয়া শয়ন করা কোন মতেই উচিত নয়। খাট চৌকি অথবা অন্ততঃ মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি শয়ন করাই বিহিত। এই সকল উপায় দ্বারা অনেক অনিষ্ট নিবারিত, ও দেশের অস্বাস্থ্যকরতা কতক দূরীভূত হইতে পারে। পরিশেষে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, রেলওয়ে ও তৎসহযোগী রাস্তা সকল নির্ম্মিত হওয়াতে যেরূপে জল পথ সকল রুদ্ধ হইয়াছে, এবং জল পথ সকল রুদ্ধ হওয়াতে যেরূপে জল বায়ু দুষিত হইয়া গ্রামের অস্বাস্থ্যকরতা উৎপন্ন হইয়াছে, আর যে সকল উপায়দ্বারা সেই অস্বাস্থ্যকরতা অনেক নিবারিত হইতে পারে তাহা ত আমরা যথাসাধ্য বর্ণনা করিলাম, এক্ষণে

গ্রামস্থ সকল লোকের ও সর্ব্বসাধারণ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী রাজকর্ম্মচারিদিগের নিকট আমাদিগের সানুনয় প্রার্থনা—যে, তাঁহারা যেন এই সকল বিষয়ের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া সাধারণের হিতসাধন পূর্ব্বক আপন আপন কর্ত্তব্য সাধন করেন।

---

## কুমার সম্ভব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ক্ষিতিতল লুণ্ঠনে তাঁহার কুচদ্বয় ধূসর, কুন্তল কলাপ বিকীর্ণ, কটীবসন বিচ্ছিন্ন, এবং শোভন শরীর বিশীর্ণ দেখিয়া, এবং তাহার বিলাপ সকল শ্রবণ করিয়া, তত্রত্য জীবমাত্রেই শোকাভিভূত হইল। রতি—রোদন বদনে, দীন বচনে, কহিতে লাগিলেন—রে দুর্ভাগ্য জীবন! কি সুখে এই দেহে এক্ষণও অবস্থান করিতেছ? তুমি কি জানিতে পার নাই, তোমার সুখ সৌভাগ্য একদা শেষ হইয়াছে? সম্প্রতি তুমি অনাথ হইয়াছ? হা বিধাতঃ! রতির একমাত্র জীবিত ধন হরণ করিয়া তোমার কি সুখোদয় হইল? অয়ি জীবিত নাথ! সেতু-ভিন্ন সলিল-সংহতির ন্যায় তুমি তাদৃশ প্রণয় পাশ ছিন্ন করতঃ জীবন-জীবিনী কমলিনীর ন্যায় ত্বদধীন জীবিতা রতিকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে? নাথ! এক্ষণে আমি কাহার আশ্রয় লইব এবং কাহার সহিত বা আলাপ করিব? তুমি এরূপ চাতুরী কোথায় শিখিয়াছিলে?। হা প্রাণ। বল্লভ! তুমিত আমার কোন অপ্রিয় কার্য্য কর নাই এবং আমিও ত তোমার কোন অপকার করি নাই, তবে অকারণে এরূপ অন্তর্হিত কেন হইলে? তোমার অদর্শনে আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ প্রায় হইয়াছে, নাথ! একবার দর্শন দান কর। কতবার তোমায় কাঞ্চী-গুণ দ্বারা বন্ধন করিয়াছি, এবং কতদিন তোমায় উৎপল দ্বারা তাড়ন করিয়াছি, এবং সেই সকল কুসুমের পরাগদ্বারা কতবার তোমার নেত্র-পীড়া হইয়াছে, এক্ষণে সেই সকল স্মরণ করিয়াই কি আমাকে পরিত্যাগ করিলে? নাথ! এক্ষণে আর আমার আশ্রয় নাই। তুমি যে বলিতে—'হে প্রিয়ে! তুমি

আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা বাস করিতেছ,’ তোমার সেই বাক্য অধুনা পরিহাস জ্ঞান করিতেছি, ইহা যদি উপচার বাক্য না হইত তবে তুমি অনঙ্গ হইলে, কই আমার শরীর ত ক্ষতও হইল না। আমি অবিলম্বে পরলোকে আগমন করত পুনর্ব্বার তোমার অঙ্ক অধিকার পূর্ব্বক বর্ত্তমান দুঃখচয় অপনয় করিব। কিন্তু এই সকল লোক তবাধীন সুখে বঞ্চিত হইয়া চির দুঃখে পতিত রহিলেন। এক্ষণে তিমিরাবৃত রজনীতে জলদজালের গম্ভীর গর্জ্জনে সম্ভ্রীত বিলাসিনীদিগকে প্রিয়-বাসে কে লইয়া যাইবে? অধুনা প্রমদাগণের আসব-পানে অরুণ নয়নের বিলাস দর্শন এবং প্রতি বাক্যে বচন-স্খলন, বিড়ম্বনার নিমিত্ত হইল। সম্প্রতি তব প্রিয়, কুমুদ বান্ধব তোমার আকৃতি কথাকৃত জানিয়া বহুল গতে আপনার উদয় বিফল জ্ঞানে সদুঃখ শরীর বর্দ্ধন করিবেন। অন্যের ত কুসুম-গায়ক নাই এক্ষণে কল পুংস্কোকিল শব্দে সমুত্থিত, হরিতারুণ-বিমিশ্র, চারুবৃন্ত, নবীন রসাল পুষ্প কাহার শর হইবে? হে প্রাণেশ্বর! তুমি অনেকবার এই সকল ষট্‌পদ শ্রেণীকে গুণকার্য্যে স্ব-চাপে নিযুক্ত করিয়াছিলে, দেখ! এখন তোমার শোক-দুর্ভরা রতির সমান ইহারা দীন স্বরে রোদন করিতেছে। হে রতি-পণ্ডিত! ত্বৎকৃত বাসন্তিক কুসুম প্রসাধন আমার শরীরে সুশোভন রহিয়াছে, প্রসাধক তোমার নিরুপম শরীর কোথায় রহিল? হে জীবিতেশ্বর! তুমি অঙ্গ এবং জীবিত সহ অবিচারিত গতি প্রাপ্ত হইয়াছ; অতএব আমি পরলোক ব্যবহিত, তোমার অন্ত্য-মণ্ডন কি প্রকারে করিব? হা বিধাতঃ! তুমি প্রাণনাথের মৃত শরীরও রাখ নাই!! নাথ! একবার তাদৃশী মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদিগের অবস্থা দর্শন কর। তোমার সুরতবিষয়ক কাকুক্তি সকল স্মরণ করিয়া অন্তঃকরণে শোকাবেগ সম্বরণ হয় না। আমি অগ্নি প্রবেশ পূর্ব্বক বর্ত্তমান শরীর উৎসর্গ করিয়া তোমার আকৃতি অবলোকন করিব সত্য, কিন্তু সকলে কহিবে, ‘রতি কন্দর্প-বিচ্ছেদে ক্ষণকাল জীবিত ছিল’; নাথ! এই অপবাদ আমার চিরন্তনের নিমিত্ত রহিল। তুমি যাহার প্রতি উপান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রণয়ালাপ করিতে যিনি—নানা প্রকার সুকুমার কুসুম সংহার দ্বারা মনোহর শরাসন নির্ম্মাণ করিয়া তোমার হস্তে

প্রদান করিতেন তোমার সেই প্রাণ-প্রিয় বসন্ত এক্ষণে কোথায় রহিলেন? তিনি কি বন্ধু-বিচ্ছেদে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছেন? হা প্রাণ! তুমি কি কঠিন!! তোমার কি লজ্জা নাই? এখনও এই শরীর পরিত্যাগ করিতে পারিলে না, হা হৃদয়! তুমি নিশ্চয় পাষাণময়, নতুবা তাদৃশ প্রিয়-বিচ্ছেদে অবশ্যই বিদীর্ণ হইতে। অনন্তর রতির পরিদেবন বচনাবলী বিষ-লিপ্ত শর-শ্রেণীর ন্যায়, বসন্ত শরীরে বিদ্ধ হইলে, কাম-কামিনীকে আশ্বাস প্রদান জন্য বসন্ত রতির সম্মুখ-বর্ত্তী হইলেন। স্বজন দর্শনে দুঃখচয় পরিবর্দ্ধিত হয় সুতরাং রতি মধুকে দর্শন করিয়া পূর্ব্বাধিক রোদন—স্তনদ্বয় আশ্লেষণ-জঘন দেশে তাড়ন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন—'হে প্রাণ-বল্লভ প্রিয়! দেখ—তোমার বন্ধুর আর কে আছে!! তাঁহার এই কপোত-কর্ব্বুর দেহ-ভস্ম লইয়া সমীরণ দিগন্তে নিক্ষেপ করিতেছে। অয়ি নাথ! সম্প্রতি দর্শন বিতরণ কর!! তোমার প্রাণ-বন্ধু বসন্ত, দর্শন লালসায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। আমি জানি? স্বামীর কামিনীর প্রতি প্রণয় সঞ্চার অতি চঞ্চল, কিন্তু সুহৃজ্জনের সহিৎ চিরন্তনের নিমিত্ত হয়; দেখ—তোমার ঈদৃষ সুহৃৎ আর কেহই নাই, দেখ—তোমার শরাসন, মৃণাল তন্তুগুণ, এবং পেলব কুসুম শায়ক হইলেও, যৎকর্ত্তৃক এই স-সুরাসুর জগৎ তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। হা কামবন্ধো! তোমার সখা অনিলাহত দীপের ন্যায়, নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন; আমি দুঃসহ দুঃখ-ধূমিতা হইয়া সেই দীপের দশার ন্যায় অবশিষ্ট রহিয়াছি। বিধাতা কামবধ সময়ে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, অর্দ্ধ ঘাতুকের ন্যায় নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়াছেন; তিনি কি অবগত নহেন—বল্লীদিগের আশ্রয়ীভূত শাখী সকল গজ-ভগ্ন হইলে, তাহাদিগের আশু পতন হইয়া থাকে? যেমন কুমুদ-নাথ, অস্তাচল চূড়াবলম্বন করিলে কৌমুদীও তাঁহার অনুগামিনী হন, মেঘের বিনাশ হইলে সৌদামিনীও বিলীনা হন, তদ্রূপ পতিব্রতা প্রমদাগণ পতি-পথাবলম্বন করিয়া থাকেন, ইহা অতি মূঢ় ব্যক্তির নিকটেও অপ্রকাশিত নাই। হে ভর্ত্তৃ-মিত্র! অধুনা বন্ধু জনের প্রয়োজন সাধন করুন, অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক প্রিয়-বিয়োগ-বিধুরা রতিকে প্রিয় পাশে প্রেরণ করিতে আর বিলম্ব বিধেয় নহে; আমি ঐ শোভন

প্রিয়-গাত্র ভস্ম-দ্বারা কুচদ্বয় রঞ্জিত করিয়া, নবীন পল্লব শয্যায় শয়নের ন্যায় বিভাবসুতে শরীর প্রসারণ করি। হে সৌম্য! তুমি কতবার আমাদিগের কুসুম-শয়নে সহায়তা করিয়াছ, সম্প্রতি কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার চিতার নিমিত্ত কাষ্ঠচয় আহরণ করুন, যেমন ইহকালে শুভ-চিন্তন, তদ্রূপ অমুত্রোপকার করাও বন্ধুর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মহাশয় বিশেষ অবগত আছেন—কন্দর্প আমার বিরহে ক্ষণ মাত্র সুস্থির থাকিতে পারেন না, অতএব আমি ত্বরায় চিতায় দেহ ন্যস্ত করি, আপনি মলয় মারুত-সঞ্চার দ্বারা মদর্পিত বহ্নিকে শীঘ্র উদ্দীপ্ত করুন, অনন্তর উভয়ের নামোল্লেখ করিয়া, একাঞ্জলিতে জলদান করিবেন, পরলোকে আমরা তাহা বিভাগ করিয়া লইব। হে প্রাণবল্লভ-প্রিয়! আমার এই শেষ প্রার্থনা শ্রবণ করুন—'যখন আপনি আমাদিগের পিণ্ডোদক প্রদান করিবেন, তৎকালীন আপনার সখা, মদীয় জীবিতেশ্বর তাঁহার নাম করিয়া তাহার সহিত একটি সপল্লবা সহকার মঞ্জরী প্রদান করিতে বিস্মৃত হইবেন না; কারণ সেই মীনকেতন চ্যুতবল্লী অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।

(ক্রমশঃ)

---

## সমালোচনা।

"লণ্ডনরহস্য" শ্রীহরিচরণ রায় প্রণীত, বহরমপুর সত্যরত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৷৵০

সংস্কৃতে কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস, ইংরাজিতে মহাকবি সেক্সপিয়র—নাটকচ্ছলে যে প্রকারে লোকের মনোবৃত্তি, সাময়িক আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ও স্বভাব বর্ণন করিয়া ভূমণ্ডলে নিজ নিজ কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন, G. W. M. Reynolds ও সেই পরিমাণে গদ্যে স্বভাব বর্ণনে পারগ। কি দোষ বর্ণনে—কি গুণ বর্ণনে—কি দুঃখ বর্ণনে—কি সুখ বর্ণনে—কি দুরবস্থা বর্ণনে—কি ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ বর্ণনে তাঁহার ন্যায় সুলেখক প্রায় দৃষ্টি-গোচর হয়না। তাঁহার রচিত (M. of C. of London and M. of London) গ্রন্থ গুলি পাঠ করিলে সকলেই অতীব আনন্দিত ও পরিতুষ্ট হন, পাপ ও চিত্তের অপকর্ষতা বর্ণন স্থলে স্থানে স্থানে অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ ও বিদুষিত ভাব প্রকটন করিয়া পুস্তক সাধারণ পাঠোপযোগী

করেন নাই তত্রাচ তাঁহার গ্রন্থাবলী যে উৎকৃষ্ট রচনার আলেখ্য স্বরূপ, লালিত্য মধুরতা ও চমৎকারিতার আধার, তাহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। "লণ্ডন রহস্য," তাঁহারই "Mystries of London" হইতে অনুবাদিত। অনুবাদে মূল গ্রন্থের লালিত্য প্রাপনের আশা দুরাশা মাত্র। অনুবাদ অবিকল হইলেই তাহার গুণের লাঘব ও মধুরতা দূর হয়। যাহাহউক রেনল্ডসের গ্রন্থ অনুবাদ আরম্ভ করিয়া গ্রন্থকার দেশের অনেক উপকার করিতেছেন। বঙ্গভাষা অভিনব ভাষা, সংস্কৃতই ইহার মূল। অস্মদ্দেশে বঙ্গভাষায় যত পুস্তক দেখা যায় তৎসমুদয়ই প্রায় সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত, ইংরাজিভাষা বা অপর ভাষা হইতে অনুবাদিত গ্রন্থ অতি বিরল। হরিচরণ রায় মহাশয় যে পদবিতে পদার্পণ করিয়াছেন ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সকলেই যদি এপ্রকার রচনা কার্য্যে ব্যাপৃত হন, তাহা হইলে অতিশীঘ্রই আমাদের মাতৃভাষা, ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইবে; ও পাঠক বর্গও পাশ্চাত্য রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, সমুদয় অবগত হইতে পারিবেন। লণ্ডন রহস্যের মধ্যে অনেক চলিত ভাষার দোষ আছে, কোন গ্রন্থ অনুবাদ করিতে হইলে শুদ্ধ অনুবাদের উপর দৃষ্টি না রাখিয়া ভাষার লালিত্য সাধনে যত্নবান হওয়া উচিত, গ্রন্থকার অবিকল অনুবাদ করিতে গিয়া স্থানে স্থানে ইংরাজি ভাব সন্নিবেশিত করিয়াছেন ও "পকেট্" "আপ্‌-সোস্" প্রভৃতি কতক গুলি অপর ভাষা গ্রন্থস্থ করিয়া গ্রন্থ খানিকে বিদূষিত করিয়াছেন কিন্তু এটী তাঁহার প্রথম উদ্যম, বোধ হয় ভবিষ্যতে এ সকল দোষ গুলি পরিহার করিবেন। এই কয়েকটি সামান্য দোষ ব্যতিরেকে গ্রন্থ খানি আদ্যোপান্ত উত্তম হইয়াছে, পাঠে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন। বিদ্যানুরাগিপাঠকমাত্রেরই এই গ্রন্থ এক এক খানি ক্রয় করিয়া গ্রন্থকারকে উৎসাহ প্রদান করা উচিত॥

---

"সুরধুনী কাব্য"—শ্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত, কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা

গ্রন্থকার পাঠকদিগের নিকট অপরিচিত নন্। এটি তাঁর প্রথম উদ্যম নহে। দীনবন্ধুবাবুর প্রণীত 'নবীন তপস্বিনী' 'সধবার একাদশী' 'লীলাবতী' 'বিয়েপাগলা বুড়ো' প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে সকলের মন মধুপ পরিতৃপ্ত হইয়াছে। সকললেই তাঁহার চমৎকার রচনা-কৌশল, ভাষার লালিত্য, নাটকের কল্পনা, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিদিগের নাটকের বিষয়ের সহিত উপযোগিতা পরিদর্শনে তাঁহার গুণের পক্ষপাতী হইয়া আছেন। দুই এক জন গ্রন্থকার ব্যতিরেকে স্বভাব বর্ণনে তাঁহাকে নাটক রচয়িতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। "রাজিবের" বিবাহে ঔৎসুক্য—"রতানাপতের" ধূর্ত্ততা—"শাপের মন্ত্র"—"হোঁদল কুৎকুতের" রূপ বর্ণন—"নিমে দত্তর" বাক্‌পটুতা—"নদের চাঁদের বাক জাল, যেন গৃহ-কথার ন্যায় সকলের মনে জাগরূক আছে।

"সুরধুনী কাব্য"—গঙ্গার উৎপত্তি আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া রচিত, এবং ইহা গ্রন্থকারের দূরদেশ পর্য্যটনের ফল। গ্রন্থকর্ত্তা দেশ ভ্রমণ কালে যে সকল দেশ, গ্রাম, নদ, নদী, নির্ঝর প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়াছেন, হরিদ্বার হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত—গঙ্গা নদীর উভয় পারে যে সকল নগর গ্রাম আছে, গঙ্গার শাখা— যমুনা— কালীনদী— অলকনন্দা— সোন—ঘর্ঘরা—সরযু প্রভৃতি নদী-তটে যে সকল অপূর্ব্ব রমণীয় নগর, পল্লী স্থিত আছে, তৎসমুদয়ের বিশেষ বিশেষ বর্ণন করিয়াছেন। যথাসাধ্য সেই সেই গ্রামে প্রচলিত প্রবাদ ও ইতিবৃত্ত সংকলন করিয়া চমৎকার রচনা কৌশলে, কবিতাহারে গ্রথিতবদ্ধ করিয়াছেন। অম্বুপসহর, করনালী বা সতীগঙ্গা, অজয় প্রভৃতি গ্রাম ও নদীর উৎপত্তির বিষয়ে যে কয়েকটি আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন, তৎসমুদয়ই উৎকৃষ্ট ও অতীব সুমধুর হইয়াছে। দিল্লী নগর, আগরা নগর, তাজমহল, বারাণসী, প্রয়াগ ও অপরাপর স্থানের বর্ণনা গুলি ও চমৎকার হইয়াছে।

দুই এক খানি ইংরাজি গ্রন্থ ব্যতিরেকে প্রায় কোন গ্রন্থেই ভারতবর্ষের দেশ, গ্রাম, নগর, দুর্গ, নদী ও পল্লীর বিশেষ বর্ণনা নাই। পাঠকবর্গ শুদ্ধ ভুগোল বিবরণে সেই সকল প্রদেশের ও গ্রামের সামান্য বিবরণ পাঠ

করিয়াছেন। গ্রন্থকার সেই অভাব দুরীকরণ মানসেই বোধ হয়, এই "সুরধুনী কাব্য" প্রণয়ন করিয়াছেন। এরূপ গ্রন্থ যে অতীব প্রয়োজনীয়, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, ইহা যে সাধারণ সমীপে বিশেষ আদরণীয় হইবে তাহা বলা বাহুল্য। "সুরধুনী" কাব্যের অনেক স্থলে সুমধুর অনুপ্রাস সন্নিবেশিত হইয়াছে। গঙ্গা, কাশী ত্যাগ করিয়া মির্জ্জাপুরে আগমন করিলেন। কিন্তু অগ্রে মির্জ্জাপুর তৎপরে কাশী, গ্রন্থকার বোধ হয় অনবধানতা প্রযুক্তই এ ভ্রমটী সংশোধন করিতে পারেন নাই। স্থানে স্থানে দুই একটী শ্রুতি কঠোর লালিত্য বিঘাতক বাক্য প্রয়োগ ব্যতিরেকে গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হইয়াছে।

কাব্যের বিষয় অধিক আর না লিখিয়া, পলাশী প্রান্তরে গঙ্গার সহিত মুসলমানদিগের রাজলক্ষ্মীর সহিত সাক্ষাৎ বিষয়টী উদ্ধৃত করা গেল, ইহার অধ্যয়নে পাঠক মহাশয়েরা গ্রন্থকারকে বহুল প্রশংসা না করিয়া কখনই নিরস্ত হইবেন না।

"চপল চরণে গঙ্গা চলিতে চলিতে;
পলাশির মাঠে এল দেখিতে দেখিতে।
প্রকাণ্ড প্রান্তর, এই সংগ্রামের স্থল,
হেরিলে হৃদয়ে হয় আতঙ্ক প্রবল॥
এমাঠের প্রান্তভাগে পাদপের মুলে,
কাঁদিতেছে কন্যা এক, কল্লোলিনী কুলে;
আভাহীনা, আভাময়ী, তবু জানা যায়,
চিকন নীরদে ঢাকা যেন রবিকায়
আনিতম্ব বিলম্বিত ছিল একা বেণী,
সঙ্কলিত ছিল তায় মণিমুক্তাশ্রেণী॥
এবে বিষাদিনী বেণী খুলেছে খানিক
ছিন্ন ভিন্ন মুক্তাপুঞ্জ পড়েছে মাণিক।

হীরক নিন্দিয়ে জ্বলে নয়ন উজ্জ্বল
শোভে তায় অপরূপ নীবিড় কজ্জ্বল॥
পড়িতেছে গলে তাহে অশ্রুবারিসনে
বিলাপ হরণ করে সুখের ভূষণে।
ওড়নার এক ভাগ আছে বাঁম কাঁধে
লুণ্ঠিত অপর ভাগ ধরায় বিষাদে॥
কাঁচলীর শোভা হেরে বিজলী পালায়
চক্রাকারে হীরাশ্রেণী শোভে গায় গায়,
ত্রিবলী তাহার তলে নাহি আবরণ
মনোলোভা শোভা কিবা নয়ন রঞ্জন॥
খোদিত দ্বিরদ রদ কান্তি নিরমলা,
পরশে পদ্মিনী মুল লাবণ্যের দলা;
উঠেছে উপরে শ্বেত তাম্বুল আকার,
কুচসন্ধি স্থানে চুড়া মিসেছে তাহার;
ছড়াইয়ে আছে বালা চরণ যুগল,
বিবর্ণ পায়ের বর্ণে সুবর্ণের মল;
দুইহস্ত স্থিত দুই জানুর উপর,
দশাঙ্গুলে দশাঙ্গুরী দীপ্তি মনোহর;
ভাবনায় ভাসমানা ভীতা সঙ্কুচিতা
অশোক বিপিনে যেন জনক দুহিতা।

সম্ভাষিয়ে সুরধুনী রমণী রতনে,
জিজ্ঞাসিল স্নেহভরে মধুর বচনে।
"কে বাছা সুন্দরী তুমি হেথা একাকিনী,
কেন হেন পরিতাপ কিসে বিষাদিনী?"

গঙ্গারে বন্দিয়ে বালা সহ সমাদর,
মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে করিল উত্তর—
"নিশ্চয় সিদ্ধান্ত মাতা জানিলাম মনে
চিরস্থায়ী কিছু নহে নশ্বর ভুবনে
সসাগরা ধরাধামে রাজত্ব করিয়ে
অনাহারে মরে ভূপ দ্বীপান্তরে গিয়ে,
বীর দম্ভ, ভীমনাদ, বিজয়, গৌরব,
সময় সাগরে জলবিম্ব অনুভব,
কোথাগেল আধিপত্য শাসন ভীষণ,
কোথাগেল মণিময় শিখি-সিংহাসন ! ।
আদিত্য প্রতাপ ভরে কাঁপিত ভুবন
জোড় করে দাঁড়াইত হিন্দুরাজগণ,
রাজ্য চ্যুত তারা সব শোকাত্তর মন,
লুটেছে ভাণ্ডার সহ সজীবরতন;
উবে গেছে দেখ ক্ষণ ভঙ্গুর প্রতাপ,
বৃথায় রোদন আর বৃথা পরিতাপ;
আমি মাতা কাঙ্গালিনী অতি অভাগিনী,
পাগলিনী যেন মণি বিহীনা ফণিনী,
পরিচয় দিতে মম বিদরে হৃদয়
সিহরি লজ্জায় শোক নবীভূত হয়—
মোগলের রাজলক্ষ্মী পরিচয় সার,
এই মাঠে হারায়েছি মুকুট আমার।"
বাণী শেষ করি বালা হলো অন্তর্দ্ধান
মিশাইল সমীরণে হয় অনুমান।"

---

# হক্ কথা।

## দ্বিতীয় কোপ।

### কেরাণিগিরি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

চতুর্থ সংখ্যায় আমরা কেরাণিগিরি এক রকম মোটামুটী আদর্শ দেখিয়েছি, বোধ হয় পাঠক মহাশয়েরা—না, কেরাণি পাঠক মহাশয়েরা আপনাদের দুর্দ্দশার ঠিক্ অনুরূপ দেখ্তে পেয়েছেন্। মধ্যে মধ্যে তাঁদের নিন্দাও করা হইয়াছে কিন্তু কি করা যায় এ আমাদের 'হক্ কথা' আগেই বলে রেখেছি, হক্ কথার কাছে বাপেরও রেয়াৎ নাই। তাই বলে আমরা কেরাণিদের নিন্দা করি না, দোষ গুণ সকলেরি আছে কারুর বেশি আর কম। কেরাণিদের মধ্যে অনেকে নিরেট "মাও" আছেন, অনেকে আবার কেরাণিকুল উজ্জ্বল করেছেন ও কর্‌ছেন। অনেকে এত ফাঁড়া কাটিয়েও ভাল ভাল কায কচ্চেন্ এবং কেরাণিদের মাথা হয়ে সাহেবদের মুখে চুন কালি দিয়ে শ-দরে মাইনে নিয়ে যাচ্চেন। সেটী সাহেবদের অনুগ্রহে নয়, সেটী তাঁদের নিজের গুণে হয়েছে, কাপড়ে কখন আগুণ ঢাকা থাকে না; সাহেবেরা হাজার বাঙ্গালিদের ঘৃণা করুন—হাজার তাদের হিংসা করুন, তাঁরা তবুও আপনার কলমের জোরে বড় বড় কায কচ্চেন।

রাজসরকারের কাযে একটু সুখ আছে, কথায় বলে—"বড় লোকের আঁস্তাকুড়ও ভাল"। এ কাযে আপিল চলে। এক প্রভু মনে কর্‌লেই কেরাণিকে ছাড়াতে পারেন না। এক বার কায় ক্লেশে ঢুক্‌তে পার্‌লেই আর মার নাই। এই জন্য বাঙ্গালি ভায়ারা অনেকেই রাজ সরকারে কায কর্‌তে ভাল বাসেন্। শেষ সুখই যথার্থ সুখ। প্রাণপনে এক জনে সাতজনের কায করে, উদয় অস্ত খেটে, সাহেবদের মিষ্ট বাক্য সহ্য করে, যদি টেঁকে গেলেন, তাহলে মরবার সময় দু দশ টাকা পেন্‌শন্ পান। কিন্তু তাতেও আবার ভারি গোলোযোগ, গবর্ণমেন্টের সকল বিষয়েই আঁটা-

আঁটী পেন্‌শন্ বিষয়ে যে আঁটাআঁটী হবে তার আর আশ্চর্য্য কি। পেন্‌শনারদের মর্‌তে মর্‌তে আফিসে এসে পেন্‌শন্ নিয়ে যেতে হয়। দেড় টাকার পেন্‌শনারদের দুই টাকা খরচ করেও পেন্‌শন্‌নিয়ে যেতে হয়। "চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে জগৎ দুঃখানিচ সুখানিচ" কিন্তু কেরাণিদের কপালে সে চাকা আর চলে না, কেরাণিদের যা একটু সুখ আছে তা 'সমুদ্রে শিশির শয্যা,' দুঃখের ভাগই অধিক, সুখের ভাগ অতি অল্প, নেই বল্লেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

কেরাণিদের আফিসেত এই সুখ, ঘরেও ততোধিক। অল্প বেতন, ডাইনে আন্‌তে বাঁএ কুলোয় না—৩০ টাকা মাইনে পান খরচ ৫০ টাকা, কি করেন বেশী দরের শুদ দিয়ে টাকা ধার করেন। ধার সুধ্‌তেই চির কালটা কেটে যায়। চাকরে পুরুষ তাঁর যে খেতে কুলোয় না, তা বোঝে কে? কেন তুমি চাকরি কর্‌ছ—আমাকে এক আদ খানা গয়না দিতে পার না? বাবা আমার জুতা নাই—কাকা আমার কাপড় নাই—মেসো আমার পিরাণ নাই—মামা আমার ইস্কুলের মাইনে দিতে হবে ইত্যাকার আব্‌দার শুন্তে শুন্তেই বাবাজিদের পেটের ভাত চাল হয়ে যায়। যাত্রাওয়ালার ছোকরা আর কেরাণি—উভয়েরই সমান, উভয়েই সমান সুখ। দেখতে উভয়েই বুষকাট, এক জনের খেটে, এক জনের রাত যেগে যেগে—শরীর পাণ্ডুবর্ণ হয়ে যায়, শেষে হয় উদরে গুল্ম এসে পড়ে, না হয় যক্ষা হয়। অনেকের-প্রায় পেন্‌শন্ পর্য্যন্ত বাঁচ্‌তে হয় না। খাটুনির চোটে প্রায়ই আগে আপন আপন পথ দেখেন। যদিও কেউ এসব হিড়িক্ কাটিয়ে উঠে পেন্‌শন্ পেলেন, তাও অধিক কাল ভোগ করতে হয় না। কেরাণির দুঃখের কপাল, সুখ সয় না, চিরকালটা কেরাঞ্চি গাড়ির ঘোড়ার মত খেটে মোটা ভাত খেয়ে কাল কাটিয়েছেন, ঘরে বসে থেকে টাকা পাওয়া সবে কেন! অনেকেই শীঘ্র শীঘ্র দু চার বৎসর পর্য্যন্ত পেন্‌শন্ খেয়েই গবর্ণমেণ্টকে দায় থেকে মুক্ত করেন।

সদাগরের বাড়ি, রেলওয়ে ও মফসল আদালতের কেরাণিগিরির অপেক্ষা ঝকমারির কায আর নাই, এ সব যায়গায় আপিল চলেনা হুজুরেরা যা

মনে তাই করেন। শেয়াল কুকুরের মত কেরাণিদের উপর অত্যাচার করেন। মধ্যে মধ্যে পা তুলে আশীর্ব্বাদ করেন। সরকারি কাযে একটু সুবিধা আছে মাস গেলেই মাইনেটা মেলে। কিন্তু এসব যায়গায় মাইনের বিষয়ে ভারি গোল। দেড়মাস না গেলে এক মাসের মাইনে মেলে না তাও আবার পুরো নয় প্রায়ই সকল মাসে জের টানতে হয়, মাইনে প্রায় দশ পোনেরো, কেহ অনেক মার কাট করে দু দশ টাকা বেশী পান রাজ-সরকারে দশটা চারিটা খাটুনি কিন্তু এ সব যায়গায় খাটুনির ওর নাই ভোর থেকে তোপ দাগা পর্য্যন্ত—কখন বা ফের ভোর পর্য্যন্ত খাটতে হয়, এ সব আপিসে কেরাণিরা প্রায় সূর্য্যের মুখ দেখিতে পান না 'Merchant' (সওদাগর) আপীসে প্রায় অল্প কেরাণী থাকে, সদাগরেরা ভারি হিসিবি লোক, এদের কাছে এক পয়সার তর তফাৎ হবার যো নাই। খরচা বিষয়ে ভারি আঁটা আঁটী, এঁরা প্রায় পেট ভাতায় কেরাণী রাখেন, আর গণ্ডা দরে এপ্রেন্টিস্ রেখে কাজ চালান।

এখন আর আগেকার মতন সদাগর সাহেব দেখিতে পাওয়া যায় না আগেকার সাহেব্‌রা বাঙ্গালিদের ভারি ভাল বাস্‌তেন অনেকে বাঙ্গালি-দের বাড়ি যেতেন। অনেকে সেকেলে কেরাণীদের মুখে আদ্ বাঙ্গালা আদ্ ইংরাজি কথা শুন্‌তে ভাল বাস্‌তেন এবং তাদের নিয়ে আমোদ কর্‌তেন। এখন আর সেকাল নাই, দেখা দেখি এঁরাও এখন নিজমূর্ত্তি ধারণ করেছেন; বয়েলের মতন খাট্‌লেও এ মহাত্মাদের নিকট কেরাণিদের যশ নাই, একে এত খাটুনি, তার উপর মাইনে কম। "একে দুয়ো, তায় সেজে-মুতো"—পরবে সরবে প্রায় ছুটি মেলে না—কেরাণিদের প্রায়ই ছুটীর দিন আপিসে যেতে হয়—একে এত খাটুনী তার উপর মাইনে কম কোন-দিকে এক পয়সা উপায় করবার যো নাই, কাজেই অনেকেরি "উপরির" দিকে নজর দিতে হয়।

পূর্ব্বে বোলেছি—এসব জায়গায় আপিল নাই, হজুর হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ যা মনে করেন তাই করেন, কেরাণিদের সাত জনের মন যুগিয়ে চল্‌তে হয়—একটু কশুর হলেই প্রায় জরিমানা দিতে হয়—সদাগরের

বাড়ির কেরাণিরা প্রায় বাঙ্গালি "কর্ত্তাদের" নিজের লোক, সকল কাজেই প্রভুদের মন যোগাতে হয়। বাড়ি গিয়ে 'বাজার সরকারি' করতে হয়—মোসাহিবিও করতে হয়—কোন স্থলে উপর অঙ্কও করতে হয়, তা পাঠক মহাশয়েরা অনেকে জানেন।

রেলের চাকৃরি অপেক্ষা—ছুনীয়ায় বোধ হয় এমন ঝকুমারি আর নাই—একে কেরাণিগিরি আবার রেলওয়ের চাকৃরি, রেলওয়ে কেরাণি বল্লেই যেন একটি অদ্ভুৎ জানোয়ার বোধ হয়, প্রায় কোন লোক পারত পক্ষে রেলওয়ের চাকরি করিতে স্বীকার করেন না—যাদের তিন কুলে কেউ নাই—ক অক্ষর গোমাংস—পেয়ারি বাবুর First book (প্রথম পুস্তক) পর্য্যন্ত বিদ্যা, তারাই প্রায় এ ঝকৃমারির কায কত্তে যায়। অনেকে লেখা পড়া শিখেও এ কায করেন কিন্তু সে কজন? যাঁদের একটু মানের ভয় আছে তাঁরা প্রায়ই এ কাযে প্রবৃত্ত হন না—কিন্তু আজ কাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুগ্রহে অনেকে লেখা পড়া শিখেও রেলওয়ের চাকৃরি কর্‌ছেন, না ক-রেই বা করেন কি? গবর্ণমেণ্ট আর কত লোক্‌কে চাকৃরি দিবেন, আমা-দের দরকার বলে তাঁরাত আর বিলাত থেকে চাকৃরির আম্‌দানি করতে পারেন না, রেলওয়ের চাকৃরি আর বালিরবাঁধ, ছেঁচাজল—প্রায়ই সমান, যে দিন যায় সেদিনই ভালো—যেদিন গালাগালি না খেতে হয় সে দিনই সুখের দিন। রেলওয়ের সাহেবরা প্রায় অনেকেই সামান্য অবস্থার লোক, লেখাপড়ার সঙ্গে অনেকেরি "ভাশুর ভাদ্রবৌ" সম্পর্ক, যাঁদের বিলেতে কোন দিকে কিছু হয়ে উঠে না তাঁরাই সই শুপারিশের জোরে এদেশে আসেন এবং মোটা মাইনে নিয়ে বাঙ্গালিদের উপর কারদানি করেন 'Bloody,' 'fool,' 'rascal' প্রভৃতি মিষ্ট বাক্য এদের কণ্ঠস্থ প্রায় সকল কাযেই কেরানিদের এই মিষ্ট বাক্য দ্বারা সম্বোধন করে থাকেন।

রেলওয়ের চাকৃরি করতে হলে মান অপমান ত্যাগ করে—লজ্জা ঘৃণা পকেটস্থ করে—একটা অদ্ভুৎ জানোয়ার হইয়া সাহেবদের মন যোগাতে হয়, একটু গরম মেজাজ হলেই সর্ব্বনাশ, রেলওয়ের সাহেবদের কতদুর বিদ্যা তা অনেকেই জানেন, অনেকে মাতৃভাষা বলে দু চারটে ইংরেজী

বুলী বল্‌তে পারেন লিখ্‌তে হলেই প্রমাদ, এক ছ'ত্রর মধ্যে দশটা ভুল যায় কিন্তু যদি কোন কেরাণি ভুল দেখিয়ে দেন তা হলেই হুজুর ভারি গরম। সাহেব 'were' যায়গায় 'was' লিখুন, 'He' র বদলে 'They' দিন তাতে ক্ষতি নাই—কেরাণি দশ তক্তা কাগজ লিখে তার মধ্যে একটা ভুল বেরুলেই নাকাযের হইয়া পড়্‌লেন। এখানে বিচার নাই—কাঁদলে ককালেও এসব হুজুরদের মনে দয়া হয় না—ইচ্ছা হলেই কেরাণিদের ছাড়াবার Notice (আগে খবর) দেন—একদিন কামাই হলেই সাত দিনের মাইনে বন্দ—ছুটির সঙ্গে খোঁজ নাই, ছুটি নিতে হলে প্রায় Resign (এস্থফা) দিতে হয়—কেউ খোসামোদের জোরে খুব বাড়িয়ে উঠেন, আর অনেকে চিরকাল খেটে এক পয়সা পান না, এঁদের কাছে মুড়ি মিছ্‌রির এক দর। নিজে "নিরেট" বোলে শুশিক্ষিত কেরাণিদের দেখ্‌তে পারেন না, ভালো মন্দ বিচার নাই এক হুজুরের রাগ হলেই অম্‌নি কেরাণি ভায়ার দফা রফা।

মফঃসল আদালতের কেরাণিদেরও সমান দুর্দ্দশা সব যায়গাই এক ডাক। আনুকোরা সাহেবদের কাছে কাজ করা যে কত সুখের চাকুরি তা অনেকেই জানেন, মফঃসলে হুজুরদের রামরাজ্য, কেরাণিদের প্রাণান্ত, হুজুর যা মনে করেন তাই করেন, কেরাণিদের উপর পিশাচের মত ব্যবহার করেন। জরিমানা সস্‌পেণ্ড ত হইয়াই থাকে, মধ্যে মধ্যে কানমলাটা লাথিটে আস্‌টাও হয়ে থাকে। হুজুর তিনটের সময় কাছারি এলেন, কেরাণি ভায়ারা সূর্য্যোদয়ের পুর্ব্বে আদপেটা খেয়ে (তীর্থের কাকের মতন) হুজুরের আস্‌বার অপেক্ষায় বশে থাকেন, "খোদাবন্দ" "হুজুর" বল্‌তে বল্‌তে মুখ বেতা হয়ে যায় কেরাণি ভায়ারা. সদা সসঙ্কিত, হুজুর কোন্ সময়ে "গোস্তাকির" ছল ধর্‌বেন। অনেক হুজুরের মনে এ সংস্কার আছে যে বাঙ্গালিদের উপর অত্যাচার না কর্‌লে তাদের নিকট কর্ম্ম পাওয়া যায় না—এ জন্যই তাদের উপর এত রাগ, আদালতের কেরাণিদের প্রায় বাতি জেলে কায কর্‌তে হয়, সাহেব নিজে ভুল্‌লে কেরাণির উপর দোষ দিয়ে বেকশুর খালাস হন, আর কেরাণি হলেই জরিমানা কিম্বা সস্‌পেণ্ড।

আমরা ক্রমে প্রায় সকল প্রকার কেরাণির দুর্দ্দশার বিষয় বলে এসেছি' দুচারটির বিষয় বলি নাই, সকল যায়গার কেরাণির এক দশা বলে তাদের বিষয় বলিনাই, তাঁরা অনুগ্রহ করে আমাদের এ দোষটি মাপ করিবেন। অধিক বল্‌তে গেলেই পুথি বেড়ে যায়—বেশী টানাটানী কর্‌তে গেলেই ছিড়ে যায়, তাই আমরা উপসংহার কালে কেরাণি ভায়াদের দুচারটা কথা বলে কেরাণিগিরি কোপ শেষ কর্‌বো।

কেরাণিগিরি করে যেমন সাহেবদের সঙ্গে একত্রে কায করা যায়, বোধ হয় আর কোন কাযে এমন হয় না, কেরাণিদের দুবেলা সাহেবদের সঙ্গে দেখাশুন হয়—দুবেলা সাহেবদের নিকট যেতে হয়। কেরাণিগিরি করি বলিয়াই কি আমরা একেবারে মান সম্ভ্রম ত্যাগ করিব? সাহেবরা মনিব বলিয়া কি তাহাদের বাঘ ভালুকের মত ভয় করিব ও চিনের দেবতার মত পূজা করিব? আমরা যদি একটু বিবেচনা করে চলি, তাহলে সাহেবরা কখন আমাদের ঘৃণা কর্‌তে পারেন্ না ও আমাদের উপর এত অত্যাচার করেন না। সাহেবকে সেলাম কর্‌তে হবে বলিয়াই কি সাহেব দেখুন আর না দেখুন—ঘরে থাকুন আর না থাকুন—মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সাহেবের চেয়ারকে সেলাম কর্‌বো সাহেবরা বোধ হয় এরূপ চান না, তাঁরাতো মানুষ না অন্য কিছু? আমরা পায় ধরা গোলামের মত ব্যবহার করি বলে তাঁরাও আমাদের গোলামের মত জ্ঞান করেন, যদি সকলে আপনাপন মান সম্ভ্রমের উপর দৃষ্টি রেখে কায, করেন তা হলে তাঁদের কখনই এরূপ দুর্দ্দশা হয় না—কখনই এত অপমান বা কটূক্তি সহ্য কর্‌তে হয় না।

সাহেবদেরও দুটা কথা বলা আবশ্যক। কেরাণিদের মধ্যে অনেকে ভদ্র লোক—অনেকে লেখা পড়া জানেন—অনেকে বিলাতের Earl, Duke, Count প্রভৃতি বড় লোকের ন্যায় ভদ্রবংশ জাত, তাদের উপর এত অত্যাচার করা অনুচিত, কেরাণিদের বেঁদে গাঁয়ে সয় ভাল, কি করেন, অন্য উপায় থাকতে নাই।

ইতি দ্বিতীয় কোপাধ্যায়।

কেরাণিগিরি পর্ব্ব সমাপ্ত।

(ক্রমশঃ)

# হালিসহর পত্রিকা।

(মাসিক পত্রিকা।)

১ম খণ্ড। সন ১২৭৮, মাহ্ আশ্বিন। ৬ সংখ্যা।

## হিন্দু-সমাজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

আমাদের মধ্যে ধর্ম্ম রূপান্তর প্রাপ্ত হওয়াতে, সমাজের বন্ধন শিথিল হইয়াছে; ধর্ম্মনীতি কলুষিত হওয়াতে, সমাজ অধঃ পতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। যুবকবৃন্দের দ্বারা যে সকল অত্যাচার হইতেছে তাহা বিলোকন করিয়া প্রবীণ ব্যক্তি গণ আক্ষেপ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা তাঁহারা একবারও বিবেচনা করেন না যে, তাঁহারাই ঐ সমুদায়ের মুলীভুত কারণ। সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন যে কত দূর গুরুতর কার্য্য তাহা অনেকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। সন্তানকে প্রতিপালন করিলে কিম্বা তাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইলেই পিতার কার্য্য শেষ হইল না। যাহাতে সে সচ্চরিত্র হইয়া সমাজের উন্নতি সাধন করিতে পারে তৎপক্ষে প্রয়াস পাওয়া তাঁহার অবশ্য

কর্ত্তব্য। সন্তানকে উন্নত করিবার জন্য পিতাকে যে কেবল সদুপদেশ প্রদান করিতে হইবে এরূপ নহে, তাঁহাকে স্বয়ং আদর্শ স্বরূপ হইতে হইবে। বলিতে কি, তাঁহাকে ঋষিতুল্য হইয়া কার্য্যভূমে পদার্পণ করিতে হইবে। কি বাক্যে, কি কার্য্যে, তাঁহাকে সত্যনিষ্ঠ হইতে হইবে। কারণ সন্তানগণ সকল কার্য্যেই পিতার বাক্য এবং কার্য্য সকল অনুকরণ করে। বিশেষতঃ বাল্যকালে যে সমস্ত কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া থাকে তাহা জ্ঞান প্রাপ্তেও অন্তঃকরণ হইতে বিদূরিত হওয়া কোন ক্রমেই সহজ নহে। কিন্তু, কেবল যে পিতার দৃষ্টান্ত দেখিয়াই বালকগণ কার্য্য করিয়া থাকে এরূপ নহে। কয়েকটী কারণ একত্রিত হইয়া তাহাদের স্বভাবকে পরিপক্ক করিয়া তুলে। বালকগণ বিবিধ প্রকারে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, এবং তাহাদের মধ্যে অনুকরণ-বৃত্তি বলবতী হওয়াতে অপরের দৃষ্টান্তই তাহাদের উপর অধিক ক্ষমতা প্রকাশ করে। আত্মীয় জনগণ অথবা পল্লীস্থ মান্য ব্যক্তিগণ যে প্রকার আচরণ করিয়া থাকেন, তাহারা স্বভাবতঃ সেইরূপ করিতে যত্নবান হয়। কেবল বালক বলিয়া কেন, যুবকবৃন্দও তাঁহাদের আচরিত পথ অবলম্বন করিয়া থাকে। শিক্ষককেও স্বল্প সতর্কতার সহিত কার্য্য করিতে হয় না। তিনি সচ্চরিত্র হইলে তাঁহার ছাত্রগণেরও সচ্চরিত্র হইবার সম্ভাবনা। সামাজিক ব্যবহার ও মানব মণ্ডলীর উপর সামান্য ক্ষমতা প্রকাশ করে না। সমাজ মধ্যে অতি জঘন্য ব্যবহার প্রচলিত থাকিলে তাহা দূষণীয় বলিয়া সহজে প্রতীয়মান হয় না। এবং এই জন্য কত জ্ঞানী ব্যক্তিকেও কুসংস্কারের বশীভূত

হইতে দেখা যায়। ভিন্নদেশের কথা দূরে থাক, আমাদের ভারতবর্ষেই তাহার জাজ্বল্য-মান দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। যখন সহ-মরণ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তখন অনেক জ্ঞানী ব্যক্তির মনেও তাহা পীড়াদায়ক বলিয়া প্রতীয়মান হইত না। কিন্তু, এখন সে ভাব তিরোহিত হইয়াছে। যাহারা সামান্য জ্ঞান লাভ করিয়াছে তাহারাও সে পদ্ধতির বিষয় আলোচনা করিলে, একেবারে শিহরিয়া উঠে। এবং তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণকে অতি নিষ্ঠুর বলিয়া অবজ্ঞা করে। সমাজের অবস্থানুসারে যে সমাজ-ভুক্ত ব্যক্তিগণের উন্নতি বা অবনতি হইয়া থাকে, তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। এবং তাহা নির্ণয় করিবার জন্য, আমাদের পূর্ব্বব্যবস্থার সহিত বর্ত্তমান ব্যবস্থার তুলনা করা আবশ্যক হইতেছে।

পূর্ব্বে অন্যায় উপায় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন সাধুবিগর্হিত কার্য্য বলিয়া বোধ হইত না, বরং সমাজ মধ্যে তাহা শ্লাঘনীয় বলিয়া আদৃত হইত। উৎকোচ গ্রহণ এবং প্রভুকে প্রতারণা করিয়া অর্থোপার্জ্জন, পাপজনক বলিয়া কাহারও অন্তঃকরণে জাগরূক হইত না। বরং যে কার্য্যে অন্যায় উপার্জ্জনের অধিক উপায় থাকিত, তাহাতেই অনেককে প্রবর্ত্ত হইতে যত্নবান দেখা যাইত। পূর্ব্বে সামান্য বিষয় কার্য্য করিয়া অনেকে ক্রিয়া কলাপ ও দাতব্য করিয়া গিয়াছেন, না করিবারও কোন কারণ ছিল না। যেহেতু অন্যায় উপায় দ্বারা তাঁহারা যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইতেন। বলিতে কি, এখন যাঁহারা পিতৃদত্ত বিষয় সম্ভোগ করিতেছেন, অনেক স্থলে, তাহা অন্যায় উপার্জ্জন সম্ভূত। তৎকালে, আর একটী ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য

অতি শ্লাঘনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইত। বেশ্যাগমন, পাপ-জনক বলিয়া বিবেচিত হইত না। ধনবান ব্যক্তি মাত্রেরই প্রায় উপপত্নী থাকিত এবং উহা সে সময়ে শ্রেষ্ঠ-ব্যক্তির চিহ্ন স্বরূপ পরিগণিত হইত। এই দুইটী গর্হিত আচরণ, তখন সমাজকে বিশেষরূপে কলুষিত করিত। যদিও তাহার চিহ্ন এসময়েও দৃষ্ট হয়, আহ্লাদের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সভ্যতা সহকারে তাহা তিরোহিত হইতেছে। শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় মধ্যে প্রায় তাহা নয়ন-গোচর হয় না। ইহা বিশেষ উন্নতির চিহ্ন সন্দেহ নাই। সুতরাং আমাদিগের আনন্দ-বর্দ্ধক স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু, যেমন এতৎ পরিবর্ত্তন দেখিয়া, আমরা সন্তোষ প্রকাশ করি, তাহার বিনিময়ে অন্যান্য অত্যাচার দেখিয়া আমাদিগকে ততোধিক ব্যথিত হইতে হয়। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রধান ব্যক্তিগণ যে কার্য্য করিয়া থাকেন, অপরাপর সাধারণে তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে। কতিপয় মৃত মহোদয়গণ যেমন এক দিকে সত্যকথন স্বদেশ-হিত-সাধন প্রভৃতি ব্রতে-ব্রতী হইয়া, সমাজকে উৎকৃষ্ট আদর্শ স্বরূপ করিলেন, অন্যথা ইংরাজদিগের নিকৃষ্ট আচরণ অনুকরণ করিয়া, স্বদেশের অনিষ্ট করিতে ক্রটী করিলেন না। অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান করিয়া নব্য সম্প্রদায়কে স্বেচ্ছাচারী করিয়া তুলিলেন। জ্ঞানী ও সদ্বিদ্বান ব্যক্তিগণ যে ভ্রমে পতিত হইতে পারেন, তাহা অনেকের প্রতীতি হয় না। সুতরাং অপরাপর সাধারণে, প্রধান ব্যক্তিগণের অনুকরণ করিয়া থাকে। সেই মহোদয়গণের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন। এই অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে আর

একটী বিরূপ ভাব লক্ষিত হইতে লাগিল। ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার প্রতি উপেক্ষা হওয়াতে এবং ইংরাজীর সমধিক চর্চ্চা প্রযুক্ত হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিল এবং শনৈঃ শনৈঃ নাস্তিকতা বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। যদিও ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন হওয়াবধি এ ভাবের কিঞ্চিৎ ভাবান্তর দেখা যায়, তথাপি কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে যে তাহা সমধিক ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ইংরাজদিগের অনুকরণ করিতে গিয়া আমাদের অধঃপতনের একশেষ হইল। স্ত্রী স্বাধীনতা নব্য-সম্প্রদায়কে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। শ্বেত-অঙ্গনারা স্বাধীনতা সুখ প্রাপ্ত হইয়া, মনের আনন্দে কালযাপন করে, অপর পুরুষের সহিত অনায়াসে ভ্রমণ করে ও তাহাতে মনের বিকার কিছু মাত্র নাই। রন্ধনাদি গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিতে হয় না এবং দাসীর ন্যায় উঞ্ছবৃত্তি করিতে হয় না। সন্তানের পালন-ভার গ্রহণে তাহারা পরাঙ্মুখ এবং বলিতে কি, সৌন্দর্য্যের হ্রাস হইবার আশঙ্কায়, শিশুকে স্তন-দুগ্ধ দিবার ভারও অন্য রমণীর প্রতি ন্যস্ত করে। তাহারা বিলাস-সামগ্রী হইয়া স্বামির নিকট কেমন প্রিয়দর্শন হইয়া থাকে, এবং সম্মুখে নয়ন পুত্তলির ন্যায় অবস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে কেমন বিমোহিত করে। আমাদের কৃতবিদ্যগণ তাহা দেখিয়া কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তাঁহারা অনুকরণ বৃত্তির সহায়তায় ইংরাজ-দিগের নিকৃষ্ট আচরণ সকল অবলম্বন করিয়া প্রকৃত সাহেব সাজিয়াছেন। সভ্য-জাতি অনুমোদিত সুরাও তাহার আনু-ষঙ্গিক খাদ্য দ্রব্যের আস্বাদন পাইয়া, আপনাদিগকে কৃতার্থ

জ্ঞান করিয়াছেন। এখন অর্দ্ধাঙ্গীকে যে সেই সকল সুখের ভাগিনী করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাঁহারা যেমন সাহেব সাজিয়াছেন, তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীগণকেও সেই রূপ বিবি করিয়া তুলিতেছেন। এবং কোন কোন " দেশী-বিবি" যে সুরা-দেবীর আশ্রয় লইয়াছেন তাহা বিচিত্র নহে।

আমাদের নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অহঙ্কারের চিহ্ন প্রকাশ পাই-য়াছে। আপনাদের সভ্যতা বিবেচনা করিয়া, তাঁহারা প্রাচীন সম্প্র-দায়কে মূর্খ জ্ঞান করেন ও তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন কোন কবি যথার্থই কহিয়াছিলেন যে আমরা যত জ্ঞানে উন্নত হইতেছি, তত আমাদের পিতা পিতৃব্যগণকে মূর্খের ন্যায় বিবেচনা করিতেছি, কিন্তু আমাদিগেরও প্রাচীনাবস্থায় অপে-ক্ষাকৃত জ্ঞানোন্নত পুত্রগণ আমাদের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিবে। কয়েকটী বাহ্য-চিহ্ন ধারণ করিলে মনুষ্য সভ্য হয় না। ইংরাজী জুতা পরে, সাহেবী পোষাক পরিধান এবং চেয়ারের উপর বসিয়া চুরট্ খাইতে খাইতে ইংরাজি বাঙ্গালা মিশ্রিত ভাষায় বন্ধুগণ সহ কথোপকথন করিয়া মনুষ্য সভ্য পদবীতে স্থান পাইতে পারেনা। এবং আমাদের মহা-মান্য পণ্ডিতগণ চটি জুতা ও মোটা ধুতি চাদর পরিধান করেন বলিয়া তাঁহাদের কখনই অসভ্য বলা যাইতে পারে না। বেশ ভূষার সহিত সভ্যতার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের নব্য সম্প্রদায় তাহা বুঝিতে সক্ষম নহেন। কোন কদাচারী অথচ সভ্য-চিহ্ন-ধারি-ব্যক্তি আগমন করিলে, তাহার সমাদরের ইয়ত্তা থাকে না—অমনি হস্ত মর্দ্দন করিয়া ইংরাজি বাঙ্গালা মিশ্রিত ভাষায় তাহঁাকে অভ্যর্থনা

করত, চেয়ারে উপবেশন করাণ হয়। কিন্তু এক জন ধার্ম্মিক পণ্ডিত সামান্য বেশে আগমন করিলে, তাঁহার কিছু মাত্র সমাদর দেখা যায় না, বরং অবজ্ঞা ভাবই লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু যুবকবৃন্দের এ প্রকার উপলব্ধি থাকা উচিত যে, সাধু ও সজ্জন ব্যক্তিগণই সভ্য বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। অধিকন্তু ইহাও তাঁহাদের স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, কুটীর-বাসী ও সামান্য বেশধারী মুনি ঋষিগণ সভ্যতার পরাকাষ্ঠা দর্শাইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের তুলনায় আমরা বন্য পশু ব্যতীত আর কিছুই নহি। আমরা ইংরাজদিগের নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল অনুকরণ করিতে বিলক্ষণ তৎপর। কিন্তু, যে সকল মানসিক শক্তি দ্বারা তাঁহারা, জগৎমান্য হইয়াছেন, তাহার প্রতি আমরা দৃক্‌পাৎও করি না, এবং তাহা আয়ত্তাধীন করিবার প্রয়াসও পাই না। তাহাদের দৃঢ় অধ্যবসায়, অপার শ্রমশীলতা, অতুল সাহস এবং অসাধারণ ঐক্য আমাদিগকে কোন মহৎ কার্য্য সম্পাদনে উত্তেজিত করিতে সক্ষম হয় না। কৃতবিদ্যগণের শৈথিল্য আমাদের অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে। যত দিন যুবকগণ বিদ্যালয় পরিত্যাগ না করেন, তাঁহাদের উৎসাহ দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। পরীক্ষোত্তীর্ণ হওন জন্য কত দূর না শ্রম স্বীকার করেন। তাঁহাদের তাৎকালীন অধ্যবসায় দেখিয়া কেনা সিদ্ধান্ত করেন যে, ইহাঁদের দ্বারা আমাদের মুখোজ্জ্বল হইবে, ইহাঁরাই আমাদের সামাজিক কুব্যবহার সকল নির্ব্বাসিত করিবেন এবং ভারতবর্ষকে সভ্যজাতির পদবীতে সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইবেন কিন্তু, যেমন তাঁহারা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া কোন বিষয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন

অমনি আমাদের সকল আশা বিলয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, এত পরিশ্রমের দ্বারা বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া বিএ, এম, এ, উপাধি ধারণ করিয়াছেন, অতএব চিরকাল পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে না এই বিবেচনা করিয়া, অলীক আমোদ প্রমোদে সময় অতিবাহিত করেন ইহাই তাঁহারা বিদ্যালাভের চরম ফল বলিয়া পরিগণিত করেন আমরা যে কোন শ্রমজনক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে পারি না কেরাণি-গিরির প্রবল আধিপত্য তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে আলস্য আমাদিগকে এরূপ অধিকার করিয়াছে যে, কিঞ্চিন্মাত্র শ্রম স্বীকার করিয়া কোন স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করি না। প্রভুর পরুষ বচন ও বিবিধ প্রকার লাঞ্ছনা, আমাদের প্রিয় বিষয় কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে না। এবং যদি কোন কারণে এই কার্য্য হইতে বিচ্যুত হই, তাহা হইলে একেবারে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হই। বলিতে কি, একটী সামান্য বেতনের পদ প্রাপণ জন্য ব্যতিব্যস্ত হই, তথাপি কোন স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিবার চেষ্টাও করি না। পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহস তিরোহিত হইয়াছে। সুতরাং স্বয়ং কোন কার্য্য করিতে সাহস করি না। অপর জাতির মুখাপেক্ষা করিয়া থাকি। ইউরোপিয়ানেরা দুস্তর সাগর উত্তীর্ণ হইয়া নূতন নূতন স্থান আবিষ্কার করিতেছে। বিজন ও ভয়াবহ স্থানে গিয়া, স্বর্ণ রৌপ্যাদির খনি প্রকাশ করিতেছে, চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করত বিবিধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকার দ্বারা চিকিৎসা শাস্ত্র ও বিদ্যা প্রভৃতির উন্নতি বিধান করিতেছে; আমরা স্বদেশের সীমা মধ্যে অবস্থিত করিয়া, সেই সমুদায়ের

ফল সম্ভোগ করিতেছি, কি আশ্চর্য্য! একতার বিষয় আর কি উল্লেখ করিব? বহু বিবাহ ও কন্যা বিক্রয় পণ রহিত করণ উদ্দেশে,এত আন্দোলন হইয়া যখন সমাজ কর্ত্তৃক কোন কার্য্য হইল না তখন যে আমাদের মধ্যে ঐক্য কিছু মাত্র নাই, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

আমারা ত নব্য সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অবলম্বিত নিকৃষ্ট ব্যবহার সকলের উল্লেখ করিলাম এবং তাহাদের জঘন্য স্বভাবের পরিচয় দিলাম। কিন্তু তাহাদিগের একটী বিশেষ গুণ উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তাহাদের অন্তঃকরণ উদারতায় পরিপূর্ণ। স্বার্থপরতা তাহাদের অন্তঃকরণে লেশ মাত্র নাই। কুটিল ভাব তাহাদের অন্তঃকরণে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পরোপকার সাধনে তাহারা দৃঢ়ব্রত। বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, পান্থ-শালা প্রভৃতি, যেখানে যে কোন সদনুষ্ঠান হয় সেই খানেই তাহাদিগকে সহায়তা করিতে দেখা যায়। প্রাচীন সম্প্রদায় মধ্যে এ ভাব অতি বিরল। দেবমন্দির ও ঘাট নির্ম্মাণ এবং পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি প্রাচীন প্রথা অনুযায়িক কার্য্যে, তাহাদিগকে নিযুক্ত দেখা যায় বটে; কিন্তু কোন বিদ্যালয়ে অর্থ প্রদান করিতে হইলে তাঁহাদের অতিশয় ভার বোধ হয়। অপরের সন্তানেরা লেখা পড়া শিখিতেছে তাহাতে আমাদের উপকার কি? ইত্যাকার বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, যে সমাজস্থ ব্যক্তিগণের উন্নতিতে তাঁহাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। পল্লীতে কুস্বভাবান্বিত বালক থাকিলে, তাহার অসদ্দৃষ্টান্তে, অন্যান্য বালকের চরিত্র দূষিত হইবার

সম্ভাবনা। সমাজ মধ্যে অতি কদাচারী ব্যক্তি থাকিলে তাহার দ্বারা সমাজের কত দূর না অনিষ্ট হইতে পারে? সুরাপায়ী ও লম্পট্‌ প্রভৃতি, কি পর্য্যন্তই না ভদ্রব্যক্তিগণের অপকার করিতে সক্ষম হয়? ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে অপরের উন্নতিতে নিজ উন্নতি সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, অতএব সমাজ সংস্কার সর্ব্বমতে বিধেয়।

## বিচিত্র প্রভাত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

তোমার আলোকে ঋষিগণ,
ছিলেন বিবিধ গুণে, অতীব শোভন।
বিভুধ্যানে নিমগন, থাকিতেন বহুক্ষণ,
আর করি তাঁর প্রতি আত্ম সমর্পণ,
করিতেন তাঁর প্রিয় কার্য্য সুসাধন॥

---

পাইতেন যখন সময়,
রচিতেন কত মত গ্রন্থ সুধাময়।
অপরূপ গ্রন্থচয়, পাঠ মাত্র ভাবোদয়,
মনের আঁধার হয় আশুবিদূরিত,
প্রচুর প্রমোদে হয় অন্তর পূরিত॥

---

যার মনে যে ভাব উদয়,
রচনায় সেই ভাব প্রকাশিত হয়।

ধর্ম্ম লয়ে সর্ব্বক্ষণ, করিতেন আলোচন,
ধর্ম্মভাব সততই থাকিত অন্তরে,
রচেছেন গ্রন্থ, ধর্ম্ম প্রচারের তরে॥

---

চার্ব্বাকেরা হইয়া প্রবল,
ছেয়ে ছিল আর্য্যবর্ত্ম লয়ে দল বল।
শাস্ত্রে জলাঞ্জলি দিয়া, পরমেশে উড়াইয়া,
দোলাইয়া ছিল সবে সন্দেহ দোলায়,
হয়েছিল ধর্ম্মকর্ম্ম অন্তর্হ্ত প্রায়॥

---

সুবিখ্যাত পুণ্য আত্মাগণ—
এক বাক্য হয়ে সবে করি দৃঢ় পণ।
তর্ক শাস্ত্র প্রকাশিয়া, ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিয়া,
রোপিয়া অস্তিত্ব বীজ অন্তরে সবার,
করিয়া গেছেন সব শাস্ত্রের উদ্ধার॥

---

হেন জাতি হেরিনা ধরায়,
ধর্ম্ম লয়ে মত্ত যারা পাগলের প্রায়।
দেখ দেখ আর্য্যগণ, করি কিবা প্রাণপণ,
রচেছেন জ্ঞান গর্ভগ্রন্থ অগণন।
করিবারে সাধারণে জ্ঞান বিতরণ॥

---

মার কিবা আশ্চর্য্য ব্যাপার,
ধরণীতে নাহি হেরি তুলনা যাহার।

প্রাচীন পুস্তক চয়, ধর্ম্মজ্ঞানে পূর্ণ হয়,
আদিরস কোন গ্রন্থে হেরিতে না পাই,
ধর্ম্মই তাহার লক্ষ্য ছিল সর্ব্বদাই ॥

---

গৃহ-কাযে নিযুক্ত হইয়া,
করিতেন যে সময়ে সাংসারিক ক্রিয়া,
রহিতেন সর্ব্বক্ষণ, বিভুভাবে নিমগন,
লইতেন তাঁর নাম সততই মুখে।
থাকিতেন নিয়ত মানসিক সুখে ॥

---

কভু কিছু করিলে ভক্ষণ,
করিতেন পরমেশে অমনি স্মরণ।
করি তাঁরে নিবেদন, হইতেন হৃষ্ট মন,
কৃতজ্ঞতা উপহার করিয়া অর্পণ,
ঋণি হয়ে রহিতেন সদা সর্ব্বক্ষণ ॥

---

কোন স্থানে করিলে গমন,
করিতেন সুপবিত্র নাম উচ্চারণ।
গাইতেন তাঁর গীত পাইতেন তাহে প্রীত,
তাঁর ভাবে হরষিত হোতো সদা মন,
রহিতেন তাঁর প্রেমে সদা নিমগন ॥

---

করিতেন যখন শয়ন।
লইতেন মহেশের নাম অতুলন।

করি তাঁহে সমর্পণ, দেহ প্রাণ আর মন,
হইতেন একেবারে অভয় অন্তর।
পেতেন বিশ্রাম সুখ হয়ে অকাতর॥

---

বিভাবরী হলে অবসান,
মনের আনন্দে করিতেন গাত্রোত্থান।
জয় জগদীশ জয়,বচন পীযূষ ময়,
পরম পুলক সহ করি উচ্চারণ।
করিতেন কার্য্য ভূমে সুখে পদার্পণ॥

---

একবার ভাব দেখি মন,
ঋষিদের ছিল কিবা সুখের সদন।
শান্তি পূর্ণ নিকেতন, থাকি তথা শান্তগণ,
ধর্ম্ম লয়ে করিতেন জীবন যাপন,
ছিল নাকো কিছু মাত্র দুঃখের কারণ॥

---

বিষয়েতে হইয়া বিকল।
ত্যাগ করি নগরের ঘোর কোলাহল।
বনেতে করিয়া বাস, পূরাতেন মন আশ,
জায়া পুত্র সহ কাল কাটাতেন সুখে।
জ্বলিতে, না হোতো কভু সাংসারিক দুঃখে॥

---

ঋষি পল্লী হয়ে সংস্থাপিত।
বিজন গহন ক্রমে হোতো শোভান্বিত।

যেখানে শার্দুল রবে, শঙ্কিত হইত সবে,
যথায় যাইতে সাধ্য হোতোনা কাহার,
সেই বন হয়ে রোতো সুখের আগার॥

---

তাপসের তপের প্রভায়,
কোন রূপ অত্যাচার তিষ্ঠিতে কি পায়।
মৃগ শিশু বৃকসহ, বেড়াইত অহরহঃ,
সর্পের হইত তথা দর্পের লাঘব,
ছেড়েদিত ফোঁস ফাঁস্ হেরিয়া মানব॥

---

ঋষিদের তনয়ের সহ,
সখ্য ভাবে অবস্থিতি করি অহরহঃ।
কৃষ্ণসার শিশু সব, পেয়ে যেন মহোৎসব,
পরম পুলক মনে ভ্রমিত তথায়।
কভু না হইত ভীত, হেরিয়া কাহায়॥

---

এমনি সে সুপবিত্র স্থান,
পারিত না প্রবেশিতে কিরাতের বাণ।
সেই হেতু পাখীগণ, হইয়া নির্ভয় মন॥
শাখীপরে সুখী হয়ে করিত ভ্রমণ,
সুমধুর স্বরে কিবা জুড়াত শ্রবণ॥

---

ঋষি মুখে শুনি সামগান,
তাহারাও কুতুহলে ধরিত সুতান।

"জয় বিভো জয় জয়, তুমি নাথ সর্ব্বময়,"
করিত এ সুধাময় শব্দ উচ্চারণ,
মোহিত হইত তাহে বনবাসীগণ ॥

ক্রমশঃ।

---

## প্রাপ্ত।

## কুলীন বহু বিবাহ নিষেধ বিষয়ক কথা।

ইদানীন্তন কুলীন বিবাহ লইয়া যে প্রকার ভয়ানক আন্দোলন হইতেছে; সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা কুল-দ্বেষী দেশ হিতৈষিতামানী উন্নতিশীল যুবক-বৃন্দেরা, মহানগরস্থ "ধর্ম্ম রক্ষিণী" সভার সুযোগ্য সভ্যেরা বিদ্যা-সাগর প্রভৃতি পণ্ডিত মহাশয়েরা সকলেই কি উপায়ে নির্দ্দোষী কুলীনবর্গ হতমান হয় এই বিষয়ে সচেষ্ট; দুই এক জন মহাত্মা ব্যতিরেকে সকলেই নিজ নিজ মতের পোষকতার জন্য নানা প্রকার প্রমাণ দর্শাইতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কেহই দুর্ভাগা কুলীনদিগের পক্ষ নন। তারা কি এত অপকৃষ্ট লোক, এতই অকর্ম্মণ্য যে কেহই তাহাদের মত গ্রহণ করেন না। রোগীর প্রমুখাৎ তাহার আন্তরিক অসুস্থতার কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া একে বারে ঔষধের ব্যবস্থা করা কত যুক্তি-সিদ্ধ তাহা সকলেই জানিতেছেন।

আমরা চির প্রচলিত কৌলীন্য প্রথা উচ্ছেদ করিতে প্রয়াস পাইতেছি কিন্তু যাহাদের সর্ব্বনাশ করিতেছি, যাহাদের মান সম্ভ্রম বংশ মর্য্যাদার মূলে নিদারুণ কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছি, যাহাদিগকে চিরকালের জন্য দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিতে যাইতেছি তাহাদিগকে একবারও এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিবনা একবারও তাহাদের মত লইবনা একবারও তাহাদের দুঃখের বিষয় অবগত হইবনা। আমাদের রাজপুরুষেরা প্রায় সকল কার্য্যেই কি দেশোন্নতি কি বিধি প্রণয়ন কি শুল্ক গ্রহণ আমাদের মত লইয়া থাকেন। যাহাতে সকল বিষয় সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়, যাহাতে প্রজা-

দের মনে ভিন্নভাবের আবির্ভাব না হয় এই জন্যই প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট অস্মদ্দেশীয় সুযোগ্য লোকদিগকে রাজ সভার সভ্য নিযুক্ত করিয়া সকল কার্য্যেই তাহাদের মত লইতেছেন। রাজপুরুষেরা এত করিতেছেন। কিন্তু যদি কখন আমাদেব অনভিমতে কোন কার্য্য করেন তাহা হইলে আমরা কত আপত্তিই উপস্থিত না করি, একে বারে কুমারী অন্তরীপ হইতে হিমালয় শিখর পর্য্যন্ত সমস্ত লোকের মুখেই গবর্ণমেণ্টের নিন্দাবাদ প্রতিধ্বনিত, হইতে থাকে। সংবাদ পত্র সকল ও বিষয় লইয়া কত তর্ক বিতর্কই না করেন। পাঠক মহাশয়দের বিলক্ষণ স্মরণ থাকিতে পারে সেই ইহা অল্প দিনের কথা, "রোডসেস" অর্থাৎ রাস্তার নিমিত্ত কর ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্থ লইয়া কি ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। মহানগরের সমস্ত ধনী ব্যক্তি, পল্লীগ্রামস্থ ভূম্যধিকারী ও সদ্বিদ্বান মহোদয়েরা একটী সভা করিয়া ইংরাজদিগের বিপক্ষে কত কথাই বলিয়াছিলেন কত পুমান্ একবারে উন্মত্ত প্রায় হইয়া রাজার অত্যাচার, পক্ষপাতিতা, অবিমিশ্রকারিতা, অপরিণামদর্শিতা প্রভৃতি দোষারোপ করিয়া কত বক্তৃতাই করিয়াছিলেন। তাহাতে ক্ষান্ত না থাকিয়া মহারাণীর সমীপে ভূরি ভূরি লোক স্বাক্ষরিত আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। এক দিকে আমাদের গুরুতর বা অত্যল্প অনিষ্টের সম্ভাবনা দেখিলেই আমরা এত দূর আন্দোলন করি, কিন্তু অপরদিকে হতভাগ্য কুলীনদিগের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছি তথাপি তাহাদিগকে এবিষয়ের অণুমাত্র ও জিজ্ঞাসা করিতেছিনা। এক বারে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া রাজ সন্নিধানে উপনীত হইতে উদ্‌যোগ করিতেছি ইহার অপেক্ষা শোচনীয় বিষয়, পক্ষপাতের কার্য্য আর কি হইতে পারে?।

বঙ্গের কুলীনদিগের মধ্যে বহুবিবাহের প্রথা উত্তোলন নিমিত্ত অধুনা-ধর্ম্মরক্ষিণী সভার দ্বারা যে উদ্যোগ হইতেছে ইহা নূতন নহে। ইহার পূর্ব্বে আর দুইবার ঘোরতর আড়ম্বরের সহিত উদ্যোগ হইয়াছিল, কিন্তু চরমে কোন ফলদায়ক হয় নাই। এই বিষয়ের প্রথম উদ্যোগ কর্ত্তা মৃত বাবু রমাপ্রসাদ রায়। তিনি বহুবিবাহ নিষেধ নিমিত্ত হিন্দু সমাজে বা রাজদ্বারে যাহা কর্ত্তব্য তাহা করণে কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু

তৎকালে অবোধ ও অবাধ্য সিপাহীগণ বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করাতে রাজপুরুষেরা রাজ্য রক্ষায় ব্যস্ত থাকায় রীতি সংশোধন বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন নাই। দ্বিতীয় উদ্যোগ কর্ত্তা বিখ্যাত বিদ্যাসাগর। এই মহাপুরুষ বহুবিবাহের রীতি উচ্ছেদ ও তদানুসঙ্গিক কৌলীন্য রহিত করণাশয়ে বহু স্বাক্ষরিত ভূরি ভূরি আবেদন পত্র রাজসমীপে প্রদান করিয়াছিলেন এবং ভূত পূর্ব্ব কাশ্মীরের রাজা " দেওনারয়ণ সিংহ" দ্বারা গবর্ণরজেনেরল সাহেবের " কৌনসলে" ঐ প্রথা নিষেধক এক আইনের পাণ্ডুলেখ্য প্রদত্ত করান। কিন্তু বিচক্ষণ গবর্ণমেণ্ট ঐ আবেদন সমূহের অপেক্ষা না করিয়া এই বিষয়ের তদন্ত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করার নিমিত্ত বাবু রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ও মৃত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুরকে কমিটি স্বরূপ নিযুক্ত করেন। ঐ মহাত্মারা বিশেষানুসন্ধানে এই জানিয়াছিলেন যে " বিদ্যাদ্বারা জ্ঞানালোক বঙ্গে বিকীর্ণ হওয়াতে অনেক কুসংস্কার উচ্ছেদের সহ বহুবিবাহের সংখ্যা অনেক ন্যূন হইয়াছে; উত্তরোত্তর যত জ্ঞান জ্যোতি বিস্তীর্ণ হইবে ততই অবশিষ্ট কুসংস্কার চয় হ্রাস হইবে, এস্থলে রাজকর্ত্তৃক নূতন ব্যবস্থার দ্বারা বহু বিবাহের প্রথা রহিত করা বিধেয় নহে"। এই যুক্তি যুক্ত অভিপ্রায় প্রাপ্ত হইলে গবর্ণমেণ্ট বহু বিবাহ নিষেধক আইন প্রচারে বিরত হইয়াছিলেন। তৃতীয় বারের উদ্যোগ কর্ত্তা সনাতন "ধর্ম্ম রক্ষিণীসভা" র সভ্যগণ এবং অনুমোদক বিদ্যাসাগর মহাশয়। দেশের ধর্ম্ম ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ এবং বহুকাল প্রচলিত আচার ব্যবহার রক্ষা করাই "সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা" র উদ্দেশ্য। রাজপুরুষদের আনুকুল্যে প্রচলিত প্রথা উচ্ছেদ করা, ইত্যাদি সভার নামের বিরুদ্ধ কার্য্য।

পূর্ব্বতন ধর্ম্মসভার সভ্যগণ ও সভাপতি বিজ্ঞতম ও নানা শাস্ত্র বিশারদ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভার নামানুযায়ী কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন, দেশাচার নিবারণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু বহু বিবাহের প্রথা যে কুপ্রথা ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই, ইহা লুপ্ত হইলে সমাজের প্রকৃত ইষ্ট হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু এ প্রথা যুগচতুষ্টয়েই ভারত ভূমিতে প্রচলিত,

এবং যবনদিগের মধ্যে এই প্রথার প্রাচুর্য্য আছে ইহাতে বঙ্গের কুলীন-দিগকে এই প্রথানুগামী বলিয়া ঘৃণা ও দোষী করা বিচার সঙ্গত নহে। উক্ত সভা যদি কুরীতি-সংশোধন কার্য্য ও সমাজ-সংস্করণে প্রবর্ত্ত হয়েন তবে অন্য অন্য চলিত-মদ্যপান ও বেশ্যাগমনাদি ও অভক্ষ্য ভোজন ইত্যাদি হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্য-যাহা সমাজে অতিশয় ব্যাপ্ত হইয়াছে ও যদ্দ্বারা সমাজ দূষিত ও কলুষিত হইতেছে তৎসমুদায় নিবারণে যত্নবান হউন। সামাজিক নিয়ম সংস্থাপন বা উত্তোলন নিমিত্ত রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন ও তদ্বিষয় সিদ্ধার্থে রাজ-সহায়তা প্রার্থনা করায় অস্মদ্গণের অনভিজ্ঞতা ও কাপুরুষতা প্রকাশ হয়। দেশীয় কতিপয় ব্যক্তির দারুণ সংশোধন অনুরাগ দৃষ্টে বোধ হয় যে কালে ঐ মহাপুরুষেরা "বঙ্গবাসীরা কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন" তদ্বিষয়ক আবেদন গবর্ণমেণ্টের নিকটে করিতে পারেন।

বাস্তবিক বিদ্যা বৃদ্ধি দ্বারা ক্রমশঃ যে বহু বিবাহের লোপ হইতেছে ইহাতে সন্দেহ নাই, তবে যাঁহারা কুলা-রি তাঁহারা কখনই এ বিষয় স্বীকার করিবেন না। যদি এ প্রথা এককালে উৎপাটন করা সভার সঙ্কল্প হয়, তবে দেশের প্রধান প্রধান কুলীন, শ্রোত্রিয়, কুলাচার্য্য এবং অন্যান্য দূরদর্শী ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি-ব্যূহকে এক সভায় আহ্বান করিয়া এরূপ প্রণালীতে বহুবিবাহ নিবারণের নিয়ম নির্দ্ধারিত করুন যাহাতে সকল দিক বজায় রয়, অর্থাৎ সমাজের ইষ্ট সাধন ও কৌলীন্য রক্ষা হয়। রাজ কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ করিলে দেশের সেইরূপ উপকার হইবে যে রূপ উপকার বিধবা বিবাহের আইনদ্বারা হইতেছে।

পরন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ নিষেধ জন্য যে পুস্তক প্রকটন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পদোপযোগী হয় নাই। ঐ পুস্তকে আদ্যোপান্তে তিনি কেবল কুলীনদিগের প্রতি তাঁহার দ্বেষাভাব ও অসূয়াভাব প্রকাশ করিয়াছেন। "ধন্দ" দোষ ও "মধু" দোষ উল্লেখ করিয়া কুলীন পদবাচ্য কোন ব্যক্তি কোন কালে নাই, এরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, ইহাতে গ্রন্থকারের কীদৃশ বিবেচনা শক্তি তাহা সম্যক্ প্রকাশ পাইয়াছে যদি কৌলীন্য না থাকিত, তবে পণ্ডিত প্রবর-জগদ্বিখ্যাত-মহাত্মা জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও রাজগুরু রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ও প্রসিদ্ধ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও বলরাম তর্কভূষণ মহাশয় এবং নবদ্বীপাধিপতি-মহামতি বুধগণ-বেষ্টিত-কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর প্রভৃতি মহাজন গণ বহু যত্নে ও সম্মান সহিত আপনাপন কন্যাগণকে কুলীন পাত্রে সম্প্রদান করিতেন না। বিষ্ণু ঠাকুর ও যোগেশ্বর পণ্ডিত প্রভৃতি মহাকুলীনেরা কুলীন ছিলেন না, এরূপ উক্তি কিরূপ উক্তি তাহা পাঠক বৃন্দ বিবেচনা করুন। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেবতাগণের দোষ অনুসন্ধান করিয়া দেবত্ব নাই, এবং মুনি ঋষি গণের ছিদ্র অন্বেষণ দ্বারা ব্রাহ্মণ্য নাস্তি কহিলেও কহিতে পারেন।)

সকলেই কুলীনদিগের বিপক্ষ, অনেকেই কুলীনদিগের দ্বেষী, কিন্তু এটী অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়, যাঁহারা সভায়, সংবাদপত্রে, কুলীনদিগের সর্ব্বদাই নিন্দা করেন তাঁহারাই অন্তরে কুল-প্রিয়, তাঁহারা নিজ নিজ পুত্র কন্যার বিবাহ কালে কি করেন? কলিকাতার সভ্য, জ্ঞানী ও মান্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ পরিবারেরা কি কখন, অকুলীনকে কন্যা প্রদান করেন, কখনই না—নানা-দেশ অন্বেষণ করিয়া কুলীন পাত্র সকল আনিয়া তাহাদের সহিত আপ-নাপন কন্যার পরিণয় কার্য্য সম্পাদিত করিতেছেন। সুবিখ্যাত "ঠাকুর" পরিবার সভ্যতা, বিদ্যা, ধন ও মান বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না, কই তাঁহার কি কখন সামান্য ব্যক্তি অর্থাৎ অকুলীনকে কন্যা প্রদান করেন। ভূকৈলাশের ঘোষাল মহাশয়েরা, উত্তর পাড়ার উন্নত হৃদয় মুখোপাধ্যায় বংশের লোকেরা কি কখন চক্রবর্ত্তী, রায়, হালদার, সোমা-দ্দার, তরফদার, মল্লিক, প্রভৃতি বংশজ বা শ্রোত্রিয়ের পুত্রের সহিত আ-পনাদের কন্যার বিবাহ দেনা? তাঁহারা কি কারণে অনেক অর্থব্যয় করিয়া বেলগড়ে, তারপাশা বিক্রমপুর প্রভৃতি কুলীন-খনি হইতে পাত্র আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে কন্যা প্রদান করেন, অধিক কালের কথা নয়—ব্রাহ্ম শ্রেষ্ঠ, উন্নত-হৃদয় মহাত্মা শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর নিজ কন্যার বিবাহ কালে কি করিয়াছিলেন? তিনিত অনায়াসেই এক জন অকুলীনের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিতে পারিতেন, কেহই তাঁহাকে নিন্দা করিত না, কেহই তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিতে পারিত না—তিনি কি কারণে এক

"মুখোপাধ্যায়ের" পুত্রের সহিত আপনার কন্যার পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহা কুল-দ্বেষী ব্যক্তিরাই বলুন। আমরা একটী উদাহরণ দিলাম ইহাই যথেষ্ট, ইহার দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে অনেকে বাহিরে কুল-দেষী কিন্তু অন্তরে কুল-প্রিয়—না হইবেনই বা কেন ?। কোন ব্যক্তি অপাত্রে আপন কন্যা প্রদান করিতে চান ?। বংশ-মর্য্যাদা, বংশ-গৌরব জাত্যভিমান সকল দেশেই আছে। আমরা সকল বিষয়ে যে সুসভ্য ইংরাজদিগের অনুকরণ করিতেছি, তাঁহাদের সমাজে এই সকল সমধিক রূপে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, মহারাণীর কন্যার বিবাহ লইয়া যে গোলোযোগ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন, রাজ-জামতা-"লর্ড লরেণ" এক জন প্রজা বলিয়া রাজসভার—এমন কি রাজসন্নিধানের যোগ্য নন ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছেন।

যখন উন্নতি-শীল-সভ্য প্রধান ইংলণ্ডে—অন্যের কথা দুরে থাক, রাজ পরিবার মধ্যে অদ্যাপি এরূপ বংশ গৌরবের ভাব লক্ষিত হইতেছে, তখন যে অকৃত-বিদ্য-ভ্রমান্ধ-কুলীনদের উপরে এই ভাব সমধিক রূপে ক্ষমতা প্রকাশ করিবে তাহাতে বিচিত্র কি ?। যখন ইংলণ্ডের লোকেরা আপনাদের অপেক্ষা ন্যুন-মানী ব্যক্তিদের সহিত নিজ নিজ পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে পরাঙ্মুখ তখন যে কুল-বিহীন সামান্য ব্যক্তিদিগকে কুলীনেরা কন্যা প্রদান করিবেন তাহা নিতান্ত অসম্ভব। সকল দেশের লোকেই মান রক্ষার্থ সদত তৎপর, কুলীনেরা সেই মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অনিবার্য্য কারণ বশতঃ কখন কখন একাধিক বিবাহ করেন বলিয়াই কি এত হেয়, এত গ্লানি ও অপমান সুচক বাক্যের যোগ্য। বহু বিবাহ উত্তোলন করিলে সমাজের অপকার ব্যতীত, কখনই উপকার সাধিত হইবে না তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। পাত্রাভাব জন্য এক্ষণে প্রধান কল্পের কুলীন-পিতারা এক পাত্রে দুই তিনটী কন্যা সম্প্রদান করিতেছেন, এবং কোন স্থলে কুলীন-কন্যারা চিরকাল অনূঢ়া থাকিয়া পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করাইতেছেন। বহু বিবাহ উত্তোলিত হইলে, হিতে বিপরীত হইবে কুলীন পিতারা কখনই মান, সম্ভ্রম, চিরগৌরব, বংশ মর্য্যাদায়

জলাঞ্জলি দিয়া অপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিবেন না। কন্যাকে চিরকাল অনূঢ়া রাখিবেন, তথাপি এক জন সামান্য ব্যক্তিকে কন্যা দান করিবেন না। বহু বিবাহ স্থগিত হইলে, এক দিকে কথঞ্চিৎ উপকার হইবে বটে, কিন্তু অন্যথা সেই উপকার ভয়ানক শোকাবহ অপকারে পরিণত হইবে। এক্ষণে দুই একটী অনূঢ়া-কুলীন-কন্যা দৃষ্ট হইতেছে, বহু বিবাহ নিষিদ্ধ হইলে শত শত কন্যা চিরানূঢ়া থাকিবে ; হয়ত রাজপুত্র দেশের ন্যায় কন্যা হত্যা আরব্ধ হইবে। কিন্তু সেটী অতীব শোচনীয় ব্যাপার হইবে। কুলেদ্বেষ মহোদয়েরা, বিদ্যাসাগর মহাশয় এ বিষয়টী অগ্রে বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া এ কার্য্যে আর পুনরায় হস্তক্ষেপ করেন এই আমাদের পুনঃপুনঃ অনুরোধ এই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

অধুনা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অস্মদ্‌গণের এই জিজ্ঞাসা যে তিনি যুক্তি বা শাস্ত্র ইহার মধ্যে কি অবলম্বন করিয়া বহুবিবাহ রহিতের চেষ্টা করিতেছেন ? যদি যুক্তি তাঁহার অবলম্বন হয়, তবে পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়া এত আয়াস স্বীকার করা প্রয়োজনাভাব। কেননা বহু বিবাহ যে সাংসারিক অসুখের মূল ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। যদি শাস্ত্র হয়, তাহা হইলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক না, যেহেতু হিন্দুশাস্ত্রে নানা কারণে একাপেক্ষা অধিক বিবাহের বিধি আছে, নিষেধ কোন স্থলেই নাই, বিশেষতঃ তিনি নিজে যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তদ্দ্বারা বহুবিবাহের পোষকতা হইতেছে। এজন্য কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রের শাসন প্রদর্শনের প্রধান কল্প কেবল কতিপয় স্থূল ও জড় বুদ্ধি ব্যক্তিগণকে মুগ্ধ করিয়া মতস্থ করা। শাস্ত্রের হেতুবাদ দর্শন দ্বারা বহুবিবাহের প্রথার রূপান্তর হইতে পারে,/এক কালীন উচ্ছেদ হয় না যথা—স্ত্রী অপুত্রক হইলে, অথবা বহু কন্যা প্রসব করিলে, বা রুগ্না হইলে অথবা অপ্রিয়বাদিনী হইলে, পতি দ্বিতীয়, তৃতীয় পত্নী ক্রমে গ্রহণ করিতে পারেন। এস্থলে বিলাতে যে রূপ "ডাইভোর্স" অর্থাৎ ত্যাগ পত্র প্রচলিত আছে, সেই রূপ নিয়ম বিধি বদ্ধ করা আবশ্যক, না করিলে, এক গৃহে এক ব্যক্তির দুই তিন গৃহিণী হইলে কলহ বিবাদ দ্বেষ ও হিংসা, দ্বারা গৃহের শান্তি একেবারে নষ্ট হইবে

যদি "সাগরীয়" মতে তিনাপেক্ষা অধিক পরিণয় অনিষ্ট কর নহে, তবে অস্ম দাদির নিরুত্তর, পাঠকগণ বিবেচনা করুন যে এ, মত কত দূর যুক্তি যুক্ত। //বঙ্গে যত লোক বাস করে তাহাদের সহিত তুলনা করিলে বিপ্র-কুলীন-দিগের সংখ্যা সহস্রাংশের একাংশও হয় না। ইহাতে ঐ কুলীনদের দোষে সমুদায় হিন্দুসমাজে, যে অহিত হইতেছে তাহা আমাদের উপলব্ধি হয় না। বহুবিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকাতে কুলীনদিগেরই অসুখ ও অসুবিধা। অন্যের অসম্ভব। ইহা বড় কৌতুকের বিষয় যে যাহাদের অসুখ ও অসুবিধা তাঁহারা তাহা অসুখ ও অসুবিধা জ্ঞানে তাহার প্রতি-কারের প্রয়াস পান না, কিন্তু যাঁহাদের সহিত কুলীনদিগের কোন সংস্রব নাই তাঁহারা এ বিষয়ের সর্ব্বক্ষণ আন্দোলন করেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? এবিষয়ের অবিকল একটি ঘটনা আমাদের স্মরণ হইল। একদা কোন গ্রামে কোন মান্য ও ধন-সম্পন্ন-ব্যক্তির মাতার সহিত জনৈক অগ্নিশর্ম্মা ভট্টাচার্য্যের কলহ হয়, তাহাতে শেষোক্ত মহাশয় পুর্ব্বোক্ত ব্যক্তির জননীর প্রতি কঠোর ও অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করেন। তাহাতে ঐ প্রাচীনা রমণী ও তাঁহার পুত্র ও পৌত্র কিঞ্চিন্মাত্র ক্রোধ ভাব প্রকাশ না করিয়া ভট্টাচার্য্যকে বিনীত ভাবে এই কহিয়াছিলেন যে " মহাশয় আপনার বদন হইতে এরূপ অপ্রিয় কথা নিঃসৃত হওয়া নিতান্ত খেদের বিষয়"। পরে ঐ দিন, রজনী-যোগে তাঁহার প্রতিবাসীরা ও অন্যান্য আত্মীয়গণ তাঁহার ভবনে আসিয়া পশ্চাল্লিখিত কথা ব্যক্ত করিয়া ভট্টাচার্য্যকে দণ্ড দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন, "মহাশয় আপনার গর্ভধারিণীকে ভট্টাচার্য্য যে রূপ অপমান করিয়াছেন তাহা ক্ষমা করিবার যোগ্য নহে, আপনি যদি এ বিষয়ে উচিত প্রতিফল না দেন তবে আমরা তাহার উপায় করিব, কেননা এবিষয়টি নিতান্ত অসহ্য হইয়াছে" এই বাণী শ্রবণে ভদ্র ব্যক্তি হাস্য করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন মহাশয়গণ! "আমার মাতার অসম্মান যখন আমার ও আমার পরিজনের সহ্য হইয়াছে তখন আপনাদের সহ্য হয় না ইহা আশ্চর্য্য" এতচ্ছ্রবণে কুমন্ত্রণাদাতারা ম্লান হইয়া নিজ নিজ আলয়ে গমন করিলেন।

যদি বলেন, ভঙ্গ কুলীনদিগের সহিত কুলহীনদিগের কন্যাগণের পরিণয়

হইয়া থাকে সুতরাং ঐ কুলীনেরা অনেক বিবাহ করিলে তাহাদের কন্যাগণের পরিনামে মনঃপীড়া ও সাংসারিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, এতন্নিমিত্ত তাঁহারা এবম্প্রকার আন্দোলন করেন। ইহার উত্তর, অকুলীনেরা কুলীনদিগের সহিত বৈবাহিক কর্ম্ম রহিত করিলেই পারেন, তাহাতে সকল উৎপাত দূর হয় এবং তাহাতে তাঁহাদের ও ক্ষতি বিরহ। বাস্তবিক দ্বেষ ও ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় যে পুস্তকখানি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার ভূরি ভূরি লক্ষণ ঐ পুস্তকেই লক্ষিত হয়। বহুবিবাহের অনিষ্ট ফল প্রদর্শন স্থলে বর্ত্তমান কুলীনগণ ও তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের প্রতি কটু-ভাষা প্রয়োগের কি প্রয়োজন ছিল? তাহাতে তাঁহার মূল বিষয়ের কি পোষকতা হইয়াছে? হে কুলীনগণ! আপনারা এরূপ কু-উক্তিতে ক্ষুদ্র হইবেন না কারণ ইহাতে আপনাদের মর্য্যাদার হ্রাস হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন মর্য্যাদাবান্ তদ্রূপ করিয়াছেন।

(দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধনের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় যে, রীতি সংস্করণ বিষয়ে সমুৎসুক হইয়াছেন ইহা কখনই অস্মদ্গণের হৃদয়ঙ্গম হয় না, কেবল খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভাশয়ে ও কুলীনদিগকে খর্ব্ব করিবার মানসে এতদ্ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়াছেন।) কুলীনদিগের মান সম্ভ্রম এবং তাঁহাদের অনায়াসে পরিণয়াদি সম্পন্ন হয় ইহাতে কুল শূন্য ব্যক্তিরা ঈর্ষা পরবশ হইয়া সাগরীয় মতে অনুমোদন করিতেছেন। অকুলীন যে কুলীনের নিন্দা, অধার্ম্মিক ধার্ম্মিকের নিন্দা, ভ্রষ্টাচারী সদাচারির নিন্দা করিবে ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু যখন পরস্পরের এরূপ বিপরীত সম্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে তখন এক পক্ষের বাক্যে অপর পক্ষের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করা বিজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। অনেক কুল-হীন লোকেরা কুলীনদিগের "জাতি নাই" "ব্রাহ্মণ্য নাই" ইত্যাদি কলঙ্কারোপ করিয়া থাকেন বস্তুতঃ, বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা প্রতীয়মান হইবে, যে তাহারাই মন্বাদি বচনানুসারে অব্রাহ্মণ ও জাতিচ্যুত যাহারা পণ দিয়া কন্যা গ্রহণ করিয়া থাকে। পণ দিয়া কন্যা গ্রহণ করণে পুঞ্জ পুঞ্জ প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় যে অনেকেই বৈষ্ণব ও আচার্য্যাদি নীচ বংশের কন্যা অজ্ঞাতসারে বিবাহ করিয়া

চিরকালের নিমিত্ত সমাজ ভ্রষ্ট হইয়া রহিয়াছে। কোন কুলীন সন্তান এরূপ অবস্থায় পতিত হন নাই। কেননা তাঁহাদের বিবাহের জন্য আয়াস পাইতে হয় না। এক্ষণে সকলে বিবেচনা করুন কাহারা অব্রাহ্মণ।

(এপর্য্যন্ত কুলীনদিগের মধ্যে বিবাহের সংখ্যা ন্যূন না হইয়া সমভাবে আছে ইহার প্রমাণ নিমিত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বীয় রচিত গ্রন্থে কতক গুলিন কুলীনের নাম ও বহুবিবাহের সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার সত্যতা বিষয়ে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ হইতেছে কারণ—বেলগড়ে, মালিপোতা, বিল্বগ্রাম, বলাগড় হালিসহর বালি কলিকাতা বাগবাজার, কাশীপুর লক্ষ্মীপাশা, খেলে, তারপাশা, বেগে বিক্রমপুর, বদর জুগিনি, প্রভৃতি যে সকল কুলীনদিগের আবাস স্থল তথায় স্বভাব ও ভঙ্গ কুলীন-দিগের মধ্যে বিবাহের সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়াছে, এমন কি স্বকৃত-ভঙ্গ কুলীনেরাও একাধিক ভার্য্যা গ্রহন করেন না*। বিদ্যা সাগর মহা-শয়ের ন্যায় আমরাও এক বিবাহ কারী শত২, এবং সহস্র২, লক্ষ২ কুলীন দিগের নাম দিতে পারি কিন্তু তাহা বাহুল্য মাত্র। যে ব্যক্তির পিতামহ প্রপিতামহ ২০।৩০ বিবাহ করিয়াছিলেন তিনি এক্ষণে একটীমাত্র বিবাহ করিতেছেন)

এইকাল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদশা, জগৎ জ্ঞানালোকে পরিপূর্ণ, মনুষ্য হৃদয় সভ্যতা স্রোতে উচ্ছলিত, সমাজসংস্কার ইচ্ছা সকলের মন দৃঢ়রূপে আক্রমণ করিয়াছে, এসময়ে যে বহু বিবাহ প্রথা বল প্রকাশ করিতেছে ইহা অতীব অসম্ভব। রাজপুরুষদিগের অনুগ্রহে মূর্খতা, অসভ্যতা, কুরীতি-কুসংস্কার-তমোরাশি নাশক-পাশ্চাত্য-সভ্যতা সূর্য্যের তীব্রতেজে বঙ্গবাসীদের মন এক কালে সভ্যতার উচ্চতম সোপানে আরূঢ় হইয়াছে, এখন আর প্রায় কেহ "কুলীন" বলিয়া অপাত্রে কন্যা প্রদান করে না। পাত্র সৎ-কুলোদ্ভব হইবে, যেমন পূর্ব্বতন পিতামাতার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, পাত্র সদ্বিদ্বান্ সুসভ্য, সচ্চরিত্র হয়, এই, এক্ষণকার পিতামাতার আন্তরিক ইচ্ছা, এক্ষণ-কার লোকেরা আর প্রায় পুর্ব্বের ন্যায় মূর্খ-কুলীন পাত্রে কন্যা প্রদান করেন না। গ্রামে গ্রামে পল্লীতে২ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় আমা-

দের রমণীগণও ক্রমে লভ্য হইতেছে তাহারা যে আর এক বিবাহ-সম্বন্ধে সেই পাত্রকে কন্যা অর্পণ করে তাহা বোধ হয় না। সকলেই সময়ের ও সমাজের পরিবর্ত্তনীশক্তি দৃষ্টে সৎপাত্রাভাবে এক ব্যক্তিকে দুই কন্যা-দান করেন্ না। বিদ্বান্ না হইলে বিবাহ হয়না বলিয়া শত বিবাহকারী কুলীনদিগের পৌত্র প্রপৌত্রেরাও এক্ষণে বিদ্যোপার্জ্জন করিতেছে এবং এক ভার্য্যা-গ্রহণ করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছে।

ভাল? বিদ্যাসাগর মহাশয় চুঁচুঁড়ার ৪০টা বিবাহকারী শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোথায় পাইয়াছেন? তাঁহার রচিত পুস্তকে এরূপ অনেক ভুল আছে, তাহা উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। উপসংহার-কালে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনুনয় করিয়া কহিতেছি যে তিনি রাগদ্বেষানুবর্ত্তী না হইয়া কুলীনদিগের প্রতি সদয় হওত বহু বিবাহ নিবারণের জন্য যে উপায় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অবলম্বন করুন। তাহা হইলে তাঁহার স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ ও কুলীনদিগের মর্য্যাদা রক্ষা হইবে। রাজানুকূল্য-গ্রহণ করিলে হিতে বিপরীত হইবে।

কস্যচিত্ সত্যবাদিনঃ।

(ক্রমশঃ)

---

## কাল-মাহাত্ম্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাজকীয় ভাষা আলোচনার প্রাদুর্ভাব ও সংস্কৃত ভাষার তিরোভাব বিষয়ে পুর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে কি পরিমাণে বিদ্যা উপার্জ্জন ও বিদ্যা শিক্ষার ফল, অর্থ ও সম্মান কি রূপ উৎপাদিত হইতেছে তাহাই প্রকটন করা আবশ্যক।

প্রথমউদ্যমে কোন কার্য্যের সুশৃঙ্খলতা নিবদ্ধ করা যায় না। যতই কোন কার্য্যের আলোচনা করা যায়, ততই সেই কার্য্যের সুচারু রূপে

পরিণামার্থ নানাবিধ উপায় নিরূপিত হয়। শিক্ষা বিষয়েও সেইরূপ হইয়াছে। পূর্ব্বে যে প্রণালীতে ইংরাজি ভাষায় শিক্ষা প্রদত্ত হইত, এক্ষণে আর সে প্রথা প্রচলিত নাই। বিংশতি বৎসর গত হইল বিদ্যোৎসাহী জনগণ যে ক্লেশ ও যত্ন স্বীকার করিয়া শিক্ষা প্রদান্ করিতেন্, এক্ষণে আর তত আবশ্যক হইতেছে না, যেহেতু ছাত্র বর্গে আপনাপন মনের উৎসাহ ও সম্মান-লোভ বশতঃ তাঁহাদিগের ক্লেশের লাঘব করিয়া দিতেছেন্। তখন কলেজ ইত্যাদি বিদ্যালয়ে ছাত্র-বর্গে যথোচিত বিদ্যালাভ করিতেন, জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলার্‌সিপ্ (ছাত্র-বৃত্তি) পরীক্ষা তাঁহাদিগের বিদ্যার পরিচয় দিত, এতদ্ভিন্ন লাইব্রেরি মেডল Examination নামে আরও একটী পরীক্ষা নির্দ্দিষ্ট ছিল। সিনিয়র স্কলার বর্গেইংরাজি ভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শী হইতেন, যিনি লাইব্রেরি মেডল পাইতেন তিনি ভাষাটী এক প্রকার করতলস্থ করিয়া রাখিতেন, যে হেতু পুস্তকালয়ে যত পুস্তক থাকিত তাঁহাকে সমস্ত অধ্যয়ন করিয়া নিরূপিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইত; কিন্তু এরূপ অপরিমিত পরিশ্রমের ও যত্নের উপযুক্ত সম্মান প্রাপ্ত হইতেন্ না, যদিও তাঁহারাই যথার্থ কৃতবিদ্য হইতেন। যে কয়েকটী মহোদয় এক্ষণে বঙ্গদেশের মধ্যে বিদ্যা ও বুদ্ধি শক্তিতে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, এবং যাঁহাদিগের নাম আবালবৃদ্ধে অবগত আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বপ্রচলিত প্রণালী অনুসারে পাঠোদ্দশা সমাপ্ত করিয়াছেন।

বিগত ১৮৫৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রথমে এন্‌ট্রান্স ও বি, এ, এই দুইটী পরীক্ষা নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চতুর্থ বর্ষে দ্বিতীয় (অর্থাৎ বি, এ,) পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া অতিশয় কষ্ট-সাধ্য বোধ হওয়ায় এল্ এ নামে মধ্যবর্ত্তী আর একটী পরীক্ষা নিরূপিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা অর্থাৎ এন্‌ট্রান্স উত্তীর্ণ হইলে ৪ বৎসর পরিশ্রম ও যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিলে বি, এ, উপাধির যোগ্য হওয়া যায়, তাহার পর এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম সোপান প্রাপ্ত হয়। বর্ণপরিচয় হইতে

এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত ৮ বৎসর ও এণ্ট্রান্স হইতে বি এ পর্য্যন্ত ৪ বৎসর একুনে দ্বাদশ বর্ষ কায়মনোযত্নে নির্দ্দিষ্ট পুস্তক অভ্যাস করিলেই তীক্ষবুদ্ধি বালকদিগের পাঠ কার্য্য সমাধা হইল, সম্মান স্বরূপ দুইটী বর্ণ (B. A.) বি, এ, নামের প্রান্তে যুক্ত হইল এবং বিদ্বান্ বলিয়া জন-সমাজে পরিচিত হইলেন্। পূর্ব্বে অন্যূন পঞ্চবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যাভ্যাসে রত থাকিয়া সকলে বিদ্যালাভ করিতেন, এক্ষণে এ পুস্তকের ২০ পৃষ্ঠা ও পুস্তকের ১০ পৃষ্ঠা পাঠ নির্দ্দিষ্ট আছে তখন এবম্প্রকার অংশ নির্ণয় ছিলনা আদ্যোপান্ত পুস্তক অভ্যাস করিয়া তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইত। পাঠকবর্গ। এক্ষণে দুই প্রকার শিক্ষা-প্রণালীর ইতর বিশেষ নিরাকরণ করিয়া দেখুন। ফলতঃ অধুনা বিদ্যারূপ বৃক্ষের আয়তন খর্ব্ব হইয়াছে বটে কিন্তু ফল-প্রসবিনী শক্তি অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। বঙ্গবাসীদিগের বৃক্ষে কি প্রয়োজন, অজস্র ফল লাভ করিলেই মন পরিতুষ্ট হয় সুতরাং এ প্রথাই এক্ষণে উৎকৃষ্ট ও সময়োচিত, মনোনীত।

বি এ, এম্ এ, সাধারণের সুলভ নহে। ধনবান্ ব্যক্তি মাত্রেরই পক্ষে উহা এক প্রকার নিহিত-সম্মান, তবে এক্ষণে যে অনেকানেক হীনাবস্থার লোকের পুত্রেরা উক্ত সম্মান লাভ করিতেছেন সে কেবল তাহাদিগের বুদ্ধি-বৃত্তির তীক্ষতা ও সাধারণের উৎসাহের জন্য, অবস্থার নিমিত্ত নহে। এস্থলে এরূপ তর্ক উপস্থিত হইতে পারে, যে বিদ্যার সহিত অর্থের কোন সংস্রব নাই, অর্থ ও বিদ্যার প্রায়ই সদ্ভাব দেখা যায় না—কিন্তু আজ কাল আর সে দিন নাই, বিদ্যা কিরূপ মূল্যবান্ হইয়াছে তাহা ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিতে পারিবেন তাহার সন্দেহ নাই। হীনাবস্থার লোকের পক্ষে এণ্ট্রান্সই এক প্রকার বিদ্যা রূপ অপার সাগরের সীমা নির্ণীত হইয়াছে, অর্থাৎ সাধারণ বিদ্যালয় হইতে যত দুর আশাকরা সম্ভব।

হীনাবস্থার বালকদিগের জনক জননীর এরূপ দৃঢ় প্রতীতি আছে যে ইংরাজি ভাষাকল্পতরু-মূলে তাহাদিগের সন্তানগণকে সাত আট বৎসর বাস করাইলেই অবস্থার উন্নতি হইবে, এবং এই প্রতীতি-বশতই ইতর ভদ্র সকলেই পুত্রের বিদ্যা কামনা করেন ও তদাবশ্যক ব্যয়, কায়-ক্লেশে সাংসারিক ব্যয় খর্ব্ব করিয়া নির্ব্বাহ করেন। প্রতীক্ষিত কাল আগত হইলেই পুত্র

কৃত-বিদ্য ও উপার্জ্জন-কুশল হইয়াছে জ্ঞান করিয়া ধনাগমের বদ্ধমূল আশা, পূর্ণ করণাভিপ্রায়ে ক্ষমতাবান্ ব্যক্তির উপাসনায় রত থাকিয়া আপনাদিগকে হতভাগ্য মানিয়া পরিতাপ করিতে থাকেন। পুত্র কত দূর যোগ্য হইয়াছেন তাহা অন্তরের দৃঢ় প্রতীতি ও অপত্য-স্নেহ বশত মীমাংসা করেন না, কথায় বলে "আপনার ছেলেটী" অপাত্র ও নানা দোষে দূষিত হইলেও সর্ব্বগুণে ভূষিত ও দোষ-বর্জ্জিত জ্ঞান করেন।

অধিকাংশ বালকেরা এক্ষণে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার উপযোগী পুস্তকাদি অভ্যাস করিয়াই পাঠোদ্দশা শেষ করিতেছেন, এবং অর্থ-লালসায় রাজকার্য্যের প্রার্থিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও ক্ষমতাবান্ কর্ম্মচারিদিগের উপাসনা করিতেছেন। এবম্প্রকার কর্ম্মপ্রার্থী যুবক সম্প্রদায়ের সংখ্যা অধুনা অপরিমিত বৃদ্ধি হইয়াছে।

বিদ্যার ফল কি?—অর্থ ও যশ। তাহা কি সকলের ভাগ্যে ঘটিতে পারে? অর্থ উপার্জ্জনের পরিমাণ এক্ষণে তো যথোচিত বৃদ্ধি হইয়াছে—শিক্ষক, কেরাণী, সরকারি ইত্যাদি কর্ম্মে অধিকাংশ লোকেই ব্যাপৃত আছেন। প্রধান শিক্ষক, উকিল ও সহায়-বলে ডিপুটীমাজিষ্ট্রেট, কলেক্টর মনসেফ, ইত্যাদি পদ বিএ, এম এরা প্রাপ্ত হইতেছেন, সামান্য শিক্ষক কেরাণী ইত্যাদি কর্ম্ম এণ্ট্রান্স অর্থাৎ বিদ্যালয় প্রবেশকদিগের এক প্রকার নিজ-স্ব। কর্ম্ম-ভেদে ও যোগ্যতা-ভেদে দশ হইতে চারি সহস্র মুদ্রা অবধি মাসিক বেতন পাইতেছেন, পূর্ব্বে পঞ্চাশৎ মুদ্রা ঊর্দ্ধ সংখ্যা বেতন নিরূপিত ছিল এবং অল্পে লোকেই উক্ত টাকা উপার্জ্জন করিতেন। এক্ষণে সাধারণ লোকেই পঞ্চাশৎ মুদ্রা বেতন পাইতেছেন কিন্তু সম্মান যশ ও সুখ কেহই লাভ করিতে পারিতেছেন না। উহা এক্ষণে কৃতবিদ্য, সম্ভ্রান্ত ও অদৃষ্টোপজীবী কর্ম্মচারিদিগের পক্ষেই সম্ভব।

পূর্ব্বাপেক্ষা যেমন অর্থ এক্ষণে সুলভ হইয়াছে অর্থের মায়া ও লালসাও তদধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। যিনি যত উপার্জ্জন করুন না কেন, স্বভাববশতই হউক অথবা অর্থের দুর্নিবারতৃষ্ণা-বশতই হউক নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। "আশা বৈ তরণী নদী" ইহার শেষ নাই—দশ

হইতে সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিতে লাগিলে দুই সহস্র প্রতি আশা ধাবিত হয়, একারণ স্বস্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব নহে, এবং যদি কোন ব্যক্তি উচ্চাশা বর্জ্জিত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকেন তিনিই সুখী, অর্থবশ সুখ, এমত কথিত হয়। এক্ষণে দেখুন অর্থতো প্রচুর, তবে লোক মাত্রে সুখ ও স্বচ্ছন্দ ভোগী হইয়াছেন কি না।

( ক্রমশঃ )

---

## কুমার-সম্ভব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রতি বসন্তের নিকট এবম্প্রকার কাতরোক্তি প্রকাশ করিয়া স্বীয় দেহোৎসর্গের নিমিত্ত অবস্থান করিতেছেন এমত সময়ে আকাশ হইতে দৈববাণী হইল, হে কুসুমায়ুধ-কামিনি! তোমার স্বামী চির-দুর্লভ হইবেন না, অনতিকাল মধ্যেই প্রাপ্ত হইবে, কন্দর্প যে অপরাধে হর-নয়নহুতাশনে হত হইয়াছেন তাহা শ্রবণ কর—একদা প্রজাপতি ব্রহ্মা, স্ব-সুতা স্বরস্বতীর রূপ লাবণ্য দর্শন করিয়া অত্যন্ত স্মর-শরাঘাতিত হয়েন, তিনি মহাযোগী, তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রিয়-সংযম পূর্ব্বক কন্দর্পের প্রতি কহিলেন রে পাপাত্মন্! তুমি অচিরাৎ ত্রিলোচনের নয়ন-জ্বলনে পরিদগ্ধ হইবে, তাঁহার বাক্য অব্যর্থ, তন্নিমিত্ত তাহার ঈদৃশী দশা হইয়াছে, যখন ত্রিলোচন পর্ব্বত-কন্যার অসামান্য তপোদ্বারা বশীভূত হইয়া তাঁহাকে পরিণয় করিবেন তখন সেই পশুপতিই পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া অনঙ্গকে তাহার মধুরাকৃতির সহিত আবার জীবিত করিবেন; যেমন জলধর কুলিশ এবং সলিল উভয়েরি যোনি, তদ্রূপ জিতেন্দ্রিয় প্রমথনাথ ক্রুদ্ধ হইলেও তাদৃশ দেবের প্রকোপ প্রসাদ-পর অবশ্যই হইবে, অতএব শোভনে! ভবিষ্যৎ প্রিয়-সঙ্গম আশয়ে স্বীয় দেহকে পরিরক্ষণ কর, দেখ? নদী, রবি-পীত-জলা হইলেও তপাত্যয়ে পুনঃ প্রবাহ-সঙ্গতা হয়, যেমন হ্রদ-শোষে কাতরা সফরী, প্রথমবৃষ্টির সমাগমে অব্যক্ত আনন্দ লাভ করে, তদ্রূপ অসহ্য শোকাভিতপ্তা কাম-কামিনী, দৈবী বিয়দ্

ভারতী শ্রবণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করতঃ মরণ ব্যবসায় হইতে নিবৃত্তা হইলেন। বসন্ত কহিলেন—মিত্র-দারিকে, অন্তরীক্ষ-জাত দৈব-বচন কদাপি মিথ্যারূপে প্রতিভাত হয় না, দেবতার প্রসাদে আমাদিগের অবশ্যই প্রিয়-সঙ্গম হইবে, তুমি শোক পরিত্যাগ কর। বসন্ত, ইত্যাদি-বাক্যে রতিকে অনেক সান্ত্বনা করিলেন; যেমন দিবাতন-কিরণ-পরিক্ষীণা চন্দ্রকলা, প্রদোষের অপেক্ষা করেন, তদ্রূপ রতি কাম-বিচ্ছেদে কৃশা এবং মলীনা হইয়া কোন প্রকারে বিপদের অবধি প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পিনাকী, পার্ব্বতীর সমক্ষে কন্দর্পকে দগ্ধ করিলে ধরাধর-নন্দিনীর মনোরথ ভগ্ন হইল, তিনি মনে মনে আপনার শরীর-শোভাকে, তিরস্কার করিয়া কহিলেন—রে সৌন্দর্য্য! কামিনীগণের চারুতা ভর্ত্তৃ-সৌভাগ্য ফল অবশ্যই পরিলাভ করে, তুমি কি কারণে হর-মনোহরণে সমর্থ হইলে না। তোমায় ধিক্! তোমার জন্ম কেবল বিড়ম্বনার নিমিত্ত হইয়াছে। অনন্তর হৈমবতী সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ তপোদ্বারা আপনার সৌন্দর্য্য সফল করিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন, কারণ তাদৃশ দেহার্দ্ধ-হরণোপযোগী প্রণয়, এবং তাদৃশ অমৃতেশ্বরের পাণি-পীড়ন, এই উভয় কার্য্য অন্যথাসিদ্ধ হইতে পারে না; তাহা নিতান্ত তপঃ-সাধ্য জানিয়া তাদৃশ কঠোর ব্রতে চিত্ত নিবিষ্ট করিলে মেনকা তপশ্চরণে কৃতোদ্যমানন্দিনীর বক্ষস্থল আলিঙ্গন করতঃ কহিলেন—অভীপ্সিত দেবতাগণ গৃহেতেই রহিয়াছেন, তাহাদিগের আরাধনা কর, বালে! পেলব শিরীষ পুষ্প, ভ্রমরের মৃদু ভারই সহিতে পারে সে, কখন পতত্রীর গুরু ভার বহন করিতে পারে না অতএব তোমার সুকুমার শরীর, তাদৃশ দারুণ তপঃ-সাধনে কি সমর্থ হইতে পারে? শোভনে! এতাদৃশী বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। কোন্ ব্যক্তি ইষ্টার্থে স্থিরীভূত চিত্তকে এবং নিম্নাভিমুখ উৎসবে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে? মেনা, নানাবিধ জ্ঞান-গর্ভ হিতোপদেশদ্বারাও স্থির-ব্যবসায়া তনয়াকে উদ্‌যোগ হইতে নিবারণ করিতে পারিলেন না। একদা মনস্বিনী নগেন্দ্র-নন্দিনী, সমীপস্থসখী দ্বারা পিতার নিকট স্বীয় তপঃ-সমাধির ফলোদয় পর্য্যন্ত বন-বাস প্রার্থনা করিলেন, হিমবান্ পূর্ব্বেই তাহার অভিলাষ জ্ঞাত

ছিলেন, অতএব তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া নন্দিনীকে আহ্বান করত কহিলেন—বৎসে ! তুমি স্বীয় মনোরথ পুর্ণ করিয়া আমাদিগের আনন্দ-দায়িনী হও, এ আমাদিগের নিতান্ত ইচ্ছা, ভদ্রে ! যে গহনে পারীন্দ্র প্রভৃতি ভয়ঙ্কর জন্তু-যুথ বিচরণ করে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া দেখিবে যে বন, হরিণ শিখণ্ডিগণ সমাকীর্ণ এবং সমাধি বস্তু সকল অনায়াস লভ্য, সেই কাননে অবস্থান করিবে ; জয়া, এবং বিজয়া, তোমার সহচরিণী হইয়া সর্ব্বদা নিকটে থাকিবেন, বৎসে ! তুমি আমাদিগের জীবিত-ধন তোমাকে নির্জ্জনে অর্পণ করিয়া সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিব, ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া সমুদয় কার্য্য করিবে ; ইহা বলিতে বলিতে হিমালয়ের নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। অনন্তর পার্ব্বতী জনক জননীর চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক, সখীদ্বয় সমভিব্যাহারে বনে গমন করতঃ পিতার মতানুগত সুন্দর শিখণ্ডিমৎশিখর সন্দর্শন করিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ; বিলোল হার যষ্টি দ্বারা যে স্থানের চন্দন-চর্চ্চিতত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইত, মহাশয়া পার্ব্বতী, সেই পয়োধর স্থানে সম্প্রতি বালার্ক পিঙ্গল কর্কশ বল্কল দ্বারা দৃঢ় আশ্লেশ পূর্ব্বক, উত্তরীয় বন্ধন করিলেন, কমল-ভ্রমর পংক্তি দ্বারাই মনোহর হয় এরূপ নহে, শৈবল-সঙ্গ লাভ ও তাহার মধুরতর প্রকাশ হইয়া থাকে, তিনি ব্রত নিমিত্ত ত্রিরাবৃত্তা মৌঞ্জী ধারণ করায়, তদীয় খরস্পর্শে তাঁহার শরীরে রোমহর্ষ এবং নিতম্বস্থল আরক্ত হইয়া উঠিল ; তিনি সমস্তাহার্য্য শোভা পরিত্যাগ করিয়া কুশাঙ্কুর গ্রহণে পীড়িত কর-কমলকে কেবল অক্ষমালার প্রণয়-পাত্র করিলেন, মহামুল্য নির্ম্মল কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া কষ্টবোধে বারম্বার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করায় যাঁহার কবরী হইতে পুষ্প সকল ভ্রষ্ট হইয়া শয্যা-পতিত হইত, সেই কুসুমাধিকপেলবা নগেন্দ্রবালা স্থণ্ডিল শয্যায় বাহুলতা উপাধান করিয়া সুন্দর শয়ন-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি তপোবনস্থ তন্বী বল্লীতে স্বীয় বিলাসচেষ্টিত এবং হরিণীতে বিলোল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ব্যায়াম স্বীকার পূর্ব্বক আশ্রম পাদপের মূলে সুন্দরালবাল নির্ম্মিত করতঃ তাহাতে স্তন্য স্বরূপ সলিল সেচন করিতেন ; ঐ সকল বৃক্ষ সম্যক্ উন্নত হইলেও তিনি বাৎসল্য পরিত্যাগ করি-

তেন না, নীবারাঞ্জলি দ্বারা আশ্রমস্থ হরিণ সকলকে পালন করায়, তাহারা বিশ্বসিত হইয়া এরূপ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল যে সখীরা, অনায়াসে তাহাদিগের নয়নের সহিত পার্ব্বতীর আয়তনয়নের পরিমাণ করিতেন, কদাচিৎ পার্ব্বতী ও সখীদিগের নয়নের সহিত হরিণ-নেত্রের পরিমাণ-তারতম্য জানিবার জন্য উভয়ের সম্মেলন করিয়া দেখিতেন্ঃ। নগেন্দ্র-নন্দিনী প্রতিদিন প্রাতঃ স্নান পূর্ব্বক ত্বগুত্তরীয় ধারণ করতঃ জাতবেদসের হোম করিয়া পবিত্র স্তুতি পাঠ করিতেন, দিদৃক্ষুমুনিগণ, আগমন করিয়া কহিতেন্, ধর্ম্ম-প্রবৃত্ত হইলে বয়োধিক অপ্রয়োজনীয় এই সাধু বাক্যের সম্যগুদাহরণ অদ্য প্রত্যক্ষ হইল, এই বালার পবিত্রাচরণ দর্শন করিলে অন্তঃকরণ শান্তিরসে অভিভূত হয়; পার্ব্বতীর তপোবনে মৃগেন্দ্র প্রভৃতি, কুরঙ্গাদির প্রতি বৈরতা বিসর্জ্জন করিয়া একত্র বিচরণ, শাখি-সকল অমৃত ফল বহন করতঃ পরিণত শাখায় ভূমিস্পর্শ করিয়া, অতিথিদিগকে আতিথ্য বিতরণ এবং নূতন পর্ণশালায়, সঞ্চিত বহ্নি- রাশি, আশ্রম স্থান পাবন করিতেছে; অদ্রি-সুতা মহদনুষ্ঠান পূর্ব্বক কিয়দ্দিবস তপ করিয়া যৎকালীন, তপোদ্বারা আপনার অভিলষিত সিদ্ধির অসম্ভাবনা দেখিলেন, তখন স্বীয় শরীর সৌকুমার্য্যের অপেক্ষা না করিয়া মহাতপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন; যিনি কন্দুক ক্রীড়া করিয়া শ্রম বোধ করিতেন, তিনি তীব্রতপ করিলে উৎসাহিনী হওয়ায় বোধ হয়, বিধাতা তাহার দেহ, নিশ্চয় কাঞ্চন-পদ্ম দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন; অতএব তাঁহার অঙ্গ, পদ্ম স্বভাবকৃত সুকুমার হইলেও কাঞ্চন স্বভাব জন্য তাহার কঠিনতারও অভাব নাই,। একে নিদাঘ কালের সমাগমে দিবসের মধ্যভাগ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে, সূর্য্যদেব প্রখর কিরণ ধারণ করায় জগদ্ দগ্ধ প্রায় হইতেছে; লোক সকল স্ব স্ব নিকেতনের নানা স্থানে জল-যন্ত্র প্রভৃতি স্থাপন করিয়া অঙ্গে ঘৃষ্ট উশীর, চন্দন, মৃণাল প্রভৃতি পরিলেপন এবং নিরন্তর ব্যজন-সঞ্চালন করিতেছেন, তথাপি স্বেদোদ্গম নিবারণ হইতেছে না; এক এক বার উত্তপ্ত নিশ্বাস-বায়ু মুখফুৎকার দ্বারা অসহ্য ক্লেশ ব্যক্ত করিতেছেন, বন বাসিগণ কিশলয় দ্বারা স্বস্ব কুটীর আচ্ছাদন করিয়া, তাহার ছায়ায় কথঞ্চিৎ বাস

করিতেছেন; এক এক বার প্রবল বায়ু সহকারে উদ্‌গত ধূলি সকলের, স্ফুলিঙ্গে দিক সকল আচ্ছন্ন, মৃগ সকল, তৃষায় কাতর হইয়া জল প্রত্যাশায় বনান্তর গমন, পক্ষিগণ, ক্ষীণ পর্ণ বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট, এবং নিঃশব্দ হইয়া চঞ্চুদ্বয় বিস্তার পূর্ব্বক দীর্ঘ শ্বাস পরিত্যাগ, এবং বরাহ সকল, মার্ত্তণ্ডের প্রখর তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ সরোবরের পঙ্কিল সলিলে দেহ অর্পণ, কেহ বা সরোবরের ভূখণ্ড খনন করতঃ ভূতল প্রবেশের মানস করিতেছে, কুক্কুরগণ, সফেণবক্ত্র হইতে রসনা বহির্গত করিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস নিক্ষেপ পূর্ব্বক কেহ ছায়ার আশ্রয় লইতেছে কেহ বা জলান্বেষনে যথা তথা ভ্রমণ করিতেছে,—

(ক্রমশঃ)

---

## ধনেশ নন্দিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

### চতুর্থ অধ্যায়।

চতুর চূড়ামণী

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর-পতন"॥

করিমবকস আমিরণ নিসাকে যতবার নিজ গৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন তিনি ততই তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহার সহিত বাক বিতণ্ডা করিতে লাগিলেন ইত্যবসরে দূরে বংশীধ্বনী হইল, তচ্ছ্রবনে করিমবকস বলিলেন।

"হায়! ঐ দেখুন প্রভু আসিতেছেন এ গোলোযোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাকে কি বলিব? কি কুক্ষণেই বা কাফর ঘাতক হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছে প্রথমেইত এই বিপদ্ উপস্থিত জানিনা পরেই বা কি ঘোর বিপদ্ হইবে"

" করিম বক্স ক্ষান্ত হও তোমার প্রভূকে সম্ভাষণ করিয়া লইয়া আইস"।

এই বলিয়া আমিরণনিসা দ্রুতবেগে গৃহ-দ্বার মোচন করিলেন, দেখিলেন এনায়েত আলি—ঘর্ম্মাক্তকলেবর দ্রুত গমনে সোপান পরম্পরা উলঙ্ঘন করিয়া সেই গৃহাভিমুখে আসিতেছে।

রাজমন্ত্রী দুর্গের উদ্যানে প্রবেশ করিয়াই তাঁহার আগমন-বিজ্ঞাপক সুমধুর বংশীধ্বনী করিতেন পুর্ব্বোক্ত বংশীধ্বনী শ্রবণে আমিরণ মনে করিয়াছিলেন রাজমন্ত্রিই আসিতেছেন।

এনায়েত আলিকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার হরিষে বিষাদ হইল এবং কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ পুর্ব্বক সজল নয়নে বলিলেন।

" এনায়েত তুমি একাকী কেন? তোমার প্রভূ আসিলেন না? তিনি এক্ষণ কোথায়? ভাল তোমাকে দেখিয়াও কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হইলাম আকাশে নবঘন-দর্শনে তৃষিত চাতকী জল-প্রাপ্তির আশয়ে কিঞ্চিৎকাল ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারে, যখন তুমি আসিয়াছ তোমার প্রভূও ত্বরাই আসিবেন তিনি কোন্ সময় কি অবস্থায় এখানে আসিবেন"?

" প্রভূ আপনাকে এক খানি পত্র দিয়াছেন ইহা পড়িলেই সকল জানিতে পারিবেন"।

" কই পত্র? দেও"।

এনায়েত উষ্ণীষের মধ্য হইতে নানা সুগন্ধি মিশ্রিত এক খানি মনোহর লিপী লইয়া আমিরণের হস্তে দিলেন, আমিরণ সসব্যস্তে পত্র লইয়া করিমবক্সের কন্যা আজিজনকে এক খানি ছুরিকা আনিতে বলিলেণ।

এনায়েত এক খানি ক্ষুদ্র গজ ফলক লইয়া বলিলেন

" মহানুভবে এই ক্ষুদ্র অস্ত্রে কি কার্য্য সিদ্ধি হয় না"

" না শোণিত দূষিত অস্ত্রে প্রেমগ্রন্থী-ছেদন করা অনুচিত"

আজিজন ছুরিকা আনিতে না আনিতেই আমিরণনিসা নখদ্বারা পত্র খুলিলেন এবং তাহার হস্তে এক গাছি মুক্তার হার প্রদান করিয়া সতৃষ্ণনয়নে, হাস্য বিকুঞ্চিত-আস্যে লিপী পাঠ করিতে লাগিলেন পাঠ শেষ হইলে বলিলেন।

"আজিজন শত শত মুক্তা মালাও এপত্রের একটী একটী কথার সমান হইতে পারেনা। চল আমরা গৃহে যাই রাজমন্ত্রী অদ্য রাত্রে দুর্গে আসিবেন"।

করিম বক্সকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন।

"রাজমন্ত্রীর আগমনের সমস্ত উদ্‌যোগকর, উত্তম খাদ্য দ্রব্য আনয়ন কর সাবধান কোন বিষয়ে ক্রুটী না হয়"।

এই বলিয়া আজিজনের হস্ত ধারণ করিয়া নিজ-গৃহে গমন করিলেন।

এনায়েত বলিলেন।

"করিম বক্স দেখিতেছ আমিরণ কেমন অল্প কালের মধ্যে দুর্গের কর্ত্রী হইয়াছে এবং কত দম্ভের সহিত সকল কার্য্যে আদেশ করিতেছে। যাহা-হউক জগদীশ্বর আমাদিগকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন অগ্রে তাহা করা আবশ্যক—নব প্রস্ফুটিত কমলটীকে একেবারে সূর্য্যের সহিত সংমিলিত হইতে দিব না কিছুকাল মেঘাম্বরালে থাকিয়া সূর্য্যের মুখ-দর্শন করুক"।

করিম বলিলেন—

"আমিরণনিসার যে প্রকার উচ্চাভিলাষ দেখিতে পাই তাহাতে সে শীঘ্রই সূর্য্যের সহিত সংমিলিত হইবে। কখনই কীরণে মলিনা হইবেনা বরং যত সূর্য্যের পূর্ণজ্যোতি সন্দর্শন করিবে ততই অধিক প্রস্ফুটিত হইবে ততই তাহার সৌরভে জগৎ বিমোহিত হইবে ততই সূর্য্যপ্রিয় নামের সার্থকতা করিবে। আমিরণনিসা ত্বরাই আমাদের আশাপথ অতিক্রম করিয়া প্রভূর মস্তকের মণী হইবে আমাকে এই ক্ষণেইত বিলক্ষণ অবজ্ঞা করেন"।

"সেটী তোমার নিজের দোষেই হইয়াছে তুমি দিবা রাত্র শুদ্ধ ভয় ও বিভীষিকা দেখাইয়া তাহাকে শান্ত রাখিয়াছ কেন অন্য উপায় দ্বারা তাহার তুষ্টি সাধন করত তাহার প্রিয় পাত্র হইতে পারনা? সুমধুর গীত শ্রবণ করাইয়া তাহার চিত্ত-বিনোদন কর, নানা বিধ অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্য আনিয়া তাহার দুর্ভাবনা দূর কর এবং উপদেবতার গল্প বলিয়া তাহাকে দুর্গের বাহিরে যাইতে নিষেধ কর"।

"আপনি বেছে বেছে ভাল লোকই পেয়েছেন, আমার গান শুনিলেই

আমিরণ একেবারে মোহিতা হইবে তার তো কথাই নাই তানসান যদি বিদ্যমান থাকিতেন তিনিও আমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেন আর যে ভুতের গল্প করিতে বলিলেন সেটী বড় সহজ ব্যাপার নয়।

সাপের গর্ত্তে হাত দিতে পারি তত্রাপি কবরস্থিত বন্ধুদিগকে বিরক্ত করিতে সাহস হয়না তাঁহাদের সহিত একত্রে বাস করা অল্প সাহসের কর্ম্ম নয়। সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকি কি জানি কোন মহাত্মা কোন দিন আমার সর্ব্বনাশ করেন, সামান্য অর্থের জন্য প্রাণের আশাত্যাগ করিয়া এই দুর্গে আছি"।

"অনেক হয়েছে আর সাহসের পরিচয় দিতে হবে না। তুমি এক জন বিলক্ষণ সাহসী ব্যক্তি তোমার ন্যায় আর দুই একটী লোক থাকিলেই প্রভুর সকল কার্য্যই হইতে পারে"

"কেন আপনি কি আমাকে ভীরু ভাবিলেন না কি বলুন না এই দণ্ডেই কবরস্থলে যাই"।

"উঃ ভারি সাহস! সে যাহা হউক কাদের বক্স এখানে কেন এসেছিল"?।

"কাদের আবার কে? কই কখন তার নামও শুনি নাই"

"কি বলিলে তাহার নাম শোন নাই"।

"না, কখনই না শপত করিয়া বলিতেছি আমি কখন কাদের কে দেখি-নাই"।

"পুনর্ব্বার মিথ্যা কথা"।

"মিথ্যাকথা কেন"।

"মিথ্যা কথা নয়, কাদের দুইদণ্ড পূর্ব্বে দুর্গদ্বার অতিক্রম করিয়া যাইতে-ছিল অবশ্যই দুর্গে আসিয়াছিল"।

"হবে, আপনি কি আর মিথ্যা কথা বলিতেছেন"।

"দুরাত্মা শোন্"।

"বলুন"।

"এই কাদেরের সহিতই আমিরণ নিসার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল বোধ হয় তাহারি অন্বেষণে এখানে আসিয়াছিল। কাদেরকে সামান্য লোক বি-

বেচনা করিওনা, কখনই অসহায় আসে নাই। আমিরণ নিসার উদ্ধারের জন্য রাজ-আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার যে প্রকার মর্ম্ম বেদনা ও আন্তরিক দুঃখ হইয়াছে তাহাতে কখনই আমাদের অনিষ্ট না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেনা। সে কি প্রকারে দুর্গে প্রবেশ করিয়াছিল"।

" কেন আবদুল কাফরের সহিত"।

" কাফর আবার কে ? তুমি ভাল কার্য্য করিতেছ যে বিষয় চন্দ্র সূর্য্য হইতে গোপন রাখা আবশ্যক পথের পথিককে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহা দেখাইতেছ"।

" আপনি রাজ-কর্ম্মচারিদিগের ন্যায়ই আমার কার্য্যের পুরস্কার দিলেন সেদিন এক জন বিশ্বাসি কৃতকর্ম্মা, নির্দ্দয় লোক অন্বেষণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন আপনার জন্য এক জন উপযুক্ত লোক দেখিতেছিলাম ভাগ্যক্রমে আপনার মনোমত লোকই আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহাকে দুর্গের কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। কোথায় আপনি আমাকে ভাল বলিবেন না তিরস্কার করিলেন সকলই আমার কপালের দোষ"।

"কাফর কি কাদের কে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল ?।

"না তাহারা একত্রেই আসিয়াছিল আমি যৎকালে কাফরের সহিত কথোপকথন করিতেছিলাম, কাদের তখন অপর গৃহে ছিল সেই ঘরে আমিরণনিসার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়"।

"নির্ব্বোধ! তুমিই আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইলে। আজকাল আমিরণকে সর্ব্বদা অন্যমনা দেখিতে পাই। প্রভু যখন তাহাকে একাকিনী রাখিয়া রাজকার্য্যে গমন করেন তখন আমিরণনিসা ঘোর চিন্তাসাগরে মগ্না হয়, গণ্ডস্থল নয়ন-জলে প্লাবিত হয় বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে এবং সর্ব্বদা বাতায়নে উপবিষ্টা হইয়া সতৃষ্ণ নয়নে তাহার পিতার বাটীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, আমিরণের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া ভাল বোধ হয় না হয়ত একাকিনী থাকিয়া বিরত হইয়া পিতৃ-গৃহে যাইতে পারে। কাদের যদি কোন উপায়ে এই পক্ষী শাবকটীকে পুনর্ব্বার হস্তগত করিয়া নিজ

কুলায়ে লইয়া যাইতে পারে তাহা হইলেই আমাদের সমস্ত আশা ভরসা একে বারে নষ্ট হইবে এবং ঘোর বিপদ উপস্থিত হইবে"।

"আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন এক বারও মনে সে ভাবনা করিবেন না, কাদের কখনই কোন ক্রমে ছলে কৌশলে তাহাকে লইয়া যাইতে পারিবে না, কাদেরের সহিত যাওয়া দূরে থাকুক তাহাকে দেখিয়াই যেন বিষধরে দংশিতা হইয়া আমিরণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়াছিল"।

"সে ভাল তোমার কন্যার নিকট তাহাদের উভয়ে কি কথা বার্ত্তা হইয়াছিল তাহা সবিশেষ জানিতে পার না?"

"মহাশয়! শুদ্ধ অর্থ-লোভে এ ঘৃণিত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি। নিজেই নিজের পাপের ফল-ভোগ করিব প্রাণান্তে আমার কন্যাকে পাপ পঙ্কে নিপাতিতা করিব না। কখনই আপনার আদেশে, বা প্রভুর তুষ্টি-সাধন জন্য অবলা সরলাকে কণ্টক-পরিপূর্ণ-বিপদ বেষ্টিত রাজ মন্ত্রির শঠতা-জাল-পথে পদার্পণ করিতে দিব না"।

"নির্ব্বোধ! আমি তোমার কন্যাকে আমাদের কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে বলি না। কোন প্রকারে তাহার নিকট আমিরণের চীৎকারের কারণ জানিতে চাই"।

"আজিজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম। কাদেরের মুখে পিতার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া আমিরণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিল"।

---

## সমালোচনা।

### অবকাশ রঞ্জিনী।

কলিকাতা সংস্কৃতযন্ত্রে শ্রীপীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত মূল্য এক টাকা।

---

বঙ্গভাষায় যে সকল কবিতা প্রকাশিতা হইতেছে দুই চারি জন সুপ্রসিদ্ধ সুলেখকের সুমধুর কবিতা ভিন্ন সকলই নীরস, সকলই নির্জ্জীব। গদ্য অপেক্ষা

পদ্যে, মাণব-মন সমধিক বিমোহিত ও আকর্ষিত করে, যে কবিতা-কুসুম-মধু-পানে পাঠক বর্গের মন-মধুপ পরিতৃপ্ত ও উন্মত্ত হয়, সেই যথার্থ কবিতা সেই যথার্থ রচনা। "অবকাশ রঞ্জিনী" এই আদর্শের রচনা, সময়ে সময়ে অবস্থাভেদে যে প্রকার মনের ভাব হয় অন্যথা সে প্রকার হওয়া অতীব দুরূহ যে সময়ে মন কোন ঐশ্বরিক কিম্বা পার্থিব দুর্ঘটনা-তমোরাশীতে পরিপূর্ণ হয় সেই সময়েই প্রায় কবিতা দেবী মনুষ্য হৃদয় অধিকার করেন, এবং সেই কালেই কবিতা-স্রোত কোন বাধা না মানিয়া অজস্র প্রবাহিত হইতে থাকে। অবস্থা ভেদে রচিত বলিয়াই এই কাব্য খানি যথোচিত উত্তম ও সুললিত হইয়াছে।

" মুমূর্ষু-শয্যায় জনৈক বাঙ্গালি যুবকের" আক্ষেপোক্তি পাঠ করিয়া কাহার মন না আর্দ্র ও উত্তেজিত হয়। "ডিউক অফ এডিনবরার প্রতি" ভারতমাতার বিলাপ সমূহ পাঠে সকলেরই মন একে বারে দ্রবীভূত হয়। যদিও গ্রন্থ খানি আদ্যোপান্ত পাশ্চাত্য ভাবে পরিপূর্ণ, তথাপি অপূর্ব্ব রচনা কৌশল, কবিতার লালিত্য-গুণে ইহা যে এক খানি উৎকৃষ্ট রচনার আদর্শ তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

পাঠকবর্গের ঔৎসুক্য নিবারণ জন্য আমরা কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

৫০ পৃষ্ঠা—পতি প্রেমে দুঃখিনী কামিনী ৪৭ স্তবক।

ছিলনা কি বারি মম প্রেম সরোবরে ?
নিবিতনা তৃষ্ণা কিহে সুশীতল নীরে ?
ত্যজি এ নির্ম্মল জল? ত্যজ দুঃখিনীরে,
কেন ঝাঁপে দিলে হায়! পাপের সাগরে ?
রূপের ভাণ্ডারে নাথ! যৌবন রতন ?
ছিলনা কি ? ছিলনা কি রসিকতা হায় ?
চিত্ত মুগ্ধকরী শক্তি ? তবে কি কারণ,
সঁপিলে জীবন মন বারবণিতায় ?

নির্দ্দেশক এবং অস্ত্র সম্বন্ধীয় শারীর তত্ত্ব প্রথম খণ্ড
কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ভূত পূর্ব্ব ছাত্র
অধুনা সেয়ালদহ সংক্রামক রোগ চিকিৎসার হাঁস-
পিটেলের ডাকতার।

হালিসহর নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত
কর্ত্তৃক অনুবাদিত।
মূল্য—২॥০ টাকা।

কলিকাতা মেডিকেল কালেজের লাইসেন সিয়েট শ্রেণীস্থ বালকদিগের পাঠোপযোগী পুস্তক সকল অতিবিরল। উক্ত কলেজের ভূষণ স্বরূপ কয়েক মহাত্মাই নিজ নিজ অধ্যাপনার সৌকর্য্যার্থ মধ্যে মধ্যে দুই এক খানি পুস্তক প্রকটন করিতেছেন, কিন্তু পাঠ্য পুস্তকাভাবে উক্ত শ্রেণীস্থ ছাত্রদিগের অনেক সময়ে অনেক বিষয়ে সাময়িক কষ্ট সহ্য করিতে হয়। এই জন্যই ইংরাজি চিকিৎসা বিষয়ে যত অধিক গ্রন্থ বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত হয় ততই তাহাদের পক্ষে মঙ্গল দায়ক।

মহেন্দ্রবাবু এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া যে একটী মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য। আমরা চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ে বঙ্গভাষায় দুই এক খানি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি কিন্তু ইংরাজি শব্দত্যাগ করিতে গিয়া নানা কোষোদ্‌ঘাটন করিয়া ঐ সকল গ্রন্থের অনুবাদ কারকেরা যে সকল দুরূহ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহার মর্ম্মাবগত হওয়া ছাত্রদিগের পক্ষে অতীব কষ্টকর হইয়াছে। গ্রন্থকার সে পদ্ধতিতে এই গ্রন্থ খানি অনুবাদ করেন নাই। যথাসাধ্য সরল ভাষায় বিজাতীয় ভাব সকল প্রকটন করিয়া ও মধ্যে মধ্যে অত্যাবশ্যক পরিষ্কার চিত্রগুলি দিয়া গ্রন্থখানিকে ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

# জলপ্লাবন।

বর্ষা কাল উপস্থিত। দিবা রাত্র ঘন ঘটার আচ্ছন্ন, প্রাতঃকাল হইতে মেঘের আরম্ভ হইয়াছে পশ্চিম দক্ষিণ দিঘ্নণ্ডল হইতে ক্রমাগত তাহারা তাড়িত হইতে লাগিল। গগন যেন মলিন বস্ত্র পারিধান করিল। অপরাহ্ণ গত, বেলা অবসান প্রায়। পরে পূর্ব্ব দিকে কালবর্ণ, মেঘ দেখা যাইল ও ক্ষণপরে হঠাৎ বাত্যা আসিয়া মেঘদিগকে খণ্ড বিখণ্ড ও যেন কোন সৈনিক পুরুষ দ্বারা উত্তেজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বদ্ধ প্রকৃতি প্রতি শর জাল নিক্ষেপ করিল। ঘোর বর্ষণ। শুদ্ধ প্রখর বাত্যার দুর্দমণীয় শব্দ হইতেছে। জনগণ গৃহোপবিষ্ট। আমোদী যুবক বৃন্দের পূর্ণ আনন্দ কারণ মনুষ্য মাত্রেরি স্বভাব যে কোন বিপদে পতীত না হইলে, প্রকৃতির সাময়িক কার্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেই হইবে। পর্য্যায় ক্রমে গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পরশরৎ, শরতের পর হেমন্ত, তাহার পর শীত ও শীতের পর বসন্ত আসাতে সকলেই সুখী কিন্তু যদি ইহাদের মধ্যে বর্ষার পর শরৎ না আসিয়া বসন্ত আসে তবে সকলেই বিরক্ত ও ভাবি আশঙ্কার অনুধাবন করে। কিন্তু এই বর্ষা তাহা নহে। ইহা যথার্থ কালিক সুতরাং সমস্ত লোকেই সন্তুষ্ট। মেষ পালক পৃষ্ঠে বস্ত্রাবরণ করিয়া (কিন্তু তাহা বৃষ্টিতে লিপ্ত,) ও হস্তে যষ্টি করিয়া গৃহে আশ্রয় লইল, গাভিও মেষগণও রোমাদ্র হইয়া পঁহুছিল। ক্রমে গ্রামের সকলই নিস্তব্ধ, শুদ্ধ আকাশ হইতে, গৃহাচ্ছাদনের অন্তভাগ হইতে, বৃক্ষপত্র হইতে অতি মনোহর ধ্বনিউত্থিত হইতে লাগিল। বালকেরা বৃষ্টি দেখিয়া আনন্দের সহিত কতই নৃত্যকরিতেছে, ও কৃষকেরা, পরস্পর সমবেত হইয়া বৃষ্টির পরিমাণ প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহাতেই তাহাদিগের সৌভাগ্যও দুর্ভাগ্য। অকালে সন্ধ্যা হইল। রাত্রি ভয়ঙ্করা বৃষ্টির বিরাম নাই রাত্রি বাড়িতেছে। জলও বাড়িতেছে। জলপতন রবে কর্ণ বধির প্রায়।

পূর্ব্বেই সমুদয় পুষ্করিণী মধ্যে মধ্যে জল বর্ষণ হওয়ায় গ্রীষ্মকালেই প্রায় পুরিয়া আছে। জল কাযে কাযেই মাঠদিকে যাইবার উপক্রম করিল। কিন্তু অনবরত বারিধারা পতনে তাহা ও প্লাবিত হইয়াছে। বঙ্গদেশ উচ্চ ভুমি নয়, জল অনায়াসেই নির্গত হইতে পারে না। ইহার বিষয়ে এবৎসরে কি বলিব, অত্যুচ্চ পঞ্জাব ও পশ্চিম প্রদেশস্থ গ্রামাদি সমস্ত প্লাবিত হইয়াছে। ইহা বঙ্গদেশ। চতুর্দ্দিকেই নদী, নিম্ন ভূমি। নদীগণ ও আপনার গর্ত্তাধিকার অতিক্রম করিয়া বঙ্গের মাঠ অধিকার করিয়াছে। সুতরাং গ্রামস্থ জল বাহির হইবার পথ নাই। যত জল হইতেছে ইতস্তত বহিতেছে। গ্রামের গৃহ প্রাঙ্গনে জল উঠিল। পুরাতন মৃত্তিকাময় গৃহ সমস্ত বর্ষার বেগ ক্রমাগত সহ্য করিয়া ও আপাততঃ অক্ষম হইয়া ভূতলে পড়িতে লাগিল। আচ্ছাদন বিহিন ও দীন হইয়া লোকেরা সেই বিপদ জনক রজনীতে ও বৃষ্টিতে বিব্রত হইল। কিন্তু পরম পাতা আমাদিগের পঞ্চভূতের কি গুণই সংযোজিত করিয়াছেন, যে যতই কেন আমরা বিপদে পড়ি না, দেহ কেন রোগে শীর্ণ হউকনা, জীবন ওষ্ঠাধর পর্য্যন্ত হউক না মৃত্যু মুখকে প্রত্যক্ষ দেখি না, তথাপি চৈতন্য সঙ্কে আমরা বিরস্ত থাকিতে পারি না। ইহাই মনুষ্য পদবীর যোগ্যগুণ। ইহারি প্রভাবে মনুষ্য জীবগণের প্রভু হইয়াছে। ও ভূতদ্বন্দ্ব হইতে ত্রাণ পাইয়াছে। সেই নিয়ম অনুসারে গৃহ ভ্রষ্ট ব্যক্তিরা শয্যাকক্ষে, কি পুত্র ক্রোড়ে, অপর গৃহস্থের নিরাপদ গৃহ যথা কষ্টে প্রবেশ করিল। যাইতে যাইতে পথে অপরের গৃহ পতনের শব্দ শুনাগেল। যারপর নাই ভীত হইল। চিন্তায় আকুল। শরীর জর্জ্জরীভূত—কম্পিত-আর্দ্র শীতল—মন বিমর্ষ—সামর্থ্য ক্রমে অবসান পাইতেছে। স্থান-দান কারী জনগণ দেখিয়া আরও বিব্রত হইল। মুখে বাক্য নাই। সপরিবারে হাহাকার করিতেছে। কিন্তু মৃদুভাবে। দেখিতে দেখিতে অপর জন গৃহে পাড়িল। আর্ত্তনাদ শুনা যায় না বায়ু অনেক ক্ষণ হইতে অবসৃত হইয়াছে। শুদ্ধ জলের ঝরঝর পতন শব্দ শুনা যাইতেছে। মেঘ গর্জ্জনের লেস মাত্র নাই। রাত্রি দুই প্রহর। জল প্রাঙ্গণ হইতে গৃহ কোষ্ঠে প্রবেশ করিল। চিন্তায় বৃদ্ধ জনদিগের হস্ত কপোল দেশে

সংলগ্ন। সে সময় কোন উপায় নাই। প্রায় বিনা রবে দুই এক গৃহ পড়িল। জলের উপরেই সমস্ত পড়িয়াছে। বাটীর মধ্যে দিয়া বারিস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। বালকগণ তখন সুষুপ্ত। কিছুই জানে না। স্ত্রীলোকেরা কোলাহল করিতেছে। বাস গৃহের এক ভিত্তি পড়িল। আলোক দেখা গেল না কারণ সমস্তই অন্ধকার। মধ্যে মধ্যে ভাসমান অস্পষ্ট গৃহ, চালের অস্পষ্ট ছায়া দেখিয়া তাহাদিগের অন্তর আরও ব্যাকুলিত হইল। রাত্রি অবসান প্রায়। বৃষ্টি কিঞ্চিৎ কমিয়া আসিল। যার পর নাই অধীরতার সহিত প্রাতঃকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ইহাতে উপস্থিত বিপদের আশঙ্কা কিছু হ্রাস পাইল। বিপদাপন্ন ব্যক্তি ভ্রম বশতঃ এক এক বার পূর্ব্ব দিক দেখিতে লাগিল। একি নির্ম্মল আকাশে সূর্য্য উদয় হইতেছে, যে উদয়ের কিঞ্চিৎ অগ্রে শ্বেতজ্যোতি গগণমণ্ডলে বিস্তীর্ণ হইবে প্রাতকালের কিছুই চিহ্ন নাই। অধিকতর বেলা হওয়াতে ঘোর অন্ধকার ভঙ্গ দিগমণ্ডল ধূসরবান হইল ও কিছু ক্ষণ পরেই সূর্য্যজ্যোতী ভূমণ্ডলে থালার ন্যায় কখন কখন দেখা যাইতে লাগিল। তখন ও বৃষ্টি পড়িতেছে কিন্তু তত তীব্র বেগে নয়। ক্রমে বৃষ্টি শেষ প্রায়।

প্রাতঃকাল। আর বৃষ্টি পড়িতেছে না। রাত্রি-বিপদ-মুক্ত-ব্যক্তিরা প্রতি বাসীর কিরূপ দুর্গতি হইয়াছে জানিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ উৎসুক হইয়া, ভঙ্গগৃহ বহির্গত হইল। চারিদিক শূন্য। কোথাও বা পতিত গৃহের দুই এক খান বংশ প্রোথিত রহিয়াছে কোথাও ভঙ্গ গৃহের একভাগ মৃত্তিকা প্রাচীর বিরাজ করিতেছে। কোথাও বা অর্দ্ধজল মগ্ন হইয়া চাল সব নিমগ্ন। কোন দিগ হইতে বা ক্ষুদ্র চাল ভাসিয়া আসিতে দেখা যাইতেছে। গ্রামের ত এই দুর্দ্দশা। চারিদিক মেঘাচ্ছন্ন। তবে আপাততঃ বর্ষার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু জল ক্রমাগত বাড়িতেছে। এক বুরুল, দুই বুরুল পরে অর্দ্ধহাত বাড়িল। অনুচ্চ ভূমি সকল মগ্ন হইতে লাগিল। বেলাও এক প্রহর হইল। আহারের চিন্তা, বৃষ্টির চিন্তা, আশ্রমের চিন্তা, পরে বারির অতিশয় গতি ও বৃদ্ধি দেখিয়া বালকগণের—পরক্ষণে আপনার জীবনের চিন্তা। রাত্রিতে ভাবিয়াছিল যে দিনে কোন উপায় নির্দ্ধারিত করিব। কিন্তু দিনের বিপদ দেখিয়া

মন আরও ব্যাকুল হইল। উপায় নাই, পল্লিগ্রাম, সমুদয়ই মাঠ। নৌকা নাই সম্যক রূপে মরণই নিশ্চয় বোধ হইল। সেই প্রশান্ত বিস্তীর্ণ জলধি প্রায়-বারি দেখিয়া মন দ্বিগুণতর শঙ্কিত হইল। চালোপরি ভাসমান লোকের আর্ত্তনাদে অন্তর প্রতিবিদারিত হইতে লাগিল। কিছুই দেখা যায় না। গগণ মণ্ডল যেন তাহা হইতে সমুত্থিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে দূরে দূরে তাহার উপর অত্যুচ্চ বৃক্ষগুলি, জলমগ্ন ভয়ে যেন মস্তকাবনত করিয়া ভাবিতেছে সে সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে গণ্য হয় না যে তাহা অবলম্বন করিয়া ও তাহার পত্র ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিবে। এই উপায় অনেকেই প্রাণ রক্ষা করিয়াছে কিন্তু ইহা বিষ্ণুপুরের (নদীয়া জেলা) কথা হইতে হইতেছে যে গ্রামের লোক মাত্র কিছু নাই, আহা সেই ব্যক্তি সমস্ত দুর্দশা, আপনাকে উপায় বিহীন, ও সম্মুখে মৃত্যু আশঙ্কা দেখিয়া, ঊর্দ্ধমুখে যে কি ভাবিতে লাগিলেন তাহাতে সেই জনগণ, শোকে, ভয়ে চক্ষু হইতে অনিবার দরদরিত ধারা বহিতে লাগিল। মৃত্যু যেন হস্ত ধরিয়া টানিতেছে এই রূপ অঙ্গশিথিল হইল, যেন দাঁড়াইতে অক্ষম। অন্নাভাব। বেলা দুই প্রহর অতীত হইল। বালকেরা প্রথমে অর্থাৎ প্রাতঃকালে, স্বভাবানুসারে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ক্ষুধাতুর ও সকলকে বিষন্ন মুখ দেখিয়া রোদন উন্মুখ হইল। স্ত্রীলোকেরা সন্তানের সহিত রোদন করিতে আরম্ভ করিল।

দিঙ্মণ্ডল পুনঃ কিঞ্চিৎ ঘোর বর্ণ হইল। পূর্ব্বদিকে গাঢ় মেঘের সঞ্চার হইল। ক্রমে পূর্ণঘোর নীলীম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দুর্দৃশ্য, ভয়ঙ্কর, ও তাহার আভা জলের উপর পড়িয়া ক্রমে সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় মূর্ত্তি ধারণ, এ সেই বিস্তীর্ণ বারিখণ্ড, তাহাতে দর্শকেরও সেইরূপ আকুলিত মন, ও উপায়হীন, ঐ রূপ অবস্থায় পড়িলে যে কাহার ভয় না হয় তাহা বলা যায় না। তাহার অন্তরে যেন বারিধি মেঘ সহিত ও ভীষণ আকারের সহিত আসিয়া স্থিত হইল। মেঘ পুনঃ বায়ুতে উঠিয়া আসিতেছে। জল ধারার শব্দ ও ইষৎ শ্বেতাকার দৃষ্টি হইল। বায়ু সজোরে বহিতেছে জল আসিল। তাহাদিগের যে আশ্রয় ছিল তাহা জলবেগে সমস্ত পতিত হওয়াতে সেই প্রখর বেগ-

মুখে আপনাদিগকে সমর্পিত করিয়াছে। গৃহাবশিষ্ট পোতার উপর দাড়াইয়া আছে।

সেই কৃষকের স্ত্রীর শিশু সন্তান কোলে, হস্ত তলে, দুই একটি বালিকা পার্শ্বে, স্বামী সম্মুখে। জল আগত। অবলা দণ্ডাইয়া রহিয়াছে। কৃষকের বালা, আরও বিপদকাল। সুতরাং লজ্জা পলাইয়াছে, অবগুণ্ঠন নাই। মা, কি গা, অমন্ করে কি দেখ চিস, কথা কনা, ইত্যাদি প্রকার বাক্য বলিয়া মাতার হস্ত ধরিয়া শিশু ডাকিতেছে, ও টানিতেছে। বালিকারা কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠা নিতান্ত অজ্ঞান নয়, নিস্তব্ধ। স্বামী উপায় বিহীন হইয়া কাষ্ঠ পুত্তলির ন্যায় দাড়াইয়া, অনিমেষ নয়নে যে কি ভাবিতেছে তাহা সহজেই অনুভূত হয়। অগ্রেকার দিনের মত দুই এক ফোটা বৃষ্টি প্রথমে আসিল না। এক বার যেন নভোমণ্ডল সমস্ত মুখস্থিত বারি পরি ত্যাগ করিল। বৃষ্টি ধারায় চারি দিক অন্ধকার ময় হইল। কৃষক সপরি-বারে দণ্ডায়মান, ভিজিতেছে। বাক রহিত বেলাবসান হেতু অন্ধকার হইতে লাগিল। সে, পরে স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া অবশিষ্ট চালোপরি আরোহণ করিতে কহিল। চালও বৃষ্টির ভরে সিক্ত ও নিমগ্ন প্রায়। আর ও সেই বিষণ্ণ চেতা পরিবার মৃত্যু স্বয়ংকে দেখিবার আশঙ্কা করিয়া চালোপরি উঠিতে অস্বীকার করিল। পতির দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও সপরিবারের যন্ত্রণা, ও রোদন মুখ দেখিয়া তখন বালা, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে পুত্র কন্যা সমস্তই আকাশকে বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। কেই বা শুনে। চারিদিকে বৃষ্টির শব্দ দুই এক ঘণ্টা হইল বৃষ্টি হইতেছে। দেহের আর চতুরতা নাই। জল বাড়িতে লাগিল ও পূর্ব্বাবধিই বাড়িতে-ছিল। যে স্থানে তাহারা ছিল তাহাও ক্রমে মগ্ন হইল। চাল আপনা-পনি ভাসিয়া যাইবার উপক্রম করিল। পরিবার বর্গ তাহাতে আরোহিত কৃষক চালকে কোন বাধা দিল না কারণ অন্য গ্রামে যদি তাহারা আশ্রয় পায়। যাহা হউক স্ত্রী, কাঁদিতেছে, স্বামী কিঞ্চিৎ সাম্যভাবে কাঁদিতেছে। চাল ধীরে ধীরে ভাসিয়া চলিল। স্বামী দণ্ডাইয়া রহিল। অন্ধকার ভূভাগ আচ্ছন্ন করিল পুত্র কন্যা কাঁদিতেছে সমস্ত অদৃশ্য হইয়া আসিল। পরে

যে তাহাদের কি হইল তাহা বর্ণনে প্রয়োজন নাই। এই রূপ বিপদে যে কত দুর্ভাগাই এবৎসরে পড়িয়াছে তাহা বলা যায় না। আইস অন্য জেলায় যাইয়া দেখা যাক, যদি দুঃখের কিঞ্চিৎ লাঘবতা দেখিতে পাওয়া যায়।

যমুনা নদী বেগে বহিতেছে, দুকুল উচ্ছলিত হইয়াছে। আপাততঃ কুল বোধ হয় না, সমস্ত বারিদেহ দেশোপরি বিস্তার করিয়াছে। উভয় পার্শ্বে গ্রাম, উপগ্রাম, পল্লি সমস্ত নদী জলে যেন মগ্ন প্রায় হইয়াছে। লোক কাতর স্বরে হাহাকার করিতেছে। যমুনা নদী তীরস্থ টাকী অতি মহৎ গ্রাম। ইহার দুর্দশার এবারে এক শেষ হইয়াছে রাজপথে নৌকা চালনা দূরে থাকুক উচ্চ ভুমিতে চলিতেছে। তথাকার মৃত্তিকা নির্ম্মিত প্রায় সমস্ত গৃহ পড়িয়াছে। নগর বিছিন্ন। বিপদাপন্ন জন কলরবে গ্রাম বিদারিত করিতেছে। বিশেষতঃ যাহাদিগের পথের নিকট বাটী রাত্রি দিন তাহাদের ক্লেশের সীমা নাই। কত গৃহচ্যুত ব্যক্তিরা কোলে শিশু লইয়া হাহাকার করিতে করিতে যাইতেছে। জলে, অন্নাভাবে ও চিন্তায় অল্প কালেই অতি বিকৃত দেখাইতেছে। মহৎ ব্যক্তির আলয় লোক দলে দলে সমাগত হইতেছে। অনেক অনেক দয়ালু ব্যক্তিরা সময় পাইয়া দয়ার উপযুক্ত ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু মনুষ্যদিগের ইহাতে যেন কিঞ্চিৎ ত্রাণ হইল, উপায়হীন কত পক্ষী পশু জাতি যে এই প্লাবন বিপদে কত দুর্দশায় পড়িয়াছে তাহা বলা যায় না। তাহাদিগের আর কি হইবে মনুষ্য স্বস্ব জীবন রক্ষার চিন্তায় ব্যস্ত হইবার অগ্রে তাহাদিগের প্রাণ ধন গোধনকে অনেক যত্ন করিয়াছে। জীবন যখন কিঞ্চিৎ বিপদাপন্ন তখন ও তাহাদিগের রক্ষায় ব্যস্ত ছিল, কিন্তু জলবেগ তাহাদিগকে বিনাশ করিতে নিতান্ত কৃত সঙ্কল্প হইলে গৃহস্থ ও চাসীরা আপন আপন গো, মেষ, ছাগল ইত্যাদির পাল ছাড়িয়া দিল। তাহারা এক বার এস্থলে অপর বার ও স্থলে করিয়া পরিশেষে রক্ষার স্থান না পাওয়াতে জল বেগে শরীর ভাসাইয়া ও সন্তরণে ভর করিয়া চলিল। একি পুষ্করিণী যে অপর পারে যাইবে। সেই জীবন রক্ষিণী মাঠ এক্ষণে তাহাদের মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। কিছু দুর ভাসিয়া যাইয়া পরে এক বারে জল মগ্ন হইল। পর দিন কতক কতক ভাসিয়া উঠিল, এবং যে

দিকে জলের বেগ সেই দিকে যাইতে লাগিল। আহা তাহা দেখিয়া কাহার মন না ভয়ে চকিত হয়। মনুষ্য দেহও তাহার সঙ্গে দুই একটা ভাসিতেছে। হা প্লাবন! তুমিই বঙ্গের উৎসন্ন হেতু সৃষ্ট হইয়াছ। তোমার দ্বারা কত দেশ উচ্ছন্ন হইয়াছে। নিম্ন বঙ্গ দূরে থাক পঞ্জাব প্রভৃতি দেশ নাশ করিয়াছ। লখনৌ নগরী ও অর্দ্ধ গৃহ শূন্য হইয়াছে তথা হইতেকানপুর পর্য্যন্ত জলশয্যা বিস্তারিত হইয়াছে। কত লোকেই তাহায় নষ্ট হইয়াছে তাহার নির্দ্দেশ করা যায় না। কানপুর সহর ও প্লাবিত হইয়াছে। তথায় ও বহুল নাশ ও ক্ষতি ঘটিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে অনেক কমিয়া আসিয়াছে। এবং উপযুক্ত সময়ে সাহায্য পাওয়াতে লোকের কষ্ট অনেক উপশম হইয়াছে। যে প্রদেশে লোকেরা জল কষ্টে দিক দিগন্তর গমন করে এবং যে জল অভাবে অগণ্য গো, মেষ ইত্যাদি প্রাণিদিগের বিনাশ হয়, সেই বারির পুনঃ প্রাচুর্য্যে আবার প্রাণ নির্গত প্রায়। যাহা হউক বঙ্গ গ্রামের ন্যায় যে উহাদের দুর্দশা বা নাশ হয় নাই এই সান্তনার বিষয়। লখনৌ জনপুর সাহারণপুর ব্যতীত আরও অনেক স্থলে এরূপ হানী হইয়াছে। পঞ্জাবেও বহু ক্ষতি হইয়াছে, তথাকার গতি বিধি রেইলওয়ে দ্বারায় অনেক দিনাবধি বন্ধ হইয়াছে। দুর্দমনীয় বর্ষার প্রভাবে, সীমলা যাইতে কতক দিন গবর্ণমেণ্ট ডাক পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া এবং সিমলায় বসিয়া রাজ প্রতিনিধিরা যেন অন্ধকারে কর্ম্ম চালাইয়াছিলেন। উচ্চ হইতে নিম্ন, বঙ্গে আইস। প্লাবনের ক্ষতি নির্ণয় ক্রমাগত গবর্ণমেণ্টের সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইতেছে, এবং পড়িয়া পাঠকদিগের মন বিদারিত করিতেছে। নদীয়া জেলার কালেক্টর সাহেবের প্লাবন বর্ণনা অতি খেদ ও ভয় জনক। তিনি নদীয়া জেলাস্থ গ্রামচয়ের ও অপর গ্রামের বর্ণনা করিয়া তত্রস্থ লোক দিগের অতি উপকার করিয়াছেন তাঁহার মতে, বার যোড়ার যারপর নাই দুর্দশা হইয়াছে, ১৮৬৭ সালের প্লাবন অপেক্ষায় মুড়গাছি ছিন্নভিন্ন হইয়াছে বিষ্ণুপুর ও বেলপুকুর গ্রামের চিহ্ন মাত্র নাই যাহারা কিছুদিন পূর্ব্বে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে দ্বারা গমনাগমন করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়াছেন যে বগুলা হইতে গোয়ালণ্ড পর্য্যন্ত সাগরের ন্যায় বোধ হইয়াছে, কোনকালে যে রেইলওয়ের

কোনদিকে বসতি ছিল ইহা বোধ হয় না। শুদ্ধ জল রাশি, ধু ধু করিতেছে। তাহাদের অন্তে দুর্লক্ষ্য ভূমির কিঞ্চিৎ মাত্র দৃষ্টি, হয়, যে ভূমি সৌভাগ্য ক্রমে নিজ পরাক্রমে প্লাবনের হস্ত হইতে পারে পাইয়াছে। কোথাও কোথাও কোন উচ্চভূমির উপর নিশ্চেষ্ট মানব দৃষ্ট হয় তাহারা যেন কাল কবলেগত হইয়াছে বলিয়াই স্থির করিয়াছে। পার্শ্ব ঘটনার প্রতি কোন লক্ষ নাই। অন্য মনস্ক, শীর্ণ ও পাগলের ন্যায় ; কাহাকেও বা, জীবন রক্ষার নিমিত্ত, কদলি ভেলার উপর নির্ভর করিতে দেখা গিয়াছে। তাহারা জলে ক্রমাগত ভাসিতেছে। আহার নাই। আসনে যেনা কেহ শব প্রায় শোয়াইয়া রাখিয়াছে, কেহবা বৃক্ষে কালযাপন করিতেছে তাহাদিগের কিঞ্চিৎ সামর্থ দেখা যায় না এইরূপে লোক সমস্ত কষ্টেক্লেশে বাস, করিতেছে ও নষ্ট হইয়াছে। তিরহুতে দুইদিবস বিচারালয়ের কার্য্য সমস্তই বন্ধছিল, ও পরে নৌকা করিয়া নির্বাহ হইয়াছিল, হা বঙ্গ! তোমার প্লাবনে এই দশা; ঘটিল, লোক মরিতেছে, ভাসিতেছে হাহাকার করিতেছে। কবে তুমি উপায় দ্বারা দুর্দৈব হইতে রক্ষা পাইবে। যে রেইল ও য়ে তোমার সুখের জন্য হইয়াছে, তাহার প্রধান অমঙ্গল কারণ দেখিতেছি। যেহেতু শত শত দেশ ভাগে প্লাবন আসিয়াছে স্বল্পদিনেই তাহা নিশ্বরিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব বাঙ্গালার আর দুর্গতির সীমা নাই। রেইলওয়ে যেন জলনির্গত হইতে দিবনা বলিয়া আড় হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু উহার ও অতি বিশৃঙ্খল ঘটিয়াছে। যাইতে পদে পদে বিপদের আশঙ্কা, স্থানে স্থানে ছিন্ন ভিন্ন। বগুলা হইতে গোয়ালণ্ড পর্য্যন্ত প্রায় জলমগ্ন। এতদবস্থায় জনসমাজের ইচ্ছা যে রেইলওয়ে কর্ম্মচারিরা, লাভের আসা ত্যাগ করিয়া ও কিছু দিন, বর্ত্ম, সংস্কার করিয়া পরে যেন গমনাগমনের জন্য লোকদিগকে আহ্বান করেন, ইহা হইলেই তাহাদের পরম উপকারিত্ব সাধন করা হয়। যাহাহউক, প্লাবনের বিষয় বর্ণনে আর মনকে যন্ত্রণা যুক্ত করায় প্রয়োজন নাই। এক্ষণে এস উহার উপসমের কথা বলিয়া আমরা এ দুঃখ পূর্ণ বিষয়কে জল মগ্ন করি। ও কিঞ্চিৎ সুস্থ হই।

স্থানাভাব প্রযুক্ত ইহার শেষ ভাগটী প্রকাশিত হইল না।

# হালিসহর পত্রিকা।

(মাসিক পত্রিকা।)

১ ম ভাগ। সন ১২৭৮ সাল, মাহ কার্ত্তিক। ৭ ম সংখ্যা।

## ধর্ম্মোন্নতির সহিত সামাজিক উন্নতির সম্বন্ধ।

---

পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ, ধর্ম্ম শব্দের নানা প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন বিশ্বাসই ধর্ম্ম, অর্থাৎ যাহার যাহাতে বিশ্বাস তাহাই তাহার ধর্ম্ম। এই ব্যাখ্যাতে স্পষ্টই ভ্রম দৃষ্ট হইতেছে, ইহা খণ্ডন করিবার নিমিত্ত বিশেষ আয়াসের প্রয়োজন নাই। কেহ কেহ বলিয়াছেন পারত্রিক দৃষ্টিই ধর্ম্ম। ধর্ম্মার্থীদিগকে সমুদয় কার্য্যেই পরকালের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবেক। এই ব্যাখ্যাটীও নিতান্ত ভ্রমশূন্য নহে যেহেতু, কল্পনাতীত বিষয়ে কোন রূপেই দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা যাইতে পারেনা। পরকাল আমাদের কল্পনার অতীত, সুতরাং সমুদয় কার্য্যে পরকাল দৃষ্টির উপদেশ, কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেহ কেহ বলিয়াছেন ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া

যাহা কিছু করাযায়, তাহাই ধর্ম্ম। ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যশ কি অন্য কোন প্রবৃত্তির অনুরোধে কতক গুলি অর্থদান করিলে ধর্ম্ম হয় না, এবং কতকগুলি সত্য বাক্য প্রয়োগ করিলেও ধর্ম্ম হয় না, এমন কি ঈশ্বরকে লক্ষ্য না করিয়া একজন মনুষ্যের জীবন দানেও ধর্ম্ম হয় না। এই ব্যাখ্যাটীও নিতান্ত দোষ বর্জ্জিত বোধ হইতেছেনা, যেহেতু ঈশ্বর, মন ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর, ইহা মনুষ্য মাত্রেরই স্বীকার্য্য মন ও ইন্দ্রিয় ব্যতীত যাহাদিগের কার্য্য সাধনের আর অন্য বিধ সংস্থান নাই, তাহারা কিরূপে সমুদয় কার্য্যে ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিতে পারে, এবং কি রূপেই বা ঈশ্বরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে? যাহা প্রতিপালন করিতে সমুদয় মনুষ্যেই অশক্ত তাহা কখনই মনুষ্যের মধ্যে ধর্ম্ম নহে। জগদীশ্বর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় কখনই অসুলভ করেন নাই। ধর্ম্ম, আমাদিগের জল বায়ু অপেক্ষাও অধিক প্রয়োজনীয় সুতরাং দুর্লভ নহে। এইক্ষণ ধর্ম্ম শব্দের প্রকৃত ব্যাখ্যা করা যাইতেছে, অভিনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় প্রকৃতির উৎকর্ষ সাধনই ধর্ম্ম।—প্রকৃতি দুই প্রকার আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক।—ভক্তি ন্যায়পরতা উপচিকীর্ষা উপমিতি অনুমিতি প্রভৃতি মানসিক প্রবৃত্তি গুলিকে, আভ্যন্তরিক প্রকৃতি বলা যাইতেছে। এবং পরমাণুর সংযোজন, বিযোজন, রূপান্তর, অবস্থিতি, সঞ্চরণ প্রভৃতি কার্য্য সমুদয়, বাহ্যিক প্রকৃতি বলিয়া কথিত হইতেছে। মনুজগণে, আভ্যন্তরিক প্রকৃতির উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া, যেরূপে গুণসম্পন্নে ভক্তি, বিপন্নে দয়া, দরিদ্রে অর্থদান, সদ্বন্ধুতা, নির্দ্দোষ দাম্পত্য প্রভৃতি কার্য্যের

অনুষ্ঠান করিতেছে। এবং নানাপ্রকার জ্ঞান শিক্ষা করিতেছে। বাহ্যিক প্রকৃতির উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া সেই রূপ বস্ত্র বপণ, গৃহ নির্ম্মাণ, আকর খনন, বর্ত্ম সংস্করণ, শকট সঞ্চালন, অশ্বারোহণ, আহার প্রণালী সংশোধন, পরিষ্কৃত স্থানে অবস্থান, পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ ধারণ প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে আভ্যন্তরিক প্রকৃতি এবং বাহ্যিক প্রকৃতির কিছুই প্রভেদ লক্ষিত হইবে না। বৃহদট্টালিকা, প্রকাণ্ড বাষ্পীয় পোত, প্রশস্ত বাষ্পীয় শকট, অত্যুচ্চ মান মন্দির, বিস্তৃত দুর্গ এই সমুদয়ই কোন না কোন মনুষ্যের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। অসীম গগন-সঞ্চারী, জ্যোতিষ্ক-পর্য্যবেক্ষক, দূরবীক্ষণ যন্ত্রও কোন সময়ে মহাত্মা গেলিলিওর আভ্যন্তরিক প্রকৃতিতে নিহিত ছিল, লৌহময় বর্ত্মও কোন মহাত্মার আভ্যন্তরিক প্রকৃতির প্রসব-ফল ব্যতীত অন্য নহে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পর্ব্বত, সমুদ্র, প্রভৃতিও কোন আভ্যন্তরিক প্রকৃতি হইতে সম্ভুত হইয়াছে। সেই আভ্যন্তরিক প্রকৃতিকেই মনুষ্যেরা ঈশ্বরেচ্ছা বলিয়া থাকে। উত্তাপে সমুদ্র, হ্রদ, নদপ্রভৃতির জল বাষ্প হইয়া মেঘ রূপ ধারণ করিতেছে। আবার সেই মেঘ পর্ব্বত-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া নদী রূপে পরিণত হইতেছে; এবং স্থানে স্থানে বৃষ্টি হইয়া ভূমি উর্ব্বরা করিতেছে। কোন আভ্যন্তরিক প্রকৃতি হইতেই এই সকল ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, সন্দেহ নাই। যদিও আভ্যন্তরিক প্রকৃতি এবং বাহ্যিক প্রকৃতি বিভিন্ন না হউক তথাপি নিয়ম গত অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই নিমিত্তেই বোধ হয় অনেকে ভ্রমান্ধ হইয়া এতদুভয় পর-

স্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। যাহাহউক এই উভয় প্রকার প্রকৃতির উন্নতি সাধনই সম্পূর্ণ ধর্ম্ম, যাহারা কেবল আভ্যন্তরিক প্রকৃতির উন্নতি সাধান করিতেছেন, কিম্বা কেবল বাহ্যিক প্রকৃতির উন্নতি সাধনে সযত্ন রহিয়াছেন তাহারা আংশিক ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন, সন্দেহ নাই। যাহারা রাত্রি জাগরণ করিয়া পুস্তক অধ্যয়ন করেন, তাহারা অবশ্যই আভ্যন্তরিক প্রকৃতির উৎকর্ষ সাধনে যত্ন করেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে বাহ্য প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন জন্য তাহাদিগকে প্রত্যব্যায় গ্রস্ত হইতে হইবেক। যদি কোন ব্যক্তি, আহারের প্রতি অবহেলা করিয়া তত্ত্ব চিন্তায় নিমগ্ন থাকে তাহা হইলে বাহ্যিক প্রকৃতির অতিক্রম জন্য তাহার শরীর অবশ্যই জীর্ণ, শীর্ণ, ও রুগ্ন হইয়া পাপের দণ্ডভোগ করিবেক। এই প্রকারে যদি কোন ব্যক্তি তত্ত্ব চিন্তায় একান্ত বিরত হইয়া সর্ব্বদাকৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকেন তবে অবশ্যই তাঁহাকে অনির্ব্বচনীয় মানসিক সুখে বঞ্চিত হইতে হইবেক। তাহা কি তাহার পাপের দণ্ড নহে? উভয় প্রকার প্রকৃতির উৎকর্ষ সাধন করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। যেরূপ কল্পনা শক্তির চালনা করিবেক, সেইরূপ ব্যায়াম করিবেক, যেরূপ পুস্তক অধ্যয়ন করিবেক সেইরূপ কৃষিকর্ম্ম করিবেক যেরূপ ঈশ্বর উপাসনায় মনোনিবেশ করিবেক, সেইরূপ আহার্য্য, আবাস, পরিচ্ছদ প্রভৃতির প্রতি মনোযোগ করিবেক। যেরূপ দরিদ্র দেখিয়া দয়ার্দ্র হইবেক, সেই রূপ স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত অস্ত্র ধারণ করিবেক, যেরূপ ন্যায় পরতার বশবর্ত্তী হইয়া স্বকীয় রাজ্যাধিকার পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে উদ্যত হইবেক

সেই রূপ অত্যন্ত নিষ্ঠুর হইয়া আততায়ী দমন করিবেক "এক গালে চড় মারিলে অন্য গাল ফিরাইয়া দাও," এইটী কাল্পনিক উপদেশ। বোধ করি এপর্য্যন্ত কোন মনুষ্যই এই উপদেশ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রতিপালন করিতে সমর্থ হন নাই, বাস্তবিক ইহা ধর্ম্মোপদেশ নহে। যে হেতুক ক্রোধ, প্রতি বিবিধিৎসা, এবং ন্যায়পরতা, এই উপদেশের প্রতিবাদ করিতেছে, এই উপ-দেশ দ্বারা কোন রূপেই প্রকৃতির উৎকর্ষ সাধন হইতে পারেনা বরং অপকর্ষেরই নিতান্ত সম্ভাবনা। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, যে কার্য্যের দ্বারা প্রকৃতির উৎকর্ষ সাধন হইয়া থাকে তাহাই পুণ্য, পরের দুঃখ মোচন, সত্য বাক্য প্রয়োগ, সদ্বিচার, আশ্রিত পালন, শান্তিরক্ষা প্রভৃতি প্রকৃতির উৎকর্ষ বিধায়ক পুণ্য কর কার্য্য, পর-দার, পরপীড়া, রাজ দ্রোহ, মিথ্যা কথন প্রভৃতি প্রকৃতির অপকর্ষ বিধায়ক বলিয়াই পাপ শব্দের বাচ্য হইয়াছে। এই ক্ষণ সমাজের বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইতেছে, অনেকেই অনেক প্রকার সমাজ শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমরা পরস্পর সুখসা-ধনের নিমিত্ত বহুলোকের একত্র অবস্থিতিই সমাজ বলি, প্রত্যেক মনুষ্যের উপরই সাধারণের সুখ সাধনের ভার অর্পিত হইয়াছে, এই সমাজের প্রভাবেই তৈলকারেরা মৎস্য পাইতেছে, মৎস্য জীবীরা তৈল লাভ করিতেছে। চর্ম্মকারেরা তণ্ডুল প্রাপ্ত হইতেছে, বাদ্যকরেরা চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করিতেছে আমেরি-কার লোকেরা ভারতবর্ষীয় লোকের পরিধেয় প্রস্তুত করিতেছে। ভারতবর্ষীয় লোকেরা আমেরিকার লোকের নিমিত্ত নানা প্রকার উপাদেয় সামগ্রী প্রেরণ করিতেছে। এমন কি পঞ্চম-বর্ষীয় বালকেরাও আপন মাতাপিতার ইঙ্গিতানুসারে কাহাকে

আহ্বান করিতেছে এবং কোন ক্ষুদ্র বস্তু বহন করিয়া আনিতেছে। দরিদ্র অথবা খঞ্জ কুষ্ঠি প্রভৃতি, নিঃসহায় ব্যক্তিরাও লোকের দয়া বৃত্তির উদ্রেক করিতেছে, দস্যু তস্করেরা কি কার্য্যান্তরে সাধারণের উপকার সাধন করিতেছে না? কিন্তু যাহারা হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ এবং কার্য্যক্ষম হইয়াও পৃথিবীর কোন কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেছে না, তাহাদিগকেই সাধারণের বিদ্রোহী বলিতে হইবেক। সমাজের মঙ্গল ঈশ্বরের অভিপ্রেত ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। যাহারা সমাজের মঙ্গল সাধনে পরাঙ্মুখ তাহারা ঈশ্বরের অভিপ্রেত লঙ্ঘন জন্য উৎকট পাপ সঞ্চয় করিয়াথাকেন, সন্দেহ নাই।

মনুষ্যের উন্নতি শব্দে একজন মনুষ্যের উন্নতি বুঝা যায় না, সমুদয় মনুষ্যের সাধারণ উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি, যেরূপ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ একত্র হইলে হস্তি বন্ধন ক্ষম রজ্জুর উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ কতকগুলি সামান্য মনুষ্যের শক্তি সমবেত হইয়া বহুবিধ গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। একজনের শক্তির দ্বারা কখনই অর্ণব পোত প্রস্তুত হয় নাই, এক জনের ক্ষমতায় কখনইলোহময় পথ নির্ম্মিত হয় নাই, এক জনের বলে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা সংঘটিত হয় নাই, এক জনের গুণে সমুদয় প্রয়োজনীয় সংগৃহীত হয় নাই। সমুদয় মনুষ্যই সাধারণ রূপে জগতের হিত সাধন করিতেছে। পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়া একব্যক্তি যেরূপ উপকার করিয়াছেন, লৌহের উপকারিতা প্রচার করিয়া অন্য ব্যক্তি তদপেক্ষা সামান্যতর উপকার করেন নাই, মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা যেরূপ উপকারক, বস্ত্র বপনকারী ঠিক সেইরূপ হিত সাধক। এইক্ষণ যাহারা সামান্য গৃহ নির্ম্মাণ

করিতেছেন কিম্বা ভার বহন ব্যবসায়ে ব্যাপৃত আছেন, তাহারা কি বিজ্ঞান বিদ্ পণ্ডিতদিগের তুল্য উপকারক নহেন? যেরূপ কুঠার দ্বারা শিল্প এবং সূচিদ্বারা কাষ্ঠ ছেদন কখনই সম্ভাবিত নহে, সেইরূপ নিউটনের দ্বারা গৃহ নির্ম্মানের, এবং সামান্য ঘরামীর দ্বারা মধ্যাকর্ষণের আবিষ্কারের সম্ভাবনা নাই। ভগ্নাংশের প্রতি লক্ষ না রাখিয়া, সমস্তের প্রতি নেত্র পাত করিলেই পৃথিবীর ক্রমোন্নতি দৃষ্ট হইবেক। সমুদয় মনুষ্য আদিম সময়ে উলঙ্গ থাকিত এবং তরু-কোটরে বাস করিত, বহু কাল পরে কৃষির প্রভাবে কিঞ্চিৎ সুখ ভোগ করিতে লাগিল, এইক্ষণ বিদ্যা ও বাণিজ্যের প্রভাবে অনেক অভাব দূরীভূত হইয়াছে। আমরা যে, এক দিবসের পথ বিনা ক্লেশে অর্দ্ধ ঘণ্টায় গমন করিতেছি, ইহা কি আমাদিগের সৌভাগ্য নহে? আমরা যে ঝঞ্ঝা বাত ও ঘোরতর বৃষ্টির সময় নিরুপদ্রবে বন্ধুবর্গের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেছি ইহা কি আমাদিগের আহ্লাদের বিষয় নহে? আমরা যে কাচের পাত্র, রোমের বস্ত্র, মোমের বর্ত্তিকা ব্যাবহার করিতেছি ইহা ও পরম সন্তোষের বিষয় বলিতে হইবেক। যাহারা এই সকলের উপকারিতা স্বীকার করে না, তাহারা নিতান্ত অকৃতজ্ঞ ও হতভাগ্য। এই ক্ষণ দেখা যাউক কি কি উপায় অবলম্বিত হওয়াতে আমাদের এরূপ সামাজিক উন্নতি হইয়াছে। কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলেই বোধ হইবে ধর্ম্মই সমুদয় উন্নতির কারণ, পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে কেবল আভ্যন্তরিক কিম্বা কেবল বাহ্যিক প্রকৃতির উৎকর্ষসাধন আংশিক-ধর্ম্মমাত্র, বাহ্যিক আভ্যন্তরিক উভয় প্রকার প্রকৃতির উৎকর্ষসাধনই সম্পূর্ণ ধর্ম্ম। সম্পূর্ণ ধর্ম্মোন্নতি হইতেই সামা-

জিক সুখ সমুৎপন্ন হইয়াছে। যদি দেখা যায় কোন স্থলে, দরিদ্রগণে অনায়াসে জীবন যাপন করিতেছে, অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্নব্যক্তি সকল অক্লেশে প্রতিপালিত হইতেছে, নিরাশ্রয় নিরুপায় ব্যক্তিরা, আশ্রয় এবং সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে। সর্ব্বদা বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য, সঙ্গীতের আলোচনা হইতেছে অধিকাংশ লোকেই নির্ম্মল বায়ু সেবিত উদ্যানপরিবেষ্টিত রম্য গৃহে বাস করিতেছে, এবং অশ্ব শকট হস্তি আরোহণ করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। বণিক্‌গণ অর্ণব যানে সাগর উত্তীর্ণ হইয়া বানিজ্যের নিমিত্তে নানা দ্বীপে গমন করিতেছে। প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রায় সমুদয়ই সংগৃহীত হইতেছে। বাল, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই স্বাধীনতার নিমিত্ত জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে। মুদ্রার মূল্য অত্যন্ত ন্যূনতর হইয়াছে। তাহাহইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, সেই স্থানের লোকেরা আভ্যন্তরিক এবং পার্থিব প্রকৃতির উৎকর্ষসাধন করিয়াছে। তাহারাই প্রকৃত ধার্ম্মিক, সেই স্থানের লোকেরা যে সামাজিক উন্নতি লাভ করিয়াছে, এবিষয়ে বোধ করি কাহারই আপত্তি নাই, এক বিধ কার্য্যই যদি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও সমাজসম্বন্ধীয় উন্নতির নিদান হইল, তবে প্রতিপন্ন হইতেছে এক কার্য্যের দ্বারাই সমাজ এবং ধর্ম্মের উন্নতি হইয়া থাকে।

আদিম সময়ে মনুষ্যেরা, মেঘ, বিদ্যুত, বায়ু, নদী, এবং বৃক্ষবিশেষকে ঈশ্বর বলিয়া অর্চ্চনা করিত। সেই সময়ে ধর্ম্ম, এবং সমাজ সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া বিবেচিত হইত। সেই সময়ের লোকেরা বিবাহ সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি কতকগুলি ক্রিয়াকে সামাজিক কার্য্য বলিত। যাগ, যজ্ঞ, উপবাস প্রভৃতি কতক গুলি

ক্রিয়াকে ধর্ম্ম কার্য্য বলিত। তাহারা এরূপও বলিত, বিবাহ কিম্বা সন্তানোৎপাদনের দ্বারা কোন রূপেই ধর্ম্ম সংসাধিত হইতে পারেনা। ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষীদিগের অকৃতদার থাকিয়া বনবাসী হওয়াই কর্ত্তব্য, কালে পৃথিবীর কিঞ্চিৎ উন্নতি সাধন হইলে লোকেরা ধর্ম্মের সহিত সমাজের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ নিবন্ধন করিতে লাগিল। জাত, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি ক্রিয়াতে বিশেষ বিশেষ দেবতার অর্চ্চনা হইতে লাগিল। গার্হস্থ ধর্ম্মে আর তাদৃক ঘৃণা রহিল না। ভারত বর্ষীয়েরা সন্তানকে পুত্র, অর্থাৎ পুন্নাম নরকত্রাতা বলিয়া সমধিক শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। ব্রহ্মচারীদিগের ন্যায় গৃহস্থেরাও মুক্তি লাভ করিবেক ইহা বিশ্বাস করিতে লাগিল।

কালে বিজ্ঞানের আলোক বিস্তার হইলে ধর্ম্মের সহিত বিশেষ-রূপে সমাজের সম্বন্ধ সঙ্ঘটন হইতে লাগিল। ধর্ম্মের সহিত অসংসৃষ্ট বলিয়া উপবাস, এবং আজীবন ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি, কার্য্যগুলি পাপ বিবেচিত হইতে লাগিল। শুক্রের শক্তি এবং মানসিক ইচ্ছা পর্য্যালোচনা করিয়া সন্তানোৎপাদন করা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপবোধ হইতে লাগিল।

এইক্ষণ মনুষ্যেরা ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম এবং সমাজ একীভূত করিতেছে, বিবাহকেও ধর্ম্মকার্য্য এবং ঈশ্বরের উপাসনাকেও সামাজিক ক্রিয়া বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতেছে। মাতৃসেবা, যেরূপ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সৎকার্য্য সেইরূপ সমাজসম্বন্ধীয় সৎক্রিয়া, পরোপকার যেরূপ ধার্ম্মিক লোকের বাঞ্ছনীয় সেইরূপ সামাজিক লোকের প্রার্থনীয়। বাস্তবিক সমাজের উন্নতি হইলেই ধর্ম্মের উন্নতি হইয়া থাকে, ধর্ম্মের উন্নতি হইলেই সমাজের উন্নতি হইয়া

থাকে। এস্থলে একটী গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে।

যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণা, চৌর্য্য কিম্বা দস্যু-বৃত্তিদ্বারা বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়া সামাজিক উন্নতি সাধন করেন, তবে কি সেইটী তাহার ধর্ম্মোন্নতি হইল? বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই প্রশ্নের উত্তর নিতান্ত সহজ। প্রতারণা, চৌর্য্য, দস্যু-বৃত্তি প্রভৃতি পাপ কার্য্যের দ্বারা কখনই সমাজের উন্নতি সাধন হইতে পারে না, উল্লিখিত কার্য্যগুলির দ্বারা দুই এক জনের কোন কোন বিষয়ে উপকার হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে যে কত অংসখ্য লোকের অনিষ্ট সম্ভাবনা, বোধ করি অনেকেই অবগত আছেন।

নেপোলিয়নের সামাজিক উন্নতি সকলেই স্বীকার করিবেন, কিন্তু তাঁহা কর্ত্তৃক যে কত শত শত ব্যক্তির সর্ব্বস্ব হৃত হই-য়াছিল, তাহা ইতিহাসে বর্ণিত আছে। নেপোলিয়ানের উন্নতি এবং সেই সময়ে অধিক সংখ্যক রাজাগণের দুরবস্থা একত্র পর্য্যালোচনা করিলে তৎকালে ইউরোপের অবনতিই লক্ষিত হইবেক। এক জন কর্ম্মচারীর কিঞ্চিৎ উৎকোচ গ্রহণের দ্বারা সাধারণের ভূরি ভূরি অমঙ্গল উৎপাদিত হইয়াথাকে, এক জনের অসত্য ব্যবহারের দ্বারা কি সাধারণের অনিষ্টোৎপাদন হয় না? এক জন পোতাধ্যক্ষের অসতর্কতা নিবন্ধনে শত শত লোকের জীবন বিনাশ হইতে পারে, একজন শিক্ষকের কু দৃষ্টান্তে বহু সংখ্যক ছাত্রের চরিত্র কলুষিত হইয়া থাকে। পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান, যেরূপেই হউক অবশ্যই অশুভ ফল উৎপাদন করিবেক। সামাজিক ভগ্নাংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ভ্রম জন্মিবেক বটে, কিন্তু সামাজিক সমস্তের প্রতি অবলোকন

করিলেই প্রকৃত ফলাফল লক্ষিত হইবেক। মনুষ্যগণ! তোমরা যদি ধর্ম্মোন্নতি সাধন করিতে ইচ্ছাকর, তাহা হইলে সামাজিক সমস্তের উন্নতি সাধনে যত্নশীল হও। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যেরূপ (১-২ ১-৪ ২-৮) এক দ্বিতীয় এক চতুর্থ, দুই অষ্টম একত্র হইয়া একটী সমস্ত সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ আমি, তিনি, একত্র হইলেই একটী সমাজের উৎপত্তি হইতে পারে, অতএব আমি তুমি তিনি, ইহাদিগের প্রত্যেকেরই সমাজের প্রতি মনোযোগ করা আবশ্যক। প্রত্যেক পরমাণু মিষ্ট বলিয়াই শর্করা খণ্ড, এত মিষ্ট, প্রত্যেক পরমাণু চাক চিক্যশালী বলিয়াই স্বর্ণ এরূপ চাক্ চিক্যশালী। সামাজিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে প্রথমতঃ মানসিক শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শৈশব কালে যত্নের ত্রুটি হইলে কোন শিক্ষাই আশানুরূপ ফল দায়িনী হয় না। অতএব বালকদিগের প্রতিই আমাদিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। চিন্তা, অভিজ্ঞতা, সত্যজ্ঞান, রস বোধ, নির্ভর এই কএক প্রকার শিক্ষার দ্বারাই মানসিক উন্নতি লাভ করা যাইতে পারে। তর্ক, মনোবিজ্ঞান, ও ব্যবহার শাস্ত্রের দ্বারা চিন্তা শক্তির চালনা হইয়া থাকে। ভুগোল ইতিহাস, জীবন-চরিত নীতিশাস্ত্র, এবং ঘটনাবগতির দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে। প্রাকৃত বিজ্ঞান রসায়ন, চিকিৎসা উদ্ভিত্তত্ত্ব জ্যোতিস্তত্ত্ব ও গনিতের দ্বারা সত্য জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। সাহিত্য সঙ্গীত প্রভৃতি সুকুমার বিদ্যা দ্বারা রস বোধ শক্তির উৎকর্ষ হইয়া থাকে। ধার্ম্মিক লোকের দৃষ্টান্তানু করণ, ও ঈশ্বর চিন্তনের দ্বারা নির্ভব ভাবের সমুন্নতি হইয়া থাকে। মানসিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শারিরাক শিক্ষা ও একান্ত প্রয়োজনীয়।

শরীর অপটু থাকিলে কোন রূপেই মানসিক শিক্ষা হইতে পারেনা। যে রূপ শারীরিক ও মানসিক শিক্ষার বিধি প্রদত্ত হইতেছে, সেই রূপ বৈষয়িক শিক্ষার নিমিত্তেও অনুরোধ করা যাইতেছে। এই সকল শিক্ষা ফলবতী হইলেই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কি সমাজ সম্বন্ধীয় সুখের অভাব দৃষ্ট হইবেক না।

---

## হিন্দু-সমাজ।

কোন সমাজ দূষিত হইলে, ধার্ম্মিক ব্যক্তির সেই সমাজের অনুমোদিত কার্য্য সংসাধন করিয়া থাকা, সামান্য পীড়াকর নহে। এবং মানব মাত্রে রই সমাজের অনুরোধ রক্ষা করিতে হয়। অনেক কৃত বিদ্য ব্যক্তি, আত্মীয় জনের অনুরোধে, ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য করিতে বাধ্য হয়েন! যাঁহাদের পৌত্তলিকতায় বিশ্বাষ নাই, তাঁহাদের সমাজের অনুরোধে, আপন আপন ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য করিতে হয়। এমন কি, যাঁহারা অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান করিয়া থাকেন, তাঁহারাও ধর্ম্মকাচ ধারণ করিতে ক্রটী করেন না। এক দিকে সমবয়স্কদিগের সহিত হিন্দুধর্ম্মের বিপরীত কার্য্য করিতেছেন- অপর দিকে, প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধার্ম্মিক চূড়ামণি রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন—এক দিকে ইংরাজগণের সহিত আহার হইতেছে, অপর দিকে, প্রধান প্রধান ক্রিয়া কলাপে পণ্ডিত-দিগের সহিত যোগ দেওয়া হইতেছে। এক দিকে সাহেবদের সমক্ষে দেবতার কুৎসা করা হইতেছে, অপর দিকে ভূমিষ্ঠ হইয়া, দেবতাকে প্রণাম করা হইতেছে। এবম্প্রকার কাল্পনিকতা যে অতীব পাপ জনক, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

সমাজের অনুরোধে অনেককে আপনার বিশ্বাষের বিপরীত কার্য্য করিতে দেখা যায়। সামাজিক নিয়মের প্রতি দৃষ্টি করিলেই, ইহার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত নয়নগোচর হইবে। কৌলীন্য-প্রথা-সম্ভূত অত্যাচার ইহার

প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রদান করিবে। বহু বিবাহের অনিষ্ট কারিতা ও তৎসম্ভূত অত্যাচারের ব্যাপার সকল প্রকৃষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াও এবং তাহা ইচ্ছার বিপরীত হইলেও স্বজনের অনুরোধে অথবা লোক নিন্দা ভয়ে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিকে তাহাতে লিপ্ত হইতে দেখা গিয়া থাকে। কুল-রক্ষার ছলে, কুলীনেরা তাঁহাদের কন্যাগণের প্রতি কি পর্য্যন্তই না নিষ্ঠুরতা-চরণ করিয়া থাকেন। বালিকাকে অনায়াসে স্থবিরের সহিত বিবাহ দেন। এবং উত্তম কুলীন পাইলে, ৮।১০টী কন্যা থাকিলে, সকলকেই আনন্দের সহিত তাঁহার করে অর্পণ করেন বলিতে কি, পাছে মানের লাঘব হয়, এই নিমিত্ত কন্যাগণকে অনুঢ়াবস্থায় রাখিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। তাঁহারা আপন আপন সুখ চিন্তায় বিশেষ তৎপর, কিন্তু, অবলাগণের প্রতি তাঁহাদের বিলক্ষণ নিষ্ঠুরতাচরণ লক্ষিত হইয়া থাকে। কোন কুৎসিতা রমণীর পানিগ্রহণ করিলে, তাঁহারা অনায়াসে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আনন্দের সহিত এক চার্ব্বঙ্গীর সহিত পরিনয় কার্য্য সম্পাদন করিতে লজ্জিত হয়েন না। অবলাগণের পক্ষে, বৃদ্ধ ও মূর্খ পতির সহিত সহবাস কতদূর ক্লেশকর, তাহা একবার ভ্রমেও বিবেচনা করেন না। কৌলীন্য মর্য্যাদার আকর্ষণ শক্তিও সমান্য নহে। শ্রোত্রীয়গণ বিশেষত বংশজ ভাবাপন্ন ব্যক্তি ব্যূহ পাত্রের চরিত্র অথবা গুণের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া অনায়াসে, মূর্খ কুলীনের হস্তে, আপনাদের কন্যাগণকে অর্পণ করিতেছেন। এবং বিশেষ আক্ষেপের বিষয় এই যে. অনেক কৃত বিদ্য ব্যক্তিকেও এই আকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া, স্বীয় স্বীয় তনয়ার প্রতি নিষ্ঠুরতাচরণ করিতে দেখা যায়।

কুলীনগণ অনেক কালাবধি সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহারা যথা যোগ্য সম্মান প্রাপ্ত হন ইহা কাহার না ইচ্ছা? কিন্তু কুলমর্য্যাদা রক্ষার নামে, ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্যের প্রশ্রয় দেওয়া কোন ক্রমেই যুক্তি যুক্ত নহে। বিশেষত কদাচারী কুলীনদিগকে সম্মানিত করিলে পাপের উৎসাহ দেওয়া হয়। যদি ও বর্ত্তমান কালে, নবগুণ বিশিষ্ট কুলীন পাওয়া দুর্লভ তথাপি যাহাঁরা অনেকাংশে কুলীন-পদযোগ্য, তাঁহাদেরই সমুচিত সম্মান

করা বিধেয়। এবং এরূপ হইলে, অনেক অংশে অত্যাচারের লাঘব হই-বার সম্ভাবনা। (কৌলীন্য প্রথা সংশোধন না হইলে, আর আমাদের সমাজের ইষ্ট নাই। সমাজ হইতে, কৌলীন্য প্রথা সম্ভূত অত্যাচার সকল তিরোহিত না হইলে, অনেকের পক্ষে ধর্ম্ম রক্ষা করা সুদূর পরাহত। কৌলীন্য মর্য্যাদা রূপ দেবতার সমক্ষে, ধর্ম্মের বলি হইতেছে, এবং কলঙ্কের পতাকা উড্ডীয়মান হইয়া, দেশময় কুলগৌরব প্রচার করিতেছে। ব্যভিচার, জ্রূণহত্যা প্রভৃতি অতি জঘন্য পাপসকল, অপ্রতিহত ভাবে, সমাজ মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, এবং কুল-মান রূপ আবরণে সেই সমুদায় অনায়াসে আচ্ছাদিত হইতেছে। অনেক কুলপাবন মহা মহোপাধ্যায়গণ, মান রক্ষার অনুরোধে, কন্যাগণের কুরীতি সকল নয়নগোচর করিয়াও তাহা উপেক্ষা করিতেছেন, এবং কোন কোন স্থলে, যাহাতে এবম্প্রকার অত্যাচার গুপ্ত-ভাবে সমাধা হয়, তাহার ও উপায় বিধান করিয়া দিতেছেন। আপামর সাধারণে কুলীনগণকে যথা বিধি সম্মান করিয়া, এই সমস্ত অত্যাচারকে প্রশ্রয় দিতেছেন। কুলীনগণ অকুতোভয়ে ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য সকল সুসম্পাদন করিতেছেন। সমাজ অনায়াসেই উল্লিখিত অত্যাচার সকল বহন করিতেছেন। এবং সমাজ ভুক্ত ব্যক্তি মাত্রেই তাহার অংশভাগী কেবল কুলীনগণকেই যে, ঈশ্বর সমীপে অপরাধী হইতে হইতেছে এমত নহে। আপামর সাধারণকে ইহার নিমিত্ত দণ্ডভাগী হইতে হইবে। কুলীনগণ মর্য্যাদারূপ মদে এরূপ উন্মত্ত যে, সংসারের মধ্যে সার লক্ষ্য যে ধর্ম্ম, অসঙ্কুচিত চিত্তে তাহা পদ দ্বারা বিদলিত করিতেছেন। অপরকে মনুষ্য বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন না। সকলে সম্মান করিতেছে ইহা দেখিয়াই তাঁহাদের অন্তঃকরণ আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত হইতেছে। কিন্তু, ইহা একবার ও বিবেচনা করিতেছেননা যে, যাহারা সম্মুখে মৌখিক সমাদর করিতেছে, তাহারাই তাঁহাদের অত্যাচার সকল আলোচনা করিয়া কুৎসাগীত গাইতেছে। কুলীনগণ পাপ মঞ্চের উচ্চতম প্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিয়াছেন। অত্যাচারের এক শেষ হইয়াছে। এখন আর তাহাদের ভুক্তিস্রাব অবলম্বন করা বিধেয় হইতেছেনা। কিন্তু

ব্যক্তি মাত্রেই কৌলীন্য প্রথা সম্ভূত অত্যাচারের বিরুদ্ধে খড়্গ-হস্ত হইয়াছেন।) সমাজ রূপ আগ্নেয়গিরি, নানা প্রকার দাহ্য বস্তুর দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে। পরস্পর ঘর্ষণে কোন দিন অগ্নি উৎপাদন করিয়া সমস্ত বঙ্গদেশ ছার খার করিয়া তুলিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এবম্প্রকার গিরি-গহ্বরে বাস করিয়া নির্ভর চিত্তে কালযাপন করিতেছি। সম্মুখে যে ঘোর বিপদ তাহা দেখিয়াও দেখিতেছি না।

কিন্তু, ঈশ্বরের রাজ্যে নিয়মই এই যে, ঘোর রজনীর পর, শুভ্র প্রভাত আলোক দ্বারা, সর্ব্বত্র উদ্দীপিত করে। কুজ্ঝটিকা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অংশুমালী প্রখর কর জাল বিকীর্ণ করে, ঘোরতর বিপদের পর সম্পদের প্রোজ্জ্বল রশ্মি অন্তর আলোকময় করে, ভীষণ-বিপ্লবের পর, শান্তি দেবীর হাস্য আস্য, সকলের অন্তর সুপ্রসন্ন করে এবং অত্যাচারের এক শেষ হইলে, ধর্ম্ম-অন্তরীক্ষ হইতে আপন প্রভাব প্রচার করিয়া থাকেন। ভারত মাতা পাপভরে আক্রান্ত হইয়াছেন। আর তাঁহার কদাচারী সন্তানগণের কুৎসিত আচারণ-সকল, কত কাল বক্ষের উপর বহন করিবেন? তাঁহার ক্লেশের এক শেষ হইয়াছে। পাষাণ-হৃদয় হইয়া আর তাহা দেখা যায়না। এবং তাঁহার ক্লেশ-বিমোচন ইচ্ছা আলোকের অন্তঃকরণে জাগরিত হইয়াছে। আহ্লাদের বিষয় এই যে, উপযুক্ত সময় বুঝিয়া, সনাতন ধর্ম্মরক্ষণী-সভা, আমাদের জাতীয় স্বভাব-সুলভ আলস্য পরিহার পূর্ব্বক, সমধিক উৎসাহের সহিত কার্য্য-ভূমে পদার্পণ করিয়াছেন, এবং যাহাতে কৌলীন্য প্রথা সম্ভূত-অত্যাচার সকল শীঘ্র বিদূরিত হয়, তাহার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। প্রধান২ ধনী এবং মহামান্য পণ্ডিতগণ এক মত হইয়া এই উদ্দেশ্যটী সুসিদ্ধ করিবার জন্য, এক বাক্য হইয়া কার্য্য করিতেছেন। এরূপ মহোদয়গণের উদ্যম যে, কেবল আড়ম্বরেই শেষ হইবে, আমাদের কোন ক্রমে এরূপ প্রতীতি হইতেছে না। ধন-শালী-ব্যক্তিগণ-সুখ-সেব্য ও ভুপভোগ্য দ্রব্যাদি লইয়া ব্যতিব্যস্ত হয়েন। এবং বিলাস রূপ রাক্ষসীর মায়ায় বিমোহিত হইয়া, সামান্য ভ্রাতা ভগ্নীর দুঃখ দেখিয়াও দেখিতে পান না। সুখরূপ পর্ব্বতের উচ্চ-চূড়ায় উপবেশন করিয়া উচ্চদিকেই দৃষ্টি করিয়া থাকেন।

নিম্নে যে, ঘোর বিপ্লবে ধরণী প্লাবিতা হইতেছে, তাহার প্রতি দৃক্‌পাৎ ও করেন না। এবম্প্রকার বিলাস-প্রিয় ব্যক্তিগণ-যখন, শ্রেষ্ঠতার অভিমান পরিহার করত, সুদীনা ভগ্নীদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, তাহার প্রশমন জন্য সবিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন, তখন যে ভারত মাতার সৌভাগ্য সূর্য্য পূর্ব্বাশাতে দেখা দিয়াছেন, তৎপক্ষে সন্দেহ করা যায় না। যাহা স্বপ্নের ও অগোচর ছিল, তাহা যখন জীবন্ত সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইল, তখন যে ঈশ্বর আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ সংঘটনা উপেক্ষা করা বিধেয় হয় না। সকল স্থানের প্রধান২ ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম সভাকে সাহার্য্য করা সর্ব্ব-প্রকারে বিধেয়। কুলীন মহোদয়দিগের একবার ধর্ম্মেরদিকে দৃষ্টি করা উচিত। তাহাঁদের দ্বারা কত দূর অত্যাচার হইতেছে, তাহা একবার মনমধ্যে আলোচনা করুন। তাহাঁরা যদি এই সময়ে একটী-সভা করিয়া কৌলীন্য প্রথা সংশোধন পক্ষে যত্নবান হয়েন, তাহাহইলে সমাজের ও ইষ্ট-সাধন হ, এবং তাহাঁরাও প্রকৃষ্ট রূপে গৌরবান্বিত হয়েন। বাহ্যিক সম্মানে প রবর্ত্তে, তাহাঁরা প্রকৃত মর্য্যাদা প্রাপ্ত হ ন, এবং ঘৃণার ভাজন না হইয়া, সকলের অনুরাগ ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়েন। তাঁহাদের ইহা প্রনিধান করা উচিত যে, সম্মুখে তাঁহারা যে প্রকার আদরিত হউন না কেন, বিজ্ঞজনগণ মাত্রেই তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। এবং ইহাও তাহাঁদের বিবেচনা করা উচিত যে এরূপ উন্নতির সময়ে, আর এবম্প্রকার ভীষণ অত্যাচার অপ্রতিহত ভাবে বিক্রম বিস্তার করিতে পারে না এখনিই হউক কিম্বা দুই এক বৎসর পরেই হউক, ধর্ম্ম আপনার বিক্রম প্রকাশ করিবেই করিবে। এবং এ সকল অত্যাচার তিরোহিত হইবেই হইবে। এখন তাঁহাদের মান-রক্ষা তাহাঁদেরই উপর নির্ভর করিতেছে। ঈর্ষার ভাব প্রবল হওয়াতেই, সমাজ অসার হইয়া পড়িয়াছে। কোন সাহসিক পুরুষ বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি কোন মহদুদ্দেশ্য সংসাধন পক্ষে যত্নবান হইলে, তাঁহাকে উৎসাহ দেওয়া দূরে থাক, যাহাতে তাহা সুসিদ্ধ না হয়, তৎপক্ষে অনেকে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। অনেকেরই এবম্প্রকার স্বভাব যে, তাঁহারা স্বয়ং কোন কার্য্য করিবেন না, অথচ অপর

কেহ কোন কার্য্য করিতে গেলে, তাঁহার সম্মুখে কণ্টক সংস্থাপন করিবেন। অন্য কোন ব্যক্তি সুখ্যাতি ভাজন হয়েন, ইহা কোন প্রকারেই তাঁহাদের ইচ্ছা নহে। তাঁহারা উপেক্ষিত হইবেন, এবং অপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে ইহা কোন মতেই তাহাঁদের সহ্য হইতে পারেনা। তাঁহারা সদ্বিদ্বান ও জ্ঞানবান। তাঁহাদের সম্মুখে, তাঁহাদের অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণ সমাদৃত হইবে, ইহা তাঁহারা কি প্রকারে দেখিতে পারেন? কেহ কোন দূষিত সামাজিক নিয়ম তিরোহিত করিবার জন্য প্রস্তাব করিলে, অমনি-তাঁহারা তাহার বিপক্ষতাচরণ করেন। ইহার আর কোন কারণ নাই, কেবল এই মাত্র যে, এতৎপ্রস্তাব এক জন সামান্য ব্যক্তির দ্বারা উত্থাপিত হইয়াছে। যদিও এই দূষিত নিয়মটীর অনিষ্ঠকরাতে তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত আছেন তথাচ তাঁহাদের সঙ্গে অপরে যে এরূপ মহদুদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিয়া সাধারণের সুখ্যাতি-ভাজন হইবে ইহা তাহাঁদের পক্ষে শেল সম জ্ঞান হইয়া থাকে। তাঁহারা অগাধ জলে সসঞ্চরণ করেন, গম্ভীর ভাব ধারণ করেন, সামাজিক বিষয় লইয়া কেন আন্দোলন করিবেন? বড়২ গ্রন্থ তাঁহাদের আলোচনার বিষয় প্রগাঢ় ভাব পূর্ণ শ্লোক লইয়া তাঁহাদের তর্ক বিতর্ক, সামান্য কৌলীন্য প্রথা লইয়া কোথায় কি আন্দোলন হইতেছে তাহা তাঁহাদের পক্ষে গণনীয়ই নহে। আমরা অনুনয় সহকারে মহামহোপাধ্যায় ব্যক্তিগণকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা আত্মম্ভরিত পরিত্যাগ করত- প্রকৃত কার্য্যে অগ্রসর হউন। সমাজ সংস্কারকে যেন সামান্য কার্য্য বিবেচনা না করেন। তাঁহাদের কর্ত্তৃক যদি স্বদেশের কোন ইষ্ট সাধন না হইল, তাঁহাদের মহৎ নাম ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। কেবল পুস্তকের কীট হইয়া থাকিলে তাঁহারা প্রধানত্ব লাভ করিতে পারেন না। যাহাতে তাঁহাদের বিদ্যা ও জ্ঞানের ফল সাধারণে সম্ভোগ করিতে পারে তৎ পক্ষে তাঁহাদের যত্নবান হওয়া সর্ব্বোতোভাবে উচিত।

ক্রমশঃ।

---

# কালমাহাত্ম্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রথমত যথাসাধ্য বিদ্যা উপার্জ্জন করত দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া বঙ্গবাসি মাত্রে তাঁহাদিগের জন্মদিবস হইতে জনক জননীর যে অভিলাষ থাকে "পুত্র চাকরি করিয়া দুঃখ দূর করিব" সেই অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিলেন, প্রভুর মনতুষ্টি সম্পাদন করিতে কায়মনো বাক্যে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যথা সময়ে কর্ম্ম স্থলে উপস্থিত হইতে হইবে বলিয়া আহার ও প্রাতকীর্ত্তাদি কথঞ্চিৎ রূপে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, ভোগ সুখ দূর করিলেন, শারীরিক পীড়া বা মনস্তাপ ও অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন ফলতঃ প্রভুর প্রিয় হওনাভিলাষে সাংসারিক ও দৈহিক সমস্ত কার্য্যের প্রতি অযত্ন করিয়া, সমূহ আগ্রহ ও যত্ন সহকারে প্রভুর তোষামোদ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া রহিলেন। চাকরি জীবন অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান হইল এবং দাসত্ব বিনিময়ে জীবনকে এক প্রকার বিক্রয় করিলেন। ইংরাজদিগের সহিত সর্ব্বদা সহবাস করিতে গেলে, আচার, ব্যবহার, বাক্য, বেশ ও ভূষা সকলি তাহাদিগের মনোনীত করিতে হয়, সুতরাং চির প্রচলিত পিতৃ আদরিত ধুতি ও উত্তরীয় বস্ত্র আর আদর পান না। "প্যান্টুলন" চাপকান টুপী ও বুটজুতা ব্যবহার আবশ্যক হইয়া উঠিল। ধুতি চাপকান ও পাকড়ি সভ্য ও পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ জ্ঞান হয় না, বেশোপোযুক্ত ভূষণ ও আবশ্যক, অতএব "চাল না ফিরতে ফির্‌তেই চুল ফির্‌তে লাগল" নানাবিধ সুগন্ধী দ্রব্য ব্যবহৃত হইল, খবরের কাগজ ও মনতৃপ্তি সম্পাদনী "নভেল" রহস্য ও উপন্যাস পরিপূরিত ইংরাজি গ্রন্থ পাঠ্য নিরূপিত হইল। রেলওয়ে দ্বারা গমনাগমন ও যথাসময়ে কর্ম্ম স্থলে উপনীত হইতে হয় বলিয়া এক একটী ঘড়ি ও আবশ্যক, কিন্তু সকলের পক্ষে উহা সুলভ নহে, সুতরাং অর্থ অভাবে উক্ত অভাব দুরীভূত হয় না। পূর্ব্বোক্ত আবশ্যক ব্যয়েই প্রায় মাসিক বেতন শেষ হইতে লাগিল, যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহা পরি-

বার বর্গের অভাব কিরূপে দূর হইতে পারে সুতরাং কোন মাত কায়-ক্লেশে কথঞ্চিৎ রূপে গ্রাস আচ্ছাদন করিয়া অন্যান্য অভাবকে অভাব রাখিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। পীড়া বা সাংসারিক কোন বিগ্রহ উপস্থিত হইলে ঋণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই এবম্বিধায় কখনই সুপ্রতুল হয়না, চিরকালই অপ্রতুল ও ঋণ বর্ত্তমান থাকিল।

সকলের মন এক প্রকার নহে। কেহ বা আপ্ত সুখানুরাগী কেহ২ বা পরিবার সুখানুরাগী এবং কেহবা পর দুঃখ কাতর। যাঁহারা আপ্ত সুখা-নুরাগী তাঁহারা যে প্রকারে কালযাপন করেন তাহার কিয়দংশ উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে পরিবার সুখানুরাগীদিগের আচরণ এক্ষণে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। ইহাঁরা আপ্ত সুখ লক্ষ্য করেননা, পরিচ্ছদের পরিপাটী কি অঙ্গের পরিপাটী উভয়ের কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না। যে মত আয় নিরূপিত থাকে আপনার শরীর রক্ষার্থে কংকিঞ্চিৎ ব্যয় স্বীকার করিয়া পরিবার বর্গের স্বচ্ছন্দ বিধানেই সতত যত্নবান থাকেন এবং ভাবি দুঃখ নিবারনের জন্য কিঞ্চিৎ সঞ্চয়ও করেন। যাঁহারা পরিবার অনুরাগী ও পর দুঃখ কাতর তাঁহারা নিজ২ ব্যয়ের হ্রাস করিয়া প্রতি বাসীর দুঃখ নিবারনে যত্ন-বান থাকেন। ১০ টাকা হইতে ২০০ টাকা পর্য্যন্ত বেতন ভোগী ব্যক্তিদিগকে উক্ত শ্রেণী মধ্যে পরিগনিত করা গেল ধনবান ও ভাগ্য বান ব্যক্তিদিগের কথা স্বতন্ত্র। সাধারণ লোকের কথাই এস্থলে আলোচনা করা উদ্দেশ্য মাত্র। ফলত এক্ষণে আপ্তসুখানুরাগীদিগের সং-খ্যাই অধিক, পরিবার সুখানুরাগীদিগের সংখ্যা তদপেক্ষ্য ন্যূন এবং পর দুঃখ কাতর অতি বিরল।

ভাবিকালের ভাবনা এক্ষণে সকলের মনে অতিশয় প্রবল; কালে পীড়াগ্রস্থ বা কালকবলিত হইলে পরিবারবর্গ কিরূপে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিবে এই চিন্তায় চিন্তিত হইয়া সকল অভাব দূরে রাখিয়া সঞ্চয় করিতে যত্ন বান থাকেন। যে আয়ে আবশ্যক ব্যয় স্বচ্ছন্দে সঙ্কুলন হয় না, তাহা হইতে সঞ্চয় করা দুঃসাধ্য হইলেও সঞ্চয়ী ব্যক্তিরা লক্ষ্য করেননা সুতরাং বর্ত্তমান ক্লেশের প্রতি উপেক্ষা হয়। যাঁহার যে পরিমানে

উপার্জন তিনি সেই পরিমাণে সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করেন। কোম্পানীর কাগজ, "ব্যাঙ্কে" জমা, ও বিষয় খরিদ করাই সঞ্চয় শ্রেষ্ঠ, এতদ্ব্যতীত কিয়দংশ প্রিয়সীর অলঙ্কার, ও গৃহ নির্ম্মানে ব্যয় করিতে হয়, সেও অগত্যা। সাংসারিক ব্যাপার নির্ব্বাহার্থ মাসিক ব্যয় নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহারা ন্যুনাতিরেক হইলেই অনেকেই মহারুষ্ট হন। দীন, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ বা বা অপর কেহ ভিক্ষার্থী হইলে তাহাকে মুক্তকণ্ঠে উপদেশ দেওয়া হয় " দেখ তোমার শরীর যে রূপ পরিশ্রমক্ষম দেখিতেছি আজ কাল পরিশ্রম করিলে তোমার অভাব থাকে না, অতএব ভিক্ষা কেন কর শরীরের যথার্থ ব্যবহার কর ভিক্ষা করিতে হইবে না।" ইত্যাকার বাক্যজালে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিয়া থাকেন। প্রতিবাসীর মধ্যে কেহ দায়গ্রস্থ হইয়া সঞ্চয়ী ব্যক্তির নিকট সামান্য অর্থপ্রার্থনা করিলে সঞ্চয়ী ব্যক্তি অসঙ্কুচিত চিত্তে কহেন " দেখ আমার আর এক শত টাকা হইলে একখানি কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিতে পারি অতএব এক্ষণে আমার দ্বারা তোমার সাহায্য হইতে পারে না অন্যত্রে দেখ" অলঙ্কার প্রভৃতি বন্ধক রাখিয়া উপযুক্ত সুদ দিলে অনায়াসে কর্জ পাওয়া যায় নচেৎ সাহার্য্যের আশা বিফল।

যে সকল কার্য্যে ব্যয় আবশ্যক সে কার্য্য শমূহ অধুনা অনাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে স্বার্থ না থাকিলে কেহ কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেননা।

যিনি বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন ব্যয় করুন বা না করুন তিনিই যশস্বী ও সমাজে প্রধান হইয়া উঠিতেছেন। অর্থই এক্ষণে মান, জাতি, কুল, বিদ্যা, বুদ্ধি ও জীবনের সার মর্ম্ম-স্বরূপ হইয়াছে। অর্থ-অর্থ-করিয়া জগৎসুদ্ধ লোকে ব্যতি ব্যস্ত, কি রূপে উহা উপার্জন বা সঞ্চয় করিবেন এই চিন্তাতেই সকলে সর্ব্বদা চিন্তিত আছেন। অর্থের মহীয়সী মায়ায় চক্ষু লজ্জা দয়া মায়া সকলি বিসর্জ্জন দিতেছেন এবং কায়মনো চিত্তে নিরন্তর অর্থ দেবীর উপাসনা করিতে রত আছেন।

দাসত্ব স্বীকার করিয়া এত ক্লেশে ধন উপার্জন করিয়া আপনারা তো "অর্থ" "অর্থ" করিয়া দিন যাপন করিতেছে সেই অর্থ হইতে মাতা পিতা

ও পরিজনবর্গ বা কি সুখভোগ করিতেছেন ও সমাজ ও দেশাচারের কিরূপ উন্নতি হইতেছে তাহা দেখা আবশ্যক।

ক্রমশঃ।

---

## কুমার সম্ভাব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতে পর)

মহিষ মাতঙ্গ গণ্ডার প্রভৃতি মহাবল জন্তু যূথ, উত্তপ্ত পর্ব্বত গহ্বর, হইতে বহির্গত হইয়া কাতর বদনে জলাশয়ের প্রতি ধাবমান হইতেছে; কপিকুল ক্লান্ত হইয়া লতা নিকুঞ্জ তলে চিত্রিতের ন্যায় নিস্তব্ধ রহিয়াছে, সিংহের ফেনোদ্গত বিস্তারিত করাল কবলের ভয়ঙ্কর দশনাগ্র হইতে রসনা বহির্গত হইয়া বিলোলিত হইতেছে; এবং তাহার অগ্রকেশর সকল শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সম্মুখ প্রদেশে মাতঙ্গ ধাবিত হইলেও সেই শ্রান্ত পারীন্দ্র তাহার প্রতি নেত্র সঞ্চারও করিতেছে না। কোন মহাবন দাবদগ্ধ হওয়ায় তত্রস্থ ব্যাঘ্র, ভল্লুক, তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, মহিষ, গণ্ডার কুরঙ্গ প্রভৃতি প্রাণিগণ ভীতি বিস্ফারিত নয়নে ত্বরান্বিত হইয়া বনান্তর আশ্রয় করিতেছে; কেহবা দাবাগ্নিতে দেহ অর্পণ করিয়া ভস্মীভূত হইতেছে, প্রভাকরের প্রচণ্ড ময়ূখ পাতে বোধ হয় যেন দিঙমণ্ডল অগ্নিময় হইয়াছে; ঈদৃশ ভয়ঙ্কর সময়ে সেই স্মেরাননা নগেন্দ্র কন্যা দীপ্তিমদগ্নি চতুষ্টয়ের মধ্যগত হইয়া নেত্র প্রতিঘাতিনী সবিত্র প্রভাকে তিরস্কার পূর্ব্বক অনন্য দৃষ্টিতে সূর্য্যদেবকে দর্শন করিতে লাগিলেন; নিরন্তর প্রখর প্রভাকর কর সন্তাপে তাঁহার মুখমণ্ডল, কমল শ্রীধারণ করিল; মহোৎপল দলের ন্যায় কেবল তাঁহার আয়ত নয়নের বাহ্যান্ত ক্রমেং শ্যামায়মান হইতে লাগিল; অযাচিতোপস্থিত পানীয়, এবং শীত রশ্মির অংশু সকল পার্ব্বতীর পারনার নিমিত্ত হইয়াছিল, তিনি বৃক্ষ বৃত্তি ব্যতিরিক্ত অতিরিক্ত সাধন করেন নাই, তিনি পঞ্চবিধ খেচরাগ্নি এবং ইন্ধন সম্ভূত বহ্নি দ্বারা সন্তপ্তা হইলেও তপাত্যয়ে, শিক্তা মেদিনীর ঊর্দ্ধগ

বাষ্প সকল অতিরিক্ত তাপ প্রদান করিতে লাগিল, নবীন বর্ষাগমে অল্পং বারি বিন্দু প্রথমতঃ তাঁহার পক্ষ্ম সমূহে পতিত এবং একত্রিত হইয়া কোমল বিম্বাধরকে তাড়না করতঃ তাঁহার কুচদ্বয়ে পতিত ও তদীয় কাঠিন্য বশতঃ চূর্ণিত হইয়া ত্রিবলী অবলম্বন পূর্ব্বক গভীর নাভীরন্ধ্রে সঞ্চিত হইয়া পারদের ন্যায় সুশমা ধারণ করিল। ক্রমাধিন বর্ষার সম্যক আবির্ভাব হইলে আকাশ মণ্ডলে নবীন নীল নীরদ রাজি উদয় হইয়া দিনমণিকে এককালীন আচ্ছন্ন করায়, দিক সকল অন্ধকার ময়, জলদ্-জালের ঘন ঘোর গভীর গর্জ্জনে ধরণী, যেন ক্ষণে ক্ষণে কম্পিতা কুলিশ পাতের ভয়ানক শব্দে, এবং ক্ষণ প্রভার প্রভাতে, লোক সকল চমকিত, মুষল ধারায় বৃষ্টি, এবং বর্ষোৎপল সকল, পতিত হইলে নদনদী, সমূহ পরিপূর্ণ হইয়া, তীর তরুকে উন্মূলিত করত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তড়াগ, হ্রদ, প্রভৃতি জলাশয় সকল পয়ঃপ্লাবিতঃ এবং পথ সমস্ত পঙ্কিল হইয়া গেল, হস্তিযূথ প্রমত্ত, ময়ুর দম্পতী নৃত্য পরায়ণা, এবং চাতকদল অপরমানন্দিত হইল, কুরঙ্গ শাখামৃগ, প্রভৃতি পশুগণ বৃষ্টির জল প্রপাতে উদ্বেজিত হইয়া স্ব স্ব আশ্রয়ে কথঞ্চিৎ জীবন যাপন করিতে লাগিল। ধরিত্রী পরিবর্দ্ধিত তৃণ সমূহ দ্বারা শ্যামায়মানা হইলেন, কদম্ব, কুবলয়, কেতকী, কুমুদ, কুটজ, মালতী, বকুল, জাতি, প্রভৃতি পুষ্প সকল প্রফুল্ল হইয়া বনস্থল শোভিত এবং আমোদিত করিল। কদাচিৎ ঝনুঝা বায়ু বৃষ্টির ধারাকে সমস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করতঃ কোন শাখিকে আন্দোলিত, কাহার শাখাভগ্ন, কাহাকে বা একেবারে উন্মূলিত করিয়া সৃষ্টি সংহার প্রায় করিতে লাগিল। ঘন ঘটার ঘোর গভীর গর্জ্জন, বৃষ্টির বিঘাত-স্বর, পর্ব্বত বারি এবং নির্ঝরের পতন শব্দ, তটিনীর কল্লোল ধ্বনি; মাতঙ্গের বৃংহিত, ভয়-ঙ্কর হইয়া উঠিল। কোন স্থানে কেকারব, কোন স্থানে চাতক স্বর, কোন স্থানে দাত্যূহ শব্দ, কোন স্থানে ভেকের আনন্দ ধ্বনি, চতুর্দ্দিকে এই সকল ভিন্ন আর কিছুই শ্রবণ গোচর হয় না। রজনীতে শশধর এবং অসংখ্য প্রদীপ্ত হীরক খণ্ডের ন্যায় নক্ষত্র সকল, প্রায় মেঘাবৃত হইয়া আর নেত্র গোচর হয় না। কেবল মসীময় সাগরে যেন অসংখ্য জলচর জ্যোতিঙ্গন-

গণ, ভাসমান হইয়া স্বোদর-বর্ত্তি চঞ্চল দীপ্তি দ্বারা নয়নের প্রত্যক্ষ হই-তেছে। জন্তুগণ বৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঝন্ঝা বায়ু এবং অশনি পতন ভয়ে ভীত হইয়া কোন মতে কালাতিপাত করিতে লাগিল। অনিকেত-বাসিনী-নগনন্দিনী, প্রান্তরে ঈদৃশ সবাত-বৃষ্টি সহ্য করতঃ শিলা শায়িনী হইয়া, দিবা যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন, রজনী যেন তাঁহার মহাত-পের সঙ্গিনী হইয়া তড়িন্ময়-নয়ন উন্মীলন করতঃ পার্ব্বতীকে অবলোকন করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে শিশির সমাগম হইলে, সকলে গুরু বসনে অঙ্গাচ্ছাদন করিয়াও সবাত শীতস্পর্শে সঙ্কুচিত হইয়া, শীৎকার দ্বারা তাহার অসহ্য ক্লেশ ব্যক্ত, কেহবা অগ্নি সেবা করিতেছে; জন্তুমাত্র শীতে অত্যন্ত কাতর হইতে লাগিল; নগেন্দ্র-নন্দিনী, বদ্ধ নীহারের ন্যায় হিমতম জল রাশিতে গলদেশ পর্য্যন্ত নিমগ্ন করিয়া ধর্ম্মচিন্তা করিতে লাগিলেন; তুহীন প্রহারে কমল সকল সংহার হইলে, শোভাহীন সলিলে পার্ব্বতীর কম্পিতাধর মুখ মণ্ডলের সংযোগ হওয়ায় বোধ হইল যেন, সচঞ্চল দল একটি সহস্রদল মহোৎপল ফুল্লদলে দিবা বিভাবরী বিরাজিত রহিয়াছে। দিবাত্যয়ে চক্রবাকমিথুন, বিযুক্ত হইয়া পার্ব্বতীর সমীপে কাতর স্বরে স্ব স্ব পরিদেবন ব্যক্ত করিলে, তিনি কোন মতে তাহাদিগের মিলন করিয়া দিতেন, ক্রমা-ধীন তিনি কঠিন ব্রতাবলম্বন করায় তাঁহার সখীদ্বয় অত্যন্ত ভীত হইলেন, পূর্ব্বে স্বতশ্চ্যুত পল্লবের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আস্বাদ গ্রহণ করিতেন, ক্রমে ক্রমে তাহাও পরিত্যাগ করিলেন, তদবধি তাঁহার নাম অপর্ণা হইল। অপর্ণা তোয়াগ্নি মধ্য-বাস ব্রতাদি দ্বারা মৃণালপেলব শরীর কর্ষণ করিয়া মুনি-গণের কঠিন দেহ সম্পাদিত তপঃসমাধিকে অত্যন্ত অধস্থ করিলেন; একদা পার্ব্বতী, জপ করিতেছেন, জয়া এবং বিজয়া নিকটে বসিয়া আছেন, ইতি মধ্যে এক কৃষ্ণমৃগাজিন এবং পলাস দণ্ডধারী প্রৌঢ় বচনশালী, ব্রহ্মতেজঃপ্রদীপ্ত জটাভারসম্পন্ন অপরিচিত ব্রহ্মচারী, আসিয়া পার্ব্বতীর তপোবনে উপস্থিত হইলেন; অতিথিসাধ্বী উমা, বহুমান পূর্ব্বক আসন এবং সাদর সৎকার দ্বারা আতিথ্য প্রদান করিলে, ব্রহ্মচারী তাঁহার আসন পরিগ্রহ, বিধানানুষ্ঠিত আতিথ্য স্বীকার এবং ক্ষণকাল বিশ্রাম পূর্ব্বক

অবিলাস নয়নে পার্ব্বতীকে অবলোকন করিয়া ক্রমে ক্রমে মনোগত বাক্য সকল বলিতে আরম্ভ করিলেন; কহিলেন হে তপোবৃদ্ধে, তোমার আশ্রমে হোমাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান নিমিত্ত সমিদ্, দর্ভতৃণ, এবং অবগাহন যোগ্য জলাশয়, সুলভ ত? তুমি ত স্বীয় শক্ত্যানুসারে তপঃকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ? ইহাতে তোমার দেহ পীড়ন ত হয় না? যেহেতু দেহ, মন রাগ, বুদ্ধি, ধনাদির অন্যতম দ্বারা ধর্ম্মলাভ হইতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যে দেহই মুখ্য, দেহ সুস্থ থাকিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ, এই চতুবর্গই সুখ সাধ্য হয়। শ্রুতি কহিয়াছেন, সতত আত্মাকে রক্ষণ করিবে। তুমিত তাহার অন্যথাচরণ কর না? তপস্বিনি, তুমি জল সেচন দ্বারা যাহাদিগকে পল্লবিত এবং পরিবর্দ্ধিত করিয়াছ, সম্প্রতি সেই বল্লীসকল, প্রবাল দ্বারা তোমার স্বভাবরক্ত রদনচ্ছদের তুলনায় স্থূল হইয়াছে, এই সমস্ত হরিণ প্রণয় প্রকাশ পূর্ব্বক তোমার করগত দর্ভতৃণ ভোজনে পরিতুষ্ট, তুমিত ইহাদিগের প্রতি স্নেহ প্রকাশ কর? তোমার আয়ত চঞ্চল নয়নের সাদৃশ্য হরণ করিয়াছে বলিয়া কুরঙ্গগণের প্রতি ঈর্ষাভাব প্রকাশ করে না? উহার দর্শনে সুন্দরাকৃতি কদাপি গুণশূন্য হয় না, এই লোক প্রবাদের অব্যভিচার অদ্য প্রত্যক্ষ হইল। তোমার সদ্বৃত্ত সন্দর্শন করিয়া মুনিগণও তদ্রূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন। হিমবান্ তোমার অনাবিল চরিত দ্বারা যেমন সবংশে বিসুদ্ধ হইয়াছেন, সপ্তর্ষি হস্ত বিক্ষিপ্ত বলি সমূহ এবং অন্তরীক্ষ হইতে বিচ্যুত সুরনদীর নীরনিবহ দ্বারাও তদ্রূপ পবিত্র হন নাই; তুমি হিমালয়ের পুণ্যসংহতির ন্যায় উদয় হইয়াছ। ভাবিনি, ত্রিবর্গ মধ্যে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, ইহা মনে করিয়া আমি সেই ধর্ম্মের আশ্রিত হইয়াছি; কিন্তু অদ্য তাহার উৎকৃষ্টতার বিষয়ে, সম্যক প্রতীতি হইল, যে হেতু তুমি অতুল বিষয় সম্পদ সত্ত্বেও তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম্মকে অবলম্বন করতঃ তাহারি পরিচর্য্যা করিতেছ।

ব্রহ্মচারী এই রূপে পার্ব্বতীর রূপগুণের বহু প্রসংশা করিয়া কহিলেন, দ্বিজাতি প্রযুক্ত অন্তঃকরণের চঞ্চলতাই সর্ব্বদা উপস্থিত হয়, ক্ষমা করিবে; হে সন্নতগাত্রি তুমি স্বয়ং অসাধারণোপহার দ্বারা

আমার অর্চনা করিয়াছ, অতএব সম্প্রতি আমার অন্যতর ব্যক্তিকে বন্ধুত্বে বরণ করিতে পার না, পণ্ডিতগণ কহেন, সাধুদিগের পরস্পর সঙ্গত সখ্য সপ্ত পদোচ্চারণমাত্রই সিদ্ধ হয়, তোমার সৎকার প্রয়োগ বচন দ্বারাই তাহা পরিলব্ধ হইয়াছে ; হে তপোধনে, যদি গোপন না কর, তবে আমি এই প্রস্তাবে কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করি ; অবহিতা হইয়া শ্রবণ কর। তুমি হিরণ্য গর্ভ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমার মধুরাকৃতি ত্রিলোক সৌন্দর্য্যের ন্যায় উদয় হইয়াছে, তোমার ঐশ্বর্য্য সুখ অন্বেষণ করিতে হয় না, তুমি নবীন যৌবন সম্পন্না, অতএব ইহার পর তপঃফল আর কি আছে, পতি ব্রতা রমণীগণ, ভর্ত্রাদিকৃত অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়াই এই রূপ তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হয়েন, কিন্তু অন্তঃকরণকে বিচারমার্গে প্রস্থাপিত করিলে তোমাতে সেই অবমাননার সম্ভাবনাই হয় না, কিন্তু তোমার আকৃতি তদ্রূপ শোকমলীমসী দেখিতেছি ; শোভনে, তুমি স্বীয় পিতার নিকট অনাদৃত নহ, তুমি রাজকন্যা, অন্য দ্বারাও তোমার অবমাননা অসম্ভব, কারণ কোন্ ব্যক্তি জীবনাশা বিসর্জ্জন করিয়া ফণি শিরোমণি গ্রহণ নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করিয়া থাকে? হে কৃশোদরি তুমি কি নিমিত্ত যৌবন কালে মহামূল্য বসন ভূষণ বিমোচন করিয়া বার্দ্ধক্য শোভি বল্কল ধারণ করিয়াছ ? তুমিই বল দেখি ? অসংখ্য প্রদীপ্ত নক্ষত্র এবং শশধর মণ্ডিত প্রদোষ সময়ে সূর্য্যদেব কি উদয় হইয়া থাকেন ? যদি স্বর্গ কামনায় ঈদৃশ সমাধি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাক, সে বৃথা শ্রম মাত্র, কারণ তোমার পিতৃসম্বন্ধীয় প্রদেশ সকল দেবগণের নিবাস ভূমি, অতএব তাহাই ত স্বর্গ—অথবা যদি মনোমত পতি পাইবার প্রার্থনা করিয়া থাক, সেও অযুক্তি যুক্ত। কারণ চন্দ্রাননে, রত্ন, কখন কাহার অন্বেষণ করে না, সকলে রত্নেরি অন্বেষণ করিয়া থাকে ; জটিল বাগ্‌ভঙ্গি দ্বারা পার্ব্বতীর সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে অচল বালা, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন ; তপোধন কহিলেন পার্ব্বতি যদিও তোমার উত্তপ্ত নিশ্বাস বায়ু দ্বারা জানিলাম তুমি অবশ্যই বরাভিলাসিনী, তথাপি তদ্বিষয়ে সন্দীহান হইতেছি। কারণ হে অশেচনে, তুমি ত্রিলোক সুন্দরী, তোমার প্রার্থনার যোগ্যপাত্র আমিত দেখিতে পাই না, যদি কেহ

থাকেন তিনি দুর্লভ কখনই হইতে পারেন না। কি আশ্চর্য্য, তোমার ঈপ্সিত ব্যক্তি কি কঠিন! তোমার কর্ণোৎপল শূন্য নিরুপম কপোল দেশে পিঙ্গলবর্ণ লম্বিত জটা সকলের সমাগম দৃষ্ট করিয়াও সে কি ব্যথিত হয় না! নিশ্চয় তাহার হৃদয় পাষাণময় হইবে, চান্দ্রায়ণাদি মুনি ব্রত দ্বারা তোমার শরীর কৃশীকৃত, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ময়ূখ পাতে ভূষণ স্থান সকল শ্যামীকৃত, এবং দিবাতন চন্দ্রকলার ন্যায় তোমার মলিনাকৃতি, অবলোকন করিয়া সচেতন কোন্ জন পরিতাপিত না হয়! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমার সেই চিত্তচোর সৌভাগ্য মদে অবশ্যই বিপ্রলব্ধ হইয়াছে; নতুবা অবিলম্বে আসিয়া স্বীয় বক্তকে তোমার অরাল পক্ষ্ম বিলাস নয়নের চিরলক্ষ্য করিয়া রাখিত। তপশ্চারিণি, তুমি কত দিন এরূপ তপক্লেশ সহ্য করিবে, প্রথমতঃ তোমাকে দর্শন মাত্র আমার অন্তঃকরণ যেমন পরিতুষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে তদ্রূপ খিন্ন হইতেছে; আমার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সম্পাদিত ভূরি তপ, সঞ্চয় আছে, সন্তোষ পূর্ব্বক তদীয়ার্দ্ধাংশ তোমাকে প্রদান করিতেছি তুমি স্বোপার্জ্জিত এবং মদ্দত্ত তপ দ্বারা স্বীয় চিত্তবল্লভ প্রিয়বর কে পরিলাভ কর; তোমার প্রার্থিত ব্যক্তি কে! তিনি সাধু হইলে আমিই তাহাতে সম্মতি প্রদান করিব, তেজস্বান্ তপস্বী, স্বজনের ন্যায় এবম্বিধ প্রিয়বাক্য কহিলে, পার্ব্বতী লজ্জাবনতমুখী হইলেন, এবং আপনার মনোগত ভাব স্বয়ং তাপসের নিকট ব্যক্ত—করিতে নাপারিয়া, সমীপবর্ত্তিনী সখীর প্রতি আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে ইঙ্গিত করিলেন। জয়া উমার আদেশানুসারে কহিতে লাগিলেন; হে তপোধন, আপনার সমাগমে এবং প্রিয় বচনে আমরা সকলেই পরমানন্দিত হইয়াছি, প্রভো, আমাদিগের ভর্তৃদুহিতার বিষয় ব্যক্ত করিলে যদি পরিতুষ্ট হন, আমি বলিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। যাহার নিমিত্ত প্রিয়সখী কমলিনীর ন্যায় আদিত্য দেবের তীব্রোত্তাপ সহ্য করতঃ সর্ব্বদা সমাধির কঠোর ক্লেশ করিতেছেন; সাধো, মানিনী মহেন্দ্র প্রভৃতি দিক্‌পাল দেবগণের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া স্মরারি দেবদেব পশুপতির পাণি পীড়নে মানস করিয়াছেন; যৎ কালীন, কন্দর্প স্বীয় অধিজ্য চাপে শরার্পণ করিয়া মহাদেবের প্রতি নিক্ষেপ

করেন, তৎকালীন রুদ্রের ভয়ানক হুঙ্কার শ্রবণে স্তব্ধ হইয়া, কামশর, পুরারিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী এই কোমলাঙ্গীর শরীরে দৃঢ় প্রহার করিল, তদবধি বালা প্রখর স্মর শরাতুরা হইয়া অজ্ঞান প্রায় হইলেন ; ক্ষণ কালের নিমিত্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া মদনানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন, আমরা সজল নলিনীদলে, কখন বদ্ধতুসারময় হিমতম শিলাতলে, প্রিয় সখীকে শয়ন করাইয়া অঙ্গে ঘৃষ্ট উশীর, চন্দন, মৃণাল প্রভৃতি পরিলেপন করিয়া ব্যজন সঞ্চালন করিতাম, কোন মতে সুস্থির হইতেননা ; কেবল সেই চন্দ্রশেখরের কথা প্রসঙ্গ হইলে, কিঞ্চিৎ সুস্থ হইতেন, কোন সময়ে প্রিয়সখী নির্জ্জনে বসিয়া সেই দেবের গুণ গ্রাম গান করিতেন, তখন ইহার নয়ন দ্বয় বাস্পাকুল, এবং বাক্য সকল স্খলিত হইয়া আসিত, ইহাকে হরচরিত গান জনিত মদন বেদনায় কাতরা দেখিয়া সমবয়স্ক কিন্নর রাজ কন্যাগণ, নয়নজল সম্বরণ করিতে পারিতেননা, দিবাবসানে শয়ন করিয়াও সেই দেবের রূপগুণ চিন্তা করিতেন, নিদ্রা কোন প্রকারে নয়নাশ্রয় করিতে পারিতনা ; নিশাবসান সময়ে অক্ষি পুট ক্ষণ কাল নিমীলিত হইলে অমনি কহিতেন হে নীলকণ্ঠ অধিনীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় পলায়ন কর, ইত্যাকার অলক্ষ্য বাক্য ব্যক্ত করিয়া সেই স্বপ্ন জাত সেই অসত্যভূত ভগবানের কণ্ঠদেশে বাহুলতাকৃত বন্ধনার্পণ প্রায় হস্ত দ্বয়ের ভঙ্গী করিতেন ; এবং এক এক দিবস, নির্জ্জনে তুলিকা লইয়া রঞ্জিত দ্রব্য দ্বারা সেই বালেন্দুমৌলীর অনুরূপ উদ্ভাষিত করতঃ নিমেষ শূন্য নয়নে চিত্রিত রূপের প্রতি, অনন্য দৃষ্টি হইয়া কহিতেন হে ভগবন্, পুরাবিৎ সকলে তোমাকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, অতএব তোমাতে নিতান্তানুরাগিনী অভাগিনীর নয়নের অতীত থাকা উচিত নহে, প্রভো, অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি আপনার চরণারবৃন্দের নিতান্ত স্মরণাগতা হইয়াছি। অচল নন্দিনী এরূপে প্রণয়ানুরাগিণী হইয়া অত্যন্ত বিধুরা এবং পাগলিনী প্রায় হইলেন ; কোন প্রকারে অস্থির চিত্তকে আয়ত্ত করিতেন না, জ্ঞানের কি গম্ভীর স্বভাব, ইঁহার অন্তঃকরণ প্রথমতঃ অবাধ্য হইলেও কিয়ৎকাল গতে স্বতই সুস্থির হইল ; তখন ইঁনি বিবেচনা করিলেন তাদৃশ

ঈশ্বরের সমাগম লাভ সমাধি ব্যতীত উপায়ান্তর সাধ্য নহে; ইহা নিশ্চয় করিয়া স্বপিতার অভিমতানুসারে, তপশ্চরণে এই বনে আগমন করিয়া অবস্থান করিতেছেন; সাধো, প্রিয়সখী যাহাদিগকে রোপণ করিয়া সলিল সেচনদ্বারা সম্যক্ পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন, তৎসাক্ষী সেই সকল শাখীতে সম্প্রতি ফলভার দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু পার্ব্বতীর মনোরথ বীজের ফলাশা দূরে থাক, অদ্যাপি তাহা অঙ্কুরোন্মুখও হইল না। আমরা তপঃকৃশা ভর্ত্তৃদুহিতাকে অবলোকন করিয়া, কেবল অশ্রুপাত করিতেছি, জানিনা, সেই মৃত্যুঞ্জয় কবে ইহাঁর প্রতি সদয় হইবেন; হে তপোধন সুরপতি, দয়া প্রকাশ না করিলে, অবগ্রহ পীড়িতা সীতার সন্তোষের বিষয় আর কি আছে, আমরা নিরন্তর সেই চন্দ্রশেখরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি, জয়া পার্ব্বতীর সমাধি বৃত্তান্ত আদ্যন্ত বর্ণন করিলে, ব্রহ্মচারী তাহা শ্রবণ করিয়া এককালীন হাস্য করিয়া উঠিলেন, এবং হর্ষোৎফুল্ল নয়নে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, অয়ি বালে তোমার প্রিয় সখী যাহা কহিলেন তাহা কি সত্য, না আমার নিকট উপহাস করিলেন, তচ্ছ্রবণে পার্ব্বতী আর মৌনাবলম্বনে থাকিতে পারিলেন না, সুতরাং দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী সকল মুকুলিত করিয়া স্ফাটিকাক্ষ মালা গ্রহণপূর্ব্বক পরিমিত পবিত্র বাক্যে বর্ণীকে কহিলেন; হে বেদবিদ্বর, আপনিত মদীয় বিষয় অবগত হইয়াছেন আমি শিবরূপ সমুন্নত স্থান আক্রমণ নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছি, যদিও আমার তদুপযুক্ত তপঃপ্রভাব নাই, তথাপি, তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। কারণ, কামনার অবিষয় কিছুই নাই, সে আপনার শক্ত্যানুসারে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। বর্ণী কহিলেন আমি সেই ভূতনাথকে বিলক্ষণ জানি, যিনি একবার তোমার মনোরথ ভঙ্গ করিয়া দেন, কি আশ্চর্য্য? তুমি আবার তাঁহার নিমিত্ত এত যত্ন করিতেছ, তুমি কি জাননা? যে—নিয়ত অমঙ্গলাচরণে রত, তাহার অনুসরণে কোন মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, বিবাহকালীন যখন সেই মাদকোন্মত্ত বরপাত্র, স্বীয় বলয়ীকৃত ভুজঙ্গ হস্তদ্বারা তোমার বিবাহ সূত্রবদ্ধ কমনীয় করপদ্ম গ্রহণ করিবে, তখন সেই সর্পভূষিত ভয়ঙ্কর হস্তে তুমি কি করার্পণ করিতে পারিবে? তুমি স্বয়ং পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ,

বিবাহানন্তের বরবধূর বস্ত্রান্তে গ্রন্থি প্রদান করিতে হয়, মহাদেবের পাণি পীড়নে তাহা কি প্রকারে হইবে, কারণ তোমার বিবাহের মহামূল্য মনোহর ক্ষৌম দুকূল, এবং নৃকপালধারীর পরিধেয় শোণিত বিন্দু বর্ষি হস্তি চর্ম্ম, এতদ্বয়ের সংযোগ বন্ধন কখন কি হইতে পারে; শোভনে, তোমার অলক্ত রাগ রঞ্জিত কোমল চরণ দ্বয়ের গতিচিহ্ন সকল, সুরম্য হর্ম্ম্যতলে কুসুম সমাকীর্ণ নির্ম্মল কোমল শয্যাতেই শোভন পর, তাহাকে তুমি চিকুর বিকীর্ণ প্রেতভূমির সম্পদ কিপ্রকারে করিবে, ইহাত শত্রুতেও ইচ্ছা করেনা; তুমি ত্রিলোচনের বক্ষস্থল আলিঙ্গন পূর্ব্বক, চন্দন কুংকুম, ইত্যাদি সুগন্ধি বস্তুচয়ের স্থানভূত স্বীয় কুচদ্বয়কে ধূসর করিবে ইহার পর আর অযুক্ত কি আছে; হে হিমালয় বালে আদৌ এই একটি তোমার বিড়ম্বনার নিমিত্ত হইবে, বিবাহান্তে কোথায় তুমি কুঞ্জর রাজ কর্ত্তৃক আহরণীয়া হইবে, তাহা না হইয়া বৃদ্ধ বৃষভের পৃষ্ঠদেশে উপবিষ্ট হইয়া গমন করিবে, তুমি,—স্বয়ং বল দেখি তৎকালীন তোমাকে দেখিয়া মহাজনগণ কি হাস্য করিবেন না? পূর্ব্বে কুমুদ বান্ধবের চরমকলা, ধূর্জটির ললাট দেশে গমন করিলে কেবল তিনিই শোচনীয়ছিলেন, সম্প্রতি সকলের নয়নর আনন্দ দায়িনী কৌমুদী স্বরূপিণী তুমি সেই দেবের সমাগম প্রার্থনা করায় উভয় বস্তু শোকের নিমিত্ত হইল। হে চারুশীলে দেখ, বিবাহ সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ কালীন, অতিইতর লোকেরও পাত্রের রূপ, গুণ, পিতা, মাতা, বংশ, বিত্ত ইত্যাদি না দেখিয়া কন্যাদান করে না; তোমার সই মহাদেবে ইহার কি আছে; বিরূপাক্ষতেই তাঁহার যেরূপ শরীর সৌন্দর্য্য তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে; অজ্ঞাত জন্ম দ্বারাই তাঁহার পিতা, মাতা, এবং বংশের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে; তাঁহার যত সম্পদ তাহা তিনি দিগম্বর হওয়াতেই বোধ হইতেছে; হে বাল মৃগাক্ষি, তুমি এরূপ মানস কেন করিলে? অবিলম্বে স্বীয় অন্তঃকরণকে এই অনিষ্ট মনোরথ হইতে নিবৃত্ত কর; সেই পিনাকী শ্মশান বাসী, তুমি রাজনন্দিনী, তাহার সহিত তোমার উদ্বাহ হইবে ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? সাধু ব্যক্তিরা কি শ্মশান শঙ্কুতে কখন বৈদিকী যূপ সৎক্রিয়া করিয়া থাকেন? দ্বিজাতির বদন হইতে এবম্প্রকার প্রতিকূল বাক্য উদ্‌গত হইলে, পার্ব্বতীর হৃদয়ে

ক্রোধোদয় হইল; তাঁহার অধর কম্পিত, এবং উপান্ত রক্ত বর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ভ্রূদ্বয় সঙ্কোচ পূর্ব্বক অন্য দৃষ্টি করিয়া কহিতে লাগিলেন; তুমি পরমার্থ দ্বারা ভগবান্ ভূত পতিকে জানিতে পার নাই, তোমার চিত্ত অজ্ঞান ময় তাহা না হইলে এরূপ বিরুদ্ধ বাক্য কেন কহিবে; মূঢ় ব্যক্তিরাই মহাত্মা দিগের অসামান্য অচিন্তনীয় চরিত বিষয়ে সর্ব্বদা বিদ্বেষকরিয়া থাকে। বর্ণিনি শ্রবন কর; লোক সকল বিপদ্ প্রতীকার, এবং ঐশ্বর্য্য কামনায় মঙ্গলের আরাধনা করে; যিনি জগতের শরণ্য স্বয়ং নিরভিলাষ, তৎ সম্বন্ধে ঐ সকল আশাদূষিতান্তঃকরণবৃত্তি বৃথা মাত্র, তিনি স্বয়ং অকিঞ্চন হইয়া সম্পদ্ সকলের প্রসব, শ্মশান বাসী হইয়া ত্রিলোকের অধীশ্বর, এবং ভীমরূপ হইয়া শিবরূপে খ্যাত হইয়াছেন, তাঁহার যাথার্থবিদ্ ব্যক্তি, দুর্লভ, পরমেশ্বরের লৌকিকালৌকিক ভূষণ নাই, তাঁহার অঙ্গ বিভূষণ কিম্বা ফণিগণ দ্বারা ভূষিত হউক, গজাজিন অথবা ক্ষৌম বসন পরিধান করুন, এবং ব্রহ্মশিরঃ কপাল শেখর, বা ইন্দু মৌলী হউন, তাঁহার অষ্ট মূর্ত্তিতে সকলি সম্ভব। পরমেশ্বরের ভূষণের অবধারণ নাই, তাঁহার বিভূতি লিপ্তাঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া যে সকল চিতাভস্ম পরিলাভ হয়, তাহা কেবল বিশুদ্ধির নিমিত্ত, নতুবা পশুপতি যখন নৃত্য পরায়ণ হন, তখন অভিনয়দ্বারা তাঁহার অঙ্গ হইতে চিতাভস্মরজঃ পতিত হইলে সুরেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ অমনি মস্তক অবনত করিয়া সেই সকল ভ্রষ্টরজঃ ধারণ করিবেন কেন? বৃষ বাহন এবং নিস্ব হওয়ায়, যদি তিনি দেব পদবাচ্য নহেন, তবে শচীপতি মত্ত দিগ্বারণ পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আগমন করতঃ সেই দরিদ্র বৃষগামী বামদেবের চরণে মস্তক সংযোগ পূর্ব্বক শিরঃস্থিত মন্দার কুসুমের পরাগ দ্বারা তাঁহার চরণাঙ্গুলী সকল কেন রক্তবর্ণ করিয়া থাকেন? অতএব তিনি ইন্দ্র হইতে কত শ্রেষ্ঠ বিবচনা কর, তুমি স্বীয় দুষ্ট চেষ্টা দ্বারা শিব নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইলেও, অজ্ঞাত জন্ম এই সাধু বাক্যটি স্বতই নির্গত হইয়াছে, বল দেখি! সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তিরা, যাঁহাকে কারণ বলিয়া ব্যখ্যা করেন, সেই পিতামহও ত আত্মভূ; অতএব ঈশ্বরের জনন মরণাদি আশঙ্কাই কলঙ্কের চিহ্ন; বিবাদে প্রয়োজন নাই। তুমি তাঁহাকে যেরূপে জানি-

য়াছ, তোমার সেই জ্ঞান চিরন্তনের নিমিত্ত হউক; আমার অন্তঃকরণ তাঁহার প্রতি যে রূপ নিমগ্ন হইয়াছে তাহাই থাক, অন্তঃকরণ বৃত্তি, কখন লোকাপবাদে ভীত হয়না; সখি ঐ মানবককে নিবারণ কর, ঐ দেখ, ও, আবার কি বিবক্ষু হইয়াছে; উহার উত্তরাধর পুনস্ফুরিত হইতেছে; সখী যে ব্যক্তি মহতের অপভাষণ করে কেবল সেই কলুষিত হয় তাহা নহে, অপভাষণ ব্যক্তির নিকট যাহারা শ্রবণ করে তাহারাও নিরয়-গামী হয়। অতএব আর এস্থানে অবস্থানের প্রয়োজন নাই, ইতি বাদিনী নগেন্দ্র নন্দিনী যেমন গমন করিবেন, ব্রহ্মচারী মেধাবী দেবাদিদেব মহাদেব, তৎক্ষণাৎ স্বরূপ ধারণ করিয়া, সহাস্য বদনে বাহুদ্বয় বিস্তার করতঃ সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। যেমন অগ্রপথে মহাগিরি, ব্যবস্থিত থাকিলে তাহার অবরোধ দ্বারা বেগশালিনী তটিনীর গতির ব্যাঘাত হয়, তদ্রূপ পার্ব্বতী আর গমন করিতে পারিলেন না; সম্মুখে চির প্রার্থিত বামদেবের পবিত্র মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া, তাঁহার শরীর কম্পিত, এবং স্বিন্ন হইতে লাগিল; স্থানান্তর গমন জন্য যে চরণ উচ্চরণ করিয়াছিলেন, তাহা তখন তদ্রূপই থাকিল। হে অবনতাঙ্গি স্থানান্তর গমনের প্রয়োজন কি, তোমার অনাবিল তপঃদ্বারা অদ্যাবধি আমি তোমার ক্রীতদাস হইলাম; শোভনে, স্থিরা হও—দেবদেবের তাদৃশ বচন শ্রবণে আশাফলবতী পার্ব্বতী তৎক্ষণাৎ তাদৃশ তপঃক্লেশ একদা বিস্মরণ হইলেন। অনন্তর লজ্জা বশত বদনে গদ্‌গদবচনে সমীপ বর্ত্তিনী সখিকে কহিলেন বয়স্যে তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, বল, পর্ব্বতাধিপতি হিমবান্ আমার দাতা অতএব তৎকর্ত্তৃক দীয়মানা হইলে অধিনীকে পরিগ্রহ করা মহানুগ্রহের নিমিত্ত হয় ইহা বলিয়া বাসন্তিক কোকিল কূজিতা চূতযষ্টির ন্যায় চন্দ্রশেখরের প্রতি পরমাসক্তা হইয়া তাঁহার নিকটে থাকিলেন, জয়া ধূর্জ্জটির নিকট স্বীয় ভর্ত্তৃদুহিতার মানস প্রকাশ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইয়া কথঞ্চিৎ পার্ব্বতীকে পরিত্যাগ করতঃ মনে মনে অঙ্গিরাদি সপ্তর্ষির স্মরণ করিতে লাগিলেন, ঋষিগণ স্ব স্ব প্রভা মণ্ডল দ্বারা ব্যোম প্রদেশ সুপ্রকাশ করতঃ অরুন্ধতীর সহিত বিরূপাক্ষের প্রত্যক্ষ হইলেন, তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত

তটস্থ কল্পবৃক্ষ সকলের বিচ্যুত মনোহর কুসুম সমূহ দ্বারা সুন্দরীভূত এবং দিগ্‌বারণ গণের মদগন্ধে সুরভীকৃত সুরতরঙ্গিনীর নির্ম্মল সলিলে অবগাহন করায় তাঁহাদিগেরশরীর সমুজ্জ্বল কণ্ঠে মুক্তাময় যজ্ঞসূত্র, কটীদেশে হৈমবল্কল, হস্তে রত্নময় অক্ষমালা, সূর্য্যদেবেরও বন্দনায়, কল্পান্তেও অবিনাশী, তপঃ পরিপাক শালী, প্রারব্ধ ভোগী ? ব্রহ্মসৃষ্টার-সৃষ্ট সৃষ্টি কারী, বানপ্রস্থাশ্রমী-এবম্ভূত ঋষিগণ মধ্যে সাক্ষাৎ তপঃসিদ্ধির ন্যায় পতিব্রতা অরুন্ধতী স্বপতি বসিষ্ঠ ঋষির চরণে নয়নার্পণ করিয়া ভূয়সী শোভা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ভগবান্ বামদেব ঋষিগণ এবং অরুন্ধতীকে সমান সাদরে দর্শন এবং সম্ভাষণ করিলেন অরুন্ধতীকে অবলোকন করিয়া দার পরিগ্রহের নিমিত্ত তাঁহার অন্তঃকরণে বহুতর যত্নের উদয় হইতে লাগিল, সাঙ্গবেদবাদী ঋষিগণ জগদ্‌গুরু ধূর্জ্জটির চরণ দর্শনে পুলকিত হইয়া তাঁহার পাদ বন্দনা করত স্তব করিতে লাগিলেন—ভগবন্ আমরা বিধিবৎ যে সকল বেদাধ্যয়ন করি অগ্নিতে বিধানানুষ্ঠিত যে সকল হোম কার্য্য সম্পন্ন করি, এবং চান্দ্রায়নাদি ব্রত দ্বারা যে সকল তপশ্চরণ করি তাহার ফল অদ্য পরিপক্ক হইল যেহেতু আমরা মনোরথের অবিষয় তোমার মনোবিষয় হইয়াছি ভগবন্ যাহারা তোমাকে অন্বেষণ করে তাহারা ধন্যরূপে গণ্য হয় আমরা সেই ব্রহ্মযোনি তোমার অন্বেষ্য হইয়াছি অতএব আমাদিগের ভাগ্যের সীমা নাই নাথ আমরা চন্দ্রসূর্য্য হইতে উচ্চস্থানে অবস্থান করি সত্য, কিন্তু ভবদনুগ্রহে অদ্যাবধি অর্কেন্দু হইতে অত্যুচ্চতর হইয়া স্ব স্ব আত্মাকে মহান্ করিয়া মানিলাম যেহেতু মহাজন কর্ত্তৃক সমাদৃত হইলে স্বগুণের অস্তিত্ব বিষয়ে বিশ্বাস জন্মে প্রভো ভবদনুধ্যানে আমাদিগের যেরূপ সীমাশূন্য সন্তোষের উদয় হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য, কারণ আপনি অন্তরাত্মা, আপনার অগোচর কিছুই নাই, সকলের মানসিক বিষয় জানিতেছেন; কিন্তু নাথ দুঃখের বিষয় এই আমরা নয়ন দ্বারা আপনাকে সম্যক্ প্রত্যক্ষ করিতেছি কিন্তু পরমার্থতঃ তোমার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিতেছিনা।

(ক্রমশঃ।)

প্রাপ্ত।

বিক্রমোর্ব্বশী।

---

প্রথম অঙ্ক।

---

নান্দী। (১)

বেদান্তেতে ঋষিগণ, যাঁকে একমাত্র কন,
যিনি ব্যাপ্ত ভুবন গগন।
ঈশ্বর অক্ষরত্রয়, যাঁতে নিষ্ঠ অন্যে নয়
যোগিগণ মুদিয়া নয়ন॥
প্রাণাদি সংযম করি, যাঁর নাম হৃদে ধরি,
অন্তরে করেন অন্বেষণ।
দৃঢ়ভক্তি সাধ্য যিনি, কল্যাণ করুন তিনি,
দেব দেব পার্ব্বতীরমণ॥

(১) সংস্কৃত কবিগণ নাটকারম্ভে যে মঙ্গলসূচক বাক্য কহেন, তাহার নাম নান্দী।

(২) এস্থানে মহাকবি কালিদাস শিবকে এক পুরুষ অর্থাৎ সকলের কারণ বলিয়া বর্ণন করেন।

(৩) প্রাণাদি, প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, এ কয়টী শরীরস্থ বায়ুর নাম। যোগিগণ ধ্যানকালে উহাদিগকে ক্রমেং বদ্ধ করিতে অভ্যাস করেন। উহারা বদ্ধ হইলে তাঁহারা তালুতে জিহ্বা সংলগ্ন করিয়া স্থাবর বস্তুর ন্যায় ধ্যানস্থ হইয়া থাকেন।

প্রাণ হৃদিস্থ বায়ু, অপান গুহ্যদেশীয় পবন, সমান শরীরস্থ ধাতু সম্বন্ধীয় বায়ু উদান কণ্ঠস্থ বায়ু, ব্যান শরীরস্থ পঞ্চবায়ুর অন্তর্গত বায়ু।

(৪) কালিদাস সাকারবাদী কি নিরাকারবাদী ছিলেন, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না।

সূত্রধার। (১)—(নান্দ্যন্তে কহিল) আর অধিক বাহুল্য ব্যর্থ। পরে নেপথ্যের (২) প্রতি অবলোকন করিয়া) হে মারিষ (৩) এই পরিষদ পূর্ব্বে অনেকানেক সুরসজ্ঞ কবিগণের সুললিত কাব্য দর্শন করিয়াছেন, সম্প্রতি আমি মহাকবি কালিদাসের বিরচিত বিক্রমোর্ব্বশী নামক অভিনব নাটক বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, অতএব পাত্রগণকে যথোচিত ব্যবহারে নিজং স্থানে অবস্থান করিতে বল।

নট। (প্রবেশ করিয়া) যে আজ্ঞা দেব।

সূত্র। প্রাচীন ভাবুক মহাশয়দিগকে প্রণিপাত করিয়া বিজ্ঞাপন করি;

প্রেমিতে সদয় হয়ে, বস্তুগুণ বিচারিয়ে,
অবধান কর জনগণ।
কবি কালিদাস কাব্য, আহা কেমন সুশ্রাব্য,
মন দিয়া কর গো শ্রবণ॥

নেপথ্যে। আর্য্যগণ, পরিত্রাণ করুন, পরিত্রাণ করুন।

সূত্র। ও কি শব্দ! যেন আকাশে বিমানচারীদের করুণ ধ্বনি শুন যাচ্চে না।—

(চিন্তা করিয়া) হাঁ, বুঝিচি।

নরসখ্য উরূদ্ভবা, সুরলোক তোষে যেবা,
গিয়াছিল কুবের ভবনে।
যখন সে ফিরে যায়, অর্দ্ধ পথে হেরে তায়,
হয়ে দুষ্ট দেব দ্বেষিগণে॥
তাই তারি সখীগণ, করিছে এই ক্রন্দন,
কাতর হইয়া অতিশয়।
অপ্সরা ওদের নাম, সুরপুর হয় ধাম,
বিনয়েতে চাহিছে অভয়॥

(সূত্রধার ও নটের প্রস্থান) (ইতি প্রস্তাবনা) (৪)

---

(১) প্রধান নট। (২) বেশবিন্যাস গৃহ। (৩) নাট্যোক্তিতে সম্বোধন পদ। (৪) মূল প্রস্তাবের অনুষ্ঠান।

(পটক্ষেপ না করিয়াই অপ্সরাগণের প্রবেশ)

অপ্সরগণ। হে আর্য্যগণ যাঁহারা অমরসহায়, বা আকাশে যাঁহাদের গতিবিধি আছে, তাঁহারা আমাদিগকে রক্ষা করুন।

(পটক্ষেপ না করিয়াই রথারূঢ় রাজা ও সারথির প্রবেশ।)

রাজা। রোদনে ক্ষান্ত হউন, আমি পুরুরব, সূর্য্যোপাসনা করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছি, বলুন আপনাদিগকে কাহা হইতে পরিত্রাণ করিব।

রম্ভা। অসুরদল হইতে।

রাজা। অসুরদল আপনাদের কি অপরাধ করিয়াছে।

রম্ভা। মহারাজ শ্রবণ করুন; তপোবিশেষ-শঙ্কিত মহেন্দ্রের সুকুমার প্রহরণ, ও গৌরীর রূপলাবণ্যের প্রত্যাদেশ স্বরূপ, ও সুরপুরের অলঙ্কার-ভূত আমাদের প্রিয় সখী কুবের ভবন হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন ইতিমধ্যে অর্দ্ধপথে কোন দানব তাহাকে ও তাহার অদ্বিতীয় সঙ্গিনী চিত্রলেখাকে হরণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে।

রাজা। বলুন সেই মূর্খ কোনদিকে গমন করিয়াছে?

অপ্সর। ঈশানকোণে।

রাজা। আপনাদিগের সখীর প্রত্যানয়ন পর্য্যন্ত বিষাদ পরিত্যাগ করুন।

অপ্সর। (হৃষ্ট হইয়া) সোমবংশের সদৃশ কার্য্যই বটে।

রাজা। আপনাদের সহিত পুনর্ব্বার কোনস্থানে সাক্ষাৎ হইবে?

অপ্সর। এই হেমকুটশিখরে।

রাজা। সুত! ঈশানকোণে শীঘ্র অশ্ব চালন কর।

সুত। যে আজ্ঞা মহারাজ। (সেইরূপ করিল)।

রাজা। (রথের বেগ নিরূপণ করিয়া) সাধু, সাধু, রথের এইরূপ দ্রুত গতিতে পূর্ব্বপ্রস্থিত বৈনতেয়কে ধরিতে পারিব। দেখ—

মেঘরাশি চূর্ণ হয়ে, রথের সম্মুখে গিয়ে,
চক্রোপরি রেণুবৎ পড়িছে।
অতিবেগে রথ চলি, অন্য এক আরাবলি,
মরি কি আশ্চর্য্য শোভা করিছে॥

---

(১) পুরুরবা চন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলেন।

ঘোড়ার চামর হয়, কেবল নিশ্চল প্রায়,
পটে যেন চিত্র করা আছে।
মধ্যে মধ্যে রথধ্বজা, বায়ুবেগে হয়ে সোজা,
এক পাশে সমভাবে আছে॥

(রাজা ও সারথির প্রস্থান)।

সহজন্যা। সখি, রাজর্ষি গমন করিলেন, অতএব আমরাও চল নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাই।

মেনকা। সখি, চল।

(সকলের হেমকূট শিখরে আরোহণ)

রম্ভা। ঐ রাজর্ষি কি আমাদের হৃদয়ের শেল উদ্ধার করিবেন?

মেনকা। সখি, এ বিষয়ে তুমি নিঃসংশয় হও।

রম্ভা। দানবেরা না দুর্জ্জয়?

মেনকা। দেখ সখি, ঐ রাজর্ষি এমন বীরশ্রেষ্ঠ যে, সুরাসুরে, যুদ্ধ হইলে মহেন্দ্র উঁহাকে মধ্যম লোক হইতে সাদরে আহ্বান করেন ও বিবুধদিগের বিজয় জন্য সেনাপতি পদে বরণ করেন।

রম্ভা। উনি সর্ব্বপ্রকারে বিজয়ী হউন।

মেনকা। সখি, আশ্বাসিত হও ঐ দেখ রাজর্ষির সোমদত্ত নামক রথের পতাকা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, বোধ হয় তিনি কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিতেছেন।

(সুনিমিত্ত দর্শনে অপ্সরগণ এক দৃষ্টে ঊর্দ্ধ্ব পানে চাহিয়া রহিলেন)

(রথোরূঢ় রাজা, সুত ও ভয়ে নিমীলিতনয়না ঊর্ব্বশীর দক্ষিণ হস্ত ধারিণী চিত্রলেখার প্রবেশ)

চিত্রলেখা। সখি, ভয় কি, আশ্বাসিত হও।

রাজা। সুন্দরি আশ্বস্ত হও। হে ভীরু, আর অসুরদের ভয় নাই, ত্রিলোক রক্ষক মহেন্দ্রের মহিমা তোমায় সে সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

# ধনেশ নন্দিনী!

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

"ভাল, এটী মন্দ সংবাদ নহে, ইহার দ্বারা অনেক কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারিবে। কাদেরকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি, তাহাকে দেখিলে আমার আপাদ মস্তক বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া উঠে, যে উপায়ে হউক তাহাকে দেশ বহিষ্কৃত করিতে হইবে। অদ্যই গাফর না আসিলে আমাদের মধ্যে এক জন নিশ্চয়ই স্বর্গে কিম্বা নরকে নীত হইত।"

"আপনার ত ভারি সাহস! না হইবেই কেন? বলবান ব্যক্তিদের ত কাযই এই। আমি যদি বহুকাল বাঁচিবার আশা না করিতাম, আর অনেক কাল পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য অনুতাপ করিবার ইচ্ছা না করিতাম, তাহা হইলে অনায়াসেই মৃত্যুর সম্মুখে যাইতে পারিতাম।"

"তুমি দীর্ঘ জীবী হইবে এবং "কারুণের"* ন্যায় ধনোপার্জ্জন করিবে, লোকে তোমার ধুর্ত্তায় চমৎকৃত না হউক, তোমার দুষ্ক্রিয়ার জন্য প্রগাঢ় অনুতাপ দেখিয়া অধিক বিস্মিত হইবে। সে যাহা হউক গাফরকে কাদেরের অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছি। কাদেরের উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহার ক্ষতি হইলেই আমাদের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

"গাফর এ সকল কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র বটে। তাহার ন্যায় সুচতুর লোক মেলা কঠিন, অর্থ লোভের জন্য সে সকল কাযই করিতে পারে, এমন কি, বাপের নাক কাটিয়া লইতেও পরাঙ্মুখ হয় না, আমরা যেমন কাযে আছি, আমাদের সহচর গুলি ত উত্তম হইতেছে। আপনার অনুরোধেই কাদেরের প্রতি বিপক্ষতাচরণ করিতে স্বীকার করিলাম।"

"এতে আর ক্ষতি কি? কাদের নিশ্চয়ই দস্যুর ন্যায় তোমার নিকট আসিবে, তুমি কি তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারিবে না? একটা সামান্য কথা লইয়া বিবাদ করিবে ও শান্তিবিরোধক বলিয়া শান্তিরক্ষকদের হস্তে অর্পণ করিবে?

* "তুর্ক দেশের লিডিয়া রাজ্যের রাজা ক্রিসস।"

"সুবিধা হইলে অস্ত্র চালাইতেও পারিবে? আত্মরক্ষার্থে শত্রুকে আঘাত করিলে কেহই তোমার নিন্দা করিতে পারিবে না। প্রভু কখন আমিরগকে চিরকাল এ দুর্গে রাখিবেন না, সাধ্যমত তাঁহার কার্য্য সাধন করিবেন, হয় ত সন্তুষ্ট হইয়া দুর্গটী তোমাকেও প্রদান করিতে পারেন।"

"আপনি মনোযোগ করিলেই হইতে পারে। ভাল কথা, মহাশয় বলিতে পারেন, প্রভু কি জন্য সৎস্বভাব শান্তপ্রকৃতি, বিশ্বাস এবং ধর্ম্মভীতু লোকদিগকে নিযুক্ত না করিয়া কতকগুলা ঘৃণিত, অপকৃষ্ট পাপাচারী জগতের চক্ষুশূল দস্যুদিগকে আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন? ইহাতে সকলেই তাঁহাকে সন্দেহ করে।"

"তুমি নাকি রাজকার্য্যের বিষয় কিছুই জান না, তাই এমন কথা বলিলে? যে ব্যক্তি যে কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, তাহার তদুপযোগী লোকের সহায়তা আবশ্যক করে। প্রভু যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সেটী সামান্য ব্যাপার নহে। অনায়াসে সাধ্যও নহে। অনেকগুলি কৃতকর্ম্মা শঠ ও সুচতুর লোকের প্রয়োজন হইবে।"

"আপনি সত্য কথা বলিয়াছেন। রাজমন্ত্রী হওয়া নিতান্ত সামান্য লোকের কার্য্য নহে। রাজমন্ত্রীদিগকে সর্ব্বদা সশংকিত চিত্তে থাকিতে হয়, সদা প্রজাগণের মনোরঞ্জন করা, শত্রুদমন করা, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অস্ত্রধারণ করা, রাজ সভায় ধীরচিত্তে কার্য্য করা এবং সদা রাজ-প্রসাদ লাভে যত্নবান থাকিতে হয়। কি প্রকারে সকলের পূজ্য হইবেন, কি প্রকারে নির্বিঘ্নে রাজকার্য্য সাধন করিবেন, কি প্রকারে আপনার উচ্চ পদের গৌরব নিষ্কলঙ্ক রাখিবেন, এচিন্তাতেই প্রভুর দিবা রাত্র অতিবাহিত হয়, রাজকার্য্যের গুরু ভারে তাঁহার মস্তক উত্তোলনের অবকাশ নাই। তাহার উপর আবার এই ব্যাপার! জানি না কি প্রকারেই বা এতৎ দুরূহ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন"।

আর অধিক বক্তৃতায় প্রয়োজন নাই, প্রভুর আগমনের উদ্যোগ কর।"

"সমুদায় উদ্যোগ করিয়াছি, যথাসাধ্য খাদ্য দ্রব্য আয়োজন করিয়াছি এবং বহু যত্নে প্রভুর আবাস-গৃহ সজ্জীভূত করিয়াছি, সমুদয়ই রাজ-উপযুক্ত

হইয়াছে, আমিরণনিসাও যথা যোগ্য পরিচ্ছদে ভূষিতা হইয়া রাজ্ঞীর ন্যায় সমুদয় বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিতেছে।

"উত্তম হইয়াছে, আমিরণ সুখে থাকিলেই আমাদের সুখ-সূর্য্য ত্বরায় উদিত হইবে"।

"পিঞ্জর-বদ্ধ পক্ষীশাবক কি কখন ব্যাধকে আন্তরিক স্নেহ করে? কারা-রুদ্ধ ব্যক্তিরা কখনই কারা-রক্ষককে প্রীতি করে না। আমিরণ দুর্গ ত্যাগ করিয়া আমাদের কি আর স্মরণ করিবে"?

"তাহার ঘৃণায় ভয় করিও না, আমি তাহাকে সমুদয় বিষয় অবগত করিব, তুমি যে কোন বিষয়ে দোষী নও তাহাও বলিব।"

"আপনার কথায় বিশ্বাস হয় না, আমিরণ আপনার সহিত যে প্রকার ব্যবহার করে তাহাতে সে যে কখন আপনার উপকার করিবে তাহা বোধ হয় না।"

"তুমি এবিষয়ের কিছুই অবগত নও, আমিরণ আমাকে আন্তরিক ঘৃণা করুক, তাহাতে আমার বিশেষ ক্ষতি নাই, প্রাণান্তেও আমার অপকার করিতে পারিবে না। আমার সহায়তাতেই এই উচ্চ পদাভিষিক্তা হইয়াছে, আমার যত্নেই রাজমন্ত্রীর প্রসাদ লাভ করিয়াছে, আমিই প্রথমে রাজমন্ত্রীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ করাইয়া দি, আমিই তাহাদের প্রীতি বর্দ্ধনের মূলীভূত কারণ, আমিই সর্ব্বদা তাঁহাদের লিপি-বাহকের কার্য্য করিয়াছি, আমিই নানা প্রকার প্রলোভন দর্শাইয়া, নানা ষড় যন্ত্র করিয়া, বিপদ-জালে জড়িত হইয়া, এমন কি, প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া তাহাকে এ দুর্গে আনয়ন করিয়াছি। নব প্রস্ফুটিত নব মল্লিকাটিকে পুষ্প বাটীকা হইতে আনয়ন করিয়া ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সুকোমল করে সমর্পণ করিয়াছি, বহু যত্নে আশা-বারী সিঞ্চন করিয়া অদ্যাপি জীবিত রাখিয়াছি, অনেক অনুনয় বিনয় দ্বারা প্রভুকে তাহার পাণিগ্রহণ করিতে সম্মত করিয়াছি।"

"সিংহ শাবক কি কখন শৃগাল-শাবকের সহিত ক্রীড়া করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? রাজহংস কি কখন সামান্য পুষ্করিণীতে সন্তরণ করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে?"

"তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি নাই।"

"আমিরণ সর্ব্বদাই বলেন যে আমরাই তাহাকে পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় কারাবদ্ধ রাখিয়াছি এবং তজ্জন্যই আমাদিগকে এত ঘৃণা করেন।"

"তাহার সামান্য বুদ্ধি থাকিলে কখনই আমাকে ঘৃণা করিত না, আমি যে প্রকার যত্নে তাহার উপকার করিয়াছি অনায়াসে সেই পরিমাণে তাহার অপকার করিতে পারি, কিন্তু আমার সে ইচ্ছা নাই, যত দিন আমাদের বাধ্য থাকিবে ও আমার পরামর্শে কার্য্য করিবে তত দিন স্বপ্নেও তাহার অনিষ্ট চেষ্টা করিব না, করি ত তুমি তাহাকে একমুদায় বলিও।"

এই কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে গাফর আসিয়া দ্বারে আঘাত করিল, এনাএত আলি বলিলেন।

"করিম্বক্স গাফরকে অন্য গৃহে লইয়া যাও, আমি ত্বরায় যাইতেছি।"

করিম্বক্স চলিয়া গেলেন, এনাএত একাকী বসিয়া মনেং বলিলেন।

"দুরাত্মা করিম্বক্স আমার মনোগত ভাব অবগত হইয়াছে, কোন প্রকারে আত্ম গোপন করিতে পারিলাম না, আমিরণনিসা যথার্থই আমাকে প্রীতি করে না, না করুক, কিন্তু আমি তাহার আশা ত্যাগ করিতে পারিব না। যদি প্রভুর কার্য্যসাধনে যত্নবান থাকিয়া তাহার আশা না করিতাম তাহা হইলে কখনই এ বিপদে পতিত হইতাম না। শৃগালের হস্তিমস্তিষ্ক ভক্ষণের আশা দুরাশা মাত্র। কিন্তু কি করি! কি কুক্ষণে বা তাহাকে সে দিন সে কথা বলিলাম! তদবধি মন বিচলিত হইয়াছে। হৃদয় ঘোর চিন্তায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাহার বিষয় চিন্তা করিলে মনে ঘৃণা, লজ্জা, ভয় ও প্রেম যুগপৎ উদয় হয়। কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারি-না। এই কামিনী-রত্নটি কণ্ঠে ধারণ করিব কি পদে দলন করিব তাহা বলিতে পারি না, যাহা হউক একটা স্থির সিদ্ধান্ত না করিয়া তাহাকে দুর্গত্যাগ করিতে দিব না। প্রভুর সৌভাগ্যে আমার সৌভাগ্য, তাঁহার বিপদে আমার বিপদ তাঁহার অধঃপতনে আমার সর্ব্বনাশ। প্রভুর জন্য এবং নিজ কার্য্যসিদ্ধির জন্য এই গুপ্ত বিবাহের বিষয় গোপন রাখিতে হইবে, কিন্তু অগ্রে আমিরণকে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিতা হইতে দিব না, উচ্চ পদারূঢ়া হইয়া আমার

মস্তকে পদাঘাত করিবে—প্রাণান্তেও তাহা করিতে দিব না। প্রীতি প্রলোভন দর্শাইয়াই হউক, আর ভয় প্রদর্শন করাইয়াই হউক, তাহাকে বশীভূত করিব—আমাকে যে ঘৃণা ও অবমাননা করিয়াছে তাহার প্রতিশোধ লইব। হয়তো—চিরাশা পূর্ণ হইতে পারে। আমিরণ! কোন প্রকারে তোমার বিশ্বাস-পাত্র হইতে পারি, কোন উপায়ে তোমার মনোগত ভাব অবগত হইতে পারি, তাহা হইলেই তোমার দর্প চূর্ণ করিব—তোমাকে হস্তগত করিব। তোমার প্রীতি-সাগরে আশা-তরী চালনা করিলাম না, দেখি সাগর পার হই কি জলমগ্ন হই"।

## পঞ্চম অধ্যায়।

---

### আমিরণনিসা।

নিদাঘ নিশীথ কালে, শোভিছে গগণ ভালে,<br>
নিশানাথ ধরি শুভ্র বেশ।<br>
দুর্গের প্রাচীর পরে, নিশির শিশির ঝরে,<br>
তরু শাখা ধর চারু বেশ।

আখ্যায়িকা প্রারম্ভের পূর্ব্বে গাজিয়াবাদ দুর্গের চারিটী গৃহ নানা প্রকার সজ্জায় সজ্জীভূত হইয়াছিল। প্রতিদিন প্রত্যুষে দিল্লী হইতে কতকগুলি স্থপতি, সুত্রধর, চিত্রকর সমস্ত দিন গাজিয়াবাদে থাকিয়া দুর্গের শোভা বর্দ্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। অনেক যত্নে পরিশ্রমে ও অর্থ ব্যয়ে দুর্গের চারিটী গৃহ রাজ-প্রাসাদের ন্যায় মনোহারিণী শোভা ধারণ করিল। দুর্গ-সংস্কার-কার্য্য এত গোপন ভাবে হইয়াছিল যে নিকটস্থ প্রতিবাসীরা তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারে নাই।

এক দিন সন্ধ্যাগমে দুর্গের যে দিকে এই কয়েকটী গৃহ ছিল সেই দিক শত শত আলোক মালায় আলোকিত হইল। শত শত প্রদীপ ও বর্ত্তিকার আলোকে, দুর্গের, তারকাবলী শোভিত অন্ধকার রজনীর নভোমণ্ডলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা হইল। পূর্ব্বোক্ত চারিটী গৃহই বৃহদাকার,

চারিটীরই পৃথক পৃথক দ্বার ছিল, অথচ এক দ্বারে প্রবেশ করিলেই সকল গৃহে যাওয়া যাইত। নিম্নতল গৃহ-মধ্যাস্থিত সোপান দ্বারা ঐ গৃহ সকলে প্রবিষ্ট হওয়া যাইত। সোপান নানা প্রকার চিত্র বিচিত্র বস্ত্রে আবৃত ও প্রতি সোপানেই এক একটী দীপ প্রজ্বলিত হইতে ছিল। প্রথম গৃহটী যথা বিহিত সুসজ্জীভূত, প্রাচীর চতুষ্টয়ে চারিখানি বৃহদাকার চিত্র ফলক ছিল, গৃহের এক পার্শ্বে একটী কাষ্ঠাসনে পাশা ক্রীড়ার উপযোগী দ্রব্যাদি ও অপরদিকে গায়কদিগের জন্য কতকগুলি সতন্ত্র আসন ছিল। এই গৃহের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র অথচ চমৎকার গৃহ—এই গৃহে ভোজন কার্য্য সমাধান হইত। যে সকল ভিত্তি পূর্ব্বে ধূমাবৃত ও অপরিষ্কার ছিল এক্ষণে রাজ-মন্ত্রির আজ্ঞায় নানাবিধ বহু মূল্য বস্ত্রে আবৃত হইয়া তাহার অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। একটী বৃহৎ রজত "ঝাড়ে" শত শত বর্ত্তিকার আলোকে গৃহটী দিবসের ন্যায় আলোকময় হইয়াছিল। সমুদয় আসন গুলি রজত এবং হস্তিদন্ত নির্ম্মিত "সাটিন" "মখমল" প্রভৃতি বস্ত্রে আচ্ছাদিত, উপরি-ভাগে একটী অপূর্ব্ব চন্দ্রাতপ, চারিদিকে মুক্তার "ঝালর" মধ্যে মধ্যে এক এক খানি হীরক খণ্ড দীপ্তমান। গৃহ কুট্টিমে এক খানি চিত্র বিচিত্র বস্ত্র বিনাস্ত ছিল। বস্ত্র খানি এপ্রকার আশ্চর্য্যরূপে চিত্রিত যে তাহাতে পাদবিক্ষেপ করিতে গেলে, বোধ হইত, যেন নব প্রস্ফুটিত পুষ্পদাম কঠিন পাদস্পর্শে দলিত হইবে। তৃতীয়টী বিশ্রাম গৃহ, এগৃহটীও রীতিমত সজ্জীভূত। মধ্যভাগে একটী উচ্চাসন—স্বর্ণ-নির্ম্মিত আসনে উঠিবার সোপান কয়েকটী রজতময়, প্রত্যেক সোপান-পার্শ্বে এক একটী রজতের পুত্তলিকা, তাহাদের হস্তে এক একটী প্রদীপ, দীপ গুলি সুগন্ধ তৈলে পরি-পূর্ণ, গন্ধে গৃহটী আমোদিত হইয়াছিল। গৃহে প্রবেশ মাত্র বোধ হইত যেন কোন সুরম্য পুষ্পোদ্যানে আগমন করিলাম। গৃহের চারিদিকে কয়েক খানি মুকুর, যে দিকে দৃষ্টিপাত কর সেই দিকে আপনার প্রতি-মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইত। চতুর্থটী শয়নগৃহ। এটী সামান্য সজ্জায় শোভিত ছিল। চন্দ্রাতপের মধ্যদিয়া দোদুল্যমান রজ্জু-সংলগ্ন দুইটী দীপে গৃহ আলোকিত ছিল। গৃহতলে এক খানি গালিচা, এক দিকে দুই

খানি খট্টা—হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত। প্রত্যেক খট্টায় এক একটী অপূর্ব্ব কোমল শয্যা-দুইটীই অতি যত্নে প্রস্তুত। এই চারিটী গৃহ ব্যতিরেকে আর কয়েকটী ক্ষুদ্র গৃহ অমাত্যের, অনুচর ও পারিষদ বর্গের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল।

যে দেবীর তুষ্টিসাধন ও প্রসাদ-লাভের জন্য এই মন্দির সজ্জীভূত হইয়াছিল, তিনি তাহার যোগ্যা অধিষ্ঠাত্রি দেবী ছিলেন। পাঠক, আমি আমিরণনিসার রূপ বর্ণনা করিব। "পদ্ম চক্ষু" "কামধনুর ন্যায় ভ্রূ যুগল," "তিল ফুলের ন্যায় নাসা," "বিম্ব ফলের ন্যায় ওষ্ঠ" "মৃণালের ন্যায় হস্ত" সিংহমধ্যভাগের ন্যায় কটীদেশ," "কদলী বৃক্ষের ন্যায় উরু," "মরালের গমন" ইত্যাদি পাঠ করিতে তোমার আর রুচি হয় না, হইবেই বা কেন? কার এখন মান্ধাতার সময়ের উপকথা শ্রবণ করিতে ভাল লাগে। যাহা হউক, নূতন পদ্ধতিতে রূপ বর্ণনা না করিলে তোমার তৃপ্তিকর হইবে না।

আমিরণনিসার রূপে যথার্থ "জগৎ আলো" করিত, তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্য সকলেরি মন আকর্ষণ ও বিমোহিত করিত। কিন্তু তাঁহার নবীন রূপ মাধুর্য্য ও অমায়িক নম্রতায় কাহারও মনে বিদূষিত ভাবের উদয় হইত না। দর্শকের মনে এক প্রকার নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক, সরল ও অপরিমেয় স্নেহের উদয় হইত। যাহাদের হৃদয় শুদ্ধ পশুবৎ জ্ঞানশূন্য হইয়া নিকৃষ্ট রিপুসন্তোষার্থ সদত তৎপ্রতি প্রধাবিত হয় তাহাদের হৃদয়েই কেবল ভিন্ন ভাবের উদ্রেক হইত। যে ব্যক্তি স্বপ্নেও এপ্রকার রমণীর প্রতি বিরুদ্ধাচরণ সংকল্প করে, আহা! তাহার হৃদয় কি পাষাণময়, মন কীদৃশ অপকৃষ্ট, আত্মা কি বিকৃত! তাঁহার বয়ঃক্রম ঊনবিংশতি বৎসরের কিঞ্চিৎ ন্যূন, দেখিতে এত সুন্দরী, এত সুকুমারী যে বিধাতা বুঝি তাঁহার সৃষ্টির সর্ব্বোৎকৃষ্ট রমণীর নির্ম্মল প্রসস্থ ললাট দেশে কাল ও দুখঃকে কালিমার চিহ্ন প্রক্ষেপ করিতে দেন নাই। তাঁহার অবয়বে প্রৌঢ়াবস্থার ও যৌবনের সমস্ত চিহ্নই এক কালে সমপরিমাণে পরিদৃশ্যমান ছিল। বাল্যকালের চঞ্চলতা, যৌবনের সরল হৃদয়তা ও অমায়িকতা এবং প্রৌঢ়াবস্থার গাম্ভীর্য্য তাঁহার মুখে অঙ্কিত ছিল। যৌবনের নম্রতা রূপের

প্রাখর্য্য ধ্বংস করিয়াছিল। কৈশরের লজ্জা ও ভীরুতা যবনিকা স্বরূপে তাঁহার অজ্ঞাতে তাঁহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়াছিল।

তাঁহার অপেক্ষা সুন্দরী দূরে থাকুক, তাঁহার সমতুল্যা পাওয়া যাইত না। উপমেয়ের অভাবে তিনি নিজেই নিজের উপমার স্থল ছিলেন। দেখিতে খর্ব্বাকৃতি কিন্তু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অধিক স্থূল না থাকায় কেহই তাঁহাকে খর্ব্বাকৃতি বলিতে পারিত না, অধিক স্থূল ছিলেন না বলিয়াই তিনি ক্ষীণাঙ্গী ছিলেন না। আপাদ মস্তক সমস্ত অঙ্গই যথাবিহিত, আকার চিত্র ফলকে চিত্রিত চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় ছিল। দর্শকদিগের মন-মুকুরে তাঁহার রূপচ্ছবী নিষ্কলঙ্করূপে প্রতিবিম্বিত হইত।

তিনি দেখিতে সুন্দরী ছিলেন বটে—কিন্তু সাধারণ রমণীগণের ন্যায় তাঁহাকে শুদ্ধ বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে সুন্দরী দেখাইত এমন নহে, কি পাদ বিক্ষেপে, কি অঙ্গ চালনায়, কি বাক্যে, কি মুখ ভঙ্গিতে, কি কটাক্ষপাতে, কিছুতেই তাঁহাকে নিকৃষ্ট রিপু-পরতন্ত্রা বা অন্তর ঘৃণিত আশা-পরিপূর্ণ বোধ হইত না। বস্তুতঃ তাঁহাকে দেখিলে সকলেরি মনে এই বাসনা হইত, যে তিনি চিরকাল অমূঢ়া ও যুবতি থাকিয়া নম্রতা ধীরতা ও বিদূষিত প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপা হইয়া জগতে বিরাজমানা থাকেন।

বরিষাকালের তমসাচ্ছন্ন রজনীর মেঘমালাকে তুচ্ছ করিয়া সরলতার ইপ্‌সিত স্থল সুকোমোল ললাট দেশের উপরিভাগে যথায় সতী দেবী চম্পক পুষ্পের বর্ণ-বিনিন্দিত বেশ পরিধান করিয়া সতত অবস্থান করিতেন—চিক্কণ লম্বিত কেশ পাশ শোভিত ছিল, উজ্জ্বল চিক্কণ কুন্তল গুলি কর্ণ মূল পর্য্যন্ত লম্বিত থাকিয়া মুখচ্ছবির পার্শ্বদয়ের ন্যায় শোভিত ছিল। বর্ণ উত্তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়। গণ্ডস্থল অলক্তের ন্যায় রক্তিমা বর্ণ ছিল না কিন্তু কোন কারণে অন্তরস্থ শান্তিসাগর উদ্বেলিত হইলে কিম্বা সল্প পরিশ্রমে ললাটে স্বেদ বারি বিনির্গত হইলে নব প্রস্ফুটিত গোলাপ পুষ্পের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিত। প্রবাল-নিন্দিত ওষ্ঠদ্বয় যৌবনের স্বাস্থ্যতা বিজ্ঞাপনে প্রবৃত্ত ছিল। দেখিলেই বোধ হইত যেন সুমধুর হাস্য ও অমিয় বাক্য সুধা বর্ষণ জন্যই মুখাভ্যন্তরে পার্শ্বদ্বয়ে স্থিত ছিল। আকর্ণ ভ্রূযুগল,

## মৃত মহাত্মা চিফ্ জস্‌টিস্ নরমান সাহেব।

---

আজ্ কেন হেন ভাব করি বিলোকন।
ভারত মাতার কেন বিষণ্ণ বদন ?
আঁখি দুটি ছল ছল. অবিরত পড়ে জল,
হা হুতাশ, হায় হায় ক্রন্দনের শব্দ।
হেরিয়া বিরূপ ভাব হইতেছি স্তব্ধ ॥

---

মণিহারা ফণিসম পাগলিনী প্রায়,
শোভা হীন, সুমলিন হইয়াছে কায়।
নাহি অঙ্গে অঙ্গরাগ, নাহি লাবণ্যের রাগ,
হৃদয় বৈরাগ্য ভাব করেছে ধারণ,
একেবারে নিরুদ্যম হইয়াছে মন ॥

---

স্থানে স্থানে মহামারী দিয়া দরশন,
শত শত তনয়েরে করিছে নিধন।
নিদারুণ শোক বাণ, বিঁধিয়া তাঁহার প্রাণ।
কঠোর যন্ত্রণা তাঁরে করিছে প্রদান,
তাই কি ব্যাকুল এত তাঁহার পরাণ ?

---

অথবা ভীষণ বন্যা হইয়া প্রবল,
ভারতের কত স্থান দিলে রসাতল।
বিপণি ও গৃহ কত, ভেসে যায় অবিরত,
হতায়ু হতেছে কত জীব জন্তুগণ,
তাই কি, ভারত মাতা করিছে রোদন ?

গুণযুত সুতধনে হারায়ে জননী,
শোকাকুলা হয়ে রয় দিবস রজনী,
কিছু কাল হলে গত, নাহি রয় শোক তত,
হয়ে যায় মন্দীভূত অন্তরবেদন,
কিছু তাহা ভস্মে ঢাকা খর হুতাশন॥

---

বিশেষ ঘটনা কিছু হলে সংঘটন,
অথবা সুতের গুণ হইলে স্মরণ,
সন্তানের প্রিয় যাহা, সম্মুখে দেখিলে তাহা,
চাপাশোক হয়ে উঠে, আশু উদ্দীপন,
প্রবল অনল সম দহে তাহে মন॥

---

হরিরাম১ বলরাম২ হলধর৩ আর।
জগন্নাথ৪ কৃষ্ণানন্দ৫ গুণের আধার।
হরিষ,৬ গোপাল,৭ রাম,৮ প্রসন্ন৯ গুণের ধাম,
ঈশ্বর১০ ও রাধাকান্ত১১ নীলকান্ত প্রায়,
কত সুখী করেছিল ভারত মাতায়॥

---

১। বিক্রমপুরের হরিরাম বাচস্পতি
২। কুমারহট্টের বলরাম তর্কভূষণ
৩। ভাটপাড়ার হলধর তর্কচূড়ামণি
৪। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন
৫। মহেশপুরের কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি
৬। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৭। রামগোপাল ঘোষ

৮। রামমোহন রায়

৯। প্রসন্নকুমার ঠাকুর সি, এস, আই

১০। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

১১। রাজা রাধাকান্ত দেব

আরো কত শত শত গুণের তনয়,
যাঁহাদের শোকে মার বিদীর্ণ হৃদয়।
সেই শোক ক্ষণে ক্ষণে, শেল সম বেঁধে মনে,
আজ বুঝি হইয়াছে তার উদ্দীপন,
তাই কি মায়ের হেন বিষণ্ণ বদন?

---

তাহা নয় তাহা নয় মানস আমার,
কভু এত মনে দুখ হয়নি মাতার॥
দুর্ভিক্ষ ও মহামারী, ঘোর বাত্যা ধ্বংসকারী,
করিয়াছে কত মত অনিষ্ট সাধন।
পান্‌নি জননী তাহে এরূপ বেদন॥

---

গুণযুত প্রিয় সুত হইলে নিধন,
হয়নি মরণকালে বেদনা এমন।
ইহা কি সম্ভব মত, কিছু কাল হলে গত,
বর্দ্ধন হইবে আরো শোকের জ্বলন।
স্বভাবের বিপরীত হয় কি কখন?

---

নিশ্চয় হয়েছে কোন ব্যাপার ভীষণ,
হইবার নয় যাহা, হয়নি কখন।

অই যে উঠিল রোল, নরমান্ বলি বোল,
ভেদ করি যাইতেছে অত্যুচ্চ গগণে,
হায় কি হইল বলি কাঁদে সর্ব্বজনে॥

---

মহাশোকে কপালেতে করি করাঘাত,
অবিরত করিতেছে কত অশ্রুপাত।
হিন্দু আর খৃষ্টীয়ান, পারসী ও মুশল্মান,
বালক ও বৃদ্ধ যুবা, কুলবালাগণ।
সকলেই উচ্চৈঃস্বরে করিছে রোদন॥

---

অই শোনো দূর হতে এলো প্রতিধ্বনি,
কে করিল হেন কার্য্য, দুঃখ নাহি গণি?
ধর্ম্মসুত নরমান, কে হরিল তাঁর প্রাণ,
তাঁহারো কি শত্রু ছিল ভারত ভিতর?
অসম্ভব যাহা তাহা হইল গোচর॥

---

ভারতের বন্ধু যেই সুধীর সুজন,
ভারতের পুত্র হস্তে তাঁহার নিধন?
উপকারী যেই জন, হরে তাঁর আয়ুধন।
পবিত্র ভুমেতে ছিল পামর এমন?
বিচিত্র ব্যাপার হেন শুনিনি কখন॥

---

(ক্রমশঃ।)

# হালিসহর পত্রিকা।

(মাসিক পত্রিকা।)

১ম, ভাগ। সন ১২৭৮ সাল, মাহ অগ্রহায়ণ। ৮ ম, সংখ্যা।


## হিন্দু সমাজ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

সমাজের বিরূপ ভাব বিলোকন করিয়া আমরা হতজ্ঞান হইয়াছি। প্রায় সকলেই জড় ভাবাপন্ন কাহাকেও কোন কার্য্যে উদ্যোগী হইতে দেখা যায় না, অন্তর হইতে উৎসাহ-অনল একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্রই শৈথিল্য ভাব, প্রায় সকলেই আলস্য শয্যায় শয়িত। প্রবীন ব্যক্তিগণ যে আমাদের উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া, তাঁহাদের বদ্ধমূল স্বভাব পরিত্যাগ করিবেন আমরা এরূপ প্রত্যাশা করি না। আমাদের ভবিষ্যতের উন্নতির আশা উচ্চ শ্রেণীস্থ ছাত্রগণের উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু তাঁহারাই যে আমাদের অভিলাষ কার্য্যে পরিণত করিবেন, তাহারই বা ভরসা কি? আমরা কত ছাত্রকে বিশেষ প্রশংসার সহিত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে

দেখিলাম কত ছাত্র বিদ্যাগার রূপ মল্লভূমিতে, ভীষণ সংগ্রামে, গর্ব্বিত শ্বেত নরগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন, তাহাও নয়নগোচর করিলাম—কত ছাত্র সাগর পারে গমন করিয়া, সুসভ্য ইংরাজগণের উন্নত মস্তক অবনত করিল, তাহাও প্রত্যক্ষীভূত হইল। এসকল দেখিয়া, কাহার না এরূপ আশা অন্তঃকরণে সমুদিত হয় যে, এই সকল উন্নত সন্তানের দ্বারা ভারত মাতার মুখোজ্জ্বল হইবে, ইহাদের দৃষ্টান্তে উত্তেজিত হইয়া, সমস্ত ভারতবর্ষ উৎসাহ পূর্ণ হইবে এবং ইহারাই সমাজ সংস্কারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া, ভারত মাতাকে সকল অত্যচার হইতে বিমুক্ত করিবে। কিন্তু, কয়েক বৎসরাবধি আমরা যে প্রকার ভাব দেখিয়া আসিতেছি, তাহা মনো মধ্যে উদয় হইলে, আমাদের সকল আশা-অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আমাদের যুবক বৃন্দেরা যেমন বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া কোন বিষয় কার্য্যে প্রবর্ত্ত হয়েন, অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সকল উৎসাহ ও যত্ন তিরোহিত হইয়াযায়। এত উৎসাহের পর,এরূপ শৈথিল্য ভাবের কারণ কি, তাহা একবার আলোচনা করা আবশ্যক হইয়াছে।

আমরা চতুর্দ্দিক হইতে "উচ্চ শিক্ষা' ও "উন্নতি" ইত্যাকার বড় বড় শব্দ শুনিতে পাই বটে, কিন্তু, বাস্তবিক প্রকৃত শিক্ষা ও উন্নতি আমাদের মধ্যে এখনো আবির্ভাব হয় নাই। বিদ্যালয় সমূহে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। কি শিক্ষক কি ছাত্র, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই সকলের লক্ষ্য। এবং বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর, কোন উচ্চ পদ প্রাপণ, বিদ্যালাভের চরম ফল বিবেচিত হইয়াছে। নীতি শিক্ষার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি, বিদ্যালয়ে সংস্থাপিত না করিলে, উন্নতির সম্ভাবনা নাই। কোন কোন পুস্তকে

নীতি বাক্য সকল সংশ্লিষ্ট আছে বটে, এবং তাহা পাঠ করিয়া বালক গণের জ্ঞানলাভের ও সম্ভাবনা। কিন্তু, ক্ষণমাত্র পাঠে কি উপকার হইতে পারে? বিশেষতঃ কোন ছাত্র তাহা নীতি জ্ঞান লাভের আশায় পাঠ করে না, এবং কোন শিক্ষক তাহা ছাত্রগণের অন্তঃকরণে বদ্ধমুল করিবার ও প্রয়াস পান না। অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের ন্যায়, তাহাও পঠিত হইয়া থাকে। এবং পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওনের পর, তাহার প্রতি আর মন প্রধাবিত হয় না। অভীষ্ট সুসিদ্ধ হইলে, তাহা পরিত্যক্ত হয়। পিতা মাতা বালকগণের নীতি শিক্ষার জন্য, কোন প্রয়াস পান না—তাহারা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই, তাঁহাদের আনন্দের পরিসীমা থাকে না। বিদ্যালয়েও নীতি শিক্ষার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি নাই। সুতরাং কর্ত্তব্য বিবেচনা কাহারো অন্তকরণে জাগরূক থাকেনা। আমরা একথা বলিতেছি না যে, কি ন্যায় কি অন্যায় তাহা যুবকগণ জ্ঞাত নহে। কিন্তু, কেবল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা থাকিলেই কি হইবে? যাহাতে তাহা সর্ব্বদা হৃদয়ঙ্গম থাকে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক। বিদ্যালয় সমুহে নীতি শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সময় নিরুপিত করা উচিত। এবং মধ্যে মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা, বালকগণের চরিত্রের অনুসন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য। সচ্চরিত্র ছাত্রগণকে পুরস্কার এবং অসচ্চরিত্রদিগকে তিরস্কার করা বিধেয়। এমন কি, যে প্রকার পরিক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে ছাত্র-বৃত্তি দেওয়া হয়, সচ্চরিত্র বালকগণের পক্ষেও, সেই প্রকার কোন বিধান করা উচিত। নীতি শিক্ষার পক্ষে, আমরা আর একটী উপায় প্রস্তাব করিতেছি। উচ্চ শ্রেণীস্থ ছাত্রগণের

জন্য, একটী উন্নতি বিধায়িণী সভা সংস্থাপন করা উচিত, এবং সেই সভার আনুসঙ্গিক একটী পুস্তকালয় স্থাপন করা আবশ্যক। এই সভার অধিবেশন প্রতি সপ্তাহে বিধেয়, এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষককে সেই সভার সভাপতি রূপে ব্রতী হওয়া কর্ত্তব্য। সভাপতি মহাশয়, নীতি বিষয়ক কোন প্রস্তাব নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন, এবং ছাত্রগণ আগত অধিবেশনে তাহা পাঠ করিলে পর, তিনি সেই লিখিত প্রস্তাবের উপর, আপনার অভি প্রায় ব্যক্ত করিবেন, রচনার দোষ গুণ উল্লেখ করিবেন, এবং অভি-প্রায় ঘটিত কোন দোষ লক্ষিত হইলে, তাহাও নির্দেশ করিয়া দিবেন। পুস্তকালয়টী বিবিধ জ্ঞানগর্ভ পুস্তক সমুহে পরিপূর্ণ থাকিবে, এবং কোন প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বে, ছাত্রগণ তন্মধ্য হইতে, প্রস্তাবিত বিষয়োপযোগী গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিয়া, তাহা অধ্যয়ণ করিবে। বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ, যখন নানা স্থানের বিদ্যালয়ের অবস্থা অবগত হইতে আসেন, সেই সময়ে, উল্লিখিত সভার বিশেষ অধিবেশন করা হয়, এবং ছাত্রগণের পঠিত উত্তম উত্তম রচনা সকল তাঁহার নয়নগোচর করান হয়। তিনি উপদেশ পূর্ণ বাক্যে, সভ্যগণকে উত্তেজিত করেন, এবং কোন উ কৃষ্ট প্রস্তাব লেখককে পুরস্কার প্রদান করেন। এব-ম্প্রকারে, সভার কার্য্য নির্ব্বাহ হইলে, ছাত্রগণের বিশেষ উন্নতি হইবে, এবং তদ্দ্বারা শিক্ষকগণের ও সামান্য উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা নহে। পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য, আত্মীয় স্বজনের প্রতি কর্ত্তব্য, সর্ব্বদা অন্তকরণে জাগ-রূক থাকিলে, সুচারু ফল ফলিবেই ফলিবে। বিশেষতঃ স্বরচিত প্রবন্ধের অভিপ্রায়গুলি যেমন মনোমধ্যে দৃঢ় রূপে

বদ্ধ হয়, সদ্‌গুরুর উপদেশও সে রূপ হয়না। উপদেশ শুনিলে বিস্মরণ হইতে পারে, কিন্তু, নিজের মনের ভাব, কোন মতেই লোপ পাইবার নহে। কোন কুসংস্কার বা কুরীতির নিন্দা লিপিবদ্ধ করিয়া, তাহা সকলের সমক্ষে পাঠ করিবার পর, সেই কুসংস্কার বা কুরীতি বশীভূত হইতে মন কখনই সহজে অগ্রসর হইতে পারে না। মনোমধ্যে, এই তর্ক উপস্থিত হয়, যাহার বিপক্ষে লেখনী সঞ্চালন করিলাম, তাহারই নিকট হীনবল হইয়া পড়িব ?ইহা অপেক্ষা ঘৃণাকর আর কি হইতে পারে? যে যে গ্রামে বিদ্যালয় আছে, সেই সেই গ্রামে এবম্প্রকার সভা ও তাহার আনুসঙ্গিক পুস্তকালয় সংস্থাপিত হইলে, প্রকৃষ্ট উন্নতি হইবার সম্ভাবনা এবং তদ্ভিন্ন প্রতি গ্রামের প্রবীন ব্যক্তগণ একত্রিত হইয়া, একটী স্বদেশ হিত সাধিনী সভা সংস্থাপিত করিল, সমাজ সংস্কারের প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবিত হয়। ছাত্রগণ এতৎ সভায় যোগ দিলে, বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। তাহা হইলে, তাহাদের মন হইতে সংকীর্ণতা বিদুরিত হইবে—স্বদেশ হিত-সাধন তাহাদের অন্তঃকরণ জাগরুক রহিবে, এবং সকল সৎকার্য্য তাহারা প্রবীণ দিগের সহিত যোগ দিতে পারিবে। এই সকল সভা হইতে একখানি করিয়া পত্রিকা প্রচার হওয়া আবশ্যক। প্রতি অধি বেশনে, যে যে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পঠিত হইবে ও সভাপতি মহাশয় তাহার উপর যে সকল অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন, সেই সমুদায় তাহাতে সন্নিবেশিত থাকিবে। এবং নানা স্থানের সভাকে তাহা বিতরণ করা হইবে। এরূপ হইলে সকলে এক বাক্য হইয়া কোন কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতে পারিলে, সকলের আন্তরিক

ভাব সকলেরই নিকট প্রকাশিত হইবে। আমরা যে প্রস্তাবটী করিলাম, তাহা সহজে কার্য্যে পরিণত হইবার নহে। স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা অধ্যক্ষগণ মনে করিলেই যে সম্পন্ন হইবে এরূপ ত বোধ হয় না। সমাজ একেবারে অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। বহু সঙ্খ্যক ব্যক্তি যে একত্রিত হইয়া কোন কার্য্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইবে এরূপ সংঘটনা হওয়া সুকঠিন। সহজে কেহই উত্থান করিবেন না। উত্তেজনা, এবং বলিতে কি, পীড়ন ব্যতিত কিছুই হইবার নহে। আমরা এই জন্য বিদ্যালয় সমূহের প্রধান তত্ত্বাবধারক মহোদয়কে অনুনয় সহ অনুরো করিতেছি যে, যদি আধ্যাত্মিক উন্নতি, তিনি বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে, যাহাতে প্রস্থাবিত বিষয়টী সু-সম্পন্ন হয়, তৎপক্ষে যত্নবান হউন।

এস্থলে প্রকৃত শিক্ষার আর একটী অঙ্গের উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে, তাহা দেশভ্রমণ। স্বীয় পল্লির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিলে, মন সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। মানসিক উৎসাহ উত্তেজিত হইতে পায়না। কিন্তু নানা স্থান দর্শন করিলে, মন উদারতায় পূর্ণ হয়। পর-হিতসাধন কোন পল্লির মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া, চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত হয়। তাহাতে জাতি-বিচার থাকেনা—দেশ বিচার থাকে না। যেমন আত্মীয় জন গণের উপকারে মন ধাবিত হয়, সেই রূপ বিজাতীয় লোকের দুঃখ দুর জন্য হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে। বিশেষতঃ বিবিধ প্রকার আচার ব্যবহার বিলোকন করিলে, বহুদর্শিতা লাভ হয়, এবং প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে যে ব্যবহার উৎকৃষ্ট তাহা স্বদেশ মধ্যে প্রচলিত করিতে পারা যায়, এবং যাহা দুষনীয়, তাহা যে প্রকারে দেশ হইতে

তিরোহিত হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা যায়। আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের লোক সাধারণতঃ দেশ ভ্রমণের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। অর্থের অনাটন অনেকের পক্ষে একটী প্রধান অন্তরায়, সন্দেহ নাই, কিন্তু, বিষয় কর্ম্মের অনুরোধে যাঁহারা দূর দেশে অবস্থিতি করেন, তাঁহারা উপায় সত্ত্বেও, ভ্রমণের ফল উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়েন না। সামান্য কেরাণী দিগকে আমরা লক্ষ্য করিতেছি না। কিন্তু, যাঁহারা বিদ্যার আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং যাঁহারা সর্ব্ব-সমক্ষে, আপন আপন বিদ্যার গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে নির্জীব ভাবে অবস্থিতি করা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে, তাঁহারা যেখানে থাকুক না কেন, তাঁহাদিগকে তথাকার ব্যক্তি গণের সহিত সদ্ভাব করিয়া, তাহাদের উন্নতি-সাধন চেষ্টা করা অতীব আবশ্যক। এবং তাহাদের রীতি ভবগত হইয়া আবশ্যক হইলে, স্বদেশে তাহার প্রচলণ করিবার প্রয়াস পাওয়া উচিত।

আমাদের বড় বড় ব্যক্তিগণ, অন্যায় আইন বিধি বদ্ধ হইলে, তাহার প্রতিবাদ প্রজাবর্গ প্রপীড়িত হইলে, তাহার নিবারণ-চেষ্টা বিশেষ রূপে করিয়া থাকেন। এমন কি, ভারত বর্ষ হইতে কোন উপায় স্থির করিতে না পারিলে, ভারতেশ্বরীর নিকট পর্য্যন্ত ও অগ্রসর হইয়া থাকেন। ইহা অতীব আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। এবং এজন্য ভারত বাসী গণকে অবশ্যই তাঁহাদের নিকট ঋনি থাকিতে হইবে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, আপামর সাধারণের আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে, তাঁহা-দিগের তাহার শতাংশের একাংশ উদ্যমও লক্ষিত হয় না। এ বিষয়ে তাঁহারা উদাসীন প্রায় বলিলেও বলাযাইতে পারে।

তাঁহাদের অবকাশ নাই এ কথা বলিলে শোভা পায় না। সমাজের অবস্থা অতি শোচনীয়। ইহা সংশোধন না হইলে আমাদের কোন মতে ইষ্ট নাই। তাঁহারা উচ্চ-শিক্ষা বিষয়ক আন্দোলনের সময়ে যে প্রকার সকল স্থানের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত একবাক্য হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন, সেইরূপ সামাজিক আচার ব্যবহার সংশোধন এবং যুবক বৃন্দের প্রকৃত উন্নতি সাধন পক্ষে যত্নবান হইয়া কার্য্য ভুমিতে পদার্পণ করুণ। তাহাহইলে আমাদের সর্ব্বপ্রকারেই উন্নতির সম্ভাবনা। এবং এবিষয়ে তাঁহাদের শৈথিল্যভাব ধারণ করিবার ও কোন কারণ দেখা যায় না।

## বিচিত্র প্রভাত।

---

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

বাল্য খেলা করিবার তরে,
শিশুগণ কত মত আয়োজন করে।
লয়ে অস্ত্র খরষাণ, বধিয়া কীটের প্রাণ,
কোন কোন শিশু হয় পুলকে পূরিত।
কলহের ভান করি কেহ পায় প্রীত॥

---

কত শিশু বলিদান ছলে,
লতা গুল্ম আনাইয়া, কাটে কুতুহলে।
শিখি মানা কুবচন গালিদেয় অনুক্ষণ,
আপনারা নাহি বুঝে মর্ম্ম কি তাহার।
যাহা শুনে তাই মুখে প্রচার॥

যে প্রকার দেখে শিশুগণ,
সততই সেই মত করে আচরণ।
ঋষি মুখে সুবচন, হোতো সদা নিঃসরণ,
ঋষি পুত্রগণ তাহা শুনি অনুক্ষণ,
করিত মনের সাধে মুখে উচ্চারণ॥

---

পুঁথি লয়ে পুণ্য আত্মাগণ,
বেদীর উপরে বসি করিত পঠন।
সামগান গেয়ে মুখে বিভুনাম লয়ে মুখে,
সময় কাটাত সদা ধর্ম্ম আলোচনে।
না রহিত বৃথামোদে মগ্নান কেক্ষণে॥

---

হেন ভাব করি বিলোকন,
পরম পুলক মনে ঋষি পুত্রগণ।
মৃৎপিণ্ড আনাইয়া, বেদী এক বানাইয়া,
বিছাইয়া তদুপরি কুশের আশন।
বসিয়া রহিত যেন "বালখিল্য" গণ॥

---

পুঁথি লয়ে নিজ নিজ করে,
পড়িতে না হতো ত্রুটী তিলেকের তরে।
তাল পত্র আনাইয়া, পুঁথি সম বাঁধাইয়া,
লিখিয়া তাহাতে কত কৃত্রিম অক্ষর।
সুর তুলে, পড়িত তাহারা নিরন্তর॥

---

ঋষিগণ, শিষ্য সবে লয়ে,
বুঝাইত শাস্ত্র অর্থ নানা কথা কয়ে।
তাহা হেরে শিশুগণ, হতো পুলকিত মন,
অধ্যাপক ভাবে কেহ শাস্ত্র পড়াইত।
আর সবে শিষ্য রূপে বুঝিয়া লইত॥

---

সায়ং কৃত্য করি সমাপর্ণ,
এলে পরে গৃহের ভিতরে ঋষিগণ।
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করি, বসিয়া আসনোপরি,
বসাইত সুমুখেতে গৃহ নারী গণে,
শাস্ত্র মর্ম্ম বুঝাতেন অতীব যতনে॥

---

এ ব্যাপার হেরে শিশুগণ,
একেবারে পুলকেতে হইত মগন।
ছোট ছোট ভগ্নীগণে, বসাইয়া সযতনে,
শুনাইত শাস্ত্র কথা অর্দ্ধস্ফুট স্বরে।
শুনে সবে পরিতুষ্ট হইত অন্তরে॥

---

লক্ষ্মীরূপা ঋষিপত্নীগণ,
আলো করে থাকিতেন চারু তপোবন।
কলহ কাহারে কয়, কভু না হতো উদয়,
শান্ত সহ শান্ত-ভাবে করি অবস্থিতি।
রহিতেন যেন শান্তি-দেবী মূর্ত্তিমতী॥

---

অধিক না ছিল প্রয়োজন,
স্বল্পেতুষ্টা থাকিতেন সদা সর্ব্বক্ষণ।
সুবর্ণের কি বাহার, কি ছার বা অলঙ্কার,
বনফুলে ঋষি বালা শোভিত কেমন।
বল্কল হইত মাত্র সাধের বসন॥

---

বাহ্যিক বাহারে কিবা করে,
গুণে বিভূষিতা যেই সেই শোভা ধরে।
সতীত্বরতন যার, অঙ্গে শোভে অনিবার,
শীলতার হার যায় দোলে কুতুহলে।
তাহার শোভার তুল কোথা ভূমণ্ডলে॥

---

নম্রতা যাহার সর্ব্বকায়,
মিশাইয়া থাকে সদা লাবণ্যের প্রায়।
লজ্জা মেখলায় প্রায়, ঘিরে থাকে যার কায়,
বাহারের ত্রুটী বল,কোথায় তাহার।
সর্গ,বিদ্যাধরী থাকে, দাসী হয়ে যার॥

---

হায়রে কোথায় সেই দিন,
এবে সে বিশুদ্ধ ভাব হয়েছে বিলীন।
দুরন্ত যবন আসি, উন্নতি রবিরে গ্রাসি,
রাহুরূপে, মরি মরি করিল কি কায।
সমস্ত সুখের মাথে, প্রহারিল বাজ॥

---

স্বাধীনতা পাইলে বিলয়,
মানসিক স্ফূর্ত্তী বল কিরূপেতে রয়?
তাহাতে যবন জাতি ধর্ম্মরূপ মদে মাতি,
ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু প্রতি করি অত্যাচার।
করেছিলপুণ্য- ভূমে অশান্তি প্রচার॥

---

এক হস্তে লয়ে তরবার,
করিয়া অপর করে "কোরাণ" বিস্তার।
"লও লও হিন্দুগণ, যে রূপ যাহার মন,"
এই বলে জোর রবে করিত ঘোষণ।
শুনে চমকিত হতো সকলের মন॥

---

যত সব ভীরু জন গণ,
প্রাণ ভয়ে কোরাণেরে করিত গ্রহণ;
কিন্তু যারা তেজিয়ান্ ধর্ম্মবলে বলীয়ান,
দুই পদে কোরাণেরে করিয়া দলন।
আহুতি স্বরূপ প্রাণ করিত অর্পন॥

---

ধন্য ধন্য ধন্য হিন্দুগণ,
সার্থক করিয়াছিলে জীবন ধারণ।
ধন্য মানসিক বল, ধন্য সে ভক্তি অটল,
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ভাল, দেখালে সবারে।
সবে যেন কার্য্য করে এই অনুসারে॥

---

পাষণ্ডের কদিন বা জয়,
কদিন বা ধর্ম্ম রাজ্য পাপ ভার বয়।
যবনের অত্যাচার, সহিতে না পেরে আর,
কাতরে ভারত মাতা করিল রোদন।
তা শুনে হইল আর্দ্র বিধাতার মন॥

---

অমনি হইল আজ্ঞা জোর,
" ভারতের বিভাবরী শীঘ্র হবে ভোর।
যবনের অহঙ্কার, রবেনা রবেনা আর,
এই দণ্ডে চুর মার হইবে সকল।
পাষণ্ডের দল বল যাবে রসাতল॥"

---

দেখিতে দেখিতে জোর জার,
কোথা গেল, কি হইল কিছু নাই আর।
আসিয়া ইংরাজ জাতি, ভীষণ সংগ্রামে মাতি,
আনিল বিস্তীর্ণ হিন্দ, স্বীয় করতলে।
দলিল যবন জাতি স্বীয় ভুজ বলে॥

---

ভারতের ফিরিল কপাল,
বরণ করিল সুখে সুসভ্য ভুপাল।
দুখের যামিনী ঘোর, অমনি হইল ভোর,
সুখ রূপ প্রভাকর হইয়া উদয়।
বিস্তারিল শুভ্র রশ্মি সর্ব্বদেশ ময়॥

(ক্রমশঃ)

## হিন্দু পরিবারের পূর্ব্বাপর অবস্থা।

(প্রাপ্ত।)*

ভারত সন্তানগণ উঠ এক বার।
অঘোর নিদ্রার বশে, রবে কত আর॥
উঠি দেখ চারিদিক, হয়েছে কেমন।
আর কেন থাক সবে, মুদিয়া নয়ন॥
যায় যে সোণার দেশ, ছারখার হয়ে।
কি হইবে বল দেখি, আঁখি মুদে রয়ে॥
ভারত ভুষণ হায়! হিন্দু পরিবার।
তোমাদের উন্নতি কি, হইবে না আর?॥
চিরদিন সমভাবে, কাটাইবে কাল।
কখন কি ছাড়িবে না, পাপের জঞ্জাল॥
দেশাচার! দেশাচার! বলি বারে বারে।
দেশটাকে একে বারে, দিলে ছারে খারে॥
শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ, যুক্তির সহিত।
দেখাইলে নাহি দেখ, একি বিপরীত॥?
হিতাহিত বিবেচনা, করি পরিহার।
এরূপেতে কত দিন, কাটাইবে আর॥?
প্রবঞ্চনা শুভ্র বস্ত্র করি পরিধান।
ধার্ম্মিক হয়েছ সবে বকের সমান॥
হায়! হায়! এসকল বলিবা কাহায়?।
মুখ ফুটে বলিবারে, বুক ফেটে যায়॥

---

* [প্রেরিত প্রবন্ধের জন্য সম্পাদক দায়ি নন সং]

কেন যে সয়িছ সব, এরূপ যন্ত্রণা।
জেনেও নাহিক জ্ঞান, একি বিড়ম্বনা॥?
বসেছো কি একেবারে, দুটী চক্ষু খেয়ে।
দেখ দেখি মুখ তুলে, দেশ পানে চেয়ে॥
অসহ্য যাতনা সহ্য, অহ রহ করি।
কাঁদেন ভারত মাতা, দিবা-বিভা-বরী॥
জননীর আঁখি নীর, করি দরশন।
হয় না কি তোমাদের, মন উচাটন?॥
কি ছিল পূর্ব্বের ভাব, এখন কিরূপ।
এক বার স্থিরচিত্তে ভাবত স্বরূপ॥?
কাঙ্গালিনী মাতৃভূমি, কিসের কারণ।
কিসের লাগিয়া তিনি, করেন রোদন॥?
এসকল কথা যদি ভাব এক বার।
এখনি দেখিবে দেশে, হাহাকার সার॥
কি জন্য ভারত ভূমি, কাঁদে অবিরত।
একে একে সে সকল লিখিব বা কত॥
পূর্ব্বের অবস্থা মাতা করিয়া স্মরণ।
খেদে কেঁদে উঠে আর ঝরে দুনয়ন॥
বলে মাতা "কি ছিলাম, কি হলাম হায়',।
আর ত সহিতে নারি, বুক ফেটে যায়"॥
কোথা গেল মোর পুত্র-প্রিয় পুত্রগণ।
সরল স্বভাব হায়! ধর্ম্ম পরায়ণ॥
কোথায় সে সব মোর বীর চূড়ামণি।
এখনো যাদের ভয়ে কাঁপেন ধরণী।

রাজ রাজেশ্বর যারা, ভূষণ আমার।
হায় কি! তাদের মুখ দেখিব না আর॥
কোথা গেল আমার সে, সাহিত্য সংসার।
ত্রিভুবনে নাহি দেখি, তুলনা যাহার॥
কোথা সে কবিতা! মম অমূল্য রতন;
শ্রবণ করিলে যাহা জুড়ায় জীবন॥
আমার গৌরব সেই, জ্যোতিষ কি নাই? ।
কার মুখ দেখে তবে, জীবন জুড়াই॥
নাই কিসে অঙ্কবিদ্যা?—যাহার প্রভায়।
অসংখ্য নক্ষত্র গণি, গণি বালুকায়॥
কোথা সে বাণিজ্য কার্য্য! সুধা যাহে ক্ষরে।
আশ্রয় নিয়াছে গিয়া দেশ দেশান্তরে॥
কৃষি কর্ম্ম বিনা কভু না ফলে সুফল।
অনাবৃষ্টি অতি রৌদ্রে, যায় রসাতল॥
সুচারু সে শিল্পবিদ্যা?—যাহার বাহার।
এক কালে শোভেছিল, শরীর আমার॥
এসব যখন গেল, গেল সুসময়।
অসার জীবনে তবে, কিবা ফলোদয়॥
বিধিবাম হয়ে যদি, এত দুঃখ দিলে।
জীবন তেজিব আমি, সাগর সলিলে॥
বলিতে বলিতে মাতা, কাঁদিলেন কত।
পড়িলেন শেষে ভূমে, ছিন্ন লতা মত॥
সান্ত্বনা করিতে তাঁরে না ছিল দোশর।
সোণার প্রতিমা খানি ধুলায় ধুসর॥

সময় পাইয়া হায় ! যবন নিকর ।
রাহু সম আসি গ্রাসে পূর্ণ শশধর ॥
ধরিয়া মাতার কেশ কহিল বচন ।
লইতে হইবে এবে মোদের স্মরণ ॥
"কাফের" হিন্দুরা বড় করেছিল ভুল ।
করিব তাদের আজি সমূলে নির্ম্মূল ॥
সেসময়ে "সেন"* ছিল, বঙ্গ অধিকারী ।
প্রাণ ভয়ে পালাইল, নিজ রাজ্য ছাড়ি ॥
হাহাকার রবে দেশে, উঠিল ক্রন্দন ।
লুটিল যবন সেনা, অমূল্য রতন ॥
নগর নগরী আর, অট্টালিকা যত ।
ক্রমেতে করিল তারা সব হস্তগত ॥
বলে ধরি কুল-নারী করে অত্যাচার ।
দেব দেবী লয়ে মারে মাটিতে আছাড় ॥
যে খানেতে ছিল হায়, হিন্দুর মন্দির ।
"মসজীদ" আসি তথা, তুলিলেক, শীর ॥
হিন্দুদের ধর্ম্ম কর্ম্ম, দিয়া বিসর্জ্জন ।
বলে ধরি, বলে কর, কোরাণ পঠন ॥
এইরূপে বহুতর করি অত্যাচার ।
মারিল আপন পায়, আপনি কুঠার ॥
যবন তপন গেল, আপন আলয় ।
পূর্ণমাসি শশী আসি, হইল উদয় ॥
বনিক রূপেতে ছিল, যত শ্বেত নর ।
ঈশ্বর কৃপায় হলো, রাজ-রাজেশ্বর ॥

* লক্ষ্মণ সেন ।

তাহাদের আগমনে, ভঙ্গ বঙ্গ দেশ।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হলো, দূরে গেলক্লেশ॥
প্রজার কল্যাণ হেতু, কতই যতন।
স্থানে স্থানে বিদ্যালয়, সংখ্যা অগণন।
বিদ্যার বিমল বিভা, প্রবেশি অন্তরে।
দিন দিন মানসিক, অন্ধকার হরে॥
কিন্তু হায়! বাঙ্গালির, বিচিত্র স্বভাব।
কিছুতে নাহিক যায়, আপন অভাব॥
ইংরাজি পড়িয়া ইচ্ছা, ইংরাজ হইতে।
গুণ গুলি ছাড়ি যায়, দোষ গুলি নিতে॥
তাহাদের স্বাধীনতা, সাহস বিক্রম।
একতা সরল চিত্ত, বল পরিশ্রম॥
এসব লইতে কভু, না তোলেন মুখ।
পরকীয় অশন বশনে, যত সুখ॥
উন্নতি উন্নতি করি, বঙ্গের সন্তান।
ক্ষেপিয়াছে একেবারে, হারায়েছে জ্ঞান॥
বিশুদ্ধ উন্নতি যাহা, আবশ্যক অতি।
তাহা করিবারে হায়! নাহি যায় মতি॥
কেবল আপন সুখে, মত্ত অতিশয়।
হায়! হায়! এ সকল, সহনীয় নয়॥
দেখ দেখি একবার, ঘর পানে চেয়ে।
কি করিছে যত সব, কুলীনের মেয়ে॥
তাহাদের হাহাকার, করিলে শ্রবণ।
খেদে প্রাণ কেঁদে উঠে না স্বরে বচন॥

দাসীসম সদারয়, পিতার আলয়।
ভ্রাতৃভার্য্যা বাঁকামুখে, কটু কথা কয়॥
সদাব্যস্ত থাকে হায় লইয়া সংসার।
খেটে খেটে অস্থি চর্ম্ম, করে সবে সার॥
অবকাস নাই মাত্র এলোচুল বাঁধে।
কেবল মনের দুঃখে দিবা নিশী কাঁদে॥
নাম মাত্র পতি যিনি, কভুদেখা নাই।
"উপসের নন তিনি, পান্নার গোঁসাই"॥
কভু যদি পথভুলে, আসেন ঠাকুর॥
আগে তারে দিতেহয় মর্য্যাদি প্রচুর॥
পান থেকে চুন টুকু, যদি খসে যায়।
ফোঁস করে উঠে সাপ, কেতারে থামায়॥
না হইবে কেন তিনি, কুলীন সন্তান।
কত লোক তার পায়ে, গড়াগড়ি যান॥
মনে করিলেই বিয়ে, অবারিত দ্বার।
দূরহতে কুলীনেরে করি নমস্কার॥
এইরূপ কতশত, কুলীন সন্তান।
কোথা কত বিয়ে করে, না থাকে সন্ধান॥
সুধাময় পরিণয়, কিসের কারণ।
একবার মনে তাহা, না করে ধারণ॥

* * * * * *

কন্যাদের পিতামাতা, তাঁরা বা কেমন।
হাতপা বাঁধিয়া করে, সলিলে ক্ষেপণ॥
এসব দেখিয়া হায়, বাক্ নাহি থাকে।
"এক ভস্ম আর খার, দোষদিব কাকে"॥

হায় রে! বল্লাল তুই, কি কুক্ষণে আসি।
কুল-গাছে টাঙ্গাইলি, পরিণয় ফাঁসি॥
তোমার গুণের কথা কহিতে নাপারি।
কুল-গাছে বেঁধে মার কুলিনের নারী॥
তাহাদের হাহাকার, যাও যদি শুনে।
দহিবে তোমার মন, বিষাদ আগুনে॥
সত্য বটে তব ইচ্ছা ছিল হে সরল।
সুধা না উঠিয়া তায়, উঠেছে গরল॥
চুঁনে চুঁনে নয় গুনে, করেছিলে কুল।
তার কোন মূল নাই, সেটী তব ভুল॥
নয়গুণে নয় দোষ; হয়েছে এখন।
সেই দোষে কুল-কন্যা করিছে রোদন॥
তাহাদের আঁখি-নীরে, ভাসে বঙ্গভূমি।
রাজা হয়ে অবিচার, করিয়াছ তুমি॥
তোমার পরেতে আসি, "তব সহচর"।
বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য, নাম "দেবীবর"॥
তাহার প্রসাদে দেখি, থাকে থাকে কুল।
মেল বাঁধিলেন তিনি, না করি নির্ম্মল॥
দেবীবর! তুমিও কি, বুদ্ধিহীন ছিলে।
ভালরূপে আমাদের, প্রতিফল দিলে॥
যখন দেখিলে দোষ, ধরিয়াছে কুলে।
একেবারে কেন তুমি, নাহি দিলে তুলে॥
তোমাদের উপরেতে মিছা করি রোষ॥
এসকল আমাদের, কপালের দোষ॥

ধন্য ধন্য ! সভা, "স্বধর্ম্ম রক্ষিণী"।
তোমার সন্তানগণে, ধন্য বলে গণি॥
কুল-বৃক্ষ কাটিবারে, করিছ যতন।
ধন্য ধন্য অগ্রগণ্য, যত সভ্যগণ॥ !
বহু বিবাহের ফল, জানি বিষময়।
দেশাচারে নাশিবারে, হয়ে নির্ভয়॥ !
সমর ক্ষেত্রেতে এষে, দাঁড়াবে সবে।
"যথা ধর্ম্ম তথা জয়," অবশ্যই হবে॥
দেখিয়া কালের গতি, করি হে বিনয়।
"বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া যেন নাহি হয়"॥ !
স্ববলে যদ্যপি হায়; লও রাজ-বল।
অবশ্য ফলিবে তাহে সুধাময় ফল॥
যদি বল তা হলেই হইবে কেমনে।
সহ মরণের কথা, পড়ে নাকি মনে ?॥
যে উপায়ে পার কর, কুলের সংহার।
কুলীন কন্যার খেদ, নাহি সহে আর॥

---

বিধবার প্রিয়বন্ধু, যশোসিন্ধু বর।
ধন্য, ধন্য, ধন্য, তুমি, বিদ্যারসাগর॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সর্ব্ব মূলাধার।
তোমার দয়ার কথা, কি কহিব আর॥
কুলীন কন্যার দশা, বিলোকন করি।
বড় দুঃখে আছ হায় ! দিবা বিভাবরী।

চরিত্র পবিত্র তব, সুবিশুদ্ধ মন।
বহুদর্শী হও তুমি, অতি বিচক্ষণ॥
শূল সম কুল রোগ, করিতে বিনাশ।
যতন করেছ কত, কতই প্রয়াস॥
রত্নাকর ধর্ম্মশাস্ত্র, করিয়া মন্থন।
অমৃত সমান যত, তুলেছ বচন॥
আপত্তি কারীরা দেখি, মৌন হয়ে আছে।
আপনা আপনি মনে, হারি মানি আছে॥
উপদেশ দিয়াছ যে, বিবিধ প্রকার।
অমূল্য অতুল্য হয়, রচনা তোমার॥
রাগ দ্বেষ হিংসা শূন্য, তোমার শরীর।
সরল সুজন তুমি, ধর্ম্মে যুধিষ্ঠির॥
স্বদেশের হিতব্রতে, ব্রতী অবিরত।
তোমার গুণের কথা, কহিব বা কত॥
অনিবার বিধবার, হাহাকার শুণে।
দাহন হইয়াছিলে, হুতাস আগুণে॥
বিধবা বিবাহ দেশে, করিতে প্রচার।
শাস্ত্র যুক্তি অনুসারে, করেছ বিচার॥
তাহালয়ে কত লোক, কত গালি দিলে।
অটল গিরির সম, সহ্য করেছিলে॥
আশাতীত ফল পেতে, মনে ছিল সাধ।
দেশের মূঢ়েরা তাহে, সাধিয়াছে বাদ॥
হায়রে! বঙ্গের সুত; কত কাল আর।
কানেতে অঙ্গুলি দিবে, শুনি হাহাকার॥

বিধবার খেদ, ভেদি উঠিছে গগণ।
এতেও কি তোমাদের, টলিবেনা মন॥
বেশ্যাবৃত্তি বৃদ্ধি, আর ভ্রূণহত্যা কত।
কোন দোষে বল দেখি, হয় অবিরত॥?
জানিয়া শুনিয়া যদি, কর বিপরীত।
কখন বঙ্গের নাহি, হইবেক হিত॥
রমণী মরিলে বিয়ে, করিবে তোমরা।
অবলা সরলা নারী, পড়িয়াছে ধরা॥
কেন আর মিছা মিছি, করিতেছ গোল।
বিধবা বিবাহ দিলে, হইবে মঙ্গল॥
একার্য্যে কিঞ্চিৎ নাহি, আছে অপমান।
লোকের মঙ্গল আর, দেশের কল্যাণ॥
"উন্নতি উন্নতি" মুখে, বলিলে কি হবে।
কাযে কিছু কর যদি, বোঝা যায় তবে॥

---

একবার দেখ দেখি, স্থির করি মন।
বাল্য বিবাহেতে দেশ, হয়েছে কেমন॥
বল বীর্য্য পরাক্রম, না আছে কাহার।
দুর্ব্বলতা লভিয়াছে, হৃদয় ভাণ্ডার॥
সাহস না পেয়ে স্থান, অভিমান করি।
চলি গেছে একেবারে বঙ্গ পরিহরি॥
ধরিয়াছে বঙ্গ সুতে, সংক্রামক রোগ।
বাল্য বিবাহের ফল, করিতেছে ভোগ॥
বাল্যকালে সন্তানের, হলে পরে বিয়ে।
জ্যাটা হয়ে যায় ছেলে, ইচড়ে পাকিয়ে॥

সে কেমনে দিবে মন, বিদ্যাউপার্জ্জনে।
থেকে থেকে পড়ে যায়, প্রিয়সীরে মনে ॥
পিতা মাতা উভয়েরি, বড় আকিঞ্চন।
অসময়ে পুত্র বধু, করিতে দর্শন ॥
এসব মিলনে হয়, যে সব সন্তান।
বলবান হয় তারা, অসুর সমান ॥
চলে যেতে টলে পড়ে, রোগ নাই ছাড়া।
পরমায়ু অল্প হয়, শীঘ্র যায় মারা ॥
অসময়ে গর্ভ হয়ে, কতশত নারী।
প্রসব কালেতে যায়, এসংসার ছাড়ি ॥
এইতো কালের গতি, এইত ব্যভার।
এই খেদে বঙ্গ ভূমি, করে হাহাকার ॥
এসকল দোষে দেশে, লেগেছে আগুন।
অবলা সরলা কত, পুড়ে হয় খুন ॥
নারী জন্ম কি অধর্ম্ম, পোড়া দেশে, হায় !।
দেখিয়া তাদের দুঃখ, বুক ফেটে যায় ॥
তাই হে বঙ্গের সুত, বলি বার বার।
অঘোর নিদ্রার বশে, থাক কত আর ॥
এইরূপ কত শত, দোষ দেশময়।
পারি যদি একে একে, দিব পরিচয় ॥
অধুনা ধর্ম্মের ভাব, হয়েছে যে রূপ।
যতদূর দেখিয়াছি, কহিব স্বরূপ ॥

---

[প্রকাশ যোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় এই প্রবন্ধের শেষ ভাগটী পরিত্যক্ত হইল।

## কুমার সম্ভব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রভো প্রসন্ন হও বুদ্ধির অগম্য আপনার পবিত্র রূপের বিষয় ব্যক্ত করুন, আপনার এই দৃশ্যমান মূর্ত্তিটী কি? আপনার কোন মূর্ত্তির দ্বারা এই চরাচর সৃজন, কোন মূর্ত্তি দ্বারা পালন, এবং কোন মূর্ত্তি দ্বারা তাহার সংহার করিতেছেন। আপনার বিভাগ কত প্রকার জানিতে আমাদিগের অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। অথবা গুহ্যতমা এই প্রার্থনা অধুনা অবস্থান করুক। বিভো! আজ্ঞাকর এক্ষণে আমাদিগের কি করিতে হইবে। ভগবান্ বামদেব বিসদ দশন-পংক্তির অংশু-রাশি দ্বারা শিখর গত শশির তন্বী প্রভাকে সম্বর্দ্ধন করতঃ কহিতে লাগিলেন—মহর্ষিগণ তোমরা বিশেষ অবগত আছ, আমার কোন প্রবৃত্তি স্বার্থ নহে কারণ আমি অষ্ট মূর্ত্তি দ্বারা পরার্থ প্রবৃত্তি রূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। অধুনা শ্রবণ কর, যেমন তৃষাতুর চাতক সকল কাতর স্বরে জলধরের নিকট জল যাচিঞা করে তদ্রূপ শক্র পীড়িত সুরগণ মদীয়বীর্য্য সম্ভূত পুত্র প্রার্থনা করিতেছেন। তন্নিমিত্ত যেমন যজ্ঞকর্ত্তা অগ্নির উৎপাদন জন্য অবনির আহরণ করেন তদ্রূপ আমি অপত্যোৎপাদন কারন পার্ব্বতীকে পরিণয় করিতে ইচ্ছা করি; আমার প্রয়োজন বশতঃ তোমরা সকলে হিমালয়ের নিকট পার্ব্বতীকে যাচিঞা কর ইহা তোমদিগেরি কর্ত্তব্য, কারণ সৎ পুরুষানুষ্ঠিত সম্বন্ধ কখন বৈকল্য প্রাপ্ত হয় না। আমি লোলতা বশতঃ পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিতেছি না। ইহা কেবল দেবগণের উপকার পর জানিবে, আর নিখিল দেব বিদ্যমান থাকিতে তুষার ভূত ধরাধিপতির তনয়াকে পরিনয় করা সে কেবল শ্লাঘ্য সম্বন্ধ জন্য, যে হেতু বিখ্যাত প্রতিষ্ঠিত ধরণীর ভার বাহী হিমবান্ স্বয়ং আমাকে কন্যাদানে মানস করিয়াছেন। অতএব সে আমার অযত্ন সিদ্ধ অলঙ্কার স্বরূপ হইয়াছে। তোমরা তাঁহার নিকট এই রূপে উমাকে প্রার্থনা করিবে, অথবা বলিয়া দিতে ইচ্ছা করিনা কারণ তোমাদিগের আচরণ সাধু ব্যক্তিরা সর্ব্বথা

পালন করিয়া থাকেন। হিমগিরি কদাপি অন্যমত হইতে পারিবেন না। আর্য্যা অরুন্ধতীও এ বিষয় সব্যাপার করিতে সক্ষমা, যে হেতু বিবাহ কার্য্যস্ত্রীপ্রধান, তাহাতে পুরন্ধ্রীগণের পটুতাই বলবতী, অতএব তোমরা সকলেই ওষধির নিবাস ভূত হিমালয়ে গমন কর। আমি ঐ পুরোবর্ত্তি স্রোতস্বতীর তীরে তোমাদিগের প্রত্যাগমন প্রত্যাশায় থাকিলাম। ভগবান্ পরিণয়োৎসুক হইলে পূর্ব্বাপরাধ-ভীত কন্দর্পের অন্তঃকরণ পুনরুজ্জীবনের নিমিত্ত সপ্রত্যাশ হইল এবং ব্রহ্মপুত্র মুনিগণ ও বিবাহ ব্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া সুখে "পরম" এই মঙ্গল বাক্য উচ্চারণ করতঃ ঔষধি প্রস্থে প্রস্থান করিলেন। গঙ্গাধরও প্রথমোদ্দিষ্ট মহাকোশী প্রপাতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মনোবেগশালী ঋষিগণ অসির ন্যায় শ্যামায় মান আকাশ মার্গানুসারে সদ্যঃ হিমালয় নগর নয়ন গোচর করিয়া ধন সমৃদ্ধি সকলের নিবাস ভূতা অলকা এবং অমরাবতীকেও হীন বোধ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন তাহার চতুর্দ্দিক ভাগীরথীর গভীর প্রবাহে পরিবেষ্ঠিত, অসংখ্য প্রদীপ্ত মহৌষধি নিবদ্ধ এবং বিসাল মণি শিলাময় সুন্দর প্রাকারে পরিরক্ষিত, গিরিরাজ ভুবন সম্বরণ হইয়াও অন্তঃকরণ হরণ করিতেছে, স্থানে স্থানে সিংহ মাতঙ্গ ব্যঘ্র কুরঙ্গ মহিষ গণ্ডার তুরগ শাখামৃগ প্রভৃতি জন্তু যূথ বিচরণ, কোন স্থানে যক্ষ কিন্নর পৌর এবং বন দেবতাগণ অবস্থান করিতেছে। অত্যুচ্চ কল্প বৃক্ষ সকল স্ব স্ব শাখায় চঞ্চল দল ধারণ করিয়া অগন্য লম্বিতাম্বর পতাকার রজনীতে স্ফটিক নির্ম্মিত হর্ম্ম্য পান গোষ্ঠী প্রদেশে উজ্জ্বল নক্ষত্র মণ্ডলের প্রতিরূপ ভাষিত হইয়া মুক্তাদামের এবং তৃণ জ্যোতি সকল সুপ্রকাশিত হইয়া মনোহর রাকার শোভা প্রকাশ করিতেছে। পথিক অথবা অভিসারিকাগণের কদাপি দুর্দ্দিনে তমি শ্রবণ তম সংহতিও নয়ন গোচর করিতে হয় না। কোন স্থানে কেহ রতিখেদে চেতনাপগত, কেহ ভ্রূভেদি কম্পিতাধর ধর মাণিনী মান ভঙ্গে তৎপর, কেহ বা রতি শ্রমে নিদ্রিত রহিয়াছে। জটাভার বাহি চিত্রগত বহ্নি সম প্রভ মহর্ষিগণ রমণীয় অজরামর হিমালয় নগর নয়ন গোচর করিয়া স্বর্গবাস নিমিত্ত জ্যোতি ষ্টোমাদি যাগানুষ্ঠান প্রতারনা জ্ঞান করতঃ ব্যোম প্রদেশ হইতে

বেগে গিরিরাজ ভবনে উত্তীর্ণ হইলেন। পুরবাসিরা উন্নত বদনে নিমেষ শূন্য নয়নে দর্শন করিতে লাগিল। হিমবান্ সলিল প্রতি কিঞ্চিত সুর্য্যাবলীর ন্যায় সমুজ্জ্বল এবং প্রিয়দর্শন দর্শন করিয়া পূজোপহার গ্রহণ পূর্ব্বক যথোচিত সৎকার করতঃ স্বয়ং পথ দর্শক হইয়া অদৃষ্ট চরিত মুনিগণকে স্বীয় অন্তপুরে লইয়া গিয়া বিশুদ্ধ বেত্রাসন প্রদান করিলে, তাঁহারা উপবেশন করিলেন এবং হিমবান্ স্বয়ং আসন পরিগ্রহ করিয়া কহিতে লাগিলেন; হে মহোদয়গণ মেঘোদয় বিনা বর্ষণ প্রায় আপনাদিগের দর্শন লাভ অসম্ভাবিত, অতএব অদ্য আমি অতি দুর্লভ লাভ অদৃষ্ট কুসুমের ফল স্বরূপ মহাত্মনগণর দর্শন পাইয়া স্বীয় আত্মাকে লৌহ পরিবর্ত্তে সুবর্ণের ন্যায় এবং ভূলোক হইতে স্বর্গারূঢ়ের ন্যায় বিশুদ্ধ করিয়া মানিলাম। অদ্যাবধি মদীয় প্রদেশ সকল প্রাণিগণের বিশুদ্ধির নিমিত্ত তীর্থভূত হইল। যে হেতু আপনারা যে স্থানে চরনার্পণ করেন সেইত তীর্থ স্থান। মহর্ষি সকল মদীয় মস্তকে মন্দাকিনীর নীর নিবহ নিঃসার এবং আপনাদিগের চরণ স্খালিত জল ভার দ্বারা আমি আপনাকে সর্ব্বথা পবিত্র জ্ঞান করিয়া অবস্থান করিতেছি, মদীয় দেহ জঙ্গম স্থাবর দ্বিরূপ হইয়াও উভয়েই আপনাদিগের অনুগ্রহ ভাগ দ্বয় করিয়া লইতেছে, আমার জঙ্গম শরীর আপনাদিগের কিঙ্কর কার্য্যে নিযুক্ত এবং স্থাবর শরীর আপনাদিগের চরণাঙ্কিত হইয়া সীমাশূন্য সন্তোষে নিমগ্ন হইতেছে, মহাশয়গণের অনুগ্রহে যেমন আমার দিগন্ত ব্যাপি দেহের পরিমাণ নাই আপনাদিগের দর্শনে হর্ষও তদ্রূপ হইয়াছে। আপনাদিগের প্রভাপুঞ্জ দ্বারা কেবল স্থাবর শরীরের গুহাগত তমঃ সংহতি বিনষ্ট হয় নাই, জঙ্গম শরীরের অজ্ঞান তম ও ধ্বংস হইয়াছে, হে আত্ম দর্শিনং আপনাদিগের কি প্রিয় কার্য্য করিব, তাহাত দেখিতে পাই না, যে হেতু আপনারা নিরীহ, যদি ও থাকে সেও অনায়াশ লভ্য, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অকিঞ্চনের পাবনের নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, কিঙ্করগণ প্রভুর প্রেষণ প্রসাদ নাপাইলে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়; অতএব হে স্বামিন! আপনারা নিস্পৃহ হইলেও উপস্থিত ভৃত্যকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করুন বহুবচন বাহুল্য মাত্র। বাহ্যবস্তু রত্ন হিরণ্য

দিকেত গণ্য ও করিনা, এই আমি ঐ সহ ধর্ম্মিণী এবং মদীয় কুল প্রাণ ভূতা অশেচনা এই কন্যা, ইহার অন্যতম দ্বারা যদি আপনাদিগের প্রিয় কার্য্য করিতে পারিত পরি তাহাও প্রদান করিব। হিমালয়ের মুখ নির্গত অঙ্গীকৃত বাক্য সকল পুরোবর্ত্তি গুহামুখে প্রতি শব্দিত হওয়ায় বোধ হইল যেন পর্ব্বতপতি মুনিগণের সুপ্রত্যয়ের নিমিত্ত অঙ্গীকৃত বিষয় পুনঃ পুন অঙ্গীকার করিতে লাগিলেন। মহর্ষি মণ্ডল শৈল পালের বচন শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া অঙ্গিরস মহর্ষিকে প্রত্যুত্তর প্রদানে ইঙ্গিত করিলে প্রবক্তামুনি কহিলেন ধরাধিপতে! তুমি আত্মাদি দানে যে রূপ অঙ্গীকৃত হইলে তাহার অধিকও তোমাতে উৎপন্ন হইতে পারে, তোমার শিখর এবং মানস উভয়েরি উন্নতি সদৃশী দেখ. গীতায় তুমি স্থাবর রূপি বিষ্ণু বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছ, এই দৃশ্যমান চরাচর তোমার কুক্ষির আশ্রিত হইয়াছে, যদি রসাতল পর্য্যন্ত তোমার অবলম্বন নাথাকিত তবে ভুজঙ্গ রাজ কোমল ফণা দ্বারা ধরিত্রীর দুঃসহভার কি বহন করিতে পারিতেন। কেবল তোমার অবলম্বনেই সেই ফণি পতি বসুমতি ধারণ করিতেছেন। তোমার কির্ত্তি প্রবন্ধ ও তদ্গত সরিত সমূহের প্রবাহ সকল জলনিধির অত্যুচ্চ তরঙ্গ দলেরও অবাধ্য হইয়া তৎপারে গমন এবং তাহার অন্তঃপ্রবেশ পূর্ব্বক লোক সকলকে পাবন করিতেছ। ভাগিরথী বিষ্ণু পদোদ্ভবা হইয়া যেমন শ্লাঘনীয়া, তোমার ঊর্দ্ধ শাম্ভু প্রবাহিনী হইয়া ততোধিক প্রসংশনীয়া হইয়াছেন। তুমি যজ্ঞভাগি সুরেন্দ্রাদি দেবগণ মধ্যে স্বীয় পদ স্থাপন করিয়া সুমেরুর হিরন্ময় সমুন্নত শৃঙ্গকেও বিফল করিয়াছ। তোমার জঙ্গম শরীরের নম্রতা দর্শনে বোধ হয় সমুদয় কাঠিন্য তোমার স্থাবর শরীরে অর্পিত হইয়াছে। সাধো! আমাদিগের আগমন কার্য্য শ্রবণ কর। যাহা তোমারি নিমিত্তভূত হইয়াছে। আমরা তাহার উপদেশক মাত্র। তুমিই তাহার ফলভাগী হইবে। তুমি বিশেষ অবগত আছ যিনি অনিমাদি গুণ শালী, উপমা রহিত, বালেন্দু মৌলি, এবং যিনি পৃথিব্যাদি ভিন্ন ভিন্ন গুণ সম্পন্ন স্বীয় অষ্ট মূর্ত্তিদ্বারা এই সংসারের সমস্ত ভাব গ্রহণ করিয়াছেন যোগিগণ পরমাত্ম সরূপ যাঁহাকে ধ্যান করেন সেই সর্ব্ব সাক্ষী ভগবান্ দেবাদিদেব

মহাদেব অস্মন্নিবেশিত তোমার এই কন্যাকে স্বয়ং প্রার্থনা করিয়াছেন। অতএব যেমন বাক্যের সহিত অভিধেয়ের সংঘটন তদ্রূপ তুমি স্বীয় সুতার সহিত সেই চন্দ্রশেখরের সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ কর। সেই ত্রিপুরাহর চরাচর সকল বস্তুর পিত—তোমার দুহিতা সকলের মাতা হইবেন। এবং দেবগণ দেব দেবের প্রণামানন্তর চূড়ামণি মরীচি দ্বারা তোমার নন্দিনীর চরণ রঞ্জন করিবেন। সমীপবর্ত্তিনী নন্দিনী বধূ, তুমি দাতা, আমরা যাচক, ভগবান্ বরপাত্র, এই সকল পবিত্র কুলের সমুজ্জলতার নিমিত্ত তুমি সুতাসম্বন্ধ বিধি দ্বারা জগদ্বন্দনীয় মহাদেবের বন্দনীয় ও গুরুপদ বাচ্য হইবে। ইহার পর ভাগ্যোদয় আর কি আছে। মহর্ষি এতাদৃশ বাক্য ব্যক্ত করিলে, পিতার পার্শ্ববর্ত্তিনী, পার্ব্বতী লজ্জায় অধোমুখী হইয়া কর গত লীলা কমল দলের গণনাচ্ছলে মনোগত হর্ষকে গোপন করিতে লাগিলেন, কন্যাদানে গৃহিনীর প্রভুতাই প্রায় দৃষ্ট হয়, হিমবান্ উক্তবিষয় স্থিরীকৃত করিলেও উচিতোত্তর জিজ্ঞাসায় পুনঃ পুন মেনকার মুখাবলম্বন করিতে লাগিলেন। সাধ্বীস্ত্রী স্বামির অভিপ্রেত বিষয়ে কদাপি ব্যভিচারিণী হননা। মেনা, স্বামির অভিপ্সিত বুঝিয়া তৎক্ষণাত স্বীকার করিলেন। অনন্তর হিমবর মনে মনে করিলেন আমি কন্যাদান করিলাম মহর্ষিবাক্যের এই প্রকৃক প্রত্যুত্তর ইহা ভাবিয়া মহাপন বসন ভূষণ ভূষিতা দুহিতার সুকুমার কর পদ্ম গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন বৎসে! আমার কি ভাগ্যোদয়! তুমি দেবাদিদেব মৃত্যুঞ্জয়ের ভিক্ষা সরূপ হইয়াছ। বর্ত্তমান মহর্ষিগণ তন্নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, ভদ্রে তোমাকে তৎপাত্রে প্রদান করিয়া আমি ইহ। মাত্র নিস্তার সরূপ গৃহস্থাশ্রমের অমৃত ফল প্রাপ্ত হইব। মহীধর তনয়াকে এবম্প্রকার সাদর সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন হে দেবর্ষিগণ! দর্শন করুন এই ত্রিলোচন বধূ আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছেন। মুনিগণ ইপ্সিত প্রদ পর্ব্বতনাথের উদার বাক্যকে প্রশংসা করিয়া অঙ্কুরোম্মুখ আশীর্ব্বচন দ্বারা পার্ব্বতীর সম্বর্দ্ধনাকরিলেনা।

ক্রমশঃ।

——

# ধনেশ নন্দিনি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কেশ শ্রেণী সমাচ্ছাদিত সুকোমল, সুতিক্ষ্ণ, নয়ন দ্বয়, ক্ষুদ্র অথচ সরল নাশা, অবিকুঞ্চিৎ সুগোল চিবুক, মুক্তামালার ন্যায় সমুজ্জল দন্ত শ্রেণী, সল্প বক্র গ্রীবা, সুগোল হস্তদ্বয়, ইষৎ রক্তবর্ণ নখরে শোভিত অঙ্গুলী গুলীতে তাঁহার অবয়ব সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দরছিল। তাঁহার কোটীদেশ উরু জংঘা ও পদও যথা-যোগ্য শোভা বিশিষ্টছিল-কোন শিল্পিই তদ্রুপ নির্ম্মাণ করিতে পারিতনা আমিরন নিসা কিরূপে কি গুণে রমণী গণের মধ্যে অগ্রগন্যা ছিলেন। এমন কি পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যদি স্বর্গে বাস করিতে বাসনা করিতেন তাহা হইলে শচিপতি ইন্দ্রও সন্তুষ্টচিত্তে নন্দন কাননে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন। না করিবেনই বা কেন?—কারণ কোন কঠিন হৃদয় ব্যক্তি এ কুসুম লতিকাটিকে সংসার পারাবারের বাত্যা পরি পূর্ণ ঝঞ্ঝা বিলোড়িত তীরে সংরক্ষিত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? এতাবৎকাল পিতৃ গৃহে নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার বাল্যকাল অতি বাহিত হইয়াছিল। চিত্ত চাঞ্চল্য, মনোবৃত্তির বৈশ্যমাতা এবং অসার সংসার ও ইহ জীবনের প্রলোভন হইতে দূরে থাকিয়া সদা নির্ম্মল চিত্তে, নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ে কাল যাপন করিতেন। এই সরল হৃদয়তা এক দিকে তাঁহার গুণহারের শ্রেষ্ঠ হিরক খণ্ড হইয়া অন্যথা তাঁহার বিপত্তির কারণ হইয়াছিল। এই সরল হৃদয়তার জন্য তিনি এনায়েত আলির চাতুরী জালে জড়িত হইয়া পিতৃ গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমরা এক্ষণে তাঁহাকে গাজিয়াবাদ দুর্গে উপস্থিতা দেখিতেছে, আহা! কেএই অপরিণত বয়স্কা অকপট হৃদয় সুন্দরী রমণীকে এই পৃথিবীর বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া লইয়া যাইবে? কে এই ভঙ্গুর নব ভাষমানা তরণীকে সংসার সাগরের গুপ্ত, বিপদ জনক বালুকাময় চর ও সমসুন্নত শিখর হইতে পরিত্রান করিবে? কে এই কুসুম বন ভ্রমনী বালাকে তৎপার্শ্বস্থিত অগাধ জলধি হইতে রক্ষা করিবে? কে এই মধুতৃষিত ভ্রমরীকে সর্প দংশিত পুষ্পের মধুপানে বিরত করিবে?

আমিরণ নিসা অদ্যাবধি উল্লিখিত গৃহ কয়েকটীতে যাইতে অনুমতি পান নাই। গৃহ সজ্জীভূত হইলে আজিজনের সহিত তথায় গমন করিলেন। গৃহ প্রবেশ করিয়া যতই গৃহের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার হৃদয় আহ্লাদে ও আনন্দে পরিপ্লুত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল আহারগৃহে, পরক্ষণেই শয়ন গৃহে, পুনর্ব্বার অন্য গৃহে গমন করিয়া পরিশেষে বিশ্রাম গৃহে গমন করত পর্য্যঙ্কের উপরে উপবেশন করিয়া আজিজনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।

"আজিজন দেখ গৃহের কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে চিত্র ফলক গুলি কি চমৎকার! চিত্রকারের কত নৈপুন্য প্রকাশ করিতেছে। আহা আমার তুষ্টি সাধন জন্য রাজমন্ত্রী কত অর্থব্যয়ে ও যত্নে গৃহ কয়েকটীর শোভা সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার কি অবিচলিত প্রেম, কি অপরিসীম স্নেহ, কি অকৃত্রিম ঔদার্য্য।

দেখ ক্রমে রাত্র উপস্থিত হইতেছে। পশ্চিমদিকে আকাশের কিমনোহর শোভা হইয়াছে, পূর্ব্বদিক হইতে নীশানাথ একখানি রজত থালের ন্যায় উদয় হইতেছে, শ্রম জীবি লোকেরা সসব্যস্তে আপন আপন আবাস স্থানে গমন করিতেছে, ধেনু সকল গোষ্ঠে গমন করিতেছে, ক্রমে জনতা কোলাহল স্তব্ধ হইল। পক্ষী সকল সমস্তদিন উড্ডিন হইয়া এক্ষণে নীড়া গত হইয়া আপন আপন সাবক গুলীকে আহার প্রদান করিতেছে। রাত্রেই রাজ মন্ত্রীর প্রেম ময় মুখ দর্শন করিব ও কৃতজ্ঞতা চিত্তে তাঁহাকে শতবার ধন্যবাদ প্রদান করিব"।

আজিজন বলিল—

"প্রভুকে ধন্যবাদ না করিয়া সর্ব্বাগ্রে জগদীশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত। তাঁহার প্রসাদেই আপনি এতাদৃশ সদ্গুণ সম্পান্ন স্বামী-রত্ন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অনুগ্রহেই রাজ মন্ত্রী আপনাকে এত স্নেহ ও যত্ন করেন। আপনার চিত্ত বিনোদনের জন্যই এই সকল আয়োজন করিয়াছেন। আমিও যথাসাধ্য আপনার অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছি— কিন্তু ব্যাধভয়ে ভীতা হরিনীর ন্যায় এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে গমন করিয়া

আমার সমূদয় পরিশ্রম বিফল করিয়াছেন। এত যত্নে কবরী বন্ধন করিয়াছিলাম তাহা খসিয়া পড়িতেছে, কেশ গুলিও আলুলায়িত হইয়াছে"।

"আজ্রিজন তুমি যথার্থ কথা বলিয়াছ"।

এই কথা বলিয়া আমিরণ এক খানি দর্পনে নিজ প্রতিমূর্ত্তী দর্শন করিয়া হাস্য বদনে বলিলেন।

"তুমি সত্য কথা বলিয়াছ, আলুলায়িত কুন্তল, স্খলিত কবরি-বন্ধন, রক্ত বর্ণ গণ্ডস্থল স্বেদ জলে সিক্ত ললাট দেখিয়া কেহই আমাকে রাজ মন্ত্রীর প্রণয়িনী বলিতে পারেনা, অনায়াসে গোপ কন্যা বা অপর কোন রমণী বলিয়া গণ্য করিবে, চল বিশ্রাম গৃহে যাই। তথায় যাইয়া চঞ্চল কুন্তল গুলি বদ্ধ করিয়া দিবে"।

এই কথা বলিয়া উভয়ে বিশ্রাম গৃহে গমন করিলেন, আমিরণ নিসা, এক খানি পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন। আজ্রিজন যত্ন পুর্ব্বক কেশ ও কবরি বন্ধন এবং বেশ বিন্যাস করিতে লাগিল।

চিক্কন চিকুর, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, সহাস্য আস্য, চঞ্চল চক্ষুদ্বয়, গলে অপুর্ব্ব মনীময় আভরণ দেখিয়া বোধ হইল যেন নিষ্কলঙ্ক শশী ভুতলে পতিতা রহিয়াছেন, কোন তারা তাঁহার দাসিত্য কার্য্য করিতেছে, আমিরণ কিয়ৎক্ষণ চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন।

"আজ্রিজন আর অধিক বিলম্ব করিবনা রাজমন্ত্রীর আগমনের পুর্ব্বে তাঁহার প্রিয় পাত্র এনায়েত আলি ও তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিব। রাজমন্ত্রী এনায়েত আলিকে যথেষ্ঠ স্নেহ করেন কিন্তু একটী কথা বলিলেই এই দণ্ডেই তাহার সর্ব্বনাশ করিতে পারি"।

"আপনি একথা বলিবেন না। প্রাণান্তেও একার্য্য করিবেননা। জগদীশ্বরই তাহার পাপের শাস্তি দিবেন। আপনাকে মিনতি করিয়া বলিতেছি কখন সে ধুর্ত্তের কার্য্যে হস্ত ক্ষেপন করিবেন না। প্রভূ তাঁহাকে যথেষ্ঠ স্নেহ করেন। তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া কেহই অদ্যাবধি রাজমন্ত্রীর প্রিয় পাত্র হইতে পারে নাই"।

"তুমি কার কাছে একথা শিখেছ? আমি তার প্রভুর স্ত্রী তাহাকে কি জন্য ভয় করব্"।

"বড় লোকেই বড় ঘরের কথা জানেন। আপনি এবিষয় ভাল জানেন, কিন্তু বাবা সর্ব্বদাই বলেন, যে তিনি জিয়ন্ত বাঘের মুখে যেতে পারেন তত্রাচ এনায়েত আলির সহিত বিবাদ করিতে সাহস করেন না"।

"তোমার পিতা ভাল কথাই বলেছেন, কিন্তু কে জানে তোমার পিতাকে বড় ভাল লোক বোধ হয় না।"

"আপনি নাকি তাঁহার স্বভাব ভাল জানেন না তাই একথা বল্‌লেন"।

"তোমার অনুরোধেই তাহাকে ভাল বলিব। অপর লোক দূরে থাকুক তাঁহার আকার দেখিলে তোমার মার মনেত ও বোধ হয় ভয় হইত"।

"ভয়ের কারণ থাকিলেও তিনি বুদ্ধি কৌশলে পিতার মন যোগাইতেন। কেন? যখন এনায়েত আলি প্রভুর পত্র লইয়া আপনাকে দিলে আপনার মুখও লজ্জায় বিবর্ণ হইয়াছিল ও শরীর রোমাঞ্চিৎ হইয়াছিল"।

এই কথা শুনিয়া আমিরণ নিসা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন এবং শয্যা হইতে উঠিয়া ক্রোধ ভরে বলিলেন।

"আজিজন তুমি অত্যন্ত মুখরা, অত্যন্ত নির্ব্বোধ, জাননা মনে ভয় না হলেও শরীর রোমাঞ্চিৎ হইতে পারে"।

আমিরণ নিসার চক্ষু হইতে বারি বিন্দু পতিত হইল। সজল নয়নে বলিলেন।

"আজিজন আমার ন্যায় হতভাগিনী কেহই নাই, আমার দুঃখের কথা শুনিলে তোমার কি পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়। আমার অদৃষ্টে কি হইবে, আমি কোথায় আসিয়াছি এই ভাবিয়া আমার জন্যই পিতা পীড়িত হইয়াছেন। আমি শীঘ্রই তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিব এবং সুখের কথা বলে তাহার মন শান্ত করিব।"

আমিরণ অঞ্চল দ্বারা অশ্রু বারি মোচন করিলেন এবং ইষদ্ধাস্য মুখে বলিলেন।

"পিতাকে শান্তনা করিবার অগ্রে আপনাকে শান্তনা করা উচিত, আর

বৃথা রোদন করিবনা। রাজমন্ত্রী আমার জন্যই এ সমুদয় আয়োজন করিয়াছেন। আমার সন্তোষার্থেই এত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন বহুদিনের পর এখানে আসিবা মাত্র আমাকে এ অবস্থায় দেখিলে কি মনে করিবেন? তাঁহার আগমনের সময় নিকট হইতেছে, আজিজন, তোমার পিতা ও এনায়েত আলিকে, ডাকিয়া আন। তাহাদের উপর আমার কোন বিদ্বেষ ভাব নাই। আর যদি কখন, তাহাদের বিপক্ষে কোন কথা বলি সেটী তাহদের নিজ দোষেই হইবে যাহাহউক তাহাদের শীঘ্র আসিতে বল"।

(ক্রমশঃ)

---

## ব্রাহ্মসঙ্কীর্ত্তন।

(প্রাপ্ত।)

সঙ্গীত যে রূপ ইষ্টোপাসনার সহকারিতা করিয়া থাকে এরূপ আর কিছুই নাই, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে নিরবচ্ছিন্ন বাক্য প্রয়োগকালে উপাসনা হইতে মন অপসৃত হইয়া অন্যাসক্ত হইতে পারে; কিন্তু বিশুদ্ধগীতময়ী উপাসনা সকলেরই চিত্ত গ্রহণ করিয়া লয়। এমন কি গীতিকা প্রভাবে বিদ্বিষ্ট ধর্ম্মভাব ও বিদ্বেষীর মনে কখন কখন প্রতিভাত হইয়া থাকে, "কোরান" সেবকদের মত, আর পৌত্তলিকতার বিদ্বেষী দ্বিতীয় নাই, কিন্তু তাহারাও অনেকে সময়ে সময়ে পৌত্তলিকতার গীতে মোহিত হইয়া থাকেন। সীতার বনবাস, রাম বনবাস, লক্ষ্মণ বর্জ্জন, ও উমার আগমন প্রভৃতি সঙ্গীতে কত কত মহম্মদীয়, খ্রীষ্টীয় লোকদিগের ও হৃদয় বিগলিত হইয়া যায়, এই নিমিত্তেই বোধ হয় পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতিতেই উপাসনার সহিত সঙ্গীত সংযোজিত হইয়াছে. দেশের প্রকৃতি ও জাতির উন্নতির তারতম্যানুসারে সঙ্গীতের প্রকৃতিভেদ ঘটিয়া থাকে। সভ্যদেশীয় লোকেরা হারমোনিয়ম, বীণা, বাঁশী, প্রভৃতি মনোহর যন্ত্র সংযোগে সঙ্গীত করিয়া থাকে। অসভ্য লোকেরা করতালী ও অনিয়মিত উল্লম্ফন

সহকারে গীতোৎসব নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। অতি পুরাতন কাল হই-তেই সঙ্গীত ধর্ম্মের এক রূপ অঙ্গীভূত হইয়াছে, পৃথিবীতে যত প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র আছে তন্মধ্যে ঋগ্বেদই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বলিয়া প্রমানিত হইয়াছে। ঋগ্বেদে যদি ও গীতিকা বাহুল্য না থাকুক তথাপি সামবেদ এক-কালে সঙ্গীত ময় স্তোত্রে পরি পূর্ণ। সেসময় আর্য্যদিগের সঙ্গীতশাস্ত্র অত্যন্ত উন্নতিলাভ করিয়াছিল, "সামরোক" "ধানসী" প্রভৃতি রাগিণীর উল্লেখই তাহার স্পষ্ট প্রমান। এরূপ "মুসা" প্রভৃতির প্রণীত অন্যান্য পুরাতন ধর্ম্ম শাস্ত্রে ও পুরাকালেই সঙ্গীত সহকৃত হইয়াছে, আধুনিক ধর্ম্ম প্রণেতৃগণ ও ধর্ম্ম শাস্ত্র সংস্করণ কালে সঙ্গীত বিস্মৃত হন নাই, কোরাণের স্তোত্র পাঠে, স্বর সংযোগের নিয়ম আছে, নানক অত্যন্ত সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন, চৈতন্যের নামোল্লেখ করা বাহুল্য, অল্পদিন হইল রাম প্রসাদ সেন নামক এক ব্যক্তি বঙ্গদেশে* জন্মগ্রহণ করেন তিনি অত্যন্ত কালী ভক্তছিলেন। ভবানী বিষয় গানই তাঁহার সর্ব্বস্ব ছিল, অদ্যাপিও বঙ্গদেশে রাম প্রসাদী ধর্ম্ম সঙ্গীত গুলি জীবিতাবস্থাতেই আছে, যখন পৃথিবীস্থ সমুদয় লোকেরই ধর্ম্মোপাসনা কালে গীতাভিলাষ দেখা যায়, তখন সঙ্গীতকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে সঙ্গীতা-ভাবে উপাসনা অঙ্গ হীন, যিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বঙ্গদেশে প্রথম প্রকাশ করেন, এই অভাব মোচনের পথও সঙ্গে সঙ্গে তিনিই প্রথম প্রদর্শন করেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসঙ্গীতের ও ক্রমে উৎকর্ষ সাধন হইয়া তাহাতে "সঙ্কীর্ত্তন" নামে আর এক রূপ সঙ্গীত সংপ্রতি সংযোজিত হইয়াছে। সেই বিষয়ইএই প্রস্তাবের আলোচ্য। এক সময়ে ভারতবর্ষে সঙ্গীত শ্রী উন্নতির উচ্চতম সোপান পর্য্যন্ত অধিরোহন করিয়া জগদ্ব্যাপ্ত কীর্ত্তিমতী হইয়াছিলেন। সেই সময়েই নানা রূপ তান লয়ের বিজ্ঞান বাহুল্য পরিমানে প্রচারিত হই-য়াছিল। সেই সময়ে ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে "খেয়াল সঙ্গত" নামে এক রূপ সমবেত সঙ্গীতের প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহার লক্ষণ এই ৩০।৪০

[* হালিসহর গ্রামে। সং]

জন সুগায়ক, একত্রিত হইয়া মুরজ (পাখোয়াজ) তান পুরা সাঁনাই প্রভৃতি যন্ত্র সহকারে সমবেত সঙ্গীত করিত। অনেক দেবালয়ে ও তীর্থস্থলে দণ্ডি, রামায়তগণ, খেয়াল সঙ্গত চর্চ্চা দ্বারা ঈশ্বরোপসনা করিত। অদ্যাপি-ও পঞ্জাবে খেয়াল সঙ্গত বিলুপ্ত হয় নাই। সেস্থানে অনেক "আখড়াতে" উদ্দীপ্তভাবে তানলয় বিশুদ্ধ রূপে খেয়াল সঙ্গতের চর্চ্চা হইয়া থাকে। দেশের অবনতির সহিত যে রূপ নাটকাভিনয়ের অপভ্রংশ হইয়া যাত্রা, কাচ, বাইনাচ, ছায়াবাজি প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই রূপ খেয়াল সঙ্গতের অপভ্রংশে বঙ্গদেশে "মনোহরসাহী" আখড়াই, কবিগান প্রভৃতি উৎপাদিত হইয়াছে। একটী কিম্বদন্তী আছে যে বঙ্গদেশের এক রূপ গানে কোন বাদ সাহ অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন বাদসাহের মনোহরণ করিয়াছিল বলিয়া সেই গানের নাম "মনোহর সাহী" হইয়াছিল, বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশেই মনোহর সাহীর প্রচলন দেখা যায় না। মনোহর সাহী গানে বঙ্গদেশীয় প্রাচীন লোকেরা অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ মনোহরসাহীতে করুন ও বাৎসল্য রসের উত্তম উত্তম গান পাওয়া যায়। মনোহরসাহী নিরবছিন্ন সঙ্গীত নহে, ইহাকে গীতি মিশ্রিতপদ্য-ময়ী বর্ক্তৃতা বলাযাইতে পারে। এই রূপ সঙ্গীত দ্বারাই বঙ্গদেশে অধিকাংশ কৃষ্ণলীলা গীত হইয়া থাকে। সমবেত মনোহরসাহীকেই "সঙ্কীর্ত্তন" বলা যায়। চৈতন্য জন্মিবার অনেক পূর্ব্বে আমাদের দেশে সংকীর্ত্তন প্রয়োজিত হই-য়াছে। চৈতন্য কেবল "নগরকীর্ত্তনের" প্রথা প্রচলন করিয়াছেন। মনোহর সাহী অপভ্রংশ হইয়া নাম ও লুটগান সৃষ্ট হইয়াছে। কোন কোন নাম ও লুটগানে অনেকানেক তাল ফেরতাতে বেশ লয় চাতুর্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে সঙ্কীর্ত্তন, সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ-লোকদিগের বিরাগ ভাজন হওয়াতে, কালে অত্যন্ত জঘন্য হইয়া পড়িয়াছে, এবং মূর্খ বৈরাগীদিগের এক চেটীয়া হইয়া রহিয়াছে। তাহাতে না আছে তাল না আছে মান, না আছে সুর, কেবল খোল করতালের খিচড়ি ব্যতীত কিছুই নহে। সঙ্গীতের যত দূর দুরবস্থা হইতে পারে, তাহা সঙ্কীর্ত্তনে দেখা গিয়া থাকে। সঙ্কীর্ত্তনের প্রধান

যন্ত্র খোলের ও করতালের বিষয় কিছু উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলামনা। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, খেয়াল সঙ্গতে পাখওয়াজ সঙ্গিত হইত, সেই পাখওয়াজকেই আর্য্যেরা মৃদঙ্গ বলিতেন। বিশেষ এই যে আর্য্যেরা মৃত্তিকাদ্বারা মৃদঙ্গ প্রস্তুত করিতেন, পরে, মুসলমানেরা সুবিধার জন্য কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত করিতে লাগিল। বস্তুতঃ মৃদঙ্গ খোল নহে, মৃদঙ্গ পরিবর্ত্তিত, হইয়া দ্বিধা রূপে তবল হইয়াছে, অপভ্রষ্ট হইয়া খোল বাঁয়া, ঢোল, নারদি, ও আখ্‌ড়াইঢুক্কি হইয়াছে। গুণি লোকের হস্ত স্পর্শে আখ্‌ড়াই ঢুক্কিও কিয়ৎ পরিমাণে বাঁয়া ঢোল এবং নারদির উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কিন্তু হতভাগ্য খোল চিরকাল এক অবস্থাতেই রহিয়াছে। করতাল ভারতবর্ষের আদিম যন্ত্র, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁশি, করতাল, ঢাক, কাড়া, টিকারা, এ গুলি অসভ্যাবস্থাতে আবিষ্কৃত হয়, সঙ্গীত শাস্ত্রের সম্যক উন্নতি হইলে এগুলি কেবল দেবালয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই কাল হইতেই এযাবত দেব কার্য্যেই কাঁশী ঘণ্টার ন্যায় করতালও চলিয়া আসিতেছে। অন্যান্য স্থানাপেক্ষা মণিপুরেই করতাল বহুল পরিমাণে প্রচারিত দেখা যায়। বস্তুতঃ সঙ্গীতাভিজ্ঞদিগের নিকট খোল করতাল নিতান্ত অনাদৃত, সঙ্গীতজ্ঞেরা বলেন, যে সকল যন্ত্র গানের স্বরের সহিত মিলাইতে পারা না যায় সে গুলিকে সঙ্গীতের বিদ্রোহীব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। অমিলিত যন্ত্রের মধ্যে আবার খোল করতাল সর্ব্বাপেক্ষা কর্কশ। এরূপ কর্কশ নিকৃষ্টযন্ত্র এবং মনোহরসাহী অপভ্রষ্ট নিকৃষ্ট কীর্ত্তন লইয়া বঙ্গদেশের নুতন ব্রহ্ম সঙ্গীত হইয়াছে। যে বিষয়টী দেশ কাল পাত্রীয় অবস্থার উপযোগী না হয়, তাহা ভদ্রলোকের নিতান্ত অশ্রেদ্ধেয় এবং সাধারণের অত্যন্ত দৃষ্টি কটু। এই ক্ষণ বঙ্গ দেশে যত দুর উন্নতি হইয়াছে তাহার সহিত কি ভাষা, কি আচার ব্যবহার, কি শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতির সামঞ্জস্য না রাখিতে পারিলে, নিতান্ত লজ্জা ঘৃণাও দুঃখের বিষয়। বিশেষতঃ যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছেন, তাহাদের প্রতি বিশেষ রূপ লক্ষ করা যাইতেছে, বঙ্গদেশর কৃতবিদ্যদিগের অনেক বিষয়ের উন্নতি দেখিয়া ইরোপীয়গণ চমৎকৃত ও আহ্লাদিত হইয় থাকেন। আধুনিক কৃতবিদ্যগণ যে কেবল ইংরাজি ভাষা

শিক্ষা করেন এরূপ নহে। তাঁহারা বিজ্ঞানের প্রতিই সমধিক শ্রদ্ধা ও যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা দিগের সচরাচর আলাপ ও কথা বার্ত্তা পর্য্যন্ত বিজ্ঞান মিশ্রিত, উন্নত বিষয় লইয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কেবল যে কৃতবিদ্যদিগের মধ্যেই উন্নতির শ্রোত প্রবাহিত হইতেছে এরূপ নহে, সময় ও সংসর্গের প্রভাবে সর্ব্বসাধারণের মধ্যেই অল্পে অল্পে সেই প্রবাহ প্রবেশ করিতেছে। বঙ্গদেশের প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, ১৫ বৎসর পূর্ব্ব অপেক্ষা কত বিভিন্নতা লক্ষিত হইবেক। সামান্য গৃহ নির্ম্মান কালে অজ্ঞ লোকেরাও এই ক্ষণ বায়ু প্রবাহনের প্রতি সুন্দর দৃষ্টি রাখিতেছে, যে সকল চিত্রকরেরা পূর্ব্বে কেবল সাধারণ রূপ বর্ণ প্রলেপ দ্বারা চিত্রকরিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন, এইক্ষণ তাহারা আলো*লইয়া ও ছায়া† প্রবর্ত্তনের প্রতি মনোযোগ রাখিয়া চিত্র করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। আধুনিক মৃৎকারেরাও অনেকে, মৃন্মূর্ত্তি গঠন কালে শারীর স্থান (এনাটমি)‡ জিজ্ঞাসু হইয়া থাকেন, সঙ্গীতের বিষয় আর কি বলিব? তাহার ভয়ানক পরিবর্ত্তন, যাত্রা মনোহরসাহী আখড়াই পাঁচালি প্রভৃতি প্রায় সমুদয় প্রকার গীতেই আংশিক ও গূঢ়রূপে বিশুদ্ধ তান লয় প্রবেশ করিয়াছে। এমন কি সরিমিয়ার টপ্পা ও মহম্মদ সাহার খেয়াল, বাঙ্গালায় পরিবর্ত্তিত ও কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া, পথে ঘাটে বিচরণ করিয়া থাকে। একদিন কৃষকদিগের বার মাসী গানে, গিট্ খিরি মিশ্রিত তান শুনিতে পাইয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। লখনোর ঠুংরির মনোহারিতা ও চমৎকারিতা, সকলই স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহাও আমাদের বাঙ্গালাতে বাহুল্য পরিমাণে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে,। এদেশে সামান্য লোকের মধ্যেই যদি সঙ্গীতের এরূপ অযত্ন সুলভ উন্নতি হইতে চলিল, তাহা হইলে সুশিক্ষিতদিগের যে এবিষয়ে কতদূর অগ্রসর হওয়া উচিত তাহা সকলেরই সহজে অনুমিত হইতে পারে। বিশেষতঃ যাহারা আধুনিক ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাহাদের সমবেত যত্নের প্রতি এদেশের সকল বিষয়ের উন্নতি অনেক নির্ভর করিতেছে, কুসংস্কার বর্জ্জিত এক ধর্ম্মতা

* লাইট (Light). † সেড (Shade). ‡ Anatomy.

ব্যতীত দেশে স্বজাতীয় প্রেম প্রকাশিত হয় ন, স্বজাতীয় প্রেমই উন্নতির প্রধান কারণ স্বীকার করিতে হইবেক, বস্তুতঃ কৃত বিদ্য ব্রাহ্মরাই আমাদের আশা ভরসার প্রধান স্থল। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম একটী বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মে তর্ক ও মনোবিজ্ঞানের স্রোত অজস্র অনর্গল প্রবাহিত হইতেছে, এই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক বর্ক্তৃতা শুনিয়া চমৎকৃত হইতে হয় যথা, "পবিত্রতা একটী বৃত্তস্বরূপ, উপরার্দ্ধ স্বর্গীয়, নিম্নার্দ্ধ মানবীয়। (কে চ সে) এরূপ উপদেশ কিরূপ তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর উপযোগী? কাহারা ইহা শ্রুতি মাত্র হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন? ইহা গ্রহণ করা কি চৈতন্যের চাঁড়াল ডোম প্রভৃতি ভক্তের ন্যায় লোকের কর্ম্ম? ব্রাহ্মেরা সাধারণ আলাপ প্রলাপে ও মনো বিজ্ঞানের সূক্ষ্মং অংশলইয়া আন্দোলন করিয়া থাকেন, এইক্ষণ জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মদের কিরূপ সঙ্গীত হওয়া আবশ্যক? পুর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সঙ্গীতই উপাসনার প্রধান অঙ্গ, এ বিষয়ে বোধ করি হৃদয়বান ব্যক্তি মাত্রে-রই আপত্তিনাই, ধর্ম্মেরজীবন স্বরূপ উপাসনার প্রধান অঙ্গের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখা ধর্ম্মার্থী মাত্রেরই প্রার্থণীয়। ব্রাহ্মদিগের দ্বারা বাঙ্গালা সঙ্গীতের অনেকদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাঁহারা অনেক খেয়াল ধ্রুপদ বাঙ্গালা ভাষায় শান্তি রসাত্মক করিয়া প্রচারিত করিয়াছেন, তানপুরার পরিবর্ত্তে হারমনিয়ম যোজনা করিয়াছেন।

অনেক গুলি ব্রাহ্ম সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া যার পর নাই প্রীত ও মোহিত হইতে হয় এবং উন্নতভাবে অন্তঃকরণ প্রশারিত হইতে থাকে, সেইগীত গুলির সহিত অভিনব কীর্ত্তনের গীতের তুলনা করিলে স্বর্গ মর্ত্ত্য বোধ হইবে। কীর্ত্তনের গীত যে কেবল তান লয়াদি সঙ্গীত বিষয়ে নিকৃষ্ট এরূপ নহে তাহার ভাব গুলি নিতান্ত হেয় ও চিত্ত সঙ্কোচক, সহৃদয় ব্যক্তিদিগের কোন রূপেই তাহাদ্বারা ভক্তি ভাব উদ্রিক্ত হইতে পারেনা, " গৃহ তারক চন্দ্র তপন জ্যোতি হীন সব তথায়" এরূপ গীতের স্থলে, "মন পাগ্লারে তুই বয়ে বয়ে চলেযা ছুটা দয়াময়ের গীতগেয়ে যা" এরূপ গীত নিয়োজিত করা কত-দূর লজ্জা ও ঘৃণার বিষয়, তাহা সহজেই বিবেচিত পারে, " দয়াময় দয়াময় বল রে" "ব্রাহ্মদের সব লাগ্‌ল হুড়া হুড়, ভক্তি রসের ফুল বাতাসা, উদারতা

মিঠাই গুড়” এগুলি কেবল বৈরাগীদের অবিকল নকল, বড় বড় বৈরাগীরা গান করিয়া সন্তোষ জন্মাইতে না পারিলেও প্রকৃত ফুলবাতাসা ও প্রকৃত মিটাই দিয়া কতক অংশে অভাব পূরণ করিয়া থাকে, কিন্তু উক্ত মহাত্মারা সকল বিষয়েই ফাঁকি অবলম্বন করেন, বস্তুতঃ ভক্তি ও উদারতার সহিত বাতাশা ও মিঠাএর উপমা দেওয়া ফাকি ব্যতীত আর কিবলা যাইতে পারে? যাহাহউক তাহাদিগের যত্নেইএদেশের ভদ্র মণ্ডলীহইতে কুৎসিত আদিরসাত্মক সঙ্গীতপ্রায় দূরীভূত হইয়াগিয়াছে. অনেক সঙ্গীত ব্যবসায়ীরা তাহাদিগের সঙ্গীতের পবিত্রতা ও তান লয়ের চাতুর্য্য অনুকরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

উন্নত সঙ্গীতের স্রোত রোধ করিয়া বিকৃত সঙ্গীত প্রবর্ত্তিত করা কৃতবিদ্যদিগের কোনরূপেই কর্ত্তব্য নহে, তাহারা অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সঙ্গীত বিজ্ঞান কি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পূজ্য নহে? একবার সুসভ্য দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করুন্; তাহারা যখন ধর্ম্মের জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত তখন ধর্ম্ম সঙ্গীতের জন্য কিঞ্চিৎ ব্যয় স্বীকার করিতে হানি কি? যদি বেদ শিক্ষার অনুরোধে কাশী যাওয়া যাইতে পারাযায়, তাহা হইলে গান শিক্ষার অনুরোধে, লখ্‌নো বা দীল্লী ও যাওয়া যাইতে পারে, এতদুরইবা যাইতে হইবে কেন? এদেশে ও অনেক ভাল ভাল গায়ক আছেন, তাহারা বারিষ্টর কি ডাক্তর দিগের ন্যায় তত অর্থ গৃধ্নু নেন, এ পরামর্শ শুনিবেন কেন? তাহারা ছেঁড়া খোল ভাঙ্গা করতাল লইয়া সকলে একত্রে ফাটকের পাগল দিগের ন্যায় কেও কেও মেও মেও হো হো ভো ভো করিবেন, কাদায় গড়াগড়ি দিবেন, ধুলা উড়াইবেন, চিৎকার করিয়া ক্রন্দন করিবেন। একজনে বমি করিবেন আর একজনে গ্রহণ করিবেন, অনেক স্থলে তাহারা বে আইনী জনতা পূর্ব্বক লোকের শান্তি ভঙ্গ করিয়া দণ্ডবিধির অপরাধী হইয়াছেন, যদিও এগুলি ধর্ম্মের বিগলিত ভাব হউক, তথাপি এইক্ষণকার শিক্ষিতদিগের এরূপ অসভ্যোচিত ব্যবহার শোভা পায়না, মনেকর, একদল কৃতবিদ্য যুবক, পেনটুলেন চোগা চাপকান প্রভৃতি পরিধান পূর্ব্বক সামান্য লোকদিগের হইতে কিঞ্চিৎ পৃথকৃভাবে আসিতে লাগিল, গণিত, ইতিহাস, মনো বিজ্ঞান ও রাজনীতির বিষয় আলাপ করিয়া আমোদ করিতে লাগিল,

অতি গভীর ভাবে ইয়োরোপের যুদ্ধ ও বাণিজ্যের বিষয় আন্দোলন করিতে লাগিল, উত্তম উত্তম ইংরাজি সংবাদ পত্র ও প্রধান প্রধান বিজ্ঞানের পুস্তক পাঠ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, একস্থলে টেবল সাজাইয়া সভ্য ভাবে আহার ক্রিয়া সম্পাদন করিল, এইক্ষণ তাহাদিগের সঙ্গীত করিবার সময় উপস্থিত পাঠক বর্গ! বড়ই ভরসা হইতেছে, ইহারা পিয়নো বা বীণা-যোগে সঙ্গীত করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিবেন, হায়! তাহারা দেখি ভাঙ্গা চুরা খোল করতাল লইয়া চিৎকার পুর্ব্বক গড়াগড়ি দিতে লাগিল, পথের কুকুর গুলি আসিয়া খেও খেও শব্দে তাহাদের সহিত যোগ দিল সমুদয় লোকেরা পথে দাঁড়াইয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল, কি উদারতা! বিন্দুমাত্র লজ্জা নাই, বস্তুতঃ অবস্থার সহিত কার্য্য কলাপের সামঞ্জস্য না থাকিলে বড়ই বিসদৃশ বোধ হয়, এস্থলে একটী আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে, যখন ধর্ম্মভাবই ধর্ম্ম সঙ্গীতের প্রধান উদ্দেশ্য তাহাতে তালমান ও স্বরের প্রতি দৃষ্টি করিবার প্রয়োজন কি? এটী নিতান্ত অনভিজ্ঞেয়ের ন্যায় বলা হইল, জিজ্ঞাসা করি ধর্ম্ম বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে বা বক্তৃতা করিতে গেলে ব্যাকরন ও সাহিত্যের অধীন হইতে হইবেক কিনা? ব্যাকরণ উল্লঙ্ঘন করিয়া রচনা করিলে বড়ই কুৎসিত শুনা যাইবেক যথা গুণ বর্ত্তা প্রচারকেরা, দয়াময়ী পিতা, স্নেহবান জননী, প্রভৃতি ব্যাকরণ ভ্রষ্ট পদ শ্রবণ করিলে কোন ব্যক্তি হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন। যদি প্রবন্ধ রচনা কালে ব্যাকরণের অধীন হইতে হয়, তবে গীত করিবার কালেও গীত বিজ্ঞানের নিয়মাধীন হইতে হইবেক। সকলস্থলে শরীরের বল প্রকাশ করিতে গেলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়, বস্তুত সঙ্গীতে যে সকল কৌশল ও সুশৃঙ্খলতা বহুসহস্র লোকের পরিশ্রমে প্রকাশিত হইয়া সঙ্গীত শাস্ত্র নাম ধারণ করিয়াছে তাহা কখনই বিজ্ঞলোকের অনাদরণীয় নহে। নিতান্ত জঙ্গলী না হইলে আর তান লয় বিশুদ্ধতাকে মনোহারিতার অনুপ-যোগী মনে করে না। পরস্পর স্বর সম্মিলন সঙ্গীতের প্রথম করণীয় কিঞ্চিৎ মাত্রও স্বরের অমিলন থাকিলে, সুমধুর রূপে গীত ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না। গীত রসানভিজ্ঞদিগের নিকট স্বর সম্মিলনক্রিয়া নিতান্ত

অনর্থক ও বৃথা বহুকাল হয় বলিয়া প্রতীত হয়, এরূপ অভিপ্রায় গীত প্রিয় লোকদিগের গ্রাহ্য নহে। আর একটী আপত্তি উপস্থিত হইতেছে "ধর্ম্ম-সঙ্গীত দ্বারা অশিক্ষিত সামন্য লোকদিগের মন দ্রবীভূত করিতে হইবেক, ইহাতে রাগরাগিনী বিশুদ্ধ সঙ্গীতের আবশ্যক কি?" ইহার উত্তর এই বিশুদ্ধ সঙ্গীতে মনুষ্যের কথা দুরেথাকুক পশু পক্ষীপর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া যায় এটী কবি কল্পনা নহে, অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে, যদি হারমণিয়ম সহকারে অনেকে সমবেত হইয়া তানলয় বিশুদ্ধ রূপে গান করা যায় তাহা হইলে কোন পাষাণ হৃদয় বিগলিত না হয়? অনেকে মনে করিতে পারেন, যদি ব্রাহ্ম সঙ্কীর্ত্তনের কিছু মনোহারিতাই না থাকিবে তাহা হইলে ব্রাহ্মেরা তাহাতে এত মুগ্ধ হন, কেন? তাহা শ্রবণ মাত্র অতি মাত্র বিগলিত হইয়া ঢলা ঢলি করিতে থাকেন কেন? এস্থলে এরূপ বলি-তেছি, ভক্ত ব্রাহ্মেরা সঙ্কীর্ত্তনের পূর্ব্বেই মন স্থির করিয়া রাখেন "যে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইতেছে ইহাতে অনেক স্বর্গীয় ভাব আছে তাহা শুনিয়া আমাদের মুগ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য তাহাতে যত ঢলা ঢলি করা যায় ততই পুণ্য ও আত্মার উন্নতি কর্ত্তব্য পর"। নব যুবক ব্রাহ্মের কর্ত্তব্যের অনুরোধমো-হিত হন কর্ত্তব্যের অনুরোধে মণ্ডলাকারে মস্তক ঢুলাইতে থাকেন; কর্ত্তব্যের অনুরোধে মাটীতে গড়া গড়ি দেন, কর্ত্তব্যের অনুরোধে অশ্রু প্রবাহে ভূমি অভিষেক করেন, গীতের মহিমা কিছুই নাই।

কেহ কেহ এরূপ ও বলেন "যে চিরাভ্যস্ত কর্কশ কুৎসিত বিষয় গুলিও কালে মনোহর হইয়া উঠে। এবং মনোহর বিষয় গুলি ক্রমে বিরূপ বোধ হইতে থাকে" কাঁচা মাংস খাইতে অভ্যাস পাইলে তাহা সুস্বাদু বোধ হইবে সুপক্ক মাংস বিস্বাদু ব্যতীত বোধ হইবে না। কুসঙ্গীতে যাহাদের মন বিকৃত হইয়াগিয়াছে সুসঙ্গীত তাহাদিগের নিকট সহজে দীপ্তি পাইতে পারে না ব্রাহ্মেরা সঙ্কীর্ত্তন সংসোধোন না করিলে আর তাহাদের সঙ্গীত বিষয়ে মনো বিকৃতি দূর হইবার নহে। সঙ্গীত বিষয়ে সামাজিকতা না জন্মিলে কখনই প্রীতিভাব পরি শুদ্ধ রূপে উদ্দীপ্ত হইবেক না। সকল জাতিতেই শান্তি ও মুক্তির অবস্থা বিশুদ্ধ সঙ্গীত পরি পূর্ণ

বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে সেই সঙ্গীতের প্রতি অবহেলা ধার্ম্মিক জনোচিত ব্যবহার নহে। যদি সাধারণ লোকদিগের অনুরোধে সঙ্কীর্ত্তনের নিতান্তই প্রয়োজনীয়তা বোধ হয়, তাহা হইলে, বিশুদ্ধ মনোহর সাহী অবলম্বন করিয়া তান লয় বিশুদ্ধ রূপে কীর্ত্তন করুন, কিসে মনোহর সাহীর উৎকর্ষ সাধন হয় তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হউন, তাহা না হইলে খোল ভাঙ্গিয়া হাঁড়িগড়ান হউক, করতাল ভাঙ্গিয়া ঘটি প্রস্তুত করান হউক, উহাতে অপেক্ষাকৃত লোকের কিছু উপকার দর্শিবে।

আমরা গান করিতে কিছুই জানিনা অথচ প্রকাশ্য রূপে ভদ্রসমীপে প্রচণ্ড ভাবে গান করিব, নিষেধ করিলে শুনিব না, পরিহাস করিলে চক্ষু রক্তবর্ণ করিব, শান্তিভঙ্গ হয় বলিয়া কেহ দোষারোপ করিলে তাহাকে তর্ক দ্বারা পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিব, যে আমাদের এগুলিকে গোঁড়ামি বলে তাহাকে নাস্তিক বলিব, পাঠক বর্গ দেখুন আমাদের কেমন উদারতা!!

আমরা যে কেবল কলাবতী রীতির পক্ষপাতী হইয়া সংকীর্ত্তনের দোষ কীর্ত্তন করিতেছি, এরূপ নহে, যাহাতে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে সেই বিষয়ে উপায় প্রদর্শন করাই আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

কীর্ত্তনের উৎপত্তি ও প্রকৃতি বিষয়ে এক বার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ উল্লেখিত হইয়াছে, প্রকৃতি সম্বন্ধে পুনরুক্ত হইতেছে।

সংকীর্ত্তন প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত "মনোহরসাহী," নাম, বাউলে, বাসন্তী।

মনোহরসাহী ইহা করুণ ও বাৎসল্যবিষয়ের একান্ত উপযোগী, কলাবত রীতির নিতান্ত অনুপযোগী নহে, ভাল ভাল ঢপ গাথকেরা আদর পূর্ব্বক ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন, অল্প পরিমাণে, মূর্চ্ছনা, গমক লক্ষিত হইয়া, থাকে, ঐকতানিকতা বেশ আছে। ঝপ, ধামাল কি এতজ্জাতীয় তাল ভিন্ন অন্য প্রকার লয়ে প্রয়োজিত হইতে প্রায় শ্রুত হয় না।

নামগান। ইহা মনোহর সাহীর ন্যায় গম্ভীর প্রকৃতি নহে, কিঞ্চিৎ চপল ধর্ম্মান্বিত বৈষ্ণবেরা ইহা শান্তি, দাস্য, বাৎসল্যভাবে প্রয়োগ করিয়া থাকে; বস্তুতঃ ইহা কোন রূপেই শান্ত, দাস্য, কি বাৎসল্যের উপযোগী

নহে ; কিঞ্চিৎ হৃদয় উত্তেজক। আমোদ, উৎসব ও উৎসাহ সুচকগান এই প্রণালীতে প্রযুক্ত হইলে একরূপ বলিতে পারে, বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যে এই প্রকার সঙ্গীত, বিজ্ঞানজ্ঞ লোকদিগের দ্বারা প্রচারিত হয় নাই।

বাউলে। বাউল নামক একরূপ উদাসীন সম্প্রদায় আছে তাহারা ব্যবহার করে বলিয়া ইহার বাউলে নাম হইয়াছে, ইহা অত্যন্ত রূপক অলঙ্কার ময়। বৈরাগ্য ভাব, স্থানে স্থানে উত্তম প্রকাশিত হইয়া থাকে, কিন্তু সঙ্গীতের রীতি উৎকৃষ্ট নহে সঙ্গীতজ্ঞেরা শ্রদ্ধা প্রকাশ, করেন না।

বাসন্তী—বসন্তকালে শ্রীকৃষ্ণের কঙ্কুম ও শৃঙ্গক খেলা অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম বাসন্তী হইয়াছে। প্রচলিত ভাষায় হোরি আখ্যাত হইয়াছে, সঙ্গীতাভিজ্ঞদিগের প্রযত্নে ইহাতে অনেক প্রকার রাগিনী ওস্তাদের চাতুর্য্য লক্ষিত হইয়া থাকে কিন্তু বঙ্গ দেশে বিশেষতঃ পূর্ব্ববাঙ্গলাতে ইহার বড় দুরবস্থা, কালে অত্যন্ত বিকৃত হইয়া ঠিক কবিগানের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ বাঙ্গলা ভাষাতে উৎকৃষ্ট বাসন্তীগান শুনাযায় না মনোহরসাহী ও বাসন্তী রীতি অশ্রেদ্ধয় নহে, কিন্তু, নাম, ও বাউলে প্রনালীর প্রতি গীতরসজ্ঞ ব্যক্তিগণ অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

নামও বাউলে রীতি অবলম্বন করিয়াই আধুনিক ব্রাহ্ম সঙ্কীর্ত্তন। আবার উপযুক্ত যত্ন ও মনোযোগের অভাবে তাহাও সর্ব্বদা অসুচিত ও অসম্পন্ন রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্ম সঙ্কীর্ত্তনের প্রতি ব্রাহ্মদিগের উপযুক্ত যত্ন ও মনোযোগের প্রয়োজন তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ পরামর্শ প্রদত্ত হইতেছে।

ব্রাহ্মদিগের একটী কুনিয়ম এই যে, যাঁহার যখন ইচ্ছা হয় তিনিই তখন কীর্ত্তনে যোগ দেন গায়কের সঙ্গীত বিষয় জানা আছে, কি না, তদুপযোগী স্বর সম্মিলন আছে কি না, একত্রে অভ্যাস (আখড়াই) হইয়াছে কি না, এই সকল বিষয়ে কাহারই মনোযোগ নাই।

এতৎ সম্বন্ধে কয়েকটী নিয়ম করা উচিত।

প্রথম যাহাদের স্বর গীতি বিরোধী তাহারা নীরব থাকিবেন।

দ্বিতীয়—যাহারা একত্র কতিপয় দিবস সঙ্কীর্ত্তন অভ্যাষ করেন নাই, তাহারা ও রসনা চালন করিবেন না।

তৃতীয়—যাহাদের লয় বোধ নাই তাহারা পরাধীন ভাবে চলিবেন।

চতুর্থ—কীর্ত্তনের দুই চারি জন গায়ক বিশেষ রূপে সঙ্গীত শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া লইবেন।

পঞ্চম—বাদ্য, যন্ত্র, ও গীতের ঐকতানতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবেক।

ষষ্ঠ—গীতের শব্দার্থ বিষয়ে ব্রাহ্মদের ভাবুকতা ও সহৃদয়তা আছে, সেই বিষয়ে আমার অধিক বক্তব্য নাই, কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে প্রীতির অত্যন্ত অনুরোধে রচনাকে একেবারে হেয়, লঘু করিয়া না ফেলেন হেয়, লঘু রচনার দৃষ্টান্ত যথা "দয়াময় বলেরে যাবি যদি দৌড়ে আয়, দরশনের সময় যায়, দৌড়েনারে নেচে আয়, নেচে নারে লাফিয়ে আয়," ইত্যাদি। এভাবটীর প্রতি আমার কোন আপত্ত নাই কিন্তু ইহার রচনা কিঞ্চিৎ গম্ভীর ভাবে বিন্যস্ত হইলে ভাল হইত।

সপ্তম—অনেকে এরূপ বলিতে পারেন যে ব্রাহ্মেরা সকলেই গীত বিষয়ে অনভিজ্ঞ কোথা যাইয়া গান শিক্ষা করিবেন, এই সম্বন্ধে বলিতেছি যে কলিকাতায় গান শিক্ষা করা আজ কাল কঠিন নয় পুস্তকের ও অসদ্ভাব নাই, শ্রীযুক্ত বাবু সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর মহাশয়ের উৎসাহে কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে যে সঙ্গীত শিক্ষার শ্রেণী নিয়োজিত হইয়াছে তাহাতে অনায়াসে শিক্ষা হইতে পারে, সেখানে যদিও কীর্ত্তন শিক্ষা নাহউক, তথাপি, গীতবিষয়ে সুশিক্ষিতেরা অক্লেশে কীর্ত্তন সম্পাদিত করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। গণিতের মুল নিয়ম যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারা যেরূপে সমুদয় হিসাবই অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পারেন সেইরূপ যাঁহারা সঙ্গীতের মুল বিষয়ে শিক্ষিত হইয়াছেন তাহারাও সমুদয় গীত বিষয়েই পারদর্শিতা প্রকাশ করিতে পারেন।

অষ্টম—উপসংহার কালে আমার বক্তব্য এই যে মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন প্রভৃতি প্রধান প্রধান উপাচার্য্যগণ যদি আমার এই প্রস্তাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সংশোধনের চেষ্টা করেন তাহা হইলে চরিতার্থ হই।

## মৃত মহাত্মা চিফ্ জস্‌টিস্ নরমান্ সাহেব।

---

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

পাষাণ হৃদয় যার, পাষণ্ড যে জন।
মহতের মহত্ত্ব সে জানে কি কখন?
বদ্ধ হয়ে গুণে যাঁর, মুগ্ধ আছে এসংসার,
পামরের সাধ্য কিবা সে গুণ ধারণে,
উদারতা আছে যার, বুঝে সেই জনে॥

---

যে কার্য্য করিলি তুই পামর প্রধান,
আছে কি নিষ্ঠুর কায ইহার সমান?
গুপ্ত অভি সন্ধি করে, মারিয়াছে নৃপবরে,
বধেছে পামর কত মন্ত্রীর জীবন,
এমন ঘটনা কিন্তু করিনি শ্রবণ,

---

ধর্ম্ম-অবতারসমযেই মহাজন,
করিতেন সুবিচার, করি প্রাণ পন,
উদার স্বভার যাঁর, যিনি সর্ব্ব গুণাধার,
ধর্ম্ম রূপ অলঙ্কারে শোভিত যে জন,
কি ফল পাইলি করি তাঁহারে নিধন?

---

হয়েছে কি তোর ওরে বধির শ্রবণ,
শুনিতে কি নাহি পাস, লোকের রোদন?
যাঁহার শোকেতে সবে, কাঁদিতেছে উচ্চ রবে,
হয় নাকি তাঁরে তোর বারেক স্মরণ?
ভাবিস্ না কিরে তোর পাপের কারণ?

বুঝিতে না পারি তোর কি কঠিন মন,
দানবের মাঝে নাই নৃসংশ এমন।
সৌম্য মূর্ত্তি হেরে তাঁর, মন মুগ্ধ নহে কার,
সে শরীরে অস্ত্রাঘাত করিলি কেমনে,
শিহরিয়া উঠে মন সে কার্য্য স্মরণে

---

হায় রে ভারত তোর ভাগ্য প্রতিকুল,
হারাইলি গুণাকর বন্ধু অনুকুল।
কতপুত্র হারাইলি, পুনঃ কত প্রাপ্ত হলি
সদাকাল বিধির এ বিধি চমৎকার।
কিন্তু প্রিয় বন্ধু গেলে, পুনঃ মেলা ভার॥

---

সাগর হইয়া পার আসি এত দুর,
করিলেন ভারতের মঙ্গল প্রচুর।
অবোধ সন্তানগণে, অতিশয় সযতনে,
মন খুলে উপদেশ করিতেন দান।
অন্তরে বিদ্বেষ ভাব পায় নাই স্থান॥

---

একেত ভারত তোর কপাল বিগুণ,
তাহাতে সকল স্থানে লেগেছে আগুণ,
"নিগার" "নিগার" শব্দ, সকলে করিছে স্তব্ধ,
নীচ-মনা শ্বেত নরে করি অত্যাচার।
দিতেছে গো তোর মনে বেদনা অপার॥

তুই এক জন মাত্র সুহৃদ সুজনে,
স্নেহ চক্ষে দেখিতেছে তব পুত্রগণে,
এমন জঘন্য নরে, ধরেছিলি স্ব উদরে,
আপন বংশের মাথে হানি বজ্রাঘাৎ
সুধীর সুহৃদ বরে করিল নিপাৎ

---

মনে মনে এ আশঙ্কা হয়েছে উদয়,
সুজন সুহৃদগণ পাছে পায় ভয়।
করিতে দেশের হিত, হয় পাছে শঙ্কুচিত,
হীতে হবে বিপরীত এই ভেবে মনে,
আলাপ না করে পাছে তব পুত্রসণে,

---

হইবার নয় ইহা হইবার নয়,
সাধুর বিরূপ ভাব হয় কি উদয় ?
অপরের হিত তরে, যারা প্রাণ পণ করে,
তাদের বিভিন্ন ভাব রহে কি অন্তরে
ভাবিত কি হয় তারা জীবনের তরে ?

---

যে ঘটনা ঘটিয়াছে ঘটিবে কি আর ?
ভারত কি সবে পুনঃ হেন অত্যাচার ?
একটী পাষণ্ড সুতে, মারিল সে গুণ যুতে,
ইহা শুনে ভারতের অসংখ্য তনয়,
হইয়াছে একেবারে ব্যথিত হৃদয়॥

---

# হালিসহর পত্রিকা।

( মাসিক পত্রিকা।)

১ম, ভাগ। সন ১২৭৮ সাল, মাহ পৌষ। ৯ ম, সংখ্যা।

## নৃত্য।

---

নৃত্য, আমোদের, একটী প্রধান অঙ্গ। মন, আনন্দে পরিপ্লুত হইলে, আপনাআপনিই নৃত্য করিতে থাকে। এবং সময় বিশেষে উত্তেজিত হইলে, মানবগণ অঙ্গ ভঙ্গির দ্বারা আন্তরিক ভাব প্রকাশ করে। এমন কি, সঙ্গীত অপেক্ষা, নৃত্যের দ্বারা, মানসিক ভাব প্রকৃষ্ট রূপে প্রকাশ পায়। কি সভ্য কি অসভ্য, সকল জাতিই নৃত্যের পক্ষপাতী, এবং মনুষ্য মাত্রকেই নৃত্যে আমোদ প্রকাশ করিতে দেখা যায়। হরি-সংকীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া বৈষ্ণবগণ নৃত্য করিয়া, কি পর্য্যন্তই না মনের আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে? ফলতঃ মানসিক উৎকৃষ্ট ভাব উদ্দীপন মানসে নৃত্যের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা অতীব বাঞ্ছনীয়।

দুঃখের বিষয় এই যে, সভ্যতার বৃদ্ধি সহকারে নৃত্য অতি

জঘন্য ভাবে পরিণত হইয়াছে, ইহা এখন সাধু ভাবের উত্তেজক না হইয়া অতি নিকৃষ্ট ভাবের পোষক হইয়া উঠিয়াছে। প্যারিস্ এবং লণ্ডন্ সহর-দ্বয় সভ্যতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া কি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তই না দর্শাইতেছে? আনন্দ উপভোগ-চ্ছলে তথায় অত্যাচারের এক শেষ হইতেছে। নাট্য-শালার দৃশ্য কি অপরূপ! তথায় নর্ত্তকীগণ শারীরিক-সৌন্দর্য্য-উদ্দীপক সুচিক্কণ বস্ত্র পরিধাণ করিয়া কেমন হাব-ভাব সমন্বিতা হইয়া নৃত্য করিতেছে। এবং নগরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ বিদ্যাধরীদিগের অঙ্গ সৌষ্টব সন্দর্শন করিয়া, কেমন উলঙ্গ রসের আস্বাদন লইতেছেন, এবং আপনাআপনি কৃত কৃতার্থ হইতেছেন। এতৎ বিষয়ে, আমরাও কোন অংশে নিকৃষ্ট নহি। "খ্যামৃটা" ও "বাইনাচ" কি পর্য্যন্তই না আমাদের উপর প্রভুত্ব প্রচার করিতেছে, এবং আমরা কি পর্য্যন্তই না, নিকৃষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছি। বার-বিলাসিনী নর্ত্তকীর প্রভাবে আমাদের ধনী ব্যক্তিদিগের "বৈটকখানা," কি অপূর্ব্ব শোভাই না ধারণ করে! তথায় বৃদ্ধ যুবা ও বালক, একত্রে বসিয়া, বার যোষার অঙ্গ ভঙ্গি দেখিতেছেন, এবং নানা প্রকার বাক্যের দ্বারা মনের আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা জঘন্য দৃশ্য আর কি হইতে পারে? এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি এ প্রকার নৃত্যের পোষকতা করিয়া থাকেন।

বিগত শারদীয় পূজা উপলক্ষে, "বাই নাচ" লইয়া মহা আন্দোলন হইয়া গিয়াছে! এবং কোন কোন সুবিজ্ঞ সম্পাদক, ইহাকে প্রমোদের উপায় স্থির করিয়া, তাহার অনুমোদন করি-

য়াছেন। তাঁহারা সুসভ্য ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজ জাতির দৃষ্টান্ত দর্শাইয়াছেন, এবং আমাদের "বাইনাচ" তাঁহাদের নৃত্য অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট বলিয়া, তাহার পোষকতা করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা ভ্রম আর কি হইতে পারে? এবম্প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়াইত, আমাদেব এত দুর্দ্দশা হইয়াছে। এই জন্যইত উদ্ভিদ-ভোজী হিন্দু—ঘোর মাংসাসী হইয়াছেন, এবং পয়ঃ-পায়ী-ভারত-তনয়, সুরাদেবীর আশ্রয় লইয়াছেন। এই জন্যইত "সাহেবানা" ধরণ এই জন্যইত "বিবিয়ানা" বেশ এই জন্যইত স্বদেশের প্রতি বিরাগ এই জন্যইত "বিলাতীয়" আচার ব্যবহারের প্রতি সমধিক অনুরাগ। ইংরাজগণ সুসভ্য, অনেকাংশে তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এবং তাঁহাদের অনেক গুলি গুণ আমাদের অনুকরণীয়। বলিতে কি, আমরা বিবিধ বিষয়ে তাঁহাদের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি। এবং আমাদিগকে অবশ্যই তাঁহাদের গুরু বলিয়া মানিতে হইবে। কিন্তু, ইহা প্রণিধান করা উচিত যে, মনুষ্য দোষ শূন্য হইতে পারে না। এবং যাঁহাকে আমরা সাধু বলিয়া মান্য করি, তাঁহার সমুদায় কার্য্যই যে অনুকরণীয় এরূপ কদাচ সম্ভব নহে। ইংলণ্ডের এবম্প্রকার নৃত্যের পদ্ধতি কোন মতেই সভ্যজনোচিত নহে। এবং তথাকার জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কিছু তাহার অনুমোদন করেন না। বরং কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতেছেন। আমাদের "বাইনাচ," ইংলণ্ডের নৃত্যের ন্যায় সমধিক জঘন্য না হইলেও তাহা যে বিজ্ঞ জনগণের নিকট অতীব হেয়, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এবং ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে যে,

তাহার অনুমোদন করেন, বুধমণ্ডলীর মধ্যে ও এরূপ ব্যক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। "বাইনাচ," স্থগিত হইলে, আমোদের একটী অঙ্গ উঠিয়া যাইবে, এই তাঁহাদের আশঙ্কা। তাঁহারা আমোদ করেন, আমরা তাহার প্রতিবাদী নহি। কিন্তু ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্যে আমরা কোন ক্রমেই উৎসাহ প্রদান করিতে পারিনা। বারাঙ্গনার নৃত্য দর্শন যে পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া, তাহা কেনা স্বীকার করিবেন? যাঁহারা বিবেচনা করেন যে স্ত্রীজাতি আমাদের ইন্দ্রীয়ের চরিতার্থতা সম্পাদন এবং নিকৃষ্ট ভাবের উদ্দীপন জন্য সৃজিতা হইয়াছে, তাঁহারা অবশ্যই বার-যোষা লইয়া আমোদ করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, কি স্ত্রী কি পুরুষ, আত্মার উৎকর্ষতা সংসাধন করিয়া মানব জন্মের স্বার্থকতা সম্পাদন করাই তাঁহাদের ধরাধামে অবস্থিতির কারণ, তাঁহারা কখনই নর্ত্তকীগণের এবম্প্রকার বিরূপ ভাব দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে পারেননা। মানিলাম যে তাহারা উলঙ্গ হইয়া নৃত্য-করেনা, মানিলাম যে তাহারা ইংলণ্ডীয় নর্ত্তকীগণের অপেক্ষা লজ্জায় বিভূষিতা; কিন্তু সেই জন্য কি তাহাদের উৎসাহ প্রদান করা উচিত? যাহাতে তাহারা ধর্ম্মপথ পরিহার পূর্ব্বক হাব-ভাবের দ্বারা যুবক বৃন্দের অন্তরে নিকৃষ্ট ভাবের উদ্দীপন করিতে সক্ষম হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা কি বিধেয়?

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, নর্ত্তকীদিগকে দূষ্য ভাবে না দেখিলেই হইল। তাহা হইলে কিছু পাপের সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, কয় জন ব্যক্তি তাহাদের প্রতি বিশুদ্ধ ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন?।

কোন নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া যখন মনুষ্যের মন নানা প্রকার কুচিন্তায় পর্য্যাকুল হইয়া উটে, নানা প্রকার নিকৃষ্ট ভাব অন্তঃ করণে আবির্ভাব হয়, তখন কোন সুঠাম-সম্পন্না বার-বিলাসিনীর হাব ভাব সমন্বিত নৃত্য বিলোকন করিলে যে মনুষ্যের মন চঞ্চল হয় না ইহা বিচিত্র বলিতে হইবে। ভাল জ্ঞানী ব্যক্তিরই মন যেন চঞ্চল হইল না, শত শত যুবক যে বিদ্যাধরীগণকে সন্তুষ্ট নয়নে বিলোকন করিয়া থাকে, তাহাদের কি চিত্ত বৈকল্য হয় না? এবং সুবিজ্ঞ হইয়া, এতৎ বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া কি বিধেয়? আর যে নৃত্য দর্শন করিয়া বহু সংখ্যক যুবকের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাহা কি অনুমোদনীয় হইতে পারে, এবং তাহাকে কি আমোদের একটী অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে? বিশুদ্ধ আমোদের অনেক উপায় আছে। রমণী ব্যতিত কি আমোদ হয় না? সুগায়কের মুখ বিনির্গত ব্রহ্ম-ময়ীর নাম শ্রবণে কি আনন্দ অনুভব হয় না? ব্রহ্ম মন্দীরে হার মোনিয়ম সহকারে মনোহর গীত শ্রবনে কবিরঞ্জন রাম প্রসাদ সেনের সুমধুর কালীবিষয়ক সুমধুর গান শ্রবনে মন কি আনন্দ রসে পরিপ্লুত হয় না। বলিতে কি যেখানে দুর্গোৎসব হইতেছে সেখানে "বাইয়ের" নৃত্য দর্শন কখনই ধর্ম্ম-সঙ্গত হইতে পারে না। কোথায় বিশ্বজননীর রূপ বিলোকনে উপাসক বৃন্দ আনন্দে পরিপ্লুত হইবেন, না কোথায় বেশ্যার অঙ্গ ভঙ্গি দর্শন করিয়া অন্তঃকরণকে কলুষিত করিবেন। ফলতঃ আজকাল ধনীদিগের দুর্গোৎসব ধর্ম্মের উদ্দেশে করা হয় না,—তাহা তাঁহাদের ইন্দ্রীয় সুখ চরিতার্থ করিবার উপায় হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিমা-দর্শন দূরে থাকৃ, "বাইনাচ" দর্শন জন্য নিমন্ত্রণ হইয়া

থাকে। এবং কোন ধর্ম্ম-ভীরু ব্যক্তি তাহা দর্শনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহার কি কোন প্রকার অব্যাহতি আছে? এরূপ নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করা কর্ম্ম-কর্ত্তাকে অবমাননা করার স্বরূপ বিবেচিত হইয়া থাকে। সুতরাং সে ব্যক্তির সমাজ চ্যুত হইবার সম্ভাবনা। ধণীগণ এবম্প্রকার আমোদে বিশেষ প্রশ্রয় দিয়া থাকেন বলিয়াই, আপামর সাধারণের কোন বাঙনিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা থাকেনা, এবং এই জন্যেই, ক্রমে সমাজের দুর্দ্দশা হইতেছে।

আহ্লাদের বিষয় এই যে, পল্লীগ্রামে দুর্গোৎসব উপলক্ষে এরূপ আমোদ নয়ন গোচর হয় না। তথায় প্রায় সকলেই ধর্ম্মের উদ্দেশে দুর্গোৎসব করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে পল্লীগ্রামবাসীগণকে প্রশংসা করা যাইতে পারে বটে। কিন্তু এস্থলে আমরা একটী বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। নগর-বাসী ধণীদিগের বাটীতে দুর্গোৎসব উপলক্ষে যে প্রকার নিকৃষ্ট আমোদ হইয়া থাকে পল্লীগ্রাম মধ্যে "বারোএয়ারী" পূজার সময়ে তাহা অপেক্ষা অধিক কুৎসিত আমোদ প্রমোদ হইতে দেখা যায়। প্রকাশ্য স্থলে "বাইনাচ" "খেমৃটানাচ" হইতেছে, তথায় প্রবীন ব্যক্তিরা পুত্র ভ্রাতুষ্পূত্র, প্রভৃতিকে লইয়া মনের আনন্দে তাহা দর্শন করিতেছেন—কিঞ্চিৎ অন্তরে কুলবধুগণ ও সমস্ত ব্যাপার সতৃষ্ট নয়নে দেখিতেছেন। "পাঁচালীর লড়াই" উপস্থিত হইলে আর আমোদের পরিসীমা থাকেনা। উলঙ্গরস উচ্ছসিত হইয়া আসর প্লাবিত করিয়া দেয়, কি বৃদ্ধ কি যুবা, কি স্থবিরা কি যুবতি, সকলেই সমুৎসুক হইয়া তাহার আস্বাদন গ্রহণ করেন। "মানভঞ্জন" প্রভৃতি যাত্রার ও

বড় ক্রটী হইতে দেখা যায় না. সেই উপলক্ষে কুলবধূদিগকে "বিশুদ্ধ" প্রেমের সামান্য উপদেশ প্রদান করা হয় না ? যাত্রার জঘন্যতা উপলব্ধি করিয়া কোন কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি নাট্যা-ভিনয়ের পদ্ধতি প্রচলিত পক্ষে যত্নবান হইতেছেন। কিন্তু তাহা বহুব্যয়সাধ্য ; প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ যত-দূর এতৎবিষয়ে উন্নতি সাধন হইয়াছে তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে, আমরা ইহা হইতে সুচারু ফল লাভ করিবার প্রত্যাশা— করিতে পারি না। নাট্য-শালায় যোগদিয়া যে কত যুবক অপ-দার্থ হইয়া পড়িয়াছে তাহা বলা যায় না। সেই আমোদে মত্ত হইয়া যত বালক বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং কত যুবক পুলোকে পুলকিত হইয়া জীবনের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া অবিদ্যা ও সুরাদেবীর আশ্রয় লইয়াছে।

আমাদের দেশের অবস্থা এরূপ জঘন্য হইয়াছে যে কোন পরিবর্ত্তনই, আমাদের ইষ্ট-সাধন করিতে সক্ষম হইতেছে না, সামাজিক শাসনের অভাবই ইহার প্রধান কারণ। এবং সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তন না হইলে, আমাদের উন্নতির সম্ভা-বনা দেখিতেছি না।

## বিচিত্র প্রভাত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কোথায় সে পাষণ্ড যবন।
কোথায় এ সভ্য জাতি গুণে অতুলন॥
নিদারুণ অত্যাচার, তিষ্ঠিতে কি পারে আর,
যেখানে জ্ঞানের দীপ বিস্তারি কিরণ,
অজ্ঞানের অন্ধকার করিছে হরণ॥

কোথায় সে তীক্ষ্ণ তরবার।
নর-রক্তে কলুষিত হতো অনিবার॥
এখন জ্ঞানের অসি, কাটিছে অজ্ঞান মসী,
লভিছে ভারত সুত, মানসিক সুখ।
দেখিছে মনের সাধে প্রমোদের মুখ॥

———

জ্ঞান ভানু হইল উদিত।
সর্ব্বত্র বিদ্যার জ্যোতিঃ হলো প্রচারিত॥
আলোকে পূরিল মন, পেলে স্বাধীনতা ধন,
মানসিক তেজস্বীতা হলো উদ্দীপিত।
দলিত ভারত, এবে সাহসে পূরিত॥

———

যবনের ভয়ে হয়ে ভীত।
ধর্ম্মলয়ে যেই জাতি, হতো বিচলিত॥
দেখ দেখ কি ব্যাপার, যে প্রকার ইচ্ছা যার,
করিতেছে সেই মত, ধর্ম্ম আলোচন।
কিছুতেই নহে কারো, সশঙ্কিত মন॥

———

দেখ কিবা বিচিত্র ব্যাপার!।
ব্রাহ্মদল করিতেছে কার্য্য কি প্রকার॥
মিশনারীগণ সহ, যুঝিতেছে অহরহ,
খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মত, করিছে খণ্ডন।
রাজকীয় ধর্ম্ম বলে নহে ভীত মন॥

———

ইংরাজে করিলে অত্যাচার।
ধরিছে লেখনী শক্ত, বিপক্ষে তাহার॥
দেশীয় শিক্ষিত গণ, হইয়া উৎসুক মন,
লিখিছে সংবাদ পত্রে, তেজের সহিত।
করিছে পাষণ্ড-কীর্ত্তি, স্বরূপ বর্ণিত॥

---

ইহাতে ও নাহি পোরে মন।
লণ্ডনে যাইয়া করে, ঘোর তর রণ॥
গৌরাঙ্গের অত্যাচার; সহে বল সাধ্য কার,
দেখে শুনে কার মন, না হয় ক্ষোভিত।
শান্তের ও মনে হয়, ক্রোধ উদ্দীপিত॥

---

সাধে কি কেশব মহাজন।
মনঃ দুঃখে করেছিল, "বিলাতে" গমন॥
স্বদেশের অত্যাচার, দেখিতে না পেরে আর,
ইংলণ্ডের বক্ষোপরি, উপবিষ্ট হয়ে।
গোটাকত সত্য কথা, এসেছেন কয়ে॥

---

সাদা সাদা সম্পাদক গণ।
বঙ্গসুতে পীড়া দিতে করিয়াছে পণ॥
"নিগারে"* হইবে বড়, শ্বেত নর জড় সড়,
তাদের কি কভু ইহা সহনীয় হয়?
বাঙ্গালির নিন্দা-গীত, গায় দেশময়॥

* [Nigger—কৃষ্ণ বর্ণ লোক]

ইহা হেরে কৃতবিদ্য গণ।
স্থির ভাবে থাকিতে কি, পারে কদাচন?
লেখনী করেতে লয়ে, স্বজাতির পক্ষ হয়ে,
অকাট্য যুক্তির সহ, করে বাক্য রণ।
তা শুনে অবাক হন, সদা দাদা গণ॥

---

রাজকরে হইলে পীড়িত।
প্রতিবাদ করিবারে, নাহি হয় ভীত॥
যুবক ও বৃদ্ধগণ, হয়ে সবে এক মন,
জানায় রাজার দ্বারে, আপন বেদন।
ইহাতে শঙ্কিত নাহি, হয় কদাচন॥

---

আয়-কর হয়ে প্রজ্জলিত।
করেছিল যখন ভারত প্রধূমিত॥
সাদায় কালোয় মিলে, সচীবেরে গালি দিলে,
সভা করি রাজ দ্বারে, হয়ে অগ্রসর।
জানাইলে সব দুঃখ রাণীর গোচর॥

---

ধন্য ধন্য ইংলণ্ডীয় গণ।
ধন্য ধন্য উদারতা, ধন্য উচ্চ-মন!॥
"নিগারে" দিতেছে গালি, মূর্খে দেয় করতালি,
বড় ছোট কর্ম্মচারী, না করি বিচার।
অন্যায় দেখিলে করে, কুযশ প্রচার॥

---

ধন্য ধন্য মানসিক বল।
সমভাবে থাকে সদা হইয়া অটল॥
গবর্ণরে "গবা" বলে† "গজ-মূর্খ" জজ দলে,
যষ্টিশেরা অপযশ করয়ে ঘোষণ।
কোন মতে নাহি হয়, ক্ষোভিত কখন॥

---

হেন ভাব হেরিনা ধরায়।
প্রজার দুর্ব্বাক্য সহে, প্রবল রাজায়॥
দেশীয় ভূপতি যারা, প্রজার পীড়নে তারা,
কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হয় কখন।
কার সাধ্য নৃপদোষ করিতে ঘোষণ॥

---

ইংরাজেরা আসিয়া ভারতে।
উদার দৃষ্টান্ত ভাল, দেখালে জগতে,
যে রাজ-পুরুষ-গণে, "ম্লেচ্ছ" বলি হিন্দুগণে,
ঘৃনার সহিত করে নাম উচ্চারণ।
সেই ম্লেচ্ছদের দেখ ব্যাভার কেমন॥

---

ভারতের বড় ভাগ্য জোর।
আনন্দের নাহি তার, কিছুমাত্র ওর॥
অই দেখ পুর্ব্বাশয়, সুখ-রবি শোভা পায়,
অত্যাচার-অন্ধকার, তিষ্ঠিতে কি পারে?
মানসিক বল যথা, বিক্রম প্রচারে॥

---

† [হাই কোর্টের বিচার পতি]

হলো যদি রবির উদয়।
অজ্ঞান আঁধার যদি, পাইল বিলয়।
ফুটিল মানস-পদ্ম, খুলিল সৌরব সদ্য,
পরিমল হলো যদি, সর্ব্বত্র বিস্তার।
হবেনা কি মধুময়, ভারত সংসার?

---

আলোময় করিতে ভুবন।
তপন কি উঠিবেনা, ভেদিয়া গগণ? ॥
স্বভাবের বিপর্য্যয়, কিছুতেই নাহি হয়,
উঠিবেই দিবাকর অত্যুচ্চ গগণে।
অবশ্যই দিবে আলো, প্রফুল্ল আননে॥

---

## অথ পাণ্ডব চরিত কাব্য।

### প্রথম স্বর্গ।

---

### পাণ্ডব গণের জন্ম বৃত্তান্ত।

স্রগ্ধরা ছন্দঃ। ৭। ৭। ৭ যতি॥

পূর্ব্বে ত্বষ্টার* পুত্রো যখন বধ করে বজ্রপাণি স্বহস্তে,
পাপার্থে হীন তেজা হইল শচিপতি ব্রহ্মহত্যা প্রভাবে।
ধর্ম্মত্যাগী সুরেশে পরিহরি অচিরে তাঁর দেহের তেজঃ,
আত্ম ত্রাণের জন্যে বিলয় হয় ভয়ে ধর্ম্ম দেবের অঙ্গে॥ ১॥

---

* ত্বষ্টা—মুনি বিশেষ; তাহার নমুচি নামক পুত্রকে ইন্দ্র বধ করিয়াছিলেন।

† বৃত্র নামক অসুর কর্ত্তৃক ইন্দ্র পরাভূত ও সন্ধি বদ্ধ হওনানন্তর ছল ক্রমে তাহাকে বধ করিয়াছিলেন।

সন্ধি ভ্রংশে পুনশ্চ ত্রিদশ পতি যবে বৃত্রা রাজে বিনাশে,
বিশ্বাস ব্রহ্ম ঘাতে উপজিল সুমহৎ পাপ ইন্দ্রের দেহে।
পাপোত্তাপে বিয়োগী বিচলিত হইয়া বর্জ্জিয়া স্বীয় বাসে,
পাপী ইন্দ্রের অঙ্গে ছিল যত বল সে বায়ু মধ্যে প্রবেশে ॥ ২ ॥

সাধ্বী রামা অহল্যা পরিচিত ভুবনে সুন্দরী গৌতমস্ত্রী,
তাহার স্বামি বেশে অমর পতি বনে তার সাধ্বীত্ব নাশে।
সেপাপে দেবরাজে ত্যাজি তখনি চলে রূপ লাবণ্য কান্তি,
যুগ্মে অশ্বী কুমারে মিলিত হয় গিয়া শ্রীযথা শ্রীশ বক্ষে ॥ ৩ ॥

এ রূপে ইন্দ্র তেজঃ প্রচুর বল তথা রূপ লাবণ্য শোভা,
নানা দেবের দেহে নিহিত হয় মহা পাপ শঙ্খা প্রভাবে।
নিস্তেজা কান্তি হীন চ্যুত বল মহিমা দেখিয়া দেবরাজে,
দৈত্যেরা মর্ত্য লোকে নরতনু লভিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মাদি হিংসে ॥ ৪ ॥

স্বেচ্ছাচারী বিরোধী ক্ষিতিপতি হইয়া নিত্য সে দৈত্য বৃন্দে,
পূজা হোমাদি যজ্ঞে সতত হত করে দেব বিপ্রের নিন্দা।
দৈত্যাংশীসর্ব্ব ভূপে হত বল করিতে ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থে,
জন্মে স্বর্লোক বাসী সুর, অসুরভরে ভার ভূতা ধরাতে ॥ ৫ ॥

ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডু রাজা ত্যজি ধন বিভবে সাধিবারে তপস্যা,
ভোগত্যাগী অরণ্যে জটিল হইল সে বল্ক ধারী ফলাশী।
সঙ্গে সেবানুরক্তা রহিল পতিরতা কুন্তি মাদ্রী দ্বিরাজ্ঞী,
কাম ক্রোধাদি হিংসা রহিত তিন জনে আচরে সৎতপস্যা ॥ ৬ ॥

---

[‡ বঙ্গভাষায় এরূপ ছন্দ অতি বিরল। এপ্রকার ছন্দ সংযোযিত হইলে ভাষায় অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে। সং]

পুত্রার্থী কিন্তু রাজা ছিল চির অসুখী শাপ সন্তপ্ত চিত্তে,‡
শ্রদ্ধা যোগে মহাত্মা মুনিগণ নিকটে বর্ণিল স্বীয় বাঞ্ছা।
তেজস্বী তত্ত্ব দর্শী ঋষি বচন লয়ে ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে,
পত্নী যুগ্মে সুতার্থে সুরবর লভিতে সাদরে কৈল আজ্ঞা॥ ৭

ভর্ত্তা বাক্যে অবজ্ঞা বিহিত কভু নহে বেদ শাস্ত্রাদিন ধর্ম্মে,
ভর্ত্তার প্রীতি কামে অবিহিত করিতে নিত্য পারে সতীরা।
ভর্ত্তা ক্রোধে কি মোহে যদিচ কটু কহে দুঃখতাহে গণেনা
ভর্ত্তারে ব্রহ্মবোধে অবিরত তুষিলে পায় ধর্ম্মার্থ মোক্ষ॥ ৮॥

ধর্ম্মানুষ্ঠান কিম্বা ব্রত নিয়ম বৃথা লঙ্ঘিলে স্বামি আজ্ঞা,
সর্ব্বাগ্রে পূজ্য ভর্ত্তা বিবুধগণ কহে ব্যক্ত বেদে পুরাণে।
সাধ্বী সে রাজ পত্নী দ্বয় বিহিত মতে নিত্য ধর্ম্মানুরোধে,
পাতি ব্রত্য স্বভাবে পতি বচন শিরে রাখিয়া কৈল পূজা॥ ৯॥

দুর্ব্বাসা দত্ত মন্ত্রে ভজিল দুইজনে পঞ্চ দেবে ক্রমেতে,
কুন্তি শ্রদ্ধা বিধানে যম পবন তথা ইন্দ্র দেবে উপাসে।
মাদ্রী কুন্তি প্রসাদে ভজিল শুচি হয়ে যুগ্ম অশ্বী কুমারে,
তদ্দ্বারা দৈব যোগে লভিল দৃঢ় বলী পঞ্চ পুত্র দ্বিরাজ্ঞী॥ ১০॥

ধর্ম্মাংশে ধর্ম্ম পুত্র স্থির সরল সুধী সত্যবাদী স্বভাবে,
মিত্রা মিত্রে সমানে সদয় মতি সদা পালনে সদ্বিচারে।

‡ পাণ্ডুরাজা জনেক ঋষি কর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হয়েন যে স্ত্রীসঙ্গ কালে তাঁহার মৃত্যু হইবেক; তাহাতে রাজা স্বীয় পত্নী দ্বয়ের সহিত বিবেকী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অরণ্যে তপশ্চর্য্যা করিতেন কিন্তু শাপ ভয়ে স্ত্রী সত্ত্বেও পুত্রলাভে বঞ্চিতছিলেন সুতরাং সেই শাপ দ্বারা সন্তপ্তচিত্ত এবং পুত্রার্থী ছিলেন একথা মূল মহাভারতে ও অপরনানা গ্রন্থে ব্যক্ত আছে কুন্তী। প্রসন্ন হইয়া মাদ্রীকে দুর্ব্বাসাদত্ত স্বীয়মন্ত্র প্রদান করেন।

দাতা গাম্ভীর্য্যশালী যম সম সমরে শৌর্য্য বীর্য্যে প্রতাপী,
সর্ব্বাগ্রে জন্ম লাভে হইল কুরু কুলে পাণ্ডব শ্রেষ্ঠ রাজা॥ ১১॥

বার্য্যংশে ভীমসেন প্রচুর বল ধরে পাণ্ডুবংশে দ্বিতীয়,
ক্রোধী অক্ষান্ত যোদ্ধা পুলকিত সমরে মল্ল যুদ্ধে সুদক্ষ।
বহ্বাশী উগ্রভাষী বিপুল দৃঢ় গদা সর্ব্বদা যুক্ত হস্তে,
সংগ্রামে নিষ্ঠুরাত্মা কঠিন ভুজবলে ভীম রূপী বিপক্ষে॥ ১২॥

জন্মে ইন্দ্রের অংশে ত্রিভুবন বিজয়ী অর্জ্জুন শ্রেষ্ঠ ধন্বী,
শস্ত্রাস্ত্রে বাহু যুদ্ধে অনুপম সমরে পাণ্ডু বংশে তৃতীয়।
নিষ্কামী সংযতাত্মা তুষিল অনলকে খণ্ডবারণ্য দানে,
সৌজন্যে সখ্যভাবে হরি হইল সখা, তুষ্ট যুদ্ধে পিনাকী॥ ১৩॥

স্বর্বৈদ্যে স্থাপিতাংশে নকুল সহ তথা দেবরূপী কনিষ্ঠ,
মাদ্রী ক্ষেত্রে সুরূপী যুগ যমজ সুধী পুত্র জন্মে ক্রমেতে,
অক্রোধী পূত আত্মা ভয় রহিত বলী তুল্য বিক্রান্ত যুদ্ধে,
একে জানে চিকিৎসা বিধিমত; অপর জ্যোতিষে পারদর্শী॥ ১৪॥

*যে দেবে যে বিভাগ স্থিতিগত ছিল, সে সর্ব্ব অংশ প্রভাবে,
একাত্মা পঞ্চ দেহে রিপুদল দলিতে মর্ত্ত্যরূপী মরুত্বান।
ভারাক্রান্তাধরাকে উপশম করিতে সাধিতে দেব কার্য্য,
পঞ্চাংশে পাণ্ডুবংশে শচিপতি জন্মে পাণ্ডব খ্যাত লোকে॥ ১৫॥

এরূপে দেব রূপী প্রিয়দরশন সে পঞ্চ পুত্রে নিরীক্ষি,
আনন্দে ফুল্লচিত্তে ছিল পরম সুখে কাননে পাণ্ডুরাজা।

---

* ইন্দ্র পাঁচ অংশে বিভক্ত হইয়া পঞ্চ পাণ্ডব রূপে জন্ম গ্রহণ করার বিষয় মার্কণ্ডেয় পুরাণের পঞ্চম অধ্যায়ের মতে, লিখিত হইল।

কিঞ্চিৎ কালাবসানে শিশির অপগমে চৈত্রমাসে বসন্তে,
রাজা মাদ্রীর সঙ্গে চলিল ফুলবনে দেখিতে বন্য শোভা॥ ১৬॥

ইতি পাণ্ডবগণের জন্ম বৃত্তান্ত নামক প্রথম স্বর্গ।

---

## রানী দুর্গাবতীর উপাখ্যান।

স্বদেশের পুরাবৃত্তান্ত পাঠে দেশানুরাগী জনগণের চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া থাকে ইহা স্বভাব সিদ্ধ। এতন্নিমিত্ত পাঠক্যবুহের মনোরঞ্জনার্থ অস্মদ-গণের জন্মভূমি ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক কালে যে সকল সদাশয় ও সদাশয়া মানব, মানবী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সংক্ষেপ উপাখ্যান ক্রমশঃ বিন্যাস করিতে সঙ্কল্প করা গিয়াছে, সংপ্রতি রণপণ্ডিতা রানী দুর্গাবতীর বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করা যাইতেছে, ভরসা করি ইহা অনেকের তৃপ্তি জনক হইলেও হইতে পারে।

যখন মোগল বংশোদ্ভব। হিমাউনভূপ (হুমো পাদসা) দিল্লীর সম্রাটছিলেন তৎকালে নর্ম্মদানদী তীরস্থ গারানামক এক স্বাধীন হিন্দুরাজ্যে, নৃপকুলে দুর্গাবতী জন্মগ্রহণ করেন। এই নৃপ তনয়ার অনু-পমরূপ, অতুল্য গুণ, অসাধারণ দেশানুরাগ এবং বিজাতীয় সাহস নিমিত্ত তিনি ভারতভূমির সর্ব্ব সমক্ষে পরিচিতা ছিলেন; এবং জনক জননী ও রাজপরিবারের প্রিয় পাত্রী হইয়াছিলেন বিশেষতঃ কবি-কুলেরা সদতই তাঁহার গুণ কীর্ত্তনে আশক্ত ছিলেন। রাজ কন্যার উদ্বাহ-কাল উপস্থিত হইলে, গারাধিপতি তাঁহার পরিণয় কার্য্য এক রূপবান ও সদ্‌গুণ বিশিষ্ট রাজকুমারের সহিত সমারোহ পুর্ব্বক সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় অপত্যসুখে বঞ্চিতা হইয়া রাজ বালা পতিভবনে বাসাশা পরিত্যাগ পুর্ব্বক পিত্রালয়ে গমন করিলেন। তথায় রাজনীতি ও রাজ-কার্য্য দর্শনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অপিচ যখন রাজসৈন্যগণ দুর্গের সমীপস্থ প্রান্তরে যুদ্ধ শিক্ষা ও রহস্য যুদ্ধ করিত, রাজকুমারী তাহা

ঈক্ষণে বিশেষ কৌতূহলাক্রান্তা হইতেন, ওমধ্যে মধ্যে পিতার সমভিব্যাহারে প্রকৃত রণস্থলে উপনীতা হইয়া যুদ্ধ প্রণালী অবলোকন করিতেন। তদ্ধেতু তাঁহার রাজকার্য্যে নিপুণতা ও সংগ্রামানুরাগ জন্মিয়াছিল। তদনন্তর রাজা বার্দ্ধক্যাবস্থাপ্রাপ্ত হইলে রাজ্যভার গুণবতী দুহিতার প্রতি সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরাধনায় অহর্নিশ নিযুক্ত থাকিতেন।

কিয়দ্দিবসান্তে নৃপতি এতন্মায়াময় দেহ পরিত্যাগ করিলেন। রাজার মৃত্যু কালে তাঁহার উত্তরাধিকারী রাজপুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়ায় রাজ্যের সমুদায় ভার দুর্গাবতী গ্রহণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয় বাসিনী তারা বাই আপন পুত্রের শৈশবাবস্থায় সেতারা রাজ্যের কর্ম্ম যেরূপ শৃঙ্খলাপূর্ব্বক সম্পন্ন করিতেন, দুর্গাবতী আপনার সহোদরের রাজকার্য্য অবিকল তদ্রূপ করিতেন প্রজাপুঞ্জ তাঁহার শাসনাধীনে সর্ব্বতোভাবে স্বচ্ছন্দ ও সুখী ছিলেন। নারী রাজ্যজ্ঞানে, রাজ্যের মধ্যে কেহ যথেচ্ছাচার করিতে পারিতেননা এবং প্রতিবেশী নৃপগণেরা গারাআক্রমণ বা গারারধিকারস্থ জন-সমূহের প্রতি কোন দৌরাত্ম্য অথবা অন্যায়াচরণ করিতে সাহসী হইতেননা বরং সকলেই ঐ রাজ্যের সহিত সৌহৃদ্য করণে যত্নবান্ হইতেন।

যখন এবম্প্রকার উচ্চৈঃ গৌরব ও সুখ্যাতি সহ দুর্গাবতী রাজ্যপালন ও শাসন করিতেছিলেন, তখন মহারাজাধিরাজ আকবরের সৈন্যাধ্যক্ষ আসফজা মহাবল পরাক্রান্ত এক দল সৈন্য সমভিব্যহারে গারা রাজধানী আক্রমণ করিলেন।

আকবর ভূপালের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ এবং মোগল সেনার বীর্য্য ও রণ দক্ষতা বিখ্যাত থাকায় গারাবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা এবং সেনাচয় যৎপরোনাস্তি ভয় প্রাপ্ত হইল, কিন্তু রাণী দুর্গা পুরাণোক্ত দৈত্য দলনী দুর্গার ন্যায় অকুতোভয়ে সমর সজ্জা করিয়া গজ পৃষ্ঠে আরোহণে স্বসৈন্যে যবন সেনাদিগের প্রতিকূলে ধাবমানা হইলেন। রাজ্ঞী সংগ্রাম ভূমিতে উপনীতা হইবা মাত্র উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। গারেশ্বরী অবিলম্বে বৈরী সেনার মধ্যে অনেককেই হতাহত করিয়া এরূপ বীর দর্প করিতে লাগিলেন, যে বিপক্ষেরা রণ ভঙ্গদিয়া প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিল।

কিন্তু বিধির লিপি কে খণ্ডন করিতে পারে ; বিধি বাম হইলে সকলই ব্যর্থ হয়, রণক্ষেত্রে দুর্গাবতীর চক্ষে অকস্মাৎ এক শরাঘাত হইলে তিনি বাহন সহিত ক্ষণকাল নিজ সেনার দৃষ্টির বহির্ভুতা হইলেন। সেনারা রাণীকে সমর স্থলে দেখিতে না পাইয়া হতাশ হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইল, সুতরাং অপর পক্ষেরা বিনা আয়াসে রণ জয়ী হইয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। জয় কোলাহল শ্রবণে রাণী নিতান্ত অধীরা হইলেন, কিন্তু কি করেন শত্রুমধ্যে একাকিনী যে দিকে নেত্র পাত করেন, সেই দিকেই প্রতি পক্ষের সেনানী নয়ন গোচর হয়। রাজ্য ও মান রক্ষার উপায় বিহীনা হইয়াও শত্রু হস্তে পতিত হওয়াপেক্ষা আত্ম হত্যা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া রাণী হস্তি পরিচালকের হস্ত হইতে কুঠার লইয়া আপন বক্ষদেশে দৃঢা-ঘাত করতঃ প্রাণত্যাগ করিলেন। এই শোচনীয় ঘটনার পরে মোগলেরা রাজপুরী ও রাজকোষ ও রাজদুর্গ হস্তগত করিয়া গারারাজ্য মোগল আধিপত্য স্থাপন করিল। এদিকে গারাবাসী লোকেরা বহুগুণালঙ্কৃতা ও প্রজানুরক্তা রাজমহিষীর বিচ্ছেদে শোকে বিহ্বল হইয়া দিবসদ্বয় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

নিরপেক্ষ যবন ইতিহাস বেত্তা কাফি খাঁ বলেন যে দিল্লীশ্বরী রিজিয়া বেগম ও আমেদ নগর রাজনন্দিনী চাঁদ বিবি যাঁহাদের গুণ গরিমা ইতি-বৃত্তে বিন্যস্ত আছে তাঁহাদের অপেক্ষা হিন্দুরাণী দুর্গবতী সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠা ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

এক্ষণে পাঠকবৃন্দ দেখুন কালের কি মাহাত্ম্য। অস্মদগণের জন্মভূমি ভারত জননী পূর্ব্বে কি অবস্থায় ছিলেন ও অধুনা কি অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছেন। মাতার ক্রোড়োস্থ নদ, নদী, হ্রদনির্ঝর পর্ব্বত ও উপ-ত্যকা প্রভৃতি সমভাবেই আছে ও তাঁহার শস্য উৎপাদন শক্তির ও হ্রাস হয় নাই, কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়, কি দারুণ দুর্ভাগ্য ; যে এক্ষণে মাতা পূর্ব্বের ন্যায় সন্তান সন্ততি প্রসব করিতেছেন না, যে রমণীর বিষয় উল্লেখ করা হইল তাঁহার তুল্যা রমণী ইদানীন্তন দৃষ্টিগোচর হওয়া দূরে থাকুক তদসদৃশ সাহসী ও রণ নিপুণ পুরুষ শ্রবণ গোচর হয় না। হায়! এমন

দিন কবে হইবে যে দিনে ভারত জননী পূর্ব্বের ন্যায় পুত্র কন্যা প্রসব করিবেন।

---

### সন্নিহিত শক্র বীরের প্রতি।

ওই শুন সিংহনাদ করে অরিদল।
ভীমাস্ত্র গর্জ্জনে যেন কাঁপিতেছে ধরা॥
অসংখ্য দুন্দুভি ঢাকে ঘোর কোলাহল।
ক্রমে অগ্রসর হইতেছে ত্বরা ত্বরা॥

কত যে পতাকা উড়ি নড়িছে পবনে।
সহস্র অঙ্গুলে যেনতর্জ্জিছে বাহিনী॥
গর্জ্জিছে গজেন্দ্র কুল অঙ্কুশ তাড়নে।
ধূলে ধূমে কভু যেন দিবসে যামিনী॥

কভু দেখাযায় ধূম পুঞ্জ মেঘাকার।
অস্ত্রানল শিখা তাহে চপলা চমক॥
অস্ত্রনাদ বজ্র পাত ধ্বনি বার বার।
জ্বলন্ত কন্দুক ধারা পাৎ ভয়ানক॥

আঘাতে পর্ব্বত শৃঙ্গ চুর্ণ হয়ে যায়।
চারি দিক ঘোররূপে পুড়িতেছে বন॥
ব্যোম দেশে বিহঙ্গম ভয়ে না বেড়ায়।
সঞ্চরণ হীন দীন লীন মীন গণ॥

ওই শুনা যায় বোল ক্রমশঃ নিকট।
দেখা যায় যেন অগ্নিময় মহাব॥
তরঙ্গ উঠিছে তাহে উত্তান বিকট।
গ্রাসিতে আসিছে যেন করি ঘোর রব॥

প্রতিরণ বিনা হায় কেমনে রোধিবে !
সাজ সাজ শীঘ্র আর বিলম্ব না সয় ॥
স্ববিক্রম বিনা কিসে মঙ্গল সাধিবে।
ভবে সাহসের জয় সাহসের জয় ॥

সাজাও সাজাও সৈন্যভীম বেশ ধর।
অসংখ্য আগ্নেয় অস্ত্র কর সারি সারি ॥
উড়াও সমরধ্বজ পতাকা নিকর।
বাজুক সমর তূর্য্য বীর মনোহারী ॥

সিন্দুর মণ্ডিত শিরা মদিরা বিকল।
সাজাও মাতাঙ্গকুল রণ রঙ্গ কুল ॥
অসংখ্য সাজুক গজারোহী সেনা দল।
লইয়া সজ্জাতী গদা খড়্গশেল শূল ॥

সাজুক ঘোটক শ্রেণী ধাতু বর্ম্মাবৃত।
আরোহী লইয়া রণ রঙ্গেতে নাচিবে ॥
ঘুরিবে লোহিত চক্ষুঃ মদিরা বিকৃত।
দোলাইয়া গ্রীবা শিরঃ কর্কশ হ্রেষিবে ॥

সাজুক পদাতি সেনা অস্ত্র শস্ত্র ধারী।
রণ মদেরক্ত চক্ষু পুলকিত দেহ ॥
সদা অগ্রসর গিরি নির্ঝরানুকারী।
কভু পরাবৃত্ত মুখ হইবে কি কেহ ?

এক মহার্ণব যথা অন্য পারাবারে।
ভুবন সংহারী না দকরি উলিয়া ॥
প্রবেশে, সেরূপ পরাক্রমে একেবারে।
দেও সেনা দল অরি দলে প্রবেশিয়া ॥

ধূমে মিলি ধূম রাশি আরো আঁধারিবে।
এ গর্জ্জনে সে গর্জ্জনে গর্জ্জিবে দ্বিগুণ ॥
উৎকট কঠোর ভীম ঘোর ঘর্ঘরিবে।
শত গুণে চারিদিক জ্বলিবে আগুণ ॥

পল পলে যেন কোটি কোটি উল্কাগতি।
উড়িবে কন্দুকমালা আকাশ উরসে ॥
সরক্ত চন্দন মুণ্ডমালা বসু মতী।
পরিবেন গলদেশে মাতি রণ রসে ॥

আক্রমিবে গজগজে, বিকট চিৎকারে।
অশ্বা রোহী অশ্বা রোহী সহ অসিকরে ॥
জুঝিবে চপলা যেন মণ্ডল আকারে।
গোলায় গোলায় ভীমাঘাত শূন্যোপরে।

বহু ভাগ্য ফলে আজি পেয়ছ সুদিন।
কার না নাচেরে হিয়া পশিতে সমরে!
কাতর কেবল কাপুরুষ বীর্য্য হীন।
জনম সকল তার রণে যেই মরে ॥

ওই শুন শত্রুদল ভেরি রবে কয়।
ছাড়ি দাও রাজ্যধন কিম্বা দাও রণ ॥
যারা ভীরু নরাধম সাহসিক নয়।
তারা বলে এজগতে প্রাণ বড় ধন ॥

ধৈরয ধরিতে নারে বীরের হৃদয়।
শুনিয়া সমীপে অরিকুল আস্ফালন ॥
ধাধা ধা বা বাজিছে এই দুন্দুভি নিচয়।
ধাও ধাও রণে যেন শুনে বীর গণ ॥

এই মাংস পিণ্ড দেহ কত দিন রবে ?
খণ্ড খণ্ড হয় হবে যায় যাবে প্রাণ॥
রণোল্লাসে কত যে মানস ফুল্ল হবে।
যখন করিবে শুভ সমর প্রবাণ॥

ভীরুতার বশে কভু ভাব মনে মনে।
তুচ্ছ ধন লোভে কেন ত্যজিব জীবন ?
রাজ্য ধন লোভি রণ করে সেই জন।
যেই নীচ ক্ষুদ্র, লঘু ভৎ'সনা ভাজন॥

বীর রস রস নাথ ভুবন নিবাসে।
এই রসে ডুবাইয়া মানস শরীর॥
পরের উদ্ধার নিজ রক্ষা অভিলাষে।
যেই যুঝে, সেই সাধু, জ্ঞানী, শান্ত, ধীর॥

বীর সাজে সুসোভিত বীরতা বিলাসী।
বীর, বীরধর্ম্ম দাস, শৌর্য্য বীর্য্য ধন॥
রণ রঙ্গস্থল রঙ্গ নির্লয় নিবাসী।
রণাঙ্গনা সঙ্গ লাভে রঙ্গে নাচে মন॥

ধূম পুঞ্জ কেশী, রণ তূর্য্য সুভাষিণী।
রুধির কুঙ্কুম গায়ে গজ গতি গতি॥
জঙ্গম কন্দক ছটা উজ্জ্বল হাসিনী।
শেল শূল আদি অস্ত্র শস্ত্র হার বতী॥

স্কন্ধে মন্দ মন্দ উড়ে পতাকা অঞ্চল।
গজারোহী সেনাপতি সহস্রলোচন॥
বহু ভুজ শ্রেণী বদ্ধ অশ্বা রোহী দল।
পাদাতিক ব্যূহ, পদ, রথ তুঙ্গস্তন॥

বীর বাঞ্ছনীয়া এরমণী ধরাতলে।
সামান্য কামিনী জনে বৃথা অভিলাষ॥
বীর মোহিনীর প্রেমে মজ কুতূহলে।
(১) কি সুন্দর বীর রসে আদি রসা ভাস॥

আবার দেখ হে, কিবা শান্তরসরণে।
সংসার অসার বোধ নাহি মৃত্যু ভয়॥
বীর বসে শান্তরস কি শোভা দর্শনে।
ভবে বীরতার, সম আর কিছু নয়॥

---

কবিতা প্রবোধিনী।

প্রর্য্যায় ক্রমে শিক্ষিত ইউরোপিয় ও অশিক্ষিত
বাঙ্গালীর প্রতি।

ইউরোপিয়ের প্রতি,

ভীষণ সাগরে ভাসি ভ্রম নানা দেশে,
পৃথিবীর বক্ষ ভেদি মধ্যে কভু যাও,
পর্ব্বতে পর্ব্বতে ফির কৌতুহলা বেশে,
কভু ইচ্ছ ব্যোম যানে চড়িয়া বেড়াও।

বাঙ্গালীর প্রতি,

যদি যাও কোন খানে, বাড়ীপানে মন টানে,
পরিজন মম তার ডোর।
চুণ নাই লুন নাই, সতত ভাবিছ তাই,
আহারের ভাবনায় ভোর॥

---

(১) যাহারা অলঙ্কার শাস্ত্রের অত্যন্ত গোঁড়া তাহারা ইহাতে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইবেন।

ইউরোপিয়ের প্রতি,

ভীম অস্ত্র ধরি পশ সংগ্রাম ভিতরে,
বিপক্ষ দলের মাঝে বিদ্যুতের প্রায়।
বীর পুত্র হত্যা হেরি রণ ক্ষেত্রো পরে,
দেও ধন্যবাদ, ধন্য তুমি এ ধরায়॥

বাঙ্গালীর প্রতি,

ঘাড়ে কাঁকে ছেলে ঝোলে, তাদিকে মধুর বোলে
সদা তোষ এই তব খেলা।
পরিজন, পরিজন, দিবানিশ অরাধন,
আহার যোগাও তিন বেলা॥

ইউরোপিয়ের প্রতি,

বিশাল তরঙ্গময় গভীর সাগরে,
ডুবদিয়া তোল রত্ন সাহস অশেষ।
বাণিজ্য বিস্তার করি দেশ দেশান্তরে,
লভিয়া বিপুলধন সাজাও স্বদেশ।

বাঙ্গালীর প্রতি।

উথলে সুখের নদী, কোনরূপ পাওযদি,
হাটবারে টাকা দুই টাকা।
সাজ করি হাটে যাও, তরকারি যাহা পাও,
কিনে আন পূরে এক ঝাঁকা॥

ইউরোপিয়ের প্রতি,

তবধন রাশি শত পর্ব্বত সমান,
তথাপিও ধনতৃষা নিরারিত নয়।
নিজেরে ভাবিছ সদা দীনের প্রধান,
জপিচ কেবল রণজয় ধনজয়॥

বাঙ্গালীর প্রতি,

দশ টাকা দশ আনা, যদি কভু থাকে পানা,
বড় লোক হয়ে বসবাটী।
ঘুমাও খাটেতে পড়ি, বেড়াও পালকি চড়ি,
পায়ে আর নাহি ছোও মাটী॥

ইউরোপীয়ের প্রতি,

মৎস্য রাজতিমী সহ করিয়া সমর,
সিন্ধু হতে কর তারে তীরে উত্তোলন।
বিকট সংহার মূর্ত্তিধর ভয়ঙ্কর,
শত্রু যদি করে কভু দেশ আক্রমণ॥

বাঙ্গালীর প্রতি,

পাইলেই অবসর, দুয়ারেবাঁধিয়া ঘর,
দিনে যাও মাছ ধরি বারে,
হয় যবে নিশী ঘোর, বাড়ীতে আইলে চোর,
ভয়ে জড়সড় এক বারে॥

ইউরোপিয়ের প্রতি,

রণজয় তত্ত্ব শুনি সুখ সিন্ধুজলে,
মগ্ন হয়ে-সিন্ধুসম উঠ উথলিয়া।
অশ্ব গজরবব্যাপে গগণ মণ্ডলে,
অসংখ্য পতাকা শোভে উড়িয়া উড়িয়া॥

বাঙ্গালীর প্রতি,

পরব আইলে পর, হরষেতে মাতে ঘর,
পরশী দলের গোল মাল।
কাঁশ বাজে, শাঁক বাজে, ধূঁয়া উড়ে ভোগ সাজে,
রান্নাহয় মাছ ভাত ডাল।

ইউরোপীয়ের প্রতি,

শুনি ঘন ঘনো পম কামান গর্জ্জন,
তবমন নৃত্য করে মাতিবীর রসে।
প্রিয়তম যমে করিবারে আলিঙ্গন,
রণ পুণ্য ধামে ধাও প্রফুল্ল মানসে॥

বাঙ্গালীর প্রতি,

নিশাকালে দাঁড় কাক' যদি কভুদেয় ডাক,
অশুভ ভাবিয়া কাঁপ ডরে।
পেচক ডাকিলে পর, ভাব হয়ে জ্বর জ্বর,
চমকিয়া উঠ থর থরে॥

ইউরোপীয়ের প্রতি,

যন্ত্র সহকারে হেরি শশাঙ্ক মণ্ডল,
ভাব উপগ্রহ এক বিপুল ভুবন।
তাহে গিরি তুঙ্গ শৃঙ্গ দেখায় উজ্জ্বল,
গভীর গহ্বর সব মলিন দর্শন॥

বাঙ্গালীর প্রতি,

চাঁদেতে চরকা যুড়ি, গাছতলে বসি বুড়ি,
সুতাকাটি উড়ায় আকাশে।
বাতাসে উড়িয়া যায়, সাধু জনে তারে পায়,
এই সব মনে তব ভাসে॥

ইউরোপীয়ের প্রতি,

প্রিয়া তব পিয়ানা বাজায় কভু ঘরে,
নাচে কিবা দিব্য বেশে সুসঙ্গীত করি!
বিপক্ষ অসুর দল দলনের তরে,
আবার সমর বেশে সাজে ভয়ঙ্করী॥

বাঙ্গালীর প্রতি,

তোমার গৃহিণী যিনি, এক অবতার তিনি,
নাকে নত ঝোলে, গালে পান।
ঘন ঘন হাত নাড়া, যবে ঝগড়ার তাড়া,
ভূত ভাগে লইয়া পরাণ॥

ইউরোপীয়ের প্রতি,

গণিত বিজ্ঞান পাঠে সতত মানস,
চিন্তাকর ধ্যান যোগে নব আবিষ্কার।
ঈশ্বর কৌশলদেখ রজণী দিবস,
ভ্রমিয়া গহন মরু গিরি পারাবার॥

বাঙ্গালীর প্রতি,

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের, কথাযাতে অমৃতের,
ভক্তি সেই রামায়ণ পাঠে।
সত্য পীর মাণিকলাল, ঘরে পূজচির কাল,
ক্ষেত্র পাল পূজগিয়া মাঠে॥

ইউরোপীয়ের প্রতি,

উষাকালে অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমিবহুদূর,
নিত্য ঝাপ দাও ঘোর ব্যাপার সাগরে।
কালহর, জ্ঞানরত্ন লভিয়া প্রচুর,
অমৃতের স্রোতে যেন জীবন সন্তরে॥

বাঙ্গালীর প্রতি,

ভোরে আহারের ধুম, খেয়ে পড়ে দেও ঘুম,
উঠিয়া বৈকালে খেল পাশা।
সন্ধ্যাহলে শয্যালীন, এরূপে কাটাও দিন,
ক্ষীণ, মন, পণ, ধন আশা॥

পরাধীন বীরের প্রতি।

তোমার পাষাণ দৃঢ় প্রকাণ্ড শরীর,
শিখিয়াছ শস্ত্র শাস্ত্র সমর কৌশল,
ধর বাহু দণ্ডযুগে মহাগজবল।
তুমি বিদ্যাবান নবযুবা মহাবীর॥
পার পরা ক্রমে করিবারে সিন্ধুরোধ,
আছে, জ্ঞান, ধর্ম্ম, বুদ্ধি, স্বাধীনতা বোধ॥
তবে কেন ভৃত্য ভাবে যাপিছ জীবন?
প্রভুর আদেশেতব শয়ন, উত্থান,
গমন, ধাবন, স্থিতি, নিদ্রা, ভোজপান,
লম্ফন, চীৎকার, হর্ষ, বিষাদ কথন,
হাসিলে হাসিছ, দুঃখে তব দুঃখগনি,
তুমি একাধারে ছায়া আর প্রতি ধ্বনি॥
সতত নিঃস্তেজ আখি বিরস বদন,
আশানল শিখাবৃত ক্ষোভ পাংশুজালে
স্বাধীনতা তেজঃ নির্ব্বাপিত এক কালে,
মনের লঘুতা লঘুভয়ে প্রকম্পন।
অঙ্কুশ শাসিত তুমি পুরাতন গজ,
তোমা হতে ভাল পাদাহত উত্থরজ।

———

## ভারতবর্ষীয় কবিতা ও কবিগণ।

আদিম সময়ে মনুষ্যেরা ভাষা দ্বারা অসম্পন্ন রূপে কথঞ্চিৎ মনের ভাব প্রকাশ করিত। সম্প্রতি ভাবরস অলঙ্কার ছন্দঃ গুণ যুক্তি গুঢ়ত্ব ব্যাপকতা রীতি এবং নানা রূপ অবঘাত আবৃত্তি ও কথনাভাস মিশ্রিত হইয়া

ভাষা কি অপূর্ব্ব চিত্ত চমৎকারিণী ও লোক মনোহারিণী হইয়াছে, অভিনেত্রী নটী যদ্রূপ বিভিন্ন রূপে বেশ ভূষা করিয়া সময়ে সময়ে রঙ্গস্থিত জন গণের চিত্ত বৃত্তির ভাবান্তর সম্পাদন করিয়া থাকে, সেরূপ ভাষা ও কোন কোন সময়ে মধুর মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক মৃদুল গামিনী কোমল কৃশাঙ্গী নর্ত্তকীর ন্যায় হাব-ভাব ময় কটাক্ষপাতে তরুণ যুবকদিগের হৃদয় হরণ করিয়া লয়, কখনওবা বিচিত্র কৌতুকাবহ বেশে ভ্রূকুটি মুখে বারংবার উৎকট উল্লম্ফন পূর্ব্বক চপল বালকদিগের হাস্য বর্দ্ধন করে কখনওবা রাম নির্ব্বাসিতা সীতার ন্যায় অনর্গল অশ্রু বর্ষণ পূর্ব্বক সকলের হৃদয় ভূমি আর্দ্র করে, কখনও প্রচণ্ড খড়্গ ধারিণী চণ্ডীর করাল বেশে অবতরণ পূর্ব্বক বীরগণের হৃদয় শোণিত প্রোচ্ছাসিত করিয়া সমরোৎসাহ বর্দ্ধন করে, কখন কুষ্ঠ রুগ্নের ন্যায় ক্লেদপূর্ণ ক্ষত ময় ভগ্ন-শরীরে অবস্থিত হইয়া কাহার না ঘৃণা জন্মাইয়া থাকে? কখনও জটাকমণ্ডলুধারিণী শান্ত রসাস্পদ তপোবন বাসিনীর ন্যায় কখনও অর্দ্ধোচ্চারিত মৃদুমধুর ভাষিণী ক্রীড়া-ধূলি কলুষিতা হসিতচ্ছবি নব বালিকার ন্যায় ভক্তি বিস্ময় ভয় ক্রোধ এবং স্নেহ উচ্ছিলিত করিয়া থাকে।

ভাষারগতি কোথাও তিব্রতর ঝটিকা সঙ্কুলবৎ; কোথাও ধীরসাগর তরঙ্গমাল সদৃশ; কোন স্থানে বা মৃদু মন্দ পবন সঞ্চালিতা মঞ্জরিত মাধবী-লতার ন্যায় প্রতীয় মান হইয়া থাকে। ভাষার যে কতদূর শাসন ও মোহিনী শক্তি বলিয়া শেষ করা যায় না।

ভাষা নিজ পরাক্রমে রণভীরু ধর্ম্ম বিমুখ শাস্ত্র বিরতদিগের বিপথ গমন বোধ করিয়া প্রকৃত পথে আনয়ন করে।

যে সকল বীরপুরুষেরা রণবিপদ তৃণ তুল্য জ্ঞান করে তাহারা ও অপবাদ ও ভর্ৎসনার ভয়ে কম্পিত হইয়া থাকে।

চাটু বাক্যে কাহার হৃদয় না মোহিত হয়? বিনয় বচনে কাহার অন্তঃকরণ না দ্রবীভূত হয়? স্নিগ্ধ সম্ভাষণে কে বিরক্ত হইতে পারে? উপ দেষ্টার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য শ্রোতৃগণের হৃদয়ের অভ্যন্তর দেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া শত শত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন অপেক্ষা ও কার্য্য কর হইয়া থাকে।

সান্ত্বনা জনক বাক্য পুত্র-শোকা-কুল ব্যক্তির হৃদয়ে ও স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভাষাই মনুষ্যের প্রধান মনুষ্যত্ব ও গৌরব এমন কি ইহাকে আত্মার দূতী বলিলে ও বলা যাইতে পারে। শত শত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আবিষ্কার দ্বারা মনুষ্যের যতদূর হিত সাধিত হইয়াছে, এক মাত্র ভাষার উৎকর্ষ সাধন দ্বারা তদধিক উপকার স্বীকার করিতে হইবেক।

সুসম্পন্ন রূপে এক একটী মনের ভাব প্রকাশ, এক একটী প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সদৃশ, এক একটী ক্ষুদ্রভাবের মর্ম্মোদ্ভেদ করা ও এক একটী সামান্য বিজ্ঞান আবিষ্কার বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। অনেকে ভাষাকে জ্ঞানের প্রসূতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভাষার অরসজ্ঞ আধুনিক কৃতবিদ্যগণ ভাষা অপেক্ষা পদার্থ বিজ্ঞানেরই সমধিক আদর করিয়া থাকেন।

তাহারা বাষ্পীয় শকট ও পোত পরিচালন, মনোহর হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ, যুদ্ধের সাংঘাতিক শস্ত্র সংঘন, বিচিত্র পরিচ্ছদ বিন্যাস, পাতালবর্ত্ম সংস্করণ প্রভৃতি ব্যাপার গুলিকে বিদ্যার সার বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন।

কিন্তু তত্ত্বদর্শী চিন্তন পরায়ণ সুধীগণ, সর্ব্বদা অধ্যাত্ম চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকেন, তাঁহারা সাংসারিক বিজ্ঞানের প্রতি তত দূর মনোযোগ করেন না।

প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্ মহাত্মা "হেমলটন" যন্ত্র বিজ্ঞানকে অন্ন বিজ্ঞান বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন।

বস্তুতঃ কেবল আহার বিহারের সুবিধান কখন প্রকৃত উন্নতি বলিয়া কথিত হইতে পারে না।

দেখা যায় যে কতকগুলি বিজ্ঞান দ্বারা কেবল নির্ব্বিবাদ শান্তলোক দিগের স্বাধীনতা পহরণ, নিরাপদ যুবকদিগের বিলাসিতা নিয়োজন, মাত্র হইতেছে, এস্থলে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে কেবল সামন্য ইন্দ্রিয় পরিচালনোপযোগিনী কথা বার্ত্তা কখনইতত প্রশংসনীয় ও উপাদেয় নহে, কিন্তু যে ভাষার বিষয় উল্লিখিত হইতেছে, তাহা অত্যন্ত অসাধারণ

তাহারি নাম সাহিত্য, কৌশলবতী সুসম্পূর্ন ভাষাকেই সাহিত্যবলা যায়, সাহিত্যকে এক রূপ অধ্যাত্ম বিজ্ঞান বলিলেও বলা যাইতে পারে।

মনস্তত্ত্বের সহিত সাহিত্যের অধিক প্রভেদ নাই, সকৌশল রসাত্মক ভাবে বিবৃত্ত হইলেই মনস্তত্ত্ব সাহিত্য রূপে পরিণত হইয়া থাকে।

বিশ্বজ্ঞান সাধারণতঃ ভৌতিক, ও আধ্যাত্মিক, এই দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। যদ্দ্বারা পদার্থের গুণ গতি ও পরস্পর সম্বন্ধের নিয়মোপলব্ধি করা যায় তাহাকেই ভৌতিক বিজ্ঞান বলা যায়, ইহারই প্রভাবে তরুকোটরের বা ভূগর্ত্তের পরিবর্ত্তে মনুষ্যের আবাসস্থল সুরম্য হর্ম্ম্য হইয়াছে; সন্তরণ পোত চালনাতে পরিণত হইয়াছে; বিবিধ পরিচ্ছদ নগ্নতাকে পরা ‌ত করিয়াছে; বিবিধ উপাদেয় ভোজ্য বস্তুর সহিত আম মাংসও ফল মূলের বিনিময় সাধন হইয়াছে।

ইহার গুণে শতবৎসরের ব্যাপার মুহূর্ত্তকালে সম্পাদিত হইতেছে, সহস্র ব্যক্তির ভার এক ব্যক্তি বহন করিতেছে, বায়ু অপেক্ষা লঘু পদার্থ হইতে সহস্র মত্ত হস্তীর বল লাভ করা হইতেছে, সংক্ষেপে এরূপ বলা যাইতে পারে যে মনুষ্যদিগের সময়ের ও পরিশ্রমের যাহা কিছু সুবিধা হইয়াছে, ভৌতিক বিজ্ঞানই তাহার এক মাত্র কারণ, মনে কর আমরা ১০ দিবসের পথ এক ঘণ্টা সময়ে গমন করিলাম, সহস্র সহস্র ব্যক্তির পরিধেয়, এক ব্যক্তি প্রস্তুত করিলাম, অসংখ্য লোকের নানা রূপ ভোজ্য ও ভোগ্য সামগ্রী দুই চারি জনে সঙ্ঘটন করিলাম, এক জনের দ্বারা সহস্র সহস্র লোকের শিক্ষা বিধান হইল, এক ব্যক্তির দ্বারা সহস্র সহস্র লোকের শান্তি রক্ষা হইল, এক ব্যক্তি বহুলোকের রোগ বিমোচন করিল।

এই রূপে অল্পায়াসে অল্প সময়ে সমুদয় প্রয়োজন সাধিত হওয়াতে ভৌতিক উন্নতির উচ্চতম সোপানে আমাদের কতকগুলি সময় রক্ষা পাইল, এইক্ষণ এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে, রক্ষিত সময় গুলি দ্বারা আমরা কি করিব? ইহার প্রকৃত উত্তর এই-সেই সময় গুলি অধ্যাত্ম জ্ঞানের চর্চ্চাতে সদ্ব্যবহৃত হওয়াই বিধেয়, বস্তুতঃ অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের সুবিধার নিমিত্তই ভৌতিক বিজ্ঞানের সমুন্নতি এত প্রর্থেনীয়। শারীরিক সচ্ছন্দতা না থাকিলে মনোবৃত্তি সকল নিতান্ত জড়ীভূত হইয়া পড়ে, আহারে

তৃপ্তি না জন্মিলে অন্তঃকরণ অপ্রফুল্ল থাকে, বাসস্থান ও পরিচ্ছদের অপরিচ্ছন্নতাতে ক্রমে ক্রমে শরীর রুগ্ন হইলে সুতরাং মন নিস্তেজ হইয়া যায়, নিরন্তর বাতাতপ সহ্য করিয়া অপরিমিত পর্য্যটনে কোন্ ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা হইতে পারে? গুরুতর কায়িক শ্রমে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতে হইলে কোন্ ব্যক্তি সুস্থির হৃদয়ে অনুধ্যান করিতে পারে?

দেখা যায় ভৌতিক বিজ্ঞানের অভাব হইলে কোন রূপেই মনুষেরা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

জীবিকা ব্যস্ত তদবস্থাপন্ন লোক দিগের চিত্ত চালনার অবকাশ কোথায়? লৌহ আবিষ্কৃত না হইলে সামান্য রূপ গৃহ নির্ম্মাণ এবং অতি সাধারণ কৃষি কর্ম্ম ও সম্পন্ন হইত না। সমুদ্র গমনে বাণিজ্যোন্নতি সহকারে পরস্পর বিভিন্ন দেশীয় বিদ্যা বিনিময় দ্বারা জ্ঞানের ও যথেষ্ট উন্নতি লাভ হইয়াছে, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে যে কত প্রকার ভৌতিক বিজ্ঞানসম্ভূত উপকরণ সংস্থানের আবশ্যক, তাহা সহজেই বিবেচিত হইতে পারে। পরাধীন দেশীয় লোকেরা কোন রূপেই নির্ব্বিঘ্নে অধ্যাত্ম চিন্তা করিয়া সন্তোষ লাভ করিতে পারে না, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই দেশ হইতে আধ্যাত্মিক সমালোচনা রোহিত হইতে থাকে। উহার ধর্ম্ম ব্যাপার সকল কুৎসিত ক্রিয়া কলাপে, তর্ক ও কবিতাশক্তি লিপি করতাতে, স্বাধীন ব্যবহার সাধানোৎ সব জেতৃ সেবাতে তেজস্বিতা ছন্দানুবৃত্তিতে পর্য্য বসিত হইয়া থাকে, ভারতবর্ষ ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। ভারতবর্ষ হইতে ভৌতিক সমালোচনা নির্ব্বাসিত হইলে অল্পকাল মধ্যে অধ্যাত্ম চর্চ্চাও মন্দীভূত হইয়া আসিল, ফলতঃ ভৌতিক উন্নতি অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের সান্ততি বলিয়া প্রামাণিত হইতেছে, যদ্দ্বারা আত্মার সম্বন্ধ, লক্ষণ এবং প্রকৃতি জানাযায় তাহাকে অধ্যাত্ম বিজ্ঞান কহে, ইহা বিশ্বমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়ারহিয়াছে, এরূপ শাস্ত্র নাই যাহাতে ইহার সংশ্রব না আছে। মনস্তত্ত্ব ও দর্শন শাস্ত্র ইহার আঙ্গীভূত, গণিত শাস্ত্রের মূল ভাগ ইহকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, বস্তুতঃ গণিতের সার ভাগ তত্ত্ব চিন্তা হইতে উদ্ভূত হইয়া নিয়মীভূত সংখ্যা বা আকৃতি রূপে পরিণত হইয়া থাকে।

কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলে ঋণ ধন শক্তি ও তাহাদের পরস্পর

সঙ্কলন ব্যবলকন প্রক্রিয়া মনুষ্যের অধ্যাত্ম তত্ত্বের প্রতিবিম্ব মাত্র, পদার্থ গত হইয়া কতকগুলি চিহ্ন বর্ণ, ও সংখ্যা রূপে পরিণত এবং নিয়মিত হইয়াছে, তাহাই বীজ গণিত আখ্যাত হইয়াছে, বিন্দুরেখা ধরাতল আকৃতির সাদৃশ্য ও বৈষম্য বোধ জ্যামিতি ও ত্রিকোণ মিতি প্রভৃতির জীবন স্বরূপ, তাহাও আধ্যাত্ম চিন্তা ব্যতীত কিছুই নহে, শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্রেরই প্রথমাংশ কল্পনা, ও তত্ত্ব মূলক, এমন কি ইহার আশ্রয় ব্যতীত কোন পদার্থ কাণ্ডই সমাহিত হইতে পারে না। ইহার আসংস্রবে এক গাছি রজ্জু ও সংসাধিত হয় নাই, জ্যোতির্ব্বিদ গণের দিব্য চক্ষু স্বরূপ জ্যোতির্মণ্ডল পর্য্যয়েক্ষক মহাদুর-বীক্ষণ, এক সময়ে কোন মহাত্মার তত্ত্ব বিম্বা হইতে নির্গত হইয়াছে, সমুদ্র বক্ষ বিদারী নগরোপম মহাপোত ও কোন না কোন সময়ে এক ব্যক্তির তাত্ত্বিক মস্তিষ্ক গর্ভে নিহিত ছিল? প্রসিদ্ধ তাজ মহল ও কোন মহাত্মার কল্পনার ফল ব্যতীত কিছুই নহে।

অধ্যাত্ম বিজ্ঞান রসাত্মক রূপে সুকৌশলেবিবৃত হইলেই তাহাকে কাব্য বলা যাইতে পারে, কাব্যের অবস্থা ভেদে নানাশ্রেণীতে বিভাজিত হইয়াছে।

দেশের প্রাকৃতিক অবস্থানুসারেই কবিদিগের অভিরুচি জন্মিয়া থাকে, যে সকল দেশ, নানারূপ তরুগুল্ম লতা সরোবর ও বিবিধ কুসুম উদ্যানে সুসজ্জিত, সেই সেই দেশীয় কবিগণ তদনুষারিনী বর্ণনার প্রতিই অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন, যে দেশে উদ্ভিদ রাজি অত্যন্ত বিরল, সূর্য্যের কিরণজাল প্রায় সর্ব্বদাই মন্দীভূত, ঋতুসকল তাদৃশ মনোজ্ঞ নহে, শিল্পজশোভা ব্যতীত নেত্রবিনোদনের উপায়ান্তর নাই, সেইসেই দেশীয় মনুষ্যের চরিত্র ও মনঃপ্রকৃতি লইয়াই অধিকাংশ কবিতা রচিত হইয়া থাকে।

যে দেশে লোক সকল শ্রমবিমুখ আমোদ প্রিয় ভোগাভিলাষী, সেই দেশে অলীক কল্পনাময় মাধুর্য্য পূর্ণ গীতি প্রধান ললিত কাব্যই অধিক আদৃত হইয়া থাকে।

তীব্রাতপ মরুপ্রধান দেশের প্রকৃতি যেরূপ নীরাস, কবিতা ও সেরূপ কোমলতা ও স্নিগ্ধতা পরিহান, তদ্দেশীয় কবিদিগের লেখনি হইতে অজস্বল

গাম্ভীর্য্য ব্যঞ্জক গুঢ়জটিলার্থ কবিতা প্রবন্ধই বর্ণিত হইয়া থাকে দেশ ভেদে যদিও কাব্যপ্রকৃতির অনেক ব্যত্যয় ঘটিয়া থাকুক, তথাপি এক এক দেশীয় সমুদয় কাব্যেই সাধারণ গুণ নিয়ম ও লক্ষণ মালা লক্ষিত হইয়া থাকে ভারত বর্ষীয় কবিগণ, যেরূপ মরুদেশ সুলভ প্রগাম্ভীর ও ওজস্বিনী জটিলার্থ কবিতা রচনা করিয়াছেন, সেরূপ শীতল দেশ সুলভ মনঃপ্রকৃতির বর্ণন করিতেও ত্রুটি করেন নাই। এবং অলীক কল্পনা পূর্ণ, গীতিময় ললিত কাব্যেরও অভাব রাখেন নাই. কিন্তু স্বদেশীয় স্বভাবজ শোভার অসামান্য চমৎকারিত্ব দর্শনে তাহাদিগের কোমল হৃদয় যে অধিকতর বিমোহিত ও অন্যাসক্তি রহিত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি?

স্বদেশীয় বন উপবন, বিবিধ ফল কুসুম নানারূপ ঔষধি বনস্পতি এবং ষড়ঋতু প্রভৃতির বর্ণনা লইয়াই তাহারা সর্ব্বদা আমোদ করিয়াছেন, অন্যান্য বিষয় বর্ণনা করিতে বোধ হয় তাদৃশ অবকাশ পান নাই।

বসন্তকাল সমাগত হইলে যখন চূত তরু মুকুলিত ও মাধবীলতা মঞ্জরিত হইতে থাকে, মলয় মারুত মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইয়া সুগন্ধি কুসুমরেণু বিকীর্ণ করিতে থাকে, বনশ্রী বিবিধ কুসুমালঙ্কারে ভূষিত হইয়া মোহিনীবেশ ধারণ করে, সরোবরে পঙ্কজ সকল বিকসিত হইয়া ঝঙ্কার মুখর মধুকর গণকে পরিভ্রমণ করায়। কুঝটিকা নির্ম্মুক্ত চন্দ্র মণ্ডল দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া কোকিল কুলকল ধ্বনি করিতে থাকে। তখন কোন্ ব্যক্তি না নবজীবন প্রাপ্তি বলিয়া স্বীকার করেন? কাহার হৃদয়ে না প্রেমরসের সঞ্চার হইয়া থাকে? এসময়ে সুরসিক কবিগণ যে এরূপ মনোহর স্বভাব চিত্রিত করিবেন, এবং সহকার ও মাধবীলতার সহিত কোন প্রেমিক দম্পতীর অভেদ কল্পনা করিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি?

তাহারা বনজ প্রকৃতি ও কীট পতঙ্গ লইয়া কতই ক্রীড়া কৌতুক করিয়াছেন, যথা প্রভাত সময়ে নলিনী তরঙ্গ ভরে কম্পিত হইতেছে নবাগত মধুকর পুনঃ পুনঃ উপবেশনস্খলিত হইয়া গুণ গুণ স্বরে চারিদিক ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে দেখিয়া কোন্ কবি কল্পনা করিয়াছেন, বোধ হইতেছে যেন কমলিনী অভিমানিনী হইয়া কম্পিত হইয়াছে, এবং প্রত্যাগত নায়ককে সন্নিহিত হইতে সঙ্কেতদ্বারা নিষেধ করিতেছে মধুকর যেন

প্রেয়সীর মান ভঞ্জনাশয়ে করুণস্বরে বিনয় ও স্তুতি বাদ করিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছে।

অপিচ, বসন্ত কালে বক্রাকৃতি বিকচ কিংশুক জালে, বন স্থলীর পূর্ব্বকায় অঙ্কিত দেখিয়া কেহ বর্ণনা করিয়াছেন, চিরা গত প্রিয় বসন্তের বিহার সূচক নখচিহ্নে, বিলাসিনী বনরাজীর কোমলাঙ্গ ক্ষত হইয়াছে।

গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড বেশ ধারণ করিয়া সূর্য্য অনল স্ফুলিঙ্গ বৎ কিরণ জাল বর্ষন করেন, সময়ে সময়ে দাবানলে দিক সকল দগ্ধ হইতে থাকে, মধ্যাহ্ন কালে তৃষ্ণাকুল মহীষকুল, লালবৃত মুখে ইতস্ততঃ জলান্বেষণ করিয়া প্রান্তর পরিভ্রমণ করিতে থাকে, নিভৃতবনশায়ী ব্যাঘ্রগণ, সলোল লোলা রসনা বহিষ্কৃত করিয়া মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘ নিশ্বাসনে সর্ব্বাবয়বে কম্পিত হইতে থাকে, বচর হস্তি সকল ঘন নিবিষ্ট বন তরু ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া স্কন্ধ কণ্ডুয়ন দ্বারা বৃক্ষ সকল কম্পিত করিতে থাকে, কবিগণ ইহা অবলোকন করিয়া কোন রূপেই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। তাঁহরা প্রকৃতির এই প্রচণ্ড ভাব বিবৃত করিয়া শ্রোতৃগণের নেত্র বিস্ফারিত ও চিত্ত বিস্তারিত করিতে থাকেন, ভারতবর্ষীয় কোন প্রদেশে বর্ষাঋতু সমাগত হইলে ইন্দ্র চাপধর মেঘ সকল গর্জ্জন রূপ সিংহনাদ পূর্ব্বক তড়িদগুণ সহকারে জলধারারূপ সায়কবাণ করিতেছে। কেহবা এরূপ বর্ণন করিয়াছেন।

মনুষ্যের অন্তঃপ্রকৃতি চিত্রিত করাই কাব্যের প্রধান কার্য্য, চিত্রকরেরা যেরূপ বর্ণ ও রেখা পাত দ্বারা সমুদায় ভৌতিক পদার্থের আকৃতি চিত্রিত করিয়াথাকে কবিগণ সেরূপ শব্দ বিন্যাস দ্বারা বৃক্ষলতা নদহ্রদ সমুদ্র পর্ব্বত চন্দ্র সূর্য্য নভোমণ্ডল প্রভৃতি মুদ্রিত করিতে সমর্থ হন, এমন কি ইহাঁরা চিত্রকরের ন্যায় মনুষ্যের প্রতিমূর্ত্তি পর্য্যন্ত অঙ্কিত করিয়া লন, সিংহ নাদ মেঘ গর্জ্জন, সাগর কল্লোর শুক কোকিল কাদম্ব বীণা প্রভৃতির মধুরস্বর চিত্রিত করিয়া চিত্রকর দিগকে এককালে পরাস্ত করিয়া ফেলেন। যাহা হউক বহিঃ প্রকৃতি মুদ্রিত করাও কাব্যের এক প্রধান অঙ্গ বলিতে হইবেক, কবিগণ সাদৃশ্য সংকলন করিয়া কি অদ্ভুত কৌশলই প্রকাশ করিয়াছেন, এ বিষয়ে পৃথিবীর সমুদায় শিল্প কর দিগকেই পরাজয় স্বীকার হইতে হইবেক।

# ধনেশ-নন্দিনী।

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

এনায়েত আলি যথা যোগ্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া প্রাড় বিবাক সম্মুখ স্থিত হত্যাপরাধীর ন্যায় দীন বদনে অথচ গর্ব্বিত ভাবে গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমিরণ নিসা তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।

"এনায়েত প্রাতঃকালে যে শুভ সংবাদ প্রদান করিয়াছিলে, তৎপরিবর্ত্তে তোমার যথোচিৎ অতিথি সৎকার করিতে পারি নাই, হর্ষাতিশয্যই তাহার কারণ, আইস তোমাকে অভ্যর্থনা করি"।

এই বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিলেন।

প্রজা যে ভাবে নরপতির প্রতি ভক্তি ভাব প্রকাশ করিতে পারে তদব্যতীত অন্যভাবে আপনার কর কমল স্পর্শ করিবার যোগ্য নই"।

এনায়েত এই বলিয়া গৃহ কুট্টীমে এক জানু স্থাপন করিয়া ভক্তি সহকারে আমিরণের কোমল করতল চুম্বন করিলেন, এবং আস্তে ব্যস্তে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া সিংহাসনের নিকট লইয়া যাইবার উদ্যম করিলেন, আমিরণ সলজ্জ বদনে বলিলেন।

"এনায়েত আলি! আমি, অদ্যাপী প্রকাশ্য রূপে তোমার প্রভুর ভার্য্যা হই নাই। কখনই তাঁহার অনুমতি ভিন্ন স্বেচ্ছামত সিংহাসনে উপবেশন করিব না"।

ইতিমধ্যে করিম বকস সেই গৃহে আগমন করিল এবং আমিরণনিসাকে যথাযোগ্য নমস্কার করিয়া বলিল।

"মহানুভবে! আপনার স্বামীর অনুমতি ক্রমেই আপনাকে এত দিন কারারুদ্ধের ন্যায় রাখিয়াছি তজ্জন্য আমার উপর ক্রোধান্বিতা হইবেন না"।

তাঁহার আজ্ঞা পালনার্থেই আপনার প্রতি ইদৃশ কঠিন ব্যবহার করিয়াছি"।

"করিম! আমি তোমার প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র ক্রুদ্ধা হই নাই। এই গৃহ গুলী যথোচিত সুসজ্জীভূত করিবার পূর্ব্বে আমাকে যে দুর্গের এদিকে আসিতে দেও নাই তজ্জন্য তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং সন্তুষ্ট হইয়াছি"।

"হাঁ আপনি সত্য কথা বলিয়াছেন, পূর্ব্বে অনেক অবলা রমণী রাজমন্ত্রী দিগের অনভিমতে কার্য্য করিয়া সমন সদনে প্রেরিত হইয়াছে, বোধ হয় আর তাহাদের শোণিতে গৃহগুলী অপবিত্র হইবেনা। আমি এক্ষণে চলিলাম, আপনার সহিত এনায়েত আলির কোন বিশেষ পরামর্শ আছে। আজিজন! আইস"।

"এনায়েত আলির যদি কিছু বলিবার থাকে বলুন আমার ইচ্ছা আজিজন নিকটস্থ কোন গৃহে থাকুক"।

"তাহাই হইবে"।

এই বলিয়া করিম বকৃস চলিয়া গেল। আজিজন নিকটস্থ গৃহে যাইয়া একখানি "কারপেট" বুনিতে লাগিল। এনায়েত এক খানি আসন লইয়া আমিরণের নিকট আসিয়া বসিলেন এবং নিম্ন মস্তক হইয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, আমিরণ নিসা অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পরিশেষে বলিলেন।

"এনায়েত আলি, করিম বকৃসের মুখে আমার সহিত তোমার কিছু পরামর্শ আছে শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম তুমি রাজমন্ত্রীর বিষয়েই কিছু বলিবে কারণ আমার সহিত তোমার আর কি গোপনীয় কথা থকিতে পারে এবং সেই জন্য আজিজনকে অন্য গৃহে যাইতে বলিলাম যদি তোমার কিছু বলিবার না থাকে বল। তাহাকে আসিতে বলি"।

এনায়েত বলিলেন।

"প্রভু আপনাকে কোন বিশেষ কথা বলিতে বলেন নাই কিন্তু তাঁহার বিষয় আপনাকে কিছু বলিবার মানস আছে"।

"ভাল, তবে শীঘ্র বল তাঁহার আগমনের সময় উপস্থিত হইয়াছে"।

"শীঘ্রই বলিতেছি আমার কথায় বিরক্ত হইবেননা। আবদুল কাদেরের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল?"।

"হাঁ হইয়াছিল। তোমার সেবিষয় জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কি?"।

"না, এতে আমার বিশেষ লাভও নাই ক্ষতিও নাই কিন্তু আপনি কি মনে করেন প্রভু এ বিষয় জানিতে পারিলে সন্তুষ্ট হইবেন"।

“ না হইবেনই বা কেন ? কাদেরের আগমন আমার পক্ষে অতৃপ্তিকর এবং আমারি দুঃখের কারণ হইয়াছে যেহেতু তিনি আমার পিতার পীড়ার সংবাদ লইয়া আসিয়াছিলেন” ।

“ আপনার পিতার পীড়ার সংবাদ ! কৈ, যে ব্যক্তিকে প্রভুর আজ্ঞা ক্রমে আপনার পিতার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম সেত তাঁহাকে স্বচ্ছন্দ ও নিজ কার্য্যে ব্যপৃত দেখিয়া আসিয়াছে তাঁহার পীড়ার কথাত কিছুই বলিলোনা, বোধ হয় হটাৎ কোন পীড়া হইয়া থাকিবে—হয়ত কাদের কোন অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য মিথ্যা কথা বলিয়া আপনাকে ব্যাকুলিতা করিয়াছে” ।

“ তুমি তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অন্যায়াচরন করিয়াছ আর তাঁহার বৃথা দোষারোপ করিও না, তাঁহার ন্যায় উদার চরিত্র, ধর্ম্মভিত, সত্য পরায়ণ ব্যক্তি এই জগতে দুর্ল্লভ। রাজমন্ত্রী ভিন্ন বোধ হয় অপর কেহই তাঁহার ন্যায় মিথ্যা কখন ঘৃণা করেন না” ।

“ আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। তাহার নিন্দাতে আপনার এতদূর মর্ম্মবেদনা হইবে জানিতে পারিলে তাহার কথা উল্লেখ করিতাম না। পৃথিবীতে বাস করিতে হইলে নিজকার্য্য সিদ্ধির জন্য সাধুব্যক্তিদিগকেও কখন খকন মিথ্যা কথা কহিতে ও কপট ব্যবহার করিতে হয়” ।

“ তোমার মত লোকেরাই এই প্রকার আচরণ করিয়া থাকে। এই জন্যই রাজ সভায় তোমার যথেষ্ট প্রতি পত্তি হইবে।

যদি পৃথিবীর সমস্তই মিথ্যা হয়, চন্দ্র সূর্য্য, যদি আকাশে উদিত হইতে ক্ষান্তহয়, তাহাও সম্ভব হইতে পারে, তাহইলে কাদের যে বিপথগামী হইবেন তাহা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না। এই গুণেই পিতা তাঁহাকে যথেষ্ট ভাল বাসেন এবং আত্মাধীন হইলে আমিও তাঁহাকে ভাল বাসিতাম, আমার বিবাহের বিষয় কিছুই জানেনা, কাহার সহিত বিবাহ হইয়াছে তাহাও জানেন, আমাকে দুর্গ হইতে লইয়া যাইবার জন্য যদি কিছু অন্যায় বলিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে বিশেষ অপরাধী করিতে পারি না, পরমেশ্বর করুণ তোমার কথা সত্য হউক, রোগ যেন পিতার অঙ্গস্পর্শও করিতে না পারে” ।

"মিথ্যা কথা বলিয়া আপনার প্রিয়পাত্র হইতে ইচ্ছা করিনা। প্রভুর অনুগ্রহে যথেষ্ট অনুগৃহীত ও তাঁহার উপকারে বিশেষ উপকৃত আছি। প্রাণ পণে তাঁহার তুষ্টি সাধন করিতে যত্নবান থাকি কখন অন্য উপায় দ্বারা প্রতি পত্তি লাভের আশা করি না"।

"রাজ মন্ত্রী তোমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন, তাহা বিলক্ষণ জানি। রাজ কার্য্য দুস্তার সাগরে যে তরণী চালনা করিয়াছেন তুমি যে তাহার এক জন প্রকৃত নাবিক তাহা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। কাদেরের সুখ্যাতি করিবার সময় তোমাকে যে দুই একটী শক্ত কথা বলিয়াছি তন্নি-মিত্ত বিরক্ত হইও না। আমি, অবলা, সরলা, কুলবালা, চিরকাল পল্লীগ্রামেই কালক্ষেপ করিয়াছি। কখন রাজসভার আচার ব্যবহার দেখি নাই, সুতরাং বাক পটুতা কিছু মাত্র নাই। কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা কিছুই জানিনা, যাহাহউক অবস্থা পরি-বর্ত্তনের সহিত রীতি নীত পরিবর্ত্তন ও গ্রাম স্বভাব ত্যাগ করা আবশ্যক"।

"আপনি সত্য কথা বলিয়াছেন, আপনি এক্ষণে আর সামান্যা রমণী নন্ রাজ মন্ত্রীর ভার্য্যা—না প্রিয় পাত্রী সর্ব্বদা রাজ সভার উপযুক্ত বেশ ভুষা ও তাহার নিয়মানুযায়ি কার্য্য করিতে হইবে, আমার নিকট যা বলিলেন প্রভুর নিকটে কাদেরের সুখ্যাতি করিবেন না"।

"কেন? তোমার প্রভু কি, জগতস্থ সকলের নিকট মুক্ত কণ্ঠে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিব"।

"এবং সেই রূপ মুক্ত কণ্ঠে প্রভুর নিকট কাদেরের সহিত সাক্ষাতের বিষয় বলিবেন"।?

"অবশ্যই বলিব। এমন কি তাঁহার সহিত যে কথোপোকথন হইয়াছিল, তাহার আদ্যোপান্ত রাজ মন্ত্রীকে বলিব। এবং নিজ দোষ স্বীকার করিব যদিও সেই সকল কথা বলিতে আমার যৎপরোনাস্তি দুঃখ উপস্থিত হইবে তথাচ তাঁহাকে সমুদয় না বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবনা। কাদের আমাকে বৃথা তিরস্কার করেন নাই"।

"যদি এ অধীনের পরামর্শ লন, তবে উপযাচক হইয়া প্রভুকে এবিষয়

বলিবেন না। বলিলে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইবে এবং আপনার অনিষ্টের বিলক্ষণ সম্ভাবনা"।

"আমার অনিষ্ট কি জন্য হইবে? সত্য কথা বলিলে তিনি যদি অসন্তুষ্ট হন জানিনা তিনি কি প্রকার অপকৃষ্ট লোক তাঁহার মন কিদৃশ বিকৃত তাঁহার হৃদয় কত দোষের আকর"।

'আপনি প্রভুর মন জানিয়া কেন এমত কথা বলিলেন। ভাল তিনি কি জন্য আপনাকে এত গোপন ভাবে এদুর্গে রাখিয়াছেন। কেনই বা চারিদিকে, প্রহরি নিযুক্ত রাখিয়াছেন, কেনই বা, কাহাকেও দুর্গের নিকট আসিতেদেন না, করিমবক্সই বা, কি কারণে ধূর্ত্ত শৃগালের ন্যায় আপনার উপরে উহার লক্ষ নির্দ্দিষ্ট রাখে"।

'রাজ মন্ত্রীর ইচ্ছা ব্যতিরেকে অন্যকোন কারণ দেখিতে পাই না"।

"তাঁহার ইচ্ছা ক্রমে বটে। আন্তরিক ভাল বাসেন বলিয়াই আপ নাকে এত যত্নে রাখিয়াছেন। না রাখিবেনই বা, কেন? অমূল্য রত্ন পাইলে কোন্ নির্ব্বোধ সেই রত্ন প্রাঙ্গন মধ্যে নিক্ষিপ্ত রাখে? সকলেই রত্নটীকে প্রাণ পনে দস্যু হস্ত হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টাকরে"।

"এনায়েত আলি! এত কথার প্রয়োজন কি?। তুমি কি মনে কর, রাজ মন্ত্রী আমাকে পাইয়া এক দণ্ডের নিমিত্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। হঁ, এটী সত্য হইলেই হইতে পারে। আমি কখনই তাঁহার নিকট মনোগত ভাব গোপন রাখিতে চাই না। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, আমার হৃদয় দর্পণে তিনি আপনার প্রতি মূর্ত্তি সর্ব্বদা অঙ্কিত দেখেন"।

"আমি ক্ষান্ত হইলাম। আর অধিক বলিতে চাইনা। আপনি প্রভুর মন ভাল জানেন। যাহা ভাল বিবেচনা হয় তাহাই করিবেন। কিন্তু আমার এই আশঙ্কা হইতেছে প্রভু পাছে কাদেরের সহিত আপনার সাক্ষাতের বিষয় শুনিয়া ক্রুদ্ধ হন। এবং আপনার নিকট আসিয়াছিল বলিয়া তাহার শাস্তিদিতে কৃত সংকল্প হন"।

"আমি কাদেরের যথেষ্ট অপকার করিয়াছি যদি একথা বলিয়া আবার তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ হই তাহা হইলে রাজ মন্ত্রীকে ইহার অনুমাত্র

বলিতে চাই না। কিন্তু না বলিয়াই বা কি করি। করিমবক্স প্রভৃতি অনেকেই তাঁহাকে দুর্গে দেখিয়াছে, কি প্রকারেই বা, তাঁহার আগমনের বিষয় গোপন রাখি। না—তাঁহাকে সমুদয় বলিব। তিনি রোষান্বিত হন চরণ ধারণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব এবং কাদেরের উপর দয়া প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিব"।

"আমা অপেক্ষা আপনার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ যা ভাল বোঝেন তাহা করিবেন করিমবক্সকে সাবধান করিয়া দিব সে কখনই প্রভুকে একথা বলিবেনা"।

"করিমবক্সের নাম করিও না সে অতি নরাধম"।

ইত্যবসরে দূরে অশ্বের পদধ্বনির শব্দ হইল। রাজমন্ত্রীই আসিতেছেন ভাবিয়া আমিরণ ব্যাকুলিত হইয়া বলিলেন।

"এনায়েতআলি এখন যাও রাজমন্ত্রী আসিতেছেন"।

"আপনি স্বীকার করুন যে আমার কিম্বা করিমবক্সের বিপক্ষে প্রভুর নিকট কোন কথা বলিবেন না"।

"যাওনা—আর বিরক্ত করিও না।"

"আমার কথার উত্তর না দিলে আপনাকে যাইতে দিবনা"।

এই বলিয়া এনায়েত তাঁহার বস্ত্র ধারণ করিল। আমিরণ নিসা আরক্তিম ও ঘূর্ণায়মান নয়নে বলিলেন।

"দুরাত্মা দূর হও"।

গৃহ দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। আপাদ মস্তক বর্ম্মাবৃত এক ব্যক্তি গৃহ প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই এনায়েত সলজ্জ বদনে ও ভীত মনে অন্য গৃহে গমন করিল। ক্রমশঃ।

---

## কুমার-সম্ভব।

### পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

অরুন্ধতী, প্রণামাদরে চঞ্চল কুণ্ডলা লজ্জমানা অচল বালাকে ক্রোড়ে লইলেন। ভাবিবিরহ-ভীতা মেনা স্নেহবশতঃ অশ্রুপূর্ণ নয়না হইলেও জামাতৃক অপত্নীক এবং মৃত্যুঞ্জয়ত্ব গুণ দ্বারা পরিতুষ্টা হইলেন চারু চীর

ধারি মহর্ষিগণ তৎক্ষণাৎ বিবাহ দিবস স্থিরীকৃত করিয়া কহিলেন গিরি-রাজ আগামি চতুর্থ দিবসে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে এক্ষণে আমরা প্রস্থান করি ইহা বলিয়া নভোমণ্ডল উজ্জ্বল করতঃ পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন ভগবান্ অন্ধক রিপু তাঁহাদিগের আগমন পথে নয়নার্পণ করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন সহসা হর্ষোৎফুল্ল নয়ন ঋষিগণকে দর্শন করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন মহর্ষিগণ তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া কহিলেন প্রভো আপনার মনোরথ সম্পূর্ণ হইয়াছে আগামি চতুর্থ দিবসে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে অতএব আর এস্থানে অবস্থানের প্রয়োজন নাই ইহা বলিয়া সকলে প্রস্থান করিলেন ঔৎসুক্যাদি কর্ত্তৃক ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র ব্যক্তি বিপ্রকৃত হইবে আশ্চর্য্য কি দেবদেব ভগবান্ ও তৎ কর্ত্তৃক অদ্রিসুতার সমাগমে উন্মনা হইয়া কথঞ্চিৎ দিনত্রয় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধরাধিপতি তারাপতির বৃদ্ধিতে এবং জামিত্র গুণান্বিতা তিথিতে সুতার বিবাহদীক্ষাবিধি স্থিরীকৃত করিলে ভৃত্যেরা প্রাসাদ সুশোভন রাজ পথ মন্দার কুসুম রচনায় সমাকীর্ণ স্থানে স্থানে অগণ্য কেতুমালা, কোন স্থানে নানাবিধ প্রাণির চিত্রি অবয়ব কোন স্থানে কৃত্রিম সরোবর, কোন স্থানে কৃত্রিম নিকুঞ্জ কোন স্থানে নানাপ্রকার বন জন্তু সঙ্কুল কৃত্রিম গহন এবম্প্রকার বহুপ্রকারে নগর সুশোভন করিলে নগরবাসি আবালবৃদ্ধ পরমানন্দিত হইতে লাগিল প্রতিগৃহে পুরস্ত্রীবর্গ পার্ব্বতীর বিবাহের মঙ্গলার্থ সম্পাদনের নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন কিন্নর কামিনীগণ কোন স্থানে নৃত্য কোন স্থানে বীণা বাদন কোন স্থানে সুমধুর গান্ধার স্বরে গাণ করিতে লাগিল প্রীতি বশতঃ সকলের গৃহ এরূপ আনন্দ নিনাদে পরিপূর্ণ যে ঐ সকল ভবন রাজ সদনের উপমেয় হইল। পার্ব্বতী বিবাহ পরক্ষণে পতি গৃহে গমন করিয়া অবশ্যই আমাদিগের নয়নের অতীত হইবেন দম্পতীগণের অন্তঃকরণে সহসা এবম্প্রকার বিচার হইলে তাহারা অনিমেষ নয়নে উমার প্রতি চিরদৃষ্টি করায় অশ্রুধারা সকল বক্ষঃস্থলে বাহিত হইতে লাগিল তৎ কালীন স্বপুত্রাদির প্রতি তাহা-

দিগের স্নেহমাত্র রহিলনা সকলের প্রাণভূতা পর্ব্বত সুতা বন্ধু বান্ধব কর্ত্তৃক উদীরিতাশী হইয়া অঙ্ক হইতে অঙ্কান্তর গমন এবং মণ্ডন হইতে মণ্ডনান্তর ধারণ করিতে লাগিলেন অনন্তর মৈত্র মুহূর্ত্তে এবং উত্তর ফাল্গুনীয় নক্ষত্রে চন্দ্রযুক্ত হইলে পতিপুত্রবতী বন্ধুরমণীগণ পার্ব্বতীর শরীরে প্রসা-ধন কর্ম্ম সাধন করিলেন অচলবালা শ্বেত সর্ষপ, দুর্ব্বাপ্রবাল কৌশের বস্ত্র এবং শায়ক দ্বারা বিশেষ শোভিত অভাঙ্গ বেশকে অলঙ্কৃত করিলেন যেমন বহুলাবসানে ভানুর কর দ্বারা উপচীয়মানা শশিকলা ক্রমশ পরিপূর্ণা ও শোভিত হয় তদ্রূপ নূতন বিবাহ শরের সম্পর্ক প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অন্তঃকরণের সুখকলা ক্রমে ক্রমে পরিপূর্ণা হইতে লাগিল। কামিনীগণ লোধ্র কল্কে উমার অঙ্গ তৈল অপহৃত এবং ঈষচ্ছুষ্ক কালে গন্ধদ্রব্য দ্বারা তাহার অঙ্গরাগ করতঃ অভিষেক যোগ্য বসন পরিধান করাইয়া ক্রোড়ে করতঃ আবদ্ধ মুক্তা ফল রচনায় মনোহর এবং নিবদ্ধ মরকত শিলাতল চতুস্কাভি মুখে গমন করিলেন এবং তদুপহিত শোভন পীঠে পার্ব্বতীকে বসাইয়া অষ্টাপদ কুম্ভের জল দ্বারা মঙ্গলতূর্য্য সহকারে স্নান করাইলে বিশুদ্ধ গাত্রী হৈমবতী ধৌত ক্ষৌম বসন পরিধান করিয়া শারদ কাশ কুসুমাচ্ছন্না বসুধার ন্যায় সুশমা ধারণ করিলেন অনন্তর পতিব্রতাগণ প্রসাধন সাধনের নিমিত্ত তৎস্থান হইতে তাঁহাকে লইয়া বিতান বিশিষ্ট মণিস্তম্ভ চতুষ্টয় যুক্ত কৌতুক বেদি মধ্যে গমন করতঃ নতন্নিহিত দীপ্যমানাসনে তন্বী পার্ব্বতীকে পূর্ব্বমুখী করিয়া বসাইলে এবং পরস্পর কহিতে লাগিলেন আহা এইভর্তৃ দুহিতার স্বাভাবিকী মোহিনী মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া নয়ন ত নিমীলিত এবং অন্তঃকরণ ত দর্শন জন্য তৃপ্তির সীমা প্রাপ্ত হয় না, পুরোবর্ত্তি মণি মাণিক্যাদি ময় অতুল্য ভূষণ সকল বালার রূপ প্রভায় দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়াছে অতএব ইহারা পার্ব্বতীর অঙ্গ অলঙ্কৃত করিবে কি পার্ব্বতীই অলঙ্কারের অলঙ্কার হইয়াছেন এইরূপ অনেক বিতর্ক করিয়া কেহ ধূমোষ্মায় করদ্বয় উষ্ণ করতঃ তাঁহার কেশ কলাপের আর্দ্রত্ব পরিহার পূর্ব্বক সুন্দর কবরী বন্ধন করিয়া তাহাতে দূর্ব্বাদল যুক্ত পাণ্ডু মধু ক্রম কুসুম মালা বেষ্টন

করিয়া দিলেন কেহ বা ঘৃষ্ট শুক্লাগুরু লেপন করিয়া তাহার মধ্যে মধ্যে গোরচনা দ্বারা পত্র চিত্রিত করিলে পর্ব্বত দুহিতা চক্রবাক সঙ্কুল সৈকতা গঙ্গার রমণীয়তা হরণ করিলেন এবং প্রসিদ্ধালক ভূষণে বিভূষিতা তাঁহার বদনশ্রী দর্শনে দ্বিরেফ সংসক্ত কমল এবং মেঘ-রেখাযুক্ত চন্দ্রবিম্বও তিরস্কৃত হইল কোন প্রসাধিকা সেই অসেচনার চরণ দ্বয় লাক্ষা-রসে রঞ্জিত করিয়া পরিহাস পূর্ব্বক কহিলেন তোমার এই সুশোভন চরণ যুগল পশুপতির মস্তকস্থিত শশিকলাকে স্পর্শ হাস্য পূর্ব্বক ইহা ব্যক্ত করিলে পার্ব্বতী নির্ব্বচনের সহিত তাহাকে তাড়ন করিলেন কোন অলঙ্কর্ত্রী সুজাতোৎ পল পত্রের ন্যায় পার্ব্বতীর নয়ন দ্বয় দর্শন করিয়া চিন্তা করিল, মিথ্যা আড়ম্বরে আবশ্যক কি ইঁহার নয়নে কালাঞ্জন দিবার প্রয়োজন নাই ইহা নিশ্চয় করিয়াও কেবল মঙ্গল কর্ম্মানুরোধে চক্ষু দ্বয় কিঞ্চিদঞ্জনাক্ত করিল। সমুৎপন্ন কুসুম দ্বারা লতা, অসংখ্য প্রদীপ্ত নক্ষত্র মণ্ডল দ্বারা বিভাবরী, এবং লীয়মান চক্রবাক দ্বারা সরোবর যেমন শোভা ধারণ করে তদ্রূপ নীলকান্ত চন্দ্রকান্ত পদ্মকান্ত ইত্যাদি মণিময়, মুক্তাময় এবং সুবর্ণময় অলঙ্কারাদি ধারণ করায় অচলবালা একদা পূর্ব্বোক্ত লতাদি সমুদয়ের সুশমা ধারণ করিলেন কামিনীগণ স্বামির সন্তোষের নিমিত্তই বেশ বিন্যাস করিয়া থাকে পার্ব্বতী স্তিমিতায়ত লোচনে দর্পণ গর্ভে স্বীয় শোভমান শরীর দর্শন করিয়া দেবদেবের আগমন প্রত্যাশায় ব্যগ্র হইলেন। অনন্তর মেনকা তর্জ্জনীতে আর্দ্র হরীতাল এবং মধ্যমাতে আর্দ্র মনঃশিলা গ্রহণ করিয়া উমার আনন কিঞ্চিদুন্নমন পূর্ব্বক আনন্দ বাস্পান্ধতা প্রযুক্ত কথঞ্চিৎ বিবাহ দীক্ষা তিলক পরাইয়া হস্তে উর্ণাময় মঙ্গল সূত্র বন্ধন করিয়া দিলেন এবং কহিলেন ভদ্রে এই নূতন ক্ষৌম বসন দ্বারা শরীর আচ্ছাদন এবং নূতন দর্পণ ধারণ কর পার্ব্বতী তদ্রূপ করিয়া ক্ষীর জলধির সফেণ পুঞ্জা বেলার ন্যায় এবং পূর্ণচন্দ্রা শরদ্ বিভাবরীর ন্যায় ভূয়সী শোভা ধারণ করিলেন। উপদেশ কুশলা মেনা দুহিতাকে কুলদেবতা সকলের চরণে প্রণিপাত করাইয়া ক্রমে ক্রমে পতিব্রতাগণের পাদ বন্দনা করাইলেন তুমি পতির

অখণ্ডিত প্রণয় পরিলাভ কর পরিণতা পার্ব্বতী তাহার অধিক ফল প্রাপ্ত হেতু বন্ধুজনগণের আশীর্ব্বাদ অধরীকৃত করিলেন যেহেতু তিনি পূর্ব্বেই স্বপতি পশুপতির শরীরার্দ্ধ হারিনী হইয়াছেন অন্তঃপুর চারিনীগণ আসন্ন বিবাহের মধ্য সময় কথঞ্চিৎ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন কার্য্য কুশল সুসভ্য হিমবন্ সুতার বিবাহ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহা স্বীয় উৎসাহ এবং ঐশ্বর্য্যানুরূপ সম্পাদন করিয়া বন্ধু বান্ধব এবং অন্যান্য বহুজন সমাকীর্ণ সভাতে দেবদেবের আগমন প্রতিক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন কৈলাসে ব্রাহ্মী প্রভৃতি সপ্ত মাতৃকা পাণিগ্রহণানুরূপ,—অপরূপ অতুল্য অমুল্য প্রসাধন সকল সাদর পূর্ব্বক চন্দ্র শেখরের অগ্রেসমর্পণ করিলে ভগবান্ তাঁহা-দিগের গৌরব সম্পাদনের নিমিত্ত সেই সকল মঙ্গল মণ্ডল কেবল তাঁহাদিগের হস্তদ্বারা স্পর্শন করিলেন কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক ভস্ম কপালাদিবেশ ভাবান্তরিত হইয়া অনুপম বরবেশের ন্যায় তাঁহার শরীর অলঙ্কৃত করিল। ভস্মই শুভ্রগন্ধানুলেপন কপাল শিরোভূষণ বারণ চর্ম্মই বিচিত্র মনোহর বসন ললাটাস্থির মধ্যস্থিত জ্যোতির্ম্ময় এবং অন্তর্নিবিষ্ট নির্ম্মল পিঙ্গল কনীনিকা বিশিষ্ট নয়নি হরিতালময় তিলক, ফনারত্ন সমুজ্জ্বল মহাবল ভুজঙ্গ সকল প্রকোষ্ঠাদির অপূর্ব্বাভরণ হইয়া সুশোভিত হইল তাঁহার মৌলিতে নিত্য নিবদ্ধ নিষ্কলঙ্ক বালশশাঙ্ক দিবাবিভাবরী মরীচিভাস সমানোদ্গীরন করায় চূড়ামণি ধারণের আবশ্যক হইলনা, অতুল সামর্থ হেতু নেপথ্য বিধির বিধাতা এবং আশ্চর্য্য কার্য্য সকলের একমাত্র উদ্ভব স্থান ভগবান্ পার্শ্বস্থ প্রমথগণ দ্বারা আনীত শানিত খড়্গ হস্তে করিয়া তদ্গত স্বীয় শোভন শরীর দর্শন করতঃ নন্দির ভুজারলম্বন পূর্ব্বক সুন্দর শার্দ্দূলচর্ম্মাচ্ছা-দিত সমুন্নত গোপতির পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিয়া হিমালয় নগরে গমন করিতে লাগিলেন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সপ্ত মাতৃকা গমন করিলেন, তাঁহাদিগের স্ব স্ব বাহনের ক্ষোভ দ্বারা কুণ্ডল সকল আন্দোলিত এবং প্রভামণ্ডল রূপ পরাগ বিশিষ্ট অঝনাননশ্রীতে অন্তরীক্ষ পদ্মাকরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, কনকপ্রভা মাতৃকা সকলের, অনুবর্ত্তিনী সিত কপালা-লঙ্কারা বলাকাবতী দেবী মহাকালী শত শত সৌদামিনী বিদ্যুত মানা

নীল পয়োদ রাজীর ন্যায় সুসমা ধারণ করিলেন। অগ্রবর্ত্তি প্রমথগণ মহানন্দে মঙ্গল তুর্য্যা ধ্বনি করিলে স্বর্গে দেবগণ প্রস্থান বাদ্য শ্রবণ করিয়া তৎ স্থানে আগমন করিতে লাগিলেন। সূর্য্য দেব আসিয়া তাঁহার মস্তকোপরি বিশ্বকর্ম্ম নির্ম্মিত নূতন শ্বেত ছত্র ধারণ করিলে আতপত্রের প্রান্ত ভাগস্থ কুঞ্চিত লম্বিত বসন স্মরহরের শিরস্পর্শ প্রায় করায়, সকলের বোধ হইতে লাগিল যেন বিষদ বাহিনী মন্দাকিনী আসিয়া পশুপতির উত্তমাঙ্গে পতিত হইতেছেন গঙ্গা এবং যমুনা উভয়ে স্ব স্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া চামর সঞ্চালন করিতে লাগিলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু সম্মুখ প্রদেশে অভি গমন পূর্ব্বক জয় শব্দ দ্বারা তাঁহার মহত্ত্ব সম্বর্দ্ধন করিলেন। ইন্দ্রাদি দিক-পাল দেব স্ব স্ব ছত্র চামর, বাহন, পরিত্যাগ করিয়া বিনীত বেশে আগমন পূর্ব্বক হস্তাদির সূচনা দ্বারা নন্দিকে শিবদর্শন প্রার্থনা, জানাইলে নন্দি তাহাদিগকে প্রভুর নিকট লইয়া গেলেন। সকলে প্রণত হইলে ভগবন্ এই ইন্দ্র প্রণাম করিতেছেন। এই চন্দ্র প্রণাম করিতেছেন।—এইরূপে নন্দি সকলের পরিচয় দিতে লাগিলেন। শূলপাণি শত পত্র যোনিকে শিরঃ সঞ্চালন, বিষ্ণুকে সম্ভাষণ ইন্দ্রকে ঈষদ্ধাস্য,—এবং অপর সুরবর্গকে দর্শন দ্বারা যথাযোগ্য সম্মান করিলেন। জয় হউক জয় হউক এবম্প্রকার আশীর্ব্বচন বিতরণ কারি পুরোবর্ত্তি মহর্ষিগণকে দর্শন করিয়া হাস্য বদনে কহিলেন; আমি পূর্ব্বেই এই বিস্তৃত বিবাহ যজ্ঞে তোমাদিগকে ঋত্বিক্ করিয়াছি এইরূপ ব্যক্ত করিয়া বিয়দ্বিচরণ শালী, শোভন মণ্ডন মণ্ডিত বৃষরাজারোহনে ক্রমে ক্রমে গমন করিতে লাগিলেন, গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু প্রধান, দেবগায়কগণ ত্রিপুর পুরাবৃত্ত গান করিতে করিতে তারাধিপ খণ্ডধারি ত্রিপুরারির সহিত গমন করিতে লাগিল, ভগবান্ মহেশ্বর দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মহর্ষি, মাতৃকা, এবং স্বগণের সহিত পরাভিযোগ শূন্য নগেন্দ্ররক্ষিত রমণীয় নগর প্রত্যক্ষ করিয়া ত্রিপুর সংহার সময়ে স্ববাণ চিহ্ন কশ্চিৎ আকাশ মার্গ হইতে নগরের আসন্ন ভূপৃষ্ঠে অবতরণ। করিলেন দর্শন লোলুপ পৌরজনগণ উন্নত বদনে তাহাদিগের দর্শন করিতে লাগিল গিরিরাজ শিবের গমনে প্রতীত হইয়া মাতঙ্গ বৃন্দাধিরূঢ় বস্ত্রা লঙ্কারাদি মহাসমৃদ্ধ শালি বন্ধুজনগণ সহ হর প্রত্যানয়নে অগ্রগামী

হইলেন মহাকোলাহল কারি দেববর্গ এবং মহীধর বর্গ কবাটাপনীত পুর-দ্বারে ভিন্নৈক সেতু পয়ঃপবাহ দ্বয়ের ন্যায় উভয়তঃ সঙ্গত হইলেন ত্রিলোকের বন্দনীয় ভূতপতি পর্ব্বত পতির চরণে প্রণত হইলে হিমবান্ শ্রীমান হইয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইলেন কিন্তু ঈশ্বরের সামর্থ বশতঃ পূর্ব্বেই তিনি আত্ম মস্তক নম্রত করিয়াছেন তাহা জানিতে পারিলেন না গিরিবর সন্তোষ সম্বন্ধ হেতু প্রফুল্ল বদনে সকলের অগ্রসর হইয়া মহাসমৃদ্ধি যুক্ত আগুলফ কুসুম সমাকীর্ণ স্বীয় নগরে প্রবেশ করতঃ ক্রমে ভবনাভি মুখে গমন করিলে পুরসুন্দরীগণ বরাভিগমন শ্রবণ করিয়া ঈশান দর্শন লালসায় বিচেষ্টিত হইয়া স্ব স্ব আরব্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাসাদোপরি গমন করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ।

---

## অষ্টাদশ পুরাণের সংক্ষেপ বিবরণ।

অষ্টাদশ পুরাণ এক মহতীকাব্য সমস্ত শাস্ত্রের আকর, ব্যাসদেবের অবিনশ্বর কীর্ত্তি রচনা কৌশলের পরাকাষ্ঠা। যে ব্যক্তি একবার অষ্টাদশ পুরাণের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন ভারতবর্ষের সমস্ত বিষয়, কি ইতিহাস, কি ভুবৃত্তান্ত, কি নীতিশাস্ত্র কি কাব্য শাস্ত্র, কি বিধি শাস্ত্র কি চিকিৎসা শাস্ত্র কি স্মৃতি কি সাহিত্য, তাঁহার কণ্ঠস্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অষ্টাদশ পুরাণ এত বৃহদ্ কলেবর বিশিষ্ট যে তাহা আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করা সামান্য পরিশ্রম, যত্ন অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যের কার্য্য নহে, সুতরাং ইহা যে আপামর সাধারণের আয়ত্তাধিন নহে তাহা বলা বাহুল্য। মূল গ্রন্থ পাঠকরা দূরে থাক অনুবাদ পাঠ করিতেও, অনেককে পরাঙ্মুখ দেখা-যায় বিস্তীর্ণতাই ইহার প্রধান কারন—কিন্তু পুরাণ যে প্রকার চমৎকার গ্রন্থ হিন্দুপদ বাচ্য ব্যক্তি মাত্রেরি ইহা এক এক বার পাঠকরা কর্ত্তব্য, কিন্তু কোন সংক্ষেপ বিবরণের অসত্তা বিধায় অনেকের পক্ষে এই আশা দুরাসামাত্র হইয়াছে।

প্রায় অনেকেই এই অভাব অনুভব করেন। সেই অভাব দূরকরা আমা-

দের প্রধান উদ্দেশ্য শুদ্ধ মূলের প্রতি দৃষ্টিবদ্ধ না রাখিয়া আমরা প্রফেসর উইলসন সারউইলিয়াম জোন্স প্রফেসর মেকসমুলারের গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেক যত্ন পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক অষ্টাদশ পুরাণের সংক্ষেপ বিবরণ লিখিতে প্রবর্ত্ত হইলাম কত দূর কৃতকার্য্য হইব বলিতে পারা যায়না, যাহা-হউক যদি ক্রমান্বয়ে সমস্ত পুরাণের সংক্ষেপ বৃতান্ত লিখিতে পারাযায় তাহাহইলে পাঠক বর্গ সামান্যঅর্থব্যায় ও অল্পকালের মধ্যে অষ্টাদশ পুরাণের সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারেন।

এইক্ষণে মহৃদয় গ্রাহক মহাশয়েরা ইহা পাঠে সন্তুষ্ট হইলেই আমাদের পরিশ্রম সফল জ্ঞান করি ও তাঁহাদের দ্বারা আশ্বস্ত হইলেই প্রতিমাসে এক২ পুরানের সংক্ষেপ বিবরণ প্রকাশ করিব।

## অগ্নিপুরাণ।

অগ্নি বা আগ্নেয়—পুরাণ, পুরাণ সমস্তের, মধ্যে প্রথম। অন্যান্য পুরাণের ন্যায় এই পুরাণও মহাত্মা বেদব্যাস প্রণিত। ব্যাস দেবের শিষ্য সূত সূর্য্য-বংশ রাজগুরু বশিষ্টের নিকট এই পুরাণ প্রাপ্ত হইয়া লোকসমাজে ইহার ব্যাখ্যা করেন। বশিষ্ট মুণী অগ্নির নিকট হইতে ইহা প্রাপ্ত হন বলিয়া ইহার অগ্নি পুরাণ নাম প্রদত্ত হইয়াছে। অগ্নি পুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই পুরাণে চতুর্দ্দশ শহস্র শ্লোক আছে কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত রচয়িতা ও অন্যান্য গ্রন্থকারেরা ইহার শ্লোক শংখ্যা পঞ্চদশ বা ষোড়ষ সহস্র নির্দ্দিষ্ট করেন। ভিন্ন২ বিষয়ের ব্যাখ্যানুসারে ইহা৩৩২ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ কিন্তু কোন কোন মতের এতদ ৩৩২ অধ্যায় ব্যতিত ইহার অপর একটী অধ্যায় আছে। এই অধ্যায়ে মুসলমান বা মহম্মদ ধর্ম্মাবলম্বিদিগের আক্রমন পর্য্যন্ত ভারত-বর্ষের সমস্ত নরপতি দিগের ইতি বৃত্ত বর্ণিত আছে, বস্তুতঃ এই অধ্যায়টী যে ব্যাস প্রণিত অগ্নি পুরাণের অংশ তাহা কোন প্রকারেই উপলব্ধি হয় না, ব্যাস পুরাতন কবি, এই অংশ যে তদরচিত তাহা নিতান্ত অসম্ভব ও যুক্তি-বিরুদ্ধ, বোধ হয় তাহার পর কোন কবিযশ লাভার্থি গ্রন্থকার ব্যাস রচিত বলিয়া স্বরচিত গ্রন্থ লোক সমাজে প্রচার করে।

ক্রমশঃ!

# হালিসহর পত্রিকা।

( মাসিক পত্রিকা।)

১ ম খণ্ড।  মাঘ সন ১২৭৮ সাল,  | ১০ম সংখ্যা।

## লর্ড মেও।

—০০০—

ইদানীং যে কয় জন প্রধান শাসন কর্ত্তা ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে “লর্ড মেও”ই সর্ব্বোৎকৃষ্টলোক, পূর্ব্বতন শাসন কর্ত্তারা যে রূপ ভারত হিতৈষিতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ইনি পূর্ব্বোচিত স্বাধীনতার অভাব বশতঃ সেরূপ কিছু করিয়া যাইতে অবকাশ পান নাই।

বস্তুতঃ ইদানীং গবর্ণর জেনেরেলদিগের হাতে বিশেষ কোন গুরুতর ক্ষমতা নাই, ষ্টেট্ সেকরেটরিই নিজ ইচ্ছানুসারে সমুদয় কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন।

উচ্চ শিক্ষা রোধ সম্বন্ধে যে একটী উচ্চ অপবাদ লর্ড মেও মহোদয়ের প্রতি আরোপিত হয়, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাহাতে উক্ত মহাত্মার বিন্দু মাত্রও দোষ লক্ষিত হই-

বেক না, এই মাত্র যে, ইনি ইহা লইয়া উপরিতন পদস্থের সহিত বিবাদ করেন নাই।

তাহা করিলেই বা কিলাভ হইত? ওরূপ অপরিণাম দর্শিত তেজস্বীতা দ্বারা কেবল অপসহকারিতা প্রকাশ পাইয়া অকাল কর্ম্মচ্যুতি ও সঙ্গে সঙ্গে অপমান মাত্র লাভ হইত।

বিডন সাহেব ঝকড়া করিয়া বিশেষ কি করিয়া ছিলেন? কাজ সম্পন্ন করিতে না পারিলে কেবল ইচ্ছা দ্বারা ধন্যবাদের পাত্র হওয়া যাইতে পারে না।

ইনি যে এদেশের নিম্নতন শিক্ষার প্রতি প্রথম কৃপা-দৃষ্টি পাত করিয়াছেন তাহাতেই আমাদের শত শত ধন্যবাদের পাত্র।

এদেশীয় লোক সমুদয়কে দুই শ্রেণীতে বিভাজিত করা যাইতে পারে, যাঁহারা জমিদারি, তালুকদারি ও প্রধান প্রধান রাজ কর্ম্ম ও বাণিজ্য প্রভৃতি নির্ব্বাহ করিয়া উন্নত ভাবে জীবিকা যাপন করিয়া থাকে, তাঁহারা এক শ্রেণী ভুক্ত।

যাঁহারা কৃষি প্রভৃতির দ্বারা কেবল কায়িক শ্রমের সহায়তাতে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা ভিন্ন শ্রেণী ভুক্ত।

প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকেরাই দ্বিতীয় শ্রেণীয় লোকদিগের উপর সর্ব্বদা আধিপত্য বিস্তার পূর্ব্বক সুখ ভোগ করিয়া থাকে এবং নানা প্রকার কীর্ত্তি ও মর্য্যাদা লাভ করিয়া জেতৃকুলের প্রীতি ও শ্রদ্ধা ভাজন হইয়া আসিতেছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগের সহিত এপর্য্যন্ত রাজকীয় সম্বন্ধ অল্পই দেখা যায়, সাধারণ শান্তিরক্ষা সম্বন্ধীয় বিচার লাভ ব্যতীত ইহারা রাজার দ্বারা কোন ফলই প্রাপ্ত হইতেছে না,

এমন কি অধিকাংশ স্থলে জমিদারেরাই তাহাদের মীমাংসা করিয়া দেয়।

অতি অল্প সংখ্যক কৃষকাদি নিম্ন শ্রেণীয় লোকদিগকে রাজদ্বারে উপস্থিত হইতে দেখা যায়, গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দের বিদ্যা শিক্ষার জন্য কত প্রকার প্রশস্ত উপায় বহুল পরিমাণে বিহিত করিয়া গিয়াছেন।

নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা এপর্য্যন্ত তাহার কিছু মাত্র ফল ভোগ করিতে পারে নাই, উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা শতোপচারে নানা বিষয়ের ফল লাভ করিয়া আসিতেছেন তথাপি তাহাদের উদর পুর্ত্তি ও আশা নিবৃত্তি হয় না।

উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের সুখ ও স্বার্থ যেমন বোধ হইয়াছে, রাজনীতি কৌশল বিষয়ে চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে, শেতাঙ্গ প্রভুদিগের সহিত তুলনা করিবার শক্তি জন্মিয়াছে।

উচ্চশ্রেণীয় লোকদিগের যাহা কিছু বক্তৃতা ও লিখন সমুদয়ই স্বার্থ মূলক, নিম্ন শ্রেণীর ভ্রাতাদিগের জন্যে এপর্য্যন্ত একটি কথাও শুনিতে পাই নাই।

বাদসাহী সময় হইতেই এদেশের উচ্চ শ্রেণীয় লোকেরা পারসী শিক্ষা করিয়া রাজ কার্য্য-নির্ব্বাহ-কৌশল অবগতি পূর্ব্বক বিপুল অর্থ ও পদ লাভ করিয়াছেন।

তাহার পর ইংরাজদের সময়ে ইংরাজি শিক্ষা করিয়া তাহারাই আবার সেই সেই পদ গুলি প্রাপ্ত হইতেছে।

অধিক পদ লাভের আশায় আজকাল আবার ইংলণ্ডপর্য্যন্ত হইতেছে, সুবিধার কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে বাবুদিগের চিৎকার ও ক্রন্দনের পরিসীমা থাকে না।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এদেশীয় উচ্চশ্রেণীর লোকেরাও এক রূপ জেতাদিগের সামান্য অংশীব্যতীত আর কিছুই নহে, ইহারা জেতাদিগের সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয়দের রক্ত শোষণ করিয়া লয়, নিম্ন শ্রেণীর হিতের উদ্দেশ্যে এপর্য্যন্ত কাহাকেই কিছুই বলিতে দেখি নাই, রাম মোহন রায় বিলাত গিয়া প্রধান দেশ হিতৈষী নামে বিখ্যাত হইয়া আসিলেন তিনি উচ্চ শ্রেণীর লোকের কতকগুলি উৎকৃষ্ট জীবিকার পথ পরিষ্কারের নিমিত্ত অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাহাতেই এদেশীয় উচ্চশ্রেণীয় লোকেরা তাঁহার নিকট চিরকালের নিমিত্ত কৃতজ্ঞ রহিয়াছেন।

হিন্দুপেট্রীয়ট আমাদের একটী হিতৈষী পত্রিকা, জিজ্ঞাসা করি নিম্ন শ্রেণীর লোকের নিমিত্ত কটা কথা বলা হইয়া থাকে, কেবল যেস্থলে নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের সহিত জমিদারদিগের সার্থের সমসূত্র পাত হইয়া থাকে, সেস্থলেই ঘটনা বশতঃ তাহাদের জন্যে কৃত্রীম ক্রন্দন করিয়া থাকেন।

নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার নাম শুনিয়া এ দেশীয় দেশ হিতৈষীরা একবারে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছেন, নিম্ন শ্রেণীর সহিত উচ্চশ্রেণীর সংখ্যার তুলনা করিলে সহস্রাংশের এক অংশ হইবেক। মনে কর এক গ্রামে যেন সহস্র লোক বাস করে, তাহার মধ্যে এক জন লোক সুস্থ আর সমুদয়ই নানা প্রকার পীড়াগ্রস্থ, এখন সেই গ্রামটীকে স্বাস্থ্যশালা কি অস্বাস্থ্যশালী বলা যাইবেক?

এক হাজার লোকের মধ্যে এক জনের উত্তম অধমতা দ্বারা কিছুই হইতে পারে না, এ দেশে জন কতক লোক

নবাবী সময়ে পারসী লেখা পড়ার বলে কিঞ্চিৎ ধন ও পদ ক্রয় করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহাদের বংশীয়েরা আবার ইংরাজি শিখিয়া সেই সকল ধনপদের উত্তরাধিকারী হইয়া আসিতেছে, তাঁহারাই আবার আরো কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবার চেষ্টা পাইতেছেন।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এদেশে এপর্য্যন্ত উন্নতির সীমাও স্পর্শ করা হয় নাই, একশতবর্ষ পূর্ব্ব অপেক্ষা কিছুই অধিক হয় নাই, কেবল কতকগুলি শব্দের পরিবর্ত্তন মাত্র।

পূর্ব্বতন বিজ্ঞলোকদিগের নামের সহিত মুন্সী ও মৌলবী শব্দ যুক্ত হইত এখন তাহার পরিবর্ত্তে "মেষ্টর" সংযুক্ত হইতে চলিয়াছে!

পূর্ব্ব পিতা, পিতামহ, কাছারিতে যাইয়া নকল করিতেন, পুত্র পৌত্রেরা এখন আফিসে বা কোর্টে যাইয়া কাপি করিয়া থাকেন, বঙ্গদেশের উন্নতি স্বীকার করিয়া যিনি কোন প্রকাশ্য সভাতে বক্তৃতা দিয়া থাকেন, তিনি ২০০,৪০০ টাকা বেতন ভোগী কেরাণী ও নবাগত অর্দ্ধ শিক্ষিত সিবিলীয়ানদিগকে দেখাইয়া চিৎকার পূর্ব্বক শ্মশ্রু বিহীন নব যুবকদিগকে চমকিত করেন।

হায়! এক শত বৎসর এদেশে উন্নতির নিমিত্ত এত যত্ন চলিয়া আসিল, শিক্ষার নিমিত্ত কত কোটি টাকা ব্যয়িত হইল, উন্নতি সীমাবদ্ধ হইয়া কেবল কএকটী বংশের প্রতিই নিবদ্ধ রহিয়াছে।

যে পর্য্যন্ত নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের উন্নতি না হইবেক, সে পর্য্যন্ত এদেশের দ্বারা কিছুই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

এদেশে একাল পর্য্যন্ত ভিত্তি না দিয়া অট্টালিকাদি প্রস্তুত করা হইয়াছে, মহাত্মা লর্ডমেও ভিত্তি সহকারে ইষ্টকালয় প্রস্তুত করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ নিম্ন শ্রেণীর লোক হইতে বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ হইলে দেশের প্রকৃত উন্নতি নয়ন গোচর হইবার সম্ভাবনা।

নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হইলে চাকরির দিগে সহসা ধাবিত না হইয়া কৃষির উৎকর্ষ সাধনের প্রতিই ধাবিত হইবেক, বাষ্পীয় শকট ও পোত চালনার যত্ন হইবেক, তাঁহাদের ঔদ্ধত্যভাব স্বাধীন তেজস্বীতাতে পরিণত হইবেক।

উচ্চ শ্রেণীয় লোকদিগের চরিত্র অনেক বৎসরের সেবক-তাতে এত নীচ ও বিকৃত হইয়াছে যে তাহাদের প্রতি যত্ন কেবল ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপের ন্যায় হইতেছে, বক্তৃতা ও সেব কতা ব্যতীত ইহাদের আর কিছুতেই পারগতা জন্মিবার নহে।

ইহাদের উন্নতি কিঞ্চিৎ পরিমাণে বোধ করিয়াও নিম্ন শ্রেণীর লোকের উন্নতি সাধনে সমধিক যত্ন পাইলে হানি নাই। লর্ড মেও ইহাদের উন্নতি রোধ করিতে চাহেন নাই, নিম্ন শ্রেণীর উন্নতির প্রস্তাবেই ইহাদের বিদ্বেষ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

এই প্রকার গুরুতর বিষয়ে হস্তার্পণ করাতে লর্ড মেও, লর্ড বেণ্টিঙ্ক অপেক্ষাও অধিক প্রকৃত ধন্য বাদই সন্দেহ নাই।

মাতৃভাষার চর্চ্চা ও নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের শিক্ষাই দেশোন্নতির মূলকারণ, মাতৃ ভাষাতে অধিকার লাভ করিতে না পারিলে মনের ভাব সকল স্ফুর্ত্তি পাইয়া প্রকাশিত হয় না। বিদেশীয় ভাষাতে যত কেন শিক্ষা হউক না, চিন্তা করিবার সময় দেশীয় ভাষার প্রণালীতেই চিন্তা করিতে হয়, যদি চিন্তা

ও ভাব দেশীয় ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষাতে হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে, তবে বিজাতীয় ভাষা দ্বারা কেবল মনের ভাব সকল অনুবাদ ব্যতীত আর কিছুই করা যাইতে পারেনা। ইংলণ্ডে পূর্ব্বে লাটিন গ্রীক দ্বারাই সমুদয় প্রধান প্রধান কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত, দেশীয় ভাষার বড় আন্দোলন ছিল না, যখন তাহাদের অসামান্য উন্নতি হইতে আরম্ভ হইল, তখন লাটিন ও গ্রীক ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরাজি ভাষা অধিক পরিমাণে আন্দোলিত হইতে আরম্ভ হইল।

নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার বিষয় উল্লেখ করাই বাহুল্য।

লর্ড মেও এই দুইটী প্রধান সংস্করণ অবলম্বন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ ভারতবর্ষের হত দশাবশতঃ এরূপ শাসন কর্ত্তা অকালে কাল কবলিত হইলেন।

লর্ড মেও যে রূপ সাহসী বলবান্ বীর পুরুষ ছিলেন, সেরূপ সকল কার্য্যেই অগ্রসর ছিলেন, তিনি যদি সুযোগ পাইতেন তাহা হইলে যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া অশেষ যশঃ লাভ করিতে পারিতেন!

এরূপ লোকের এরূপ অভাবিক মৃত্যু কাহার প্রাণে সহ্য হইতে পারে?

এঘটনাতে ভারতবর্ষ দুর্নাম গ্রস্থ হইয়াছে।

মুসলমান জাতির প্রতি সাধারণের বিষ দৃষ্টিপাত হইয়াছে।

বড়বড় ইংরাজ সকল শঙ্কিত ও চমকিত হইয়াছে।

এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান ও শাসন আবশ্যক।

ভারতবর্ষীয় সম্ভ্রান্ত ক্ষমতা বান লোক দিগের প্রতি আমাদের বিনীত ভাবে এই নিবেদন যে তাহারা যেন লর্ড মেওর স্মরণার্থ কোন কার্য্য সাধনে কি কোন চিহ্ন স্থাপনে কিছু বিশেষ যত্নবান হন।

---

মৃত চিফ-জষ্টিস্ নর্ম্মান সাহেবের সহ ধর্ম্মিনীকে সম্বোধন করিয়া
"লেডী-মেওর" বিলাপ।

চলিলেন প্রাণনাথ ভারত শাসিতে,
চলিলাম সঙ্গে, রঙ্গে পোত আরোহিয়া,
অসঙ্খ্য সেনানীদল, করি-জয়-কোলাহল,
চলিল মঙ্গল রণবাদ্য বাজাইয়া,
লাগিনু সাগরে সুখ সাগরে ভাসিতে।

স্বজনের অনুরোধ স্বদেশের মায়া,
প্রিয় প্রণয়ের দায় ঠেলিলাম পায়।
আসি কলিকাতা ধামে, থাকি প্রাণেশ্বের বামে,
ভুলিয়া গেলাম সমুদায়।
দীর্ঘ আশা তরুবর দিল মোরে ছায়া॥

সিংহ যুত তুঙ্গ শৃঙ্গ মহাহর্ম্ম্যবর,
চারিদিক হর্ম্ম্যরাজী ঘেরি মালাকারে।
নিন্দিয়া নন্দন বন, মনোহর উপবন,
সুশোভিত করিয়াছে যারে।
নাথ সহ তাহে বিহরিনু নিরন্তর॥

সন্ধ্যাকালে জ্বলি বায়বীয় আলোকুল,
তারা ক্ষেত্রোপম শোভা পাইছে প্রান্তর।
ইচ্ছামাত্র অচ্ছজল, বরষিয়ে অনর্গল,
ইচ্ছায় পবন মৃদুতর,
শচীসম সুখ ভোগ করিনু অতুল,

নিদাঘ জ্বালায় দগ্ধ হইলে শরীর,
যাইতাম চলি গিরিরাজ ক্রোড় দেশে।
থাকি সেথা নাথ সহ, বিহরিনু অহরহ,
বিহার উচিত বন-বেশে,
হরষ পুলকে মন হইত অধীর।

মরকত শীলাতলে বসি দেখিতাম,
রজতের ধারা প্রায় ঝরে প্রস্রবণ,
গলিতে তুষার রাশি, দেখিয়া আনন্দে ভাসি,
গলিয়া পড়িত যেন মন,
মেঘ কুল নীল ছত্রধারী অবিশ্রাম।

ছাড়ি সেই শান্তি ধাম যাইতাম চলি,
কভু নাথ সহ ভারতের অন্য ভাগে,
বীর বেশী নাথ সঙ্গে, ফিরিতাম কতরঙ্গে,
প্রমত্তা হইয়া অনুরাগে,
নিজের হইত গর্ব্ব বীরাঙ্গনা বলি।

কিক্ষণে এবার দগ্ধ দ্বীপ-দরশনে,
গেলাম লইয়া সেই অমূল্য রতন,
হায় কত কুতূহলে, রাখিয়াছিলাম গলে,
প্রাণ পণে করিয়া যতন,
কাল তস্করের গতি জানে কোন জনে?

অহ কি সেদিন মনে ভয়ঙ্কর গণি,
যে দিন হইল অকস্মাৎ বজ্র পাত,
স্মরিতেও সে ঘটনা, অহ হয় কি যাতনা,
পড়িলেন পাইয়া আঘাত,
সাগরের কূলে ভারতের চূড়ামণি।

আছাড় খাইয়া সই শুনি পড়িলাম,
অচেতন হয়ে স্থির ছিনু কিছুক্ষণ,
কি পাষাণ পোড়া প্রাণ, হইল না অবসান,
হায় পুনঃ পাইল চেতন,
প্রাণ সখি প্রাণগেলে প্রাণে বাঁচিতাম।

নিন্দিলাম জীবনেরে শত কোটিবার,
কেন রে পাষণ্ড! তুই রহিলি এদেহে,
আর কি সে সুখ আছে, প্রাণেশের পাছে গেছে,
কেনরে গেলিনে যম গেহে,
বজ্র কীলহয়ে হৃদে রলি দুরাচার।

কহিলাম দ্বীপে ডাকি ওহে দ্বীপবর!
তুমি হরিয়াছ মোর নাথের জীবন,
নিরাশ্রয়া অনাথিনী, ভিক্ষাকরে অভাগিনী,
দেও আনি শীঘ্র সে রতন,
সাগর তনয় তুমি বহু রত্নধর।

কহিলাম সাগরেরে উচ্চৈঃস্বরে ডাকি,
ওহে গুণ সিন্ধু কৃপা সিন্ধু সিন্ধুবর,
নিদাঘে শুখায়ে নদী, কভু ভিক্ষামাগে যদি,
অকাতরে জীবন বিতর,
আমার জীবন দিয়া জুড়াবে না নাকি?

দ্বীপের পরীখা রূপে তুমি নিরন্তর,
তোমা ভেদি এত শীঘ্র যাইবে কেমনে?
মোরে ভিখারিণী জানি, শীঘ্র তায় দেও আনি,
কিকায তোমার সেই ধনে,
আমি কাঙ্গালিনী হায় তুমি রত্নাকর।

কহিলাম পবনেরে হয়ে কৃতাঞ্জলি,
তোমারে সকলে বলে জগতের প্রাণ,
প্রাণদান করমোর, হায় কি বিপদ ঘোর,
তোমা বিনা কে করিবে ত্রাণ?
দয়া করি এক বার শুন যাহা বলি।

তাড়িতের অগ্রগামী যাওহে লণ্ডনে,
জানাও রাজ্ঞীরে এই দুখের বারতা,
শুনিলে এ বিবরণ, ছাড়ি রাজ সিংহাসন,
পড়িবেন যথা ছিন্নলতা,
উথলিবে ক্রন্দন সাগর সেই ক্ষণে।

রাজ্ঞীর তনয় সেই সখার সখারে,
বলি ও আমার হয়ে এদুখ তাঁহারে,
যিনি অর্দ্ধ প্রাণসম, অতুলন বন্ধু মম,
আলফ্রাড প্রেম নিকেতন,
এ সময় প্রাণ চায় তারে দেখিবারে।

আত্মীয় বান্ধবগণে বলো একবার;
সাগরের কূলে কুলহারা অভাগিনী,
মৃত্যু ভিক্ষা অনুরাগে, যমের নিকট মাগে,
নাহি দেয় বলে অনাথিনী,
কি বলিব মনে নাহি পড়ে কিছু আর।

ডাকি কহিলাম মেঘে সজল নয়নে,
তুমি সর্ব্বদেশ গামী ওহে বারি ধর,
দুঃখসহ দূতবেশে, যাও হে ভারত দেশে,
এই ভিক্ষা মোর গুণাকর,
প্রাণেশের ক্ষমা ভিক্ষা চাও সর্ব্বজনে।

আমি নই কভু তব জল ভিখারিণী,
দেখ দুনয়নে বারিবহে শত ধারে,
হৃদে শোকানল জ্বলে, নাহি নিভে এই জলে
কিলাভ আমার জলাসারে,
গম্ভীরে প্রচার কর এদুখ কাহিনী

এত যে কাঁদিনু হায় কেহ না শুনিল,
দুঃখের সময় সই কেহ কারু নয়,
ইচ্ছা মাত্র সদুত্তর, পাইতাম নিরন্তর,
রাজপদ ছিল যে সময়।
তিলেকেই এইরূপ অন্যথা ঘটিল।

সমান দুখিনী তুমি মাত্র একজন,
এদুঃখ জানাই বল আর কোন্ খানে?
সমব্যথা নহে যার, সে কি ব্যাথা বুঝে আর?
দরিদ্রতা ধনী নাহি জানে?
তোমা বই সই কারে কই এ বেদন?

আসিয়াছি উভয়েই সাগরে ভাসিয়া,
ভাসায়েছি এ জীবন বিদেশ সাগরে,
কিন্তু যে ধনের সুখে, ছিলাম অম্লান মুখে,
সাগরে ফেলিনু তাহা ধরে।
এসো সখি বাঁচিদোহে সাগরে ডুবিয়া॥

এসো সখি কাঁদি দোহে গলাগলি ধরি,
উভয়েই উভয়ের নয়নের জলে,
করিয়া করুণ স্নান, যুড়াই তাপিত প্রাণ,
করুণ রসেতে কুতূহলে।
গাথা রচি মিলি সখি দোহে গান করি ॥

এসো সখি ছিঁড়ে ফেলি রম্য পরিচ্ছদ,
আর না চাহিব ফিরে রম্য হর্ম্ম্য পানে,
সুগন্ধি সুন্দর ফুল, নাসা নয়নের শূল,
জনমে না যাইব উদ্যানে,
নিবাসিব যেই স্থান শান্তি রসাস্পদ।

এসো সখি বাহিরিয়া ভিখারিণী বেশে,
ভারতের রীতিমতে কক্ষেনিয়া ঝুলি,
পিঙ্গল করবী ঘটা, তাহে পাকাইয়া জটা,
আভরণ সব ফেলি খুলি,
ছাই মাখি গায় চল ফিরি দেশে দেশে।

এসো সখি পিয়ানা ভাঙ্গিয়া পদাঘাতে,
ভারতের সুমধুরা বীণা নিয়া করে,
বাজাইয়া ধীরে ধীরে, ভাসিয়া নয়ন নীরে,
দ্বারে দ্বারে ফিরি সকাতরে,
ভারত বাসীর মন গলাইব তাতে।

এসো সখি গান করি যেয়ে মৃদুস্বরে,
বঙ্গ নিবাসিনী বালা দের দ্বারে বসি,
পতি হারা নারী মোরা, ভিক্ষা আসি দেগো তোরা,
রাজ্য রত্ন নাহি অভিলাষি,
দিতে কি গো পার কাঁদি যে ধনের তরে ?

এসো সখি দোঁহে মিলি ভ্রমি এ ভারত,
দেখি কেবা নাহি কাঁদে প্রাণ নাথ লাগি,
পাইয়া নাথের দোষ, যদি কারু থাকে রোষ,
পায়ে ধরি লব ভিক্ষা মাগি,
যেন ক্ষমা করে তার প্রতি এযাবত,

এসো সখি পুনঃ মোরা সাজি বীরসাজে,
বাহির হই গো দুষ্ট ওহাবী উদ্দেশ,
ধরি খরশাণ অসি, দ্রুত অশ্বপৃষ্ঠে বসি,
ভ্রমি সদা পশ্চিম প্রদেশে,
সারি কিম্বা মারি এ উভয় ভাল সাজে

মহাম্মদীয়ান জাতি অতি দুরাচার
করিল ভারতবর্ষ যাবে ছার খার
হরিয়া অশেষ ধন, নিয়াছিল নিকেতন,
সাক্ষাৎ পাতক অবতার;
পাপ হয় স্মরিলে ও নাম একবার,

শুনিয়াছি ভারত বর্ষীয় নারীগণ,
পতি শব সহ অনুমৃতা নাকি হয়,
ধন্য দেশ, ধন্য রীতি, বৃথা শমনের ভীতি
আমারো মনেতে এই লয়,
জীবন নাথের সঙ্গে করি গো গমন

—

# অষ্টাদশ পুরাণের সংক্ষ্যাপ বিবরণ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

সমুদায় পুরাণের মধ্যে অগ্নি পুরাণ অতীব চমৎকার। ইহাতে আদি সৃষ্টি, পর সৃষ্টি, দেব দেবীর বংশাবলি, মনুদিগের রাজত্য ও রাজ বংশের ইতি বৃত্তের বিষয় বর্ণিত আছে। কিন্তু এই সকল অতি সংক্ষেপে ও সামান্য রূপে কথিত হওয়ায় অগ্নি পুরাণের গুরুত্ব ধ্বংস করিয়াছে।

অভিনন্দনের পর ব্যাস, ক্রমান্বয়ে দশ অবতারের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। পরিশেষে রাম ও কৃষ্ণের লীলা কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাই রামায়ণের ও মহাভারতের সৃষ্টির মূল এবং এতদ্বারাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই দুই মহতী কাব্য পুরাণ প্রকটনের অনেক পরে রচিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পুরাণ বলিয়া ইহাতে যে শুদ্ধ নারায়ণ বা বিষ্ণুর অংশ শ্রীকৃষ্ণের পূজার বিষয় বর্ণিত আছে এমত নহে, তান্ত্রিক মতে শীবের বিষয়ও অনেক কথিত আছে ও শীব পুজার পদ্ধতি মন্ত্রও নিয়মাদিতে পরি পূর্ণ।

শৈবও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে বৈরিত্য ভাব ও বিবাদের উদ্ভাবনের পুর্ব্বে ইহা যে রচিত তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এবং এই জন্যই যে মতে মানব-উদর-সম্ভূত-গোপ-পালিত-কৃষ্ণের প্রতি অচলাভক্তি ও দেব নির্ব্বিশেষে পুজার বিষয় নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই মত মানব মন আক্রমন করণের পূর্ব্বে যে, অগ্নি পুরাণ রচিত হয় তাহা স্পষ্ট প্রতীমান হইতেছে, কারণ ইহাতে আয়াণ-যায়া-কৃষ্ণ-প্রিয়া-রাধার বিষয় দুরে থাকুক, গোকুলের গোপালের বা—কৃষ্ণের পূজার বিষয় অনুমাত্রও উল্লেখ নাই।

পুজার প্রণালি, হোম, মন্ত্র, মণ্ডল, যজ্ঞপবিৎ বা পবিত্রতা লাভ, দেব দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা ও আকৃতি নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা-পুষ্করিণী ঘাট উদ্যান প্র তষ্ঠা এবং অপরাপর বিষয় বর্ণনে অনেক অধ্যায় পরিপূর্ণ। অগ্নি পুরাণ সাধারণত বৈষ্টব সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ, কিন্তু শীব দুর্গার পুজার বিষয়েও অনেক শ্লোক আছে, কিন্তু তৎ সমুদায়েই রচনার মাধুর্য্য নাই।

রচয়িতার রচনা কৌশলেরও অনেক অভাব দৃষ্ট হয়। শ্লোক পরস্পরা যদৃচ্ছরূপে রচিত, এবং পরস্পর অসংমিলিত। অগ্নি পুরাণের এই ভাগটীর সহিত শারদাতীলক এবং মন্ত্রমহোদধি গ্রন্থদ্বয়ের অনেক ঐক্যতা আছে, কিন্তু এই তিনটী যে এক লেখনি বিনির্গত তাহা বোধ হয় না। অন্যান্য পুরাণের ন্যায় এ পুরাণে ভুবনকোষ অধ্যায়ে জগতের বিবরণ বর্ণিত আছে, কিন্তু অপর পুরাণের ন্যায় ইহার বিবরণ সকল অত্যন্ত দুরূহ ও দুজ্ঞেয়। জগৎ বিবরণের মধ্যে তীর্থ অধ্যায় অত্যন্ত অল্প, ইহাতে দুই তিনটী সামান্য তীর্থের বিষয় উল্লেখ আছে। অপরাপর তীর্থের বিষয় নির্দ্দেশ না করিয়া ব্যাস কি কারণে নর্ম্মদাতীর্থ ও শ্রীশৈল তীর্থের বর্ণন করিয়াছেন, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। বরুণ ও অশী তটিনী মধ্যস্থিত তীর্থ প্রধান বারানশী* বা কাশীর বিষয় যৎসামান্য উল্লিখিত হইয়াছে, অভিমুক্তেশ্বর শিবের জন্য ইহার "অভি মুক্ত" নাম, প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, পৌত্তলিকারাধ্য-হিন্দুমন-আকর্ষন কারি "বিশ্বেশ্বর" নামটী আধুনিক। কিন্তু "অভিমুক্তেশ্বরের" পরিবর্ত্তে কি প্রকারে বিশ্বেশ্বর নাম হইল তাহা বলিতে পারা যায় না।

তীর্থ মাহাত্ম অধ্যায়টী অল্পাতয়ণ বিশিষ্ট সমস্তই "গয়া" তীর্থের বিষয়ে পরিপুর্ণ। কিন্তু পুরাণ বর্ণিত অন্য প্রস্তাবনার ন্যায় এ বিষয়টী অতীব সুদীর্ঘ হওয়ায় ইহার রচনার বিষয়ে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। যদিও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ও স্কন্দপুরাণে অনেক তীর্থের বিষয় কথিত আছে তত্রাচ গয়া মাহাত্ম যে অপর ব্যক্তি রচিত তাহা বিলক্ষণ সম্ভব হয়। পুরাণের অনেক ভাগ এই প্রকার ব্যাস রচিত বলিয়া পরিগণিত হয়, যদিও বাস্তবিক তৎ সমুদয়ই অন্য ব্যক্তি দ্বারা প্রকটিত। দাক্ষিণ্য প্রদেশে অর্থাৎ "ডেকানে" "কাবেরিমাহাত্ম" নামে এক খানি গ্রন্থ প্রচলিত আছে ইহা অগ্নি পুরাণের অংশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু সমস্ত পুরাণ একত্রিত করিলে কাবেরিমাহাত্ম্যাপেক্ষা অধিক হইবে তাহা বোধ হয় না, ব্যাসদেব কবিশ্রেষ্ঠ, অষ্টাদশ পুরাণ তাঁহার রচনা ও কবিত্বের

* বরুণা ও অশী নদী মধ্যস্থিত বলিয়া বারানশী নাম হইয়াছে।

পরাকাষ্টা স্বরূপ, সামান্য কবিরা যে, নিজ গ্রন্থগুলিকে ব্যাস রচিত বলিয়া প্রচারিত করিবে তাহা নিতান্ত অসম্ভব নয়।

তীর্থ অধ্যায়ের পরে ভুবৃত্তান্ত। ঐ অধ্যায়ে ভারত্ত বর্ষ ও অন্যান্য জগতস্থ দেশ সমূহের প্রাকৃতিক বিবরণ সংক্ষেপে বিরচিত। বিষ্ণু পুরাণের রচনাবলির সহিত এ অধ্যায়ের অনেক ঐক্যতা দৃষ্ট হয়। সূর্য্য-মণ্ডল সূর্য্যের গতি, সৌর জগত প্রভৃতির বৃত্তান্ত বিষ্ণু পুরাণের অবিকল প্রতিবিম্ব। জ্যোতিষ শাস্ত্র, জাদু বিদ্যা বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, তৎপরে হিন্দুদিগের জাতি, জন্ম, উপনয়ন, বিবাহ, মৃত্যু, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্যানুষ্ঠান, বেদান্ত অনুসারে ঈশ্বরের চিন্তা এবং নানা প্রকার ব্রত ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ প্রভৃতি বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের উপসংহার কালে গ্রন্থকার ধর্ম্ম বিষয়ে দান, ও শারীরিক কষ্ট ও আত্ম বঞ্চনার কথা বর্ণন করিয়াছেন।

পর অধ্যায়ে ব্যাস রাজাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। এই অধ্যায়টী অতীব চমৎকার ও উপকারি, নরপতিদিগের কি করা কর্ত্তব্য, রাজদ্বারে—বা যুদ্ধকালিন। ইহাই হিন্দুনীতি শাস্ত্রের মুল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত দাসত্ত শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া আমরা একেবারে সেই সকল মহতী উপদেশ ও নীতি-প্রদায়িনী-সাধু বাক্য একেবারে বিস্মৃত হইয়া পরকীয় নীতি শাস্ত্র অধ্যয়নে তৎপর রহিয়াছি। কিন্তু দশকুমার চরিতে ইহার অনেক অনুরূপ স্থল দেখা যায়, বোধ হয় চানক্য শর্ম্মা এইভাগের রচয়িতা বিদেশীয়-ভাবে বিভুষিত না হওয়ায় ইহা যে হিন্দু দ্বারা রচিত তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে। এবং এই কারণেই পুরাণ যে মুসলমানদিগের রাজ্যের পুর্ব্বে রচিত হইয়াছিল তাহাও স্পষ্ট বোধ হইতেছে।

তৎপরে অস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যা পর্ব্ব। আহা! এই সকল বিষয় পাঠ করিলে মনে কি প্রকার ভাব উপস্থিত হয়। যৎকালে ভারতবর্ষ সভ্যতার উচ্চতম সোপানে অধিষ্টিত ছিলেন, সেই কালে তৎকালিক অস্ত্র-বিদ্যা-বিশারদ-ব্যক্তিগণ কত আগ্রহাতিশয়ের সহিত নিজ শীশ্য বর্গকে অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করিতেন

তৎকালের নরপতি বর্গেরাও যথা বিহিত অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন তাহার অনেক প্রমান পাওয়া যায়।

তৎপরে বিধি পর্ব্ব, যাজ্ঞবল্ক, মুনি রচিত মিতাক্ষরা গ্রন্থ ইহার প্রকৃত অনুরূপ। মিতাক্ষরা অতীব প্রাচিন গ্রন্থ যাজ্ঞবল্ক, পুরাতন লেখক কারণ ৮। ১০ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের অনেক স্থলে মিতাক্ষরার অংশ প্রস্তরখণ্ডে, দেব দেবীর মন্দিরে খোদিত আছে, ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে মিতক্ষরা পুরাতণ গ্রন্থ না হইলে কি প্রকারে সর্ব্বদেশ ব্যাপী হইয়াছিল। একেবারে দিগদিগন্তর ব্যাপ্ত হওয়া অল্প সময়ের কার্য্য নহে। ব্যাস যে মিতাক্ষরা দৃষ্টে অগ্নি পুরানের বিধি পর্ব্ব রচনা করিয়াছেন তাহাও বলা যায় না। কিন্তু পুরাণ যে মিতাক্ষরাগ্রন্থের অনেক পরে প্রকাশিত হয় তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আবার যৎকালেন মিতাক্ষরার নিয়মাবলি যখন অত দূর দেশস্থ সমাজ শাসিত করিয়াছে, ব্যাস যে তৎসত্বে সেই গ্রন্থ হইতে এই ভাগ উদ্ধৃত করিয়া ছিলেন তাহা সম্ভব নহে।

বিধিপর্ব্বের পরে—বেদধ্যায়ন পর্ব্ব। কি নিয়মে বেদ অধ্যায়ন করিতে হইবে, বেদোক্ত দেবীর পুজা হোম কি প্রকারে সম্পাদন করিতে হইবে এ অধ্যায়ে তৎসমুদয় বর্ণিত হইয়াছে তৎপরে বেদ বৈষয়িক কতক গুলি চমৎকার শ্লোক, পুরাণ বিষয়ে একটী আশ্চর্য্য শ্লোক আছে যথা।

ছয় জন বক্তি বেদ-ব্যাসের নিকট হইতে পুরাণ প্রাপ্ত হন, ছয় জনই তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তাহাদের নাম, সুত-লোমহর্ষণ, সুমতি, মৈত্রেয় শিংস পায়ন ও সুর্ণ।

এই মহাত্মারাই বোধ হয় সকলেই পুরাণ প্রণেতা। ইহা আরও কথিত আছে যে শিংশ পায়ন ও অপরাপর কয়েক ব্যক্তি অষ্টাদশ পুরাণের সার রূপ গ্রহণ করিয়া পুরাণ সংহিতা নামে এক খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকটন করেন।

তৎপরে অধ্যায়ে পুরাণ পাঠ কালিন কি কি দান করিতে হইবে তৎবিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে তৎকালিক ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত স্বার্থ পর ছিলেন যে বিষয়ে আপনাদের ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে তৎবিষয় যে বিস্তাররূপে লিখিবেন সেটী বিচিত্র নহে।

পরে পুরাণ সমূহের ও পুরাণের শ্লোক সংখ্যা, কিন্তু অন্যান্য পুরাণোল্লিখিত শ্লোক সংখ্যার সহিত ইহার শ্লোক সংখ্যার অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, এমন কি শিব পুরাণ একে বারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। অপরাপর পুরাণের বিষয় বর্ণন কালে আমরা ত-সমুদয় প্রকটন করিব পুরাণ সংখ্যা অধ্যায়ের পর বংশাবলি অধ্যায়। অন্যান্য রাজবংশাবলির বিষয় সামান্যত বর্ণনা করিয়া গ্রন্থকার সূর্য্য ও চন্দ্র বংশায় রাজাদিগের বংশাবলি বিস্তীর্ণরূপে বর্ণন করিয়াছেন। চন্দ্র বংশীয় রাজাদিগের বিষয় বর্ণন স্থলে, যদু ও পুরুবংশীয় রাজাদিগের আদিপুরুষ হইতে কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদিগের ইতি বৃত্ত পর্য্যন্ত বর্ণন করিয়াছেন। অন্যান্য পুরাণে যে প্রকার বংশাবলির বিষয় কথিত আছে এই পুরাণেও তদনুরূপ। কিন্তু সমুদয় বিষয় যেন সমধিক ব্যস্ততার সহিত বর্ণিত হইয়াছে ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে।

তৎকাল প্রচলিত চমৎকার ও মনোহারিনী প্রবাদ সকলও এ প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণের বিষয় কতকগুলী চমৎকার প্রবাদ বর্ণিত আছে, কিন্তু সমুদয়ই তৎকালোপোযোগী নহে ও সেই সময়ের সহিত কোন সম্পর্কও নাই।

তৎপরে ভৈষজ্য অধ্যায় ধন্বন্তরিও শুশ্রুতার উপদেশ সমূহ অবলম্বন করিয়াই ব্যাস অগ্নিপুরাণের এই অংশ প্রকটন করিয়াছিলেন। যদিও গ্রন্থকার মধ্যে মধ্যে মুসলমানদিগের হকিমি চিকিৎসার অন্তর্গত অনেক নিয়মাবলি সংগ্রহ করিয়াছেন তত্রাচ সমুদয়ই যে মুসলমানদিগের চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুরূপ তাহাও বলা যায় না। যাহাহউক চরক ও সুশ্রুতা যে মুসলমানদিগের ন্যায় চিকিৎসা করিতেন তাহা নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ। মন্ত্র দ্বারা অনেক রোগ প্রতিকারের বিষয় কথিত আছে।

তৎপরে শীব দুর্গার পূজা পর্ব্ব। কিন্তু তৎসমুদয় এত বিস্তির্ণ রূপে বর্ণিত যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়িক পুরাণে অপর দেবতাদের পূজার বিষয় এত অধিক বর্ণন অসম্ভব। এতদ্দ্বারাই স্পষ্ট অনুভব হইতেছে যে, অপর ব্যক্তি হয়ত ব্যাসের পরে কোন ব্যক্তি এই ভাগটী প্রকটন করিয়াছেন।

তৎপরে সাহিত্য ও কাব্য পর্ব্ব। পিঙ্গলার মতানুযায়ি সমুদয় নিয়ম গৃহিত

হইয়াছে। উপসংহার কালে গ্রন্থকার এক খানি ক্ষুদ্র ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। পাণিনী ও কাত্যায়নের ন্যায় কৃয়া পদ একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই নিমিত্তই এই পুরাণ সংস্কৃত শাস্ত্র, কাব্য ও ব্যাকরণ, মহান কবি নিচয় ও তৎপ্রণিত মহতী কাব্য সকলের বহুকাল পূর্ব্বে রচিত, তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়।

অগ্নি পুরাণের এই সংক্ষেপ বিবরণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে ইহা নানা গ্রন্থ হইতে সংকলিত। এবং তজ্জন্য ইহাকে পুরাণ বলিয়া পরিগণিত করা যায় না। কিন্তু ভিন্নদেষীয় ভাব অসত্বা বিধায়ে কয়েক পর্ব্ব ব্যতিরেকে সমুদয়ই যে মুসলমানদিগের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে রচিত তাহা বলা যাইতে পারে।

এই পুরাণ যে কোন্ সময়ে রচিত হয়, তাহা বলা দুরূহ। অবতার বর্ণন কালে ব্যাস একেবারে পাঠকদিগকে সত্যযুগে লইয়া যান, আবার বিধি পর্ব্বে একে বারে মুসলমানদিগের সময়ে নিত করেন। কিন্তু এক্ষণকার পুরাণ যে ব্যাস রচিত পুরাণ তদ্বিষয়ে অনেক সন্দেহ হয়, কাল সহকারে পুরাণের যে সমস্ত অংশ লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল আধুনিক, গ্রন্থকারেরা। তৎপরিবর্ত্তে যে নিজ নিজ গ্রন্থ সেই অংশের স্থানে বিন্যস্ত করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অসম্ভব নয়।

আহা যদি তৎকালে ভারতবর্ষে মুদ্রা যন্ত্র প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কখনই পুরাণের এরূপ দুর্দ্দশা হইতন। আমরাও তাহার রচনার সত্যাসত্যের বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতে পারিতাম না।

ক্রমশঃ।

---

## সমালোচনা।

### হেক্টর বধ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্রণীত।

হোমারের ইলিয়ড হইতে বাঙ্গালা

গদ্যে উপাখ্যানাকারে অনুবাদিত।

মনুষ্যের প্রকৃতিই এইরূপ যে তাঁহারা বড় লোকের কার্য্য কলাপের প্রতি সমধিক মনোযোগ করেন, এবং তাঁহাদের বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। দূরস্থ এবং অজ্ঞাত ক্ষুদ্র নক্ষত্র মণ্ডলীকে উপেক্ষা করিয়া কবি এবং জ্যোতি-র্বিদেরা বৃহৎ প্রভাকরের কথাই কহিয়াথাকেন। আমরা মানব জাতির এই প্রকৃতির অনুবর্ত্তী হইয়া মাইকেলের এই গ্রন্থ খানি সবিশেষ মনোযোগ এবং যত্নের সহিত পাঠ করি। কিন্তু পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিতে পারিনাই। পরন্তু দত্তজ আমাদের নিতান্ত নিরাশ করিয়াছেন। তিনি স্বীয় পুস্তকের ভুমিকা মধ্যে লিখিয়াছেন "হয়ত এত দিনের পর… আমি হাস্যাস্পদ হইতে চলিলাম"। মাইকেল আমাদের নিতান্ত প্রিয় ব্যক্তি। আমাদের আশঙ্কা এই, তাঁহার ঐরূপ আশঙ্কা সফল হইলে ও হইতে পারে।

মাইকেল আপাততঃ "হেক্টর বধের" ছয় সর্গ মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন, গ্রন্থ পরিসমাপ্ত করেন নাই। এই ছয় সর্গে ইলিয়ডের দ্বাদশ সর্গের সার এবং উপাখ্যান ভাগ অনুবাদিত হইয়াছে। হেক্টর বধের এক এক সর্গে ইলিয়ডের দুইটী করিয়া সর্গ সন্নিবেশিত আছে।

গ্রন্থকার জন সমাজে কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং পরিচিত। প্রকৃত প্রস্তাবে গদ্য লেখায় তাঁহার এই প্রথম উদ্যম। এবিষয়ে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং গদ্য লিখিবার তাঁহার কি পরিমাণ এবং কতদূর যোগ্যতা তাহাই স্থির করা এই সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

"ধ্বনল," "নাদিল," "দীপিছে" ইঃ ক্রিয়া পদ মাইকেল মহাশয়ই সর্ব্ব

প্রথম আপনার "মেঘনাদ বধ" কাব্যে ব্যবহার করেন। তাঁহার কাব্যে ব্যবহৃত এইরূপ ক্রিয়া পদ গুলিন গ্রন্থকারের নিতান্তপ্রিয় এবং এই সকল ক্রিয়া পদের প্রতি মমতা শূন্য না হইতে পারিয়া তিনি এই গদ্য গ্রন্থ খানিতে ও ঐরূপ ক্রিয়া পদ সকল ব্যবহার করিয়াছেন। যথা হেক্‌টর বধে ৵০ পৃ, "ইহাকে প্রকাশি" ।০পৃ "কীর্ত্তী স্তম্ভ নির্ম্মিতেছে" ৩পৃ "অলাত প্রসবিলেন" ১৩পৃ "রাজা উত্তরিলেন" ১১পৃ "মুক্তি প্রদানিবেন" ৫৪পৃ রণিতে লাগিলেন" ইত্যাদি।

পদ রচনাদ্বারাই ভাষার সৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং পদ্যদ্বারাই গদ্য দেহ পুষ্টি এবং শোভিত হয়। মাইকেল পদ্য রচনার এক নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনিই সর্ব্বাগ্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দে পদ্য লিখেন এবং বঙ্গভাষায় পদ্য লেখার এই নূতন পথ আবিস্কৃত করিয়া যথেষ্ঠ প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন। মাইকেল বর্ণিত নিয়ম অবগত থাকিয়া এবং গদ্য রচনার একরূপ নূতন প্রণালী প্রদর্শন করিয়া অধিকতর যশস্বী হইব এই আশায় বোধ হয়, ঐ রূপ প্রয়াস এবং যত্ন পাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের অল্প বুদ্ধিতে বোধ হয় তাহা বৃথা হইয়াছে। "মেঘনাদ বধ" কাব্যে ঐ রূপ ক্রিয়া পদ ব্যবহার কতদূরসঙ্গত হইয়াছে তাহা আজও মীমাংসাধীন রহিয়াছে। অধিকন্তু অনেকেই ঐ ব্যবহারকে যথেচ্ছার বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। তাহাতে আবার গদ্য গ্রন্থে ঐ সকল পদ ব্যবহার সুসঙ্গত বলিয়া আমাদের বোধ হয়না। বিশেষতঃ গদ্য এবং পদ্য এই দুএর প্রকৃতি বিস্তর বিভিন্ন। অল্প বাক্যই কাব্য-রসের প্রাণস্বরূপ, মহাকবি সেকস্‌পির এই রূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। "বেকানের" লেখায় অল্প বাক্যে অধিক ভাব নিহিত থাকা জন্য ঐ লেখা গদ্যাকার ধারণ করিয়া ও পদ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে "স্বনিছে পবন" "তিতিল বসন" না নইয়া পবন শব্দ করিতেছে, বসন আর্দ্র হইল পদ্যে ভাল শুনায়না। রণে প্রাণ ত্যাগ করিলেন, ভবনে প্রবেশ করিলেন না হইয়া "রণে পড়িলেন" ভবনে পশিলেন, গদ্যে ভাল লাগেনাএবং ভাষার ওজঃ গুণ এবং মধুরতানষ্ট করে। আর ইহাও দেখা যাইতেছে যে বীর-রসাশ্রিত কাব্য ব্যাবহৃত পদ বা বাক্য সকল যে ভাষায়—

ইতিহাস, উপন্যাস নভেল ইত্যাদি লিখিত হয় এবং যে ভাষায় ভদ্র লোকে সচরাচর কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকে এবং যে ভাষায় কার্য্য বা অন্য বিষয়ক পত্রাদি লিখিত হয়, তন্মধ্যে সহজে প্রবেশ করিতে পারেনা। সেক্সপিয়ের ব্যবহৃত পদ বা বাক্য সকলের ইংরাজি ভাষায় যে পরিমাণে বহুল প্রচার মিল্টনের পদের বা বাক্যের সেরূপ প্রচার নাই। "মেঘনাদ বধের" পদ বা বাক্য সকল যে আমাদের ইতিহাস, উপন্যাস নভেল ইত্যাদি এবং পত্রিকা এবং কথোপ কথনের ভাষা মধ্যে প্রবেশ করিবে এমন বোধ হয় না।

মাইকেল এক জন সুন্দর ইংরাজী ভাষা বিত। তাঁহার রচিত মেঘনাদ বধ প্রভৃতি পুস্তকে বিজাতীয় বাক্য প্রণালী বা ভঙ্গির নাম গন্ধ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ দত্তমহাশয়ের এই গদ্য গ্রন্থ খানিকে ইংরাজি ভাষার বাক্য—প্রণালীভঙ্গি—এবং ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে যথা ৩ পৃ "ধৃতরাষ্ট্রের অসদৃশে তাহাই করিলেন" ৮ পৃ "পরিত্রাণ সামগ্রী," ৪৫ পৃ "গ্রীস পলায়ন……একত্রীভূত হইয়া ভয়ানক হইয়া উঠিল" ৯ পৃ "রোশভরে দেব বদন যেন তমোময় হইয়া উঠিল" ৮৫পৃ "পরাক্রমের উত্তাপ" ২২পৃ 'আমার রহস্য মণ্ডলে কেন প্রবেশ করিতে চাও" ইত্যাদি।

আমরা ইংলণ্ড হইতে আলপাকা বনাত কাসমির ড্রেসপিস ইত্যাদি বস্ত্র পাইয়া তাহাতে পিরান চায়নাকোট জুব্বা ইত্যাদি পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করি। আমরা বনাত ইত্যাদি বস্ত্রের ইংলিষ কোট এবং স্ত্রীলোকেরা ড্রেসপিস ইত্যাদি বস্ত্রের গাউন করিয়া ব্যবহার করেন না। আমাদের দেহে বিলাতি কোট এবং আমাদের স্ত্রীলোকদের অঙ্গে গাউন উপহাস এবং দর্শকদিগের সহাস্য কটাক্ষ পাতের কারণ হইয়া থাকে। এই রূপ ইংরাজি হইতে বিষয় ভাবাদি লইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। কিন্তু সেই সকল বঙ্গ ভাষার ভঙ্গিতে এবং রচনা প্রণালীতে লিখিত না হইলে উপহাস এবং নিন্দার কারণ হইয়া উঠে। কোন এক ভাষার রচনা-প্রণালী বা ভঙ্গি আর একটী ভাষার রচনা এবং ভঙ্গি হইতে বিস্তর বিভিন্ন। এমন কি তৈল যেমন জলে মিশ্রিত না হইয়া তদুপরি ভাসমান হয়,

সেরূপ এক ভাষার ভঙ্গি অপর ভাষার ভঙ্গির সহিত মিশ্রিত না হইয়া, পৃথক ভাবে পাঠকের নয়নাগ্রে দৃশ্যমান হয়।

অনেক স্থানে নিরর্থক ও কোন কোন অর্থ বিহীন শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। আবার কোন স্থানে নিতান্ত প্রয়োজনীয় শব্দের ব্যবহার পরিহার করা হইয়াছে। নিরর্থক শব্দ যথা—৫২পৃ ''মায়া অন্ধকারে অন্ধ কারা বৃত" (মায়া অন্ধকার বৃত না হইয়া) ৫৬পৃ ''ভয় জনক মালিন্যে মলিন বদন" (ভয়ে মলিন বদন না হইয়া) ইত্যাদি। নিরর্থক শব্দ ব্যবহার ৫৬পৃ "ভয় জনক মালিন্য "!!! ৫৮পৃ ''আপনাদের স্বদল" ৯৪পৃ ''শিখা ত্রাসে ভস্মসাৎ" ৬৯পৃ "বনচর যোণি ঈডানামক গিরি শিরে" ইত্যাদি। প্রয়োজনীয় শব্দের ব্যবহার পরিহার ৬২পৃ "ভীরু চিত্ত জনকে বরণ করিয়া" (পতিত্বে বরণ না হইয়া) ২৭পৃ ''তরীবৃন্দের ফলক সকল" (কাষ্ঠ ফলক, না হইয়া) ইত্যাদি। অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগের বাহুল্য, শব্দের অন্যায় ব্যবহার এবং অকারণ অনুপ্রাসের ঘটা স্থানে স্থানে বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। যথা অপ্রচলিত শব্দ ৭৩পৃ "ক্রম (কি না চরণ) দ্বারা আক্রমন"। ১০৩পৃ নিস্ত্রিংশ (নিস্ত্রিংশ কি না খড়্গ) পুঞ্জ"। ৫৫পৃ ''সাম্প্রত" কি না যুক্ত। ১০২পৃ "শূনক দলে" (শূনক, কি না কুকুর)। শব্দের অন্যায় অর্থ ব্যবহার যথা ২পৃ "আশ্রমে অন্তর্হিতা (কি না লুক্কায়িত) ছিলেন। ৪৮পৃ ''যেন কোন নদ……শস্যময় ক্ষেত্রের আবরণ (আবরণ কি না বাঁধ) ভঞ্জন করিয়া। ৪১পৃ অঙ্গীকার এই রূপ সুসঙ্গত (সুসঙ্গত কি না সম্পূর্ণ) করিতে হয়?। অকারণ অনুপ্রাস ঘটা যথা ৪৯পৃ "এদুর্দ্দান্ত শূলীকে দান্ত করিতে"। ৮৫পৃ ''কারণ কহ"। ৯৩পৃ "ক্রমশালী পরাক্রমী"। ৭০পৃ রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ"। ৈ ভরবারব "মহাহব"। ইত্যাদি। অধিকন্তু ৭০পৃ " ভৈরবে সম্বোধিয়া। ৭৪পৃ ''রিপু কুলান্ত দুর্দ্দান্ত"। ৯৬পৃ "কুন্ত দ্বারা লোকান্ত রাজা"। ১৮পৃ ''শত্রুর বিপরীতে" ইত্যাদি বাক্য ব্যাকরণ অভিমুমত নয়।

অবিশাদ পদ-বিন্যাস, অপরিস্ফুট উপমা রূপক এবং জটিল রচনা প্রণালীর গ্রন্থ মধ্যে অপ্রতুল নাই। যথা—০পৃ ''যদি আমিমেষ রূপে

এ চন্দ্রিমার বিভারাশি·· ···অজ্ঞতা তিমিরে গ্রাস করি"। ।/পৃ "বিদেশীয় এক খানি কাব্য দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করিয়া আপন গোত্রে আনা সহজ ব্যাপার নয়, কারণ তাহার মানসিক এবং শারীরিক ক্ষেত্র হইতে পর বংশের চিহ্ন ও ভাব সমুদায় দুরীকৃত করিতে হয়।" ৩পৃ "অপত্যস্নেহ রাজা প্রিয়ামকে স্বরাজ্যের ভাবী হিতার্থ অন্ধ করিতে পারিল না"। ১০পৃ "বীরবরের এই কথা শুনিয়া থেস্টরের পুত্র মুনিশ্রেষ্ঠ কালকষ, যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন, কহিলেন"। ইত্যাদি—

মধুর বংশীধ্বনি হইতেছে, এমন সময়ে কর্কশ ঢাকের বাদ্য যেমন কর্ণে বজ্রাঘাত করিয়া চিত্ত-বিকার উৎপাদন করে, তেমনি দত্ত মহাশয় প্রকৃত সুন্দর প্রণালীতে লিখিতে লিখিতে হঠাৎ এমন এক একটী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যে তদ্দ্বারা এত দূর রুচি ও রস ভঙ্গ ঘটে এবং পাঠকের মনে ক্ষোভ জন্মে যে, তাহা বলিবার নয়। যথা, ৬৫পৃ "অবশেষে তুমি আরগস্ নগরীর কোন ভত্রিনীর আদেশে অশ্রু জলে আর্দ্রা হইয়া নদ নদী হইতে জল বহিবে"। ৬৫পৃ "জ্ঞান হীন শিশু কিরীটের বিদ্যুতাকৃতির উজ্জ্বলতায় এবং তদুপরিস্থ অশ্ব কেশরের লড়নে ডরাইয়া"। ৪৬পৃ "বীর দল দেবোৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া বৈরী বর্গের সম্মুখীন হইলে ভীষণ রণ বাজিয়া উঠিল"। ২৯পৃ "অহি একে একে আটটী শাবককে গিলিল"।

মাইকেল কয়েক খানি নাটক এবং কয়েক খানি কাব্য লিখিয়াছেন। ইংরাজি ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পাঠার্থে এই "হেকটর বধ" গ্রন্থ খানি লিখিত হইয়াছে। এতৎ পাঠে ইংরাজি ভাষানভিজ্ঞ পাঠকগণ জানিতে পারিবেন যে, মাইকেল তাঁহার রচিত পদ্মাবতী নাটকের গল্পটী হোমারের ইলিয়ড হইতে অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন। যথা, হেকটর বধ ৪পৃ "থেটীস দেবযোণি; তাহার বিবাহ-সমারোহে সকল দেবদেবী নিমন্ত্রিত হইয়া রাজ-নিকেতনে আবির্ভূত হয়েন। বিবাদ দেবী আহূত না হওয়াতে বিবাদ উপস্থিত করিবার মানসে এক অদ্ভুত কৌশল করেন। অর্থাৎ একটা স্বর্ণ ফলে, যে রমণী সর্ব্বোৎকৃষ্টা সেই এ ফলের

প্রকৃত অধিকারিণী এই কয়েকটী কথা লিখিয়া দেবী দলের মধ্যস্থলে নিক্ষেপ করেন। হীরা জুপিসের পত্নী অর্থাৎ দেব কুলের ইন্দ্রাণী শচী, আথেনী-জ্ঞান-দেবী অর্থাৎ সরস্বতী এবং অপ্রোদীতা প্রেমদেবী অর্থাৎ রতি, এই তিন জনের মধ্যে এই ফলোপলক্ষে বিষম বিবাদ ঘটিয়া উঠিল। তাঁহারা রাজ নন্দন স্কন্দরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত বর্ণন করিয়া তাহাকেই এ বিষয়ে নির্ণেতা করিলেন রাজকুমার স্কন্দর কুক্ষণে ঐ ফলটী অপ্রোদীতী দেবীর হস্তে সমর্পণ করিলে অপর দেবীদ্বয় ক্রোধে অন্ধ হইয়া ত্রিদেবাভিমুখে গমন করিলেন"। দেবী অপ্রোদীতী স্বীয় অঙ্গীকারানুসারে রাজকুমার স্কন্দরের পুরস্কার করিবার জন্য নারিকুলের পরমোত্তমা নারী হেলিনাকে তাঁহার প্রেমাধিনী করিয়াছিলেন" পদ্মাবতী নাটকের গল্পটী অবিকল এইরূপ যথা—"কলহ-প্রিয় নারদ ঋষি কলহ ঘটাইবার জন্য একটী স্বর্ণ পদ্ম এই বলিয়া বিন্ধ্যগিরিশিরে রাখিয়া যান যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা পরমাসুন্দরী তিনি ভিন্ন অন্য কেহ ঐ পুষ্প গ্রহণ করিলে পাষাণ হইয়া ঐ স্থানে অবস্থিতি করিবেন। শচী মুরজা, এবং রতি এই দেবী ত্রয় মধ্যে ঐ পুষ্প লইয়া বিষম বিবাদ উপস্থিত হইলে তাঁহারা রাজা ইন্দ্রনীলকে ঐ বিষয়ের মীমাংসক মনোনীত করেন। রাজা রতিদেবীকে ঐ পুষ্প সমর্পণ করিলে তিনি মহা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত রাণী পদ্মাবতীর বিবাহ ঘটাইয়া দেন। শচী এবং যক্ষস্বরী মুরজা অবমানিত হইয়া ইন্দ্রনীলকে যৎপরোনাস্তি মনোদুঃখ এবং ক্লেশ প্রদান করেন"।

মাইকেল যে কয়েক খানি কাব্য লিখিয়াছেন তন্মধ্যে মেঘনাদ বধ কাব্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইলিয়ড হইতে বিষয় ভাব এবং উপমাদি লইয়া মাইকেল তাঁহার মেঘ নাদ বধের শরীর যে কি পর্য্যন্ত পুষ্ট এবং শোভিত করিয়াছেন তাহা এই হেকটর বধ পাঠে ইংরাজি ভাষানভিজ্ঞ পাঠক বৃন্দ বুঝিতে পারিবেন। হেকটর এবং মেঘনাদ বধের কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি বুদ্ধিমান পাঠক মণ্ডলী তুলনা করিয়া দেখিবেন আমাদের কথা কতদূর সঙ্গত। যথা—হেকটর বধ ২৯ পৃ "আমরা যৎকালে...দেবকুলপতির পূজা করিতৎকালে পীতল হইতে সহসা এক সর্প ফণা বিস্তৃত করিয়া বহির্গত হইল

এবং অনতিদূরে একটী উচ্চ বৃক্ষের উচ্চতম শাখাস্থিত পক্ষি-নীড় লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে উঠিতে লাগিল। সেই নীড়মধ্যে জননী পক্ষিণী আটটী অতি শিশু শাবকের উপর পক্ষ বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছিল। সমাগত রিপুর উজ্জ্বল নয়নানলে দগ্ধ প্রায় হইয়া বৃক্ষের চতুষ্পার্শ্বে আর্ত্তনাদে উড়িতে লাগিল। অহি একে একে আটটী শাবককে গিলিল। জনমদায়িনী শূন্যনীড়ের নিকটবর্ত্তিণী হইয়া আর্ত্তনাদে দেশ পূরিতেছে এমত সময়ে সর্প লম্ববান হইয়া তাহাকেও ধরিয়া উদরস্থ করিল। দেবমনোজ্ঞ কালকায তৎকালে কহিলেন···হে বীর বৃন্দ তোমরা যে, ট্রয় নগর অধিকার করিয়া রাজা প্রিয়ামের গৌরব-রবিকে চির রাহু গ্রাসেনিক্ষেপ করিয়া চির যশস্বী হইবে, দেবকুল তাহা তোমাদিগকে এই ইঙ্গিতে দেখাইয়াছেন"। তথা মেঘনাদ বধ কাব্যে ষষ্ঠ সর্গ ১৪৩—১৬৮ পং।

দেখিলা বিস্ময়ে
রঘুরাজ অহিসহ যুঝিতে অম্বরে
শিখী ··· ··· ···
··· ··· ··· কতক্ষণ পরে
গত প্রাণ শিখীবর পড়িলা ভূতলে।
··· ··· কহিলা রাবণানুজ
এপ্রপঞ্চ রূপদেব দেখালে তোমারে
নির্ব্বারিবে লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী"।

যথা হেক্‌টর বধ ৪৪ পৃ "যেমন জননী কর-পদ্ম সঞ্চালন দ্বারা সুপ্ত সুত হইতে মশক কিম্বা অন্য কোন বিরক্তি-জনক মক্ষিকা নিবারণ করেন" তথা মেঘনাদ বধে ষষ্ঠসর্গ ৫৮৫—৬১০ পং।

"কিন্তু মায়াময়ী মায়া ··· ···
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশক বৃন্দে সুপ্তসুত হতে"।

যথা হেক্‌টর বধে ৫৫ পৃ "দেবী দ্বয় তদুপর রণবেশে আরূঢ় হইলেন।

অমরাবতীর হেমদ্বার সুমধুর ধ্বনিতে খুলিল"। তথা মেঘনাদ বধে ২ সর্গ ১০২—১২৭ পং।

" আনিলা মাতলি রথ চাহি শচী পানে
কহিলেন শচীকান্ত চল দেবি মোর সঙ্গে তুমি।
শুনিয়া পতির বাণী হাঁসি নিতম্বিনী
আরোহিলা রথে।
স্বর্গ হেম দ্বারে রথ উত্তরিলা ত্বরা;
আপনি খুলিল দ্বার মধুর নিনাদে॥"

যথা হেক্টর বধে ৯৩ পৃ " যেমন কেলিধনী জলের শস্য ক্ষেত্রে কৃষী-বলের অস্ত্রাঘাতে শস্য শীষ চতুর্দ্দিকে পতিত থাকে সেইরূপ দুইপক্ষ হইতে বীরবৃন্দ ভূতল সায়ী হইতে লাগিল। তথা মেঘনাদ বধে স্বর্গ ২৪৮—২৭২ পং।

" হায়রে যেমতি
স্বর্ণ চূড়শস্য কৃষী বল বলে ক্ষত
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষস নিকর
রবিকুল রবিশূর রাঘবের শরে।"

যথা হেক্টর বধে ২৩ পৃ " সুরলোকে ও নরলোকে সকল জীবকুল নিদ্রিত হইল কিন্তু নিদ্রা-দেবী দেব-কুলপতির নেত্রদ্বয় এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও নিমী-লিত করিতে পারিলেন না। কেননা তিনি কিরূপে আকিলাসের সম্ভ্রম বৃদ্ধি ও রাজা আগে মেমনানের অধঃপাত্ত সাধন করিবেন এই ভাবনায় সমস্ত রাত্রি জাগরিত রহিলেন।" তথা মেঘনাদ বধে ৫ সর্গ ২৪—৪৯ পং।

" হাঁসে নিশা তারাময়ী ত্রিদশ আলয়ে।
কিন্তু চিন্তাকুল এবে বৈজয়ন্ত ধামে
মহেন্দ্র; কুসুম-শয্যা ত্যজি মৌন ভাবে
বসেন ত্রিদেবপতি রত্ন সিংহাসনে।
অভিমানে সুরেশ্বরী কহিলা সুস্বরে,
কি দোষে সুরেশ দাসী দোষী তব পদে"।

উত্তরিলা অসুরারি "ভাবিতেছি দেবি,
কেমনে লক্ষণ শূর নাশিবে রাক্ষসে"।

এই রূপ উভয় গ্রন্থ মধ্যে অনেকানেক অংশের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু মেঘনাদ বধ সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

এক পুস্তকের বিষয় ভাব এবং রচনা প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক পুস্তকান্তরের দেহ পুষ্ট এবং শোভিত করা কতদূর সঙ্গত এস্থলে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইতেছে না।

আমরা যেমন আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের ধনাদি সম্পত্তির অধিকারী হই, তেমনি আবার তাঁহাদের সহিত বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিধ ধনেরও ভাগ গ্রহণ করি। আমাদের যাহা কিছু আছে তদ্‌সমুদয়ই যে আমাদের নিজের এমত নহে। আমরা যেমন পৃথিবী হইতে শস্য ফলাদি পাইয়া ভৌতিক দেহের পুষ্টি সাধন করি তেমনি মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু এবং অন্যান্য লোকের নিকট শিক্ষা পাইয়া মানসিক পুষ্টি এবং উন্নতি সাধন করিয়া থাকি। আজন্ম আমরা যে স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া আসিতেছি তাহা পরিত্যাগ করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য।

আমরা ভিন্ন দেশ জাত দ্রব্যাদি, আমাদের প্রয়োজনানুসারে গ্রহণ এবং ব্যবহার করি। তখন বিজাতীয় সাহিত্য বিজ্ঞান লইয়া আমাদের উন্নতি সাধন করিবার কি প্রতিবন্ধক থাকিতে পারে? বিশেষতঃ আমাদের মাতৃ ভাষার এখন যে রূপ দুরবস্থা তাহাতে তদুন্নতি পক্ষে সংস্কৃত এবং ইংরাজী ভাষাই প্রধান উপযোগী। কিন্তু এস্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক। আমরা পৃথিবী হইতে শাক শস্যাদি আহারীয় প্রাপ্ত হইয়া পাক শক্তি দ্বারা রক্ত মাংসে পরিণত করিয়া তদ্‌সমুদয়কে প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের করিয়া লই। পাক শক্তি দুর্ব্বল হইলে ঐ সমস্ত দ্রব্য যে আকারে আমাদের শরীর মধ্যে প্রবেশ করে প্রায় সেই আকারে আবার বাহির হইয়া আসে। সেই রূপ কোন ভাব বা বিষয় আমরা গ্রন্থ বিশেষ হইতে লই। আমাদের মানসিক শক্তি তেজস্বিনী হইলে তাহার বলে তদসমুদয়কে অন্য বিধ করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে আপনার করিয়া লইতে পারি। কিন্তু তাহা না হইয়া

যেমন ভাবে গ্রহণ করি যদি অবিকল আবার সেই ভাবে বাহির করিয়াদি তাহা হইলে আমাদের মানসিক শক্তি কিরূপ দুর্ব্বল তাহা পাঠকগণ সহজে অনুভব করিতে পারেন।

"হেক্‌টর বধ" "ইলিয়ড কাব্যের ইতিবৃত্ত মাত্র" মাইকেল এই রূপ উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় কাব্যের ইতিবৃত্ত মধ্যে বহুল পরিমাণে উপমাদি থাকা অন্যায়। মূল কাব্যে তাহা থাকিতে পারে। কিন্তু হেক্‌টর বধে উপমার বহুলতা দৃষ্ট হয়। ৯৯পৃষ্ঠা পাঠ করিলে আমাদের কথার সত্যতা পাঠক বৃন্দ বুঝিতে পারিবেন। এই একটী মাত্র পৃষ্ঠায় তিনটী বৃহৎ বৃহৎ উপমা দৃষ্ট হয়। যথা "যেমন কোন এক শাখা প্রশাখাময় বিষণ বিশিষ্ট মৃগ। যেমন সেই মৃগের পশ্চাতে পিঙ্গল শৃগাল জাল। যেমন বারিদ-প্রসাদে মহাকায় নদ স্রোতঃ। এরূপ অন্যান্য স্থানেও অনেক উপমা দৃষ্ট হয়।

পুস্তকখানি পণ্ডিতবর ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সর্ব্ব প্রথম "মান্যবর" পরে "প্রিয়বর" অবশেষে "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। একথাটীর উল্লেখ আবশ্যক ছিল না বটে, কিন্তু মাইকেলের ন্যায় ব্যক্তির এরূপ ভ্রম আশ্চর্য্যের বিষয়।

মাইকেল হেক্‌টর বধের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "আমি শারীরিক পীড়িত হইয়া ৩।৪ মাস স্বকর্ম্মে হস্ত নিক্ষেপ করিতে অশক্ত হইয়াছিলাম; সময়াতিপাতার্থে···ইলিয়ড নামক কাব্য সদাসর্ব্বদা পাঠ করিতাম। পাঠের সময় মনে এইরূপ ভাব উদয় হইল···কাব্য খানির ইতিবৃত্ত স্বদেশীয় ইংলণ্ড ভাষানভিজ্ঞ জনগণের গোচরার্থ মাতৃ-ভাষায় লিখি। লিখিত পুস্তক খানি ৪ চারি বৎসর মুদ্রালয়ে পড়িয়াছিল;···এক স্থলে কয়েক খানি কাপির কাগজ হারাইয়া গিয়াছে; সে টুকুও সময়াভাব প্রযুক্ত পুনরায় রচিয়া দিতে পারিলাম না।" হোমারের ইলিয়ড জগদ্বিখ্যাত কাব্য। তাহা ভাষা মাত্রেই অনুবাদিত হওয়া উচিত। যে সোমরস পানে মাইকেল পরিতৃপ্ত হইয়াছেন সেই রস স্বদেশীয় ইংরাজি ভাষানভিজ্ঞ ভ্রাতৃবর্গকে বিতরণ করিবার যত্ন করিয়া তিনি সাতিশয় সদাশয়তার পরিচয়

প্রদান করিয়াছেন। এই যত্ন জন্য তাঁহার নিকট আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কিন্তু অশ্বমেধ-যাগ-সাধন করিবার জন্য বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত অশ্বের আবশ্যক হইয়া থাকে। রুগ্ন শীর্ণকায় ছাগ-শিশুর দ্বারা তাহা নিষ্পাদিত হইতে পারে না। মাইকেল যে বৃহদ্ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তিনি যে তদনুরূপ যত্ন বা পরিশ্রম করিয়াছেন এমন বোধ হয় না। এবং তিনি যে তাহা করেন নাই, তাঁহার নিজের কথাই তাহা প্রকাশ করিয়া দিতেছে। যিনি পুস্তক খানি রচনা করিয়া চারি বৎসর ধরিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন এবং সেই দীর্ঘকাল মধ্যে তাহার জন্য কিছুই করেন নাই, এবং যিনি কাপির কয়েক খানি কাগজ হারাইলে সামান্য রূপ যত্ন স্বীকার করিয়া সেই টুকু পুনঃরচনা দ্বারা গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিতে আয়াস পান নাই, তিনি যে এই বৃহদব্যাপার সম্পন্ন করিবার জন্য কি পরিমাণে যত্ন পাইয়াছেন তাহা পাঠক বর্গ অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন। স্নেহের চক্ষে সকলি সুন্দর দেখায়। কুৎসিত কদাকার কুমারও জনক জননীর চক্ষে নিতান্ত প্রিয় দর্শন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। মাইকেল জন-সমাজকে যেন পরম আত্মীয় বোধে তাহাদের হস্তে এই কতক গুলিন পত্রশূন্য-হেকৃটর বধ কাব্য-কুসুমটী সমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু জন-সমাজ কাহার আত্মীয় নন। গুণ দেখিলে যেমন তাঁহারা গুণীর প্রশংসা করেন তেমনি আবার দোষ দেখিলে দোষীর নিন্দা করিয়া থাকেন। মাইকেল শারীরিক পীড়িত হইয়া সর্ব্বদা ইলিয়ড পাঠ করিতেন। বোধ হয় কথঞ্চিৎ পীড়ার ক্লেশ দূর করিবার এবং তৎকালে চিত্ত প্রফুল্ল রাখিবার জন্যই তিনি ইলিয়ড অনুবাদ করেন। চিন্তামগ্ন রুগ্ন এবং অবসাদ-পূর্ণ মানস-প্রসূত এই পুস্তক খানি জন সমাজে তাঁহার প্রেরণ করা ভাল হয় নাই। আমাদিগের মধ্যে তিনি এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং কবি-কেশরী। তাঁহার হস্ত হইতে এরূপ পুস্তক লইবার জন্য আমাদের হস্ত আপনা হইতেই উত্থিত হয় না। নিখিল-ধন- স্বামী-কুবের সামান্য একটী কাণা কপর্দ্দক লইয়া দান করিতে আসিতেছেন ইহা দেখিয়া কি যাচক তাহা লইবার জন্য হস্তোত্তোলন করিয়া থাকে?

পোপ কাউপার এবং ডার্‌বির ইলিয়ড লোকের কত আদরের সামগ্রী। সাগরের সীতার বনবাস এবং শকুন্তলার উপাখ্যান আমাদের কার্ না চিত্তরঞ্জন করিয়াছে? কিন্তু দত্তজ্জা মাহাশয় এবার আমাদিগকে নিতান্ত নিরাশ করিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মাইকেল আমাদের এক জন অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি। কেবল সত্যের অনুরোধেই আমরা উপরোক্ত কটু কথার কথাগুলি বলিলাম। এক্ষণে দুই একটী ভাল কথা বলিয়া আপনাদের চিত্তরঞ্জন চেষ্টায় ব্যাপৃত হইলাম।

১। "জুপিটার" "ভিনাস্," "পারিস্" আইরিস্ ইত্যাদি অনেক গুলিন নাম ইলিয়ডে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ সকল নামের পরিবর্ত্তে মাইকেল "জ্যুস" "অপ্রোদীতী" স্কন্দর, ঈরিষা এই রূপ কতক গুলিন নাম ব্যবহার করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তাঁহার নামাবলীটী অতি সুন্দর হইয়াছে। মাইকেল কোথা হইতে ঐ সকল শব্দ গুলি পাইয়াছেন এবং কিরূপে তাহা সিদ্ধ করিয়াছেন আমরা বলিতে পারি না। আমরা মস্তিষ্ক পীড়ন করিয়া যে কয়েকটী পদ এক রূপ করিয়া সিদ্ধ করিয়াছি তাহা পাঠক বর্গের অবগতির জন্য এই স্থানে উল্লেখ করিতেছি। "জ্যুপিটার" কি না "জ্যুস"। জুপিটার দেবরাজ। জ্যুস কি না জূ-আকাশ। য-যশঃ। স-সমান। আকাশের যশ, স্বরূপ কি না প্রধান দেবতা। Ajas কি না "আয়াস" A—আ, j—য, a—আ, s—স মিলিত করিয়া আয়াস। অথবা এজ্যাকস এক জন বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন এবং বিনা পরিশ্রমে যোদ্ধা কখন খ্যাতি লাভ করিতে পারে না। তিনি আয়াস কি না পরিশ্রম দ্বারা বিখ্যাত হন, এজন্য তাঁহাকে আয়াস বলা হইয়াছে। পারিস "স্কন্দর" পারিস অতি সুন্দর পুরুষ ছিলেন এবং "স্কন্দ" কি না কার্ত্তিকেয়ও আমাদের সৌন্দর্য্য জন্য বিখ্যাত। র টী অতিরিক্ত বর্ণ মাত্র। "আইরিস" "ঈরিষা"। "আইরিস" শব্দোদ্ভব ঈরিণ কি না শূন্য বা উষর ভূমি এবং উষর ভূমি

হইতে শক্রুধম্ম উত্থিত হইয়া থাকে এরূপ প্রবাদ আছে। তাহা শূনে ও সমুদ্ভূত হয়। ন স্থানে ষ কোথা হইতে আসিল বলিতে পারি না। *Jris j*—ঈ, *r*—র *i*—ঈ, *s*—স সংযুক্ত করিলে ও ঈরাষা হয়। ইত্যাদি।

২। মাইকেল ক্রিশ্চিয়ন কনভার্ট, ইংরাজি পরিচ্ছদ ধারী এবং বিলাতি রমণী তাঁহার ভার্য্যা। এমন অবস্থার তাঁহাকে সহজেই বিলাতি আচার ব্যবহার প্রিয় বলিয়া অনুমান এবং হিন্দু ধর্ম্ম এবং জাতি বিদ্বেষী বলিয়া অনুভব করা যায়। কিন্তু তাঁহার মুখে "যেমন কণ্ব ঋষির আশ্রমে আমাদের শকুন্তলা" ১পৃ "আমাদের কুরু কুল রাণী গান্ধারীর ন্যায়' ৩ পৃ "আমাদের দুষ্মন্ত পুত্র পুরুষ ন্যায়" ইত্যাদি কথা সকল তাঁহাকে অন্য ভাবে আমাদের সম্মুখে আনয়ন করিতেছে এবং তিনি যে হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতে লজ্জা বোধ করেন না এরূপ বলিয়া দিতেছে। আমারা কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি যে কোন স্থানে কতক গুলিন বাঙ্গালী সাহেব বলিয়া মাইকেলের নিন্দা করিলে তিনি এই সদুত্তর দেন "আমার এক খানি আরসী আছে, আমি প্রত্যহ ঐ আরসীতে আপনার মুখ দেখিয়া থাকি। আপনকার মুখ দেখিয়া যে আমি কেমন করিয়া সাহেবের ভাল করিয়া থাকি, তাহা বলিতে পারি না"। (এস্থলে একটী কথা বলা উচিত যে মাইকেল কিছু বেশী কাল) হেক্‌টর বধে তাঁর উপরোক্ত কথাগুলি তাঁহার এই সদুত্তরের সম্পূর্ণ পোষকতা করিতেছে।

৩। আমাদের বিবেচনায় "উপক্রমণিকা" এই ভাবটী সুন্দর লেখা হইয়াছে। তবে কি না কয়েক স্থানে কয়েকটী দোষ দৃষ্ট হয়। এই ভাগটী প্রকৃত ইতিবৃত্তচ্ছলে লিখিত এবং তজ্জন্য অন্যান্য ভাগ হইতে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বোধ হয় দত্তজা ইলিয়ড সম্মুখে রাখিয়া কোন স্থান পরিত্যাগ এবং কোন স্থান অবিকল অনুবাদ করিয়া অন্যান্য ভাগগুলি রচনা করিয়াছেন এবং তজ্জন্য যে রূপ হওয়া উচিত সে রূপ হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় "ভ্রান্তি বিলাস" যে ভাবে

লিখিয়াছেন, বোধ হয় হেক্টর বধ ও সেই ভাবে লিখিত হইলে অনেক অংশে ভাল হইত।

৪। স্থানে স্থানে লেখা অতি সুন্দর হইয়াছে। অন্যান্য শক্তি অপেক্ষা মাইকেলকে অধিক পরিমাণে বর্ণনা শক্তি বিশিষ্ট দেখা যায়। "তড়িত ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে" যদিও হেক্টর বধ ইলিয়ডের অনুবাদ ইহার বর্ণনা ভাগ গুলিতে মাইকেলের ঐ অন্যতম সমধিক তেজস্বিনী শক্তি বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। যথা ৪৬ পৃ "ফলকে ফলকাঘাত করবালে করবালাঘাত হন্তা ও মুমূর্ষু জনের হুহুঙ্কার ও আর্ত্তনাদে এই প্রকার এবং অন্যান্য প্রকার নিনাদে রণ ভূমি পরি পূরিত হইয়া উঠিল। যেমন বর্ষাকালে বহুউৎস গর্ভ হইতে বহু প্রবাহ একত্রে মিলিত হইয়া গভীর গিরি গহ্বর প্রবেশ পূর্ব্বক মহা-রবে দেশ পরিপূর্ণ করে সেই রূপ ভৈরবরবে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইল। ভগবতী বসুমতি রক্তে প্লাবিত হইয়া উঠিলেন। "৩২ পৃ" ভ্রাতার এতাদৃশীভীরুতা ওকাপুরুষতাসন্দর্শনে মহেষ্বাস হেকটর ক্রোধে আরক্ত নয়ন হইয়া এই রূপে তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন,—রে পামর! বিধাতা কি তোকে এসুন্দর বীরাকৃতি কেবল স্ত্রীগণের মনোমোহনা-র্থেই দিয়াছেন? হা ধিক্! তুই যদি ভূমিষ্ট হইবা মাত্র কাল গ্রাসে পতিত হইতিস তাহা হইলে তোর দ্বারা আমাদের এ জগদ্বিখ্যাত, পিতৃকুল কখনই সকলঙ্ক হইতে পারিত না। তোরে মূর্ত্তি দেখিলে আপাততঃ বোধ হয়, যে তুই ট্রয় নগরস্থ এক জন বীর পুরুষ! কিন্তু তোর ও হৃদয়ে সাহসের লেস মাত্র নাই। তোরে ধিক্! তুই স্ত্রীলোক অপেক্ষাও অধম ও ভীরু। তোর কি গুণে যে সেই কৃশোদরী রমণী বীর-কুলেপ্সিতা বীর পত্নীর মন ভুলিল তাহা বুঝিতে পারিনা। তোর সেই সতত-বাদিত সুমধুর বীণা যন্দ্বারা তুই প্রেম দেবীর প্রসাদে প্রমদা কুলের মনঃ হরণ করিয়া অতি ত্বরাই নীরব হইবে। আর তোর এই নারীকুল নিগড় স্বরূপ চূর্ণ কুন্তল ও তোর এই নারী কুল নয়ন-রঞ্জন-অবয়ব অচিরে ধূলায় ধূষরিত হইবে।

"হেক্টরের আন ড্রোমেকির স্থানে বিদায় গ্রহণ ৬৩—৬৬পৃ এস্থানটীর লেখাও মনোহর হইয়াছে।.

আমাদের যেমন রামায়ণ ও মহাভারত, গ্রীকদিগের ও ইলিয়ড তেমনি। রামায়ণ মহাভারতে যেমন অনেকানেক রাজা রাজর্ষি ঋষি, ঋষি কন্যা বীর পুরুষ ইত্যাদির নামোল্লেখ আছে ইলিয়ড কাব্যে ও সেই রূপ লক্ষিত হয়। ইলিয়ড কাব্য অন্তর্গত কয়েকটী বিষয় মহাভারতের কথা লইয়া বুঝান হইয়াছে। স্বদেশীয় ইংরাজিভাষানভিজ্ঞ জনগণকে ইলিয়ডের কথা বুঝাইবার জন্য এ প্রণালী অতি সুন্দর এবং বিহিত। এতদ্দ্বারা পাঠকগণ বুঝিতে পারেন যে মহাভারত বা রামায়ণের কোন কোন বিষয়টী অবিকল পৃথিবীর অন্যান্য ভাগে ঘটিয়াছিল। অথবা ভিন্ন দেশস্থ দুইজন কবি কোন কোন বিষয় একিরূপ কল্পনা করিয়াছেন। মাইকেল কয়েক স্থানে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া বুদ্ধির কাজ করিয়াছেন। যথা ১পৃ যেমন কণ্ব ঋষির আশ্রমে আমাদের শকুন্তলা সুন্দরী প্রতিপালিত হইয়াছিলেন সেই রূপ হেলেনা নাকি ডিমন রাজ-গৃহে প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ৩পৃ " রাণীর নাম হেকাবী। রাণী সসত্ত্বাবস্থায় আমাদের কুরুকুল রাণী গান্ধারীর ন্যায় এই স্বপ্ন দেখিলেন যে তিনি এমত এক অলাত প্রসবিলেন যে তদ্দ্বারা যেন রাজ পুরী একবারে ভস্মসাৎ হইল" ৩পৃ " আমাদের দুষ্মন্ত পুত্রের ন্যায় ইনি ও (পারিস) অতি অল্প বয়সেই বনচর পশুদিগকে দমন করিতে লাগিলেন।" "উপক্রমণিকা" যে ভাগটী আমাদের বিবেচনায় সুন্দর লেখা হইয়াছে সে ভাগটীতেই উপরোক্ত প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। অন্যান্য ভাগেও তাহা করিলে ভাল হইত।

## কবিতা প্রবোধিনী

---

### বিষয়াকৃষ্ট ধার্ম্মিকের প্রতি।

মণিময় পরিচ্ছদে রতন ভূষণে
সাজি, ধরি বীণা পদ্মরাগ বিনির্ম্মিত,
গাইতে গাইতে কিবা মধুময় গীত
দেখা দিল আসি এক যুবা-ফুল্ল-মনে।

অধর যুগলে কিবা সুহাসির ঘটা
দেহের সুগন্ধে চারি দিক আমোদিত,
হইল তোমার হৃদ পদ্ম বিকসিত
হেরি তমোহর রূপ কিরণের ছটা।

ধীরে ধীরে আসি দাঁড়াইল তব পাশে,
তব মুখ পানে চাহি ঈষদ হাসিল
সুকোমল করে তব কর নিপীড়িল
কহিতে লাগিল মৃদু মধুবহ ভাষে।

হে যুবক! চল চল বিলম্বে কি কাজ,
ভুলেছ কি মোর সহ পূর্ব্ব পরিচয়,
এই এই দেখা যায় আমার আলয়
লও লও গমন উচিত সজ্জা সাজ।

এই যে ভবন ধ্বজে ধবল পতাকা
উড়িছে, নড়িছে যেন শুভ্র অজাগর,
মোর সহ আর কিছু হলে অগ্রসর
দেখিবে বাহির দ্বারে সিংহযুগ আঁকা।

শোভিছে বাসব চাঁপ সদৃশ তোরণ
মেঘের গর্জ্জন সম দুন্দুভি বাজিছে
চন্দ্রমা সদৃশ এক আলো বিরাজিছে
এই দ্বার অতি ক্রমি করিবে গমন।

দেখিতে পাইবে মনোহর পুষ্প দ্যান
রক্ত পীত, শ্বেত, নীল. নানাবর্ণে ফুল
ফুটিয়াছে হেরিয়া ভুলেছে অলিকুল,
সমভাবে দিবা নিশ গন্ধ করে দান।

কৃত্রিম কুসুম তরুলতা কত শোভে
সুবর্ণের সূর্য্য মুখী হিরার মল্লিকা।
রজত রজনীগন্ধা জাতি সেফালিকা,
মরকত ভ্রমর ফিরিছে যেন লোভে।

প্রবাল নির্ম্মিত বহু বিকচকমল
স্বর্ণে সুবেষ্টিত স্ফটিকের সরোবর
মরকত সমৃণাল পত্রে শোভাকর
রতনের সুনির্ম্মিত কুমুদের দল।

ভাসিয়া বেড়ায় কৃত রাজ হংসগণ,
গড়েছে শরীর দিয়া রজত বিশদ
প্রবালেতে সুগঠিত চঞ্চু আর পদ,
ঝল ঝল করিতেছে হিরার নয়ন।

মুক্তা লতা ফলতঃ সেখানে মুক্তালতা
ধরিয়াছে স্বর্ণ পাদপের শাখা হাতে
নড়িছে কৃত্রিম পর্ণ অকৃত্রিম বাতে
হিরায় করেছে দূর তার বিফলতা।

এর পর আর এক প্রকোষ্ঠেতে যাবে,
দেখিতে পাইবে কত পোষা পশু পাখী,
শীতল হইবে মন জুড়াইবে আঁখি
কত যে ভীষণ জন্তু হেরি ভয় পাবে।

তড়াগে পোষিত অগ্নিনয়ন কুম্ভীর
কণ্টকে আবৃত মহাতরু যেন ভাসে,
বজ্রনখ দন্তে ধরি মত্তগজগ্রাসে
লাঙ্গুল আঘাতে আস্ফালন করে নীর।

পিঞ্জরে নিবদ্ধ সিংহ প্রোজ্জ্বল নয়ন,
বিকট কুটিল মুখে ফুলাইছে জটা,
মুখ প্রসারিয়া দেখাইছে দন্ত ঘটা,
বায়ু পরশিলে শ্মশ্রু গরজে ভীষণ।

স্থলান্তরে ব্যাঘ্র চমকিছে পেয়ে সাড়া,
ব্যাদান করিছে ঘোর বদন বিশাল,
বিলোলিত জিহ্বা, তাহে ক্ষরিতেছে লাল,
নয়ন জ্বলিছে যেন প্রভাতের তারা।

আলানে নিবদ্ধ রহিয়াছে গজ যূথ,
শুণ্ডে তৃণ রাশিলয়ে শরীরে আছাড়ে
কভু গ্রীবা দোলাইয়া ঘণ্টা ঘন নাড়ে
সিন্দূরে মণ্ডিত শিরঃ পৃষ্ঠোপরিকুথ।

বড়বা ঘোটক শত শত মন্দুরায়,
শৃঙ্খলিত কুক্কুর নিকর স্থলান্তরে
মৃগকৃষ্ণ সার কুল স্বেচ্ছায় বিচরে,
সংগৃহীত সব পশু যা আছে ধরায়।

চমরী গবয় খড়্গী বাঁধা কোন স্থলে
শৃঙ্খলিত শ্বেত, কাল পিঙ্গল ভল্লূক
শল্লকী শৃগাল কপি চঞ্চল উল্লুক
নানা জাতি গাভী উষ্ট্র ফিরে দলে দলে।

ময়ূর সারস আদি পাখী পালে পালে,
পাটল লোহিত নীল, পীত, শ্বেত কত
আহারে বিহারে কভু বিবাদে বিরত
উদ্যানের সহ কত বদ্ধলৌহ জালে।

কোথাও বা বহু মৃত পশু বিহঙ্গম,
সহসা দেখিবে জীবিতের অবিকল,
আহার, স্পন্দন, শব্দ নাহিক কেবল
সহস্র সহস্র আছে হয়ে নেত্র রম।

এই স্থল অতি ক্রমি গেলে কিছু দুর
দেখিতে পাইবে, সেনা শ্রেণী সারি সারি,
নানারূপ পরিচ্ছদে নানা অস্ত্র ধারী
আমারে হেরিয়া সঙ্গে পথ ছাড়ি দিবে।
চাহিয়া দেখিও পথে ভীম অস্ত্রালয়
বাজিতেছে রণ বাদ্য বীর রসাশ্রয়
কারাগৃহ এর পরে দেখিতে পাইবে॥

এর পর নানারূপ বিচার আলয়
কলরবে চারি দিক জন স্রোত বহে
পরে রাজ কোষ পূর্ণ মণিরত্নাবহে,
স্থানে স্থানে সুসজ্জিত ভজন নিলয়।

সজ্জিত আপণ শ্রেণী অতি ক্রমি ত্বরা
তোমারে নিশীতে নিব স্ফটিক ভবনে
নয়ন সফল হবে সে শোভা দর্শনে,
একত্রে মিলিত যেন বৈকুণ্ঠে অমরা।

মাঝে নাট্য রঙ্গ গৃহ প্রান্তর প্রসর,
ছচরস্র রূপে ঘেরা স্ফটিক প্রাকার,
সুবর্ণ কবাট যুক্ত সারি সারি দ্বার
চারিদিকে শোভা পায় সমান অন্তর।

উপরে সজ্জিত সুবিচি চন্দ্রাতপ,
ধবল ব্যজন মালা ধীরে বিচালিত,
সহস্র হিরার ঝাড় সম বিলম্বিত
নানা বর্ণে আলো তাহে জ্বলে ধপ্ ধপ্।

চারিদিক শত শত পাষাণ মুরতি
দাঁড়ায়েছে মণির আলোক ধরি করে,
কত রত্ন মালা চকমকে থরে থরে
কিবা মনোহর চিত্র পটের সংহতি!

চিত্রিত অনেক বীর পুরুষ প্রধান,
সুসজ্জিত অস্ত্রে শস্ত্রে সঙ্গেতে বাহিনী,
কোথাও চিত্রিতা নব যৌবনা মানিনী,
ঘটায়েছে রসিকের কত অপমান।

চিত্রিত যুবতী এক গাত্রে ঝরে জল,
এই স্নান করি যেন উঠিল আয়াসে,
সূক্ষ্ম আর্দ্র বস্ত্র ভেদি গৌর বর্ণ ভাসে
বস্ত্র জড়াইয়া হেলি নিপীড়ে কুন্তল।

কোথাও প্রকাণ্ড পটে চিত্রিত সমর,
ভূমে পড়ি সকিরীট কাটা মুণ্ডচয়,
বহিছে রুধির স্রোতঃ যেন বোধ হয়,
রণ মদে মত্ত যেন সেনানী নিকর।

পটান্তরে বৃদ্ধা যষ্টি ধরি চলিয়াছে
লোল চর্ম্ম শুভ্র কেশ স্খলিত দশন
ভ্রূযুগল ঝুলি ঢাকিয়াছে দুনয়ন
দেখিবে আরো যে কত চিত্র রহিয়াছে।

আলো বর্ণে কত যে কবিতা লেখা তার,
একস্থলে লেখা আছে, "হে দর্শক দল!
এ অনিত্য ভবে আর সকলি বিফল,
সুখ ভোগ-সুখ-ভোগ-সুখ ভোগ-সার।"

এক পটে শোভা পায় চিত্রিত জলধি,
ঠিক যেন উঠিতেছে তরঙ্গ নিচয়,
পোত ডুবিতেছে যেন দেখি বোধ হয়,
দেখা যায় যেন প্রবাহের গতি বিধি।

কৃত্রিম পুষ্পিত গুল্ম চারিদিক কত,
শোভার আধার উৎস চারি কোণে চারি,
সহস্র সুমন্দ ধারে, কিবা মনোহারি
সুরভি সলিল বাহিরিছে অবিরত।

রতন পিঞ্জরে ঝোলে পাখী নানা জাতি
মানিক জিনিয়া নানা বর্ণে শোভা পায়,
স্তব্ধ ভাবে আছে কত চিত্রিতের প্রায়,
কত গুলি গায় সংগীতের স্বরে মাতি।

চারি দিক থরে থরে বিচিত্র আসন
হীরক খচিত কারু বসনে আবৃত
নিম্ন ভাগে কত পশু উপলের কৃত
ভল্লুক, শার্দ্দূল, সিংহ আদি অগণন।

ঘেরি বসিয়াছে যত নরেশ তথায়,
অতুল শরীরে নিরুপম পরিচ্ছদ,
মণিময় আভরণ আহা কি বিশদ
মলিন সে গৃহ শিরোমণির আভায়।

চারি দিক স্ফটিকে হইয়া সুবিম্বিত,
এই রূপ শত শত গৃহ শোভা পায়,
দর্পন কম্পনে কভু কভু দেখা যায়,
আকাশেতে নাট্যশালা যেন বিদোলিত।

এক দিকে বহু সুর নর্ত্তকী নবীনা,
বিবিধ ভুষণে সাজি মিলি নৃত্য করে,
দোলে বেনী, হার আর শ্রম বারি ঝরে,
মন্দিরা, মুরজে মিলি বাজে " নাড়ী" বীণা।

আর দিকে সাজি বহু কিন্নরী কিন্নর
মুরজে রাখিয়া, তাল লয় যথা গতি,
আগে বাজাইয়া বহু বীণা কলাবতী
বর্ষিছে সঙ্গীত মধু সুর মনোহর।

মধ্য ভাগে হইতেছে কিবা অভিনয়
কখন দর্শকগণ প্রফুল্ল অন্তর,
কভু কাঁদে হয়ে সবে দুঃখে জর জর,
কভু হয় থর থর কম্পিত হৃদয়।

কভু কিবা হইতেছে কৃত্রিম প্রভাত,
উদিছে কৃত্রিম রবি লোহিত বরণ,
সহসা কৃত্রিম মেঘে ঢাকিছে গগণ
কৃত্রিম চপলা চমকিয়া হয় পাত,

পুরোভাগে এক উচ্চ বিচিত্র আসন,
উপরেতে ক্ষুদ্র এক রতন নিলয়
সম্মুখেতে চন্দ্রমণি দীপ সুধাময়
মণিময় শ্বেতচ্ছত্র ঊর্দ্ধে সুশোভন।

নিম্নভাগে মরকত ময়ুর যুগল,
অঙ্গের বরণ ভাতি নিন্দি ইন্দ্রচাপ,
তুলিয়াছে মণিময় বিচিত্র কলাপ,
নৃত্য করিতেছে যেন হইয়া চঞ্চল।

চারি কোণে চারি মনোরমা বিদ্যাধরী
করে মন্দ মন্দ শুভ্র চামর ব্যজন,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছে সুর বালাগণ,
নানা রূপ ভোজ্য পান পাত্র করে ধরি।

জান কোন্ জন এই ভবনের স্বামী ?
কে পবিত্র করে সেই সুচিত্র আসন ?
সেই উপাদেয় ভোগ্য কেকরে সেবন ?
ইহার উত্তর বটে, আমি, আমি, আমি।

আমার নাম কি জান ? মহত্মা "বিষয় ;"
সংসারে সহৃদ্ধি সুখ আমার অধীন
আমার কোপেতে সবে হয় ধন হীন,
পাইয়াছ দেখা, তব বড় ভাগ্যোদয়।

চল চল মোর সহ সে অপূর্ব্ব ধাম,
বিরাজ করিও সেই ময়ুর আসনে,
সুখেতে করিও কেলি সুর বালা সনে
হইবে অভাব দগ্ধ হৃদয় বিশ্রাম,

ঘটিবে তোমার নানা রূপ সুখ সেবা,
পিত শ্রুতি মুখে কিন্নরীর গীত মধু,
রসনায় পিবে যাহা, প্রকৃতই মধু,
আর আর কত কিছু, তা বলিবে কেবা ?

এই রূপ বলি মৃদু হাসি ধন ঈশ,
পান করি বারে তার করে দিল সুরা,
যেই মাত্র নিলে পাত্র ভাবিয়া মধুরা,
হইল আকাশ বাণী, "বিষ," "বিষ," "বিষ।"

আঁখির পলক মাত্রে ভেদিয়া আকাশ
সহস্র চপলা যেন একত্রে পড়িল,
প্রকাণ্ড আকার এক পুরুষ নামিল,
তরলিত বিভাপুঞ্জ শরীরে বিকাশ।

বাত বিলোড়িত সিন্ধু কল্লোল গম্ভীরে,
কহিতে লাগিল হাঁসি বিকাশিবদন,
দশন বিভায় কর্ব্বুরিল মেঘগণ
বহু গিরি দেশ প্রতি ধ্বনিল সুধীরে।

তপন মণ্ডলে আসি আঁধার পশিল,
সাগরের গর্ভে নাকি অগ্নি শিখা ভাসে?
দূর গত উড়ুবরে খদ্যোতিকা হাঁসে,
হাস্য বীর রসে বায়ু মণ্ডল পূরিল।

শুনি সাধুমনে সাধু সাহস বাড়িল,
কাঁপিল পাতকি কুল, ঘোর শঙ্কা বেশে,
দেখিতে দেখিতে খর্ব্ব কায় নর বেশে,
ধর্ম্মদেব, কাছে আসি পুনঃ আরম্ভিল॥

"ত্যাজ ত্যাজ মোহ ময় মহা হলা হল
বিষয় কুহকী ব্যাধ পাতি মায়া জাল,
ধরিচে মানুষ, অহো কিবা ইন্দ্র জাল!
এ মনোরঞ্জন ফুলে জন্মে বিষফল।

আমার সহিত চল কি ভয় কি ভয়
ভুলিওনা ভুলিওনা পাপ প্রলোভনে
পাপ, তাপ, শোক হীন শান্তি নিকেতনে
কেবল শরীর নহে জুড়াবে হৃদয়।

পর্ব্বত উপরে সেই সুখের নিলয়
উৎস রূপে যোগানন্দ ধারা অবিশ্রম,
তার কাছে কোন্ ছার বিষয়ের ধাম,
একত্র বিরাজকরে ঋতু সমুদয়।

কোথা বর্ষা কভু কভু তপন বিকাশ,
অজস্র পড়িছে জল ধারা ঝর-ঝরে,
উড়ে দলে দলে কাল মেঘ বায়ুভরে,
গর্জ্জন চপলাখেলা, বিকসিত কাশ।

কোথাও শরদ শুভ্র বিরল জলদা,
বিকসিত শত শত স্থলজ কমল,
নিশীতে কুমুদ জালে সলিল ধবল,
সেফালিকা তরু গন্ধ বিতরিছে সদা।

সুবাসিত ধবলিত ধূতুরার বন,
রবিকর রুদ্ধ হয়ে শিখর শাখায়,
প্রবাল সন্নিভ সন্ধ্যা কাল শোভাপায়
আহা সুবিশদ কিবা সুধাংশু বদন।

ঊর্দ্ধ্ব ভাগে এক স্থানে হেমন্তশিশির,
তপস্বি-যুগল যেন যোগে করে বাস,
শশী রবি মুখাবৃত রুদ্ধ বায়ু ন্যাস,
তুষার ধবল ভস্মে ভূষিত শরীর।

বসন্ত নিদাঘ পাদদেশে এক স্থলে,
এক দেহে যেন শোভা পায় দুই রূপ,
শুনিয়াছ দেব হরিহর অপ রূপ
ঋতু হরি হর বিলোকিবে কুতূহলে

তীব্র রবিকর শুভ্র অর্দ্ধেক বরণ
বাসন্তি বন নীলিমা আধা বর্ণ ছটা,
নৈদাঘ পিঙ্গল লতা বলী ঘন ছটা,
বাসন্তি-সপুষ্প-গুল্ম কুন্তল শোভন।

দাব দাহ অর্দ্ধ ভালে অনল নয়ন,
আধাভালে অলিকুল অলকা চঞ্চল,
আধা অঙ্গে ভস্ম নব জাত মেঘ দল,
বিকচ পলাশ অর্দ্ধে কুঙ্কুম লেপন।

রবিকর বিতাপিত ফণ-ধরগণ
আধাগল দেশে বিলম্বিত দীর্ঘ হার,
সুপুষ্পিতা বন লতা আধাগলে আর,
শোভা পায় বনমালা, হেরি ভুলে মন।

আতপতাপিত ব্যাঘ্র দল ভয়ঙ্কর,
আধা দেহে বাঘ ছাল যেন পরি হিত,
আধা দেহে যেন কালগুণে বিকসিত,
কুসুম্ব কানন মনো হর পীতাম্বর।

দিগদাহ শিখা এক আঁখি আলোহিত,
অলিগর্ভ বিকসিত পুণ্ডরীক আর,
মরীচিকা ঘোর হাঁসি অৰ্দ্ধে বার বার
নব কিশলয়াধরে আধাস্মুহসিত।

এক দিকে কীচকের রব সিঙ্গা ধ্বান,
বাতাহত গুহা নাদ ডমরু নিঃস্বন
আর দিকে শঙ্খধ্বনি কোকিল কূজন
বাসন্তিক হরিতালা চক্রধর শান।

তৃষার্ত্ত মহিষ সিংহ গবয় শার্দ্দূল,
ভূতরূপে এক দিকে করিছে অর্চ্চনা,
আর দিকে পূজিতেছে পূরাতে বাসনা,
অপ্সরী, কিন্নরী রূপে বিরহিনী কুল।

অনেকে পূজিছে দুই একত্র করিয়া
হেরি সাধকের মনে হয় ভাবাবেশ,
বহু সম্প্রদায়ী করে প্রতিমায় দেষ
এপ্রতিমা ভজে সব ভুবন মিলিয়া।

সম্মুখে দেখিতে পাবে সুরম আশ্রম,
মাঝে মাঝে কুসুমিত লতাগৃহ চয়,
বিহঙ্গের সুললিত গীত মধুময়
শুনি হয় মনঃ ক্ষোভ-রোগ উপশম।

ফলে ফুলে সুশোভিত যত তরুলতা,
তুচ্ছ আহারের তরে কাছে আসি ধীরে,
বুলাইছে গ্রীবা পুচ্ছ নরের শরীরে,
বিরাজিছে মরি মরি কিবা কৃতজ্ঞতা!

অযাচিত সুভোজন তরুতল ফলে,
না চাহিতে তাপিতের প্রতি ছায়াদান,
ইচ্ছামাত্র ঘটে সুনির্ম্মল জল পান।
এই রূপ দয়া আর কোথা ধরাতলে?

তরুগণ শিরঃ নত করি ফল ভরে,
ধ্যান করিতেছে যেন সেই রাজ রাজে
নিস্তব্ধ গভীর ভাব কেমন বিরাজে!
এই রূপ ভক্তি বল কোথায় বিচরে?

সুরভী ঋষভ বিনা তৃণ নাহি খায়,
চঞ্চুতে প্রবেশি চঞ্চু মুঁদিয়া নয়ন,
বিহঙ্গী, বিহঙ্গ বরে করায় ভোজন।
হেলিয়া পড়িছে করী করেণুর গায়,

সুরসিক মৃগবর বিষানাগ্রদিয়া,
মৃগীর কোমল কণ্ঠ করে কণ্ডূয়ন
স্পর্শ সুখে মৃগী আধ মুঁদি দুনয়ন
রঙ্গেতে কুরঙ্গী যেন পড়িছে গলিয়া।

কেলিপর করিবর নামি পদ্মবনে
শুণ্ডে তুলি প্রিয়া মুখে দিতেছে গণ্ডূষ
প্রিয়া মুখ বিচর্ব্বিত মৃণাল পীযূষ,
কাড়িয়া লইছে রঙ্গে মাতিক্ষণে ক্ষণে।

কমলের সমৃণাল পত্র করে তুলি,
করিছে প্রিয়ার পুনঃ আতপ বারণ,
ফুৎকারে করিছে কভু সলিল সেচন,
হেরি এ প্রেমের খেলা কেনা যায় ভুলি?।

অজস্র বৈরাগ্য স্রোত বহে সেই খানে
সন্ধ্যাকালে পাখীগণ এই গীত গায়,
" দিন যায়, দিন যায় দিন যায় হায়!
কেমন যে করে মন পবন প্রয়াণে।"

বায়ু ভরে শর শর করে তরু চয়,
বলে যেন, "স্মর, স্মর, জগদীশ নাম",
গল গলে নির্ঝর পড়িছে অবিশ্রাম,
কহে যেন, "গেল গেল গেলয়ে সময়।"

চারি দিক শৃঙ্গগণ মেঘেতে মলিন,
নব উদাসীন দল বলি বোধ হয়,
সংসার অনলে হয়ে তাপিত হৃদয়,
তথা যেয়ে যেন অঙ্গে লেপিছে তুহিন।

অহিংসা, অক্রোধ সরলতা, শান্তি, প্রেম
অবিকৃত ভাবে বিচরিছে অবিরত
এসবের কাছে "তুচ্ছ হীরা মর কত"
সূর্য্যকান্ত, চন্দ্রকান্ত মণিমুক্তা হেম।

বিষয়ের প্রলোভনে ধর্ম্মের আদেশে,
হইল তোমার চিত্ত যেন দোলা চল,
বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে একবার চল,
আবার যাইতে চাও ধর্ম্মাচলদেশে।

আমি বলি শান্ত ভাবে কথা এক সার,
মজিয়না এক কালে বিষয় লোভনে,
যেওনা ধর্ম্মের বাক্যে পর্ব্বত কাননে,
গৃহে থাকি ধর্ম্ম দেবে পূজ অনিবার।

# হালিসহর পত্রিকা।

১ম ভাগ]　　ফাল্গুণ সন ১২৭৮ সাল,　　[১১ সংখ্যা।



কলিকাতা।

হিতৈষী যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৭৯ সাল বৈশাখ।

# হালিসহর পত্রিকা।

( মাসিক পত্রিকা )

১ম, ভাগ। সন ১২৭৮ সাল, ফাল্গুণ। ১১শ, সংখ্যা।

## দেশীয় নাটকাভিনয়।

কলিকাতায় কয়েক বৎসর হইতে বিশেষরূপে নাটকাভিনয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, অনেক ইংরাজভক্ত যুবকেরা মনে করেন "নাটক অভিনয়টী ইংরাজদিগের নকলমাত্র, যাত্রা, পাঁচালী, আখ্ড়াই, কবিগান প্রভৃতি বাঙ্গলার সম্পত্তি" এইটী সম্পূর্ণ ভ্রম। ভারতবর্ষেই প্রথম অনেকগুলি বিজ্ঞানের ন্যায় নাটকাভিনয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাল্মীকি, রামায়ণ প্রণয়ন করিলে, ভরত মুনি তাহা অপ্সরাদিগের সহিত অভিনয়ে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অনেক স্থলে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বাল্মীকি সমগ্র কাব্য সমাপ্ত না করিতে করিতেই, ভরত মুনি তাহা অভিনয় বিষয়ে সংযোজিত করিয়াছিলেন। সুতরাং বাল্মীকির সমকালেই ভরত মুনি নাটকীয় লীলাখেলা করিয়া গিয়াছেন। রামায়ণের সমকালে ইউরোপে কোন কাব্যই প্রণীত হয় নাই, ইহা পুরাবৃত্তবিদ্ পণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে

ভারতবর্ষেই ইউরোপ অপেক্ষা পূর্ব্বে নাটকাভিনয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ভরতসূত্রে গীতাভিনয়ের উল্লেখ দেখা যায়, সেই গীতাভিনয়ের লক্ষণের সহিত গ্রীশ দেশীয় অভিনয় বিশেষের সহিত অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। গীতাভিনয়ের সহিত আধুনিক বঙ্গদেশীয় যাত্রার কিছুই বিভিন্নতা নাই।

ভারতবর্ষে শিল্প, বিজ্ঞান ও স্বাধীনতার লোপ হইলে, প্রকৃত নাটকাভিনয়ের পরিবর্ত্তে গীতাভিনয়ের অনুকৃতিস্বরূপ যাত্রা প্রবর্ত্তিত হইয়া রহিয়াছে। কালিদাস, ভবভূতি ও কাশ্মীরের রাজা শ্রীহর্ষদেব প্রভৃতির সময়েই নাটকাভিনয়ের সমধিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, সে সময়ে কি রূপ প্রণালীতে অভিনয়ক্রিয়া সম্পাদিত হইত তাহা সংস্কৃত নাটকগুলির রচনা ও বর্ণনা বিশেষরূপে সমালোচনা করিলেই অনুভূত হইতে পারে। সমুদয় বর্ণন করা এ ক্ষুদ্র প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে, সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা নাটক রচনাসম্বন্ধে নানা প্রকার বিধি বদ্ধ করিয়া অশেষ শৃঙ্খলা করিয়াছেন কিন্তু অনেক অংশে কুসংস্কার প্রবর্ত্তিত করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় লোকদিগের অন্তঃকরণ প্রমাণপ্রয়োগের একান্ত অনুগত, ইহারা পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণের প্রতিকূলতাচরণে বিন্দুমাত্রও অগ্রসর হন্ না। সময়ে সময়ে আচার ব্যবহার রীতি নীতি অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে তজ্জন্য প্রাচীন সময়ের কোন কোন নির্দ্দিষ্ট বর্ণনা এখন তাদৃশ হৃদয়গ্রাহিণী হয় না।

সমুদয় সংস্কৃত নাটকের প্রারম্ভেই সূত্রধার ও নটীর অভিনয় দৃষ্ট হইয়া থাকে, উহাই প্রস্তাবনা নামে কথিত হইয়াছে, এখন আর নিতান্ত প্রাচীনতাভক্ত ব্যতীত কেহই তৎপ্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন না। নবতা, একটী মনোহারিতার প্রধান অঙ্গ, একটী ভাল বিষয়ও পুনঃ পুনঃ চর্ব্বিত হইলে শেষ অতি বিষবৎ হইয়া উঠে সেই অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের কালের নান্দীপাঠ সূত্রধর ও নটে

শুষ্ক আলাপ, সেকেলে সভা বর্ণনা, এ গুলি এখনকার লোকের নিকট আর মনোহর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে না।

বিদূষক কলারে বামুন ব্যতীত দেখা যায় না, এখনকার সময়ে খাওয়ার কথাতে, পেটুকতার ভাব ভঙ্গিতে, উদ্গার হাই প্রভৃতির অভিনয়ে রসিকতা হয় না। আলঙ্কারিকদিগের লক্ষণ অতিক্রম করিতে এখনপর্য্যন্ত কেহই সাহসী নহে, যাহারা ইংরাজিতে এদিক ওদিক নাটক পাঠ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে কখন কখন ভরতসূত্র অতিক্রম করিয়া চলিতে দেখা যায়, কিন্তু সংস্কৃত-পরায়ণ মহাশয়েরা এককালে অলঙ্কারসূত্রের ক্রুত সেবক, রস, ভাব, তাৎপর্য্য থাকুক আর না থাকুক, নাটকখানি অলঙ্কারসম্মত হইলেই ভ্রমশূন্য হইল মনে করা হয়, প্রাচীন সংস্কৃত নাটকলেখকেরা স্বাধীনভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সেই নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী রচনা লইয়া কতকগুলি অসম্পন্ন নিয়ম প্রয়োজিত হইয়া রহিয়াছে। (দেবী পুনর্ভবেৎ জ্যেষ্ঠা প্রগল্ভা নৃপবংশজা।) এই স্থলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে বাসবদত্তা ও রত্নাবলী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীযুগল শেষরূপ লক্ষিত হইতেছে না হইবার সম্ভাবনাও অতি অল্প, এরূপ শত-শত স্থলে আলঙ্কারিকদের গোঁড়ামি দেখা যায়, যে সকল সুত্র সামান্য ভাবে অনেক স্থলে না খাটে, তাহা কখনই সাধারণ নিয়মের স্থানীভূত হইতে পারেনা।

দেশ কাল পাত্রের অবস্থানুসারে লোকের অভিরুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত নাটকের মধ্যে মৃচ্ছকটিকই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন, ইদানীং তদ্‌গ্রন্থ বর্ণিত আচার ব্যবহার ও প্রণয় নিতান্ত অপবিত্র বলিয়া বোধ হয়, অনেকের মতে কালিদাস, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কবি, অভিজ্ঞান শকুন্তলা তাঁহার প্রধান কৃতি, এই গণনা-য় অভিজ্ঞান শকুন্তল পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক, সকলে ইহার সর্ব্বাগ্রগণ্যতা স্বীকার করুন আর না করুন, ইহা যে এক সর্ব্ব প্রধান

শ্রেণীর নাটক সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, সময়ের প্রভাবে ইহারও অনেক অংশে দোষ লক্ষিত হইতেছে। তপোবন হইতে শকুন্তলা যে সময়ে রাজভবনে গমন করেন, সেই উপলক্ষে ভারত-বর্ষীয় কামিনীদিগের স্বামিগৃহে নবগমন অতি চমৎকার রূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আর ১০ বৎসর পরে বঙ্গ দেশের আচার ব্যবহার এরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে যে কৃতবিদ্য যুবকেরা সেই বর্ণনা সহসা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না, ইউরোপীয় সংস্রবে এ দেশের স্ত্রীলোকের সলজ্জ প্রকৃতির সংস্কার প্রায় তিরোহিত হইয়া আসিতেছে।

শকুন্তলার প্রতি পূর্ব্বে এত আগ্রহ এত অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া ৮। ৯ মাস কাল মধ্যে এক কালে বিস্মৃত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করার কারণ যোজনা তত উৎকৃষ্ট হয় নাই, শাপের অর্থ, আধুনিক লোকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেনা, কবির প্রতি অশক্তি দোষারোপ করিয়া অভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে।

দুষ্মন্ত নবানুরাগমত্ত হইয়া কন্দর্পের প্রতি এরূপ বলিয়াছিলেন। মদন! "তোমাকে কুসুমশর ও চন্দ্রকে শীতরশ্মি বলিয়া লোকে আহ্বান করে, কিন্তু মাদৃশ জনের প্রতি এই দুই পদার্থের সার্থকতা রক্ষা পাইতেছে না। যে হেতুক চন্দ্র তাহার শীতল কিরণ দ্বারা অগ্নি বর্ষণ করিতেছে তুমিও তোমার কুসুম বাণ বজ্র সদৃশ করিলে" এই বর্ণনাতে পাণ্ডিত্য ও অলঙ্কারচাতুর্য্যের এক-শেষ হইয়াছে, কিন্তু আধুনিক লোকেরা আর এরূপ বর্ণনার প্রতি তাদৃশ আদর প্রকাশ করেন না, কারণ একটী কাল্পনিক দেবতার প্রতি লক্ষ করিয়া এরূপ কাল্পনিক ভাবে বিলাপ করা আধুনিক লোকেরা স্বাভাবিক মনে করেন না। বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে পুরুরবার বিরহ বর্ণন সর্ব্বস্ব বলিলে অত্যুক্তি হয় না, ও রূপ বর্ণনা দ্ব শ্রোতৃগণ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া কবির প্রতি ধন্যব

অর্পণ করিতে প্রস্তুত হন, কিন্তু কোন ক্রমেই অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইবার নহে।

পূর্ব্বতন কবিদিগের দোষ উদ্ঘাটন করা আমাদের পর্য্যালোচনার উদ্দেশ্য নহে, বঙ্গ দেশীয় কুসংস্কৃত নাটকলেখকদিগের স্বভাব শোধনই একমাত্র লক্ষ্য।

লেখকগণ দেশ কাল পাত্রের প্রতি কিছুই দৃষ্টিপাত রাখেন না কেবল সংস্কৃত নাটকের অনুকরণ ও আলঙ্কারিকদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ বোধ করেন, লেখকদিগের দোষে বঙ্গ দেশীয় অভিনেতৃগণও কুসংস্কারবর্জ্জিত নহেন।

তাঁহারা সেকেলে সভাসজ্জা ও সেকেলে রকমের ভাব ভঙ্গি প্রকাশ করিয়া সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের বিরক্তি জন্মাইয়া দেন, মহাভারত ও রামায়ণের প্রস্তাবের প্রতিই এদেশীয় অভিনেতৃদের অত্যন্ত অনুরাগ। যদিও রামায়ণের প্রস্তাবটী যার পর নাই উৎকৃষ্ট, তথাপি বহু কাল সর্ব্বদা চর্চ্চিত হওয়াতে তাহার নবত্ব কিছুই নাই।

পশ্চাৎ অনবগতি নাটকাভিনয়ের একটী প্রধান সৌন্দর্য্য। দর্শকগণ যদি নাটকের পরভাগের ঘটনা গুলি জানিতে পায় তবে প্রাক্ সময়ে ততদূর আগ্রহ থাকেনা ও চমৎকার ঘটনা কালে বড় একটা বিস্ময় উপস্থিত হয় না। রাম-বন-বাস-অভিনয় কালে প্রথম কৈকেয়ী যখন রামের প্রতি, ভরতনির্ব্বিশেষে স্নেহ প্রকাশ করিয়া রামকে ঐ রাজ্য প্রদান করিতে সম্মত থাকে, তখন দর্শকগণ মনে করে এখনই মন্থরার মন্ত্রণায় মত পরিবর্ত্তিত হইবেক।

এস্থলে অনেকে এরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, যে নাটক এক বার শুনা কি পাঠ করা গিয়াছে তাহার আর অভিনয় ভাল বোধ হইবে না, অভিনয়ের পূর্ব্বে পুস্তক মুদ্রিত করণ অনুচিত "ইহার উত্তর পক্ষে এরূপ বক্তব্য যে" নাটকীয় প্রস্তাবটী অপঠিত কি অশ্রুত থাকিলে অবশ্যই অভিনয় কালে অধিক মন আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়।

এক বার দুই বার পাঠ করাতে ভালরূপে প্রস্তাব মনে জাগরূক থাকেনা, অনেক প্রস্তাব আছে অনেক বার পাঠেও সম্যক্ স্মৃতিস্থ হয়না। কাদম্বরীই তাহার এক দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু রামায়ণ ভাগবত ও মহাভারতের কতক গুলি অংশ এত পুরাতন হইয়াছে যে তাহার আর অভিনয়যোগ্য নয়। বিশেষতঃ দেবলীলা অভিনয় দ্বারা আধুনিক লোকদিগের মন আকৃষ্ট হয় না, কারণ দেবলীলাতে অত্যন্ত অলৌকিক বর্ণনায় প্রকৃতি বিকৃতভাবে অবস্থিতি করে। অভিনয়ে অপ্রাকৃতিক ভাব আনীত হইলে আশানুরূপ ফলপ্রদ হয় না, পুরাণের মানবলীলাও ঠিক দেবলীলার ন্যায় অলৌকিকভাব পূর্ণ।

বঙ্গ দেশীয় অভিনেতাদিগের আর একটী প্রধান দোষ এই, তাহারা অভিনেয় প্রকৃতি দ্বারা তদ্গত চিত্ত হইতে পারেনা, বঙ্গ দেশীয় সমাজদোষে বালকেরাই স্ত্রীলোকের সাজ গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু স্ত্রীলোকের ভাব কোন প্রকারই পুরুষে বিশেষতঃ বালকে প্রকাশ করিতে পারেনা; কালিদাস কি সেক্সপিয়রের ন্যায় প্রকৃতি-দর্শী পুরুষ হইলে কথঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে পারে বটে, এরূপ, অসাধারণ লোকের সংখ্যা অতি অল্প, বালক স্ত্রীর সাজগ্রহণে করিলে, আকৃতিগতও অনেক ত্রুটি থাকে। এ বিষয় বলা বাহুল্য এবিষয়টী বঙ্গদেশের অনেক বৎসরের নিমিত্ত অপরিহার্য্য থাকি-বে। বস্তুতঃ যে পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা প্রচারিত না হয় সে পর্য্যন্ত নাটক অভিনয়ও এতদ্দেশে অঙ্গহীন থাকিবে। বঙ্গদেশে অল্প দিন মাত্র পুনর্ব্বার অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে অশেষ ত্রুটি মার্জ্জনীয়, বর্ষে বর্ষে কিছু কিছু করিয়া উন্নতি হইলেও ১০ বৎসরে এক রূপ হইতে পারে কিন্তু কুসংস্কার মিশ্রিত থাকিলে সহসা উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়?

নাটকে তদ্গত ভাব, সর্ব্ব প্রধান অঙ্গ। এদেশে অনেক স্থলে পূর্ণাভিনয়, গীতাভিনয়, যাত্রা প্রভৃতি দৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তদ্গত

ভাব প্রায় প্রত্যক্ষ হয় নাই। রাম ও লক্ষ্মণের যেরূপ ভাতৃভাব রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে, তদনুযায়ী আন্তরিক স্নেহ সহকারে উভয়ের পরস্পর ব্যবহার অভিনয় করা সহজ নহে। বস্তুতঃ, আন্তরিকভাব না জন্মিলে স্নেহ, মমতা, প্রেম, আরোপিত করা যে কত দূর কঠিন কর্ম্ম তাহা বর্ণনাতীত। অনেকে মনে করিতে পারেন অভিনেতৃগণের বাহ্যিক অভিনয়ই লোকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, আন্তরিক ভাব অনুভব করিবার কাহারই সামর্থ্য নাই, এইরূপ সংস্কার তাহাদের সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। অকৃত্রিম স্নেহ, প্রেম, পরস্পর-দৃষ্টিপাত দ্বারা সুন্দর প্রকাশিত হইয়া থাকে, রামের প্রতি লক্ষ্মণ ভক্তি ও প্রেম সহকারে দৃষ্টিপাত করিবে, লক্ষ্মণের প্রতি রাম স্নেহ ও প্রেমমিশ্রিত কটাক্ষ প্রদান করিবে, এতদনুযায়ী ভাব ভঙ্গিও আলাপের স্বরাভাস রক্ষা পাওয়া আবশ্যক।

চক্ষু ও বাক্যাভায দ্বারা আরোপিত রূপে বর্ণিত প্রকৃতির অভিনয় একান্ত সুশিক্ষিত না হইলে সুসাধিত হইবার নহে, অনেক অভিনয়ে দেখা গিয়াছে লক্ষ্মণ রামের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান আছে, অথচ নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় পরস্পর অস্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিতেছে, তদ্দ্বারা বোধ হইয়াছে যেন উভয়েরই পরস্পর হৃদয়ের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, ইহাতে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি সন্তুষ্ট হইতে পারে ?।

আমার মতে যাহাদের পরস্পর স্বভাবত প্রণয় আছে তাহা-দিগকেই প্রণয়ী সজ্জীভূত করান উচিত, কিন্তু বর্ণনাযায়ী আকৃতি না হইলে কেবল আন্তরিক ভাব দ্বারা সম্পন্নরূপে অভিনয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবার নহে, গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী অভিনেতৃদিগের আন্তরিক ও বাহ্যিক সাদৃশ্য বড় দুষ্প্রাপ্য, দেখুন বাল্মীকির বর্ণনানু-যায়ী সীতা ও রামের ন্যায় আকৃতি সঙ্ঘটনই অত্যন্ত দুর্ঘটব্যাপার, তাহাতে আবার পরস্পর স্বাভাবিক প্রণয়সঞ্চারসংগ্রহ করিতে হইলে মনুষ্যের কর্ম্ম নহে। এপর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে সুশিক্ষিত

নবযুবকেরা বহু পরিশ্রম দ্বারা বর্ণিত প্রকৃতি শিক্ষা করিয়া লইতে পারে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি কৃতবিদ্য লোকেরা ৪। ৬ মাস যত্ন করিলে ১। ২ প্রকৃতি কিয়দংশে অভিনয় করিতে পারে, বাহ্যপ্রকৃতি অবশ্যই অন্বেষণ করিয়া লইতে হইবে, বঙ্গ দেশের গ্রন্থকারের সংখ্যার ন্যায় নাটকাভিনয়ের কেবল সংখ্যাবৃদ্ধিদ্বারা সন্তুষ্ট থাকিতে পারা যায়না।

ঐকতানিক বাদ্য সঙ্গীতের আর একটী প্রধান অঙ্গ, আধুনিক কৃতবিদ্য লোকেরা অনেকে মনে করিতে পারেন, এইটী ইংরাজি (কন্‌সার্টের অনুকরণমাত্র) ভারতবর্ষে কখনই ঐরূপ বাদ্য ছিলনা, ইংরাজি ও জারমান প্রণালীর সাহায্যে ঐকতানিকতার অনেক দূর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু মূল অংশটী ভারতবর্ষে অনেক শত বর্ষ পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। মুসলমানেরা সমগ্রামিক ঐকতানিকতা সর্ব্বদা অধিক ব্যবহার করিতেন, সাঁনাইএর সহযোগী (জুড়ি) ও তানপূরাই তাহার নিদর্শন। ইউরোপের ন্যায় হিন্দুরা যে বিষম ঐকতানিকতার প্রতি অধিক আদর প্রকাশ করিতেন, বীণার স্বর সম্মীলনই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ। কতক গুলি নূতন ও পুরাতন যন্ত্র সমবেত করা কেবল রূপ ভেদ মাত্র, স্থান ও সাময়িক শোভা প্রদর্শন নাটকের অন্য একটী অঙ্গ, দেশে শিল্পের উন্নতি না হইলে এই অঙ্গের উৎকর্ষ হইতে পারেনা, উপসংহারকালে অভিনেতৃগণের নিকট বিনীত ভাবে এই বিবেদন যে তাহারা যেন কুৎসিত রূপে অভিনয় করিয়া নাটকাভিনয় লোকের বিরাগভাজন না করেন, বিশেষতঃ নাটকলেখকদিগের দোষে অভিনয়ের সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে, নাটকীয় দোষের উদাহরণ প্রদর্শনার্থ এক খানি নাটক সমালোচিত হইতেছে।

---

# সমালোচনা।

## রুক্মিণীহরণ নাটক।

শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত,

কলিকাতা ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

মূল্য ॥০ আনা।

পণ্ডিতবর শ্রীরামনারায়ণ কৃত বলিয়া আমরা উৎসুকচিত্তে এই নাটকখানি পাঠ করিয়াছি।

শচীপতি ইন্দ্র পারিজাত কুসুম মালাব্যতিরেকে কখনই কাহাকে পলাশ পুষ্পমালা প্রদান করেন না, শশধর সুধা ভিন্ন কাহাকে গরল উপহার দেন না। তর্করত্ন মহাশয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ভূষণ, এক জন সুলেখক, নাটক রচনায় অত্যন্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ, তাঁহার লেখনি বিনির্গত বলিয়াই অতীব ব্যগ্র হইয়া এই পুস্তক খানি ক্রয় করি এবং সমধিক যত্নের সহিত ইহা পাঠ করি, কিন্তু আমাদের অর্থব্যয় ও পরিশ্রম বৃথা হইয়াছে ও গ্রন্থকার আমাদিগকে একেবারে হতাশ করিয়াছেন। বলিতে কি, পাঠকমণ্ডলী তাঁহার নিকট রুক্মিণীহরণের রচনাপেক্ষা সহস্র গুণের উৎকৃষ্ট রচনা প্রত্যাশা করে।

রুক্মিণীহরণ উপাখ্যানটী প্রথমতঃ প্রাচীন আখ্যায়িকা, বঙ্গদেশের আপামর সাধারণের ইহা কণ্ঠস্থ, বিশেষতঃ যাত্রাওয়ালা ও পাঁচালি-ওয়ালারাই এ মনোহর উপাখ্যানটীর যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা করিয়াছে। এই কাল সভ্যতার উচ্চতম সোপানে অধিষ্ঠিত হইয়াছে, পৌরাণিক গল্প আর কাহারও হৃদয়গ্রাহী হয়না, বিশেষতঃ রচনার লালিত্য না থাকিলে সেই সকল উপাখ্যান একেবারে সাধারণের অশ্রেদ্ধেয় হইয়া উঠে। কি অভিপ্রায়ে এই পুরাতন আখ্যায়িকাটী পুনর্ব্বার নাটকচ্ছলে রচিত হইল তাহা আমাদের ন্যায় লোকের হৃদয়ঙ্গম হয়না। যদি যশোলাভ করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে

তাঁহার সে উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে না, যদি অর্থলাভেচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাঁহার সকল পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় বৃথা হইয়াছে, অত্যল্প লোকেই রুক্মিণীহরণ গ্রন্থ ক্রয় করিবে। হয়ত আমাদের ন্যায় অনেকে এই নাটক ক্রয় করিয়া পরিশেষে আবর্জ্জনার আধারে নিক্ষেপ করিবে। এই নাটকখানি, পাশ্চাত্যভাব, অনাবশ্যক পদ প্রয়োগ প্রয়োজনীয় পদ ত্যাগ, অপ্রচলিত বাক্য বিন্যাস প্রভৃতি দোষে পরিপূর্ণ। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিদিগের বাক্য, কার্য্যকলাপ, ভাব ভঙ্গি সম্পূর্ণ তৎকালোপোযোগী নহে। রচনার লালিত্য বা চমৎকারিত্ব কিছুই নাই বলিলেও বলা যাইতে পারে। আমরা ক্রমান্বয়ে এই কয়েকটী দোষের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি।

(১) পাশ্চাত্য ভাব।

১১ পৃষ্ঠা ৩ পংক্তি "আমাকে মনদুঃখটা এখন কখনই তুমিদিবেনা"
১৩ " ২০ " "কৃষ্ণময়ই যেন এখন জগত হয়েছে"
৩০ " ১৭ " "এসেছি অনেকক্ষণ"
৩২ " ১৫ " "বোলোদেখি কৃষ্ণকে"
৩৪ " শেষ " "এখন কাজকি ওকথায়"
৪০ " ১৬ " "আহার করুন আপনি"
৪৮ " ১৮ " "করুণারসাশ্রয় একটীকরে গান গাই"
৫৪ " ৯ " "কি বলেন আপনি"
৪৮ " ১৯ " "হাঁ যাচ্চি আমরা"
৬৪ " ১৩ " "বলি যাবেনা তুমি ?"
৭১ " ১০ " "আমি জানি সকল"
৭৪ " ১১ " "ভাল বলচেন আপনি"
" " ১৩ " "তাহলে ধিক আমাদের ক্ষত্রিয়কুলে"
৮৭ " ১১ " "তাকে জিত্যে এখন কেউ পারবেনা"
৯৬ " ২ " "আমরা কি, ভুলতে পারি তোমাকে"

ন্যায়রত্ন মহাশয় এক জন সংস্কৃতশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত। তাঁহার রচিত গ্রন্থে এপ্রকার পাশ্চাত্যভাব পরিপূর্ণ পদ গুলি সন্নিবেশিত হওয়া অতীব দুঃখের বিষয়। "খাব ভাত আমি,, শুন্‌তে পান তিনি "যেতে বল তাঁকে,, এবম্প্রকার পদ প্রয়োগ কত দূর যুক্তিসিদ্ধ ও শ্রবণমধুর তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন। ইহা আরও দুঃখ ও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যাঁহাদের উপরে বঙ্গভাষা সংস্করণের ভার অর্পিত রহিয়াছে, যাঁহাদের পরিশ্রমের ও অব্যবসায়ের উপরে আমাদের সমস্ত আশা ভরসা নিহিত রহিয়াছে,যাঁহাদের রচণা অনুকরণ করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী লোকেরা বঙ্গভাষা রচনা শিক্ষা করিবে তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদিতে এই প্রকার পদ দৃষ্টিগোচর করা বঙ্গভাষার অবনতি ও দুর্ভাগ্যের কারণ ব্যতিরেকে আর কি বলা যাইতে পারে।

অনাবশ্যক পদ প্রয়োগ—অল্পবাক্য প্রয়োগ দ্বারা যে প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, কতক গুলি অনাবশ্যক পদ বিন্যাস দ্বারা ততদূর হয়না। স্বল্পবাক্যে মানসিক ভাব প্রকাশ করাই সুলেখকের চিহ্ন। মহাকবি সেক্সপিয়র, সুবিখ্যাত লেখক লর্ড বেকন, সংস্কৃত-কবি-কুলতিলক কালিদাস, বঙ্গকবি-কুল-কেতু ভারতচন্দ্র প্রভৃতি পণ্ডিতেরা স্বল্পবাক্য প্রয়োগ করিয়া চমৎকার রচনাকৌশলে নিজ নিজ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গ্রন্থগুলি অদ্যাপি—হয়ত চিরকাল জীবিত থাকিবে।

অনাবশ্যক পদ প্রয়োগের উদাহরণ।

৬১ পৃষ্ঠা — ১৬ পংক্তি -"তুমি (তা) তামাসা কচ্চো,,

৭৫ ,, ১২ ,, -"আপনিই এখানে আসিবেন (নাকি) স্থির করেছেন,,

৮৬ ,, ২ ,, -"ভাবলেম ( বলি) দেখিগে,,

৯০ ,, ১৩ ,, -"আমার কিন্তু প্রতিজ্ঞা (আমি) ঐকালাটাকে,,

প্রয়োজনীয় পদত্যাগ---

(১) ৫৯ পৃষ্ঠা — ১১ পংক্তি "নতুবা সেই দেবীর নিকট আমার [যা] মনে আছে [তাই] করবো ,,

৬০ -- -- শেষ পংক্তি পেচো [য়] পেয়েছে,,

৭৯ — ১২ পংক্তি "আপনি যদি মনোযোগ করতেন [ তা হলে ] কিনা করতে পারতেন,,

৭৫ — ১০ "আর অদ্যাপি [যে] তার বিবাহ হয় নাই।-"

অপ্রচলিত বাক্য প্রয়োগ---

৭ পৃষ্ঠা - ৫ পংক্তি -"গাই দো (ও) য়া"

১৯ ,, ৬ -"দে (া,) বো,,

৪১ ,, ১৮ -"খা (উ) ন,,

৫৫ - ৭ -"যা (উ) ন,,

৭৮ - ৪ -"হা (ে) ত কামড়ে,,

১০ ৬ (হি) ড় (হি)ড়

যাউন, খাউন, লউন দোওয়া পদ কাশীদাস চণ্ডিদাস প্রভৃতি লেখকের গ্রন্থে, দেখা যায় সভ্যতা বৃদ্ধির সহকারে এসব পদ এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আহার করিতে বসিয়া "তোলা" পদ্ধতিটী বোধ হয় বঙ্গ দেশেই প্রচলিত আছে, দ্বারকা বা অপরাপর পশ্চিম প্রদেশে ইহার প্রচলন দেখা যায় না। গ্রন্থকার বোধ হয় নিজ, স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস বলিয়াই এই পদ্ধতিটীর উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই "তবলা,, ভারতবর্ষের আদিম যন্ত্র নহে আর্য্যেরা তৎকালে মৃদঙ্গ বা পাখওয়াজ ব্যবহার করিতেন। মুসলমানদিগের অভ্যুদয়কাল হইতেই মৃদঙ্গ পরিবর্ত্তিত হইয়া তবলার সৃষ্টি হইয়াছে। কৃষ্ণের রাজ্য-

() এই চিহ্ন মধ্যস্থিত পদ গুলী অনাবশ্যক [] এই চিহ্ন মধ্যস্থিত পদ গুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কালে তবলা লইয়া গান করা অসম্ভব ও তৎসময়োপোয়োগী নহে।

নাটক রচনা অতি কঠিন কার্য্য। সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য রাখা অতি দুরূহ। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিরা কখনই এক অবস্থার ও সমপদবীর লোক হয় না। কেহ বা নীতিশাস্ত্রবিশারদ রাজা, কেহ বা কৃতবিদ্য কুমার, কেহ বা সভাপণ্ডিত কেহ বা সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ঋষি, কেহ বা উদর--পরায়ণ রাজপারিষদ, কেহ বা নাগরিক,কেহ বা পল্লিগ্রামবাসী, কেহ বা ভৃত্য, সুতরাং সকলের ভাষা এক প্রকার হওয়া অসম্ভব, কিন্তু গ্রন্থকার চলিত ভাষায় নাটক রচনা করিতে গিয়া রাজা হইতে সামান্য পরিচারিকার ভাষা এক করিয়াছেন। এমন কি চলিত ভাষায় তাঁর এত প্রিয় যে "কৃষ্ণের,, অপভ্রংশে চেষ্টা না হইয়া কৃষ্ণা ( দ্রৌপদীর অন্য নাম ) ব্যবহার করিয়াছেন। রাজার মুখে খাচ্চি দিচ্চি, নিচ্চি প্রভৃতি পদ বিনির্গত হওয়া অত্যন্ত শ্রবণকটু ও রচনার লালিত্য ধ্বংস বিধায়ক। আনরপুরের মুসলমানদিগের ন্যায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয়েয় মুখে "মুই গেলাম" "তুই কনে গেলি" প্রভৃতি পদ শ্রবণ করা কত দূর দুঃখের ও লজ্জার বিষয় তা পাঠক মহাশয়েরাই বিবেচনা করুন। আবার মধ্যে মধ্যে সামান্য দাসীর মুখে "পুষ্প পাত্র" "ধূপাধার" "উপকরণ" প্রভৃতি পদগুলি তদ্রূপ হাস্য উদ্দীপক। পরিশেষে আমাদের এই বক্তব্য যে পুস্তকখানি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উপযোগী হয় নাই।

---

## রুক্মিণীহরণ নাটকাভিনয়ের সমালোচনা।

আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবে যে সকল দোষ আশঙ্কা করিয়াছি, এবং "রুক্মিণীহরণ নাটক" নামক পুস্তকের সমালোচনায় যে সমুদয় দোষ গ্রহণ পূর্ব্বক উদ্ধৃত করিয়াছি, সে গুলি অভিনয়ের গুণে

সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা মনে করিয়া, তদনুসারে পাথুরিয়াঘাটা রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভবনে, বঙ্গনাট্যালয়ে দর্শকশ্রেণীভুক্ত হইলাম, আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আশঙ্কিত দোষগুলি আরো পোষিত ও স্পষ্টীকৃত অনুভব করিয়া, দুঃখিত ও নিরুৎসাহ চিত্তে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। নাটকাভিনয়ের নাট্য দর্শন (Scene) ঐকতানবাদ্য (Concert) অভিনয় ও নেতৃসজ্জা, এই তিনটী অঙ্গ, সমালোচিত হইতেছে।

নাট্যদর্শন---স্থান সঙ্কীর্ণতা ব্যতীত ইহার বিশেষ কোন দোষ লক্ষিত হইল না, অধিক স্থলেই কারুচাতুর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে কেবল ভগ্ন শিবির খানি যথোচিত হয় নাই, রাজশিবির ভগ্ন হইলেও তাহার উপাদান সামগ্রী গুলি নিতান্ত সামান্য হওয়া অন্যায়, শিবির খানি দেখিবা মাত্র রাজশিবিরের পরিবর্ত্তে, ঘোটক রক্ষার্থ তাঁবু বলিয়া দর্শকগণের অনুমিত হইল, রাজশিবির ভগ্ন প্রদর্শন করিতে হইলে উত্তম একটী তাঁবু পাতিত করিয়া এবং ধ্বজ পতাকাদি ছিন্ন ভিন্ন বিপর্য্যস্ত করিয়া রাখিতে হয়।

এস্থলে ইহা অনাবশ্যক বক্তব্য নহে রঙ্গগৃহটী অশ্লীল চিত্রপটে আবৃত হইয়া ভদ্র লোকের ঘৃণা উৎপাদন করিয়াছিল।

ঐক্যতানবাদ্য—ইহা সকলেরই মনোরঞ্জন করিয়াছে। এ বিষয়ে ইঁহাদের বঙ্গদেশবিখ্যাত গৌরব।

অভিনয় ও সাজ সজ্জা—পুরাণ ও কাব্য পাঠে জানা যায়, যুবরাজ রুক্মী, ভীষ্মক রাজার সহিত সময় বিশেষে কিঞ্চিৎ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অভিনেতা রুক্মী এতদূর অসামাজিক রূপে উদ্ধতভাব প্রকাশ করিলেন যে, তাহাতে দর্শকগণ বড় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, ভদ্রভাবে উদ্ধত হইলে অভিনয়ের প্রতি দোষারোপ হইত না, সেটি নিতান্ত ইতরের ন্যায় ব্যবহার হইয়াছিল।

পুরাণ ও কাব্যের বর্ণনানুসারে জগন্মোহন কৃষ্ণের মনোমোহিনী

রুক্মিণী যেরূপ মৃদুস্বভাবা রূপ লাবণ্যবতী গুণশালিনী অভিনব যৌবনা সরল প্রকৃতি স্বয়ং লক্ষ্মী বলিয়া ভারতবর্ষীয় লোকের মনে সংস্কার নিবদ্ধা রহিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া অভিনেত্রী রুক্মিণীর বিষয় সমালোচনা করিলে আর হাস্য সম্বরণ করা যায় না, অধিক কি, সুতীক্ষ্ণ গ্যাসের আলোতে রুক্মিণীর গোঁপের রেখা দৃষ্ট হইয়াছে নিম্নদিকে কুচযুগ উপরে গোঁপরেখা, এই দুটি একত্রিত হইয়া দর্শকগণের মনে কি বিসদৃশ ভাবই উৎপাদন করিয়াছিল !! রূপ লাবণ্য ও গুণের সম্পর্কও নাই, নম্রতা কাহাকে বলে বোধ হয়, অভিনেত্রী তাহা জানে না, ইহাকে লক্ষ্মী বোধ হয় না, লক্ষ্মীর ঠাকুরদাদা বলিয়া বোধ হয়, স্বরটী কোন রূপেই স্ত্রীলোকের বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই, রুক্মিণী ষাঁড়ের ন্যায় চিৎকার করিতেছে শুনিয়া দর্শকগণ কেবল সভ্যতার অনুরোধে হাস্য সম্বরণ করিলেন। আকৃতি প্রকৃতি ও পরিচ্ছদে লবঙ্গলতাকে কোন এক রাজকন্যার সখী বলিয়া বোধ হইল না, সকারের স্থলে [বৈদিক উচ্চারণ] ব্যবহার করাতে শ্রোতাদিগের কে না বিরক্ত হইয়াছিলেন ? এ সখী কোন দেশী সখী উড়ে সখী না আসামী সখী ? সখীর পরিবর্ত্তে ইহাকে দাসী সাজাইলে কিয়দংশে-ভাল হইত।

রুক্মিণীর কাতরোক্তি ও ব্যগ্রতা প্রদর্শন নিতান্ত অপ্রাকৃতিক হইয়াছিল, নিজের মন আর্দ্র না হইলে কেবল পাখীর মত শেখা কথায় পরের মন আর্দ্র করা যাইতে পারে না, কথোপকথন সামান্য যাত্রার কথোপকথন অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট বোধ হইল না।

ধনদাস, অতিশয় অভিনয়চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু অধিকাংশ প্রকৃতিসিদ্ধ হয় নাই।

কৃষ্ণ সদৃশ প্রতাপান্বিত রাজার সভাতে একজন নবাগত পত্রবাহক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের তাদৃশ চপলতা নির্লজ্জতা ও উন্মত্ত প্রলাপ প্রকাশ করা অত্যন্ত অসঙ্গত হইয়াছে। সে সময়ে দ্বারকা ও বিদর্ভ

নগরে কি জাতিভেদ ছিল না? তবে, নানা জাতি লোক সমাকীর্ণ সভায় বসিয়া ব্রাহ্মণ আহার করিলেন কি রূপে?

বিশেষতঃ মধ্য ও পশ্চিম ভারতবর্ষে, চন্দ্রপুলির ব্যবহার নাই। বোধ হয় "প্রিয়ার চন্দ্রমুখের,, সহিত আনুপ্রাসিক সম্বন্ধ সংঘটনের অনুরোধেই চন্দ্রপুলির অবতরণ হইয়াছে। আকার পরিচ্ছদ্ ও ভাব ভঙ্গিতে সিংহাসনস্থ মহারাজকৃষ্ণকে এক হেড কনেষ্টাবল বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

পুরাণ ও কাব্যে বর্ণনা আছে, শ্রীকৃষ্ণ, উপাস্য দেব হইলেও লৌকিক লীলার অনুরোধে অন্যান্য রাজার ন্যায় দেবর্ষি নারদকে দেখিয়া সভায় সর্ব্বদা গাত্রোত্থান করিতেন।

অভিনেতা কৃষ্ণ সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন না কেন? এইটী পাথুরিয়া ঘাটার দোষ (সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি)।

এই নারদ, ঠিক যাত্রার নারদের ন্যায় চপলপ্রকৃতি, শিশুপালবধ কাব্যে যেরূপ নারদের আকৃতি, প্রকৃতি ও কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে তাহা একবার অভিনয় সম্পাদকের নয়নগোচর হওয়া উচিত ছিল।

রাজবর্গের কথোপকথন সামান্য ইতর লোকের কথোপকথনের ন্যায় শ্রুত হইয়াছে। অনেক বিজ্ঞ আলঙ্কারিকদিগের মতে নির্লজ্জ বিহার, যুদ্ধ, হত্যাকাণ্ড, প্রভৃতি কতকগুলি ব্যাপার নেপথ্যে অভিনীত হওয়া ভাল, আমাদের মতে যুদ্ধের অনুষ্ঠানটী রঙ্গভূমিতে আরম্ভ করিয়া নেপথ্যে পূর্ণ ভাবে সমাহিত করা উচিত।

যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রের ঘোর ঘর্ঘর ধ্বনি, সেনা ও হস্তি ঘোটকাদির কোলাহল, আহত সেনাগণের আর্ত্তনাদ, নেপথ্য হইতে শ্রুত হওয়াই বিধেয়, রঙ্গভূমিতে সে গুলির অভিনয় লোকের পীড়াজনক ব্যতীত নয়, বস্তুত শ্রাবণ দ্বারা যেরূপ যুদ্ধাদি সহজে অভিনীত হইতে পারে, প্রদর্শন দ্বারা কোন ক্রমেই সেরূপ নহে।

বিবাহটী বিদর্ভ কি দ্বারকার ক্ষেত্রের রীত্যনুসারে হয় নাই, উলু দেওয়া বঙ্গ দেশীয় রীতি। যাহা হউক বিবাহটী এক রূপ মন্দ হয় নাই, কিন্তু নাগরিক ছোঁড়া বরণ দ্বারা পাকামর এক শেষ করিয়াছে, পুষ্প বৃষ্টিটী চমৎকার হইয়াছিল। আমাদের বড়ই ভরসা ছিল পাথরিয়া ঘাটা-বঙ্গ-নাট্যালয়ের সম্পত্তি লইয়া ইউরোপীয় সমাজে গর্ব্ব করিতে অগ্রসর হইব, অদ্যাপি সে সময় উপস্থিত হইবার অনেক বিলম্ব আছে। বিশেষতঃ এতাদৃশ কবিকোকিলের নাটক লইয়া এরূপ অভিনয়ের দানসাগর শ্রাদ্ধ করিলে কখনই আশানুরূপ ফলপ্রদ হইবেক না। সংক্ষেপে এরূপ বলা যাইতে পারে, সামান্য যাত্রাপেক্ষা বড় উৎকৃষ্ট হয় নাই, অভিনয় সম্পাদকের প্রতি বিনীত ভাবে এই নিবেদন, ইনি যেন তাঁহার অভিনেতাদিগকে ইউরোপীয়ানদিগের কৃত অভিনয় দর্শন করান, তাহা হইলে কিছু শিক্ষা হইতে পারে। "হেমলেট্" অভিনয় বহু দিন হইল দৃষ্ট হইয়াছে, অদ্যাপি তাহার চমৎকারিত্ব ও মনোহারিত্ব বিস্মৃত হইতে পারি নাই। ছায়াময় ভূতের আকৃতি স্মরণ করিয়া এখনও শরীর রোমাঞ্চ হয়, রাজকুমার "হেম্লেটের" শোচনীয় অবস্থা ও কাতরতার-অভিনয় দেখিয়া কোন পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া না যায়। অভিনয় ক্রিয়া অভিনেতৃবর্গের উপর যেরূপ নির্ভর করে, কবির উপর তদপেক্ষা অধিক নির্ভর করিয়া থাকে, যদিও অদ্যাপি সেক্সপিয়ারের ন্যায় নাটকলেখক কেহ বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই তথাপি অপেক্ষাকৃত ভাল লেখকদ্বারা নাটক প্রণয়ন করাইয়া অভিনয় কার্য্য সম্পাদন করা আবশ্যক। ভরসা করি আগামী বর্ষে এই দোষ গুলি সংশোধনে সযত্ন হইয়া অভিনেতৃ সমাজ আমাদিগকে আহ্লাদিত করিবেন।

# কবিতা প্রবোধিনী

### নূতন সংসার প্রবেশেচ্ছু যুবকের প্রতি।

ধীরে ধীরে কোথা তুমি চলেছ আঁধারে।
ক্রমশঃ আলোর সীমা ছাড়ি একেবারে॥
একে ত বন্ধুর পথ তাহে বহু কূপ।
চলন স্খলন যদি ঘটে কোন রূপ॥
পড়িলে কখন আর উঠিতে নারিবে।
ভেবে দেখ তা হলে যে কি দশা ঘটিবে॥
সে পথে বিচরে দেখ কত শত ভয়।
দেখিলে তাদের রূপ কাঁপিবে হৃদয়॥
প্রায় সব সুশোভিত ছদ্মবেশধারী।
অনভিজ্ঞ পথিক জনের মনোহারী॥
প্রথমে দেখিবে এক বড় মায়া জাল।
ধপ্ ধপ্ করি কাছে জ্বলিছে মশাল॥
সোণার মন্দির তাহে সুন্দর পতাকা।
দ্বারে আলোকেতে লেখা "টাকা-টাকা-টাকা॥"
বাহির হইতে আধ আধ দেখা যায়।
নানা বর্ণে কত আলোজাল শোভা পায়॥
কত চিত্রপট কত বিচিত্র আসন।
শুনা যায় গীত বাদ্য অমৃত সেচন॥
কোন্ নব পথিকের মানস না হরে?
দ্বার গুলি আছে রোধি প্রহরী নিকরে॥
প্রকাণ্ড দ্বারেতে এক প্রহরী রাক্ষস।
বজ্রপাত হতে তার বচন কর্কশ॥

কোষহীন খরশান তরবারি করে।
সম্মুখে কত যে কাটা মুণ্ড থরে থরে ॥
নাম তার দস্যুবৃত্তি শুনি কাঁপে হিয়া।
প্রবেশিছে রাজগণ এই দ্বার দিয়া ॥
আর এক দ্বারে এক নাম তার "চুরি।"
লুকায়ে ধরেছে হাতে সিঁধকাটাছুরি ॥
না দেয় উত্তর কিছু সহস্র কথায়।
চমকি চমকি ফিরি চারিদিক চায় ॥
বসনে বদন ঢাকি কত ভদ্র লোকে।
চুপ করি এই দ্বার দিয়া আসি ঢোকে ॥
আর দ্বারে প্রতিহারী পরম সুন্দরী।
বচন বরষে যেন অমৃত লহরী ॥
"প্রবঞ্চনা" নাম তার প্রচারিত দেশে।
বহু রাজকর্ম্মচারী এ পথে প্রবেশে ॥
প্রকাণ্ড লৌহ কবাট আর এক দ্বারে।
তা খুলিতে বলে শত মত্ত হস্তী হারে ॥
"পরিশ্রম" নামে এক সে দ্বারের দ্বারী।
ঘর্ম্মাক্ত শরীর তীব্র চক্ষু দণ্ডধারী ॥
সে দ্বারেতে মিট মিট জ্বলিছে অলোক।
কৃষকাদি ভিন্ন নাহি যায় অন্য লোক ॥
এ দ্বার হইতে প্রায় সবে যায় ফিরে।
শত বর্ষে দু এক প্রবেশে ধীরে ধীরে ॥
আর এক দ্বারে "শিল্প" নামে দ্বারবান।
সে দ্বারের আড়ম্বর দেখি কাঁপে প্রাণ ॥
সম্মুখে বহিছে ধবলাঙ্গ জনস্রোত।
ভাসিয়া আসিয়া লাগিতেছে কত পোত ॥

এই রূপ কত দ্বার না পারি বর্ণিতে।
দেখ কোন রূপে যদি পার প্রবেশিতে॥
লিপ্ত হলে পথে মহা বিপদ ঘটিবে।
থাকিলে বিমিশ্র ভাবে কত যে দেখিবে॥
নূতন প্রবেশিগণ কত খেলে হাঁসে।
দেখি শুনি নৃত্য গীত প্রমানন্দে ভাসে॥
এক সুসজ্জিত রঙ্গগৃহের মাঝারে।
পুরাতন প্রবেশীরা আছে চারি ধারে॥
সকলেরি হাস্য হীন বিষণ্ণবদন।
দুঃখের সাগরে যেন ডুবিয়াছে মন॥
কেহ করে মাঝে মাঝে হাহাকার ধ্বনি।
কাহার বা অশ্রুজলে ভিজিছে ধরণী॥
হইতেছে গীত বাদ্য তাহা শুনে কেবা?
অধোমুখে করিতেছে শোক দেবসেবা॥
শোভা প্রতি দৃষ্টিপাত নাহি একবার।
নয়ন মুদিয়া শুধু দেখে অন্ধকার॥
অনেকেই ধন ছাড়ি যেতে চায় বনে।
কণ্ঠের বিষম ফাঁস এড়াবে কেমনে?
আর কত স্থলে কত অদ্ভুত ব্যাপার।
দেখি কার নহে ভয় দুঃখের সঞ্চার॥
ধনের প্রাসাদ হতে হইলে বাহির।
সমীপে দেখিতে পাবে আরটী মন্দির॥
চির অন্ধকারাবৃত নাহি কভু দিন।
মন্দ ভাবে মাঝে মাঝে প্রদীপ মলিন॥
মহা পাতকের ধাম নাম "ব্যভিচার।"
সে গৃহে প্রবেশি রোমহর্ষ নহে কার?

দ্বারে দাঁড়াইয়া এক সুন্দরী ললনা।
মধুরহাসিনী জান কে সে বারাঙ্গনা?
তার কাছে পানদোষ ঘুরি ঘুরি ফিরে।
ঢুলি ঢুলি স্খলিত গমনে চলে ধীরে॥
রাঙ্গা আঁখি ঢুলু ঢুলু লালাপুঞ্জ মুখে।
উগারিয়া ঘন ঘন খায় অতি সুখে॥
সকল বিস্মৃত যেন কিছু নাহি মনে।
কথা কয় জড়ভাবে স্খলিত বচনে॥
কভু হাঁসে কভু কাঁদে কভু খেলা করে।
অচেতন ভাবে কভু শোয় ধূলাপরে॥
তার কাছে "কাম" করিতেছে ছটফট।
দহিছে হৃদয় সদা যাতনা উৎকট॥
আর এক স্থলে দস্যু যমদূতাকৃতি।
মলিনবসনাবৃত নিষ্ঠুর প্রকৃতি॥
এক সাধুজনে ধরি ভূমিতে ফেলিয়া।
বসিয়াছে দৃঢ়ভাবে বুকে হাঁটু দিয়া॥
গলদেশে করিয়াছে ছুরিকা আঘাত।
অনর্গল হইতেছে রক্তধারাপাত॥
নিরুপায় আগে কত করেছে রোদন।
দারুণ সংসার হায় কে করে শ্রবণ?
চারি দিক্ কত মর্ম্মভেদী হাহাকার।
কার প্রতি কেবা চায় হায় কেবা কার?
কোন স্থলে বালকের শ্বাসরোধি কেহ।
অলঙ্কার হরি লুকাতেছে মৃত দেহ॥
কুলটার আর্ত্তনাদ কোথা অহরহ।
কোথায়ও বা ঘোর রবে সপত্নী কলহ।

কেহ ধনলোভে নিজ মাতৃপ্রাণহারী।
কোথাও লম্পট বধিতেছে নিজ নারী॥
মিশায়ে দুগ্ধের সহ করিয়া কৌশল।
কুলটা স্বামীরে খাওয়াইছে হলাহল॥
কেহ অন্ন আনিয়াছে কষ্টে ভিক্ষা করি।
কেহ আসি খাইতেছে তার হাত ধরি॥
দুর্ভিক্ষ পীড়িত দল ফিরে কোন স্থলে।
বিরাজে বিষাদ মূর্ত্তি বদনমণ্ডলে॥
উদরের চর্ম্ম স্পর্শিয়াছে পৃষ্ঠদেশ।
বিশীর্ণ শরীরে যেন নাহি রক্ত লেশ॥
মৃতবৎ আভাহীন আঁখি অনিমেষ।
ঘন ঘন বহে শ্বাস সহে ক্ষুধা ক্লেশ॥
এর কিছু দূরে আছে রোগের মন্দির।
তার বিভীষিকা হেরি কেন হে অস্থির?
যদ্যপিও সর্ব্বস্থানে আছে রোগচয়।
সংসারের রোগ সম ভয়ঙ্কর নয়॥
কোন স্থলে শ্বেতী রোগী শরীর ধবল।
শুভ্র হইয়াছে শ্মশ্রু, রোম 'ভ্রূ' কুন্তল॥
শূলরোগী উদর ধরেছে করে আঁটি।
কভু কভু ঘন শ্বাসে কামড়ায় মাটি॥
অভিন্যাস জ্বরগ্রস্ত কাঁপিয়া কাঁপিয়া।
ক্ষণমাত্রে পড়িয়াছে মূর্চ্ছিত হইয়া॥
উনমত্ত কাঁদিছে চলিছে ঢলি ঢলি।
কখন উঠিছে একবার ক্রোধে জ্বলি॥
কখন বা জলে ডোবে গলে দেয় দড়ি।
কভু সুখে ঘুময় কর্দ্দম মাঝে পড়ি॥

কভু কভু পুরিষ মাখিছে নিজ গায়।
পচা শব হতে কীট বাছি বাছি খায়॥
এক স্থলে কুষ্ঠরোগী বিকট আকার।
সর্ব্বাঙ্গে ঝরিছে ক্লেদ ক্ষতের আধার॥
ওষ্ঠ নাসা খসি হইয়াছে ভয়ঙ্কর।
খসি খসি পড়িয়াছে অঙ্গুলীনিকর॥
বিকট দশনগুলি নিষ্প্রভ নয়ন।
করিতেছে সদা নিজ মরণ স্মরণ॥
বলিতেছে ঘন ঘন করিয়া চিৎকার॥
ধিক্ রে সংসার তোরে ধিক্ শতবার।
ভয়ঙ্কর রূপে মহামারী বিচরিছে,
অসংখ্য মানব তার গরাসে পড়িছে॥
সেই স্থান হতে কিছু হলে অগ্রসর।
সম্মুখে পাইবে এক মায়া সরোবর॥
মোহ অন্ধকারে কিছু নাহি যায় দেখা।
মাঝে মাঝে স্ফুরে আশা তড়িতের রেখা॥
এ আলোক পেয়ে লোক পথ দেখি চলে।
দেখিবে সে সরোবর ভরা স্নেহজলে॥
তাহাতে বিচরে বহু বিকট কুম্ভীর।
উজ্জ্বল হরিত চক্ষু কণ্টকী শরীর॥
বজ্রসম নখ দণ্ড প্রকাণ্ড উদর।
তোমা দেখি উঠিবেক তীরের উপর॥
ঘেরিবে তোমারে বিশ্ব মনোহর বেশে।
তব মন বিমোহিত করিবেক শেষে॥
এ সবার নাম জান? এরা পরিবার।
যা হইতে ভয়ঙ্কর ভবে নাহি আর॥

ক্রমে ক্রমে শরীরের শোণিত শোষিবে।
অবকাশ পেলে অস্থি চর্ব্বণ করিবে॥
তব শরীরের রক্ত সব করি শেষ।
লুকাইবে জলে পুনঃ ধরি নিজ বেশ॥
ভাগ্যে পুনঃ বাঁচে যদি তোমার জীবন।
তবে কালে হতে পারে শুভ সংঘটন॥
লিখিতেও এ সকল কাঁপিতেছে প্রাণ।
হে যুবক সাবধান হও সাবধান॥
তুমি হে সংসারপথে নূতন পথিক,
এমন জটিল পথ কেনা ভুলে দিক॥
আমোদ ব্যসন আছে কাল ভুজঙ্গম।
বিচরে ও পথ ধরে, বিষ কি বিষম?
জ্ঞানের আলোক লয়ে এ আঁধারে চল।
মুখে জয় জগদীশ জগদীশ বল॥
ধর্ম্ম দেব যদি হয় পথের সহায়।
অনায়াসে ঘুচে যাবে যত সব দায়॥
কুমন্ত্রণা যদি কেহ দেয় কোন খানে।
অমনি ফিরাবে মুখ হাত দিবে কাণে॥
উপদেশ মনে রাখ ভ্রম কর দূর।
সুখে চলে যাও সেই সদানন্দপুর।

# পাণ্ডবচরিতকাব্য।

## দ্বিতীয় স্বর্গ।

---

### বন বর্ণনা এবং পাণ্ডু রাজার মৃত্যু।

করকা গতি ছন্দঃ। ৮ যতি।

কানন সুন্দর দরশন সুখকর খর দিনকর কর ঢাকে,
বিমল ধরাতল তরুতল শীতল অবিরল নব দল পাকে।
শ্যামল নীলিম পীত হরিত সিত শোভিত বহু বিধ পর্ণে,
তরুণ অরুণসম কত নব পল্লব কত কত মরকত বর্ণে ॥ ১৭ ॥
চম্পক কেতক কুটজ সরল বক কুরুবক কুসুম বিকাশে,
স্তোকে স্তোকে ফুল্ল অশোকে শোভিল পদ্ম পলাশে।
শাল তমালে উন্নত ডালে সুষম কুসুম কত সাজে,
করি তরু আশ্রয় বিবিধ লতাচয় জয় জয় কয় ঋতুরাজে ॥ ১৮
চূত বকুল কুল মুকুল বিকাশিল অলিকুল আকুল গন্ধে,
চূত রস চুষিল কুহরিল কোকিল বসিল বসিল তরুকন্ধে।
শুক পিক্র চাতক জীবঞ্জীবক গাইল সুমধুর তানে,
খঞ্জন ফিঙ্গক শিখিগণ নর্ত্তক নাচিল বহুতর ভাণে ॥ ১৯ ॥
সুন্দর পরিসর দীর্ঘ সরোবর সিন্ধু সমান গভীরে,
স্ফটিক সদৃশ জল নির্ম্মল শীতল নবদূর্ব্বাদল তীরে।
ভাস্কর কিরণে মৃদু মৃদু পবনে উজ্জ্বল জল পরকাশে,
লহরী ঝলমল যেমন চঞ্চল বহু সফরীদল ভাসে ॥ ২০ ॥
কুমুদ কোকনদ কহ্লারে হ্রদ ধরিল কি সুন্দর শোভা,
বিকসিত শতদল কত নীলোৎপল রক্তকমল মনোলোভা।
বহি বহু পরিমল অনিল শিথিল--বল ধাইল মৃদু সঞ্চারে,
উড়িছে ষট্পদ ভাবে গদ গদ ঘন গুণু গুণু ঝঙ্কারে ॥ ২১ ॥

করিছে কলরব বক কারণ্ডব জলকুক্কুট কলহংসে,
মিথুন মরালে চঞ্চু করালে তরুণ মৃণালে দংশে।
তরল তরঙ্গে জল আসঙ্গে শব্দিত পঙ্কিল বেলা,
তরুগণ থর থর টল টল অঙ্গে করিতেছে জল খেলা॥ ২২ ॥
মদন সদন কত ছিল নব বিরচিত সুরভি কুসুম যত কুঞ্জে,
হর্ষে অবিরত মত্ত মধুব্রত কত শত কুঞ্জে গুঞ্জে।
করিছে ঋতুগণ সে বন সেবন পাবন সৌরভ বাসে,
ফুটিছে ফুল যত ছুটিছে মধু তত উড়িছে রজ বাতাসে॥ ২৩ ॥
দেখি চলিল তথি সযুবতী ভূপতি গজগতি সমগতি ধীরে,
সুস্থ শরীরে কুঞ্জ কুটীরে বসিল সরোবর তীরে।
পাণ্ডু ধরণীপতি যুবতীর সংহতি মাতিল কুতুক কলাপে,
শাপে শোকে সতত বিফল ছিল ভুলিল সকল সে তাপে॥ ২৪ ॥
স্মর নিজ গেহে পর নরনারী দেখি রুষিল ভুজদাপে,
বুঝিয়া অবসর বিষম কুসুম শর সত্বর যোজিল চাপে।
স্তম্ভন শোষণ মাদন তাপন মোহন বাণ করালে,
স্থির সন্ধানে মর্ম্ম স্থানে বিন্ধিল পাণ্ডু নৃপালে॥ ২৫ ॥
মরণ বিধায়ক সে সব সায়ক পাবক সম উত্তাপে,
জর জর থর থর কাতর নরবর ভুলিল ঋষির অভিশাপে।
স্তম্ভিত শোষিত মাদিত তাপিত মোহিত হইয়া বাণে,
চাহে ঘন ঘন ভুবন বিমোহন মাদ্রীর বদন পানে॥ ২৬ ॥
কামে বিহ্বল চঞ্চল ভূপে দেখি যুবতী বুঝি ভাবে,
করিতে মঙ্গল ছল করি বারিল বহু বল করিল অভাবে।
কিন্তু অবুঝ সম পাসরি সম দম কেবল বল করি দর্পে,
হইল অতঃপর নিধুবন তৎপর মাতিল নৃপ কন্দর্পে॥ ২৭ ॥
হাহা রব করি কান্দে মাদ্রী ক্ষম বলি অনুনয় করিছে,
বহিল নয়নজল দর দর বক্ষে করি কর পাত বলে ধরিছে।

বিকট মরণ বুঝি নিকট হইল হে বলিয়া শাপে স্মরিছে,
নির্জ্জন বিপিনে শঙ্কিত মননে ঝঞ্ঝট সঙ্কট গণিছে ॥ ২৮ ॥
রমণ অসাঙ্গে নৃপ অবশাঙ্গে নিহত হইল তদ্দণ্ডে,
শাপে পাপে কিম্বা পুণ্যে বিধির লিখন কে খণ্ডে।
চিরবাঞ্ছিত রতি ভুঞ্জি যথা নৃপ সুখ অনুভব উপলক্ষে,
স্থির কর চরণে মুদ্রিত নয়নে রহিল শয়ন করি বক্ষে ॥ ২৯ ॥
কিরূপ শোভা বিচেষ্ট কায়া হিমাঙ্গ কর্কশ বিশ্রী,
শবের লক্ষণ করে নিরীক্ষণ নৃপের দেহে মাদ্রী।
অতৃপ্ত কামা নিতান্ত রামা গতাসু জানিল কান্তে,
অতীব উচ্চ স্বরে বিনায়ে বিলাপ করিয়া কান্দে ॥ ৩০ ॥

ইতি পাণ্ডবচরিতকাব্যে দ্বিতীয় সর্গে বনবর্ণন ও
পাণ্ডু রাজার মৃত্যু বৃত্তান্ত সমাপ্তঃ ॥
( ক্রমশঃ )

---

## সময়ে কি না হয়।

### প্রথম পরিচ্ছেদ—ঘটকসম্বাদ।

১২৫৬ বঙ্গীয় শকে এই ইতিবৃত্তের সূত্রপাত হইল।

জেলা নদীয়ার অন্তঃর্বর্ত্তী ভাগীরথী তটে দেউলিয়া নামে এক খানি গ্রাম আছে। এই গ্রাম পূর্ব্ব সময়ে সম্ভবমত সৌভাগ্যশালী ছিল। কাল সহকারে সে সমুদয় তিরোহিত হইয়াছে; এক্ষণে ভগ্নাবশেষ মাত্র, সেই পূর্ব্ব গরিমার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। যে স্থলে পূর্ব্বে কুসুমকানন বেষ্টিত-বহুজন-সমাকীর্ণ-গৃহাবলী শোভা পাইত, যেখানে আনন্দলহরী নিরন্তর প্রবাহিত হইত, যে স্থলে অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে নিত্য নব সুখ দুঃখের উদয় হইত; এক্ষণে সেই সেই স্থলে বাঁশবন বেষ্টিত ও কন্টকীলতা পরিপূর্ণ স্তূপ সকল নিরানন্দময় হইয়া নিপতিত রহিয়াছে, শ্বাপদকুল তথায় আপন রাজত্ব বিস্তার করিতেছে এবং শৃগাল কুকুরাদির ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। গ্রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই দুঃখোদয় হয় এবং ভীষণ কালচক্রের দুর্নিবার

গতি অনুভুত হইয়া থাকে। যাহা হউক গ্রামের পূর্ব্বগৌরবে গ্রামবাসীরা গ্রামের নামে অহঙ্কার করিয়া থাকে।

এই গ্রামে এক্ষণে ৪০০ ঘরের অধিক অধিবাসীর সংখ্যা হইবে না অদ্যাবধি ইহাদের মধ্যে অনেকেই নিঃস্ব, এবং অল্পাংশই যথাকথঞ্চিৎ সম্পন্নশালী, কিন্তু প্রায় সকলেই ক্ষুদ্র গ্রাম সুলভ অজ্ঞতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই গ্রামের মধ্যে মুখুয্যে মহাশয়েরাই প্রধান। তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ জমিদারীও আছে। গ্রামের মধ্যে ইহারাই প্রভুত্বশালী এবং গ্রামবাসীরা এক বাক্যে তাহা মানিয়াও থাকে।

মুখুয্যে মহাশয়দিগের আবাসবাটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও শোভাময়। ইহা ঠিক ভাগীরথীর তটোপরে স্থাপিত। অন্তঃপুরভাগে জোয়ারের সময় নিরীক্ষণ করিলে বোধ হয় যেন জলের উপরেই নির্ম্মিত হইয়াছে। বাড়িটী দোতালা ও দোমহলা। বাড়ীর কর্ত্তা পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়। পীতাম্বরের বয়ঃক্রম প্রায় ৫৫ বৎসর, তিনি ভিন্ন, বাড়ীতে বয়োধিক পুরুষ নাই, যাহা আছে তাহা দুইজন মাত্র, ঐ দুইজন আবার পীতাম্বরের ভ্রাতৃপুত্র; তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠটীর বয়ঃক্রম ১৮ বৎসর এবং কনিষ্ঠটীর বয়ঃক্রম ১৫ বৎসর। কনিষ্ঠটী কৃষ্ণনগরে থাকিয়া ইংরাজি বিদ্যাভ্যাস করে এবং জ্যেষ্ঠটী আপনাদের জমিদারীর কাজ কর্ম্ম দেখিয়া থাকে। জ্যেষ্ঠের নাম মহেশচন্দ্র ও কনিষ্ঠের নাম সুরেশচন্দ্র। এই দুই জনের, কে কেমন ক্রমেই প্রকাশ পাইবে।

পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের পুত্র সন্তান নাই। যদিও দুই বিবাহ করেন, তথাপি ভাগ্যদোষে একটীও পুত্রলাভ হয় নাই। দ্বিতীয় পক্ষের কেবল এক কন্যা সন্তান আছে কন্যাটী পরমাসুন্দরী কিন্তু এপর্য্যন্তও অবিবাহিতা। তাঁহার বয়ঃক্রম ১৪ বৎসর হইয়াছে। নাম মনোরমা।

অনেকে শুনিয়া অবাক্ হইতে পারেন যে বাল্যবিবাহ প্রথা-প্লাবিত বঙ্গভুমে মনোরমা কেমন করিয়া অবিবাহিতাবস্থায় চতুর্দ্দশ বৎসর অতিক্রম করিতেছেন। অতএব তাঁহাদিগকে চৈতন্য করিবার নিমিত্ত বলিতেছি, মনোরমার পিতা একজন মহাকুলীন, সুতরাং সমান ঘর না পাইলে মনোরমার বিবাহ দিতে পারেননা।

চতুঃপার্শ্বব্যাপী আধুনিক সভ্যতালোকের শিখা দেউলিয়ার দুরন্ত ভগ্নাবশেষ ও দারুণ বাঁশবন ভেদ করিয়াও মুখুয্যে মহাশয়ের গায়ে কিঞ্চিৎ লাগিয়াছিল; এই জন্য তিনি স্বঘরের অনুরোধে কন্যাটীকে সহসা জলসই করিতে পারেন নাই এ ছাড়াও গৃহিণীর তাড়াতেও তাঁহাকে ও রূপ কার্য্যে এপর্য্যন্ত

প্রবৃত্ত হইতে দেয় নাই। যাহা হউক তাঁহার ইচ্ছা যে মনোরমা তাঁহার এক মাত্র দুহিতা এবং পরম আদরের ধন, তাহার বিবাহ এমন ভাবে দেওয়া চাই যে যাহাতে আজীবন সুখে কাটাইতে পারে। এইরূপ মনোভাব থাকাতে মনোরমার বয়ঃক্রম যখন ৮ বৎসর তখন হইতে সুপাত্রের অন্বেষণ করিয়া আসিতেছেন কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন ফলোদয় হয় নাই।

মধ্যে একটী পাত্র পাওয়া গিয়াছিল। তাহার সকল গুণই ছিল, দোষের মধ্যে কেবল একটু পান দোষ ও ধর্ম্মজ্ঞানে ব্রাহ্ম; তাহা একালে তত ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে বলিয়া তাহাকেই মনোনীত করা হয়। কিন্তু শেষে কিছুই হইল না। সে যে পণ অথবা কৌলীন্য মর্য্যাদা চাহে তাহাতে যে কিঞ্চিৎ জমিদারী আছে, তাহা বিক্রয় না করিলে হয় না। সুতরাং তাহার আশা পরিত্যক্ত হয়। ইহার পর আর স্বঘরের পাত্র পাওয়া যায় নাই, কাযেকাযেই মনোরমারও বিবাহ হয় নাই। একটা জীবের,অনুরোধে কুললক্ষ্মীকে অবমাননা করিতে পারা যায় না।

এখন চৈত্র মাস। একদা মুখুয্যে মহাশয় মনোরমার বিবাহবিষয়ে কি হইবে কি করিব এই রূপ ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া নিস্তব্ধ ভাবে বাহির বাড়ীতে বসিয়া আছেন এমন সময় জনৈক লোক আসিয়া "মুখুয্যে মহাশয় নমস্কার হই" বলিয়া সম্ভাষণ করিল।

মুখুয্যে মহাশয় অমনি ভাবনা-নীর হইতে শির উত্তোলন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার শির ঈষৎ অবনত করিয়া প্রতিনমস্কার করত আগন্তুককে আসন পরিগ্রহ করিতে বলিলেন।

আগন্তুক দীর্ঘাকার, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘ নাসিকাযুক্ত চক্ষু কুম্ভকারের পোয়ান, মস্তক বর্ত্তুলাকার, মধ্যভাগে এক গাছি দিগ্‌গজ গোছের টিকি। ফুটির ন্যায় পা দুখানি কাটা ফুটির লাল লাল আঁটির লোহিতত্ব যেমন বাহির হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে ইহারও পায়ের ফাটার ভিতর দিয়া সেই রূপ শোণিতের আভা বাহির হইতেছে। ইহার সমস্ত শরীর জরিপ করিতে আমিনদিগের ক্লেশ পাইতে হয় না, সর্ব্বত্রই সমান বেড় চুল মাত্র কোন স্থানে তফাত নাই। ঐ বেড় পউনে এক হাতের অধিক নহে। আগন্তুকের বয়ঃক্রম ৪৬ বৎসর হইতে পারে কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক ভ্রমণক্লেশে তাঁহার মূর্ত্তি আরও বৃদ্ধের ন্যায় দেখায়, সহসা বোধ হয় ইহার বয়স ৬০ বৎসর। ইহার নাম ব্রাহিরাম ঘোষাল কুলভূষণ, নিবাস জলাঘাট গ্রামে। ব্যবসায় ঘটক।

ঘটক মহাশয় মনোরমারই পাত্রান্বেষণে বহির্গত হইয়াছিলেন, এক্ষণে ফিরিয়া আসিলেন।

"দুর্গা দুর্গা, মা তুমিই সত্য" এই বলিতে বলিতে ঘটক মহাশয় আসনে উপবেশন করিলেন।

মুখুয্যে মহাশয় একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং বলিলেন "ঘোষাল মহাশয় সে বিষয়ের কি হলো, কেমন দেখ্‌লেন।"

ঘটক মহাশয় জন্মগান্তর তিনটী তুড়ি দিয়া ও আরবার দুই দুর্গা নাম স্মরণ করিয়া কহিলেন "মহাশয় সাক্ষেত কুল লক্ষীর বরপুত্তুর, তাঁর প্রসাদাৎ আপনার কিসের ভাবনা; দেখ্‌লাম পাত্তরটি দিব্যু, তবে বয়েস কিছু অধিক হয়েছে তা বলে কি হবে, এ সম্বন্ধে আপনার মুখ উজ্জ্বল হবে, দুওরে হাতি বাঁদা হবে, অধিক আর বল্‌বো কি, কুললক্ষী আপনার ওপর নেহাত মুখ তুলে চেয়েচেন আর মনোরমার নেহাত ভার্গ্যের জোর তাই এমন পাত্তর পাওয়া গিয়েছে। আর আমার এদ্দিনের পর বিয়ের ফুল ফুটলো, তা দিব্যু সাজন হবে। প্রভু তোমার ইচ্ছে।" এই গুলি কথার ভার নিপীড়িত ঘটক মহাশয়ের মন এক্ষণে যেন কিছু সুস্থ হইল।

মুখুয্যে মহাশয়ের পক্ষে এ কথা গুলি নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থ বিষের ন্যায়, ফেলিবারও যো নাই, গিলিবারও যো নাই. এ কথা গুলিতে বিরক্তি বোধ হইলেও কিছুই ফুটিতে পারিলেন না;—যেমন মেয়ের ভাবনা আবার কুলরক্ষার ভাবনা ততোধিক, ক্ষণেক পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল ঘোষাল মহাশয় তাঁর দাঁত টাঁত গুলি আছে ত?" মুখুয্যে মহাশয় মনের সব সাধ এক্ষণে এক দাঁতে পূর্ণ করিতে বাধ্য হইলেন!!

ঘটক মহাশয় ও কথায় অধিক কান না দিয়া কহিলেন। "মহাশয় বলবো কি, জামাইটী, বিষ্ণু! যিনি হবেন, তা হওয়াই, অমনটি আর খুজে মিলবে না; বুঝ্‌লেন, বড় সচ্চরিত্তির, তের সন্ধ্যে না করে জল গ্রহণ করেন না। আর মস্ত মান, দিগ্‌গজ, যে সমাজে যান বড় মাছের মুড় আগে তাঁর পাতে! এমন কুলীন কি হয়।

মুখুয্যে মহাশয় অনেক কষ্টে নেত্রবারি সম্বরণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে কহিলেন। এমন সাধের মনোরমার ভাগ্যে এই হলো! শেষে কি সোণার সুত দিয়ে কাটের আঁটি বাঁধ্‌তে হলো! হা বিধেতা! এই বলিয়া নীরব হইলেন।

ঘটক মহাশয় চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। উত্তর করিলেন "মহাশয় জ্ঞানমান হয়ে এরূপ কন্‌; কুললক্ষী সকলের প্রতি সদয় হন না; আপনার নেহাত ভাগ্যের জোর বল্‌তে হবে, তা তাঁকে ক্ষুন্ন করবেন্‌ না।"

মুখোপাধ্যায় শেষে উপায় না পাইয়া কহিলেন "আর কি মাতামুণ্ড বল্‌বো, যে সে রকমে কুল্‌তো রাখতেই হবে। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ আর মনোরমার ভাগ্যের দোষ আমাদের হাত কি; তার কপালে ভাল থাক্‌ত ভাল হতো, আমরা নরলোক কি কর্ত্তে পারি। আপনাদের যা ইচ্ছে করুন।"

ঘটক অত্যন্ত আনন্দিত, হাতে স্বর্গ প্রাপ্ত; উত্তর করিলেন না হবে কেন, আপুনি অদ্বিতীয় বেক্তি; বিশেষ

" ভবিতব্য তথা তস্য নানুশোচিতু মহর্ষি।"

এই যে ভানু ভট্ট এ কথা বলেছেন, দেখুন দিকি কত ঠিক, ভবিতব্যের গুণে স্থচ সেও বড়সি হয়ে পড়ে, কোথায় সে দিব্যু দিব্যু মকমলের ওপর স্থত হাঁটাবে, না সে চল্লো কি না মাছের মুখে। তবে কাজটা শিগ্রি সমাধা করাই উচিত কি জানি যদি আবার পাত্তরটীর পরে মত ফিরে যায়।"

মুখুয্যে। "মত আর তাঁর মাথা মুণ্ডু কি ফিরবে, ব্যবসায়ই এই তার মত ফিরবে কেন।"

ঘটক। "তবুও, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ বলা বই কি। যাহোক এই মাসের শেষ গোষাতেই কাজটা যাতে সমাধা হয় তা কর্ত্তে হবে, নয়ত এত বড় মেয়ে আর রাখা উচিত নয়। তবে এই স্থির, আমি কালি আবার একবার সেখানে যাই।"

ঘটক মহাশয়ের আপন কথাই পাঁচ বুড়ি। মুখুয্যে মহাশয় যেন থত মত খাইয়া গেলেন, কি উত্তর দিবেন ঠিক পাইলেন না, শিক্ষিতের ন্যায় "যে আজ্ঞে" বলিয়া নীরব হইলেন।

ঘটক আহ্লাদে আটখানা হইয়া চলিয়া গেলেন। পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় পরিবার মধ্যে এই কথা প্রচারের নিমিত্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। গৃহিণীর এত সাধের মনোরমার এই দুর্দ্দশার সূচনা হওয়াতে, কর্ত্তার সঙ্গে তাঁহার যে কোন্দল হইল, পাঠকগণের তাহা শুনিয়া ঘটকবাক্য পীড়িত কাণ আরও ঝালা পালা করিবার আবশ্যক নাই। তাঁহারা আর এক স্থানে চলুন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—মনোরমা।

অট্টালিকার যে অঙ্গ সায়াহ্নিক স্বর্ণ বর্ণ সৌর করজাল বিভাজিত ভাগীরথী নীরের তরঙ্গ রঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছে, তাহারই এক প্রকোষ্ঠ মধ্যে মনোরমা একাকিনী উপবিষ্টা আছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মনোরমার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর এবং দেখিতেও মনোরমা। সজল জলদজাল বিনিন্দিত কেশরাশি পৃষ্ঠদেশ আবরিত করিয়া

ভূমি স্পর্শ করিয়াছে। মুখ খানি সুগঠন গঠিত এবং সরলতার আধার স্বরূপ ;—রক্তাক্ত অধরোষ্ঠের মধ্য হইতে মুক্তাবলীর ন্যায় সুসজ্জিত দন্তাবলীর শোভা প্রকাশ পাইতেছে। অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনুরূপ সুন্দর। শরীর দেশে যৌবন প্রায় আবির্ভাব হইতেছে এবং মনোরমা অর্দ্ধ বিকাশিত সুকুসুমের শোভা ধারণ করিয়াছেন। মনোরমার রূপও যেমন গুণও তেমনি উৎকৃষ্ট ; দয়া দাক্ষিণ্য সরলতা প্রভৃতি সদ্গুণের আধার স্বরূপ ; দোষের মধ্যে কিছু অভিমানিনী। মনোরমা লেখা পড়াও মন্দ জানেন না। যাহা জানেন তাহা তাঁহার পিতার যত্নে হয় নাই, যে হেতু পীতাম্বর মুখুয্যে স্ত্রীশিক্ষার বিষম বিদ্বেষী, এখনও যদি শুনেন যে মনোরমা পুস্তক হস্তে করিয়াছেন, অমনি তাঁহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। মনোরমা বাল্যকালের অধিকাংশ মাতুলালয়ে অতি-বাহিত করেন ; তথায় তাঁহার মাতুলদিগের যত্নে বাঙ্গালা এবং যৎকিঞ্চিৎ সংস্কৃত শিক্ষা করেন।

মনোরমা নীরবে বসিয়া আছেন। বদন চিন্তাকুল এবং দক্ষিণ হস্তে এক খানি পুস্তক। পুস্তক খানি খোলাই আছে, কিন্তু তাহাতে নয়নপাত হইতে-ছে না অনেকক্ষণ পরে তাঁহার নেত্র হইতে এক বিন্দু বারি পতন হইল, অমনি অঞ্চলের দ্বারা মুছিয়া ফেলিলেন। তৎপরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। বোধ হইল যেন মন যে দুঃসহ চিন্তাভারে পীড়িত হইয়াছিল, তাহার কিছু উপশম হইল। মনোরমা তখন পুস্তক খানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

"বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি ললিত ধাম।
লুটতি ধরণীশয়নে বহু বিলপিত তব নাম॥"

পুস্তক খানির পরিচয় পাওয়া গেল। উহা জয়দেব প্রণীত গীতগোবিন্দ। কিন্তু এই শ্লোক পাঠ মাত্র মুখের ভঙ্গিমা আবার ভিন্ন রূপ হইল। কিন্তু তাহা সহসা তিরোহিত হইল, যে হেতু তাঁহার খুড়তুত ভগিনী কাদম্বিনী সেই সময়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কাদম্বিনীও স্ত্রীজনোচিত সৌন্দর্য্য রত্নে বঞ্চিত নহে, মুখুয্যেদের বাড়ীর মেয়ে মাত্রেই যেন সুন্দরী হইতে হয়। তাঁহার বয়ঃক্রম ১৮ কি ১৯ বৎসর হইবে। তাঁহার বিবাহ হইয়াছে, এত বয়সের মেয়ের সম্বন্ধে একথা বলা কিছু উপহাসের বিষয় হয় বটে, কিন্তু কুলীনের ঘর, পাঠক! এ কুলীনের ঘর, কিছুই আশ্চর্য্য নহে!

যাহার সঙ্গে কাদম্বিনীর বিবাহ হইয়াছে, তাঁহার মানসপটে স্বনেত্রপথ-পতিত সত্যযুগের অনেক অধিক সময়ের ঘটনা দেদীপ্যমান আছে, বলিতে কি তাঁহার বয়স ৬৬ বৎসর। পথ পর্য্যটন কালে যদি কখন নিশাযোগে আশ্রয় স্থান না পায়েন তবেই নিকটস্থ কোন শ্বশুরবাড়ীতে পদার্পণ করিয়া বাটী পবিত্র করিয়া থাকেন। এই ভবিতব্যের উপর নির্ভর করিয়া কাদম্বিনীকে দিন যাপন করিতে হয়। যাহা হউক কাদম্বিনী অতি সুশীলা ও বুদ্ধিমতী কিন্তু বাপের দৌরাত্ম্যে লেখা পড়ার রসাস্বাদন পান নাই।

কাদম্বিনী ঘরে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "মনো! এদ্দিনের পর তোর বিয়ের ফুল ফুট্‌লো। তোর ভাগ্যে কুসুমপুরের সেই পোড়ার মুকো বাঁড়ুয্যেই জুট্‌লো। আ মরি মরি!

"হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার।"

প্রভাত-সমীরণ-বিলাসিনী-কুসুমদল যেমন দিনদেবের উত্তাপ বৃদ্ধি সহকারে ম্লান হইতে থাকে, কাদম্বিনীর মুখকান্তিও তেমনি ক্রমে ম্লান ভাব ধারণ করিল। নেত্র হইতে অশ্রুবারি ঝরিতে লাগিল।

মনোরমা কাদম্বিনীর মুখের দিকে তাকান নাই। কথা শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন

"খাইব গরল দিদী জলে দিব ঝাঁপ।
মরণ উপায় জেন কেন মনস্তাপ॥"

কাদম্বিনী চক্ষু মুছিয়া কহিলেন। "সাট্ সাট্, মনো! তোর মুখে কি আড়-কুটো নেই, যা মনে আসে তাই বলিস্? যেন কত পাকা গিন্নিই হয়েছেন।"

মনোরমা একথায় অধিক কান না দিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন "হ্যাঁ দিদী! এ কথা কোথায় শুন্‌লি, বুড় ডেক্‌রা কবে আসবে?" মনোরমার এ হাসি অন্তরের হাসি নয়। পাঠকগণ! বৃষ্টি হওয়ার মাঝে রৌদ্র হইতে দেখিয়াছেন ত, তবে তাই মনে করুন।

কাদম্বিনী। "কেন জেঠা জেঠাইমাতে এ নিয়ে কত ঝগ্‌ড়া কোঁদল হয়ে গেল। জেঠাইমা ত মাতা খুনো খুনি করে মর্চ্চে, বলে কি সে বুড় মিন্‌সের সঙ্গে কখনই তোর বিয়ে দিতে দেবে না। তা ভাই মেয়ে মানুষের কথায় কি হতে পারে; জেঠা মহাশয়ের যখন মত হয়েছে——"

মনোরমা কাদম্বিনীর কথা শেষ হইতে না হইতে কহিলেন "তা হোক্‌না দিদী, তার জন্যে ভাবনা কি, আহা! হা আমার সাধের পতি কবে আস্‌বেন,

করে আমি হামানদিস্তেতে পান ছেঁচে হাতের সার্থকতা কর্ব্বো। আমার তিনি দুধ কলা খুব চিবিয়ে খেতে পার্বেন-না দিদী!”

কাদম্বিনী। “মনো! তুই আর বকিস্‌নে, তোর রঙ্গ ভঙ্গ দেখে গা জ্বলে যায়। এখন কাঁচা বয়েস বুঝিস্‌নে শেষে বুঝবি। আমার এই দশা, তবু ভেবেছিলাম তোকে সুখী দেখে তবু সুখে থাক্‌বো। পোড়া বিধেতা তার তো এই কল্লে। পোড়া কুলীনের ঘরে যেন আর মেয়ে জন্ম না হয়।”

মনোরমা। “হ্যাঁলা দিদী তুই কাঁদিস কেন, এখনত দিন আছে, এর মধ্যে কে মরে কে বাঁচে তাকি বলা যায়।

কাদম্বিনী। “আহা দিদী সে বুড়ো কি এই কদিনের মধ্যে মর্ব্বে, বিয়ে যে এই মাসের মধ্যেই হবে।”

মনোরমার আর কথা নাই।

কাদম্বিনী ভাব বুঝিয়া অন্য কথা পাড়িবার ছলে কহিলেন “মনো! তোর হাতে ওখানি কি কেতাব—পড়না শুনি।”

মনোরমা। “এখানি গীতগোবিন্দ, দিব্বি কেতাব কিন্তু সংস্কৃত, তা শোন্ আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।”

এই বলিয়া মনোরমা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, শেষে “ধীর সমীরে, যমুনা তীরে, বসতি বনে বনমালী,” পড়িয়াই থামিলেন। মন যেন আর কিছুতে আকৃষ্ট হইল। কাদম্বিনী এ ভাবান্তর দেখিবার অবকাশ পাইলেন না। সেই সময়ে দাসী আসিয়া কহিল “দিদী ঠাকরুণ! খুড়ী মা তোমাকে ডাকুচেন।”

কাদম্বিনী ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দাসীর নাম ক্ষেমা, দেখিতে শ্যামবর্ণ, গড়ন মাঝারি গোছের, না ভাল না মন্দ, সুমুখের দাঁত গুলি অধরোষ্ঠ ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছে, চক্ষু দুটী বিষম সতেজ, কপালে বিলক্ষণ উলকির ঘটা। বয়েস ২৩। ২৪ বৎসর, বিধবা, জাতে গোয়ালা। তিনকুলে আর কেহ নাই।

কাদম্বিনী ঘর হইতে বাহির হইলেই, মনোরমার প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়া কহিল “মনো দিদী, এই বেলা চলো, এই ঠিক সময়, তোমার আবার কচি বয়েস এখন—কেউ না দেকৃলে বাঁচি, আমার সদাই গা ছুপ ছুপ করে।”

মনোরমা ঈষৎ বিরক্তির সহিত কহিলেন “ক্ষেমা তুই মিছে বকিসনে, আমাকে তোকে শিকুতে হবে না, এখন চল্।” এই বলিয়া উভয়ে নিঃশব্দে গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ---আম্রবন।

মুখোপাধ্যায়দিগের আবাসবাটীর অনতিদূরে একটী বৃহৎ আম্রবন আছে। উহা মুখোপাধ্যায়দিগেরই সম্পত্তি. ঐ আম্রবনের এক ধারে একটী ক্ষুদ্র মাঠ। তাহা গোচারণের নিমিত্ত পতিত। এক্ষণে তথায় নয়নপাত করিলে দৃষ্ট হইবে, গোপাল সকল দিনদেবকে অস্তশিখরে গমনোন্মুখ দেখিয়া গোচারণে নিবৃত্ত হইয়া গোপাল সহ গৃহাভিমুখে গমন করিতেছে। সৌর-আতপ-তাপিতজনের শান্তি-প্রদা ছায়া-দেবী সৌরিতেজে এতক্ষণ বৃক্ষাবাসে লুক্কায়িত ছিলেন, এক্ষণে দিনকরকে ধরণী পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া ধীর ধীরে সেই প্রান্তর ভাগে অগ্রসর হইতেছেন। অদূরে কিংশুক পুষ্প সুহাসবদনে দিগাঙ্গনাগণকে আহ্বান করিতেছে। চতুর্দ্দিকে বনজকুসুম নিকর বিকসিত রহিয়াছে, যেন প্রকৃতি সতী পুষ্পমালা দানে ঋতুরাজের অভ্যর্থনা করিতেছেন।

আম্রবনের অপর পার্শ্বে ভাগীরথী কল কল স্বরে দিগ্বলয় ধ্বনিত করিয়া সাগরসদনে গমন করিতেছেন। সায়াহ্নিক সৌরকরজাল ফেণপুঞ্জোপরি সংলগ্ন হওয়াতে ভাগীরথীকে সৌবর্ণ বসন পরিধৃতার ন্যায় অনুভূত হইতেছে। এ দিকে তট, সন্নিধানে নির্ম্মল জলতলে-অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য-প্রতিমা, তটস্থ পশু পক্ষী বৃক্ষ লতাদির চঞ্চল প্রতিমূর্ত্তির প্রতিভা প্রকাশ পাওয়ায় যেন ভাগীরথীতলে নব পৃথিবীর উদয় হওয়া অনুভব হইতেছে।

আম্রবনে আম্র মুকুল সকল প্রস্ফুটিত হইয়া সুগন্ধে বন ভাগ আমোদিত করিতেছে, অসংখ্য মধুকরধ্বনিতে চতুর্দ্দিক ধ্বনিত হইতেছে। কোকিল কুল পল্লবপুঞ্জাবৃত হইয়া স্বজাতীয় স্বরে শ্রবণবিবর সুশীতল করিতেছে।

পাঠক! এই সময়ে আম্রবনের ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ। যেন শত শত ভাবনার ভারভূত ২৪ বর্ষীয় একজন সুরূপ যুবককে তথায় দণ্ডায়মান দেখিতে পাইবে। আবার দেখ একজন যুবতী আসিয়া মিলিত হইল।

(ক্রমশঃ।)

## অষ্টাদশ পুরাণের সংক্ষেপ বিবরণ।

### ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

সমুদায় পুরাণ সংগ্রহের মধ্যে এই পুরাণ সম্পূর্ণত সাম্প্রদায়িক। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার প্রতি ভক্তি নির্দ্দেশ ব্যতিরেকে ইহার অপর কোন বিশেষ উদ্দেশ্য

নাই। এবং এই উদ্দেশ্য সংসাধন জন্যই ব্যাস এই পুরাণে নানা প্রকার প্রবাদ ও কাল্পনিক বিষয়ের বর্ণন করিয়াছেন। শুদ্ধ কৃষ্ণ ও রাধার প্রতি বিশ্বাস জন্মানই এই সকলের প্রধান উদ্দেশ্য। এই জন্য গ্রন্থকার এই পুরাণে নানা প্রকার অসংশ্লিষ্ট ও অদ্ভুত ঘটনা সকল বিবর্ণিত করিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য পুরাণে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র উল্লেখ নাই, এবং সামান্য অথচ সর্ব্বসাধারণ ঘটনা গুলিও যৎসামান্য রূপে কথিত হইয়াছে। সমকালিক নয় বলিয়া এই সকল ঘটনা গুলিতে যৎসামান্য সারবত্তা প্রদান করা যাইতে পারে। কারণ সমস্ত গুলিই নীরস ও অসম্ভব এবং পরিশ্রম সহকারে তত্ত্বাবতের সত্যাসত্যের বিষয় অনুসন্ধান করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এতন্মধ্যে কতকগুলি শ্লোক অতীব চমৎকার ও প্রাচীন পদবাচ্য এবং তৎপাঠে অপর গ্রন্থাপেক্ষা প্রকৃতি, কৃষ্ণ ও রাধার পূজার বিষয় সবিশেষ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

পুরাণ সকলের বেত্তা সূত মুনি নৈমিষারণ্যে কতক গুলি মুনি ও সকল ঋষির নিকট এই পুরাণ প্রচার করেন। প্রায় সমস্ত পুরাণই এ প্রকারে আরব্ধ করা হইয়াছে।

এই প্রকারে তীর্থ মাহাত্ম্য ও লোক মাহাত্ম্য প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের সূত্রপাত হইয়াছে। এই স্থলে ঋষিবর্গ সময়ের মন্দগতি দৃষ্টে ও মুক্তিলাভাশয়ে সূতকে এই পুরাণ পাঠ করিতে বলেন। পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইব, মুক্তির পথ অবলম্বন করিব, পুরাণের সহায়তায় হরির প্রতি অচলা ভক্তি নির্দ্দেশ করিব এই আশাতেই তাঁহারা এই পুরাণ শ্রবণ করেন। তাঁহারা এই পুরাণকে সমস্ত পুরাণের জীবন, ভক্তি ও সম্পদের আধার, মুক্তির এক মাত্র কারণ, সমস্ত পুরাণ, উপনিষদ্ এমন কি বেদের ভ্রমনাশক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সূতী ব্যাসের নিকট এই পুরাণের বিষয় জ্ঞাত হন। তিনি ইহার শ্লোক সংখ্যা অষ্টাদশ সহস্র নির্দ্দিষ্ট করেন। ব্যাস ইহার সূত্র বা সংক্ষেপ বিবরণ নারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। নারদ নারায়ণ ঋষির নিকট ইহা শিক্ষা করেন। নারায়ণ তৎপিতা ধর্ম্ম দেবের প্রমুখাৎ ইহা অবগত হন। ধর্ম্ম ব্রহ্মার নিকট এই পুরাণ শিক্ষা করেন স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান তাঁহার অমরাবতী পুরী গোলোক ধামে অর্থাৎ স্বর্গে ( যদিও অন্য পুরাণে ইহার কিছু উল্লেখ নাই ) ব্রহ্মাকে এই পুরাণ পরিজ্ঞাপন করেন। কৃষ্ণ রূপে পরমদেব জগদীশ্বরের কার্য্য পৃথিবীতে প্রচার করিয়াছে বলিয়া ইহার ব্রহ্মবৈবর্ত্ত নাম প্রদত্ত হইয়াছে। কৃষ্ণ নিজে পরম পুরুষ, পরমব্রহ্ম পরমাত্মা যাঁহা হইতে প্রকৃতি, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এবং অপর সকলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন।

এই পুরাণ চারি অংশে বিভক্ত।

(১) ব্রহ্মখণ্ড।

(২) প্রকৃতিখণ্ড।

(৩) গণেশখণ্ড।

(৪) কৃষ্ণজন্মখণ্ড।

ব্রহ্মখণ্ডে জগদীশ্বরের প্রকৃতি ও কার্য্যের বিষয়, পরমাণুর স্ত্রী রূপ ধারণ। গণেশখণ্ডে—গণপতির জন্ম ও অলৌকিক কার্য্যকলাপের বিবরণ। কৃষ্ণজন্মখণ্ডে—কৃষ্ণের জন্ম ও লীলার বিষয় কথিত হইয়াছে। আমরা প্রত্যেক খণ্ডের প্রধান প্রধান বিষয় গুলি মাত্র উল্লেখ করিব।

ব্রহ্মখণ্ড, প্রথমেই সমস্ত জগৎ ধ্বংসের পর তাহার পুনর্ব্বার সৃষ্টির বিষয় বর্ণন করিয়াছে। পৃথিবী মরু এবং শূন্যময় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শুদ্ধ পরম পুরুষ কৃষ্ণই সেই কালে অনাদি, অমর সর্ব্বব্যাপী হইয়া পূর্ণ-জ্যোতি এবং জ্ঞানাতীত তেজোরাশিতে বিরাজমান ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ হইতে ত্রিগুণ, পদার্থ, শক্তি, পঞ্চভূত, চতুর্ভুজ নানা বেশভূষায় ভূষিত নারায়ণ এবং বিভূতি ভূষিত জটাজূটধারী ভবানীপতি ত্রিশূলপাণি শিব উদ্ভূত হন। নারায়ণ বা বিষ্ণু আদিপুরুষ কৃষ্ণের দক্ষিণপার্শ্ব হইতে এবং শিব বামপার্শ্ব, এবম্প্রকারে সকল দেব দেবী কৃষ্ণের শরীরের কোন না কোন অংশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার স্তুতিবাদ ও মহিমাকীর্ত্তনচ্ছলে এক একটী পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা করিয়াছিলেন। তত্তাবতের বর্ণন অনাবশ্যক বোধে আমরা শুদ্ধ নারায়ণ, শিব ও ব্রহ্মার উপাসনা উদ্ধৃত করিলাম।

## নারায়ণের উপাসনা।

আমি কারণের কারণ কার্য্যের কর্ত্তা, সর্ব্ব-স্রষ্টা, মুক্তিদাতা, গুণগ্রাহী মঙ্গলালয় প্রভুকে নমস্কার করি। যিনি ধর্ম্মস্বরূপ অবিনশ্বর ফল, চিরব্রহ্মচারী সুন্দর, নবঘননীলিম আকৃতি, সদানন্দ নিস্পৃহ, যদৃচ্ছ নানা রূপধারী, রিপুনাশক, সমস্ত স্পৃহার আকর, সর্ব্বস্ব, সর্ব্বকর্ত্তা, সমস্ত বস্তুর বীজস্বরূপ, অপরিমেয় রূপধারী যিনি সর্ব্বদা বেদ চতুষ্টয়ে বিরাজমান থাকেন, যিনি বেদ প্রণেতা, বেদের মূল, বীজ ও ফল, সমস্ত বেদবিৎদিগের মধ্যে সর্ব্বোত্তম বিশেষ রূপে বেদে জ্ঞানী এবং বেদান্তর্গত সমস্ত নিয়মাবলী যাঁহার কণ্ঠস্থ।

## শিবের স্তব।

আমি অজেয়, সর্ব্বদাতা জয়কারণ, জয় বিধাতা জয়দাতাদিগের মধ্যে

সর্ব্বোত্তম, জয়স্বরূপ প্রভুকে নমস্কার করি। যিনি সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বস্রষ্টা, সকলের কারণ, সর্ব্বস্রষ্টার স্রষ্টা সর্ব্ব কারণের কারণ, যিনি সর্ব্বব্যাপী, রক্ষাকর্ত্তা-সর্ব্ব সংহারক, সর্ব্বপ্রদ, সর্ব্ব-প্রসবিতা, সর্ব্ব রক্ষার কারণ, যিনি সর্ব্বময়, যিনি আদিফল ফলপ্রদ, বীজস্বরূপ বীজরক্ষক, যিনি জ্যোতির্ম্ময় সর্ব্বপাপ-সংহারক, এবং পূর্ণজ্যোতির্ম্ময়দিগের প্রভু।

### ব্রহ্মার স্তব।

আমি ত্রিগুণাতীত শ্রীকৃষ্ণ, অমর অজেয় রূপবিহীন গোবিন্দকে নমস্কার করি। যিনি দেহী রূপে জগতে জন্মগ্রহণ করত গোপালকের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি অজরা শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গোপিনীগণের প্রেমাস্পদ হইয়াছিলেন। যাঁহার কলেবর নিরূপম, নবঘনের ন্যায় নীলিম ও সহস্র কন্দর্পের রূপরাশির সমষ্টির ন্যায় সুন্দর। যিনি বৃন্দাবনের নিকুঞ্জবনে গমনকালে রাসলীলা করিয়াছিলেন। যিনি গুহ্যতম নৃত্যের নিয়ন্তা, ও নট, এবং সেই সকল নৃত্য দর্শনে যাঁহার হৃদয়কন্দর আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত হয়।

এই প্রকারে অপরাপর সকল দেবদেবীরা পূর্ব্বোক্ত রূপে শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিল। এই সকল স্তব পাঠে বিলক্ষণ অনুভূত হয় যে, বৃন্দাবনের গোপালকে সর্ব্বস্রষ্টা বলিয়া প্রতিপন্ন করা—কিম্বা বৈষ্ণব ও শৈবেরা তাহাদের উপাস্য দেবতাদিগকে যে প্রকার বিশ্বনিয়ন্তা বলিয়া ব্যাখ্যা করে, কৃষ্ণকেও সেই উচ্চপদাভিষিক্ত বলিয়া সপ্রমাণ করা এই সকল স্তবের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহা কোন ক্রমে অযুক্তি বলিয়া বোধ হয় না বরং ইহা যে যুক্তিসিদ্ধ ও ন্যায়পর তাহার কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, যে সকল ক্রিয়া ও নৈসর্গিক, কার্য্যের দ্বারা শিব ও নারায়ণ ঈশ্বর পদ বাচ্য হইয়াছেন, সেই সকলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলার বিবরণ পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে তৎসমুদয় নিতান্ত অলীক ও অসম্ভব, ঈশ্বর পদবাচ্য দেব বা দেবীর যোগ্য নহে।

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে সমস্ত দেব দেবীর সৃষ্টি হইলে তিনি বিশ্রাম করণাভিলাষে রাসক্রীড়া করিতে গমন করিলেন। খ্রিষ্টীয় ধর্ম্মের ধর্ম্মপুস্তক "বাইবেলের" মতে জগদীশ্বর ছয় দিবস সমস্ত জীব ও জগতস্থ সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিবসে অর্থাৎ রবিবাসরে যে প্রকার বিশ্রাম করেন শ্রীকৃষ্ণও বোধ হয় সেই প্রকার বিশ্রাম করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার হৃদয় হইতে তৎ প্রিয়া রাধার উৎপত্তি হয়, তৎপরে তাঁহার লোমকূপ হইতে ৩৩ কোটি গোপিনী

অর্থাৎ বৃন্দাবনের অপ্সরীগণ ও ৩৩ কোটি গোপ বা অপ্সরীগণের ভর্ত্তার উৎপত্তি হয়। তৎপরে এই সকল গোপালকের গো সকলও তাঁহার অক্ষয় শরীর হইতে উৎপন্ন হয়। রাসলীলা—রাধা—গোপগোপিনীগণের সৃষ্টির বিষয় শুদ্ধ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেই উল্লিখিত আছে।

কৃষ্ণদ্বারা এই প্রকারে নানা দেবদেবীর সৃজনের বিষয় বর্ণন করিয়া পরিশেষে সর্ব্বস্রষ্টার প্রতি শিবের ভক্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এই অবকাশে ভক্তি বা বিশ্বাস ও ভিন্ন ভিন্ন মুক্তির বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। ব্রহ্মা তৎপরে পুনর্ব্বার সৃষ্টির কার্য্য আরব্ধ করিলেন। সাবিত্রী হইতে কতগুলি আশ্চর্য্য অপত্যোৎপাদন করিলেন। যথা—তর্কশাস্ত্র, গীতিশাস্ত্র, দিন, বৎসর, যুগ, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্যকলাপ, নানাবিধ রোগ, কাল ও মৃত্যু। তাঁহার নাভিকূপ হইতে বিশ্বকর্ম্মা, হৃদয় হইতে মহাজ্ঞানী সানন্দ ও তাঁহার কপোলদেশ হইতে একাদশ রুদ্র ও অন্যান্য মুনি ও জ্ঞানী তাঁহার কর্ণ ও মুখ হইতে জন্মগ্রহণ করেন।

ধর্ম্মরাজের কন্যাগণের সহিত পিতামহদিগের বিবাহের বিষয়—যে বিবাহের দ্বারা বহু সংখ্যক স্বর্গীয় লোক উৎপন্ন হন যথানিয়মে কথিত আছে। বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তির বর্ণনকালে এই অধ্যায়ে একটী চমৎকার আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছে। এই মতে অনেকেই স্বর্গের অপ্সরী ঘৃতাচীর গর্ভে ও বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। এই অধ্যায়টী অনেক স্থলে "জাতি নির্ণয়" নাম ধারণ করিয়াছে এবং তজ্জন্য জাতির উৎপত্তি বিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে ঐতিহাসিক ঘটনা কিছুই নাই সমস্তই উপন্যাসমূলক।

তৎপরে কয়েক অধ্যায় সামান্য উপন্যাসে পরিপূর্ণ। ষোড়শ অধ্যায়টী অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইহাতে চিকিৎসকদিগের নাম ও তাহাদের রচিত গ্রন্থগুলির বিষয় কথিত আছে। বৈদ্যশাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থ আয়ুর্ব্বেদ অন্যান্য বেদের ন্যায় ব্রহ্মার কৃত, ব্রহ্মা ইহা সূর্য্যকে প্রদান করেন। সূর্য্যের দ্বাদশটী শিষ্য প্রত্যেকেই এক এক অধ্যায় রচনা করেন কিন্তু সে সমস্তই এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

তৎপর কয়েক অধ্যায় মালাবতী নাম্নী জনৈক গন্ধর্ব্বপত্নীর বিষয়ক উপন্যাস নানাবিধ মন্ত্রের উপকারিতা, দেবর্ষি নারদের উপাখ্যান ও দৈনিক পূজা ও আহ্নিক ও আত্মার পবিত্রতা বিষয়ে পরিপূরিত। এই কাণ্ডের অষ্টাবিংশতি ও ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার গোলোকপুরী, পবিত্রাত্মা মহাঋষি নারায়ণ

ও তাঁহার বাসস্থানের বর্ণনা আছে। এই সপ্ত অধ্যায়ের মন্তব্য অভিপ্রায় ও রচনা এই পুরাণের উপযোগী ও পূর্ব্বোক্ত দেবগণের স্তবের ন্যায়। গো-লোকপুরী শিবলোক ও বিষ্ণুলোকের ৫০০ শত কোটি যোজন উর্দ্ধে স্থিত। এই স্থানটী জ্যোতির্ম্ময় গোপ গোপিনী ও গো সকলের আবাসভূমি। শ্রীকৃষ্ণের সেবক পবিত্র বৈষ্ণব ব্যতিরেকে কাহারও সেই সুখদ স্থানে গমন করিবার আদেশ নাই। কিন্তু ইহা স্পষ্টীকৃত হইতেছে যে, এই পুরাণ রচয়িতা যিনি স্বীয় মানসক্ষেত্রে এই গোলোক ধাম রচনা করেন তাঁহার নিজ গ্রন্থের বিষয় নিজেই সবিশেষ অবগত ছিলেন না ; কারণ, কোন স্থলে গোলোকপুরী চতুষ্কোণ কোন স্থলে গোলাকার কোন স্থলে অত্যুক্তি বর্ণনার ভয়ে ইহার পরিধি ৩০ কোটি যোজন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু আবার এক স্থলে ইহার পরিধি সহস্র যোজন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই পুরাণের পর অধ্যায়টী অতীব চমৎকার। সৃষ্টির নিষ্ক্রিয় কারণ স্বরূপ ও কাল্পনিক জীবরূপী-পরমাণু-স্বরূপ—সৃষ্টি দেবী প্রকৃতির বিষয় বর্ণিত আছে। সৃষ্টির বিষয় বর্ণনকালে সমস্ত পুরাণই সাঙ্খ্য দর্শনের মতানুযায়ী। সাঙ্খ্য দর্শনে প্রকৃতির এই রূপ বর্ণনা আছে-যথা—প্রকৃতি বা মূলপ্রকৃতি সকলের কারণ বা সৃষ্টির কর্ত্রী প্রকৃতি সর্ব্বপ্রধানা সর্ব্বকর্ত্রী এবং সমস্ত পরমাণুর প্রধান কারণ স্বরূপ। প্রকৃতি অবিনশ্বর, অভিন্ন, অপৃথক্ অর্থাৎ অপরমাণুক, অকারণভূত সর্জ্জনশীল অথচ সর্জ্জন ক্রিয়াভাব।

এই মতে আত্মা, পুরুষ, পুমান্, অর্থাৎ প্রকৃতি কিম্বা পুরুষ। কিন্তু সাঙ্খ্য দর্শনের দুইটী প্রধান মত একটী নাস্তিক একটী ঈশ্বরবাদী। প্রথমোক্তমতে আত্মা অস্পষ্ট, নিষ্ক্রিয়। পরমাণুর উপরে কোন আধিপত্য নাই কিন্তু স্বাধীন ও সহজীব। দ্বিতীয় মতে আত্মা ঈশ্বর স্বরূপ যিনি অপরিসীম অবিনশ্বর ও জগন্নিয়ন্তা। পুরাণ গুলি শেষোক্ত মতানুযায়ী। তাহারা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন জনের মধ্যে এক জনকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করে। যদিও অনেকে এই ত্রিদেব ভিন্ন কৃষ্ণকে ঈশ্বর স্বরূপ জ্ঞান করে তত্রাচ অপর সকল স্থলেই তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করে। মহাভারতের এক স্থলে এরূপ কথিত আছে যে বিষ্ণুর শিরঃ সমুৎপাটিত কেশ হইতে কৃষ্ণের অব-তার আবির্ভূত হয়।

পৌরাণিক ইতিবৃত্তের মর্ম্মানুসারে যাহা সম্পূর্ণত পদ্যময় ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, হিন্দুরা রূপকালঙ্কারকে বর্ণনার শেষ সীমা পর্য্যন্ত পরিচালিত করিয়াছেন। এবং এই জন্য পৌরাণিকেরা যে জীবাত্মা ও পরমাণুকে পুরুষ ও প্রকৃতি রূপে

বর্ণন করিয়াছেন ও সেই পুরুষ প্রকৃতিকে নরনারীর গুণবিশিষ্ট বলিয়াছেন তাহা নিতান্ত আশ্চর্য্য নহে প্রকৃতি যে শুদ্ধ সৃষ্টির কারণ তাহা নহে, প্রকৃতি মায়ারূপিণী অর্থাৎ ভ্রমদেবী ও জড়বুদ্ধির মনোদ্ধৃত অসম্ভব সৃষ্টির কর্ত্রী। পৌরাণিকেরা প্রকৃতির অপর একটী গুণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং কার্য্যের সহিত কারণ ও পরমাণুর সহিত স্রষ্টার বিভিন্নতা না রাখিয়া তাহারা প্রকৃতিকে ঈশ্বরের ইচ্ছানুভূত, সহকারিণী ও ঈশ্বরের ন্যায় ক্ষমতাশালিনী বলিয়া বর্ণন করিয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের এইটী প্রধান মত এবং প্রকৃতির সৃষ্টি বিষয়ে এরূপ কথিত আছে। (ক্রমশঃ)

# সংসার আশ্রম।

শাস্ত্রকারেরা সংসার শব্দের নানা প্রকার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কোন মহাত্মা ভ্রমজন্য বাসনাকে সংসার বলিয়াছেন, কেহ বা অস্থায়ী ভাবশীল জগৎকে সংসার নামে অভিহিত করিয়াছেন। কাহার মতে জীবনলীলাই সংসার, যিনি যেরূপে সংসারকে আংশিক রূপে অনুভব করিয়াছেন, তিনিই সে রূপ বর্ণন করিয়াছেন।

সচরাচর লোকেরা সংসার শব্দে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার প্রভৃতি বিষয় ব্যাপার বুঝিয়া লয়। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনুভূত হইবে, সামাজিক অবস্থান ব্যতীত সংসার আর কিছুই নহে, মনুষ্যগণ সমাজে থাকিয়া পরস্পর সহায়তা পূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাকেই সামাজিক অবস্থান বলা যাইতেছে।

সমাজের পরস্পর সহায়তা শৃঙ্খল হইতে যাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন, তাঁহাদিগকেই সংসারত্যাগী বলা যায়।

মনুষ্যগণ আদিম সময়ের অব্যবহিত পর হইতেই প্রয়োজন অনুসারে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছে। কোন কোন সম্প্রদায় বস্ত্রবয়ন করিয়া লোক সকলের লজ্জা নিবারণ করিতেছে; কোন কোন সম্প্রদায় অরণ্য হইতে কাষ্ঠচ্ছেদন পূর্ব্বক উপবেশনার্থ নানা রূপ মনোহর আসন, জলপথে যাতায়াতের নিমিত্ত বিবিধ কৌশলবতী নৌকা; সঞ্চিত ধন রক্ষার্থ নানাবিধ আধার প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া অশেষ অসুবিধা পরিহার করিতেছে।

কোন কোন সাম্প্রদায়িক লোকেরা আবার বহুবিধ সুচিত্রগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সুখে বাস করিবার সুবিধা করিয়া দিতেছে। এই রূপে দিন দিন অসংখ্য মনুষ্য অসংখ্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া সমাজের হিতসাধন করিতেছে।

দেখ! এক গ্রাস অন্ন গ্রহণ করিতে হইলে কত শত লোকের পরিশ্রমের ফল উপভোগ করিতে হয়।

এক সম্প্রদায় ক্ষেত্রকর্ষণ ও বীজবপন করিয়া ধান্য উৎপাদন করিতেছে, অন্য সম্প্রদায় তাহা নিস্তুষ করিয়া বিক্রয় করিতেছে। আর এক সম্প্রদায়ের সাহায্যে দেশান্তর পর্য্যন্ত বাণিজ্যকার্য্যে প্রেরিত হইতেছে। আর আর কত সম্প্রদায় রন্ধনের নানা প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে বস্তুতঃ বহু লোকের পরিশ্রম ও যত্ন সমবেত না হইলে কখনই জীবন যাত্রা সুখে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। মনুষ্যমাত্রকেই সমাজের কোন না কোন হিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে।

"আমি যে রূপ অন্যান্য কর্ত্তৃক সহায়তা লাভ করিতেছি, আমিও অন্যান্যের প্রতি সেরূপ সহায়তা দান করিব" এরূপ ভাব না থাকিলে কখনই সমাজের উপযুক্ত হওয়া যায় না।

যাহারা বস্ত্রের পরিবর্ত্তে বাকল পরিধান করে; আবাসবাটীর পরিবর্ত্তে বৃক্ষতলে বসতি করে; নানা প্রকার ভোজ্য সামগ্রীর পরিবর্ত্তে স্বভাবজ ফলমূল আহার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে; এবং অনন্যকর্ম্মা ও অনন্য মনা হইয়া ইষ্ট চিন্তায় সর্ব্বদা রত থাকে, তাহারা সামাজিক বন্ধনে নিবদ্ধ নহে। তাহারাই সংসারত্যাগী উদাসীন। সংসার সকলের নিকট সমান রূপে প্রতীয়মান হয় না। এই নিমিত্তেই বোধ হয় কবিগণ সংসারকে নানা রসাশ্রিত করিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

কবিতার চিত্রপটে কখন সংসার দীন, ক্ষীণ, মলিন, শোক দুঃখময়, মূর্ত্তিমান করুণরস রূপে চিত্রিত।

কখনও বা বজ্র নিনাদী সমর কোলাহলময় সাক্ষাৎ মৃত্যুবৎ রৌদ্র রসাকৃত।

কখনও বা উদার, শান্ত, দ্বেষহিংসাবর্জ্জিত, ধ্যানরক্ত মুনিসদৃশ শান্তরসরূপে ভাসিত, কখনও ক্লেদযুক্ত বিকলাঙ্গ বিকটাকৃতি বীভৎস রসরূপে অর্পিত।

বিরাগী উদাসীনেরা শুনিতে পায়, সংসার সর্ব্বদা গম্ভীর নাদে বলিতেছে, "হে মানবগণ! তোমরা সাবধান হও। তোমাদের সেই ভয়ঙ্কর সময় অতি নিকটবর্ত্তী।"

শোকাকুল ব্যক্তিরা দেখিতে পায়, সংসার যেন শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

বালকেরা সংসারের যে দিকে নেত্রপাত করে সেই দিকেই প্রকৃতির নব প্রফুল্লভাব দর্শন করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, তাহাদের নিকট সংসার আর শূন্য জীর্ণারণ্য প্রতীয়মান হয় না। দর্শনবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ, এই সংসার-সাগর মন্থন করিয়া কত প্রকার তত্ত্বরত্ন উদ্ভাবন করেন।

যাঁহারা "সংসার অসার" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, বোধ হয় তাঁহারা সংসার কর্ত্তৃক, কর্কশ, নির্দ্দয়, ও তিক্ত রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবেন। তাঁহাদের প্রত্যক্ষ গোচরে সংসারের মধুর মূর্ত্তি কখনই আবির্ভূত হয় নাই, কোন মহাত্মা কাব্য শাস্ত্রের সমালোচনা এবং সাধুসঙ্গ ব্যতীত সংসারে আর কিছুতেই সুখানুভব করিতে পারিতেন না বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, "সংসার রূপ বিষবৃক্ষে দুইটী মাত্র মধুর ফল আছে, একটী কাব্যামৃত, অন্যটী সাধুসঙ্গ,, শত শত ব্যক্তি স্থূল দৃষ্টে দেখিতেছেন বৃদ্ধ মাতা পিতা ও পিতামহের সম্মুখভাগে যুবক মৃতপুত্র শয়ান রহিয়াছে, হঠাৎ বজ্রপাত হইয়া নিরপরাধ ধার্ম্মিক ব্যক্তির মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল; হঠাৎ ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত হইয়া অজ্ঞাতসাগরে নিরপরাধ সহস্র সহস্র লোকের জীবন বিনাশ করিয়া ফেলিল, অধার্ম্মিক ধূর্ত্তেরা পরম সুখে কাল যাপন করিতেছে। শান্ত প্রকৃতি ধার্ম্মিকেরা সামান্য অন্ন বস্ত্রের নিমিত্ত লালায়িত হইতেছে। এ সকল ঘটনার আভ্যন্ত কারণ, কার্য্য সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া অনেকে সংসারকে নিতান্ত বিশৃঙ্খল অনিয়মিত বাল্য ক্রীড়া মনে করে। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে লক্ষিত হইবে সংসার আমাদের সুখের ভাণ্ডার। সুকৌশল সুন্দর একটী যন্ত্র স্বরূপ। জগদীশ্বর মনুষ্যদিগকে সংসারাশ্রম-উপযোগিনী কতকগুলি প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, সামঞ্জস্যরূপে সে গুলির সদ্ব্যবহার করিতে পারিলেই বিশ্ব নিয়ন্তার আজ্ঞা প্রতিপালিত হয়।

---

## শ্রমজীবীদিগের শিক্ষা।

মনুষ্যের ন্যায় অদ্ভুত জীব দৃষ্টিগোচর হয় না এক দিকে পরোপকার ব্রতে জীবনকে উৎসর্গ করিয়া দিতেছেন, অপর দিকে আত্মম্ভরিতার পরাকাষ্ঠা দর্শাইতেছেন, এক দিকে বিশুদ্ধ দেবভাব, অপর দিকে নিকৃষ্ট পশুভাব। কখন ভ্রাতা ভগ্নীদিগের উন্নতিতে আনন্দিত হইতেছেন কখন তাহাদের সমৃদ্ধিতে ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছেন, কখন আপনাকে নরাধম বলিয়া সমাজের নিকট শীলতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দর্শাইতেছেন, কখন বা অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া অপরকে হেয় জ্ঞান করিতেছেন। এই আশ্চর্য্য জীবের অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য সকল নয়নগোচর করিবার জন্য অধিক আয়াস করিতে হয় না। আমরা একটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য, উল্লিখিত প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সুশিক্ষা, মানব মাত্রেরই উন্নতির পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায় এবং ইহার প্রভাবেই অতি নিকৃষ্ট মনুষ্য উচ্চ-পদবীতে পদার্পণ

করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইউরোপখণ্ডে, চর্ম্মকারপুত্র বা সূত্রধরসুত, বিদ্যার প্রভাবে, সমধিক গণ্য এবং মান্য হইতেছেন। আমাদের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল, এবং নীচ ব্যক্তি যে, উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয় তাহা হিন্দু সমাজের অভিপ্রায় নহে। এ প্রকার ভাব হওয়াও বিচিত্র নহে। যে জাতির মধ্যে, এককালে, জাত্যভিমান এত প্রবল ছিল যে, শূদ্রের স্পর্শে তাহারা অপবিত্র বোধ করিত, এবং তাহাদিগকে সাধারণ ভৃত্যের ন্যায় ব্যবহার করিত, সে জাতি যে শীঘ্র আপামরসাধারণের প্রতি উদারতা প্রকাশ করিবে, এরূপ সম্ভব হইতে পারে না। জাত্যভিমানই আমাদের সকল ইষ্টের অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে, ইহার বশীভূত হইয়াই, আমরা কোন স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিতে সক্ষম হই না, এই জন্যই আমরা স্বাধীন ভাবে অবস্থিতি করিতে সাহস প্রকাশ করিনা এই জন্যই আমাদের দৈন্যদশা, এই জন্যই আমরা হীনবীর্য্য ও উৎসাহবিহীন।

আপামরসাধারণের অজ্ঞানান্ধ মন যাহাতে বিদ্যার আলোকে উজ্জ্বল ভাব ধারণ করে, এই উদ্দেশে আমাদের সুসভ্য রাজপুরুষগণ বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। সভ্যতম জাতিমাত্রেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সাধারণকে বিদ্যা-দান করা রাজার কর্ত্তব্য। এবং এই জন্য স্নেহবতী ইংলণ্ডেশ্বরী, ব্রিটন-বাসী বালকমাত্রেরই বিদ্যাভ্যাসের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। বোধ হয় সেই দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়াই, রাজপুরুষগণ, ভারতবর্ষে, সেই পদ্ধতি প্রচলিত করিবার সূত্রপাত করিয়াছেন। কিন্তু, ইহা অতীব আক্ষেপের বিষয় যে, আমা-দের মধ্যে অনেকানেক প্রধান ব্যক্তি, ইহার অনুমোদন করেন না। ইহা তাঁহাদের ইচ্ছা নহে যে, শ্রমজীবী ব্যক্তিগণ বিদ্যাধন অর্জ্জন করে। তাঁহারা কহিয়া থাকেন যে, এরূপ হইলেই স্ব স্ব ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাদের প্রাপ্য পদ সকল অধিকার করিবে এবং যদিও তাহারা তত দুর উন্নতি করিতে সক্ষম না হউক, তথাপি স্ব স্ব কার্য্যে শৈথিল্য প্রকাশ করিলে, সাধা-রণের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ সামান্য ব্যক্তিগণ, বিদ্যালাভ করিলে, অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া কাহাকেও গ্রাহ্য করিবে না। এরূপ বাক্য সজ্জনোচিত নহে। ইহাতে স্বার্থপরতাই মাত্র প্রকাশ করে এবং মনুষ্য অপেক্ষা স্বার্থপর জীব আর কে আছে? ইহা মানবমাত্রেরই অনুধাবন করা কর্ত্তব্য যে, নিজের ক্ষতি স্বীকার না করিলে, অপরের উপকার সাধন হইতে পারে না। এবং যতদিন, মনুষ্য আপামরসাধারণের উন্নতিকে, নিজের উন্নতি রূপে প্রতীত করিতে সক্ষম না হয়েন, ততদিন তিনি মনুষ্য নামের

গৌরব কখনই রক্ষা করিতে পারেন না। যাঁহারা অপরের উপকার সাধন করিবার পূর্ব্বে, আপনাদের লাভালাভের বিষয় গণনা করেন, তাঁহাদিগকে মনুষ্যপদবীতে সংস্থাপন করা যাইতে পারেনা। এবং স্বার্থপর ব্যক্তিরাই শ্রমজীবীদিগের শিক্ষার সমক্ষে নানা বাধা উপস্থিত করে। আমার ক্ষতি হউক না কেন, পরহিতসাধনে বিরাগ প্রকাশ করিব না মহল্লোকেরই এবম্প্রকার প্রতিজ্ঞা। পার্থিবলাভ কিছু অধিক মূল্যবান নহে, এবং যদি তাহা উপেক্ষা করিয়া, সার ধন সঞ্চয় করা যায়, তাহা হইলে, তাহাই প্রার্থনীয় বলিতে হইবে। শ্রমজীবী ব্যক্তিগণ, লেখা পড়া শিখিলে অহঙ্কারী হইবে, যাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহারা বিদ্যার গৌরব রক্ষা করিতে অক্ষম, এবং তাহার যে কি মূল্য তাহা অবগত নহেন। সুশিক্ষার প্রভাবে, মনুষ্য নম্রভাব ধারণ করে একথা অস্বীকার করা মূঢ়তা প্রকাশ মাত্র। যখন সুসভ্য রাজপুরুষগণ প্রথমে, ভারতভূমে জয়পতাকা উড্ডীয়মান করেন, তখন তাঁহারা প্রজাবর্গকে ঘোর তমসাচ্ছন্ন দেখিয়াছিলেন, সর্ব্বত্রই অসভ্যতার চিহ্ন দেদীপ্যমান, অজ্ঞানান্ধকারে সকলেই ভ্রাম্যমান, তখন তাঁহাদের অন্তঃকরণে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল? তাঁহারা কি আমাদের এ অবস্থা দেখিয়া আক্ষেপ করেন নাই? আমাদের হীন দশা কি তাঁহাদের অন্তরে দারুণ বেদনা প্রদান করে নাই? আমাদের দুঃখ দেখিয়া আর তাঁহারা সুস্থির থাকিতে পারিলেন না। আমাদের সকল অভাব দূর করিবার জন্য তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং যাহাতে আমরা ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া, তাঁহাদিগকে বন্ধুরূপে আলিঙ্গন করিতে পারি, এই অভিলাষই তাঁহাদের উত্তেজিত করিয়া তুলিল। ইহাইত সজ্জনোচিত, ইহাইত মহত্ত্ব। এবং তাঁহাদের এবম্প্রকার মহত্ত্বের প্রভাবেই, আমরা বিদ্বান ও সভ্য হইয়াছি। যদি মহাত্মাগণ আমাদের অসভ্য বলিয়া উপেক্ষা করিতেন এবং মূর্খ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন, তাহা হইলে আমাদের দশা কি হইত? ইংরাজগণ ত অনায়াসেই বলিতে পারিতেন, ভারতবর্ষবাসীদিগকে শিক্ষা দিয়া কি হইবে? তাহা হইলে তাহারা আমাদের সমকক্ষ হইয়া উঠিবে, এবং অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া, আমাদের বিশেষ অবজ্ঞা করিবে। কিন্তু যখন তাঁহারা বিজাতীয় হইয়া আমাদের প্রতি সমধিক উদারতা ও মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন, তখন আমাদের কি এ রূপ মহদ্দৃষ্টান্ত অনুকরণ করা উচিত হয় না? আমাদের হীন অজ্ঞান ভ্রাতাগণকে কি উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে? পরন্তু, ইহা প্রণিধান করা উচিত যে, সভ্য বলিয়া আমাদের যে অহঙ্কার তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। আমাদের পূর্ব্ব

পুরুষদিগের অবস্থা অন্তঃকরণে উদিত হইলে, আমাদিগের সকল দর্প এখনই চূর্ণ হইবে। আমরা যে সকল শ্রমজীবীগণকে অসভ্য বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকি, এবং যাহাদের উন্নতিকে, আমাদের মর্য্যাদার হানিজনক বলিয়া থাকি, সেই সকল ব্যক্তিদিগের ন্যায় আমাদের মহামান্য পূর্ব্বপুরুষগণ অসভ্য অবস্থায় কালযাপন করিতেন। এবং পৃথিবীর আদিম অবস্থাতে মনুষ্যমাত্রকেই শ্রমজীবী হইতে হইয়াছিল।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন,—কোথায় বা আমাদের সভ্যতার অভিমান—কোথায় বা আমাদের উন্নতির ভাণ। কিছু কাল পূর্ব্বে সকলেই একভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন,—কেহ কেহ সুযোগ পাইয়া উন্নতির উচ্চ-সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, কেহ বা উপায়বিরহে সেই জঘন্য অবস্থায় নিপতিত আছেন। স্থিরভাবে প্রণিধান করিলে, অবস্থা ভেদে কোন বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হইতে পারে না, এবং আমাদের ক্ষীণ ভ্রাতারা যদি জ্ঞানবলে বলীয়ান্ হইয়া আমাদের সমকক্ষ হয়েন, তাহা হইলেই বা আমাদের মানের কি খর্ব্বতা হইতে পারে? বরং আমাদের কর্ত্তৃক তাঁহাদের উন্নতি সংসাধিত হইলে, আরো শ্লাঘনীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আত্ম অভিমান সকল অনিষ্টের মূল। ইহার দ্বারাই ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিসম্বাদ—ইহাই আপামরসাধারণের উন্নতির পক্ষে বিষম অন্তরায়, এবং ইহাই আমাদের অধঃপতনের সোপান স্বরূপ। সামান্য শ্রমজীবী ব্যক্তিগণ শিক্ষালাভ করিয়া, পাছে আমাদের অবজ্ঞা করে, এই আশঙ্কা আমাদের বিশেষ পীড়াকর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহা কি আমাদের জ্ঞান ও সভ্যতার ফল যে, পাছে আমাদের নিকৃষ্ট অভিমান খর্ব্ব হইয়া যায়, এই অভিপ্রায়ে আমরা আমাদের হীন ভ্রাতাগণকে উন্নত হইতে দিব না, এবং যদি কেহ তৎপক্ষে যত্নবান হয়, তাহাতে বাধা প্রদান করিব? আমরা বিদ্যাভিমানী হইয়া কি তুচ্ছ পার্থিব গৌরবের জন্য আমাদের অজ্ঞান ভ্রাতাগণের উন্নতি পথে কণ্টক বিক্ষেপ করিব? ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট ভাব আর কি হইতে পারে? এবং এরূপ নীচ ভাব যাহাদের অন্তরকে অধিকার করিয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব আর কি দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা? যদি স্বকীয় ভাবেই মগ্ন থাকিলাম—যদি আত্ম অভিমানকে স্ফীত করিয়া আপনাকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিতে লাগিলাম—হীন ভ্রাতাগণের উন্নতিতে উদাসীন রহিলাম, তাহা হইলে, মানবজন্ম ধারণ করিয়া কি ফল লাভ হইল? আপামরসাধারণের উন্নতিতে নিজ উন্নতি জ্ঞান, অপরের মঙ্গলে নিজ মঙ্গল বিবেচনা করাই মানবজন্মের বিশেষ গৌরব—ইহাই মনুষ্যগণের মহত্ত্ব, ইহাই তাহাদের স্বর্গের সোপান স্বরূপ।

# হালিসহর পত্রিকা।

১ ম খণ্ড] চৈত্র সন ১২৭৮ সাল, [ ১২শ সংখ্যা।



—০০০—

শ্রীরামপুর।

আলফ্রেডযন্ত্রে মুদ্রিত।

# হালিসহর পত্রিকা।

( মাসিক পত্রিকা। )

১ ম খণ্ড] চৈত্র সন ১২৭৮ সাল, [ ১২শ সংখ্যা।

## কুমার-সম্ভবের শেষভাগ ও তৎসম্বন্ধে শ্রীতারানাথ তর্কবাচস্পতির মতের বিচার।

—০০০—

মহাকবি কালিদাস সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া ভারতবর্ষীয় লোকদিগের মনে সংস্কার নিবন্ধ হইয়া রহিয়াছেন। যাঁহারা কখনই কালিদাসের রচনার স্বাদ গ্রহণ করেননাই, তাঁহারাও তাঁহার অলৌকিক কবিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন।

ইদানিন্তন ইউরোপীয় অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ কালিদাসের প্রতি অশেষ ভক্তি প্রকাশ করিতেছেন, এমন কি অনেক ইউ রোপীয় পণ্ডিত, কালিদাসকে পৃথিবীর সর্ব্ব প্রধান কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তৎপ্রণীত কুমার-সম্ভব সংস্কৃতজ্ঞ মাত্রেরই অবিদিত নাই। এক্ষণে ইতিহাসের প্রভাবে অনেক সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কুমার-সম্ভবের বিষয় বিশেষ অবগত হইয়াছেন, সকলেরই

এরূপ বিশ্বাস যে, মহাকবি কালিদাস কুমার-সম্ভবের সাতসর্গ মাত্র প্রণয়ন করি য়া কাব্যখানি অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান নাই।

কুমার-সম্ভব যে তাঁহার রঘুবংশ প্রভৃতি অন্যান্য কাব্যের পূর্ব্বে প্রণীত, তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ আছে।

"অস্তি," "কশ্চিৎ," "বাক্" "বিশেষ" কালিদাসের এই বাক্যের দ্বারা কুমার-সম্ভব সর্ব্বাগ্রে প্রণয়ন করিয়া ছিলেন ইহাই প্রতীত হয়। ভাষাবিজ্ঞানবিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন, কুমার-সম্ভব, কবির অতি তরুণ বয়সের রচনা, রঘুবংশ, অভিজ্ঞান শকুন্তল, কিঞ্চিৎ প্রগাঢ় যৌবন কালে প্রণীত। বিশেষ কোন কারণ বশতঃ কুমার-সম্ভবের অপরাংশ বিলুপ্ত হইয়াছে।

কেহ কেহ অনুমান করেন শিব ও পার্ব্বতী ভারতবর্ষীয় লোক দিগের উপাস্য ও পিতা মাতা, প্রস্তাবের অবতরণানুসারে কুমার-সম্ভবের অপরাংশ অশ্লীলও দুষিত বলিয়াই অনুমিত হয়।

নিজ মাতা পিতা অবলম্বন করিয়া আদি রস চর্চ্চা, বোধ হয় সকলেরই লজ্জাস্কর। দীর্ঘকাল চর্চ্চা ও যত্নের অভাবে ভারত বর্ষে কুমারের অপরাংশ বিলুপ্ত হইবে আশ্চর্য্য কি?।

৪০ বৎসরের কিঞ্চিৎ পুর্ব্বে দাক্ষিণাত্য হইতে কুমার সম্ভবের অপরার্দ্ধ সংগৃহীত হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত পুস্তকাগারে রক্ষিত হয়।

এতদ্দেশীয় তৎসাময়িক সংস্কৃতজ্ঞ সহৃদয়গণ, উহা নিতান্ত হেয় বলিয়া ভারতবর্ষস্থ অন্যান্য পণ্ডিতদিগের ন্যায় উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার "সাহিত্য-প্রস্তাব" নামক পুস্তকে কুমার-সম্ভবের সমালোচনাতে লিখিয়াছেন,

"এই শেষ ভাগ পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়

যে, কুমার-সম্ভবের শেষ ভাগ বিলুপ্ত হইয়াছে ইহা স্থির করিয়া, এতদ্দেশীয় কোন আধুনিক কবি ঐঅংশ রচনা করিয়া গিয়াছেন, উহা পাঠ করিলে কালিদাসের রচিত বলিয়া কোন ক্রমেই প্রতীতি জন্মিতে পারেনা।”

সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণাধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারা নাথ তর্ক বাচস্পতি কুমার-সম্ভবের সেই অপরার্দ্ধ মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন এবং উহা কালিদাস প্রণীত প্রমাণ করিবার নিমিত্ত অশেষপ্রয়াস পাইয়াছেন।

তাঁহার যুক্তিগুলি নিতান্ত দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য, অথবা অসত্য বিষয় প্রমাণীকৃত করিতে গেলে কেবল বুদ্ধি ও বিদ্যা দ্বারা সমুদয় লোককে আর কত প্রতারিত করা যাইতে পারে?। ওরূপ অযথার্থ বিষয়ে বৃথা পরিশ্রম, তাঁহার ন্যায় লোকের সদৃশ-কার্য্য হয় নাই, বাচস্পতি মহাশয়ের প্রয়োজিত যুক্তিগুলি ক্রমে উল্লিখিত ও খণ্ডিত হইতেছে।

প্রথম। “কুমার-সম্ভব এই নাম দ্বারা কুমারের জন্ম বর্ণন বিষয়ে কবির প্রতিজ্ঞা প্রকাশ পাইতেছে, মহাকবি কালিদাস যে, সংকল্প ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছেন এরূপ বোধ হয় না, যদি প্রণেতা শিব বিবাহান্ত সাত সর্গে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতেন, তাহা হইলে ইহার নাম কুমার সম্ভব না রাখিয়া শিব বিবলন রাখাই সম্ভাবিত ছিল”। ইহার উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজনক কুমার সম্ভবের অপরাংশ বিনষ্ট হইয়াছে, এই রূপ সং বোধ হয় ভারতবর্ষীয় অধিকাংশ লোকের মনেই প্রকাশ আছে। সং-

দ্বিতীয়। “অষ্টমাদি সমুদয় সর্গের শেষেই কালিদাস লিয়া উল্লেখ দেখা যায়। যশ ও অর্থের নিমিত্ত লোকে গ্রন্থ না।

করিয়া থাকে। এক ব্যক্তি অন্যের নামে পুস্তক প্রচার করা সম্ভাবিত নহে, কালিদাস নামক অপর কোন কবির কোন বৃত্তান্ত এপর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, সুতরাং এতৎপ্রণেতা উজ্জয়নীর প্রধান রত্ন কালিদাসই অনুমিত হয়।" ইহার উত্তর অতি সহজ—একের নামে অন্যের পুস্তক প্রণয়ন করা ভারতবর্ষে অসম্ভাবিত নহে, পূর্ব্বতন ভারতবর্ষীয় লোকেরা স্বপ্রণীত গ্রন্থাদির গৌরব রক্ষার্থ যত দুর যত্ন ও প্রয়াস পাইতেন তাহার শতাংশের একাংশেও নিজগৌরবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না।

বিশেষতঃ অপরিচিত লোকেরা প্রায়ই মহৎ লোকের নামে গ্রন্থ প্রচার করিতেন। এনিমিত্তেই বোধ হয় অনেক সংস্কৃত পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায় না, কেবল অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন কি দেবতাংশ বলিয়া যাঁহারা প্রসিদ্ধ হইতেন, তাঁহারাই সচরাচর স্বনামাঙ্কিত করিয়া পুস্তক প্রকাশ করিতেন।

তন্ত্রগুলি সমুদয়ই শিব-প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ, এমন কি যে গ্রন্থে "লণ্ডনের" নাম পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতেও "শিব কৈলাস শিখরে পার্ব্বতীর নিকট বলিতেছেন," এরূপ লিখিত আছে। সমুদয় তন্ত্র যে শিব প্রণীত নয় ইহা প্রমাণিত করা বাহুল্য।

নানক স্বপ্রণীত পুস্তক ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া প্রচার করেন, কেবল যে ভারতবর্ষেই এরূপ প্রথা আছে তাহা নহে, মহম্মদ ও খ্রীষ্টের বিষয় কাহারই অবিদিত নাই।

ধর্ম্ম পুস্তকের ন্যায়, কাব্যাদিতেও এরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে।

"বেদ আছে। বাল্মীকি রাম জন্মিবার ষষ্ঠি সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে